শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রিংশ বর্ষ—১ম সংখ্যা
ফাল্গুন, ১৩৯৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩০শে বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ফাল্গুন ১৩৯৬
১৯ গোবিন্দ, ৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ; ১৫ ফাল্গুন, বুধবার, ২৮ ফেব্রুয়ারী ১৯৯০ { ১ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
২রা জ্যৈষ্ঠ ১৩২২
১৬ই মে ১৯১৫

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু—

* * আপনার ২৮শে বৈশাখ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। শ্রীমান্ * * র জন্য কিছুদিন পূর্ব্বে আমার বড়ই চিন্তা হইয়াছিল। তাহার সংবাদ না পাইলেও আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম যে, তাহার শ্রীহরিনামে আগ্রহ ও সেবাপ্রবৃত্তির অভাব হইয়াছে। এ সকলই আমার দুর্ভাগ্য। * * র ন্যায় মহদন্তঃকরণবিশিষ্ট লোকের কোথায় দিন দিন নাম-ভজনের আদর্শ-চরিত্র দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইব এবং আপনাদিগকে ধন্য জ্ঞান করিব, দুঃখের বিষয়, তাহা না হইয়া শ্রীমান্ আজ চিত্তপীড়ায় কাতর, নাম-ভজনে উদাসীন! শ্রীমান্‌কে সঙ্গে লইয়া যদি এসময় শ্রীমায়াপুরে আসেন, তাহা হইলে * * র চিত্তবিকার উপশম হইবে বলিয়া মনে করি। শ্রীমান্ * * র মাতার শ্রী * * কে এতদ্দেশে পাঠাইবার নিতান্ত আপত্তি হইলে * * র সহিত * * ফিরিয়া যাইতেও পারেন, অথবা আরও কতিপয় দিবস এখানে বাস করিয়া চিত্তরোগের উপশম হইলে দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারেন। আপনি শ্রীমান্ * * ও শ্রীমান্ * * কে শ্রীমান্ * * র মাতাকে এ বিষয়ে বুঝাইয়া বলিতে পারেন।

আপনি "প্রার্থনা", 'শ্রীপ্রেমভক্তিচন্দ্রিকা', "শ্রীউপদেশামৃত" এবং "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" বিশেষ যত্নপূর্ব্বক সর্ব্বদা পাঠ করিবেন। অন্য বিষয়ী বা অন্য সাধু লোকের সহিত হরিকথা আলোচনা করিবেন না। সকল সঙ্গ রহিত হইয়া সর্ব্বদা নিরপরাধে সংখ্যাপূর্ব্বক শ্রীহরিনাম গ্রহণ করিবেন। সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত হরিনাম গ্রহণ করিলে কোন বিষয়ীই

আপনার কোন অনিষ্ট করিতে পারিবে না। ভগবানের নামভজন না করিলে জীবের অন্য কোন প্রকারে মঙ্গল হয় না। শ্রীনামই সাক্ষাৎ ভগবান্; কেবল সাংসারিক চক্ষে ভগবানের নাম ও ভগবান্ পৃথক্ বোধ হয়। মুক্ত পুরুষগণ শ্রীনামকেই ভগবান্ জানেন। আমরা মহাপ্রভুর কৃপায় ভাল আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

জয় জয় গৌরঃ

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১৭ই শ্রাবণ ১৩২২, ২রা আগষ্ট ১৯১৫

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ—

আপনার ৫ই শ্রাবণের পত্র পাইয়াছি। ইতঃপূর্ব্বে আপনার বাটীর ঠিকানায় যে পত্র লিখিয়াছিলাম, বোধ করি তাহা এতক পাইয়া থাকিবেন। নানা কার্য্যে ব্যস্ত থাকায় যথাকালে পত্রোত্তর দিতে বিলম্ব হয়, তজ্জন্য ত্রুটী হইয়া থাকে। ‘মহাপ্রভু ও রাধাকৃষ্ণ অভিন্ন, পার্থক্য নাই; কেবল ভেদ এই যে, গৌরহরি—কৃষ্ণভজনান্বেষণপর বিপ্রলম্ভরসবিগ্রহ এবং রাধাকৃষ্ণ—সম্ভোগরসবিগ্রহ। গৌরহরির কৈঙ্কর্য্যেই ব্রজপ্রাপ্তি ঘটে। চরিতামৃতের অন্ত্যলীলা ২০শ পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর ভজন-প্রণালী উক্ত হইয়াছে। গৌরসুন্দরের দয়া অত্যধিক, কৃষ্ণচন্দ্রের মধুরিমা অতুল্য; সেজন্য গৌরকে ঔদার্য্যবিগ্রহ ও কৃষ্ণকে মাধুর্য্যবিগ্রহ বলা হয়। এই দুই বিগ্রহের কম-বেশী নাই, জানিবেন। গৌরপাদাশ্রয় ও কৃষ্ণসেবা—একই কথা। দুই মূর্ত্তি পরম মনোহর। রাধাকৃষ্ণমিলিত তনুই গৌরবিগ্রহ, সুতরাং কৃষ্ণ হইতে অধিক বা কম নহেন। একই জিনিষকে কম-বেশী মনে করিতে হইবে না। কৃষ্ণনাম করিতে করিতে জীবের পরম মঙ্গল হয়। শ্রীনাম-ভগবান্ শ্রীনামি-ভগবান্ হইতে ভিন্ন নহেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ভাল করিয়া পাঠ করিবেন। * * *। ঠাকুর মহাশয় লিখিয়াছেন,—“গোরা পঁহু না ভজিয়া মৈনু। অধনে যতন করি’ ধন তেয়াগিনু॥”—এই সকল প্রার্থনা হৃদয়ে রাখিয়া সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করিবেন। বৈষয়িক কোন ক্লেশ কিছুই করিতে পারিবে না।’

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

* * *

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

ত্রয়োদশঃ কিরণঃ—ঐকান্তিকী নামাশ্রয়া সাধনভক্তিঃ

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [২।৪।১৫]

যৎকীর্ত্তনং যৎস্মরণং যদীক্ষণং
যদ্বন্দনং যচ্ছ্রবণং যদর্হণম্।
লোকস্য সদ্যো বিধুনোতি কল্মষং
তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ ১ ॥

যমদূতান্ যমঃ [৬।৩।২২]

এতাবানেব লোকেঽস্মিন্ পুংসাং ধর্ম্মঃ পরঃ স্মৃতঃ।
ভক্তিযোগো ভগবতি তন্নামগ্রহণাদিভিঃ ॥ ২ ॥

দেবহূতিঃ কপিলম্ [৩।৩৩।৬-৭]

যন্নামধেয়-শ্রবণানুকীর্ত্তনাৎ
যৎপ্রহ্বণাদ্‌যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে
কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥৩॥

অহো বত শ্বপচোঽতো গরীয়ান্
যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্যা
ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে ॥ ৪ ॥

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।১।১৪]

আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্ ।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্ ।।৫।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১২।৩।৪৪-৪৬]

যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ
পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্ ।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং
প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ ।।৬।।

পুংসাং কলিকৃতান্ দোষান্ দ্রব্যদেশাত্মসম্ভবান্ ।
সর্ব্বান্ হরতি চিত্তস্থো ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ ।।৭।।

শ্রুতঃ সংকীর্তিতো ধ্যাতঃ পূজিতস্ত্বাদৃতোঽপি বা ।
নৃণাং ক্ষিণোতি ভগবান্ হৃৎস্থো জন্মাযুতাশুভম্ ।।৮

করভাজনঃ নিমিম্ [১১।৫।৩২]

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সংকীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ।।৯।।

[১১।৫।৩৬]

কলিং সভাজয়ন্ত্যার্যা গুণজ্ঞাঃ সারভাগিনঃ ।
যত্র সংকীর্ত্তনেনৈব সর্ব্বস্বার্থোঽপি লভ্যতে ।।১০।।

নাম-সংকীর্ত্তনম্ । সূতঃ শৌনকাদীন্ [১২।১১।২৫]

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনীধ্রুগ্
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য্য ।
গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত-
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্ ।।১১।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

চৈতন্যকৃপয়া যেন ভক্তির্নামাশ্রিতোদিতা ।
নমামি হরিদাসং তং ভক্তানাং সুখদং গুরুম্ ।।

যাঁহার নামাদিকীর্ত্তন, স্মরণ ও শ্রবণ, রূপ-দর্শন, চরণবন্দন ও পূজা লোকের সমস্ত কল্মষ সদ্য বিনাশ করেন, সেই সুভদ্রশ্রব কৃষ্ণকে বার বার নমস্কার করি ।। ১ ।।

শ্রীকৃষ্ণের নাম গ্রহণাদির দ্বারা যে ভক্তিযোগ, তাহাই জীবের পরমধর্ম্ম বলিয়া স্মৃত হইয়াছে ।।২।।

তোমার নাম শ্রবণ, কীর্ত্তন, তোমার নমস্কার ও স্মরণাদির দ্বারা চণ্ডালও সদ্য অর্থাৎ জন্মান্তর অপেক্ষা না করিয়া সোমযজ্ঞের যোগ্য হয় । হে ভগবন্ তোমার দর্শনে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না ।। ৩ ।।

জন্মতঃ শ্বপচ হইলেও তিনি শ্রেষ্ঠ, যাঁহার জিহ্বাগ্রে তোমার নাম নৃত্য করিতে থাকে । যিনি তোমার নাম গ্রহণ করেন, তিনি অনেক তপস্যা করিয়াছেন, অনেক হোম করিয়াছেন, অনেক তীর্থে স্নান করিয়াছেন এবং অনেক বেদ পাঠ করিয়াছেন । এবম্ভূত ব্যক্তির যে শ্বপচ গৃহে জন্মে, সে কেবল ভক্তিপোষক দৈন্যসিদ্ধির জন্য জানিতে হইবে ।।৪।।

যাঁহাকে ভয় স্বয়ং ভয় করে, তাঁহার নাম ঘোর সংসৃতিতে বিপন্ন হইয়া বিবশতার সহিত যিনি উচ্চারণ করেন, তিনি সদ্য বিমুক্ত হন ।। ৫ ।।

আহা যাঁহার প্রিয়নাম ম্রিয়মাণ আতুর হইয়া পড়িতে পড়িতে, স্খলিত হইতে হইতে বিবশ হইয়া যিনি গ্রহণ করেন, তিনি কর্ম্মবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া উত্তমা গতি লাভ করেন । কলিকালে তাঁহার যজন করিতে দুর্বুদ্ধিলোক অনিচ্ছুক হয়, ইহাই দুঃখের বিষয় ।। ৬ ।।

ভগবান্ চিত্তস্থ হইলে কলিকৃত দ্রব্য, দেশ ও আত্মসম্বন্ধীয় দোষসমূহ হরণ করেন ।। ৭ ।।

ভগবান্ শ্রুত, সংকীর্ত্তিত, ধ্যাত, পূজিত বা আদৃত হইলে নরসমূহের অযুত জন্মের অশুভসমূহ হৃদিস্থ হইয়া ক্ষয় করেন ।। ৮ ।।

সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ, যাঁহার মুখে 'কৃষ্ণ' এই দুইটী বর্ণ নৃত্য করিতেছে এবং যাঁহার বর্ণ উজ্জ্বল নীলমণির ন্যায় পীত, সেই সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদ-যুক্ত পুরুষটীকে সংকীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞ-দ্বারা যজন করিয়া থাকেন ।। ৯ ।।

সারগ্রাহী গুণজ্ঞ পুরুষগণ কলিকে এই বলিয়া সম্মান করেন যে, এই কলিকালে সংকীর্ত্তনের দ্বারা সর্ব্বস্বার্থ লাভ হয় ।। ১০ ।।

নামসংকীর্ত্তন এইরূপ । হে কৃষ্ণ ! হে অর্জ্জুন-সখ ! হে বৃষ্ণিঋষভ ! হে পৃথিবীদ্রোহী দুষ্ট রাজন্য-বংশদগ্ধকারিন্ ! হে অনপবর্গবীর্য ! হে গোবিন্দ ! হে গোপীগণপতি ! হে ব্রজভৃত্যগীত ! হে তীর্থশ্রবা !

নামকীর্ত্তনপ্রকারঃ। নারদঃ ব্যাসম্ [১।৬।২৭]

নামান্যনন্তস্য হতত্রপঃ পঠন্
গুহ্যানি ভদ্রাণি কৃতানি চ স্মরণ।
গাং পর্য্যটংস্তুষ্টমনা গতস্পৃহঃ
কালং প্রতীক্ষন্নমদো বিমৎসরঃ ।।১২।।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [২।১।১৭]

এতন্নির্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্।
যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্ ।।১৩।।

নিষ্কপটেন ভাবেন নামগ্রহণমেব কর্ত্তব্যম্ [২।৩।২৪]

তদশ্মসারং হৃদয়ং বতেদং
যদ্গৃহ্যমানৈর্হরিনামধেয়ৈঃ।
ন বিক্রিয়েতাথ যদা বিকারো
নেত্রে জলং গাত্ররুহেষু হর্ষঃ ।।১৪।।

নিরন্তরনামগ্রহণপদ্ধতিঃ। বৃত্রঃ [৬।১১।২৪]

অহং হরে তব পাদৈকমূল-
দাসানুদাসো ভবিতাস্মি ভূয়ঃ।
মনঃ স্মরেতাসুপতের্গুণাংস্তে
গৃণীতবাক্ কর্ম করোতু কায়ঃ ।।১৫।।

তত্র আশা [৬।১১।২৬]

অজাতপক্ষা ইব মাতরং খগাঃ
স্তন্যং যথা বৎসতরাঃ ক্ষুধার্তাঃ।
প্রিয়ং প্রিয়েব ব্যুষিতং বিষণ্ণা
মনোহরবিন্দাক্ষ দিদৃক্ষতে ত্বাম্ ।।১৬।।

নামপরাণাং প্রায়শ্চিত্তান্তরং নাস্তি। বিষ্ণুদূতাঃ যমদূতান্ [৬।২।৭]

অয়ং হি কৃতনির্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ব্যাজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ ।।১৭।।

হে শ্রবণমঙ্গল! ভৃত্যগণকে পালন কর ।। ১১ ।।

নির্লজ্জভাবে অনন্তের নাম উচ্চারণ করিতে করিতে এবং কৃষ্ণের গূঢ় ভদ্র চরিত্রসকল স্মরণ করিতে করিতে তুষ্টমনা ও স্পৃহাশূন্য হইয়া অমদ ও অমৎসরতার সহিত পৃথিবী পর্য্যটনে কালকে প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম ।। ১২ ।।

অতএব সর্ব্বশাস্ত্র ইহাই স্থির করিয়াছেন যে, নির্ব্বিণ্ণ ও অকুতোভয়লাভেচ্ছু যোগীদিগের পক্ষে কৃষ্ণনামকীর্ত্তনই একমাত্র কর্ত্তব্য ।। ১৩ ।।

কৃষ্ণনাম নিরপরাধে করা কর্ত্তব্য। সর্ব্বাদৌ নিষ্কপটতার কথা বলিতেছেন। হরিনাম-গ্রহণে নেত্রে জল ও গাত্ররুহে হর্ষপ্রকাশ হইবার সময় যদি প্রকৃত প্রস্তাবে হৃদয় বিকারপ্রাপ্ত না হয় অর্থাৎ সরলতার সহিত দ্রব না হয়, তবে সেই হৃদয় কাপট্য অপরাধে কঠিন প্রস্তরবৎ হইয়াছে, মনে করিতে হইবে ।।১৪।।

নাম নিরন্তর হওয়া আবশ্যক। নামগ্রহণসময়ে অন্য ইন্দ্রিয়ক্রিয়ার ব্যবধান আসিয়া ব্যাঘাত না করে। বৃত্র কহিলেন, হে কৃষ্ণ! আমি তোমার পাদমূলে নিরন্তর দাসানুদাস হইয়া থাকি, এই প্রার্থনা। যে সময়ে আমার জিহ্বা প্রাণপতিস্বরূপ তোমার গুণসকল গান করিবে, সে সময়ে আমার মন তোমার লীলা স্মরণ করুক্। এই সমস্ত শরীর তোমার সেবারূপ কর্ম করিতে থাকুক ।। ১৫ ।।

নাম করিবার সময় এইরূপ আশা আমার হৃদয়ে উদয় হইয়া থাকুক। অজাতপক্ষীশাবকসকল যেমত জননী দেখিবার আশা করে, বৎসতরগুলি ক্ষুধার্ত্ত হইয়া যেরূপ মাতৃস্তন্য পাইবার প্রতীক্ষা করে, বিদেশগত প্রিয় ব্যক্তির ধ্যানে যেমন প্রিয়া বিষণ্ণ হইয়া থাকে, সেইরূপ আমার মন তোমার দর্শন-লালসায় ব্যগ্র হউক ।। ১৬ ।।

যাঁহারা নামাশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মজ্ঞানের সম্মত অন্য প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন নাই। এই অজামিল বিবশ হইয়া শ্রীহরির স্বস্ত্যয়ন নাম উচ্চারণ করিয়াছে, তখন কোটী জন্মের পাপ ইহার ধ্বংস হইয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, পাপ তিন প্রকার—অপ্রারব্ধ, প্রারব্ধ ও আকস্মিক অর্থাৎ এই জন্মকৃত। কর্ম্মপ্রায়শ্চিত্তে বিশেষ বিশেষ পাপ মাত্র ক্ষয় হয়। প্রারব্ধ পাপসমুদায় ক্ষয় হয় না, অপ্রারব্ধের ত' কথাই নাই। অনুতাপাদি জ্ঞানপ্রায়শ্চিত্তে অপ্রারব্ধ পাপ ক্ষয় হয়। আকস্মিক পাপ হইতে জ্ঞানী লোক সাবধান হন। নতুবা প্রারব্ধ পাপের সহিত তাহা ভোগ করিতে হইবে। নাম-গ্রহণে অপ্রারব্ধ, প্রারব্ধ ও আকস্মিক সকল পাপই বিনষ্ট হয়। কেবল কৃষ্ণেচ্ছায় জীবন থাকে ।। ১৭ ।।

[৬।২।৯-১০]

স্তেনঃ সুরাপো মিত্রধ্রুগ্ ব্রহ্মহা গুরুতল্পগঃ ।
স্ত্রীরাজপিতৃগোহন্তা যে চ পাতকিনোঽপরে ॥১৮
সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্ ।
নামব্যাহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্বিষয়া মতিঃ ॥১৯॥

চৌর্য্য, মদ্যপান, মিত্রদ্রোহ, ব্রহ্মহত্যা, গুরুতল্পগমন, স্ত্রী, রাজা, পিতা, গো—এই সকলকে হনন করা এবং অন্য যতপ্রকার পাপ হইতে পারে, সেই সমস্ত পাপকারী ব্যক্তি কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই সমস্ত পাপ হইতে নিষ্কৃতি পান। কেবল পাপ নষ্ট হয়, এরূপ নয়, আবার কৃষ্ণবিষয়ে মতি দৃঢ়া হয় ॥ ১৮-১৯ ॥

(ক্রমশঃ)

বর্ষারম্ভে

আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী জিউ ও তন্নিজজন নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের অশেষ কৃপায় দীর্ঘ ২৯ বৎসর যাবৎ পূজ্যপাদ মাধব মহারাজ-প্রতিষ্ঠিত 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকার সেবা-সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া আজ ত্রিংশ বর্ষ প্রবেশের শুভারম্ভে সেই শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবেরই অহৈতুকী কৃপা সর্ব্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করিতেছি। অবতারী 'স্বয়ং ভগবান্ ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন' কৃষ্ণই শ্রীশ্রীনৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার কোটিকণ্টকরুদ্ধ অতি দুর্গম ভক্তিপথের সকল বিঘ্ন অপসারিত করিয়া তাহাকে সুগম করিয়া দিতে পারেন। আবার শ্রীনৃসিংহদেবও ভক্তবৎসল, ভক্তকৃপানুগামিনী ভগবৎকৃপা। তাই 'মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা'—'আমার ভক্তের পূজা, আমা হইতে বড়। বেদে ভাগবতে প্রভু ইহা কৈল দঢ় ॥'—এই ভগবদুক্তিতে শ্রীভগবানের নিকট তাঁহার ভক্তের কৃপাই বিশেষভাবে প্রার্থনীয়। ভক্তরাজ প্রহলাদের কৃপা হইলেই প্রহলাদ-হৃদয়াহলাদ ভক্তাবিদ্যাবিদারণ ভক্তবৎসল পারীন্দ্রবদন শ্রীনৃসিংহদেব প্রসন্ন হইবেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ আমাদিগকে প্রার্থনা শিখাইতেছেন—

“কবে শ্রীচৈতন্য মোরে করিবেন দয়া।
কবে আমি পাইব বৈষ্ণবপদছায়া ॥
কবে আমি ছাড়িব এ বিষয়াভিমান।
কবে বিষ্ণুজনে আমি করিব সম্মান ॥
গলবস্ত্র কৃতাঞ্জলি বৈষ্ণবনিকটে।
দন্তে তৃণ ধরি' দাঁড়াইব নিষ্কপটে ॥
কাঁদিয়া কাঁদিয়া জানাইব দুঃখগ্রাম।
সংসার-অনল হৈতে মাগিব বিশ্রাম ॥
শুনিয়া আমার দুঃখ বৈষ্ণব ঠাকুর।
আমা লাগি' কৃষ্ণে আবেদিবেন প্রচুর ॥
বৈষ্ণবের আবেদনে কৃষ্ণ দয়াময়।
এ-হেন পামরপ্রতি হবেন সদয় ॥
বিনোদের নিবেদন বৈষ্ণবচরণে।
কৃপা করি' সঙ্গে লহ এই অকিঞ্চনে ॥”

“ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল। ভক্তভুক্তশেষ তিন সাধনের বল ॥”—এই বলে বলীয়ান্ না হইতে পারিলে সাধনভজনে এক পাও অগ্রসর হওয়া যাইবে না। শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ের 'ঠাকুর বৈষ্ণবপদ', 'ঠাকুর বৈষ্ণবগণ', 'এইবার করুণা কর' ও 'কিরূপে পাইব সেবা' প্রভৃতি গীতি সাধকমাত্রেরই বিশেষভাবে আলোচ্য। 'বৈষ্ণবের কৃপা যাহে সর্ব্বসিদ্ধি', 'ছাড়িয়া বৈষ্ণবসেবা নিস্তার পেয়েছে কেবা' প্রভৃতি মহাজনবাক্য অবহেলা করিয়া যাঁহারা নির্জ্জন ভজনের জন্য ব্যস্ত হন, তাঁহারা মায়ার কবলে পড়িয়া আত্মবিনাশই বরণ করেন। “বৈষ্ণবচরণজল প্রেমভক্তি দিতে বল আর নহে কেহ বলবন্ত। বৈষ্ণবচরণরেণু মস্তকে ভূষণ বিনু আর নাহি ভূষণের অন্ত ॥” কায়মনোবাক্যে বৈষ্ণবের সেবা, বৈষ্ণবের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ—ইহাই ভজনানুকূল বিচার।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিতেছেন—

"শুদ্ধভকত চরণ-রেণু
ভজন-অনুকূল।
ভকত-সেবা, পরমসিদ্ধি,
প্রেমলতিকার মূল॥"

শ্রীভগবানের করুণাশক্তি মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছেন —শ্রীগুরুবৈষ্ণব রূপে। তাঁহাদের সেবায় অনাদর করিয়া ভগবৎ সেবায় যতই না কেন আগ্রহ প্রদর্শিত হউক, শ্রীভগবান্ সে সেবা কখনই অঙ্গীকার করেন না। শাস্ত্র বলেন—

'অর্চ্চয়িত্বা তু গোবিন্দং তদীয়ান্নার্চ্চয়েত্তু যঃ।
ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দাম্ভিকঃ স্মৃতঃ॥"

অর্থাৎ শ্রীগোবিন্দের অর্চ্চন করিয়া যে গোবিন্দের ভক্ত তুলসী, গঙ্গা, মথুরা, ভক্তভাগবত, গ্রন্থভাগবত—এই তদীয় বস্তুর সেবা না করে, সে কখনও ভক্ত বলিয়া গণ্য হইতে পারিবে না, পরন্তু সে দাম্ভিক বলিয়াই বিচারিত হইবে—শ্রীভগবৎকৃপা হইতে চিরবঞ্চিত থাকিবে।

আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীচৈতন্যভাগবত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, বৃহদ্ভাগবতামৃত, ষট্সন্দর্ভাদি ভক্তিগ্রন্থোদ্ধৃত মহাজনবাক্যের আনুগত্য ব্যতীত বেদ-বেদান্ত-গীতা-ভাগবতাদি গ্রন্থানুশীলনে প্রবৃত্ত হইলে গ্রন্থের প্রকৃত স্বারস্য উপলব্ধির পরিবর্ত্তে কেবল অপসিদ্ধান্ত-ধ্বান্তাচ্ছন্ন হইয়া নিজের সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিব। এজন্য 'মহাজনো যেন গতঃ', সেই পন্থা নিজে অবলম্বনপূর্ব্বক অন্যকেও সেই পথ অবলম্বনের পরামর্শ দিব—ইহাই শ্রীচৈতন্য-বাণীর সেবকসঙ্ঘের নিত্য অনুসরণীয় সিদ্ধান্ত।

আমরা আমাদের শ্রীপত্রিকার সকল গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাগণকে আমাদের অন্তরের শুভানুধ্যান ও শুভাভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি, তাঁহারা সকলেই প্রসন্ন হউন—সপরিকর শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরম মঙ্গলময়ী শিক্ষাদীক্ষা অনুসরণ করুন, ইহাই প্রার্থনা।

নৈমিষারণ্যে গোমতীতটে ষষ্টি সহস্র মুনিগণ-মণ্ডিত মহাসভায় স্বয়ং সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীবলদেবকৃপালব্ধ মহাভাগবত শ্রীউগ্রশ্রবা সূত যে ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাই সর্ব্ববেদবেদান্তাদি শাস্ত্রসার—শ্রীব্যাসদেবের শেষ সমাধিলব্ধ বস্তু, তাহা অনন্ত-কোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র শ্রোতব্য, কীর্ত্তিতব্য ও স্মর্ত্তব্য সিদ্ধান্তসার। তাহাতে নামসংকীর্ত্তনযজ্ঞকেই সর্ব্বযজ্ঞসার বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু সেই শ্রীমদ্ভাগবতকেই প্রমাণ-শিরোমণি বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। সেই তারক ও পারক শব্দব্রহ্ম নাম পদ্মপুরাণোক্ত বৈষ্ণবাপরাধ, গুর্ব্ববজ্ঞাদি দশাপরাধশূন্য হইয়া গ্রহণ করিতে পারিলে মনুষ্যমাত্রই শীঘ্র শীঘ্র প্রেমসম্পল্লাভে সমর্থ হইবেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শিক্ষাষ্টকের প্রথমেই এই নামসংকীর্ত্তনে সপ্ত শ্রেয়োলাভের কথা তারস্বরে জানাইয়াছেন। এই নাম শ্রদ্ধাসহকারে নিঃসংশয়িত চিত্তে সকলেই গ্রহণ করুন। অবশ্যই নিঃশ্রেয়ঃ লভ্য হইবে।

আয়ুর্ব্বেদশাস্ত্রের প্রথমেই উক্ত হইয়াছে—

"অচ্যুতানন্তগোবিন্দনামোচ্চারণভেষজাৎ।
নশ্যন্তি সকলা রোগাঃ সত্যং সত্যং বদাম্যহম্॥"

শ্রীসদাশিব সত্য সত্য করিয়া বলিতেছেন—অচ্যুত অনন্ত গোবিন্দ—এই নামোচ্চারণরূপ মহৌষধ পানে জীবের সকল রোগের অবশ্যই উপশান্তি হইবে। অবশ্য মহাশক্তিসম্পন্ন এই নামের আভাসেই রোগাদি উপশমিত হইবে, বিশেষতঃ অপরাধশূন্য হইয়া নাম গ্রহণ করিতে পারিলে সেই শুদ্ধ নাম গ্রহণফলে শীঘ্র শীঘ্র প্রেমোদয় হইবে। আমাদের চিত্ত বড় সংশয়োদ্বেলিত, সরল বিশ্বাসের খুবই অভাব। এইজন্য আমরা নামের সাক্ষাৎফল যে প্রেম, তাহা শীঘ্র শীঘ্র উপলব্ধি করিতে পারি না। গুরু-কৃষ্ণপ্রসাদে অর্থাৎ অনুগ্রহেই এই ভক্তিলতাবীজ শ্রদ্ধার উদয় হয়। এই বীজ হৃদয়ক্ষেত্রে রোপণ করিয়া শ্রবণকীর্ত্তনজল সেচন করিতে থাকিলে ভক্তিলতা ক্রমশঃ বাড়িয়া কৃষ্ণচরণ-কল্পবৃক্ষ আশ্রয় করতঃ প্রেমফলে সুসমৃদ্ধ হইবে; কিন্তু ঐ ভক্তিলতা বৃদ্ধিকালে বৈষ্ণবাপরাধরূপ মহাভয়ঙ্কর মত্তহস্তীর উদ্গম না হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। ইহা ছাড়া ভুক্তি, মুক্তি, সিদ্ধি-বাঞ্ছা, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাশা, কুটিনাটী, জীবহিংসাদি রূপ উপশাখা বা পরগাছা হইতেও বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতে হইবে। সর্ব্বক্ষণ নামাশ্রিত শুদ্ধ-ভক্ত সাধুসঙ্গে বাস না করিলে, তাঁহাদের অনুগত

হইয়া না চলিলে, তাঁহাদের শ্রীমুখে হরিকথা শ্রবণ ও তাঁহাদিগের আনুগত্যে কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গ যজন যাজন না করিলে পদে পদে পতনের আশঙ্কা বিদ্যমান।

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উন্নত উজ্জ্বল স্বভক্তিসম্পৎ—ব্রজপ্রেম দিতে আসিয়াছেন, পরমকরুণাময় এই নামাশ্রয় ব্যতীত তাহা পাইবার আর কোন উপায়ই নাই। কিন্তু নাম-সংকীর্ত্তন ব্রজপ্রেমলাভের পরম উপায় হইলেও তৃণাপেক্ষা হীন দীন, বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু এবং অমানী ও মানদ এই চারিগুণে গুণী না হইতে পারিলে কোটি কোটি সংখ্যানামগ্রহণেও প্রেম-ফল পাওয়া যাইবে না। অথবা মহামায়া নাম-ভজনেই অবিশ্বাস আনিয়া দিয়া জীবকে অসুর হইতেও অধম করিয়া ফেলিবে। অতি জঘন্য রাক্ষসের ন্যায় চিত্তবৃত্তি আসিয়া গিয়া সেই জীবাধম জগতের জঞ্জালস্বরূপ হইয়া পড়িবে।

মায়া এক এক সময়ে জীবকে খুব ভজনবিজ্ঞ—বুঝদার সাজাইয়া জীবকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, অহংমমাভিমান প্রবল করাইয়া নামরসাস্বাদনে চির-বঞ্চিত করায়। আমরা এমন জীবন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়াছি যে, প্রথমে সেই ব্যক্তিবিশেষ খুবই আদর্শস্থানীয় সর্ব্বসদ্‌গুণসম্পন্ন ভজনবিজ্ঞ বৈষ্ণব ছিলেন, কিন্তু নামাপরাধে হতজ্ঞান হইয়া বৈষ্ণবে বিদ্বেষফলে গুরু-পাদপদ্মেও তাঁহার অবজ্ঞা আসিয়া গেল, ক্রমে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তিনি কনককামিনীর বশ হইয়া অতি জঘন্যস্বভাব হইয়া পড়িলেন। বৈষ্ণবজগৎ ত' দূরের কথা, সাধারণ সভ্য মানবসমাজেও তিনি বসিবার অত্যন্ত অযোগ্য হইয়া পড়িলেন। গুরুবৈষ্ণবাপরাধের যে কি ভীষণ বিষময় পরিণাম হইয়া থাকে, তাহা মানুষ কল্পনায়ও আনিতে পারে না। শুদ্ধভক্তসঙ্গ সর্ব্বাবস্থায়ই বিশেষ প্রয়োজন। কাহারও অধঃপতন দেখিয়া কখনও হাস্য বিদ্রূপ করিতে নাই। 'ঘুটে পোড়ে গোবর হাসে' বলিয়া একটি কথা আছে। সুতরাং সর্ব্বক্ষণ সাবধানে শ্রীগুরুবৈষ্ণব-ভগবানের শরণাপন্ন হইতে হইবে। 'গুরুবৈষ্ণবভগবান্ তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্নবিনাশন। অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিতপূরণ।' 'পরচর্চ্চকের গতি নাহি কোন কালে'। পরছিদ্র অন্বেষণ করিয়া বেড়ান খুবই খারাপ। সাবধানে শ্রীচৈতন্যবাণী আশ্রয় করতঃ পরস্বভাব কর্ম্মাদির নিন্দা বা প্রশংসা উভয়ই ত্যাগ করিয়া শ্রদ্ধার সহিত নাম গ্রহণ করিলে নামাশ্রিত ব্যক্তি শীঘ্র শীঘ্র নামকৃপা উপলব্ধি করিবেন।

◆

বৈষ্ণবাপরাধ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

(৮)

আমরা আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার পূর্ব্ববর্ত্তী কএকটি সংখ্যায় বৈষ্ণবাপরাধ-সম্বন্ধে শ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীমদ্ভাগবতাদি প্রামাণিক শাস্ত্রবাক্য অবলম্বনে ক্রমান্বয়ে ৭টি প্রবন্ধ প্রকাশ করিয়াছি। আমরা অনেক সময়েই বলি বা অনেককেই বলিতে শুনি যে, আমার হরিনামে অনুরাগ হইতেছে না কেন? আমাদের এই প্রশ্নের উত্তর পরদুঃখদুঃখী কৃপাম্বুধি শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের আদি-লীলা ৮ম পরিচ্ছেদে খুব সংক্ষেপেই সরল পয়ারছন্দে বর্ণন করিয়াছেন। আমরা যদি সত্যসত্যই ভজন-পিপাসু হই, তাহা হইলে ঐ পরিচ্ছেদটি খুব সাবধানে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন করা একান্ত কর্ত্তব্য। শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ঐ অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত কথাসারের প্রারম্ভেই লিখিয়াছেন—

"অষ্টম পরিচ্ছেদে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের মাহাত্ম্য এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে যে, জন্মে জন্মে কৃষ্ণনাম করিলেও নামাপরাধ থাকিলে প্রেমধন লাভ হয় না। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে, নামাপরাধীর সাত্ত্বিক বিকারাদি (প্রদর্শন) কেবল ছলমাত্র। যিনি অকপটে

চৈতন্যনিত্যানন্দের নাম লইয়া আনন্দ প্রকাশ করেন, প্রভুদ্বয় তাঁহার হৃদয়কে নিরপরাধ করেন, তখন তাঁহার কৃষ্ণনামে প্রেমোদ্গম হয়।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী উক্ত চৈঃ চঃ ৮ম পরিচ্ছেদের প্রথমেই লিখিয়াছেন—

'এসব না মানে যেই পণ্ডিতসকল।
তা-সবার বিদ্যাপাঠ—ভেক-কোলাহল ॥
এই সব না মানে যেবা, করে কৃষ্ণভক্তি।
কৃষ্ণ-কৃপা নাহি তারে, নাহি তার গতি ॥
পূর্ব্বে যেন জরাসন্ধ-আদি রাজাগণ।
বেদ-ধর্ম্ম করি' করে বিষ্ণুর পূজন ॥
কৃষ্ণ নাহি মানে, তা'তে দৈত্য করি' মানি।
চৈতন্য না মানিলে তৈছে দৈত্য তারে জানি ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৮।৬-৯

উক্ত চৈঃ চঃ আ ৮।৭ পয়ারের অর্থ এই যে,—

"এইসব—এই পঞ্চতত্ত্ব না মানিয়া যাঁহারা কৃষ্ণভক্তি করেন, তাঁহাদের প্রতি কৃষ্ণকৃপা হয় না।" (অঃ প্রঃ ভাঃ) স্বয়ং শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রই পঞ্চতত্ত্বাত্মক গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া কৃষ্ণভক্তি নিজে আচরণপূর্ব্বক জগৎকে তাহা শিক্ষা দিয়াছেন, সুতরাং সেই গৌরশিক্ষা না মানিলে কৃষ্ণভক্তির মর্ম্ম কি করিয়া অবধারণ করিব? তাই জরাসন্ধাদি রাজগণের দৃষ্টান্ত প্রদান করা হইয়াছে। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে লিখিয়াছেন —

"যেরূপ বিষ্ণুপরতত্ত্ব স্বয়ংরূপ শ্রীকৃষ্ণের ভজন পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ বা ঔদাসীন্যবশতঃ জরাসন্ধাদির বেদমন্ত্রে বিষ্ণুপূজাও আসুরধর্ম্মেই পর্য্যবসিত হইয়াছিল, তদ্রূপ অণুচিদ্ধর্ম্ম বা চৈতন্যদাস্য বিস্মৃত হইয়া জীবের যে বিষ্ণুপূজার চেষ্টা, তাহা উৎপাতময় আসুরধর্ম্ম বা অবৈষ্ণবতা মাত্র।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু—শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণাভিন্ন তত্ত্ব। শ্রীরাধাকৃষ্ণ—যুগলভজনরহস্য শিক্ষা দিবার জন্যই গৌররূপে অবতীর্ণ হইয়া স্বয়ং ভক্তভাব অঙ্গীকার পূর্ব্বক 'আপনি আচরি' ধর্ম্ম জীবেরে শিখায়'। স্বয়ং ভগবানের আবার সন্ন্যাসের কি প্রয়োজন? তথাপি সন্ন্যাসী বুদ্ধিতেও লোকে তাঁহাকে নমস্কার করিবে, তাহা হইলেই তাহাদের দুঃখ দূর হইবে, ইহা চিন্তা করিয়া দয়াময় গৌরহরি সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন। তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বড়ই আক্ষেপের সহিত বলিলেন—

"হেন কৃপাময় চৈতন্য না ভজে যেই জন।
সর্ব্বোত্তম হইলেও তারে অসুরে গণন ॥
অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধ্ববাহু হঞা।
চৈতন্য-নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥
যদি বা তার্কিক কহে—তর্ক সে প্রমাণ।
তর্কশাস্ত্রে সিদ্ধ যেই, সেই সেব্যমান ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-দয়া করহ বিচার।
বিচার করিলে চিত্তে পাবে চমৎকার ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৮।১২-১৫

উক্ত পয়ারচতুষ্টয়ের বিস্তৃত অর্থ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের 'অনুভাষ্য' হইতে জ্ঞাতব্য। সংক্ষিপ্তার্থ এই যে, "সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ ও অনুমিতি পন্থা অবলম্বনে তর্কে প্রবৃত্তি ঘটিয়া থাকে। এস্থলে বিচার্য্য এই যে বৈদুষ প্রত্যক্ষাদি প্রমাণই বস্তুতঃ সত্য নির্দ্ধারণে সমর্থ হয়। কিন্তু অবিদ্যাগ্রস্ত বদ্ধজীবের অবৈদুষ প্রমাণ কখনও সত্যনির্দ্ধারণে সমর্থ হয় না। যদি কোন বিদ্বৎপ্রতীতিসম্পন্ন ভাগ্যবান্ জীব শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অমন্দোদয়া দয়া নিরপেক্ষভাবে বিচারে প্রবৃত্ত হন, তাহা হইলে তিনি সকল প্রকার দয়ার তালিকা করিয়া শ্রীগৌরহরির দয়ার সহিত তুলনা করিলে জানিতে পারিবেন যে,—শ্রীগৌরহরির দয়া কোন সৃষ্টবস্তুতে বা সৃষ্টিকর্ত্তাতে বা অবতারাবলীতে বা অবতারীর মধ্যেও (কৃষ্ণেও) নাই। উদারবিগ্রহ গৌরহরির দয়া অবশ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিস্ময় ও চমৎকারিতা আনয়ন করে।" (অনুভাষ্য দ্রষ্টব্য) পরমকরুণ মহাবদান্য শ্রীগৌরহরির শিক্ষা অনুসরণ না করিয়া—

"বহুজন্ম করে যদি শ্রবণ, কীর্ত্তন।
তবু ত' না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৮।১৬

উক্ত পয়ারের অনুভাষ্যে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

'শ্রীচৈতন্যচরণ আশ্রয় না করিয়া যদি কেহ শ্রবণ-কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তি আশ্রয় করেন, তাহা হইলে বহুজন্মেও তাঁহার কৃষ্ণপ্রেমপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষানুসারে যাঁহারা তৃণ হইতেও

সুনীচ, তরু অপেক্ষা সহ্যগুণবিশিষ্ট, স্বয়ং অমানী হইয়া অপরকে মান দিয়া কোনপ্রকার প্রাকৃত অভিমানে ব্যস্ত হন না, তাঁহারা দশাপরাধের হস্ত হইতে মুক্ত হইয়া কৃষ্ণনাম অনুক্ষণ গ্রহণ করিতে সমর্থ হন ও প্রেমলাভ করেন।”

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে উক্ত পয়ারের অর্থ লিখিয়াছেন—

“দশবিধ নামাপরাধযুক্ত পুরুষ যদিও বহুজন্ম শ্রবণ ও কীর্ত্তন করেন, তথাপি কৃষ্ণপদে প্রেমধন লাভ করেন না।”

আমরা এস্থলে বৈষ্ণবাপরাধের গুরুত্ব সম্বন্ধে নিম্নে শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায় হইতে শ্রীদুর্ব্বাসা-অম্বরীষ-সংবাদ উদ্ধার করিতেছি।

সপ্তম মন্বন্তরে বৈবস্বত শ্রাদ্ধদেব সপ্তম মনু, তাঁহার পুত্র নভগ, তৎপুত্র নাভাগ, তাঁহা হইতে পরম ভাগবত অম্বরীষ আবির্ভূত হন। সর্ব্বত্র অপ্রতিহত দুষ্পরিহার্য্য ব্রহ্মশাপও তাঁহার উপর কোন বিক্রম প্রকাশ করিতে পারে নাই। মহাভাগ্যবান্ মহারাজ অম্বরীষ সপ্তদ্বীপ বসুন্ধরার আধিপত্য, অক্ষয় সম্পৎ ও পৃথিবীর মধ্যে অতুলনীয় সুদুর্ল্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়াও ঐসকল নশ্বর সম্পৎকে তিনি স্বপ্নবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন। মহারাজ শ্রীভগবান্ বাসুদেবে ও তদ্ভক্ত সাধুবৃন্দে পরমভাবময়ী ভক্তি প্রাপ্ত হওয়ায় সমগ্র বিশ্বকে তিনি লোষ্ট্রবৎ তুচ্ছ জ্ঞান করিতেন, তিনি মনকে কৃষ্ণপাদপদ্মচিন্তায়, বাগিন্দ্রিয়কে নিরন্তর শ্রীকৃষ্ণ গুণকীর্ত্তনে, করযুগলকে শ্রীহরিমন্দির মার্জ্জনাদি সেবাকার্য্যে শ্রবণেন্দ্রিয়কে কৃষ্ণকথা শ্রবণে, নয়নযুগলকে মুকুন্দমন্দির (মথুরাদিধাম ও বৈষ্ণব) দর্শনে, ত্বগিন্দ্রিয়কে ভগবদ্ভক্তগণের গাত্রস্পর্শে (অর্থাৎ শ্রীঅঙ্গসেবায়), ঘ্রাণেন্দ্রিয়কে ভগবৎপাদপদ্মে অর্পিত তুলসীচন্দনগন্ধ আঘ্রাণে, রসনাকে শ্রীভগবন্নিবেদিত অন্নাদি আস্বাদনে, পদদ্বয়কে ভগবদ্ধাম পর্য্যটনে, উত্তমাঙ্গমস্তককে শ্রীহৃষীকেশচরণ প্রণামে, কামনাকে নিযুক্ত করিলেন ভগবদ্দাস্য প্রাপ্তির জন্য—ভগবদনুগ্রহ স্বীকারার্থ, বিষয়ভোগের জন্য নহে,—এইপ্রকারে ইন্দ্রিয়সকলকে যথাস্থানে নিযুক্ত করিলে উত্তমঃশ্লোক ভগবানের ভক্ত প্রহলাদাদিতে রতি অথবা ভক্তের ন্যায় ভগবদ্রতি হইয়া থাকে।

মহারাজের হিতৈষী ভক্ত-ব্রাহ্মণগণ যোগ্যপুরুষগণ কর্ত্তৃক রাজকার্য্য পরিচালনের উপদেশ করিতেন। যজ্ঞাদি পুণ্যকর্ম্মে নিজে আসক্ত না হইয়া বশিষ্ঠ অসিত গৌতম প্রভৃতি প্রতিনিধি ব্রাহ্মণগণের দ্বারা ঐ সকল কর্ম্ম করাইতেন। নিজে সর্ব্বক্ষণ হরিভজনে নিযুক্ত থাকিতেন। ভগবান্ শ্রীহরি ভক্ত অম্বরীষের ঐকান্তিকী ভক্তিতে প্রীত হইয়া তাঁহাকে ভক্তজনসংরক্ষক ও প্রতিকূল জনের ভয়াবহ চক্র প্রদান করিয়াছিলেন। অর্থাৎ ভগবদাদেশে শ্রীভগবানের সুদর্শন চক্র সর্ব্বদাই মহারাজকে রক্ষা করিতেন।

ভক্তবর মহারাজ ভক্তিমতী মহিষীগণের সহিত কৃষ্ণের আরাধনা বাসনায় মথুরাধামে যমুনাতটে সম্বৎসরব্যাপী দ্বাদশীব্রত ধারণ করিয়া ছিলেন। ব্রতান্তে কার্ত্তিকমাসে একদিন ত্রিরাত্র উপবাসের পর যমুনায় স্নানান্তে মধুবনে (বৃন্দাবনে) শ্রীহরির অর্চ্চনা করিতেছিলেন। [শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার টীকায় লিখিয়াছেন—অম্বরীষ মহারাজের নিজের আয়ুস্কাল পর্য্যন্ত—একাদশীব্রতনিষ্ঠত্বসত্ত্বেও সম্বৎসরকাল মথুরাধামে একাদশীব্রত পালন কর্ত্তব্য—এইরূপ অভিলাষ হইয়াছিল। তাই সেই ব্রত পূর্ণ হইলে ত্রিরাত্র উপবাসের পর পারণের দিন শ্রীহরির অর্চ্চন করিতেছিলেন। ত্রিরাত্র উপোষণ অর্থে দশমী ও দ্বাদশী দিবসে মধ্যাহ্নে হবিষ্যান্ন গ্রহণ ও রাত্রে উপবাস এবং একাদশী দিবারাত্র উপবাস—এইরূপে ত্রিরাত্র উপবাস।] তিনি মহাভিষেকবিধি অনুসারে পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, সর্ব্বৌষধি, মহৌষধি প্রভৃতি সর্ব্ববিধ উপচারে শ্রীহরির অভিষেক করিয়া বস্ত্র, অলঙ্কার, গন্ধমাল্যাদি পূজোপকরণ দ্বারা কৃষ্ণৈকনিষ্ঠচিত্তে শ্রীকৃষ্ণকে এবং মহাভাগ্যবান্ সিদ্ধকাম (সুতরাং অন্যকৃত পূজাদির অপেক্ষাশূন্য) ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপূর্ব্বক পূজা করিলেন। অতঃপর মহারাজ গৃহে সমাগত সাধুবিপ্রগণকে বা সাধু ও বিপ্রগণকে স্বর্ণবদ্ধ শৃঙ্গ বা রৌপ্যবিমণ্ডিত চরণবিশিষ্টা, সুন্দরবস্ত্রশোভিতা, দুগ্ধ, স্বভাব বয়স, রূপ, বৎস ও পরিচ্ছদাদি সম্পদ্‌যুক্তা ষষ্টিসহস্র গাভী দান করিলেন। অনন্তর অগ্রে ব্রাহ্মণগণকে উত্তমগুণযুক্ত স্বাদু অন্ন ভোজন করাইয়া, সেই সমস্ত সিদ্ধকাম ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞাক্রমে পারণের উপক্রম করিতেছেন এমন সময়ে

মহাযোগবিভূতিসম্পন্ন দুর্ব্বাসা অম্বরীষের নিকট অতিথিরূপে সমাগত হইলেন। মহারাজ প্রত্যুত্থান ও আসনাদি পূজোপহার দ্বারা অতিথি দুর্ব্বাসার পূজাবিধান করতঃ তাঁহার শ্রীচরণসমীপে গিয়া ভোজনার্থ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বাসা মহারাজের প্রার্থনা সানন্দে স্বীকার করিয়া নিয়মিত মাধ্যাহ্নিককর্ম্ম (স্নানাহ্নিকাদি কৃত্য) করণার্থ কালিন্দী (যমুনা)-তটে গমন করিলেন এবং তথায় যমুনাজলে অবগাহন করতঃ ব্রহ্মধ্যানে নিমগ্ন হইলেন। এদিকে দ্বাদশী অর্দ্ধমুহূর্ত্ত মাত্র অবশিষ্ট, তাহার মধ্যে পারণ না করিলে ব্রতবৈগুণ্য দোষ উপস্থিত হইবে। এইরূপ ধর্ম্মসঙ্কটে পড়িয়া মহারাজ ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচার করিতে লাগিলেন, ব্রাহ্মণকে অভুক্ত রাখিয়া পারণে দোষ, আবার যথাসময়ে দ্বাদশীতে পারণ না করিলেও ব্রতঘতা-দোষ—এই উভয়সঙ্কটে পড়িয়া ব্রাহ্মণগণের সহিত বিচার করিতে গেলেন, কিন্তু ব্রাহ্মণগণকেও তুষ্ণীম্ভূত (নীরব) দেখিয়া মহারাজ স্বয়ংই স্থির করিলেন—আমি সামান্য একটু জলপান করিয়া ব্রত রক্ষা করি যেহেতু ব্রাহ্মণগণ জলপানকে ভক্ষণ ও অভক্ষণ উভয়ই বলিয়াছেন। মহারাজের এই বিচার ব্রাহ্মণগণও অনুমোদন করিলেন। কেন না শ্রুতিবাক্য এইরূপ যে—অপোঽশ্নাতি তন্নৈবাশিতং নৈবানশিতমিতি। মহারাজ শ্রীভগবান্ অচ্যুতকে মনে মনে স্মরণ করিতে করিতে একটু জল পান করতঃ মুনিবর দুর্ব্বাসার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে দুর্ব্বাসা যমুনায় মাধ্যাহ্নিক কৃত্য সমাপনান্তে প্রত্যাবৃত হইলে মহারাজ তাঁহার যথাযোগ্য পূজাবিধান করিলেন, কিন্তু দুর্ব্বাসা বুদ্ধিযোগবলে রাজার আচরণ জানিতে পারিয়া ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইলেন। ভোজনেচ্ছু হইয়াও তৎসমক্ষে কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান মহারাজকে কহিতে লাগিলেন—অহো ক্রূরপ্রকৃতি ধনমদমত্ত ঈশাভিমানী বিষ্ণুর অভক্ত রাজার ধর্ম্মলঙ্ঘনচেষ্টা দর্শন কর। তুমি গৃহাগত অতিথিকে আতিথ্যবিধি অনুসারে নিমন্ত্রণ করিয়া তাহাকে ভোজন না করাইয়াই নিজে ভোজন করিয়াছ। তোমার এই দুষ্কর্ম্মের ফল এখনই প্রদর্শন করিতেছি। এইরূপ বলিতে বলিতে দুর্ব্বাসার মুখ ক্রোধে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল। তিনি নিজ মস্তক হইতে একটি জটা উৎপাটন করিয়া তদ্দ্বারা অম্বরীষের নিমিত্ত এক কালানলতুল্য কৃত্যা (অর্থাৎ দেবতা) নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ জ্বলন্ত কৃত্যা অসিহস্তে অম্বরীষাভিমুখে আগমন করিতেছে দেখিয়াও অম্বরীষ স্বস্থান হইতে কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না। পূর্ব্ব হইতেই শ্রীহরির আদেশপ্রাপ্ত ভক্তরক্ষা-ব্রতধারী সুদর্শন চক্র সেই কৃত্যাকে দগ্ধ করিয়া ফেলিলেন। দুর্ব্বাসা দেখিলেন, তাঁহার নিজপ্রয়াস ত' ব্যর্থ হইলই পরন্তু ঐ চক্র তাঁহারই অভিমুখে দ্রুত আগমন করিতেছে। তখন তিনি অত্যন্ত ভীত হইয়া প্রাণরক্ষার নিমিত্ত চতুর্দ্দিকে ধাবমান হইতে লাগিলেন। কিন্তু যেদিকে যান, সেইদিকেই সুদর্শন তাঁহার পৃষ্ঠদেশে সংলগ্নের ন্যায় অনুসরণ করিতে থাকিলেন। দুর্ব্বাসা সুমেরু-গহ্বর, দিঙ্‌মণ্ডল, আকাশ, পৃথিবী, গুহা, সমুদ্র, লোকপালগণের লোক, স্বর্গ প্রভৃতি যে স্থানেই যান, সেখানেই মহাতেজোময় চক্রকে তাঁহার পশ্চাতে দর্শন করিতে লাগিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা ও শিবস্থানে গমন করিয়া তাঁহাদের আশ্রয়প্রার্থী হইলে তাঁহারা কেহই বিষ্ণুভক্তদ্রোহীকে আশ্রয়দানে স্বীকৃত হইলেন না। তবে শিব তাঁহাকে শ্রীহরিধামে শ্রীহরির শরণাপন্ন হইবার পরামর্শ দিলেন। তৎপর দুর্ব্বাসা শ্রীহরিধাম বৈকুণ্ঠে—যেস্থানে শ্রীনারায়ণ শ্রীলক্ষ্মীসহ অবস্থান করিতেছিলেন, সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া চক্রাগ্নিদ্বারা সন্তপ্ত দুর্ব্বাসা কম্পিতকলেবরে শ্রীভগবানের পাদমূলে পতিত হইয়া কহিতে লাগিলেন—হে ভগবন্, আমি আপনার পরমপ্রভাব না জানিয়াই আপনার শ্রেষ্ঠ ভক্তের প্রতি অপরাধ করিয়াছি, আমাকে এই অপরাধ হইতে মুক্ত করুন আপনার নামমাত্রে নরকস্থ জীব পর্য্যন্ত মুক্তি লাভ করিয়া থাকে, সুতরাং আপনার অসাধ্য কিছুই নাই। তখন শ্রীভগবান্ কহিলেন—

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্রইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥
নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যান্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা ॥
যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্ ॥
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্ ।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥
উপায়ং কথয়িষ্যামি তব বিপ্র শৃণুষ্ব তৎ ।
অয়ং হ্যাত্মাভিচারস্তে যতস্তং যাহি মা চিরম্ ।
সাধুষু প্রহিতং তেজঃ প্রহর্ত্তুঃ কুরুতেঽশিবম্ ॥
তপো বিদ্যা চ বিপ্রাণাং নিঃশ্রেয়সকরে উভে ।
তে এব দুর্বিনীতস্য কল্পেতে কর্ত্তুরন্যথা ॥
ব্রহ্মংস্তদ্গচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্ ।
ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি ॥”

—ভাঃ ৯।৪।৬৩-৭১

[অর্থাৎ “শ্রীভগবান্ কহিলেন—হে দ্বিজ ! হে মুনে ! আমি ভক্তের অধীন (রুদ্রাদি দেবতা যেরূপ আমার অধীন হইয়া তোমাকে রক্ষা করিতে সমর্থ হন নাই, আমিও তদ্রূপ ভক্তের অধীন, সুতরাং তোমাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ). সুতরাং অস্বতন্ত্রের ন্যায় । মুক্তি পর্য্যন্ত বাসনারহিত ভক্তগণ আমার হৃদয়কে গ্রাস করিয়াছে, ভক্তের কথা কি, ভক্তের পাল্যজনসমূহও আমার প্রিয় ।”

“হে ব্রাহ্মণবর, যাঁহাদের আমিই একমাত্র আশ্রয়, সেই সাধুগণ ব্যতীত আমি নিজস্বরূপগত আনন্দ ও নিত্যা ষড়ৈশ্বর্য্যসম্পত্তির অভিলাষ করি না । (ভগবান্ আনন্দময় হইলেও হ্লাদিনীর সারভক্ত ভগবান্‌কেও আনন্দ প্রদান করিয়া থাকেন, সুতরাং ভক্তভাব ভগবদ্ভাবাপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন নহে, অতএব ভক্তই ভগবানের একমাত্র অভিলষিত) ।”

“যে সকল সাধু গহ, দারা (স্ত্রী), পুত্র, আত্মীয়জন, ধন, প্রাণ, ইহপরলোক পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমাকেই আশ্রয় করিয়াছে, আমি তাহাদিগকে কিরূপে পরিত্যাগ করিব ? ।”

“সতী স্ত্রী যেরূপ সৎপতিকে বশীভূত করিয়া থাকে, আমাতে আসক্তচিত্ত সমদৃষ্টিসম্পন্ন সাধুগণও তদ্রূপ ভক্তিপ্রভাবে আমাকে বশীভূত করে ।”

“আমার ভক্তগণ আমার সেবাতেই পরিতৃপ্ত, আমার সেবার আনুষঙ্গিকফলে সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় স্বয়ং উপস্থিত হইলেও তাঁহারা (তাহা) গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, কালক্ষোভ্য স্বর্গাদির কথা কি ।”

“সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমিও সাধুগণের হৃদয় । তাঁহারা আমা ব্যতীত অন্য কাহাকেও জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া আর কিছুই জানি না ।”

“হে বিপ্র ! তোমার আত্মরক্ষার উপায় বলিতেছি, শ্রবণ কর । তোমার এই আত্মহিংসা যাঁহা হইতে হইয়াছে, তাঁহার নিকট গমন কর, বিলম্ব করিও না । সাধুদিগের প্রতি যে প্রভাব প্রযুক্ত হয়, সেই প্রভাব প্রয়োগ-কর্ত্তারই অমঙ্গল করিয়া থাকে ।”

“বিপ্রগণের তপ ও বিদ্যা—দুইটিই মঙ্গলজনক ; কিন্তু অনম্রস্বভাবযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে ঐ দুইটিই বিপরীত ফল প্রসব করে ।”

“হে ব্রাহ্মণবর ! তন্নিমিত্ত তুমি নাভাগ-তনয় অম্বরীষের নিকট গমন কর, তোমার মঙ্গল হউক । মহাভাগবত অম্বরীষকে শান্ত কর, তাহা হইলে তোমার শান্তি হইবে ।”]

শ্রীভগবানের এইরূপ আদেশ পাইয়া দুর্ব্বাসা মহাভাগবত অম্বরীষের নিকট ছুটিয়া গিয়া অত্যন্ত দুঃখিতচিত্তে তাঁহার চরণযুগল ধারণ করিলেন । দুর্ব্বাসা অম্বরীষের চরণ স্পর্শ করিলে তিনি অত্যন্ত লজ্জিত হইলেন এবং দুর্ব্বাসার স্তবাদির উদ্যম লক্ষ্য করিয়া তাঁহাকে কৃপার নিমিত্ত অত্যন্ত ব্যথিত হৃদয়ে শ্রীহরির সুদর্শন চক্রের প্রতি স্তুতি করিতে লাগিলেন । ভক্তবর অম্বরীষের স্তবে শ্রীভগবানের ভক্তরক্ষাব্রতধারী, সর্ব্বঅস্ত্রতেজোনাশক বৈষ্ণবতেজঃ শ্রীভগবানের পরমপ্রভাব, ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতারূপ অজ্ঞানান্ধকার দূর করতঃ ভগবদুন্মুখতারূপ তেজঃপ্রকাশকারী, জীবের সম্বন্ধজ্ঞানহীনতারূপ কুদর্শন ঘুচাইয়া সম্বন্ধজ্ঞানপ্রদ সুদর্শন দানকারী, প্রিয়তম চক্র দুর্ব্বাসার প্রতি প্রসন্ন হইলেন । দুর্ব্বাসা চক্রাগ্নির তাপ হইতে মুক্ত হইয়া মহারাজকে আশীর্ব্বাদ করিতে করিতে কহিতে লাগিলেন—

“অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে ।
কৃতাগসোঽপি যদ্‌রাজন্ মঙ্গলানি সমীহসে ॥”

["হে রাজন্ ! অদ্য ভগবদ্ভক্তগণের মাহাত্ম্য দর্শন করিলাম। আমি অপরাধ করিয়াছি, তথাপি আপনি আমার মঙ্গল প্রার্থনা করিতেছেন।"]

আরও কহিতে লাগিলেন—"যাঁহারা ভক্তিবলে সাত্বতপতি (যাদবশ্রেষ্ঠ) ভগবান্ শ্রীহরিকে লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষে দুষ্কর (অসাধ্য) বা দুস্ত্যজ্য বিষয় কিছুই নাই। যাঁহার নামমাত্র শ্রবণে জীব নির্ম্মল (সর্ব্বপাপবিমুক্ত) হইয়া যায়, সেই তীর্থপদ ভগবানের ভক্তগণের অলব্ধই বা কি আছে ? মহারাজ, আপনি আমার কৃতাপরাধের প্রতি কিছুমাত্র দৃষ্টি না করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করিয়াছেন, অতএব অতীব কৃপালু আপনার দ্বারা আমি অনুগৃহীত হইলাম।"

বিপ্রবর দুর্ব্বাসা ভক্তপ্রবর অম্বরীষের প্রতি এই প্রকারের অনেক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন। দুর্ব্বাসার প্রত্যাগমন-প্রতীক্ষায় মহারাজ সম্বৎসরকাল ভোজন করেন নাই, সুতরাং এক্ষণে তাঁহার চরণযুগল ধারণপূর্ব্বক তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিয়া ভোজন করাইলেন। দুর্ব্বাসা, মহারাজের সাদর আহ্বানে সর্ব্বপ্রকার ভোজ্য উপকরণসমন্বিত অন্নব্যঞ্জনাদি ভোজনপূর্ব্বক পরিতৃপ্ত হইয়া মহারাজকেও আদরের সহিত কহিলেন, 'মহারাজ, আপনিও ভোজন করুন। পরমভাগবত আপনাতে সাধারণ মনুষ্যবুদ্ধির সহিত প্রথমে আপনার আতিথ্য গ্রহণ করিয়া পরে পরমভাগবত আপনার দর্শন, স্পর্শন ও আলাপের দ্বারা আমি প্রীত ও অনুগৃহীত হইয়াছি। দেবাঙ্গনাগণ আপনার এই বিমলকীর্ত্তি অনুক্ষণ কীর্ত্তন করিবেন এবং এই পৃথিবীও আপনার পরম পবিত্র চরিত্র কীর্ত্তন করিতে থাকিবেন।'

মুনিবর দুর্ব্বাসা এইরূপে পরম পরিতুষ্ট হইয়া মহারাজ অম্বরীষের প্রচুর প্রশংসা করতঃ তাঁহাকে সম্ভাষণ করিয়া আকাশমার্গে ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন। এই ব্রহ্মলোকে বেদবহির্ম্মুখ শুষ্কতর্কনিষ্ঠ তার্কিকগণের অবস্থিতি নাই।

দুর্ব্বাসা চক্রতাপসন্তপ্ত হইয়া অম্বরীষের নিকট হইতে অভুক্ত অবস্থায় গমনের পর পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন পর্য্যন্ত সম্বৎসরকাল অতীত হইয়াছিল। রাজা এতাবৎকাল তাঁহার দর্শনাকাঙ্ক্ষায় জলমাত্র পান করিয়া অপেক্ষা করিতেছিলেন—'রাজাব্ভক্ষো বভূব হ'। সম্বৎসরান্তে দুর্ব্বাসা প্রত্যাবর্ত্তন করিলে মহাত্মা অম্বরীষ ব্রাহ্মণভোজনদ্বারা অতীব পবিত্র অন্নাদি ভোজন করিলেন এবং দুর্ব্বাসার বিপদ্ হইতে মুক্তি ও নিজ সহিষ্ণুতাদির প্রভাব লক্ষ্য করিয়া ইহা ভগবানেরই কার্য্য বা প্রভাব—এইরূপ মনে করিয়াছিলেন, উহাকে তাঁহার নিজের কৃতিত্ব বলিয়া অভিমান করেন নাই। ভগবদ্ভক্ত এইরূপই নিরহঙ্কার।

এবম্বিধ অবস্থায় সদ্গুণসম্পন্ন মহারাজ অম্বরীষ তাঁহার শ্রীহরিমন্দিরমার্জ্জনাদি বিবিধ ক্রিয়াকলাপদ্বারা ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্ এই ত্রিবিধ সংজ্ঞায় সংজ্ঞিত এক অদ্বিতীয় পরমতত্ত্ব ভগবান্ শ্রীবাসুদেবের (ভাঃ ১।২।১১ দ্রষ্টব্য) ভক্তিযোগ বিধান করতঃ সেই ভক্তিযোগপ্রভাবে বিরিঞ্চিপদসহিত ভোগসমূহকে নরকতুল্য দুঃখপ্রদ জ্ঞান করিতেন।

এই আখ্যায়িকার উপসংহারে শ্রীশুকদেব মহারাজ পরীক্ষিৎকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—শ্রীভগবান্ বাসুদেবে মনঃসন্নিবেশের আনুষঙ্গিক ফলেই ভক্তরাজ অম্বরীষের মায়িক গুণপ্রবাহ অর্থাৎ বিষয়ভোগবাসনা সম্পূর্ণ বিনষ্ট হইয়াছিল। তিনি আত্মতুল্যগুণসম্পন্ন পুত্রগণকে (সমানশীলেষু তনয়েষু) রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া বনে প্রবেশ করিলেন অর্থাৎ মানসসেবায় চিত্ত সন্নিবিষ্ট করিলেন (মানসসেবায়াং মনশ্চকার)।

মহারাজ অম্বরীষের এই পবিত্র আখ্যান যিনি সংকীর্ত্তন অথবা অনুক্ষণ চিন্তা করিবেন, তিনি ভগবদ্ভক্তি লাভ করিতে সমর্থ হইবেন।

আমাদের এই বৈষ্ণবাপরাধ-প্রবন্ধে শ্রীমদ্ভাগবত ৯ম স্কন্ধ ৪র্থ ও ৫ম অধ্যায় হইতে প্রায় সমগ্র দুর্ব্বাসা-অম্বরীষ-সংবাদ উদ্ধার করিবার মুখ্য উদ্দেশ্য পাঠকগণ অবশ্যই উপলব্ধি করিয়াছেন। দুর্ব্বাসার ন্যায় সাক্ষাৎ রুদ্রাংশ মহাতপা ঋষিও বৈষ্ণবরাজ অম্বরীষের চরণে অপরাধ করিয়া ত্রিলোকের কুত্রাপি—এমন কি ব্রহ্মলোক ও রুদ্রলোকে গিয়াও আশ্রয় পাইলেন না। ব্রহ্মা ও রুদ্র—কেহই বিষ্ণুচক্র সুদর্শনের তেজঃপ্রভাব হইতে তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। কিন্তু বৈষ্ণবরাজ শম্ভু তাঁহাকে বিষ্ণুলোকে যাইবার জন্য সৎপরামর্শ দিলেন। দুর্ব্বাসা

বিষ্ণুলোকে গিয়া বিষ্ণুপাদপদ্মে শরণাগত হইলেও শরণাগতপালক বিষ্ণুও তাঁহাকে রক্ষা করিতে পারিলেন না। কেন পারিলেন না, তাহা শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্ত বাক্য হইতেই জ্ঞাতব্য বলিয়া আমরা শ্রীভগবানের শ্রীমুখোচ্চারিত সমস্ত বাক্যই ইতঃপূর্ব্বেই সবিস্তারে প্রকাশ করিয়াছি। শ্রীভগবানের ভক্তের চরণে অপরাধ করিয়া ভগবৎপাদপদ্মে শরণাগত হইলেও শ্রীভগবান্ সেই শরণাগতিকে ভক্তি অনুকূল কার্য্য বলিয়া স্বীকার করেন না। ভগবান্ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র হইয়াও তিনি তাঁহার ভক্তপ্রেমাধীন। ভক্তের নিকট তিনি তাঁহার কোন স্বতন্ত্রতা সংরক্ষণ করেন না। এজন্যই ভক্তকৃপানুগামিনী ভগবৎকৃপা। ভগবানের কৃপা পাইতে হইলে ভক্তের অনুগত হইবে, ভক্তের নিকট গিয়া দুঃখ জানাইতে হইবে। ভক্তকৃপাপরবশ হইয়া তৎকৃপাপ্রার্থীর দুঃখাপনোদনজন্য ভগবৎপাদপদ্মে নিবেদন জানাইলে ভক্তপ্রেমাধীন ভগবান্ ভক্তের প্রার্থনা অনুমোদন করিবেন। সুতরাং ভক্তদাসানুদাসই ভক্তানুগ্রহে ভগবদনুগ্রহলাভে সমর্থ হইবেন। অতএব দুর্ব্বাসার দৃষ্টান্ত দ্বারা শ্রীভগবান্ আমাদিগকে তাঁহার ভক্তচরণে অপরাধ হইতে বিশেষভাবে সাবধান করিলেন। দুর্ব্বাসার ন্যায় মহাতপস্বী যিনি সশরীরে ব্রহ্মলোক শিবলোকাদি ভ্রমণ করিয়া বৈকুণ্ঠে সাক্ষাৎ বিষ্ণুসদনে গিয়াও বিষ্ণুরই সুদর্শন হইতে রক্ষা পাইলেন না, পরিশেষে বিষ্ণুরই শ্রীমুখনিঃসৃত সৎপরামর্শে তাঁহার ভক্তচরণে নিষ্কপটে নিপতিত হইলে ভক্তস্তবে সন্তুষ্ট হইয়া সুদর্শন দুর্ব্বাসার প্রতি প্রসন্ন হইলেন। সুদর্শনের প্রসন্নতা না হইলে আমাদের কুদর্শন ঘুচে না। বিষ্ণু-বৈষ্ণবতত্ত্ব দর্শনযোগ্যতা লাভ হয় না। মায়ামোহজনিত অজ্ঞানতমঃ ভেদ করিয়া প্রকৃত সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বজ্ঞানালোকে উদ্ভাসিত হইবার সৌভাগ্য জন্মে না। এজন্য শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন তাঁহার শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত গৌরস্বরূপে তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদপ্রবর শ্রীস্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠধারণপূর্ব্বক তাঁহার সম্বর্দ্ধিত-পরমোজ্জ্বল শৃঙ্গাররস-মাধুর্য্যদ্বারা সমৃদ্ধ নিজনিগূঢ় ব্রজপ্রেমরসসম্পৎ আস্বাদনার্থ যে নামসংকীর্ত্তনকে পরম উপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন এবং যেরূপে ঐ নাম গ্রহণ করিলে সেই প্রেমোদয়ের সম্ভাবনা হইতে পারে, তাহার যে লক্ষণ-শ্লোক শুনাইলেন, তাহাতে আমরা জানিতে পারি যে,—তৃণাপেক্ষা হীন দীন, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা গুণসম্পন্ন, অমানী ও মানদ স্বভাববিশিষ্ট হইয়া ঐ শ্রীগৌরমুখনিঃসৃত ষোলনাম বত্রিশাক্ষর-শ্রীনাম দশাপরাধ বর্জ্জন করতঃ গ্রহণ করিতে পারিলেই উক্ত ব্রজপ্রেমসম্পল্লাভে অধিকারী হওয়া যায়। নতুবা বহু জন্ম ধরিয়া নামের মালা হাতে করিয়া বেড়াইলেও ঐ অনর্পিতচর প্রেমধনে অধিকারী হওয়া যাইবে না। এজন্য দশনামাপরাধ—বিশেষ করিয়া প্রথম নামাপরাধ—নামাশ্রিত নামমাহাত্ম্যকীর্ত্তনরত বৈষ্ণবাপরাধ হইতে বিশেষভাবে সাবধান হইতে হইবে। নতুবা সাধনভজনচেষ্টা—সবই ভস্মে ঘৃতাহুতিতুল্য নিরর্থক হইয়া পড়িবে।

* * *

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৬৫ পৃষ্ঠার পর]

‘শ্রীভক্তিবিনোদ’ নাম প্রাপ্তি

শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহোদয়ের ইচ্ছাক্রমে ঠাকুর কটক সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা এবং ভদ্রক সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকতার পদ স্বীকার করিয়াছিলেন। সেই সময় ঠাকুরের রচিত ‘Maths of Orissa’ নামক ওড়িষ্যার মঠসমূহের তথ্যপূর্ণ একটী পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। সার উইলিয়ম হাণ্টার লিখিত ‘Orissa’ পুস্তকে ঠাকুরের Maths of Orissa পুস্তকের বহু কথা উল্লিখিত হইয়াছে। ঠাকুর ‘শ্রীচৈতন্যগীতা’

নামক একটী গ্রন্থ লিখিয়া তাহাতে নিজেকে 'সচ্চিদানন্দ প্রেমালঙ্কার' রূপে পরিচয় প্রদান করিয়াছেন। ৪০০ শ্রীগৌরাব্দে শ্রীগৌড়ীয়-গোস্বামিসঙ্ঘ কর্তৃক ঠাকুর 'ভক্তিবিনোদ' এই নামে ভূষিত হন। তৎপর হইতেই শ্রীকেদারনাথ 'শ্রীসচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর' নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন।

ঠাকুরের প্রচার-ভ্রমণ

ঠাকুর মেদিনীপুর স্কুলের শিক্ষকতার কার্য্যও করিয়াছিলেন। মেদিনীপুরের সাহিত্যসভায় ঠাকুরের ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অতিশয় জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা শুনিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মাবলম্বী শ্রীরাজনারায়ণ বসু চমৎকৃত হইয়াছিলেন। ঠাকুরের প্রথমা পত্নী অন্তর্ধান করিলে মেদিনীপুরে থাকাকালে যক্‌পুরে তিনি ভগবতী দেবীকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর প্রচার-ভ্রমণে মেদিনীপুর হইতে বর্দ্ধমানেও আসিয়াছিলেন। বর্দ্ধমানে থাকাকালে তিনি 'Our wants' নামক একটি পুস্তক লেখেন। স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইয়া পরস্পর বিবদমান ব্রাহ্মধর্ম্ম ও খ্রীষ্টধর্ম্মমতের সন্ধিস্থাপনে চেষ্টা করেন। ঠাকুর দুইটী বক্তৃতা দ্বারা তাঁহাদের বিচারের অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করেন। বর্দ্ধমানে ঠাকুর 'ভ্রাতৃসমাজ' স্থাপন করেন। ভ্রাতৃসমাজে আত্মা সম্বন্ধে ইংরাজী ভাষায় ঠাকুরের তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুনিয়া হিলি সাহেব পর্য্যন্ত প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান হইতে ঠাকুর চূয়াডাঙ্গা, রাণাঘাট ভ্রমণান্তে বিহারে ছাপরায় এবং আরও পশ্চিমদেশে কাশী, মির্জ্জাপুর, প্রয়াগ, আগ্রা প্রভৃতি স্থান হইয়া বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছিলেন। ছাপরায় থাকাকালে উর্দ্দু ও পার্সীভাষা শিক্ষা করিয়া ঠাকুর তাহাতে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছিলেন। ছাপরায় বিশেষ সভাতে 'গৌতম-স্পীচ্' নামক একটি ভাষণও প্রদান করেন। ছাপরা হইতে পূর্ণিয়া হইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট্ পদ গ্রহণ করিয়া দিনাজপুরে আসিয়াছিলেন। দিনাজপুরে হিন্দু ও ব্রাহ্মদিগের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইলে তিনি তাঁহাদিগকে বুঝাইবার চেষ্টা করেন এবং 'ভাগবত স্পীচ্' নামক একটি বক্তৃতাও প্রদান করেন। ১৮৬৮ সালে জুন মাসে ঠাকুর মালদহে শ্রীরূপ-সনাতনের স্থান ও রাজমহল প্রভৃতি স্থান দর্শন করেন। তৎপর কলিকাতা ফিরিয়া ঠাকুর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' ও 'শ্রীমদ্ভাগবত' গ্রন্থদ্বয় সংগ্রহের জন্য অনেক অন্বেষণ করেন। অনেক কষ্টের পর বটতলায় মুদ্রিত গ্রন্থদ্বয় সংগৃহীত হয়। উক্ত গ্রন্থদ্বয় লইয়া ঠাকুর পুনঃ পুরুষোত্তমধামে পৌঁছিলেন। তৎকালে সরকারের পক্ষ হইতে শ্রীজগন্নাথমন্দিরের সুষ্ঠু সেবা পরিচালনের জন্য তিনি উক্ত মন্দিরের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হইলেন। তিনি একাদিক্রমে পাঁচ বৎসরের অধিককাল পুরীতে অবস্থান করিয়াছিলেন।

প্রতারণার জন্য বিষকিষণকে দণ্ডপ্রদান

ঠাকুরের চরিত্রে 'মৃদূনি কুসুমাদপি বজ্রাদপি কঠোরাণি' স্বভাব প্রকটিত। তিনি স্বভাবতঃ অত্যন্ত মৃদুস্বভাববিশিষ্ট হইলেও কখনও অন্যায়কে প্রশ্রয় দেন নাই। ওড়িষ্যার একটি ঘটনা এতৎসম্পর্কে উল্লিখিত হইতেছে—১৮৭১ খৃষ্টাব্দে ওড়িষ্যার অতিবাড়ী সম্প্রদায়ের 'বিষকিষণ' নামে একজন খণ্ডাইত বংশীয় ব্যক্তি যোগবলে কিছু শক্তি সঞ্চয় করিয়া নিজেকে 'মহাবিষ্ণুর অবতার' বলিয়া প্রচার করিয়াছিল। বিষকিষণ ভুবনেশ্বরের নিকটে একটি বনের প্রান্তদেশে দলবল লইয়া অবস্থান করিত। সে এইরূপ ঘোষণা করিল যে, সে ১৪ই চৈত্র চতুর্ভুজমূর্ত্তি প্রকট করতঃ পৃথিবীকে ম্লেচ্ছগণের হাত হইতে উদ্ধার করিবে ও ধর্ম্মসংস্থাপন করিবে। তাহার প্রচারিত ঘোষণা—

"বনেরে অছি বিষকিষণ,
গুপ্তরে অছি ন জানই আন।
১৩ মীনরে আরম্ভিব রণ,
চতুর্ভুজ হোই নাশিব ম্লেচ্ছগণ ॥"

সে যোগবলে অনেক ব্যক্তির কঠিন ব্যাধি নিরাময় করিয়া এবং বহু অসাধ্যসাধনরূপ বিভূতি দেখাইয়া অনেক লোকের মন হরণ করিল। পরে পূর্ণিমাতিথির নিশাকালে সে রাসলীলা করিবে বলিয়া পল্লীর রমণীগণের নিকট সংবাদ পাঠাইল। ভৃঙ্গারকুলের চৌধুরী মহিলাগণের উপর দৌরাত্ম্য প্রকাশিত হইলে তাহাদের পুরুষ অভিভাবকগণ কমিশনার রেভেন্স সাহেবের নিকট একযোগে অভিযোগ পেশ

করিলেন। কমিশনার সাহেব কর্ত্তৃক উক্ত বিষয়ের বিচারের ভার ঠাকুর ভক্তিবিনোদের উপর অর্পিত হইল। ঠাকুর একদিন রাত্রিযোগে বনে যাইয়া বিষকিষণের সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং তাহাকে ঐরূপ অনুচিত কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইতে বলিলেন। বিষকিষণ নিজেকে জীবন্ত মহাবিষ্ণু এবং শ্রীজগন্নাথদেবকে অচেতন কাঠ এইরূপ জানাইয়া নানাপ্রকার তোষামোদবাক্যে ঠাকুরের সন্তোষ বর্দ্ধনের চেষ্টা করিল। বিষকিষণ কিছুতেই তাহার লোকপ্রতারণা-কার্য্য হইতে নিবৃত্ত হইবার ইচ্ছা না করায় ঠাকুর তাহাকে গ্রেফতার করিয়া পুরীতে লইয়া আসিলেন। সেই যোগীর প্রকৃত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য ঠাকুর ওড়িষ্যার বিভিন্ন পল্লী, বৌদ্ধবিহারভূমি খণ্ডগিরি প্রভৃতি স্থানসমূহে গিয়াছিলেন। অনুসন্ধানের দ্বারা বিষকিষণের কপট আচরণ প্রমাণিত হইলে ঠাকুর তাহাকে দণ্ডবিধানের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। সেই যোগী বিষকিষণ বিচারকালে ঠাকুরকে অনেক প্রকার ভীতি প্রদর্শন করে এবং ঠাকুরের দৈহিক ও পারিবারিক ব্যাধি সংঘটন করায়। কিন্তু ঠাকুর বজ্রাদপি কঠোরাণি বিচার অবলম্বন করতঃ ঐসকল দৌরাত্ম্য অগ্রাহ্য করিয়া বিষকিষণকে দেড় বৎসরের কারাদণ্ড প্রদান করেন। বিষকিষণ ২১ দিন পর্য্যন্ত জলবিন্দু গ্রহণ না করিয়া দেহত্যাগ করে। যাজপুরে একজন নিজেকে ব্রহ্মার অবতার এবং খুরদায় আর একজন নিজেকে বলদেবের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিল। বিষকিষণের ন্যায় তাহাদেরও শাস্তি হয়।

নীলাচলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ

ঠাকুর পুরীতে অবস্থানকালে (১৮৬৯ হইতে ১৮৭৪) কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনিরচিত শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীল জীবগোস্বামী রচিত ষট্‌সন্দর্ভ, শ্রীল বলদেব বিদ্যাভূষণ রচিত বেদান্তের গোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন, প্রমেয়রত্নাবলী ও অন্যান্য গ্রন্থ, শ্রীল রূপগোস্বামী রচিত শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু বিশেষভাবে আলোচনা ও অধ্যয়নলীলারূপ আদর্শ প্রদর্শনের দ্বারা নিঃশ্রেয়সার্থীর পক্ষে শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তসম্মত ঐ সব গ্রন্থানুশীলনের আবশ্যকতা বিষয়ে শিক্ষা প্রদান করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু পাঁচ প্রকার মুখ্য ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে 'ভাগবত শ্রবণের' কথা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। শ্রীল জীব গোস্বামী প্রভু ভাগবত শ্রবণকে পরমশ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও শাস্ত্র আলোচনার মধ্যে ভাগবত অধ্যয়নের ও আলোচনার বৈশিষ্ট্য প্রখ্যাপনের জন্য শ্রীজগন্নাথবল্লভ উদ্যানে 'ভাগবত-সংসৎ' নামক একটী বৈষ্ণবসভা সংস্থাপন করেন। ঠাকুরের মুখপদ্মনিঃসৃত ভাগবত ব্যাখ্যা; শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীপরমানন্দ প্রভৃতি বিশিষ্ট বৈষ্ণবগণ, মহান্ত শ্রীনারায়ণ দাস, উত্তরপার্শ্বের মহান্ত শ্রীহরিহর দাস প্রভৃতি পণ্ডিতগণ শ্রবণ করিতেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যেরূপ শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকট ভাগবত শ্রবণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ঠাকুর ভক্তিবিনোদও শ্রীগোপীনাথ পণ্ডিতের নিকট ভাগবত আলোচনা ও শ্রবণ করিতেন। হাতীআখড়ার কান্থাধারী শ্রীমদ্ রঘুনাথ দাস বাবাজী, ঠাকুরের সভার বিরোধিতা করিয়া কঠিন ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়াছিলেন, পরে শ্রীজগন্নাথদেবের দ্বারা স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া ঠাকুরের নিকট ক্ষমাপ্রার্থনা করিয়া উক্ত ব্যাধি হইতে মুক্ত হন। ঠাকুর শ্রীজগন্নাথমন্দিরে মায়াবাদি-শাসন-ব্রাহ্মণগণের মুক্তিমণ্ডপে না বসিয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর মন্দিরে ও শ্রীমহাপ্রভুর পাদপদ্ম সন্নিধানে অবস্থান করিয়া ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিতেন। মুক্তিমণ্ডপের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণও উক্ত ভক্তিসিদ্ধান্ত শ্রবণ করিতে আসিতেন। ঠাকুর ঐ স্থানটীকে 'ভক্তিপ্রাঙ্গণ' বা 'ভক্তিমণ্ডপ' নাম দিয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী রচিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বিশেষভাবে এবং শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তিঠাকুরের 'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থও আলোচনা করিয়াছিলেন। ঠাকুর জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলকে' প্রামাণিক গ্রন্থরূপে স্বীকার করেন নাই। পুরীতে সিদ্ধবৈষ্ণব শ্রীস্বরূপদাস বাবাজী মহারাজের সহিত ধর্ম্মতত্ত্ব বিষয়ে তিনি আলোচনা করিতেন। ঠাকুর পুরীতে অবস্থানকালে 'দত্তকৌস্তুভ' নামক গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন এবং 'শ্রীকৃষ্ণসংহিতা'র অনেক শ্লোকও সেই সময় রচনা করিয়াছিলেন।

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী ঠাকুরের আবির্ভাব

পুরীর আঢ্য পরিবার গ্র্যাণ্ড রোডের পার্শ্ববর্তী দক্ষিণপার্শ্ব মঠের জমি ইজারা লইয়া গৃহ নির্ম্মাণ

করিয়াছিলেন। উক্ত গৃহে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অবস্থান করিতেন। স্থানটী শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নিকট নারায়ণ ছাতার সংলগ্ন।* ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের (১৭৯৫ শকাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ) ২৫শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ন সাড়ে তিন ঘটিকার পর ঠাকুরের হরিকীর্ত্তন মুখরিত উক্ত বাসভবনে শ্রীভগবতীদেবীর ক্রোড়ে এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্যকান্তি শিশুর আবির্ভাব হয়। শিশুর আবির্ভাবের পর শিশুর গাত্রে স্বাভাবিক উপবীত দেখিতে পাইয়া সকলে বিস্মিত হইয়াছিলেন। শ্রীজগন্নাথদেবের পরাশক্তি শ্রীবিমলাদেবীর নামানুসারে ঠাকুর শিশুর নামকরণ করিলেন শ্রীবিমলাপ্রসাদ। শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদের দ্বারা ইঁহার অন্নপ্রাশন সম্পন্ন হইয়াছিল। এই মহাপুরুষই পরবর্ত্তিকালে বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদরূপে প্রসিদ্ধ হন। প্রভুপাদের আবির্ভাবের পর ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভগবতী দেবী ও শিশু সহিত পুরুষোত্তমধাম হইতে দশমাস বাদে পাল্কীর-ডাকে স্থলপথে বঙ্গদেশের রাণাঘাটে আসিয়া উপনীত হইয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামূলে, শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও গোকুল মহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক মহোৎসব বিগত ১৫ অগ্রহায়ণ, ১ ডিসেম্বর শুক্রবার হইতে ১৭ অগ্রহায়ণ, ৩ ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং তৎসমভিব্যাহারে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীতারক রায় ও শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩ অগ্রহায়ণ, ২৯ নভেম্বর বুধবার এয়ার কণ্ডিসন্ এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ পরদিবস পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় টুণ্ডলা জংসন ষ্টেশনে পৌঁছেন। গোকুল মহাবন মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ এবং বৃন্দাবন মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। ট্রেণ বিলম্বে আসায় মথুরার বা আগ্রার বাস না থাকায় দৈবক্রমে পরেশানুভব ব্রহ্মচারীর প্রচেষ্টায় একটী নূতন ট্রাক পাওয়ায় সকলে তাহাতে উঠিয়া সোজাপথে খণ্ডৌলি, মই, দাউজী হইয়া দুই ঘণ্টার মধ্যে দ্বিপ্রহরে গোকুল মহাবন মঠে আসিয়া উপনীত হন। টুণ্ডলা বড় জংসন ষ্টেশন হইলেও বরাবরই তথা হইতে অন্যত্র যাওয়ার যানবাহনের ব্যবস্থার অভাব পরিলক্ষিত হয়।

গোকুল মহাবন মঠের শ্রীমন্দির ও নাট্যমন্দির প্রভৃতির আনুকূল্যকারী ধার্ম্মিকপ্রবর শ্রীরেবতীরঞ্জন চৌধুরী মহোদয় পরিজনবর্গসহ ১লা ডিসেম্বর উক্ত মঠে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজও তৎসঙ্গে আসিয়া উপস্থিত হন। বিভিন্ন স্থান হইতে ভক্তগণও তথায় শুভাগমন করেন। এইবার গোকুল

---

* শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ বহু প্রচেষ্টার পর উক্ত স্থানটীর উদ্ধার সাধন করিয়া তাহাতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। উক্ত মঠে সুরম্য বিশাল শ্রীমন্দিরে শ্রীল প্রভুপাদের শ্রীবিগ্রহ বিরাজিত আছেন।

মহাবন মঠের বাষিক উৎসব রেবতীবাবুর পুনঃ পুনঃ অনুপ্রেরণায় এবং মুখ্য আনুকূল্যে সুসম্পন্ন হইয়াছে। গৃহস্থগণের মধ্যে এইপ্রকার নিজে অগ্রণী হইয়া ভক্ত ও ভগবানের সেবার জন্য প্রচেষ্টা দেখা যায় না। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-গোকুলানন্দের কৃপা ব্যতীত স্বতঃপ্রণোদিত সেবাপ্রবৃত্তি কখনই সম্ভব নহে। রেবতীবাবু এবং তাঁহার পরিজনবর্গ সকলেই ভাগ্যবান্ ও ভাগ্যবতী। ভগবৎসেবা-প্রবৃত্তির ফলই নিত্য, আর সবই অনিত্য।

২রা ডিসেম্বর প্রাতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ভক্তগণকে লইয়া সংকীর্ত্তনসহ গোকুল মহাবনের দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করেন।

দিবসত্রয়ব্যাপী বাষিক অনুষ্ঠানে প্রত্যহ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় এবং ৩ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্নে বিশেষ ধর্ম্মসভায় বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং মথুরার শ্রীকেশবজী গৌড়ীয় মঠের পণ্ডিত ব্রহ্মচারীজী। ৩ ডিসেম্বর মহোৎসব দিবসে রমণরেতি আশ্রমের সাধুগণ বিপুল সংখ্যায় যোগদান করিয়াছিলেন। স্থানীয় সহস্রাধিক ব্রজবাসী নরনারীগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

লুধিয়ানার স্বধামগত শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুরের সুপুত্র শ্রীরাকেশ কাপুর বাষিক আনুকূল্য প্রদান করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী. শ্রীঅজিতগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচ্যুতকৃষ্ণ বনচারী, শ্রীরাধাপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণপ্রিয় দাস প্রভৃতি মঠবাসী ব্রহ্মচারী সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

নিউদিল্লী, ভাটিণ্ডায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

নিউদিল্লী ঃ—নিউদিল্লীস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়ের সেবকগণ এবং তত্রস্থ মঠাশ্রিত ভক্তগণের উদ্যোগে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এই বৎসরও গত ১৮ অগ্রহায়ণ, ৪ ডিসেম্বর সোমবার হইতে ২৪ অগ্রহায়ণ, ১০ ডিসেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত সপ্তাহব্যাপী বাষিক ধর্ম্মসম্মেলন নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের আচার্য্য—সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ উক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য গোকুল মহাবন মঠ হইতে দুইদিনে ৪ঠা ডিসেম্বর ও ৫ই ডিসেম্বর নিউদিল্লী মঠে আসিয়া পৌঁছেন। শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ শ্রীমদ্ মদনমোহন দাস বাবাজী মহারাজসহ পূর্ব্বেই প্রাক্ ব্যবস্থাদির বিষয়ে সাহায্যের জন্য তথায় আসিয়াছিলেন। পরবর্ত্তিকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীযজ্ঞেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশিবানন্দ ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজ, শ্রীরামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী. শ্রীগোবিন্দপ্রসাদ উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করিয়াছিলেন। বহিরাগত গৃহস্থগণ যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—য়্যাডভোকেট নাগপালজী, শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র, শ্রীরবি শর্ম্মা, লুধিয়ানার কেবলকৃষ্ণ দাস প্রভু. শ্রীশুকদেব দাস। শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারীর উদ্যোগে মঠের পার্শ্ববর্ত্তী রাস্তাগুলি সুন্দরভাবে সুসজ্জিত হইয়াছিল। মঠে স্থানের সঙ্কুলান না হওয়ায় মঠের সন্নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মশালায় ও গৃহস্থগণের গৃহাদিতে সাধুগণ ও ভক্তগণ অবস্থান করিয়াছিলেন। প্রত্যহ সান্ধ্যধর্ম্মসভা মঠের নিকটস্থ শ্রীহরিমন্দিরের সংকীর্ত্তন ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। প্রাতঃকালীন ধর্ম্মসভার ব্যবস্থা প্রথম দুইদিন মঠে ও অবশিষ্ট পাঁচদিন হরিমন্দিরে হয়। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহা-

রাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

২০ অগ্রহায়ণ, ৬ ডিসেম্বর বুধবার নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে অপরাহ্ণ ৩-৩০ ঘটিকায় যাত্রা করতঃ নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জ অঞ্চলের মুখ্য মুখ্য স্থান পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৫-৩০ ঘটিকায় শ্রীহরিমন্দিরে সমাপ্ত হয়। দিল্লীবাসী ভক্তগণ বিপুল উৎসাহে শোভাযাত্রায় যোগ দিয়াছেন।

১০ ডিসেম্বর রবিবার মহোৎসবে বহুশত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতুষ্ট করা হয়। হরিমন্দিরে দ্বিতলে বসিয়া ভক্তগণ প্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীমঠের মঠরক্ষক শ্রীফাল্গুনীসখা ব্রহ্মচারী, শ্রীরামকুমার, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅতুলানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্ দাস ব্রহ্মচারী শ্রীরামনাথজী, শ্রীওমপ্রকাশ বেনেজা, শ্রীঅশোক কুমার, শ্রীশ্যামসুন্দর প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

ভাটিণ্ডা, (পাঞ্জাব) ঃ—পাঞ্জাব প্রদেশের অন্যতম প্রসিদ্ধ সহর ভাটিণ্ডানিবাসী ভক্তগণের আমন্ত্রণে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দ প্রসাদ ব্রহ্মচারী, য়্যাডভোকেট দেওয়ানসিং নাগপাল, শ্রীবাপী—ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণ সমভিব্যাহারে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ গত ২৫ অগ্রহায়ণ, ১১ ডিসেম্বর সোমবার নিউদিল্লী হইতে মধ্যাহ্নে যাত্রা করতঃ ট্রেনযোগে উক্ত দিবস রাত্রি ৮ ঘটিকায় ভাটিণ্ডা রেলষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ভাটিণ্ডা রেলষ্টেশনের সন্নিকটবর্ত্তী সনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে সাধুগণের এবং সনাতন ধর্ম্মসভা পরিচালিত বিদ্যালয়ের গৃহে গৃহস্থগণের থাকিবার সুন্দর ব্যবস্থা হয়। পরবর্ত্তিকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ—শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয়চরণ দাস মঠসেবক ব্রহ্মচারীদ্বয়, শ্রীশুকদেব রাজবক্সী, য়্যাডভোকেট সি-পি ছাপড়া, শ্রীধরমপাল শেখরী প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ চণ্ডীগড় হইতে এবং অমৃতসর, জলন্ধর, লুধিয়ানা, আম্বালা, রোপর, পাঠানকোট, ভুচ্চোমণ্ডী পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রফেসার শ্রীখেরাইতিরাম গুলাটি, শ্রীকেবলকৃষ্ণ, শ্রীবিপিন কুমার, শ্রীজায়গীর দাস, শ্রীযোগেন্দ্রপাল শর্ম্মা, শ্রীযোগরাজ শেখরী, শ্রীপুরুষোত্তম শেখরী, শ্রীওম্প্রকাশ কাপুর, শ্রীরঘুনন্দন আগরওয়াল প্রভৃতি বহু ভক্ত ভাটিণ্ডা সহরের একাদশবর্ষ পূর্ত্তি বার্ষিক সম্মেলনে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন।

২৬ অগ্রহায়ণ, ১২ ডিসেম্বর মঙ্গলবার হইতে ২ পৌষ, ১৮ ডিসেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ বিশেষ সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনে বিশিষ্ট অতিথি এবং সভাপতিরূপে উপস্থিত ছিলেন এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এন্-কে অরোরা (N. K. Arora), এক্‌জিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এস্-কে গুপ্ত (S. K. Gupta), য়্যাডভোকেট শ্রীরতনলাল গোয়েল (R. L. Goel), ডক্টর নির্ম্মল সিঙ্গল (Dr. Nirmal Singal), য়্যাডভোকেট শ্রী পি-এন্ শেঠ (P. N. Seth), বিশ্ব হিন্দু-পরিষদের সভাপতি শ্রীধরমবীর ভার্গব, সনাতন ধর্ম্মসভার সভাপতি শ্রীমনোহরলাল গুপ্ত, য়্যাডভোকেট, ভাটিণ্ডা মিউনিসিপ্যাল কমিটীর এক্‌জিকিউটিভ অফিসার শ্রীসুশীল কুমার মৌড়্গীল। সপ্তাহব্যাপী ধর্ম্মসভার ছয়টি প্রাতঃকালীন অধিবেশন প্রত্যহ প্রাতঃ ৭-৩০টা হইতে ৯টা, ১৭ ডিসেম্বর পূর্ব্বাহ্ণ ১০ ঘটিকায়, ১২ ডিসেম্বর হইতে ১৫ ডিসেম্বর এবং ১৭ ও ১৮ ডিসেম্বর প্রত্যহ অপরাহ্ণকালীন ধর্ম্মসভা ৩টা হইতে ৫টা পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। ধর্ম্মসভার অধিবেশনসমূহে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-

প্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। 'ভগবৎকৃপা প্রাপ্তির সর্ব্বোত্তম সহজ উপায়', 'মনুষ্যজন্মের বৈশিষ্ট্য', 'ভবব্যাধির মহৌষধ শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন', 'ধর্ম্ম দেশ ও সমাজের পক্ষে আশীর্ব্বাদ অথবা অভিশাপ', 'সাধুসঙ্গের উপকারিতা', 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা', 'ধর্ম্মশিক্ষা শান্তি ও সুখলাভের পক্ষে অত্যাবশ্যক' বিষয়গুলি নির্দ্ধারিত ছিল।

১৬ ডিসেম্বর শনিবার সনাতন ধর্ম্মসভা মন্দির হইতে অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া ভাটিণ্ডার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ করেন। পরদিবস রবিবার মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধাগোবিন্দের পূজা ও ভোগরাগান্তে মহোৎসবে অগণিত নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

ভাটিণ্ডা-থার্ম্মেল কলোনীনিবাসী মঠাশ্রিত ভক্তগণের প্রার্থনায় শ্রীল আচার্য্যদেব—সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দসহ ১৯ ডিসেম্বর মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্নে সনাতন ধর্ম্মসভা হইতে থার্ম্মেল কলোনীর কোয়ার্টারে আসিয়া অবস্থান করেন। ১৯ ও ২১ ডিসেম্বর বিশেষ সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনদ্বয়ে সভাপতির আসন গ্রহণ করেন শ্রীহরিমন্দির সভার সভাপতি শ্রীএস্-কে বাংসাল। ২০ ডিসেম্বর সকাল হইতে আবহাওয়া মেঘাচ্ছন্ন থাকায় এবং বৈকালে ভীষণ বর্ষায় শীতের আধিক্য প্রবল হওয়ায় অপরাহ্নকালীন ধর্ম্মসভার অধিবেশনসময় বৃদ্ধি করিয়া সন্ধ্যারতি দর্শনান্তে সভার কার্য্য সমাপ্ত করিতে হয়, রাত্রিতে সভা হইতে পারে নাই। অপরাহ্নকালীন ও সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনসমূহে শ্রীল আচার্য্যদেব ও স্বামীজিগণ ভাষণ প্রদান করেন। দুইদিন সান্ধ্যধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল—'ভগবৎসেবা-দ্বারাই মনুষ্যগণের বাস্তব কল্যাণ সাধিত হয়', 'মঠ ও মন্দিরের আবশ্যকতা'। ১৯ ডিসেম্বর অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীহরিমন্দির হইতে নগরসংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া কলোনীর রাস্তাসমূহ পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় হরিমন্দিরেই ফিরিয়া আসে।

ভাটিণ্ডা সহরে ও ভাটিণ্ডা থার্ম্মেল কলোনীতে বিপুলভাবে প্রচারের ফলে স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে কৃষ্ণভক্তি অনুশীলনে উৎসাহ বর্দ্ধিত হয়। বহু নরনারী শুদ্ধভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত কৃষ্ণভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীরাজকুমার গর্গ, বৈদ শ্রীওম্প্রকাশ শর্ম্মা, শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তল, শ্রীকুলদীপ কুমার চোপড়া, শ্রীপ্রেম শেখরী, শ্রীদামোদর দাস, শ্রীলালচাঁদ দুয়া, শ্রীসুধীরকান্ত বাংসাল, শ্রীপ্রেমচাঁদ গুপ্ত, পূরণচাঁদ ধীমান, শ্রীবাবুলাল, শ্রীজয়মূর্ত্তি, শ্রীরামকীর্ত্তি, শ্রীভূপেন্দ্র প্রভৃতি গৃহস্থ ভক্তগণ চৈতন্যবাণী প্রচারে এবং বৈষ্ণবসেবায় নিষ্কপটভাবে যত্ন করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে শ্রীসুধীরকান্ত বাংসাল, শ্রীওম্প্রকাশ লুম্বা, শ্রীবনোয়ারীলাল পাটোয়ারী, শ্রীবেদপ্রকাশ লুম্বা ও শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তলের গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ১৮ই ডিসেম্বর শ্রীবেদপ্রকাশ মিত্তলের গৃহে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীহরিপদ পাত্র, আনন্দপুর ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত শ্রীহরিনামাশ্রিত গৃহস্থশিষ্য শ্রীহরিপদ পাত্র বিগত ৯ পৌষ (১৩৯৬), ২৫ ডিসেম্বর (১৯৮৯) সোমবার কৃষ্ণাত্রয়োদশী তিথিবাসরে প্রাতে ৬ ঘটিকায় ৭৮ বৎসর বয়সে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। মেদিনীপুর জেলার কেশপুর থানা ও আনন্দপুর পোষ্টাফিসের অন্তর্গত সংগ্রামবার গ্রামে ইঁহার নিবাসস্থান ছিল। ইনি ১৯৭১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীল গুরুদেবের নিকট শ্রীহরিনামাশ্রিত হইয়া নিষ্ঠার সহিত ভজন করিতেছিলেন। ইনি আনন্দপুরে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে পরমোৎসাহে যোগ দিতেন এবং শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমায় যোগদানাদি ভক্ত্যঙ্গ সাধনে রুচিবিশিষ্ট ছিলেন। ইঁহার পারলৌকিক কৃত্য সংগ্রামবারে সুসম্পন্ন হইয়াছে। প্রতিষ্ঠানের অন্যতম প্রচারক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের ইনি সুপরিচিত। ইঁহার স্বধাম প্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ,—বিশেষভাবে আনন্দপুরনিবাসী ও কেশপুরনিবাসী ভক্তগণ বিরহ-সন্তপ্ত।

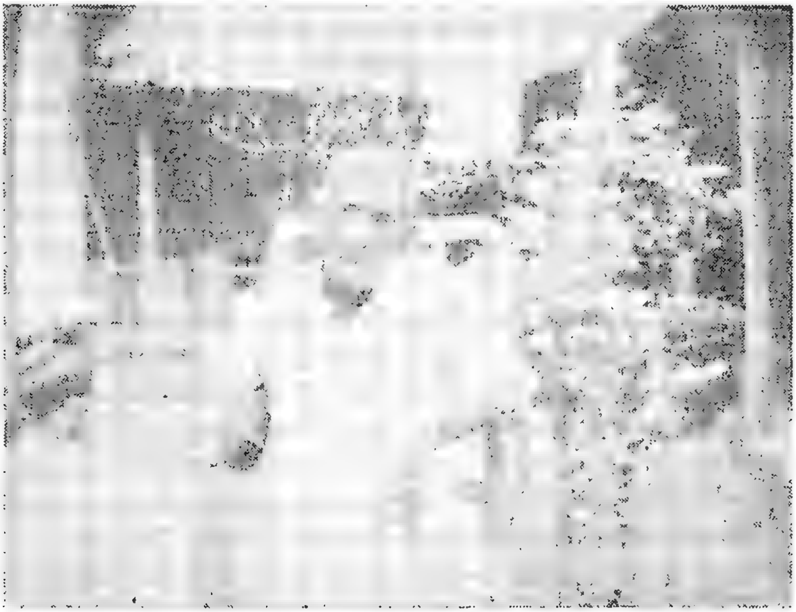

‘শ্রীচৈতন্যবাণী’ পত্রিকার গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন

‘শ্রীচৈতন্যবাণী’ পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া, গ্রাহক/গ্রাহিকাগণের প্রতি আমাদিগের নিবেদন এই যে, বার্ষিক ভিক্ষা অগ্রিম দেওয়ার বিহিত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রাহকের নিকট ২ বৎসর, কাহার কাহারও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ভিক্ষা বাকী পড়িয়া আছে। অতএব তাঁহাদিগকে বকেয়া এবং বর্ত্তমান ৩০শ বর্ষের ভিক্ষা সত্বর প্রেরণ করিতে অনুরোধ জানানো হইতেছে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৭৬ পৃষ্ঠার পর]

প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন। হৃষীকেশের শ্রীব্যাসজী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিদ্বার নিরঞ্জনী আখড়ার মহামণ্ডলেশ্বর শ্রীপ্রকাশানন্দজী, যোশীমঠের শঙ্করাচার্য্য, শ্রীকৃষ্ণবোধ আশ্রমের স্বামী গবানন্দজী প্রভৃতি অনেকে উক্তসভায় উপস্থিত ছিলেন।

আম্বালার মেজর জেনারেল শ্রীসামসের সিংজী, হরগুলাল এণ্ড সন্স ইঞ্জিনিয়ারিং কোম্পানীর মালিক শ্রীনন্দকিশোর সি-ই. ডাক্তার কাপুর প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীল গুরুদেবের অসমোর্দ্ধ ব্যক্তিত্বে ও বীর্য্যবতী হরিকথায় আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীনন্দকিশোরজী সকলের সমক্ষেই উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়া বলিলেন—এরূপ মূল্যবান্ কথা তিনি পূর্ব্বে কখনও শুনেন নাই, তাঁহার মাথা কখনও কাহারও নিকট নত হয় নাই, এই প্রথম নত হইল।

দেরাদুনে শ্রীজি-এস্-মাথুর C.O.P.S. এবং Tagore Cultural Society-র বিশিষ্ট ব্যক্তিগণও শ্রীল গুরুদেবের মহান্ ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন।

শ্রীভুবনেশ্বরে ও শ্রীপুরুষোত্তমধামে রথযাত্রা উৎসবে শ্রীল গুরুদেব

শ্রীল গুরুদেব সন্ন্যাসী, বনচারী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ প্রায় দেড়শত ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে ১৯ আষাঢ় ১৩৭৪ ; 4 জুলাই ১৯৬৭ মঙ্গলবার রাত্রি ১০-৩৩ মিঃ-এ মাদ্রাজ জনতা এক্সপ্রেসে রিজার্ভবগীযোগে হাওড়া ষ্টেশন হইতে যাত্রা করতঃ পরদিন বেলা ১১টায় ভুবনেশ্বরে পৌছেন। ভুবনেশ্বরে বিন্দুসরোবরের নিকটবর্ত্তী দুধওয়ালা ধর্ম্মশালায় অবস্থান করিয়া ভক্তগণ স্থানীয় পাণ্ডার ব্যবস্থায় সংকীর্ত্তন সহযোগে প্রথমে শ্রীগণেশ ও শ্রীলক্ষ্মীনৃসিংহ মন্দির, শ্রীভুবনেশ্বর মন্দির, শ্রীঅনন্ত বাসুদেব মন্দির দর্শন করেন এবং পরে বিন্দুসরোবরের জল মস্তকে ধারণ করতঃ তাঁহাদের যথারীতি স্নানাদি ক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়।

ভুবনেশ্বরে মধ্যাহ্নে প্রসাদ সেবন ও বিশ্রামান্তে শ্রীল গুরুদেব মঠের সাধু ও যাত্রিগণকে লইয়া বাসযোগে পুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের নিকটবর্ত্তী দুধওয়ালা ধর্ম্মশালায় রাত্রি ৯ ঘটিকায় আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। যাঁহারা বাসে আসিতে পারেন নাই, তাঁহারা শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারীর সহিত ট্রেণযোগে পুরীতে পৌছিয়াছিলেন। প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য শ্রীল গুরুদেবের ইচ্ছাক্রমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ জগমোহন ব্রহ্মচারী প্রভু, শ্রীনারায়ণ মুখোপাধ্যায় প্রভু, পুরীর পাণ্ডা শ্রীগোপীনাথ খুঁটিয়া ও তাঁহার ছড়িদার পূর্ব্বেই তথায় আসিয়াছিলেন। দুধওয়ালা ধর্ম্মশালার দোতালার সমস্ত কামরাগুলি রিজার্ভ করা হইয়াছিল। নীচের তলায়ও কিছু যাত্রী ছিলেন। নীচের প্রাঙ্গণে সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশন হইত। প্রত্যহ শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ পুরীর দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করা হয়। একদিন আঠারনালায় ভক্তগণ যাইয়া শ্রীল গুরুদেবের আনুগত্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দিরে তাঁহার শ্রীচরণকমলদ্বয়ের পূজা বিধান করেন। পুরীতে ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত আসিয়া পৌছিলে যাত্রিসংখ্যা অধিক বৃদ্ধি পায়।

২০ আষাঢ়, ৫ জুলাই বুধবার হইতে ২৯ আষাঢ়, ১৪ জুলাই শুক্রবার পর্য্যন্ত ভুবনেশ্বর দর্শন এবং পুরীধামে শ্রীরথযাত্রা উপলক্ষে দশদিন ব্যাপী পরিক্রমানুষ্ঠান সুসম্পন্ন হয়। ২২ আষাঢ়, ৭ জুলাই শুক্রবার শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাব উপলক্ষে দুধওয়ালা ধর্ম্মশালায় মহোৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। পরদিবস বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে পৌছিয়া শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন-তিথিকৃত্য সম্পন্ন করা হয়। ২৪ আষাঢ়, ৯ জুলাই রবিবার শ্রীরথযাত্রা-তিথিবাসরে শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে শ্রীগুণ্ডিচামন্দির পর্য্যন্ত শ্রীজগন্নাথদেবের রথাগ্রে শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে ভক্তগণ সমস্ত রাস্তা পরমোল্লাসে নৃত্যকীর্ত্তন করেন।

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণলীলা প্রদর্শনী

শ্রীল গুরুদেবের সেবানিয়ামকত্বে শেঠ শ্রীরাধাকৃষ্ণ চামরিয়াজীর বিশেষ উৎসাহে ও আনুকূল্যে বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ৩০ শ্রাবণ, ১৬ আগষ্ট বুধবার হইতে ৩ ভাদ্র, ২০ আগষ্ট রবিবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উপলক্ষে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে শ্রীকৃষ্ণলীলা-উদ্দীপক বিভিন্ন দৃশ্যাবলী বিদ্যুৎদ্বারা চালিত মূর্ত্তির সাহায্যে প্রদর্শিত হইয়াছিল। উক্ত অভিনব কৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনী দেখিতে প্রত্যহ অগণিত দর্শনার্থী আসিতেন। ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য সরকার হইতে প্রচুর পুলিশের ব্যবস্থা ছিল। দৃশ্যাবলী এতই মনোমুগ্ধকর হইয়াছিল যে কেবল স্থানীয় বৃন্দাবন ও মথুরার দর্শনার্থিগণই নহেন, হাতরাস, আগ্রা প্রভৃতি উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা হইতে এবং দিল্লী হইতেও অগণিত ব্যক্তি আসিয়াছিলেন। চতুর্দ্দিকে এই অভিনব প্রদর্শনীর মহিমা প্রচারিত হইলে শ্রীমতী আনন্দময়ী মাতা, শ্রীহরিবাবা, শ্রীপ্রভুদত্ত ব্রহ্মচারী প্রভৃতি বৃন্দাবনের প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানসমূহের আচার্য্যগণ, রাজস্থানের মন্ত্রী ও খ্যাতনামা ব্যক্তিগণ এবং মথুরার ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট, ডিষ্ট্রিক্ট জজ, সাবজজ, এ-ডি-এম্, এস্-পি, ডি-এস্-পি, ডি-এম্-ও, হেল্থ অফিসার প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বন্ধুবান্ধব ও পরিজনবর্গসহ উক্ত মনোরম কৃষ্ণলীলোদ্দীপক দৃশ্যাবলী দর্শন করিয়া উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করিয়াছিলেন।

শ্রীআনন্দময়ী মাতা, শ্রীহরিবাবা আদি ধর্ম্মাচার্য্যগণ ও বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেবের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি জ্ঞাপনের জন্য তাঁহার সন্নিধানে আসিয়াছিলেন।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী অনুষ্ঠান

কলিকাতা ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে পূর্ব্বের ন্যায় ১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট রবিবার হইতে ১৪ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান যথারীতি সুসম্পন্ন হয়। ধর্ম্মসভার অধিবেশনে অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি

মধ্যস্থলে শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, তদ্দক্ষিণে শ্রীরণদেব চৌধুরী, বার-য়্যাট-ল
বামে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেব

ঘোষ. কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার স্পীকার শ্রীবিজয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅমরেশ চন্দ্র রায়. শ্রীরামকুমার ভুয়ালকা এম্-পি, শ্রীরণদেব চৌধুরী বার-য়্যাট-ল, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এড্ভোকেট, শ্রীগুরুপদ কর বার-য়্যাট ল, শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা. ডেপুটী মেয়র শ্রীশিবকুমার খান্না সভাপতি ও প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'শ্রীভগবদ্ বিশ্বাসের উপকারিতা', 'শ্রীবাসুদেব ও শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন'. 'প্রেমভক্তি', 'ধর্ম্ম ও নীতি' ও 'সার্ব্বজনীনধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন' যথাক্রমে নির্দ্ধারিত বক্তব্যবিষয়সমূহের উপর শ্রীল গুরুদেব দীর্ঘ অভিভাষণ প্রদান করেন। উক্ত ধর্ম্মসভায় শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণের মধ্যে পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ. পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ. পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ ও পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন। এতদ্ব্যতীত শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে বক্তৃতা করেন শ্রীসলিল কুমার হাজরা বার-য়্যাট-ল, শ্রীনন্দদুলাল দে সলিসিটর, কর্পোরেশনের শিক্ষকশিক্ষণ মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীবিমলেন্দু কয়াল, ডাঃ শ্রীগৌরীশঙ্কর চ্যাটার্জ্জি ও শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ।

পূর্ব্বের ন্যায় ১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট রবিবার শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব-অধিবাস-বাসরে শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে বিরাট্ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা শ্রীমঠ হইতে বাহির হয়। ১২ ভাদ্র শ্রীনন্দোৎসব-বাসরে সহস্র সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

অমৃত বাজার পত্রিকা ভবনে শ্রীল গুরুদেব

অমৃত বাজার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ মহাশয় ও স্বামী শ্রীচিন্ময়ানন্দজীর আমন্ত্রণে শ্রীল গুরুদেব ১১ ভাদ্র, ২৮ আগষ্ট সোমবার কলিকাতা বাগবাজারস্থ অমৃত বাজার পত্রিকা ভবনে শুভ-বিজয় করতঃ শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে অনুষ্ঠিত সান্ধ্য বৈষ্ণবসম্মেলনের উদ্বোধন করেন। শ্রীঅচিন্ত্য কুমার সেনগুপ্ত উক্ত সম্মেলনে সভাপতি এবং মাননীয় বিচারপতি শ্রীশিশির কুমার মুখোপাধ্যায় প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। 'অমৃত বাজার পত্রিকা', 'যুগান্তর', 'বসুমতী' প্রভৃতি দৈনিক সংবাদ-পত্রসমূহে উক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। অমৃত বাজার পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ ঃ—

"Srimad Bhakti Dayita Madhav Maharaj said Lord Krishna was Absolute Brahma in Human Form. The significance of Vrindaban Leela, he said, was to illustrate before the world how God could endear Himself to His Bhaktas It was not correct to say, he argued, that Lord Krishna's Advent was merely for the establishment of Dharma and the destruction of the evil-doers. He projected Himself through His life to illustrate that in the present phase of the creation absolute surrender to God was the real path for attaining salvation.

He said this God-intoxicated Love was greater than the bliss a Yogi could gain through the realisation of Brahma, he argued. Lord Krishna had not only explained this to Arjuna in the Kurukshetra battlefield as one read in the Geeta, but He also appeared again on earth in the Form of Lord Gauranga to illustrate the power of Love and Bhakti.

Today mankind was haunted with fear of death and complexities because of social and political turmoils. Man could escape this bewildering situation only through the love and surrender to Lord Krishna who was none else than Absolute Brahma. He said knowledge and devotion to learning were means to come closer to God but one could not feel the presence of God within him unless he had 'Bhakti' in his life and work.

—"Amrita Bazar Patrika, Calcutta, Wednesday August 30, 1967."

বিহারে ও পশ্চিমবঙ্গে শ্রীল গুরুদেবের প্রচার-ভ্রমণ

বিহার রাজ্যের হাজারিবাগনিবাসী শ্রীতারাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের আমন্ত্রণে শ্রীল গুরুদেব কলিকাতা হইতে সপার্ষদে ২৬ ভাদ্র, ১২ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার হাজারিবাগে শুভপদার্পণ করতঃ ২৪ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করিয়া তারাপদবাবুর বাসভবনে, হাজারিবাগ বারলাইব্রেরীর প্রেসিডেণ্টের গৃহে, জেলা জজ সাহেবের আলয়ে, স্থানীয় ঠাকুরবাড়ীতে এবং টাউনহলে বাংলা ও হিন্দীভাষায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাবৈশিষ্ট্য ও অবদানবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে যে অতীব জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন, তাহা শ্রবণ করিয়া শিক্ষিত শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।

হাজারিবাগে যাওয়ার পূর্ব্বে শ্রীল গুরুদেব মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীঅজিতকৃষ্ণ দাসাধিকারীর (শ্রীমুরারি ঘোষের) আবেদনে পশ্চিমবঙ্গে ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত জয়নগর-মজিলপুরে সপার্ষদে ৬ শ্রাবণ, ২৩ জুলাই রবিবার শুভপদার্পণ করতঃ গ্রামাঞ্চলের নরনারীগণের সমাবেশে প্রচার করিলে গ্রামবাসিগণের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত উল্লাস ও উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

হাজারিবাগ হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ শ্রীল গুরুদেব পুনঃ খড়দহ শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-সেবাসমিতি ও সিঁথি বৈষ্ণবসম্মিলনীর সভ্যবৃন্দের বিশেষ আহ্বানে ১১ আশ্বিন, ২৮ সেপ্টেম্বর বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬-৩০টায় পশ্চিমবঙ্গ ২৪ পরগণা জেলান্তর্গত খড়দহস্থিত শ্রীরাধা শ্যামসুন্দর জীউর মন্দিরে শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে অনুষ্ঠিত নিখিলবঙ্গ বৈষ্ণবসম্মেলনে পৌরোহিত্য করিতে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। উক্ত সম্মেলনের উদ্বোধন করেন শ্রীযোগেশ ব্রহ্মচারী। শ্রীনিত্যানন্দপ্রভু-সেবাসমিতির সভাপতি শ্রীগৌরকিশোর দাস গোস্বামী, সম্পাদক শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য, অধ্যাপক শ্রীমতী রমা বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বক্তৃতা করেন। শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে শ্রীগৌরাঙ্গের উদার প্রেমধর্ম্মের বাণী বিশ্বের সর্ব্বত্র বিপুলভাবে প্রচার-সৌকর্য্যার্থে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের মধ্যে যোগসূত্র সংস্থাপনের জন্য নিখিল ভারত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব আরোপ এবং যাহাতে উক্ত সম্মেলন মর্য্যাদাপূর্ণভাবে কার্য্যকরী করা যায়, তজ্জন্য শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষ মহাশয়ের সহিত আলোচনা করার কথা শ্রোতৃবৃন্দের নিকট জ্ঞাপন করেন।

কলিকাতা মঠে শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা মহোৎসব

২৫ কার্ত্তিক (১৩৭৪), ১২ নভেম্বর (১৯৬৭) শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে ৩৫ সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব তিথি উপলক্ষে শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত শুভ অনুষ্ঠানে শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থগণের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন—পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, শ্রীমদ্ জগমোহন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমৎ কৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী, শ্রীমন্ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীদুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..
Vill..
P. O..
Dist..
Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রিংশ বর্ষ—২য় সংখ্যা
চৈত্র, ১৩৯৬

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০
১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)
১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)
১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩০শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চৈত্র ১৩৯৬
১৮ বিষ্ণু, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ চৈত্র, বৃহস্পতিবার, ২৯ মার্চ্চ ১৯৯০ { ২য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
২৬শে ভাদ্র ১৩২২, ১২ই সেপ্টেম্বর ১৯১৫

স্নেহাস্পদবিগ্রহেষু,—

শুভাশীষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ—

আপনার ইং ৯।৮।১৫ তারিখের পত্র এবং বাং ১৪।৫।২২ তারিখের পত্র পাইয়া সমাচার অবগত হইলাম। 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকা আপনার নিকট যথা নিয়মে প্রেরিত হইবে বলিয়া দিলাম। ঐ পত্রিকা আপনি পাঠ করিবেন। শ্রী * * র নিকটও ঐ পত্রিকা যথারীতি পাঠাইবার জন্য বলিব। চাতুর্ম্মাস্যে আশ্বিন মাসে দুগ্ধ পরিত্যাজ্য এবং কার্ত্তিকে মাসকলাইর ডাল, পুঁইশাক, পান প্রভৃতি আমিষ-দ্রব্য ত্যাজ্য। হরিপরায়ণগণ কেহই অমেধ্য মৎস্য-মাংসাদি কোনদিনই গ্রহণ করেন না। চাতুর্ম্মাস্য-বিধানে নানাপ্রকার কঠোরতা আছে ; সকলগুলিরই উদ্দেশ্য হরিসেবা সুষ্ঠুরূপে করা। ক্রমশঃ ঐসকল কথা "সজ্জনতোষণী"তে আলোচনা করিব। 'শ্রীনামে রুচি কম থাকিলে বিধিপূর্ব্বক আদরসহ নামগ্রহণ করিতে করিতে শ্রীনাম ও শ্রীনামী গৌরকৃষ্ণ—উভয়েই এক জানিতে পারা যায়।

সর্ব্বাগ্রে গুরুপূজা, পরে গৌরপূজা ও তৎপর কৃষ্ণপূজা করিতে হয়। * * সংখ্যানাম নির্ব্বন্ধ করিয়া গ্রহণ করিবেন। শ্রীগৌরহরি ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ—একই বস্তু ; সুতরাং এই দুইএর পার্থক্য নাই। যিনি গৌর, তিনিই কৃষ্ণ। ক্রমশঃ ইঁহাদের সহিত বিশেষ পরিচয় হইলে এই কথা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাঁহারাই কৃপা করিবেন।' এখানে সকলেই ভাল আছেন। আপনাদের ভজন কুশল মধ্যে মধ্যে জানাইবেন। শ্রীগৌরসুন্দরের দয়ার তুলনা নাই ; শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের মাধুর্য্যের পরিসীমা নাই। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
১৮ই কার্ত্তিক ১৩২২, ৪ঠা নভেম্বর ১৯১৫

স্নেহবিগ্রহেষু—

আমার বিজয়ার স্নেহপূর্ণ আশীর্ব্বাদ জানিবেন। 'সজ্জনতোষণী' বিশেষ যত্নসহকারে পাঠ করিবেন। ভগবান্ ও ভক্তের কথা পড়িতে পড়িতে আমাদের সকল অভাব দূরে যাইবে। ফলের জন্য ব্যস্ত না হইয়া ধৈর্য্য ও সহিষ্ণুতার সহিত সর্ব্বদা কৃষ্ণনাম করুন। ভগবান্‌ও নিশ্চয়ই চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবেন না। যাঁহার যেরূপ সাধন, শ্রীগৌরহরি অবশ্যই তদনুসারে তাঁহাকে সুফল প্রদান করেন। হরিসেবার নামই ভক্তি। শ্রীকৃষ্ণনামোচ্চারণকেই 'ভক্তি' বলিয়া জানিতে পারিবেন। শ্রীমান্ ম * * ও প্র * * বাটীতে ভাল আছেন জানিলাম। জপের মালা মনে মনে শ্রীগৌরসুন্দরের পাদপদ্ম স্পর্শ করাইয়া উহাতেই কৃষ্ণনাম করিবেন। আমি এক-প্রকার আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, নদীয়া
২০শে ফাল্গুন ১৩২২, ৩রা মার্চ ১৯১৬

* * *

আপনার ১৩ই ফাল্গুনের পত্র পাইলাম। শ্রীমহাপ্রভুর ইচ্ছায় আপনি জন্মোৎসবে আসিয়া পৌঁছিতে পারিলে শ্রীমহাপ্রভুই আপনাকে ফেরৎ যাইবার সময় বিশ্বাসী লোক করিয়া দিবেন,—ইহাই আমার বিশ্বাস। শ্রীমান্ * * * কলিকাতায় আসিয়া আমার নিকট পত্র লিখিয়াছে। সম্ভবতঃ উৎসব-কালে এখানে আসিবে। বৎসরে মহাপ্রভুকে একবার দেখিবার চেষ্টা করা ভক্তমাত্রেরই উচিত। মহাপ্রভুর প্রকটকালে ভক্তগণ নীলাচলে বৎসরে একবার করিয়া যাইতেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

⁂

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ৫ পৃষ্ঠার পর]

দূরে আস্তাং শুদ্ধনামগ্রহণম্। নামাভাসেঽপি সর্ব্বপাপনাশঃ। [৬।২।১৪-১৫]

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ ॥ ২০ ॥

পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ ॥২১॥

[৬।২'১৭-১৯]

তৈস্তান্যঘানি পূয়ন্তে তপো দানব্রতাদিভিঃ।
নাধর্ম্মজং তদ্ধৃদয়ং তদপীশাঙ্ঘ্রিসেবয়া ॥২২॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

নিষ্কপটে, নিরপরাধে এবং সম্বন্ধজ্ঞানের সহিত যে কৃষ্ণনাম করা যায়, তাহাই শুদ্ধ নাম। তাহাতে যে কি ফল, তাহা বলা দুঃসাধ্য। কেন না সেইরূপ নামে কৃষ্ণপ্রেম উদয় হয়। কৃষ্ণ সপার্ষদে ভক্তের নিকট আবদ্ধ হইয়া পড়েন। সেরূপ নামের কথা থাকুক; সম্বন্ধজ্ঞান হয় নাই অথচ নিষ্কপটে ও নির-

অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ।
সংকীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদেধো যথানলঃ ॥২৩॥
যথাগদং বীর্য্যতমমুপযুক্তং যদৃচ্ছয়া।
অজানতোঽপ্যাত্মগুণং কুর্য্যান্মন্ত্রোঽপ্যুদাহৃতঃ ॥২৪

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [৬।২।৪৯]

ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্ ॥২৫

কপটতাশূন্যং শুদ্ধস্বরূপজ্ঞানরহিতং যদ্ভগবন্নামোচ্চারণং সৈব নামাভাসঃ। কাপট্যেন যন্নামগ্রহণং তন্নামাপরাধঃ। তেনৈব হৃদয়ং প্রস্তরবৎ কঠিনং ভবতি। তদ্গতনামাপরাধঃ দুশ্চিকিৎস্যঃ। অপরাধা দশবিধাঃ। তত্রাদৌ সাধুনিন্দাপরাধঃ। দেবী দক্ষং। [৪।৪।১৩]

নাশ্চর্য্যমেতদ্যদসৎসু সর্ব্বদা
মহদ্বিনিন্দা কুণপাত্মবাদিষু।
সের্ষং মহাপুরুষ-পাদপাংশুভি-
নিরস্ততেজঃসু তদেব শোভনম্ ॥২৬॥

চমসঃ নিমিম্ [১১।৫।৬, ৭, ৯]

কর্ম্মণ্যকোবিদাঃ স্তব্ধা মূর্খাঃ পণ্ডিত মানিনঃ।
বদন্তি চাটুকান্মূঢ়া যয়া মাধ্ব্যা গিরোৎসুকাঃ ॥
রজসা ঘোরসঙ্কল্পাঃ কামুকা অহিমন্যবঃ।
দাম্ভিকা মানিনঃ পাপা বিহসন্ত্যচ্যুতপ্রিয়ান্ ॥২৭

পরাধে যে নামোচ্চারণ হয়, তাহাই ছায়া নামাভাস। সেই ছায়া নামাভাসের যে অসীম শুভফল, তাহা বলিতেছেন। সাঙ্কেত্য, পারিহাস্য, স্তোভ ও হেলা—এই চারিপ্রকারে ছায়া নামাভাস হয়। যেরূপে কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিলেও অশেষ পাপ ক্ষয় হয় ॥২০॥

পতিত, স্খলিত, ভগ্ন, সর্পাদির দ্বারা সংদষ্ট, অগ্নির দ্বারা তপ্ত ও অস্ত্র বজ্রাদির দ্বারা আহত হইয়া যিনি 'হরি' এই নামটী অবশ অবস্থায়ও বলেন, তিনি যাতনা পাইবার যোগ্য হন না ॥ ২১ ॥

বহুতর ব্যক্তি তপ, দান ও ব্রতাদি দ্বারা সেই সেই পাপ ধ্বংস করেন বটে, কিন্তু অধর্ম্মজ হৃদয়কে পবিত্র করিতে পারেন না। তাহা কেবল কৃষ্ণচরণ-সেবা-দ্বারাই সাধিত হয়। এ স্থলে কর্ম্মমার্গীয় কৃচ্ছ্র প্রায়োপবেশনাদিরূপ ব্রতকে বুঝিতে হইবে। জয়ন্তী, হরিবাসরাদিব্রত কৃষ্ণচরণ-সেবার অঙ্গ ॥ ২২ ॥

অজ্ঞানেই হউক, বা জ্ঞানেই হউক, কৃষ্ণনাম নিষ্কপটে সংকীর্ত্তিত হইলে, অনল যেরূপ কাষ্ঠ দগ্ধ করে, সেইরূপ জীবের পাপসকল দগ্ধ হইয়া যায়। এস্থলে নামের ফল জ্ঞানকে জ্ঞান বলি এবং ফলের অজ্ঞানকে অজ্ঞান বলি ॥ ২৩ ॥

ঔষধ ও মন্ত্রে যে সকল স্বাভাবিক ক্রিয়াশক্তি আছে, সেইরূপ কৃষ্ণের নামে সমস্ত অচিন্ত্যশক্তি কৃষ্ণ অর্পণ করিয়াছেন। সেই শক্তি নামের স্বাভাবিকী শক্তি। পাপমাত্র নাশ করা এবং অনন্তমঙ্গল উদয় করা নামের স্বাভাবিকী শক্তি। ঔষধ ও মন্ত্র প্রযুক্ত হইলে তাহাদের নিজের স্বভাবগত বীর্য্যের দ্বারা রোগাদি নাশ করে। রোগী ঐ ঔষধি ও মন্ত্রের বীর্য্য অবগত না হইয়াও ফল প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ নাম-শক্তি অবগত না হইয়াও যিনি নাম করেন, তিনি অনায়াসে নাম-ফল পান। মতবাদের দ্বারা কুসংস্কৃত ব্যক্তিগণ কপটতা আশ্রয় করিলে নাম তাহাদিগকে কপটতানুরূপ ফল দিবার যে শক্তি রাখেন, সেই ফলই দেন, আর প্রেমাদি উচ্চফল দেন না ॥ ২৪ ॥

অতএব অজামিল ম্রিয়মাণ হইয়া পুত্রোপচারে যে 'নারায়ণ' শব্দরূপ কৃষ্ণনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন, সেই নামের ফলেই তিনি বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হইলেন। শ্রদ্ধাপূর্ব্বক কৃষ্ণনাম উচ্চারণে যে ফল, তাহার কথা আর কি বলিব। সর্ব্বেশ্বর কৃষ্ণ ও কৃষ্ণনাম এক বস্তু, তাহাতে কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তি আছে, এরূপ দৃঢ় বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা ॥ ২৫ ॥

নামের প্রতি যে দশটী অপরাধ আছে, তন্মধ্যে সাধুনিন্দাই প্রধান অপরাধ। তাহা বলিতেছেন। কুণপে জড়শরীরে যাহাদের আত্মবুদ্ধি, তাহারা মহৎ সাধুদিগকে নিন্দা করিবে, ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি ? বৈষ্ণবগণ প্রতিহিংসা করেন না ; কিন্তু তাঁহাদের পদরেণু ঈর্ষ্যাপূর্ব্বক সেই সকল বৈষ্ণবনিন্দককে নিরস্ততেজ করিয়া ফেলেন, ইহাই শোভা পায় ॥২৬॥

যে সকল লোক কর্ম্মকুশল নয় অর্থাৎ কর্ম্মজড়, মূর্খ, আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া অভিমান করে, তাহারা কর্ম্মপক্ষীয় চাটুবাক্যে মুগ্ধ হইয়া থাকে। সেই সকল মিষ্টবাক্যের উৎসবে তাহারা রজোগুণে ঘোরসঙ্কল্প, কামুক ও সর্পবৎ ক্রোধী, দাম্ভিক, অভি-

শ্রিয়া বিভূত্যাভিজনেন বিদ্যয়া
ত্যাগেন রূপেণ বলেন কর্ম্মণা ।
জাতস্ময়েনান্ধধিয়ঃ মহেশ্বরান্
সতোঽবমন্যন্তি হরিপ্রিয়ান্ খলাঃ ॥২৮॥

তদপরাধে সতি তৎক্ষমাপণপদ্ধতিঃ । ভগবান্ দুর্ব্বাসসম্ । [৯।৪।৭১]

ব্রহ্মংস্তদগচ্ছ ভদ্রং তে নাভাগতনয়ং নৃপম্ ।
ক্ষমাপয় মহাভাগং ততঃ শান্তির্ভবিষ্যতি ॥২৯॥

দ্বিতীয়োপরাধঃ । পৃথগীশবুদ্ধিঃ শিবাদৌ ন কর্ত্তব্যা । [১০।৮৮।১২]

শিবঃ শক্তিযুতঃ শশ্বৎ ত্রিলিঙ্গো গুণসংবৃতঃ ।
হরিহি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ । ৩০

তৃতীয়ো নামাপরাধঃ । গুরোরবজ্ঞা । নারদঃ যুধিষ্ঠিরম্ । [৭।১৫।২৫-২৬]

রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ ।
এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ ॥৩১॥
যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ ।
মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্বং কুঞ্জরশৌচবৎ ॥৩১

চতুর্থাপরাধঃ । শাস্ত্রান্তরনিন্দা । কৃষ্ণ উদ্ধবম্ [১১।৩।২৬ ; ১০।১৬।৪৪]

শ্রদ্ধাং ভাগবতে শাস্ত্রে অনিন্দান্যত্র চাপি হি ।
নমঃ প্রমাণমূলায় কবয়ে শাস্ত্রজোনয়ে ॥
প্রবৃত্তায় নিবৃত্তায় নিগমায় নমো নমঃ ॥৩২॥

নামাপরাধঃ নাম্নি অর্থবাদো যমঃ দূতান্ [৬।৩।২৫]

প্রায়েণ বেদ তদিদং ন মহাজনোঽয়ং
দেব্যা বিমোহিতমতির্বত মায়য়ালম্ ।
ত্রয্যাং জড়ীকৃতমতির্মধুপুষ্পিতায়াং
বৈতানিকে মহতি কর্ম্মণি যুজ্যমানঃ ॥৩৩॥

ভগবান্ উদ্ধবম্ [১১।২১।৩৪]

এবং পুষ্পিতয়া বাচা ব্যাক্ষিপ্তমনসাং নৃণাম্ ।
মানিনাঞ্চাতিলুব্ধানাং মদ্বার্তাপি ন রোচতে ॥৩৩

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [৬।১।১৮]

প্রায়শ্চিত্তানি চীর্ণানি নারায়ণপরাঙমুখম্ ।
ন নিষ্পূনন্তি রাজেন্দ্র সুরাকুম্ভমিবাম্ভসা ॥৩৪॥

মানী, পাপাচারী হইয়া কৃষ্ণভক্তদিগকে পরিহাস করে ॥ ২৭ ॥

জড়ীয় শ্রী, বিভূতি, উত্তমকূলে জন্ম, সাধারণ বিদ্যা, সন্ন্যাসাদি রূপ, ত্যাগ, বল ও কর্ম্মদ্বারা অহঙ্কারী ও অন্ধবুদ্ধি খল হইয়া ঈশ্বর ও হরিপ্রিয়দিগকে অপমান করে ॥ ২৮ ॥

এইরূপ মহদবহেলন নামাপরাধ উপস্থিত হইলে যাঁহার প্রতি অপরাধ হয়, সেই সাধু ক্ষমা করিলে মঙ্গল হয়। ভগবান্ কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! তুমি নাভাগ-নন্দনের নিকট অপরাধী হইয়া কষ্ট পাইতেছ। তাঁহার ক্ষমা লাভ করিলে তোমার শান্তি হইবে ॥ ২৯ ॥

শিবাদি ঈশ্বরকে পরমেশ্বর বিষ্ণু হইতে পৃথক্ ও স্বতন্ত্র শক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করিলে অপরাধ হয়। তদনুগৃহীত জানিলে নামাপরাধ হয় না। শিব মায়াশক্তিযুক্ত ত্রিলিঙ্গ গুণ-সংবৃত। হরি নির্গুণ প্রকৃতির অতীত পরমেশ্বর ॥ ৩০ ॥

গুরুর অবজ্ঞা একটী নামাপরাধ। সত্ত্বের দ্বারা রজস্তমঃকে এবং উপশমদ্বারা সত্ত্বকে জয় করার বিধি। গুরুভক্তির দ্বারা অনায়াসে সে সকল সিদ্ধ হয়। জ্ঞানদাতা গুরুতে যাঁহার মর্ত্ত্য সাধারণ বুদ্ধি, তাঁহার পক্ষে কুঞ্জরস্নানের ন্যায় সকলই বৃথা ॥৩১॥

বৈদিক কোন শাস্ত্র নিন্দা করিবে না। ভাগবত-শাস্ত্রে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবে। কিন্তু অন্যান্য শাস্ত্র তত্তদধিকারীর উপকারী জানিয়া নিন্দা করিবে না। প্রমাণমূল শাস্ত্রযোনি কবিকে প্রণাম করি। প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি বোধক নিগমশাস্ত্রকে প্রণাম করি ॥ ৩২ ॥

যাঁহারা মহাজন নন, তাঁহারা দেবীমায়াদ্বারা বিমোহিত, ভগবন্নাম-মাহাত্ম্য জানিতে পারেন না। সুতরাং নাম-মাহাত্ম্যে অর্থবাদ করিয়া জড়বুদ্ধিবশতঃ মধুপুষ্পিত কর্ম্মফল-প্রদর্শক বাক্যসকলে অধিক বিশ্বাস করিয়া বৈতানিক কর্ম্মে নিযুক্ত হন এবং নাম-অপরাধে অমঙ্গল লাভ করেন। ভগবান্ কহিলেন, তাৎপর্য্য পরিত্যাগ করিয়া শাস্ত্রের পুষ্পিত বাক্যের দ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত, অভিমানী ও লুব্ধ ব্যক্তিদিগের আমার বার্ত্তায় রুচি হয় না ॥ ৩৩ ॥

নারায়ণপরাঙমুখ হইয়া প্রায়শ্চিত্তাদি আচরণ করিলে পবিত্র হয় না। মদ্য-কুম্ভ জলে ধুইলে যেরূপ পবিত্র হয় না, তদ্রূপ ॥ ৩৪ ॥

[৭।৯।৪৬]

মৌনব্রতশ্রুততপোঽধ্যয়নং স্বকর্ম্ম-
ব্যাখ্যারহোজপসমাধয় আপবর্গ্যাঃ ।
প্রায়ঃ পরং পুরুষ তে ত্বজিতেন্দ্রিয়াণাং
বার্ত্তা ভবন্ত্যত ন বাত্র তু দাম্ভিকানাম্ ।৩৫।।

নামে অর্থবাদ অপরাধ-ক্রমে মৌন, ব্রত, শ্রুত, তপ, অধ্যয়ন, স্বকর্ম, ব্যাখ্যা, বিবিক্তবাস, জপ ও সমাধি প্রভৃতি আপবর্গ্য-পন্থা, হে ভগবন্! দাম্ভিক অজিতেন্দ্রিয় পুরুষদিগের প্রায়ই জীবনবার্ত্তা হয়, পারমার্থিক হয় না ।। ৩৫ ।।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

আমাদের নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট গুরুপাদপদ্ম ওঁ বিষ্ণুপাদ অষ্টোত্তর শতশ্রীক শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের পরমমঙ্গলময়ী আবির্ভাব-তিথিপূজা এবার ৫ গোবিন্দ (৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ), ১লা ফাল্গুন (১৩৯৬ বঙ্গাব্দ), ১৪ই ফেব্রুয়ারী (১৯৯০ খৃষ্টাব্দ) বুধবার শুভ কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথি-বাসরে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই উৎসবটি আমাদের সকল মঠেই বিশেষ যত্নের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। আমরা আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্মের এই আবির্ভাবতিথিপূজাকে শ্রীব্যাস-পূজা বলি। প্রতি-বর্ষের আষাঢ়ী পূর্ণিমাই শ্রীগুরুপূর্ণিমা বলিয়া প্রসিদ্ধ। আমরা শুনিয়াছি ঐদিবস জগদ্গুরু শ্রীভগবান্ বেদ-ব্যাসের আবির্ভাব-তিথি। শ্রীব্যাসানুগ সম্প্রদায় ঐ দিনে শ্রীব্যাসপূজা বিধান করিয়া থাকেন। শ্রীগৌড়ীয় মঠের সেবকগণ শ্রীগুরুপাদপদ্মকে ব্যাসাভিন্নতত্ত্ব-বিচারে প্রতিবর্ষে তাঁহার শুভাবির্ভাবতিথি মাঘী কৃষ্ণা পঞ্চমীবাসরে শ্রীগুরুপূজা বা শ্রীব্যাসপূজা সম্পাদন করেন। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরসুন্দর তাঁহার প্রকটলীলাকালে তদভিন্ন প্রকাশবিগ্রহ সাক্ষাৎ শ্রীবলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দপ্রভু-দ্বারা শ্রীধাম মায়াপুরস্থ শ্রীবাস-অঙ্গনে এই শ্রীব্যাস-পূজা প্রবর্ত্তন করেন। আমাদের মঠে ১৯২৪ সালের ২৪শে ফেব্রুয়ারী (১৩৩০ বঙ্গাব্দে) পরমারাধ্য প্রভুপাদের আবির্ভাবের পঞ্চাশত্তম বর্ষপূর্ত্তি তিথি সমাগত হইলে কলিকাতা ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডস্থ গৌড়ীয় মঠে শ্রীব্যাসপূজার প্রথম প্রবর্ত্তন হয়।

'ব্যাস' শব্দে বিভাগ, বিস্তার বা বণ্টন। সমগ্র বেদকে ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব—এই চারিভাগে বিভক্ত করিয়া এবং মহাভারত, ইতিহাস, পুরাণাদি-রূপে সেই বেদার্থ বিস্তার করিয়া মুনিবর শ্রীকৃষ্ণ-দ্বৈপায়ন বেদব্যাস নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন—

'কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলার ব্যাস বৃন্দাবনদাস ॥'
"ভাগবতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিলা বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৮।৩৪ ; ১১।৫৫

শ্রীচৈতন্যলীলা বিস্তার পূর্ব্বক বর্ণনহেতু শ্রীচৈতন্য-ভাগবত-রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরকে 'শ্রীচৈতন্যলীলার ব্যাস' বলা হইয়াছে। শ্রীগুরুদেবও ঐরূপে ব্যাসের কার্য্য করেন বলিয়া তাঁহার আবির্ভাবতিথিপূজাকে 'ব্যাসপূজা' বলা হইয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যভাগবত মধ্য ৫ম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ নিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাসপূজা-লীলার 'গৌড়ীয়ভাষ্যে' পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

" * * * শ্রুতি বলেন—যে মুহূর্ত্তে বিরাগ উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই জড়ভোগে বিরাম লাভ করিয়া ভগবৎসেবায় রুচি হইবে, তাহার কালাকাল

বিচার নাই। জড়ভোগ নিবৃত্ত হইলেই জীব পরিব্রাজক হইয়া আচার্য্যের চরণ আশ্রয় করেন। সেই আচার্য্যচরণাশ্রয়কেই ভাষান্তরে 'ব্যাসপূজা' কহে। শ্রীব্যাসপূজা চারি আশ্রমেই বিহিত অনুষ্ঠান; তবে তুর্য্যাশ্রমিগণ ইহা যত্নের সহিত বিধান করিয়া থাকেন। * * * গৌড়ীয় মঠের সেবকগণ বর্ষে বর্ষে মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে তাঁহাদের গৌরবের পাত্রবোধে শ্রীব্যাসপূজার আনুকূল্য বিধান করেন। শ্রীব্যাসপূজার পদ্ধতি বিভিন্নশাখায় ন্যূনাধিক পৃথক্। চারি আশ্রমে অবস্থিত সংস্কারসম্পন্ন দ্বিজগণ সকলেই শ্রীব্যাসগুরুর আশ্রিত বলিয়া প্রত্যহই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রীব্যাসদেবের ন্যূনাধিক পূজা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইহা বার্ষিক অনুষ্ঠানের বিচারে বর্ষকালব্যাপী স্ব স্ব গুরুপূজার স্মারক দিবস। শ্রীব্যাসপূজার নামান্তর 'শ্রীগুরুপাদপদ্মে পাদ্যার্পণ' বা ইহার দ্বারা শ্রীগুরুদেবের মনোহভীষ্ট যে সুষ্ঠু ভগবৎসেবন, তাহাই উদ্দিষ্ট হয়। তজ্জন্যই আমাদের শুভানুধ্যায়ী নিয়ামক পূর্ব্বগুরু শ্রীল ঠাকুর নরোত্তম শ্রীরূপানুগরূপে আদিগুরুকে অর্ঘ্যপ্রদানোদ্দেশে বলিয়াছেন—'শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্টং স্থাপিতং যেন ভূতলে। স্বয়ং (সোহয়ং) রূপঃ কদা মহ্যং দদাতি স্বপদান্তিকম্॥' পরমকৃপাপরবশ শ্রীচৈতন্যদেবের কৃষ্ণপ্রেমপ্রদানলীলা,—যাহা শ্রীরূপ তাঁহার অনুগগণের জন্য—নিত্যসেবাবৈমুখ্যরূপ ব্যাধিবিমোচনের জন্য ঔষধ ও পথ্যরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাই গৌড়ীয়ের ব্যাসপূজার উপায়নাদর্শ। * * * শ্রীব্যাসপূজা-শব্দে শ্রীগুরুবর্গের তর্পণ ও শ্রাদ্ধ উদ্দিষ্ট হইয়াছে।"

শ্রীমন্মহাপ্রভু যে উন্নত অর্থাৎ সম্বর্দ্ধিত—সর্ব্বোৎকৃষ্ট উজ্জ্বলরস অর্থাৎ শৃঙ্গাররস যাহাতে, সেই 'স্বভক্তিশ্রী' অর্থাৎ নিজপ্রেমশোভা (উন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্—উন্নতঃ সম্বর্দ্ধিতঃ উজ্জ্বলরসঃ শঙ্গাররসঃ যস্যাং তাং স্বভক্তিশ্রিয়ং নিজপ্রেমশোভাং) যাহা পূর্ব্বে তাঁহার কোন অবতারেই দান করেন নাই, সেই অদত্তপূর্ব্বা স্বভক্তিসম্পত্তি দান করিবার জন্য কলিকালে অবতীর্ণ হইয়াছেন। শ্রীরাধামাধবমিলিততনু—শ্রীরাধাভাব-কান্তিসুবলিত ব্রজেন্দ্রনন্দনাভিন্ন গৌরসুন্দর ব্যতীত তাঁহার সেই পরমগূঢ় ভজন-সম্পৎ আর কে জানাইবেন? শ্রীমন্মহাপ্রভু আবার তাঁহারই পরমপ্রিয়তম নিজজন শ্রীরূপ গোস্বামীতে সর্ব্বশক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বতত্ত্বের স্ফূর্ত্তি করাইয়াছেন, তাই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপাদের লেখনীতে পাই—

'শ্রীরূপ-হৃদয়ে প্রভু শক্তি সঞ্চারিলা।
সর্ব্বতত্ত্ব নিরূপিয়া প্রবীণ করিলা॥'
—চৈঃ চঃ ম ১৯।১১৭

মহাপ্রভুর অত্যন্ত স্নেহপাত্র শ্রীল সেন শিবানন্দ-পুত্র কবি কর্ণপূর-রচিত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক' গ্রন্থের ৯ম অঙ্ক হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় উদ্ধার করিয়াও তিনি শ্রীরূপের পরিচয় দিতেছেন—

"কালেন বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা
লুপ্তেতি তাং খ্যাপয়িতুং বিশিষ্য।
কৃপামৃতেনাভিসিষেচ দেব-
স্তত্রৈব রূপঞ্চ সনাতনঞ্চ॥
প্রিয়স্বরূপে দয়িত স্বরূপে
প্রেমস্বরূপে সহজাভিরূপে।
নিজানুরূপে প্রভুরেকরূপে
ততান রূপে স্ববিলাসরূপে॥"
—চৈঃ চঃ ম ১৯।১১৯, ১২১

অর্থাৎ "কালে বৃন্দাবনকেলিবার্ত্তা লুপ্ত হইয়াছিল, সেই লীলা বিশেষ করিয়া বিস্তার করিবার জন্য শ্রীগৌরাঙ্গদেব কৃপামৃতের দ্বারা তথায় শ্রীরূপকে এবং শ্রীসনাতনকে অভিষিক্ত করিয়াছিলেন।"

"নিজের প্রিয়স্বরূপ, দয়িতস্বরূপ, প্রেমস্বরূপ, স্বাভাবিক মনোজ্ঞরূপবিশিষ্ট মুখ্যরূপ এবং নিজের অনুরূপ—এবম্ভূত স্বীয় বিলাসরূপ শ্রীরূপ গোস্বামীতে প্রভু (ভক্তিরসশাস্ত্র) বিস্তার করিয়াছিলেন।"

এইরূপে শ্রীল কবিকর্ণপূর তাঁহার শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় গ্রন্থের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীরূপ-সনাতনকে কিরূপ কৃপা করিয়াছেন, তাহা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয় পার্ষদভক্তগণেরও তাঁহারা অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। কেহ বৃন্দাবন দর্শন করিয়া দেশে ফিরিলে তাঁহারা তাঁহার নিকট অত্যন্ত আগ্রহ করিয়া শ্রীরূপ-সনাতনের ভজন, ভোজন ও বৈরাগ্যাদির কথা শুনিতে চাহিতেন—

"মহাপ্রভুর যত বড় বড় ভক্ত মাত্র।
রূপ-সনাতন—সবার কৃপা-গৌরবপাত্র॥

কেহ যদি দেশে যায় দেখি' বৃন্দাবন ।
তাঁরে প্রশ্ন করেন প্রভুর পারিষদগণ ॥
'কহ,—তাঁহা কৈছে রহে রূপসনাতন ।
কৈছে রহে, কৈছে বৈরাগ্য, কৈছে ভোজন ॥
কৈছে অষ্টপ্রহর করেন শ্রীকৃষ্ণভজন ।
তবে প্রশংসিয়া কহে সেই ভক্তগণ ॥
অনিকেত দুঁহে, বনে যত বৃক্ষগণ ।
এক এক বৃক্ষের তলে এক এক রাত্রি শয়ন ॥
বিপ্রগৃহে স্থূলভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী ।
শুষ্ক রুটি, চানা চিবায় ভোগ পরিহরি' ॥
করোঁয়া মাত্র হাতে, কাঁথা, ছিঁড়া-বহির্ব্বাস ।
কৃষ্ণকথা, কৃষ্ণনাম, নর্ত্তন-উল্লাস ॥
অষ্টপ্রহর কৃষ্ণভজন, চারিদণ্ড শয়নে ।
নাম-সংকীর্ত্তন-প্রেমে, সেহ নহে কোনদিনে ॥
কভু ভক্তিরসশাস্ত্র করয়ে লিখন ।
চৈতন্যকথা শুনে, করে চৈতন্য-চিন্তন ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১২৩-১৩১

শ্রীরূপ-সনাতনের এইরূপে ভজনাচরণকলা শ্রবণে মহান্ত বৈষ্ণবগণ অত্যন্ত সুখানুভব করিতেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপাপাত্রে ঐরূপ ভজন, ঐরূপ বৈরাগ্যাদি কিছুই বিস্ময়াবহ নহে। স্বয়ং শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রভুও তাঁহার স্বলিখিত 'ভক্তিরসামৃতসিন্ধু' গ্রন্থের মঙ্গলাচরণে মহাপ্রভুর কৃপার কথা এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন—

"হৃদি যস্য প্রেরণয়া প্রবর্ত্তিতোঽহং বরাকরূপোঽপি ।
তস্য হরেঃ পদকমলং বন্দে চৈতন্যদেবস্য ॥"
চৈঃ চঃ ম ১৯।১৩৪ ধৃত ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ বাক্য

অর্থাৎ "হৃদয়ে যাঁহার প্রেরণাদ্বারা সামান্য কাঙ্গাল রূপ আমি ভক্তিগ্রন্থরচনে প্রবৃত্ত হইয়াছি, সেই চৈতন্যদেব হরির পদকমল আমি বন্দনা করি।"

এজন্যই আমাদের পরমারাধ্য গুরুবর্গ শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়তম রূপানুগত্যের প্রতি এত প্রবল আগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের প্রতি অধ্যায়ের উপসংহারে শ্রীরূপ ও রূপানুগবর রঘুনাথ দাস গোস্বামিপ্রভুর আনুগত্য প্রদর্শন করিয়া লিখিয়াছেন—

"শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যা'র আশ ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥"

আমাদের পরমকরুণাময় শ্রীগুরুপাদপদ্ম পরাৎপর গুরুপাদপদ্ম শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণাম করিতে শিখাইয়াছেন—

"নমো ভক্তিবিনোদায় সচ্চিদানন্দ নামিনে ।
গৌরশক্তি স্বরূপায় রূপানুগবরায় তে ॥"

পরমদয়াল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকটলীলা আবিষ্কারের কএকদিবস পূর্ব্বে অর্থাৎ ১৯৩৬ সালের ২৩শে ডিসেম্বর প্রাতে আমাদিগকে যে তাঁহার উপদেশবাণী শুনাইয়া গিয়াছেন, তাহাতে শ্রীরূপ-রঘুনাথানুগত্যের কথাই বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে ঃ—

"* * সকলে রূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহের সহিত প্রচার করুন। শ্রীরূপানুগগণের পাদপদ্মধূলি হওয়াই আমাদের চরম আকাঙ্ক্ষার বিষয়।

আপনারা সকলেই এক অদ্বয়জ্ঞানের অপ্রাকৃত ইন্দ্রিয়তৃপ্তির উদ্দেশ্যে, আশ্রয়বিগ্রহের আনুগত্যে মিলে মিশে থাকবেন। সকলেই এক হরিভজনের উদ্দেশ্যে এই দু'দিনের অনিত্য সংসারে কোনরূপে জীবননির্ব্বাহ ক'রে চলবেন। শত বিপদ্, শত গঞ্জনা ও শত লাঞ্ছনায়ও হরিভজন ছাড়বেন না। জগতের অধিকাংশ লোক অকৈতব কৃষ্ণসেবার কথা গ্রহণ ক'রছে না দেখে নিরুৎসাহিত হবেন না, নিজভজন, নিজসর্ব্বস্ব কৃষ্ণকথা শ্রবণ-কীর্ত্তন ছাড়বেন না। তৃণাদপি সুনীচ ও তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হ'য়ে সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন ক'রবেন।

আমাদের এই জরদ্গবতুল্য দেহটাকে আমরা সপার্ষদ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের সঙ্কীর্ত্তনযজ্ঞে আহুতি দিবার আকাঙ্ক্ষা পোষণ ক'রছি। আমরা কোনপ্রকার কর্ম্মবীরত্ব বা ধর্ম্মবীরত্বের অভিলাষী নহি, কিন্তু জন্মে জন্মে শ্রীরূপপ্রভুর পাদপদ্মের ধূলিই আমাদের স্বরূপ—আমাদের সর্ব্বস্ব। ভক্তিবিনোদ-ধারা কখনও রুদ্ধ হবে না, আপনারা আরও অধিকতর উৎসাহের সহিত ভক্তিবিনোদ-মনোঽভীষ্ট প্রচারে ব্রতী হ'বেন। আপনাদের মধ্যে বহু যোগ্য ও কৃতী ব্যক্তি র'য়েছেন। আমাদের অন্য কোন আকাঙ্ক্ষা নাই, আমাদের একমাত্র কথা এই—

'আদদানস্তৃণং দন্তৈরিদং যাচে পুনঃ পুনঃ ।
শ্রীমদ্রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্ম জন্মনি ॥'

* * * *

এ জগতে কাহারও প্রতি আমাদের অনুরাগ বা বিরাগ নাই। এ জগতের সকল বন্দোবস্তই ক্ষণস্থায়ী। প্রত্যেকের পক্ষেই সেই পরম প্রয়োজনের অপরিহার্য্য প্রয়োজনীয়তা আছে। আপনারা একই উদ্দেশ্যে ঐকতানে অবস্থিত হ'য়ে মূল আশ্রয়বিগ্রহের সেবাধিকার লাভ করুন। জগতে শ্রীরূপানুগ চিন্তাস্রোত প্রবাহিত হউক। সপ্তজিহ্ব শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনযজ্ঞের প্রতি যেন কখনও আমরা কোন অবস্থায় বিরাগ প্রদর্শন না করি। তা'তে একান্ত বর্দ্ধমান অনুরাগ থাকলেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি হ'বে। আপনারা শ্রীরূপানুগগণের একান্ত আনুগত্যে শ্রীরূপ-রঘুনাথের কথা পরমোৎসাহে ও নির্ভীককণ্ঠে প্রচার করুন।"

পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকে 'রূপানুগবর গৌরশক্তিস্বরূপ' বলিয়া প্রণতি জ্ঞাপন করিয়াছেন। সুতরাং ভক্তিবিনোদধারা—শ্রীরূপানুগভক্তি-ধারাই। শ্রীরূপ শ্রীচৈতন্য-মনোহভীষ্ট-সংস্থাপক, সুতরাং শ্রীভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট সংস্থাপনচেষ্টা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে। শ্রীচৈতন্যমনোহভীষ্ট—'চিরাৎ অনর্পিতচরী উন্নতোজ্জ্বলরসা স্বভক্তিশ্রী' সমর্পণ বা বিতরণ। সেই ব্রজপ্রেমে অধিকারী হইবার উপায়ও স্বয়ং মহাপ্রভুই তাঁহার প্রিয়তম স্বরূপ-রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়"। আবার কিভাবে নাম গ্রহণ করিলে সেই নামে প্রেমোদয় হইবে, তাহার লক্ষণশ্লোকও বলিলেন—

"তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুণা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ ॥"

এই লক্ষণ শ্লোকের সম্পূর্ণ আনুগত্য ব্যতীত মহাপ্রভুর মনোহভীষ্ট ব্রজপ্রেমসম্পদ্ লাভ সুদূরপরাহত। এজন্য পরমারাধ্য পরমদয়াল প্রভুপাদ সপ্তজিহ্ব-সংকীর্ত্তনযজ্ঞের প্রতি বর্দ্ধমান অনুরাগেই সর্ব্বার্থসিদ্ধির কথা শুনাইয়া আমাদিগকে বিশেষভাবে সাবধান করিয়াছেন। আমরা পরমারাধ্য শ্রীস্বরূপ-রূপানুগবর শ্রীশ্রীল প্রভুপাদকে তাই গললগ্নীকৃত বাসে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করি—

"নম ওঁ বিষ্ণুপাদায় কৃষ্ণপ্রেষ্ঠায় ভূতলে।
শ্রীমতে ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীতি নামিনে ॥
শ্রীবার্ষভানবীদেবীদয়িতায় কৃপাব্ধয়ে।
কৃষ্ণসম্বন্ধবিজ্ঞানদায়িনে প্রভবে নমঃ ॥
মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগ-ভক্তিদ।
শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায় নমোহস্তু তে ॥
নমস্তে গৌরবাণী-শ্রীমূর্ত্তয়ে দীনতারিণে।
রূপানুগবিরুদ্ধাপ-সিদ্ধান্তধ্বান্তহারিণে ॥"

[প্রপঞ্চাতীত অপ্রাকৃত গোলোকধামের অন্তঃপুর শ্রীব্রজধাম হইতে কৃষ্ণেচ্ছায় ভূতলে অবতীর্ণ শ্রীশ্রীমদ্ ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামধেয় কৃষ্ণপ্রিয়তম ভগবদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্মকে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতেছি। হে প্রভো! আপনি আমার সকল জড়াহঙ্কার দূর করিয়া আমাকে আপনার শ্রীপাদপদ্মের চিরদাসানুদাস করিয়া রাখুন (ইহাই নমঃ শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য্যার্থ)। হে প্রভো! আপনি সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন-কৃষ্ণসম্বন্ধ-জ্ঞানপ্রদাতা, আপনি পরদুঃখদুঃখী, করুণার অনন্ত বারিধিস্বরূপ, আপনি শ্রীবৃষভানুরাজনন্দিনী রাধারাণীর অত্যন্ত প্রিয়তম নিজজন। তাই আপনি আপনাকে শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস অর্থাৎ শ্রীরাধার প্রিয়তম কৃষ্ণের দাস বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়া থাকেন। আপনাকে পুনঃ পুনঃ সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত বিধান করিতেছি। ভগবত্তা যেরূপ ঐশ্বর্য্যময়ী ও মাধুর্য্যময়ী, ভগবৎপ্রেমও তদ্রূপ ঐশ্বর্য্যময় ও মাধুর্য্যময়। ব্রজের উজ্জ্বল বা শৃঙ্গার প্রেম মাধুর্য্যময়ই। (সব প্রেমই ঐরূপ।) মাধুর্য্যপ্রধান যে উজ্জ্বল প্রেম, তদ্দ্বারা আঢ্যা সমৃদ্ধা যে শ্রীরূপানুগা ভক্তি, তাহার দাতা ও শ্রীগৌরসুন্দরের মূর্ত্তিমতী করুণাশক্তি আপনাকে নমস্কার। { মাধুর্য্যোজ্জ্বলপ্রেমাঢ্য-শ্রীরূপানুগভক্তিদ-শ্রীগৌরকরুণাশক্তিবিগ্রহায়—এইটি সমাসনিষ্পন্ন একটি পদ। মাধুর্য্যোজ্জ্বল—এই অংশ দ্বারা ঐশ্বর্য্যোজ্জ্বল—সত্যভামাদির বৈধ স্বকীয় প্রেম ব্যাবৃত্ত (অর্থাৎ নিষিদ্ধ) হইয়াছে। }] ব্রজগোপিকাগণের নিরবদ্য পারক্যপ্রেমই মাধুর্য্যোজ্জ্বল প্রেম। { 'পতি সুতান্বয়ভ্রাতৃবান্ধবানতিবিলঙ্ঘ্য তেহন্ত্যচ্যুতাগতাঃ' (ভাঃ ১০।৩১।১৬—হে অচ্যুত, আমরা পতি, পুত্র, আত্মীয়স্বজন,

ভ্রাতা ও বন্ধুজন—সকলকেই অতিক্রম করিয়া তোমার নিকট আসিয়াছি ইত্যাদি)—মাধুর্য্যের এই পদ্যটি 'উন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্'—এই ভাবের অভিব্যক্তি। দ্বিতীয়ার্দ্ধ (অর্থাৎ 'শ্রীগৌরকরুণাশক্তি-বিগ্রহায়')—'সদনুগ্রহো ভবান' (ভাঃ)—এই অংশের অভিব্যক্তি। সদনুগ্রহঃ অর্থাৎ সন্ত এব অনুগ্রহো যস্য—ভক্তগণই ভগবানের অনুগ্রহমূর্ত্তি। তাই 'ভক্তকৃপানুগামিনী ভগবৎকৃপা'। } হে প্রভো, আপনি শ্রীচৈতন্যবাণীর মূর্ত্তবিগ্রহস্বরূপ। ('গৌর-বাণী শ্রীমূর্ত্তয়ে' এই অংশের অর্থ—'হরিকীর্ত্তন মূর্ত্তি-ধর' - এই বাক্যদ্বারা পূজ্যপাদ শ্রীধর মহারাজ প্রকাশ করিয়াছেন।)

হে প্রভো, আপনি দীনার্ত্তিহৃৎ। আপনি রূপানুগবিরুদ্ধ অপসিদ্ধান্তরূপ অন্ধকার বিনাশকারী। আপনাকে পুনঃ পুনঃ দণ্ডবন্নতি বিধান করি।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ ইং ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দের (১৭৯৫ শকাব্দ, ১২৮০ বঙ্গাব্দ) ২৩শে মাঘ, ৬ই ফেব্রুয়ারী শুক্রবার মাঘী কৃষ্ণা-পঞ্চমী তিথিতে অপরাহ্ন ৩।। ঘটিকার পর শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভুর বিপ্রলম্ভরসাস্বাদন-লীলাক্ষেত্র সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সন্নিকটস্থ 'নারায়ণ ছাতা'র সংলগ্ন পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের হরিকীর্ত্তনমুখরিত বাসভবনে পরমারাধ্যা মাতা শ্রীভগবতীদেবীর ক্রোড়ে এক জ্যোতির্ম্ময় দিব্যকান্তি শিশুরূপে আবির্ভূত হন। শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মকর্ম্ম যেমন দিব্য—অলৌকিক—অপ্রাকৃত, তদভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ প্রভুপাদের জন্মকর্ম্মও তদ্রূপ ছিল অলৌকিক। তাঁহার আবির্ভাবকালে তদীয় শ্রীঅঙ্গে ত্রিবৃৎমেখলাকারে অন্ত্র বিজড়িত দেখিয়া উপস্থিত সকলেই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের চিচ্ছক্তি যোগমায়া শ্রীবিমলাদেবীর নামানুসারে শিশুরূপী প্রভুপাদের নাম রাখিয়াছিলেন—শ্রীবিমলাপ্রসাদ। প্রভুপাদের আবির্ভাবের ছয়মাস পরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল। সে বৎসর সেই রথ রথারূঢ় ভক্তবৎসল শ্রীজগন্নাথদেবের নিরঙ্কুশ ইচ্ছানুসারে ঠাকুর ভক্তিবিনোদের বড়দাণ্ডস্থিত বাসভবনের সম্মুখে তিনদিবসকাল অবস্থান করিলেন। ঠাকুর তিনদিবসকাল রথারূঢ় শ্রীজগন্নাথদেবের সম্মুখে শ্রীহরিকীর্ত্তনোৎসবের ব্যবস্থা করিলেন। ইহারই মধ্যে একদিন মাতৃদেবী শিশুরূপী প্রভুপাদকে ক্রোড়ে করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের পাদপদ্ম বন্দনা করিলে প্রভুপাদ শ্রীহস্ত প্রসারিত করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের গলদেশস্থ একটি প্রসাদী মালা গ্রহণ করিলেন। ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ছয়মাসেই শ্রীজগন্নাথদেবের মহাপ্রসাদান্ন-দ্বারা বালকের অন্নপ্রাশন সম্পাদন করিলেন। প্রভুপাদ তাঁহার আবির্ভাবের পর দশমাসকাল শ্রীপুরুষোত্তমধামে বাস করিয়া পাল্কীর ডাকে স্থলপথে বঙ্গদেশস্থ রাণাঘাট নামক স্থানে উপনীত হন। হরিকীর্ত্তনোৎসবের মধ্যেই প্রভুপাদের শৈশবকাল অতিবাহিত হয়।

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরামপুরে থাকাকালে হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণীর বালক প্রভুপাদকে পুরী হইতে তুলসীমালিকা আনাইয়া শ্রীহরিনাম মহামন্ত্র ও শ্রীনৃসিংহ মন্ত্ররাজ প্রদান করেন।

১৮৮১ সালে কলিকাতা রামবাগানে ঠাকুর তাঁহার 'ভক্তিভবন' নামক গৃহের ভিত্তিখননকালে মৃত্তিকার অভ্যন্তর হইতে একটি কূর্ম্মমূর্ত্তি শালগ্রাম প্রাপ্ত হন। বালকরূপী প্রভুপাদের আগ্রহাতিশয্যে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ৮।৯ বৎসরের শিশু প্রভুপাদকে ঐ শ্রীকূর্ম্মমূর্ত্তির সেবাভার প্রদান করেন। প্রভুপাদ ঠাকুরের নিকট মন্ত্র ও অর্চ্চনবিধি শিক্ষা করিয়া যথাবিধি তিলকাদি সদাচার গ্রহণ করতঃ ভক্তিভরে ঐ শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিতে থাকেন।

অতি শিশুকাল হইতেই প্রভুপাদের পাঠাভ্যাসে অত্যদ্ভুত প্রতিভা লক্ষ্যীভূত হইত। জ্যোতিষশাস্ত্রালোচনায়ও তিনি অভূতপূর্ব্ব প্রতিভা ও পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন।

শৈশবকাল হইতেই তাঁহার মহাভাগবত গুরুবর্গ তাঁহাকে 'শ্রীসিদ্ধান্ত সরস্বতী' নামে অভিহিত করেন। পরে ইং ১৯১৮ সালে শ্রীধাম মায়াপুর ব্রজপত্তনে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসগ্রহণ পূর্ব্বক তিনি পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী নামে অভিহিত হন এবং বিশেষস্থলে তিনি শ্রীবার্ষভানবীদয়িতদাস বলিয়াও আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন।

(ক্রমশঃ)

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ১৬ পৃষ্ঠার পর]

কৃষ্ণভক্তি প্রচারের মূলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের নিজজন শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীপুরুষোত্তমধামে অবস্থিতি এবং শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সুষ্ঠু সেবার ব্যবস্থায় তাঁহার নিয়োজন শ্রীজগন্নাথদেবের ইচ্ছাক্রমেই সংঘটিত হইয়াছে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে অবলম্বন করিয়া শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবের পর পুরুষোত্তমধাম হইতে সমগ্র পৃথিবীতে কৃষ্ণভক্তি প্রচারিত হওয়ায় শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি রচিত পদ্মপুরাণোক্ত 'হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' বাক্যের যথার্থতা প্রতিপন্ন হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অসমোর্দ্ধ অবদান

সনাতনধর্ম্মাবলম্বী সমস্ত সম্প্রদায়ের মূল গুরু শক্ত্যাবিষ্ট অবতার শ্রীকৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসমুনি স্বয়ং আচরণমুখে সুস্পষ্টরূপে নিত্যা শান্তির পথ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। বেদবিভাগকর্ত্তা মহামুনি শ্রীবেদব্যাস বেদান্ত, ১৮-পুরাণ, মহাভারত, মহাভারতের অন্তর্গত গীতা লিখিয়াও শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই, সর্ব্বশেষে বদরিকাশ্রমে শ্রীনারদ গোস্বামীর উপদেশে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির জন্য শ্রীকৃষ্ণের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া—দ্বাদশস্কন্ধযুক্ত শ্রীমদ্ভাগবত লিখিয়া পরাশান্তি লাভ করিলেন। সেই সর্ব্বোত্তম ভাগবতধর্ম্ম শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু প্রচার করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু ও তদ্পার্ষদগণের অন্তর্ধানের পর শুদ্ধভক্তিপথ—ভাগবতধর্ম্মের পথ কোটী কণ্টকরুদ্ধ হইলে, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর অবতীর্ণ হইয়া বহু গ্রন্থ লিখিয়া এবং অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত প্রচার করিয়া সেই সমস্ত শুদ্ধভক্তিপ্রতিকূল অপসিদ্ধান্তসমূহ খণ্ডন করিয়া জীবের যে আত্যন্তিক মঙ্গল বিধান এবং করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা অসমোর্দ্ধ বলিতে হইবে। শ্রীকৃষ্ণশক্তি ব্যতীত কৃষ্ণভক্তি প্রচার হয় না। সাক্ষাৎ গৌরপার্ষদ বা কৃষ্ণপার্ষদ ব্যতীত এইরূপ অদ্ভুত শক্তির প্রাকট্য সম্ভব নহে। তিনি বাহ্যতঃ গার্হস্থ্য-লীলাতে সরকারের শাসন বিভাগের দায়িত্বশীল কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও কি করিয়া শতাধিক গ্রন্থ লিখিলেন বিভিন্ন ভাষায় এবং প্রচার করিলেন, ইহাও বিস্ময়ের বিষয়। তাঁহার লেখনীর প্রতিটী শব্দই শাস্ত্র, অধোক্ষজ ভগবত্তাবোদ্দীপক। জাগতিক অসাধারণ পণ্ডিতের পক্ষেও ঐরূপ লেখন সম্ভব নহে। তাঁহার কোন লেখাটাই কষ্টকল্পিত নহে, সবটাই স্বতঃসিদ্ধ স্বাভাবিক। তিনি গ্রন্থ লিখিয়া স্থায়ীভাবে সর্ব্বজীবের প্রতি করুণা প্রদর্শন করিয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ তাঁহার শিষ্যবর্গের নিকট এইরূপ বলিতেন—"তোমাদের আর কিছুই করিতে হইবে না, কেবলমাত্র ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের গ্রন্থসমূহ বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রচার করিতে পারিলেই জগজ্জীবের সর্ব্বোত্তম কল্যাণ সাধিত হইবে।" বস্তুতঃ শ্রীগৌড়ীয় মঠে দৈনন্দিন কৃষ্ণভজনের সমস্ত কৃত্যসমূহ শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর প্রদত্ত।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের রচিত গ্রন্থাবলী

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-রচিত পূর্ব্বোল্লিখিত গ্রন্থসমূহ ব্যতীত অন্যান্য রচিত গ্রন্থ ও লেখনসমূহের তালিকা যতটা পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়াছে এবং যথাসম্ভব ক্রমানুযায়ী নিম্নে প্রদত্ত হইল ঃ—

১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৯০৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত

সংখ্যা	গ্রন্থ	ভাষা	সন
১।	বালিদে রেজিষ্ট্রী	উর্দ্দু	১৮৬৬
২।	Speech on Gautam	ইংরাজী	„
৩।	Speech on Bhagawatam	„	১৮৬৯
৪।	গর্ভস্তোত্রব্যাখ্যা	বাংলা	১৮৭০
৫।	Reflections	ইংরাজী	১৮৭১
৬।	Slokas on Haridas Thakur's Samadhi	„	„

সংখ্যা	গ্রন্থ	ভাষা	সন
৭।	Jagannath Mandir of Puri	ইংরাজী	১৮৭১
৮।	Akhra etc. of Puri	,,	,,
৯।	বেদান্তাধিকরণমালা	সংস্কৃত	১৮৭২
১০।	দত্তকৌস্তুভম্	,,	১৮৭৪
১১।	দত্তবংশমালা	,,	১৮৭৬
১২।	বৌদ্ধবিজয়কাব্যম্	,,	১৮৭৮
১৩।	শ্রীকৃষ্ণসংহিতা	,, (বঙ্গানুবাদসহ)	১৮৮০
১৪।	কল্যাণকল্পতরু	বাংলাগীতি	১৮৮১
১৫।	শ্রীসজ্জনতোষণী (১ম হইতে ১৭শ খণ্ড)	বাংলা মাসিকপত্র	,,
১৬।	Review on 'নিত্যরূপ-সংস্থাপন'	ইংরাজী	১৮৮৩
১৭।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদটীকাসহ (রসিকরঞ্জন মর্ম্মানুবাদ)	বাংলা	১৮৮৬
১৮।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত	,,	,,
১৯।	শিক্ষাষ্টক (সন্মোদন ভাষ্যসহ)	সংস্কৃত	,,
২০।	মনঃশিক্ষা (পদ্যানুবাদ) (শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী বিরচিত)	বাংলা	,,
২১।	দশোপনিষদ্ চূর্ণিকা	সংস্কৃত	,,
২২।	ভাবাবলী	সংস্কৃতশ্লোক ও ভাষ্য	,,
২৩।	প্রেমপ্রদীপ (উপন্যাস)	বাংলা	,,
২৪।	শ্রীবিষ্ণুসহস্রনাম (শ্রীবলদেবকৃত ভাষ্যসহ)		,,
২৫।	শ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন কৃত পদ্যগ্রন্থ (পুরাতন হস্তলিপি মুদ্রিত)		,,
২৬।	চৈতন্যোপনিষৎ (শ্রীচৈতন্যচরণামৃত-ভাষ্যসহ)	সংস্কৃত	১৮৮৭
২৭।	বৈষ্ণবসিদ্ধান্তমালা	বাংলা	১৮৮৮
২৮।	শ্রীমদাম্নায়সূত্রম্ (সংস্কৃতসূত্র টীকা)	বাংলা ব্যাখ্যা	১৮৯০
২৯।	শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য	বাংলা	,,
৩০।	সিদ্ধান্তদর্পণানুবাদ	,,	,,
৩১।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (বলদেবকৃত ভাষ্য)	বাংলা বিদ্বদরঞ্জন ভাষাভাষ্য	১৮৯১
৩২।	শ্রীহরিনাম	বাংলা	১৮৯২
৩৩।	শ্রীনাম	,,	,,
৩৪।	শ্রীনামতত্ত্ব (শিক্ষাষ্টক)	,,	,,
৩৫।	শ্রীনামমহিমা	,,	,,
৩৬।	শ্রীনাম প্রচার	,,	,,
৩৭।	শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা	,,	,,
৩৮।	তত্ত্ববিবেক (সংস্কৃত শ্লোক)	বাংলা ব্যাখ্যা	১৮৯৩
৩৯।	শরণাগতি	বাংলা গীতি	,,
৪০।	শোক-শাতন (গীতি)	বাংলা	,,
৪১।	জৈবধর্ম্ম	,,	,,
৪২।	তত্ত্বসূত্র (সংস্কৃত)	বাংলা ব্যাখ্যা	১৮৯৪
৪৩।	ঈশোপনিষৎ (বেদার্কদীধিতি ব্যাখ্যা)		,,
৪৪।	তত্ত্বমুক্তাবলী বা মায়াবাদ শতদূষণী	বাংলা ব্যাখ্যা	,,
৪৫।	শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহভাষ্য	বাংলা	১৮৯৫
৪৬।	শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গল স্তোত্রম্	সংস্কৃত	১৮৯৬
৪৭।	Life and Precepts of Sree Chaitanya Mahaprabhu	ইং	,,
৪৮।	শ্রীরামানুজ-উপদেশ	বাংলা	,,
৪৯।	অর্থ-পঞ্চক	,,	,,
৫০।	ব্রহ্মসংহিতার বঙ্গানুবাদ		১৮৯৭
৫১।	কল্যাণকল্পতরু (Revised)	,, গীতি	,,
৫২।	শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃতম্	বাংলা ব্যাখ্যা	১৮৯৮
৫৩।	উপদেশামৃত (পীযূষবর্ষিণীবৃত্তি)	বাংলা	,,
৫৪।	শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা (মাধ্বভাষ্য সম্পাদন)		,,
৫৫।	শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর ভগবদ্ধামামৃতম্	সংস্কৃত ও বাংলাভাষ্য	,,
৫৬।	শ্রীসনাতন গোস্বামী প্রভুর ভক্তিসিদ্ধান্তামৃতম্	,,	,,
৫৭।	শ্রীনরহরিঠাকুরকৃত শ্রীভজনামৃতম্	বাংলাভাষ্য	১৮৯৯

সংখ্যা	গ্রন্থ	ভাষা	সন
৫৮।	শ্রীনবদ্বীপভাবতরঙ্গিনী	বাংলা পয়ার	১৮৯৯
৫৯।	শ্রীহরিনাম চিন্তামণি	বাংলা পদ্য	১৯০০
৬০।	তত্ত্ববংশমালা	বাংলা	,,
৬১।	শ্রীভাগবতার্কমরীচিমালা	বাংলা ব্যাখ্যা	১৯০১
৬২।	শ্রীসঙ্কল্পকল্পদ্রুম	,,	,,
৬৩।	পদ্মপুরাণ (সম্পাদন)	বাংলা	,,
৬৪।	ভজনরহস্য (সংস্কৃত শ্লোক)	বাংলা পদ্যানুবাদ	১৯০২
৬৫।	বিজনগ্রাম ও সন্ন্যাসী (সংশোধিত)	বাংলা	১৯০২
৬৬।	শ্রীকৃষ্ণসংহিতা (সংশোধিত)	,,	১৯০৩
৬৭।	সৎক্রিয়াসারদীপিকা (সম্পাদন)		১৯০৪
৬৮।	শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত (সংশোধিত ও পরিবর্দ্ধিত)	বাংলা	১৯০৫
৬৯।	শ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত (সম্পাদন)	,,	১৯০৬
৭০।	স্বনিয়মদ্বাদশকম্ (অসম্পূর্ণ)	সংস্কৃত	১৯০৭
৭১।	শ্রীনিম্বার্ক দশশ্লোকী (অনুবাদ ও বিবৃতিসহ)		
৭২।	শ্রীগীতমালা (গীতি)	বাংলা	
৭৩।	শ্রীগীতাবলী (গীতি)	,,	
৭৪।	হরিকথা	(বাংলা পদ্য)	১৮৫০

নড়ালে (যশোহর জেলায়) ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৮১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত থাকাকালে ঠাকুরের রচিত শ্রীকৃষ্ণসংহিতা ও কল্যাণকল্পতরু গ্রন্থদ্বয় এবং ঠাকুরের সম্পাদিত সজ্জনতোষণী বাংলা পত্রিকা প্রকাশিত হয়। শ্রীরামপুরে থাকাকালে ইং ১৮৮৬ সালে ঠাকুর শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার (বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের টীকাসহ) বাংলা রসিকরঞ্জন মর্ম্মানুবাদ, শ্রীচৈতন্যশিক্ষামৃত, শ্রীশিক্ষাষ্টকের সন্মোদনভাষ্য ও ‘ভক্তিবিনোদ’ এই নামে একটি গ্রন্থ লিখেন। ইং ১৮৮৩ সালে ঠাকুরের বারাসাতে অবস্থানকালে ইংরাজী সজ্জনতোষণী প্রকাশিত হয়। ১৮৮৭ সালে সম্বলপুরে শ্রীমধুসূদন দাস নামক দীক্ষিত শিষ্যের নিকট হইতে ঠাকুর শ্রীচৈতন্যোপনিষদের প্রাচীন হস্তলিপি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত সালেই কৃষ্ণনগরে থাকাকালে ঠাকুর ‘শ্রীআম্নায়সূত্র’ গ্রন্থ লেখা আরম্ভ করেন এবং শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ রচনা করেন। ১৮৯৬ সালে ত্রিপুরা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের পর তাঁহার ইংরাজী ভাষায় লিখিত Life and Precepts of Sree Chaitanya Mahaprabhu এবং সংস্কৃত ভাষায় লিখিত শ্রীগৌরাঙ্গস্মরণমঙ্গলস্তোত্র মুদ্রিত হয়।

ঠাকুরের পুনঃ প্রচার-ভ্রমণ লীলা

শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের আবির্ভাবের পর পুরী হইতে গৌড়দেশে ফিরিয়া ঠাকুর ভক্তিবিনোদ ভারতের বিভিন্ন স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারলীলা এবং তীর্থস্থানসমূহ দর্শন করেন। ইং ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দ হইতে ইং ১৯১০ সাল পর্য্যন্ত যে সব স্থানে তিনি প্রচার করিয়াছেন এবং যে সকল তীর্থস্থান দর্শন করিয়াছেন তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ—পশ্চিমবঙ্গে উলুবেড়িয়া মহকুমার আমতা, থানাকুল কৃষ্ণনগর (গৌরপার্ষদ অভিরাম ঠাকুরের শ্রীপাট), শ্যামপুর, ওড়িষ্যার ভদ্রক, যশোহর জেলায় (বর্ত্তমান বাংলাদেশে) নড়াইলে, কলিকাতা, প্রয়াগ, বৃন্দাবন (বৃন্দাবনে শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার), শ্রীরাধাকুণ্ড, শ্রীগোবর্দ্ধন (ঠাকুরের প্রচেষ্টায় ব্রজমণ্ডলের তীর্থযাত্রিগণের উপর কঞ্ঝড় নামক দস্যু সম্প্রদায়ের দৌরাত্ম্য বিনষ্ট হয়), মথুরা, লক্ষ্ণৌ, ফৈজাবাদ, গোপ্তারঘাট, অযোধ্যা ও কাশী, কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন, বারাসত, শ্রীধামমায়াপুর, কলিকাতায় ভক্তিভবন (১৮৮২ সালে ১৮১ নং মানিকতলা ষ্ট্রীটে ভক্তিভবন নির্ম্মিত হয়, ভিত্তিখননকালে কূর্ম্মদেবের মূর্ত্তি প্রকাশিত হন এবং ঠাকুরের শ্রীভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতীকে কূর্ম্মদেবের অর্চ্চনশিক্ষা প্রদান), বারাসত মহকুমার ডেপুটী কালেক্টরপদ গ্রহণ, শ্রীরামপুর, বৈদ্যনাথ, বাকিপুর, গয়া (প্রপিতামহ মদনমোহন দত্তের প্রেতশিলার সোপানাবলী দর্শন), পুনঃ নড়াইলে, বারাসত, মেমারী, কুলিনগ্রাম, ব্যাণ্ডেল, সপ্তগ্রাম (কুলিনগ্রামে নামাপরাধ, নামাভাস ও শুদ্ধনাম সম্বন্ধে ঠাকুরের উপদেশ এবং সরস্বতী ঠাকুরকে শ্রীহরিনাম ও শ্রীনৃসিংহমন্ত্র প্রদান), কলিকাতা (কলিকাতা বেথুন

রো-তে কৃষ্ণসিংহের গলিতে রামগোপাল বসুর দূর্গামণ্ডপে ঠাকুরের অধ্যক্ষতায় বিশ্ববৈষ্ণবসভা প্রতিষ্ঠা এবং তথায় শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধু. শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আলোচনা), শ্রীরামকৃষ্ণদেবের সহিত ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সাক্ষাৎকার.—নির্ব্বিশেষবাদ খণ্ডন ও শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তের মহিমা খ্যাপন, শ্রীরামপুর, কলিকাতা ভক্তিভবন (চৈতন্যযন্ত্র নামক মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন), তারকেশ্বর (নিদ্রাকালে তারকেশ্বরের স্বপ্নাদেশ 'তুমি বৃন্দাবনে যাইতে ইচ্ছা করিয়াছ. কিন্তু তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী নবদ্বীপধামের যে সমস্ত কার্য্য বাকি আছে, তাহার কি করিলে ?), কুলিয়া নবদ্বীপ (একদিন সন্ধ্যার পর সহর নবদ্বীপে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর গৃহের ছাদে উঠিয়া ধামের সৌন্দর্য্যদর্শনকালে রাত্রি ১০ ঘটিকায় অন্ধকার মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় উত্তরদিকে একটি আলোকময় অট্টালিকা দর্শন করিলেন, ঠাকুরের সঙ্গে অবস্থিত কমলাপ্রসাদও উহা দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন, পরদিন প্রাতে উক্ত স্থানটি বল্লালদীঘি বলিয়া জানা গেল, তত্রস্থ স্থানীয় প্রাচীন ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহারা বলিলেন উহা মহাপ্রভুর জন্মস্থান, পরে পুরাতন নথিপত্র ও ম্যাপাদি দেখিয়া ভক্তিবিনোদ ঠাকুর স্থানটি মহাপ্রভুর আবির্ভাবভূমি সুনিশ্চিতরূপে বুঝিতে পারিলেন ', কৃষ্ণনগর, উলাধাম, কলিকাতা ভক্তিভবন (জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ প্রদত্ত গিরিধারী-গোবর্দ্ধনশিলা ভক্তিভবনে পূজিত), গোদ্রুমদ্বীপ (সুরভিকুঞ্জে স্থান সংগৃহীত ১৮৮৮ সালে), ময়মনসিংহ জেলার নেত্রকোণা সাবডিভিস্‌ন, নারায়ণগঞ্জ, ময়মনসিংহ, গারো পাহাড় (হাজং জাতির ব্যক্তিগণের উপর ঠাকুরের কৃপা), নারায়ণগঞ্জ, গোয়ালন্দ, কলিকাতা, টাঙ্গাইল, বর্দ্ধমান, শান্তিপুর, কালনা, বাম্‌নাপাড়া, কাইগ্রাম, দেনুড় (বৃন্দাবন ঠাকুরের শ্রীপাট দর্শন), কুলিয়া নবদ্বীপ (জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের ভজনকুটীর দর্শন, ভজনকুটীরের পাকা বারান্দা ঠাকুর নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন) বর্দ্ধমান জেলার আম্‌লাজোড়া গ্রাম, গোপালপুর, রাণীগঞ্জ, বরাকর, দূর্গাপুর, দিনাজপুর, কলিকাতা (শিশির ঘোষ মহাশয় ঠাকুরকে জ্যেষ্ঠ ও গুরুবুদ্ধি করিতেন, ভক্তিভবনে তাঁহার সহিত প্রায়ই দেখা করিতে আসিতেন, ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে শিশিরবাবু সপ্তম গোস্বামী বলিতেন, ঠাকুরের প্রেরণায় শিশিরবাবু তুলসীমালায় মহামন্ত্র জপ করিতেন কিন্তু ভক্তিসদাচার সম্পূর্ণরূপে গ্রহণ করিতে পারেন নাই), মেদিনীপুর জেলার রামজীবনপুর,

(ক্রমশঃ)

◆

শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য

আত্মদেব-গোকর্ণ-ধুন্ধুকারী-প্রসঙ্গ

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২৯শ বর্ষ ১২শ সংখ্যা ২৬৮ পৃষ্ঠার পর]

আত্মদেব এবং তাঁহার পত্নীর স্নেহে লালিত পালিত হইয়া পুত্র দুইটী বড় হইল। যৌবনকাল উপস্থিত হইলে গোকর্ণ সুশীল, পণ্ডিত, পিতামাতার বাধ্য, জ্ঞানী, গুণী হইয়া সকলের সুখের কারণ হইল। পক্ষান্তরে, ধুন্ধুকারী অত্যন্ত দুষ্ট হইয়া দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। ধুন্ধুকারীর স্নান-শৌচাদি ও ভোজনের কোন নিয়ম ছিল না। সে অমেধ্যাদি গ্রহণ করিত, এমন কি মৃতদেহের হস্তস্পৃষ্ট খাদ্যও ভোজন করিত। সে অত্যন্ত ক্রোধস্বভাববিশিষ্ট হইল। লোকের বস্তু চুরি করা, সকলকে হিংসা করা, গোপনে যাইয়া ঘরে আগুন লাগাইয়া দেওয়া, অপরের ছেলেদের ধরিয়া লইয়া কূপে ফেলিয়া দেওয়া, দীনদুঃখী অন্ধ ব্যক্তিগণকে অযথা লাঞ্ছনা করা, সর্ব্বদা নানাপ্রকার গর্হিত কার্য্যেই সে লিপ্ত থাকিত। চণ্ডালগণের সহিত তাহার প্রীতি ছিল। সে হাতে ফাঁদ লইয়া পশুপক্ষী শিকার করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইত। ক্রমশঃ বেশ্যাদের কুসঙ্গে পড়িয়া সে পিতার ধন নষ্ট করিতে লাগিল। পিতামাতা তাহার এইসকল পাপ-কার্য্যে বাধা দিলে পিতামাতাকে মারধর করিয়া সে গৃহের সমস্ত দ্রব্য লইয়া পলায়ন

করিল। সমস্ত ধন নষ্ট হইলে আত্মদেব দুঃখে ক্ষোভে চিৎকার করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিলেন—'এইপ্রকার চরিত্রহীন মহাদুষ্ট পুত্র না হইয়া যদি আমার স্ত্রী বন্ধ্যা হইত ভাল হইত। আমি এখন কি করিব ? কোথায় যাইব ? আমার এই দুঃখেতে কে আমাকে সান্ত্বনা দিবে ? আমার মৃত্যুই শ্রেয়ঃ।' পিতা আর্ত্তনাদ সহকারে বিলাপ করিতে থাকিলে মহাজ্ঞানী সুশীল গোকর্ণ পিতাকে বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়া প্রবোধ দিতে লাগিলেন—'হে পিতঃ ! এই সংসার অনিত্য, কেবল দুঃখময়, কে কাহার পুত্র, কে কাহার পিতা—সবই মোহ। মায়ামোহিত জীব সংসারে দিবারাত্র অশেষ যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে। স্বর্গের প্রচুর ভোগলাভ করিয়াও দেবরাজ ইন্দ্রের সুখ নাই। এ সংসারে অনন্ত ঐশ্বর্য্যসমৃদ্ধ রাজচক্রবর্ত্তীরও সুখ নাই। সুখ ত' কেবল বিষয়-বিরক্ত মুনিগণই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আপনি পুত্রের মোহ ত্যাগ করিয়া বনে গমন করুন। আজ হউক, কাল হউক এ দেহ নষ্ট হইবেই, তৎপূর্ব্বেই নিত্য মঙ্গললাভের জন্য যত্নবান্ হওয়াই সমীচীন।' ধার্ম্মিকপুত্র গোকর্ণের বাক্য শুনিয়া পিতা আত্মদেবের গৃহত্যাগের সঙ্কল্প হইল। কিন্তু গৃহত্যাগ করিয়া তিনি কি লইয়া থাকিবেন ? স্ত্রী পুত্রের স্নেহপাশবন্ধন কি করিয়া ছিন্ন করিবেন জানিতে চাহিলে গোকর্ণ বলিলেন—'হে পিতঃ ! এ হাড়মাংসের শরীরে আপনি অহং বুদ্ধি ত্যাগ করুন। শরীরসম্বন্ধীয় স্ত্রীপুত্রাদির প্রতি মমতা পরিহার করুন। জগতের কোন বস্তুকেই স্থায়ী মনে করিয়া তাহাতে অনুরাগ-যুক্ত হইবেন না। পরমানন্দস্বরূপ ভগবানের আরাধনায় একনিষ্ঠভাবে নিযুক্ত হউন। ভগবানের ভক্তি অপেক্ষা অন্য শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম কিছুই নাই। আপনি লৌকিক আপেক্ষিক সমস্ত কর্ত্তব্য পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বতোভাবে ভগবানের আশ্রয় গ্রহণ করুন, ভগবৎ-পরায়ণ সাধুগণের সেবা করুন। ভোগবাসনা বিন্দুমাত্র যেন চিত্তপটে না আসে। অপরের দোষগুণ বিচার ছাড়িয়া মনুষ্যজন্মের একমাত্র কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম ভগবদ্ভজনে ব্রতী হউন।'

পুত্রের মাধুর্য্যপূর্ণ বীর্য্যবতী কথায় প্রভাবিত হইয়া আত্মদেব অনুক্ষণ কৃষ্ণলীলা স্মরণের দ্বারা সংসারদুঃখ পরিহার করিবেন অভিপ্রায়ে শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধসহ বনে গমন করিলেন। বনে গিয়া নিয়মিতভাবে প্রতিদিন শ্রীমদ্ভাগবত অনুশীলনমুখে শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কীর্ত্তন করিতে করিতে তিনি সংসারদুঃখ হইতে মুক্ত এবং অখিলরসামৃত-মূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণকে প্রাপ্ত হইলেন।

পিতা বনে চলিয়া গেলে ধুন্ধুকারী আরও অধিক উচ্ছৃঙ্খল হইয়া উঠিল। বেশ্যাসক্ত ধুন্ধুকারী মায়ের নিকট ধন চাহিলে মা উহা দিতে ইচ্ছা না করিলে সে ক্রোধে মাকে ভীষণভাবে প্রহার করে এবং বলে—'এখনই ধন দে, তাহা না হইলে তোকে পুড়াইয়া মারিব।' ধুন্ধুলী অত্যন্ত ভীত হইয়া কূপের মধ্যে ঝাঁপ দিয়া পড়িল এবং সেখানেই তাহার মৃত্যু হইল।

এদিকে বিষয়বিরক্ত জ্ঞানী গোকর্ণ তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইলেন।

পিতামাতা কেহই না থাকায় ধুন্ধুকারী বেপরোয়াভাবে চলিতে লাগিল। পাঁচ বেশ্যাকে ঘরে আনিল। সে বেশ্যাগণের তৃপ্তির জন্য নানাপ্রকার গর্হিত কার্য্য করিতে লাগিল। তাহার বুদ্ধি নষ্ট হইয়া গেল। কুলটাগণ তাহার নিকট বহু অলঙ্কার চাহিলে ধুন্ধুকারী কামে অন্ধ হইয়া মৃত্যুর কথাও চিন্তা না করিয়া অলঙ্কার সংগ্রহের জন্য গৃহ হইতে বাহির হইল। সে নানাস্থান হইতে বহু ধন, সোনার গহণা, মূল্যবান্ বস্ত্রাদি চুরি করিয়া আনিয়া বেশ্যাগণকে দিতে লাগিল। একদিন রাত্রিতে বেশ্যারা বিচার করিল—'ধুন্ধুকারীর কাছে এখন কোন অর্থ নাই। সে চুরি ডাকাতি করিয়া ধন লুণ্ঠন করিয়া আনিতেছে। একদিন সে ধরা পড়িবে। রাজা তাহাকে প্রাণদণ্ডও দিতে পারেন। তাহাদের যে ধন আছে, তাহাতে তাহাদের জীবন চলিয়া যাইবে। সুতরাং ইহাকে গোপনে হত্যা করিয়া চলিয়া যাওয়াই ভাল।' পাপিষ্ঠা বেশ্যাগণ ধুন্ধুকারীকে নিদ্রিত অবস্থায় রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া ফাঁস লাগাইয়া মারিবার চেষ্টা করিল। তাহাতে সে মরিল না দেখিয়া তাহার শরীরে বেশ্যারা জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করিল। আগুনে পুড়িয়া ধুন্ধুকারী ছট্‌ফট্ করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করিল। বেশ্যাগণ তাহাকে গর্ত্তে পুতিয়া রাখিয়া চলিয়া গেল।

তাহাদের এই গর্হিতকার্য্য কেহই জানিতে পারিল না। বেশ্যারা যে কএকদিন আত্মদেবের গৃহে ছিল, লোকে জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিত—'প্রিয়তম ধুন্ধুকারী ধনপ্রাপ্তির জন্য কোথায় চলিয়া গিয়াছে, তাহারা জানে না।' কল্যাণকামী বিবেকী ব্যক্তিগণ কখনও দুষ্টা স্ত্রীগণকে বিশ্বাস করিবেন না। বেশ্যাগণের প্রীতি কামুকগণের অমৃত বলিয়া বোধ হয়, কিন্তু ইহার পরিণাম অতীব ভয়াবহ। দুষ্টা স্ত্রীগণের হৃদয়ের ভাব ক্ষুরের ধারের ন্যায় তীক্ষ্ণ। কুলটাগণ ধুন্ধুকারীর সমস্ত ধন লইয়া পলায়ন করিল। ধুন্ধুকারী পাপকর্ম্মবশতঃ ভয়ঙ্কর প্রেতযোনি লাভ করিল। প্রেতযোনিতে সে ভীষণ কষ্ট পাইয়া শীতে ও গ্রীষ্মে ক্ষুধায় ও পিপাসায় কাতর হইয়া দারুণ যন্ত্রণায় ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় কেবল ছুটাছুটী করিতে লাগিল। সে নিজ পাপকর্ম্মের জন্য অত্যন্ত অনুতপ্ত হইল।

লোকমুখে গোকর্ণ তাঁহার ভ্রাতার মৃত্যুসংবাদ জানিতে পারিলেন। মহাযোগী গোকর্ণ ধুন্ধুকারীর অনাথ অবস্থা বুঝিতে পারিয়া গয়াতে তাহার উদ্দেশ্যে পিণ্ড প্রদান করিলেন এবং যে তীর্থে যাইতেন সেই তীর্থে তাঁহার ভ্রাতার কল্যাণের জন্য শ্রাদ্ধ করিতেন। গোকর্ণ তীর্থভ্রমণ করিতে করিতে নিজজন্মস্থান কোহলে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কাহাকেও না জানাইয়া পিতৃগৃহে নিদ্রা যাইবার জন্য প্রবেশ করিলেন। প্রেতযোনি ধুন্ধুকারী ভ্রাতাকে নিদ্রা যাইতে দেখিয়া গভীররাত্রে মহা ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করতঃ কখনও ভেড়া, কখনও হাতী, কখনও অজগরসর্প, কখনও উট, কখনও মহিষ, কখনও ইন্দ্র, কখনও পুরুষ, কখনও বা অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া ভয় দেখাইতে লাগিল। মহাযোগী গোকর্ণ বুঝিতে পারিলেন ইহা দুর্গতিপ্রাপ্ত কোনও প্রেতের কার্য্য হইবে। তিনি তাহার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। ধুন্ধুকারী ভ্রাতার আগমন জানিতে পারিয়াও কথা বলিবার ইচ্ছা থাকিলেও কথা বলিতে পারিল না, কেবল উচ্চৈঃস্বরে কাঁদিতে লাগিল। গোকর্ণ ধুন্ধকারীর দুরবস্থার কথা বুঝিয়া মন্ত্রপূতঃ করিয়া তাহার উপর জল ছিটাইয়া দিলে সে কথা বলিবার শক্তি লাভ করিল। প্রেতযোনি ধুন্ধুকারী তখন অত্যন্ত করুণভাবে গোকর্ণের নিকট নিবেদন করিয়া বলিল,—'হে ভ্রাতঃ! আমি ধুন্ধুকারী, নিজদুষ্কর্ম্মফলেই আমার ব্রাহ্মণত্ব সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হইয়াছে। আমি যে কত কুকর্ম্ম করিয়াছি, তাহার শেষ নাই। কত লোককে যে আমি হিংসা করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই। যে বেশ্যাগণের জন্য আমি সর্ব্বস্ব দিয়াছি, তাহারা বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া আমাকে বহু কষ্ট দিয়া হত্যা করিয়াছে। আমি প্রেতযোনি লাভ করিয়া অতি ভয়ঙ্কর দুর্দ্দশা ভোগ করিতেছি। শুধু বায়ুভক্ষণ করিয়া আমাকে জীবনধারণ করিতে হইতেছে। তুমি সর্ব্বজনহিতকারী সাধু, দয়ার সাগর। আমাকে প্রেতযোনি হইতে উদ্ধার কর।' গোকর্ণ তাঁহার ভ্রাতাকে বলিলেন তিনি তাহার দুরবস্থার বিষয় পূর্ব্বেই অবগত হইয়া গয়াতে তাহার উদ্দেশ্যে পিণ্ড দিয়াছেন, তথাপি তাহার উদ্ধার হয় নাই, ইহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয়। গয়াতে শ্রাদ্ধের দ্বারা যখন তাহার মুক্তি হয় নাই তখন দ্বিতীয় কোনও উদ্ধারের উপায় আছে কিনা তিনি জানেন না। প্রেতযোনি ধুন্ধুকারী কাতরভাবে পুনরায় প্রার্থনা জ্ঞাপন করিল—'আমি যে পাপ করিয়াছি তাহাতে গয়াতে শতবার পিণ্ড দিলেও আমার ন্যায় মহাপাপীর মুক্তি হইবে না। আমার অসহ্য যন্ত্রণা, তুমি আমার জন্য অবিলম্বে অন্য কোন প্রতিকারের ব্যবস্থা কর।' প্রেতযোনি ধুন্ধুকারীর ঐপ্রকার কথা শুনিয়া গোকর্ণ আরও অধিক বিস্মিত হইলেন। তিনি ধুন্ধুকারীকে সান্ত্বনা প্রদান করতঃ তাহার মুক্তির চিন্তা করিতে লাগিলেন, কিন্তু সারারাত্রি চিন্তা করিয়াও কোন উপায় স্থির করিতে পারিলেন না।

কোহল-নিবাসী এবং কোহলের পার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলসমূহের নিবাসী নরনারীগণ সকলেই গোকর্ণকে সাধুপুরুষ জানিয়া খুবই শ্রদ্ধা করিতেন। প্রাতঃকালে তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার নিকট সকলে ভীড় করিয়া আসিয়া বসিলেন। গোকর্ণ রাত্রিকালে যে সব ঘটনা হইয়াছিল, তাহা আনুপূর্ব্বিক সবই তাঁহাদিগকে শুনাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে অনেক বিদ্বান্ জ্ঞানী বেদজ্ঞ পুরুষও ছিলেন। তাঁহারাও কোন মুক্তির উপায় বলিতে পারিলেন না। তবে তাঁহারা সূর্য্যদেবের নিকট এই বিষয়ে প্রতিকারের ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে গোকর্ণকে পরামর্শ দিলেন। গোকর্ণ যোগ-

বলে সূর্য্যের গতি স্তম্ভন করিয়া তাঁহাকে দণ্ডবৎপ্রণতি জ্ঞাপন করতঃ ধুন্ধুকারীর মুক্তির উপায় জিজ্ঞাসা করিলেন। 'শ্রীমদ্ভাগবত-সপ্তাহযজ্ঞের দ্বারা ধুন্ধুকারীর মুক্তি হইবে' সূর্য্যদেব গোকর্ণকে এইরূপ নির্দ্দেশ প্রদান করিলেন। পদ্মপুরাণে পাঠান্তরে এইরূপ লিখিত আছে যে, যখন গোকর্ণ ধুন্ধুকারীর মুক্তির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে পারিলেন না, তখন তত্রস্থ দ্বিজগণ সূর্য্যদেবের বহুতর স্তব করিলে সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে জানাইলেন আত্মদেবের পুণ্যফলে গোকর্ণের নিকট সপ্তাহকাল ভাগবত শ্রবণের দ্বারা ধুন্ধুলী-পুত্রের মহাপাপ হইতে মুক্তি হইবে। শ্রীমদ্ভাগবত পাঠের কথা সর্ব্বত্র প্রচারিত হইলে পঙ্গু, অন্ধ, বৃদ্ধ, পাপী ব্যক্তিগণ নানাদেশ ও গ্রাম হইতে শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। মনুষ্যগণের অভূতপূর্ব্ব সমাবেশ দেখিয়া দেবতাগণ পর্য্যন্ত বিস্মিত হইলেন। অনন্তর গোকর্ণ ব্যাসাসনে উপবিষ্ট হইয়া বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণকে শ্রোতারূপে কল্পনা করিয়া শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ আরম্ভ করিলেন। প্রেতাত্মা ধুন্ধুকারী ভাগবতপাঠ শ্রবণের জন্য তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল এবং তাহার উপযুক্ত বসিবার স্থান অন্বেষণ করিতে করিতে সাতটি গ্রন্থিযুক্ত বাঁশ দেখিতে পাইয়া বায়ুরূপে তাহাতে প্রবিষ্ট হইয়া তন্মনস্কভাবে ভাগবত শুনিতে লাগিল। গোকর্ণ প্রতিদিন ভাগবত পাঠ করিয়া যখন বিশ্রাম লইতেন, সেই সময় একটি আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটিত—শ্রোতাগণের সমক্ষেই বাঁশের একটি গ্রন্থি ভীষণশব্দে ফাটিয়া যাইত। এইরূপে সপ্তদিবসে সপ্তগ্রন্থি ফাটিয়া গেলে ধুন্ধুকারী প্রেতযোনি হইতে মুক্ত হইয়া বৈকুণ্ঠগতি লাভ করিল। তৎকালে ভ্রাতার রূপ দেখিয়া গোকর্ণ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছিলেন। মেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণ, পীতবস্ত্র-পরিহিত, কণ্ঠে তুলসীমালা, মস্তকে মুকুট ও কর্ণে কুণ্ডল সুশোভিত। প্রেতযোনি হইতে মুক্ত ধুন্ধুকারী ভ্রাতা গোকর্ণকে প্রণাম করতঃ এইরূপ বলিল—'হে কল্যাণপ্রদাতা বন্ধো! তোমার কৃপাতেই আমার অশেষ যাতনারূপ প্রেতযোনি হইতে মুক্তি হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তনের অপূর্ব্ব মহিমা। সপ্তাহব্যাপী শ্রীমদ্ভাগবত পারায়ণ ধন্য। অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণের দ্বারা মহাপাপসমূহও ভস্মীভূত হয়। ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া যাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবত শ্রবণ-কীর্ত্তন করেন না, তাঁহাদের জন্মই বৃথা।' ধুন্ধুকারী যখন ভাগবত শ্রবণের মহিমা বর্ণন করিতেছিল, তখন বৈকুণ্ঠপার্ষদগণ ধুন্ধুকারীকে শ্রীহরির সন্নিধানে যাইবার জন্য বিমানসহ আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোকর্ণ সেই সময় ভগবদপ্রিয়পার্ষদগণকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন আপনারা কেবল ধুন্ধুকারীকে বৈকুণ্ঠে লইবার জন্য কেন একটি বিমান লইয়া আসিলেন, শুদ্ধহৃদয় শ্রোতাগণের জন্য বহু বিমান কেন আনিলেন না, এইরূপ ফল বৈপরীত্য কেন হইল? বিষ্ণুপার্ষদগণ ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিলেন,—'সকলেই ভাগবত শ্রবণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু মনন করেন নাই, এইজন্য ফলভেদ হইল। প্রেতযোনি ধুন্ধুকারী সাতদিন উপবাসী থাকিয়া শ্রবণ করিয়াছে এবং শ্রবণানন্তর স্থিরচিত্তে মননও করিয়াছে। যে জ্ঞানের দৃঢ়তা নাই সেই জ্ঞান ব্যর্থ হয়। গুরুবাক্যে বিশ্বাস স্থাপন করতঃ দৈন্যসহকারে একাগ্রতার দ্বারা শ্রবণ করিলে অভিপ্রেত ফল পাওয়া যায়।' শ্রাবণমাসে গোকর্ণের নিকট পুনরায় একাগ্রতার সহিত ভাগবত শ্রবণ করিয়া কোহোলনিবাসী শ্রোতাগণও বৈকুণ্ঠগতি লাভ করিয়াছিলেন। পদ্মপুরাণে পাঠান্তরে এইরূপ লিখিত আছে বিষ্ণুপার্ষদগণের পরিবর্ত্তে গোকর্ণ উক্ত কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন।

চিত্রকূট পর্ব্বতে মুনিশ্রেষ্ঠ শাণ্ডিল্য কর্ত্তৃক এই পরম পবিত্র ইতিহাস পঠিত হয়। ইহার শ্রবণমাত্রই সমস্ত পাপ ধ্বংস হয়। শ্রাদ্ধকালে ভাগবতপাঠ পিতৃমাতৃগণের পরিতুষ্টি বিধান করে।

◆

Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'

1. Place of publication : Sri Chaitanya Gaudiya Math
35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
2. Periodicity of its publication : Monthly
3. & 4. Printer's and Publisher's name : Sri Mangalniloy Brahmachary
Nationality : Indian
Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math
35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
5. Editor's name : Srimad Bhakti Ballabh Tirtha Maharaj
Nationality : Indian
Address : Sri Chaitanya Gaudiya Math
35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26
6. Name & Address of the owner of the newspaper : Sri Chaitanya Gaudiya Math
35, Satish Mukherjee Road, Calcutta-26

I, Mangalniloy Brahmachary, hereby, declares that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Sd. MANGALNILOY BRAHMACHARY
Signature of Publisher

Dated 29 3 1990

জম্মুতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

জম্মুনিবাসী ভক্তগণের পুনঃ পুনঃ প্রার্থনায় শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার ভাটিণ্ডা হইতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তনের কার্য্যসূচী পরিবর্ত্তন করিয়া জম্মুর প্রচার-প্রোগ্রাম স্থির করেন। তিনি ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীবৈকুণ্ঠদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবাপী, শ্রীকুলদীপ চোপরা, শ্রীবিশ্বম্ভর চোটানি প্রভৃতি সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তবৃন্দ সমভিব্যাহারে ভাটিণ্ডা সহরের ভক্তগণের ব্যবস্থায় একটি মারুতিকারে ও একটি ম্যাটাডোর গাড়ীতে থার্মেল কলোনী হইতে ৬ পৌষ, ২২ ডিসেম্বর শুক্রবার প্রাতঃ ৬টায় রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ণ ৯-১৫ মিঃ-এ লুধিয়ানা রেলষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন। সঙ্গে একটি ট্রাকও আসে মালপত্র লইয়া। শ্রীরাকেশ কাপুর—তাঁহার জননী ও পিতামহী, শ্রীতিলকরাজ, শ্রীরাজেশ, শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস, শ্রীজায়গীর দাস, শ্রীমঙ্গীলালজী প্রভৃতি লুধিয়ানানিবাসী ভক্তগণ ষ্টেশনে শ্রীমঠের আচার্য্য ও সাধুগণের দর্শনের ও তাঁহাদের প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনের জন্য আসিয়াছিলেন। লুধিয়ানা হইতে সকলে পূর্ব্বাহ্ণ ১০-৩০টায় দ্রুতগামী ট্রেনে জম্মু যাত্রা করেন। পথে জলন্ধর ষ্টেশনেও বহু ভক্ত দর্শনের জন্য আসিয়াছিলেন। আহারের জন্য ভোজ্যদ্রব্যাদি লুধিয়ানা ও জলন্ধরের ভক্তগণ সাধুগণের সেবার জন্য প্রচুরভাবে প্রদান করিয়াছিলেন। জম্মু রেলষ্টেশনে গাড়ী যথাসময়ে অপরাহ্ণ ৪-১৫ মিঃ-এ পৌঁছিলে জম্মুর ভক্তবৃন্দ পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। জম্মু নগরের গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে

দ্বিতল দুইটী অতিথিভবনে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়।

২৩ ডিসেম্বর শনিবার (১৯৮৯) হইতে ২৭ ডিসেম্বর বুধবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের সৎসঙ্গ ভবনে, ২৩ ও ২৪ ডিসেম্বর অপরাহ্নে শাস্ত্রীনগরস্থ শ্রীরামমন্দিরে, ২৫ ডিসেম্বর অপরাহ্নে জম্মু নিউ ইউনিভারসিটি ক্যাম্পাসের (New University Campus-এর) অন্তর্গত শ্রীস্বদেশ শর্ম্মার আবাসস্থানে, ২৬ ডিসেম্বর অপরাহ্নে জম্মুসহরস্থ শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে এবং ২৭ ডিসেম্বর বুধবার অপরাহ্নে গ্রীনবেল্টস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। শ্রীমঠের আচার্য্যের প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত মঠের ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দ বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সহরের বিভিন্নস্থানে আহূত হইয়া রাণীতালাবস্থ শ্রীমদনলাল গুপ্ত, সুভাষনগরস্থ শ্রীবিজয় কুমার গুপ্ত, ত্রিকূট কলোনীস্থ ইউনিভারসিটির পদার্থবিভাগের ডিরেক্টর শ্রীবালকিষণ মেলহোত্রা, শাস্ত্রীনগরস্থ অধ্যাপক শ্রীমদনমোহন মিশ্র, ত্রিকুট কলোনীস্থ শ্রীসিংজীর গৃহে সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারিগণসহ শুভপদার্পণ করতঃ জীবের আত্যন্তিক মঙ্গলবিষয়ে বিভিন্ন শাস্ত্রাবলম্বনে হরিকথা বলেন। শ্রীমদনলাল গুপ্ত ২৬ ডিসেম্বর মঙ্গলবার মধ্যাহ্নে তাঁহার গৃহে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার আয়োজন করিয়াছিলেন।

২৫ ডিসেম্বর সোমবার প্রাতঃকাল হইতে আবহাওয়া দুর্য্যোগপূর্ণ থাকিলেও পূর্ব্বাহ্ন ১০-৩০ ঘটিকায় বর্ষা বন্ধ হইলে ভক্তগণ বিপুল সংখ্যায় শ্রীল আচার্য্যদেব এবং পূজনীয় স্বামীজিগণের অনুগমনে শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়া গান্ধীনগরের বিভিন্ন মহল্লা পরিভ্রমণান্তে পুনঃ মন্দিরে বেলা ১২ ঘটিকায় ফিরিয়া আসেন।

২৮ ডিসেম্বর বৃহস্পতিবার মহোৎসবে স্থানীয় বহু নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। স্থানীয় নরনারীগণ শুদ্ধভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ হরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন।

শ্রীরাসবিহারী দাস (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র). শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারী (শ্রীস্বদেশ কুমার শর্ম্মা), শ্রীমদনলাল গুপ্ত, শ্রীজানকীনাথ দাস (শ্রীজিতেন্দ্র মিশ্র), শ্রীরুক্মিণীকান্ত দাস (শ্রীরবি শর্ম্মা), শ্রীশুকদেব দাস (শ্রীশশী শর্ম্মা), শ্রীনন্দকিশোর রায়না, শ্রীসতীশ গুপ্ত প্রভৃতি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় হরিভক্তি সম্মেলন অনুষ্ঠান সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব নয়মূর্ত্তি সন্ন্যাসী-ব্রহ্মচারিসহ ২৮ ডিসেম্বর হিমগিরি এক্সপ্রেসে জম্মু হইতে যাত্রা করতঃ কলিকাতা মঠে ৩০ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে কলিকাতা মঠের বার্ষিক উৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ২৫ পৌষ (১৩৯৬), ১০ জানুয়ারী (১৯৯০) বুধবার হইতে ২৯ পৌষ, ১৪ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় নরনারীগণ ব্যতীতও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

কলিকাতা ৩৫-সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সংকীর্ত্তন-ভবনে মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার সেনগুপ্ত, মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার নায়ক, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ. মাননীয় বিচারপতি শ্রীমহীতোষ মজুমদার, মাননীয় বিচারপতি শ্রীউমেশ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৌরোহিত্যে সান্ধ্য বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সভায় যথাক্রমে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, যাদবপুর বিশ্ব-

বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ সীতানাথ গোস্বামী, দক্ষিণ কলিকাতার ডেপুটি কমিশনার শ্রীসর্ব্বেশ চন্দ্র, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীবীরেন্দ্র কুমার সাহা। ১৪ জানুয়ারী বিশিষ্ট বক্তারূপে বক্তৃতা করেন ডাঃ শ্রীসমীর কুমার বিশ্বাস। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ। সভার আলোচ্য বিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল—'সংসার-দাবাগ্নি হইতে উদ্ধারের উপায়', 'শ্রীবিগ্রহসেবার উপকারিতা', 'ভক্ত-পরিচর্য্যার মাহাত্ম্য', 'মানবজাতির ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান', 'সর্ব্বোত্তম সাধন শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন'।

২৬ পৌষ, ১১ জানুয়ারী বৃহস্পতিবার শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক দিবসে শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা তিথিবাসরে—পূর্ব্বাহ্নে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধা-নয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক দর্শনের জন্য মঠে অগণিত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে ভোগরাগান্তে মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

২৯ পৌষ, ১৪ জানুয়ারী রবিবার শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা এবং বিচিত্র বাদ্যভাণ্ডসহ অপরাহ্ন ৩॥ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার রাসবিহারী এভিনিউ, কালীঘাট ও ভবানীপুর অঞ্চলের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় শ্রীমঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে উদ্দণ্ড নৃত্য-কীর্ত্তন সহযোগে অগ্রসর হইলে সমস্ত রাস্তা সংকীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী এবং শ্রীরাম ব্রহ্মচারী। আনন্দপুরের ভক্তগণের মৃদঙ্গ-বাদনসেবা ভক্তগণের হৃদয়োল্লাসকর হইয়াছিল। কলিকাতা মঠের ত্যক্তাশ্রমী সেবকগণের এবং গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

আগরতলায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

আগরতলাস্থিত (ত্রিপুরা) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তবৃন্দের এবং স্থানীয় মঠের শুভানুধ্যায়ী নাগরিকগণের পুনঃ পুনঃ আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ তাঁহার সতীর্থত্রয়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র, শ্রীঅহীন সিংহ, শ্রীমাণিক কুণ্ডু, শ্রীদ্বিজেন দাস প্রভৃতি একাদশ মূর্ত্তি সমভিব্যাহারে বিগত ৩ মাঘ, ১৭ জানুয়ারী বুধবার কলিকাতা দমদম বিমানবন্দর হইতে যাত্রা করতঃ মধ্যাহ্নে ১২-৩০ ঘটিকায় আগরতলায় বিমানবন্দরে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় শতাধিক নরনারী ভক্তগণের দ্বারা পুষ্পমাল্য জয়ধ্বনি ও সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। দমদম হইতে বিমান ছাড়িবার সময় ছিল প্রাতঃ ছয়টায়, রিপোর্টিং সময় প্রাতঃ ৫ ঘটিকায়। কালিঘাট মঠ হইতে অতি প্রত্যুষে যাত্রা করিয়া ঠিক সময়মত পৌঁছানবিষয়ে সন্দেহ হওয়ায় সকলে পূর্ব্বদিন রাত্রি ১০ ঘটিকায় ট্যাক্সিযোগে দমদম বিমানবন্দরে পৌঁছিয়াছিলেন।

সিকিউরিটি এন্‌ক্লোজারের (নিরাপত্তামূলক আরক্ষণ স্থানের) সম্মুখে বুকস্টলের সংলগ্ন স্থানে সকলে বিছানা পাতিয়া শুইলেও কাহারও সুনিদ্রা হয় নাই রাত্রি ১টা পর্য্যন্ত রেডিওর আওয়াজ হইতে থাকায়। পরদিন ৫টায় যথারীতি মালপত্র জমা দেওয়া হয় এবং সিকিউরিটি এন্‌ক্লোজারে (নিরাপত্তামূলক আরক্ষণ স্থানে) যাইতে ঘোষণা করায় সকলে প্রাতঃ ৫-৩০টায় তথায় প্রবেশ করেন। কিন্তু বিমান ছাড়ার কোনও ঘোষণা না হওয়ায় সকলেই উদ্বিগ্ন হইয়া পড়েন। অনেক পরে ঘোষণা হইল ত্রিপুরায় ঘন কুয়াশার জন্য বিমান ছাড়িতে বিলম্ব হইবে, পৌনে দশটায় ছাড়িতে পারে। পৌনে দশটায়ও বিমান ছাড়ে না, বিমান ছাড়ে বেলা ১২টায়। বিমান ছাড়ার অধিক বিলম্ব হইবে বিমানবন্দরের কর্ত্তৃপক্ষগণ যখন ইহা জানেন, তখন যাত্রিগণকে সিকিউরিটি এন্‌ক্লোজারে প্রবেশ করাইয়া দুর্ভোগ ভোগাইবার কি যুক্তি থাকিতে পারে ? শুনিলাম প্রত্যহই নাকি ঘনকুয়াশার জন্য বিমান ছাড়িতে বিলম্ব হইতেছে। যখন জানাই আছে কুয়াশার সময় বিমান ছাড়িতে দেরী হইবেই তখন বিমান ছাড়িবার সময় পরিবর্ত্তন করিলেই ত' যাত্রিসাধারণের কষ্টের অনেক লাঘব হয় ? বিমানবন্দর সংস্থার কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনা তাঁহারা যেন বিমানের যাত্রিসাধারণের কষ্টের প্রতি ও অর্থদণ্ডের প্রতি দৃষ্টি রাখেন।

মঠের সাধুগণ বাহিরের দ্রব্য গ্রহণ করেন না, সঙ্গে প্রসাদ আনিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহারা উহা গ্রহণের দ্বারা পিত্ত রক্ষা করিলেন।

আগরতলাবাসী ভক্তগণের ধৈর্য্য ও সাধুদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধার প্রশংসা না করিয়া পারা যায় না। তাঁহারা রিজার্ভ বাস, কার, জীপাদিযোগে আগরতলা বিমানবন্দরে প্রাতে পৌঁছিয়া বেলা ১২-৩০টা পর্য্যন্ত দীর্ঘ সময় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বক্ষণ সংকীর্ত্তনসেবায় সংরত ছিলেন। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি ধার্ম্মিকবর শ্রীকৃষ্ণ কুমার বসাক মহোদয় ভক্তগণের কষ্ট দেখিয়া সকলের জলযোগের ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছিলেন। পরস্পর পরস্পরের প্রতি এইরূপ সহানুভূতি এবং পরস্পরের কষ্ট লাঘবের চেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। বিমানবন্দর হইতে ভক্তগণ সংকীর্ত্তন করিতে করিতে বেলা ১টার পরে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলেন। মঠে যাঁহারা উৎকণ্ঠিতভাবে অপেক্ষা করিতেছিলেন, তাঁহারাও পরমোল্লাসে শ্রীল আচার্য্যদেবকে এবং সাধুগণকে তাঁহাদের হার্দ্দী শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করিলেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব আগরতলা মঠে ১০ মাঘ, ২৪ জানুয়ারী পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে মঠের সংকীর্ত্তনভবনে ভাষণ প্রদান করেন। প্রাতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠপ্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের হাইলাকান্দি হইতে প্রেরিত বাণী—যাহা ৫ম বর্ষ শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকায় (১৯৬৫ খৃষ্টাব্দে) প্রকাশিত হইয়াছে তাহা আলোচনামুখে হরিকথামৃত পরিবেশিত হয়। রাত্রির ধর্ম্মসভায় শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

স্থানীয় মঠের সেবকগণের বিশেষ আমন্ত্রণে ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় শ্রীসুধীর রঞ্জন মজুমদার মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীজহর সাহা, মঠের শুভানুধ্যায়ী প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীযতীন্দ্র মজুমদার, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটীর এড্‌মিনিষ্ট্রেটর শ্রীচিদানন্দ বর্ম্মণ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ২৩ জানুয়ারী রাত্রি ৮-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন শ্রীজগন্নাথদেবের প্রতি এবং শ্রীমঠের আচার্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য। বিশিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিগণ যদি ঈশ্বরের প্রতি শ্রদ্ধা ও ধর্ম্মানুরাগতার আদর্শ প্রদর্শন করিতে থাকেন তাহার প্রভাব জনসাধারণের উপর পড়িবেই, সমাজে নাস্তিক্য বিচারের, পাপপ্রবণ দূষিত পরিবেশের পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা হইবে। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী ও মাননীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী উভয়েই সভায় মনুষ্যের মধ্যে ঐক্য সংস্থাপনের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর অবদান-বৈশিষ্ট্যের কথা উল্লেখ করেন। বিশিষ্ট অভ্যাগতগণ সকলকেই মঠে শ্রীজগন্নাথদেবের বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১ম সংখ্যা ২৪ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীল গুরুদেব উক্তদিবস প্রাতে সতীর্থগণসহ বড়গঙ্গায় স্নানকার্য্য সম্পন্ন করার পর পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমন্দিরে স্বয়ং যাইয়া শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-রাধানয়ননাথজীউ শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক ও ষোড়শোপচারে পূজাবিধানান্তে নাট্যমন্দিরে নিজ সতীর্থগণকে মাল্যচন্দন ও বস্ত্রাদি দ্বারা শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। অতঃপর ভক্তগণের প্রার্থনায় শ্রীল গুরুদেব আসনে উপবিষ্ট হইলে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ গুরুদেবের যথাবিধি পূজা, আরতি বিধান করিলে ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ শিষ্যগণ কর্ত্তৃক ক্রমানুযায়ী শ্রীগুরু-পাদপদ্মে ভক্তিপুষ্পাঞ্জলি অর্পিত হয়। সান্ধ্যধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীগুরুদেব তদাশ্রিত শিষ্যগণকে উপদেশ প্রদানমুখে বলেন—

'অদ্য শ্রীউত্থানৈকাদশী-তিথিবাসরে আমাদের পূর্ব্বাচার্য্য পরমহংস শ্রীমদ্ গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের বিরহতিথি-পূজা। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ পুরী মহারাজের নিকট তাঁ'র অলৌকিক চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে আপনারা অনেক কথা শুনেছেন। আমি তাঁর নাম উচ্চারণ করে তাঁর কৃপা প্রার্থনা করছি, তদভিন্ন বিগ্রহ শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা প্রার্থনা করছি। দৈবক্রমে এই তিথিতে আমার জন্ম হয়েছে। আমাকে যাঁরা স্নেহ করেন, তাঁরা আজকের তিথিতে স্নেহপরবশ হয়ে আমাকে প্রচুর আশীর্ব্বাদ করেছেন। এমন মূর্খ কে আছে যিনি আশীর্ব্বাদ মাথা পেতে নেন না, লাভের সুযোগ গ্রহণ করেন না? সুতরাং আমি সকলের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করছি। আপনাদের আশীর্ব্বাদে যেন আমার সর্ব্বেন্দ্রিয় সর্ব্বক্ষণ কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবায় নিয়োজিত থাকে। যতিগণ জন্মতিথিতে গুরুপূজা করে থাকেন। সুতরাং আমার পক্ষে উহা বিশেষ তিথিকৃত্য। আমার নিকট গুরু তিন প্রকার—(১) গু+রু—অজ্ঞান+নাশকারী। অখণ্ড জ্ঞানতত্ত্ব ভগবানের আবির্ভাবে অজ্ঞান দূরীভূত হয়। সুতরাং মূল গুরু শ্রীভগবান্। (২) যিনি আমাকে সাক্ষাৎভাবে আকর্ষণ ক'রে ভগবৎসেবায় নিয়োজিত করেছেন, যিনি ভগবানের দ্বিতীয় মূর্ত্তি, তিনি আমার শ্রীগুরুপাদপদ্ম বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রভুপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর। (৩) তৃতীয় গুরুপাদপদ্ম বৈষ্ণবগণ। তাঁরা কি করেন? গুরুদেব যেমন শিষ্যকে সর্ব্বদা সেব্যের সেবাতে নিয়োজিত রাখেন, বৈষ্ণবগণও তদ্রূপ আমাদিগকে আরাধ্যের সেবাতে নিযুক্ত রাখেন। শিষ্যগণ আর একপ্রকার গুরু, তাঁরা শিষ্যরূপে থেকে প্রকৃতপক্ষে গুরুর কার্য্য করেন অর্থাৎ আমাকে সর্ব্বদা গুরুসেবায় নিয়োজিত রাখেন। কোনকিছু ব্যতিক্রম করার উপায় নাই, এদিক ওদিক হলেই ধরবে। সুতরাং শিষ্যগণ আমার গুরুবর্গ। শিষ্যগণ কীর্ত্তন করে পূজা করলো। আমি শুনে পূজা করলাম। শুনে পকেটিফাই কর্‌বার দুষ্প্রবৃত্তি হলে আর পূজা হবে না। কীর্ত্তন যেমন ভক্তি, শ্রবণও তদ্রূপ ভক্তি। যে যে-ভাষাই ব্যবহার করুন, তাঁরা সকলেই আমার সেব্য। কিন্তু সেব্য হলেও পরম স্নেহেতে পরম সেব্যকেও শাস্য, লাল্য, পাল্য করে দেয়। যেমন যশোদা মাতা, নন্দ মহারাজ গোপালকে শাসন করছেন, লালন, পালন করছেন। যখন যশোদা মাতা গোপালকে বাঁধেন, তখন সেব্যবুদ্ধিতে বাঁধেন নি, পাল্যবুদ্ধিতে বেঁধেছেন। সেব্যতে পালকবুদ্ধি ও পাল্যবুদ্ধি দুইই সম্ভব। সুতরাং পাল্য-পালকবোধ শুদ্ধভক্তেতেও থাকে। শ্রীল প্রভুপাদ শিষ্যদের প্রভু' বল্‌তেন—ছোট ছোট শিষ্যকেও 'প্রভু', 'আপনি' বল্‌তেন। কাউকে কাউকে মাত্র 'তুই', 'তুমি' বলেছেন। তিনি যাঁকে 'প্রভু' বল্‌ছেন, 'আপনি' বল্‌ছেন আবার তাঁকে শাসনও কর্‌ছেন। যাঁকে 'প্রভু' বলা হচ্ছে, তাঁকে কি শাসন করা যায়, paradoxical নয় কি? ইহা কপটতা বলে মনে হতে পারে। কিন্তু কপটতা নয়, যখন 'প্রভু' বল্‌ছেন তখন ঠিকই বল্‌ছেন, আবার যখন অন্য ভাব আসছে তখন আবার শাসন কর্‌ছেন। গুরুদেব একবিচারে শাসক, অপর বিচারে বন্ধু, হিতকর্ত্তা, প্রিয়তম।

যাঁরা আমাকে আশীর্ব্বাদ কর্‌লেন তাঁদের নিকট আমি কৃতজ্ঞ। তাঁদের আশীর্ব্বাদে যেন আমার

চিত্তবৃত্তি কেবলমাত্র কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবায়ই নিয়োজিত হয়। আর যদি কেউ পূজা করে থাকেন, তিনি প্রকৃত পূজ্যবস্তু আমার গুরুদেবের প্রতি পূজা বিধান করেছেন। গুরুদেবের সেবা সাক্ষাৎ ভগবানের সেবা। কারণ গুরুদেবেতে ভগবানের প্রীতিবিধান ছাড়া অন্য কোন সত্তা আছে দেখি নাই। তিনি জান্‌তেন না কৃষ্ণসেবা ছাড়া জীবের অন্য কোন স্বার্থ আছে। যদি জান্‌তেন তা'হলে আমার মত ব্যক্তিকে মঠে রাখ্‌তে পারেন না।

"বাচোবেগং মনসঃ ক্রোধবেগং জিহ্বাবেগমুদরোপস্থবেগম্।
এতান্ বেগান্ যো বিষহেত ধীরঃ সর্ব্বামপীমাং পৃথিবীং স শিষ্যাৎ ॥"
—শ্রীল রূপ গোস্বামি-কৃত উপদেশামৃতের প্রথম শ্লোক

যাঁরা ষড়্‌বেগজয়ী, তাঁরা অপরকে শাসন কর্‌তে পারেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতে উপরিউক্ত উপদেশ গৃহস্থদের জন্য, গৃহত্যাগীর জন্য নয়, কারণ যিনি গৃহত্যাগী হবেন তাঁর পূর্ব্বেই ষড়্‌বেগজয় হয়েছে ধরে নিতে হবে। ষড়্‌বেগ দমন না করে ত্যাগী হলে বান্তাশী হওয়ার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু শ্রীল প্রভুপাদ আমার মত ব্যক্তিকে, যার ষড়্‌বেগ দমন হয়নি, তাকে ত্যাগী কর্‌লেন কেন? আমি ভুল কর্‌তে পারি; কিন্তু তিনি ভুল কর্‌তে পারেন না। তিনি আমার হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে আমার শাসক, পালক হয়ে কেন আমাকে মঠে রাখেন? কারণ তিনি এটা স্থির নিশ্চয়ের সহিত বুঝেছেন—বৈষ্ণবসঙ্গ, বৈষ্ণবসেবা ছাড়া জীবের মঙ্গলের আর দ্বিতীয় রাস্তা নাই। বৈষ্ণবসেবার ফলে, সাধুসঙ্গের ফলে, শাস্ত্রাদি শ্রবণের ফলে জীবের মধ্যে ভগবানের মহিমা অনুভবের বিষয় হয়। তখন সে ভগবানের উপাসনায় আগ্রহান্বিত হয়। স্থূলভাবে সমস্ত ইন্দ্রিয় দমন কর্‌তে পারলেই যে হরিভক্ত হওয়া যাবে তার কোনও guarantee নাই। তা'হলে জগতে বহু খোজা আছে, তারা সব হরিভক্ত হ'ত। শ্রীল প্রভুপাদ—হরিপ্রিয়া—কৃষ্ণপ্রিয়া—কৃষ্ণপ্রীতি ছাড়া তা'র কোনও সত্তা নাই। যদি কৃষ্ণপ্রীতিই না হলো, আমার প্রভুর সেবা না হলো, সেই ত্যাগের কানা কপর্দক মূল্য নাই, উহা ফল্গুত্যাগ। ঐপ্রকার বহির্ম্মুখ ত্যাগী, ব্রহ্মচারী অপেক্ষা ভগবৎ-সেবাপরায়ণ ব্যক্তি আমাদের প্রিয় ও বহুগুণে শ্রেষ্ঠ। কারণ প্রাক্তন কর্ম্মবশতঃ তা'র মধ্যে কিছুদিন ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য দেখা গেলেও শ্রেষ্ঠ রসের আস্বাদনের দরুণ ক্রমশঃ তাঁর ইন্দ্রিয়বেগ সম্যক্‌প্রকারে দমিত হবে, কৃষ্ণেতর বিষয়ে তাঁর কোনও মোহ বা অনুরাগ থাক্‌বে না। "বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ। রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে ॥"—গীতা। উপবাস কর্‌লেই কি খাওয়ার প্রবৃত্তিটা বন্ধ হয়ে যায়? বিষয় গ্রহণ না কর্‌লেও বিষয় গ্রহণের প্রবৃত্তি দূর হয় না। শ্রেষ্ঠ রসাস্বাদন হলে নিকৃষ্ট রসের মোহ আপনা হ'তে কেটে যায়। ভগবৎপ্রেমরস আস্বাদনের বিষয় হলে ইতর রসের প্রতি আর মোহ থাকে না—ইহাকেই যুক্তবৈরাগ্য বলে। এজন্য যুধিষ্ঠির মহারাজকে নারদ উপদেশ করেছিলেন—'যেনকেনাপ্যুপায়েন মনঃ কৃষ্ণে নিবেশয়েৎ'। 'মহারাজ যুধিষ্ঠির! যে কোন উপায়ে পার মনকে কৃষ্ণে লাগিয়ে দাও।' আমি বৈরাগ্য কর্‌ছি, সঙ্কল্প-বিকল্পাত্মক মনের সঙ্গ কর্‌ছি, কিন্তু কৃষ্ণের সঙ্গ কর্‌ছি না, তাতে আমার কি সুবিধা হবে? আমার যে পূজা কর্‌তে পারে স্তব স্তুতি কর্‌তে পারে, তার সঙ্গ আমার হিতকারী নহে। যিনি শাসন করেন, নিয়ন্ত্রণ করেন, আমার ভুল দেখিয়ে দেন, তাঁর সঙ্গই আমার পক্ষে হিতকর।

পার্থিব শিক্ষা অশিক্ষার উপর হরিভক্তি নির্ভর করে না। তা'হলে বিদ্বান্ বা পণ্ডিত ব্যক্তিরা হরিভক্ত হ'ত। যাঁরা কৃষ্ণভজনকে জীবনের একমাত্র প্রয়োজন বলে বুঝ্‌তে পেরেছেন, তাঁদের লেখাপড়া শিক্ষার জন্য সময় ব্যয় করার কোনও আবশ্যক করে না। আমার একটি কথা মনে পড়ে, তখন আমি মাদ্রাজ শ্রীগৌড়ীয় মঠে ছিলাম। শ্রীপাদ শ্রীধর মহারাজ, শ্রীপাদ বন মহারাজ প্রভৃতি সতীর্থ বৈষ্ণবগণও তৎকালে তথায় ছিলেন। প্রথম জীবনে আমাকে প্রায় দশ বৎসর মাদ্রাজ মঠে কাটাতে হয়েছিল এবং আমাদের সম্মিলিত প্রচেষ্টাতেই মাদ্রাজ গৌড়ীয় মঠ নির্ম্মিত হয়। সেই সময় মাদ্রাজ মঠের জমিদাতা

বিচারপতি শ্রীসদাশিব আয়ারের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র আয়ার মাদ্রাজে সর্ব্বসাধারণের মধ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য আমাদিগকে তামিল ভাষা শিক্ষা করতে পরামর্শ দিয়েছিলেন ও তদ্বিষয়ে সহায়তাও করেছিলেন। কিন্তু তিনদিন শিক্ষার পর গুরুদেবের Telegram এল, আমাকে পুরী চলে যেতে হলো। পরে প্রভুপাদের নিকট অবশ্য প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল—ছয়মাস থেকে তামিল শিক্ষার জন্য। কিন্তু প্রভুপাদ তখন বলেছিলেন—"ভাষার দ্বারা কৃষ্ণভক্তি প্রচার হয় না, বিদ্যাবত্তা বা পাণ্ডিত্য প্রচার হতে পারে। যাঁর মধ্যে ভগবৎপ্রীতি আছে, তাঁর দ্বারাই ভগবৎপ্রীতি প্রচারিত হবে। তোমরা যে-ভাষা জান, সে-ভাষাতেই প্রচার কর। ভাষা শিক্ষার জন্য তোমাদের বহু মূল্যবান্ সময় আমি নষ্ট কর্‌বার পরামর্শ দিতে পারি না" ভগবৎপ্রীতি culture-অনুশীলন এর জন্য মঠ। ভগবৎপ্রীত্যনুশীলনে নিজের সুখ এবং উহা সকলের সুখদায়ক। যিনি ভগবান্‌কে ভালবাসেন তিনি সকল জীবকেই ভালবাসেন। সাধু-ভক্তের সঙ্গেতেই ভগবদ্ভক্তির উন্মেষ হয়। 'সঙ্গেন সাধুভক্তানামীশ্বরারাধনেন চ"।

আমি অসমর্থ হলেও আমার ইষ্টদেব সমর্থ। যদি আপনারা আমাকে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবায় নিয়োজিত রাখেন, আমার ইষ্টদেব শ্রীল প্রভুপাদ, শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ আপনাদিগকে অবশ্যই কৃপা কর্‌বেন। আপনারা জয়যুক্ত হউন। শ্রীল প্রভুপাদ প্রসন্ন হউন।"

কলিকাতা মঠে বার্ষিক উৎসব

[ইং ১৯৬৮ হইতে ইং ১৯৭৪]

কলিকাতায় ৩৫-সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব ২৬ পৌষ (১৩৭৪), ১১ জানুয়ারী (১৯৬৮) বৃহস্পতিবার হইতে ১ মাঘ, ১৫ জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত ; ১৯ পৌষ (১৩৭৫), ৩ জানুয়ারী (১৯৬৯) শুক্রবার হইতে ২৩ পৌষ, ৭ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ; ৮ মাঘ (১৩৭৬), ২২ জানুয়ারী (১৯৭০) বৃহস্পতিবার হইতে ১২ মাঘ, ২৬ জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত ; ২২ পৌষ (১৩৭৭), ৭ জানুয়ারী (১৯৭১) বৃহস্পতিবার হইতে ২৬ পৌষ, ১১ জানুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত ; ১৩ পৌষ (১৩৭৮), ২৯ ডিসেম্বর (১৯৭১) বুধবার হইতে ১৭ পৌষ, ২ জানুয়ারী (১৯৭২) রবিবার পর্য্যন্ত ; ৩ মাঘ (১৩৭৯), ১৭ জানুয়ারী (১৯৭৩) বুধবার হইতে ৭ মাঘ, ২১ জানুয়ারী রবিবার পর্য্যন্ত ; ১৯ পৌষ (১৩৮০), ৪ জানুয়ারী (১৯৭৪) শুক্রবার হইতে ২৩ পৌষ, ৮ জানুয়ারী মঙ্গলবার পর্য্যন্ত শ্রীল গুরুদেবের সেবানিয়ামত্বে শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন, শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণের সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা ও বিচিত্র বাদ্যভাণ্ডসহ দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণ এবং শ্রীকৃষ্ণের পুষ্যাভিষেক তিথিতে শ্রীবিগ্রহগণের বিশেষ পূজা, মহাভিষেক, ভোগরাগ ও মহোৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়।

বিশেষ ধর্ম্মসভাসমূহে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন ঃ—কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব মাননীয় বিচারপতি শ্রীপাঁচকড়ি সরকার, কলিকাতা কর্পোরেশনের মেয়র শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দে, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ, ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, অধ্যাপক শ্রীহরিপদ ভারতী, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, শ্রীদুলাল গোপাল মুখোপাধ্যায়, কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীপুরুষোত্তম চট্টোপাধ্যায়—মাননীয় বিচারপতি শ্রীতরুণ কুমার বসু—মাননীয় বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখোপাধ্যায়—মাননীয় বিচারপতি শ্রীজ্ঞানধীর শর্ম্মা সরকার, শ্রীগৌরীনাথ মিত্র বার-য়্যাট্-ল, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব বিচারপতি ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের

কলিকাতা মঠের ইং ১৯৭৩ সালের বার্ষিক ধর্ম্মসভার অন্তিম অধিবেশনে মঞ্চোপরি দক্ষিণ হইতে শ্রীমৎ পরমহংস মহারাজ, শ্রীল গুরুদেব, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খাঁ, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ (ভাষণরত)

ভূতপূর্ব্ব উপাচার্য্য শ্রীশম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থসচিব ও কমিশনার শ্রীজিতেন্দ্র লাল কুণ্ডু, কলিকাতা হাইকোর্টের ভূতপূর্ব্ব মাননীয় প্রধান বিচারপতি শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় —মাননীয় বিচারপতি শ্রীদুর্গাদাস বসু,

(ক্রমশঃ)

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ইং১৯৭৪ সালের প্রথম বার্ষিক অধিবেশনে বাম হইতে —অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ (ভাষণরত), বিচারপতি শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীনিখিল চন্দ্র তালুকদার ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাধ্যক্ষ শ্রীল গুরুদেব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু „ „ „
(৪) গীতাবলী „ „ „
(৫) গীতমালা „ „ „
(৬) জৈবধর্ম্ম „ „ „
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত „ „ „
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি „ „ „
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য „ „ „
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা „ „ „ „
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..............................
Vill..............................
P. O..............................
Dist..............................
Pin..............................

◆

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রিংশ বর্ষ—৩য় সংখ্যা
বৈশাখ, ১৩৯৭

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০
১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)
১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)
১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩০শ বর্ষ
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, বৈশাখ ১৩৯৭
১৯ মধুসূদন, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ বৈশাখ, রবিবার, ২৯ এপ্রিল ১৯৯০
৩য় সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর
২৮শে জ্যৈষ্ঠ ১৩২৩ সাল, ১০ই জুন ১৯১৬

* * *

আপনার ১লা বৈশাখের কার্ড এবং ১৯শে বৈশাখের পত্র যথাকালে পাইয়াছি। নানাপ্রকার গোলমালের জন্য যথাসময় পত্রের উত্তর লিখিতে সমর্থ হই নাই। * * * "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত" বুঝিয়া পাঠ করিবেন এবং অপরাধশূন্য হইয়া হরিনাম করিবেন। 'সদাশিব" অর্থে মহাবিষ্ণুর অবতার বুঝায়। রুদ্র ও সদাশিবে ভেদ আছে। "ভক্তি-চৈতন্যচন্দ্রিকা" * * গ্রন্থ পড়িবার আবশ্যক নাই। যাঁহারা পাঁচপ্রকার দেবতার পূজা করেন, তাঁহাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলা যায় না। অবৈষ্ণবেরা ভগবানের সহিত অন্য দেবতাকে সমান জ্ঞান করেন, তজ্জন্য তাঁহারা অবৈষ্ণব ও মায়াবাদী। ভগবান্ একমাত্র, কিন্তু দেবতা অনেক। কালী, দুর্গা, গণেশ প্রভৃতি দেবতাগণকে অবৈষ্ণবগণ স্বতন্ত্র ঈশ্বর-বুদ্ধিতে পূজা করেন, এজন্যই তাঁহারা অবৈষ্ণব। শ্রীগীতাই তাহার প্রমাণ। অবৈষ্ণবকে 'বৈষ্ণব' বলিলে অপরাধ হয়। * * * যাহাকে তাহাকে বৈষ্ণব মনে করা অপরাধ। স্বতন্ত্র-পরমেশ্বর-বুদ্ধিতে অন্য দেব-দেবীর প্রণাম, পূজাদি করিতে নাই। পরমেশ্বরের সেবক-বিচারে দেব-দেবীর নিত্যস্বরূপের সম্মান দোষাবহ নহে। যাহারা অবৈষ্ণবগণকে 'বৈষ্ণব' বলে ও স্বতন্ত্র-বিচারে দেব-দেবীর উপাসনা করে, তাহাদের ঐকান্তিকতা ও অনন্যতা না থাকায় তাহারা ভক্ত হইতে পারে না। আপনি ঐপ্রকার দুঃসঙ্গ মনে মনে ছাড়িয়া 'উপদেশামৃত" পাঠ করুন। কৃষ্ণ অবশ্যই আপনার মঙ্গল বিধান করিবেন। যাহারা 'পাঁচমিশাল ধর্ম্ম' যাজন করে, তাহারা ভগবানের সেবা করিতে পারে না। আপনার ভজনকুশল জানাইবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতপ্রেস
পোঃ কৃষ্ণনগর, নদীয়া
৯ই ভাদ্র ১৩২৩, ২৫শে আগষ্ট ১৯১৬

আপনার ৭ই আষাঢ় ও ২৮শে আষাঢ় তারিখের দুইখানি পত্র পাইয়াছিলাম। নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় যথাকালে উত্তর দিতে পারি নাই। আমি আষাঢ় মাসের প্রথম হইতে কৃষ্ণনগরে আছি। গতকল্য শ্রীমান্ ম * * এখানে আসিয়াছে, অদ্য কলিকাতা ফিরিবে। তাহার মানসিক অবস্থা ভাল নয়। সর্ব্বদা হরি-গুরু-বৈষ্ণবসেবা করিলে জীব সংসার হইতে অবসর পান, নতুবা বিষয় আসিয়া গ্রাস করে। শ্রদ্ধার সহিত সর্ব্বক্ষণ হরিনাম করিবেন। "উপদেশামৃত", "চরিতামৃত" প্রভৃতি সর্ব্বদা পাঠ করিয়া তাহার মর্ম্ম বুঝিবেন। ভগবান্ পরম দয়ালু, অবশ্যই কোন-না-কোনদিন তাঁহার দয়া হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতপ্রেস
কৃষ্ণনগর, নদীয়া
২৫শে আশ্বিন ১৩২৩, ১১ই অক্টোবর ১৯১৬

* * *

আপনার ২১শে আশ্বিন তারিখের পত্র পাইলাম। আপনি আমার বিজয়ার আশীর্ব্বাদ জানিবেন। সময়াভাবে আমি অনেক সময় যথাকালে পত্রোত্তর লিখিতে পারি না, বিলম্ব হইয়া যায়। সে সকল ত্রুটী কৃষ্ণ ক্ষমা করেন। শ্রীমান্ * * কে আর আপনারা 'ব্রহ্মচারী' লিখিবেন না। * * অধঃপতিত হইয়াছে। * * শ্রীশ্রীকৃষ্ণের চরণে অপরাধী হইলে স্বতন্ত্র জীবের এই দুর্গতি হয়। আপনারা নিরন্তর কৃষ্ণনাম গ্রহণ করুন। অপরাধশূন্য হইয়া ভক্তিগ্রন্থ পাঠ করুন। আপনাদের আদর্শ জীবন দেখিয়া অনেকে সন্তুষ্ট হউন। ম * * সয়তানের হস্তে পড়িয়াছে বলিয়া আমরা হরিসেবা ছাড়িব না। জন্ম-জন্মান্তরে ম—এর কল্যাণ হইবে। ইহজন্মে তাহার আর কিছু সুবিধা দেখিতেছি না। সে আমাদিগকে নিষ্ঠুরভাবে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার দুর্ভাগ্য দেখিয়া আপনারা ভীত হইবেন না। ম—র কথা লইয়া অজ্ঞলোক আমাদিগকে নিন্দা করিবে জানি। আশা করি, আপনি সমস্ত সয়তানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া নির্ভয়ে শ্রীশ্রীহরিনাম করিতেছেন। শ্রদ্ধা না হইলেও অত্যন্ত যত্নের সহিত সর্ব্বদা হরিনাম করিবেন। অত্রস্থ কুশল, ভক্তগণকে দণ্ডবৎ জানাইবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

* * *

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ২৯ পৃষ্ঠার পর]

ষষ্ঠাপরাধঃ অন্যশুভকর্ম্মণা সহ নাম্নঃ সাম্যবুদ্ধিঃ।

নারদঃ। [৪।৩১।৯-১২]

তজ্জন্ম তানি কর্ম্মাণি তদায়ুস্তন্মনো বচঃ।
নৃণাং যেন হি বিশ্বাত্মা সেব্যতে হরিরীশ্বরঃ ॥৩৬॥

কিং জন্মভিস্ত্রিভির্বেহ শৌক্রসাবিত্রযাজ্ঞিকৈঃ।
কর্ম্মভির্বা ত্রয়ী প্রোক্তৈঃ পুংসোঽপি বিবুধায়ুষা ॥৩৭

শ্রুতেন তপসা বা কিং বচোভিশ্চিত্তবৃত্তিভিঃ।
বুদ্ধ্যা বা কিং নিপুণয়া বলেনেন্দ্রিয়রাধসা ॥৩৮॥

কিংবা যোগেন সাংখ্যেন ন্যাসস্বাধ্যায়য়োরপি ।
কিংবা শ্রেয়োভিরন্যৈশ্চ ন যত্রাত্মপ্রদো হরিঃ ॥৩৯॥

অন্যদেবোপাসনাদিশুভকর্ম্মণাং নাম্না সহ ন সাম্যম্ । [৪।৩১।১৪]

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন
তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং
তথৈব সর্ব্বার্চনমচ্যুতেজ্যা ॥৪০॥

অন্যশুভকর্ম্মণাং ফল্গুত্বম্ । দেবাঃ [৬।৯।২১]

অবিস্মিতং তং পরিপূর্ণকামং
স্বেনৈব লাভেন সমং প্রশান্তম্ ।
বিনোপসর্পত্যপরং হি বালিশঃ
শ্বলাঙ্গুলেনাতিতিতর্তি সিন্ধুম্ । ৪১॥

সপ্তমাপরাধঃ অশ্রদ্দধানেষু নামোপদেশঃ । প্রহ্লাদ ।
[৭।৯।৯-১১]

মন্যে ধনাভিজনরূপতপঃশ্রুতৌজ-
স্তেজঃপ্রভাববলপৌরুষবুদ্ধিযোগাঃ ।
নারাধনায় হি ভবন্তি পরস্য পুংসো
ভক্ত্যা তুতোষ ভগবান্ গজযূথপায় ॥৪২॥
বিপ্রাদ্দ্বিষড়্গুণযুতাদরবিন্দনাভ-
পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্ ।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-
প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমাণঃ ॥৪৩॥
নৈবাত্মনঃ প্রভুরয়ং নিজলাভপূর্ণো
মানং জনাদবিদুষঃ করুণো বৃণীতে ।
যদ্যজ্জনো ভগবতো বিদধীত মানং
তচ্চাত্মনে প্রতিমুখস্য যথা মুখশ্রীঃ ॥৪৪॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

অন্য শুভকর্ম্মের সহিত নামকে সমান মনে করিলে অপরাধ হয় । সেই জন্মই জন্ম, সেই কর্ম্মই কর্ম্ম, তাহাই আয়ু, তাহাই মন এবং তাহাই বাক্য, যদ্দ্বারা বিশ্বাত্মা ঈশ্বর হরি পরিসেবিত হন । ভক্তির নিকট ঐসকল শুভকর্ম্মের তুচ্ছতা দেখুন ॥ ৩৬ ॥

শৌক্র, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক এই ত্রিবিধ জন্মের দ্বারা কি লাভ ? বেদত্রয়ে যে সকল কর্ম্ম ব্যবস্থাপিত আছে, তাহাতেই বা কি ? দেবতাগণের আয়ুলাভ করিয়াই বা কি হয় ? বেদাধ্যয়নেই বা কি লাভ ? বাগ্মিতা ও চিত্তবৃত্তির দ্বারাই বা কি হয় ? বুদ্ধি বা নৈপুণ্য দ্বারাই বা কি লাভ ? ইন্দ্রিয়চেষ্টা ও বলের দ্বারাই বা কি হয় ? যোগের দ্বারাই বা কি ? সাংখ্যজ্ঞানেই বা কি হয় ? সন্ন্যাস, বেদপাঠ বা অন্যান্য শ্রেয় দ্বারাই বা কি হয়, যদি আত্মপ্রদ হরিকে না পাওয়া যায় । এইসকল শুভকর্ম্ম জড়ময় । হরিনাম চিন্ময় । তাঁহার সহিত জড়কর্ম্মের তুলনা করিলে অপরাধ হয় ॥ ৩৭-৩৯ ॥

অন্য দেবোপাসনাকেও হরিনামের তুল্য মনে করিলে ষষ্ঠাপরাধ হয় । তরুমূলে জলসেচন করিলে বৃক্ষের স্কন্ধ, ভুজ ও উপশাখা সকল তৃপ্ত হয় । প্রাণ সন্তুষ্ট হইলে সকল ইন্দ্রিয় প্রসন্ন থাকে, তদ্রূপ কৃষ্ণোপাসনা-দ্বারাই সকল দেবতার অর্চ্চন হয় । পৃথক্ পূজা নিষ্ফল ॥ ৪০ ॥

কৃষ্ণ পরিপূর্ণকাম, স্বীয় লাভে পরিপূর্ণ, সম ও প্রশান্ত । তাঁহাকে ছাড়িয়া শুভকর্ম্মাদি ও তত্তদুদ্দিষ্ট কোন দেবতাকে যে আশ্রয় করে, সেও মূঢ় । সমুদ্র পার হইবার জন্য যাহারা কুকুরের লেজ ধরে, সেও তদ্রূপ ॥৪১॥

অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে নামাপরাধ হয় । ধন, অভিজন, রূপ, তপ, শ্রুত, ওজ, প্রভাব, বল, পৌরুষ ও বুদ্ধিযোগ এই সকল পরমপুরুষের আরাধনার যোগ্য হয় না । দীনব্যক্তির শ্রদ্ধাই তদারাধনার যোগ্য । গজ-যূথপতির শ্রদ্ধাজাত ভক্তিতেই ভগবান্ তুষ্ট হইয়াছিলেন ॥ ৪২ ॥

দ্বাদশগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণ যদি ভগবৎ পাদারবিন্দ-বিমুখ হন অর্থাৎ কৃষ্ণে শ্রদ্ধাহীন হন, তাহা অপেক্ষা ভক্ত চণ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ অধিকারী বলিয়া আমি জানি, কেন না তাঁহার মন, বচন, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ কৃষ্ণে অর্পণ করিয়াছেন । তিনি আপন কুলসহিত জগৎ পবিত্র করিতে পারেন । কিন্তু শ্রদ্ধাহীন ভূরিমান-বিশিষ্ট ব্রাহ্মণটী কৃষ্ণভক্তির অভাবে স্বীয় কূল ও জগৎ পবিত্র করা দূরে থাকুক, নিজেকেও পবিত্র করিতে পারেন না ॥ ৪৩ ॥

কৃষ্ণ নিজলাভপূর্ণ । কৃষ্ণনামে অশ্রদ্দধান মায়া-

নাম্নো বলাৎ পাপাচারবুদ্ধিরেব অষ্টমাপরাধঃ। পরীক্ষিৎ শুকম্ [৬।১।১০]

কৃচিন্নিবর্ততেঽভদ্রাৎ কৃচিচ্চরতি তৎপুনঃ।
প্রায়শ্চিত্তমতোঽপার্থং মন্যে কুঞ্জরশৌচবৎ ॥

[৭।১৫।৩৬]

যঃ প্রব্রজ্য গৃহাৎ পূর্ব্বং ত্রিবর্গাবপনাৎ পুনঃ।
যদি সেবেত তান্ ভিক্ষুঃ স বৈ বান্তাশ্যপত্রপঃ ॥৪৫॥

আলস্যবিক্ষেপাত্মকপ্রমাদঃ নবমাপরাধঃ। পরীক্ষিতম্ [২।২।৩৬]

তস্মাৎ সর্ব্বাত্মনা রাজন্ হরিঃ সর্ব্বত্র সর্ব্বদা।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্তব্যো ভগবান্নৃণাম্। ৪৬

পরীক্ষিৎ শুকম্ [৬।১।৯

দৃষ্টশ্রুতাভ্যাং যৎপাপং জানন্নপ্যাত্মনোঽহিতম্।
করোতি ভূয়ো বিবশঃ প্রায়শ্চিত্তমথো কথম্ ॥৪৭

[৬।১।১২]

নাশ্নতঃ পথ্যমেবান্নং ব্যাধয়োঽভিভবন্তি হি।
এবং নিয়মকৃদ্রাজন্ শনৈঃ ক্ষেমায় কল্পতে ॥৪৮॥

যমঃ দূতান্। নামগ্রহণস্য নিত্যতা [৬।৩।২৯]

জিহ্বা ন বক্তি ভগবদ্গুণনামধেয়ং
চেতশ্চ ন স্মরতি তচ্চরণারবিন্দম্।
কৃষ্ণায় নো নমতি যচ্ছির একদাপি
তানানয়ধ্বমসতোঽকৃতবিষ্ণু কৃত্যান্ ॥৪৯॥

চিত্রকেতুঃ ভগবন্তম্ [৬।১৬।৪৪]

ন হি ভগবন্নঘটিতমিদং
ত্বদ্দর্শনান্নৃণামখিলপাপক্ষয়ঃ।
যন্নাম সকৃৎশ্রবণাৎপুক্কশো-
ঽপি বিমুচ্যতে সংসারাৎ ॥৫০॥

ভক্তানাং প্রার্থনা। পৃথুর্ভগবন্তম্ [৪।২০।২৪]

ন কাময়ে নাথ তদপ্যহং কৃচি-
ন্ন যত্র যুষ্মচ্চরণাম্বুজাসবঃ।
মহত্তমান্তর্হৃদয়ান্মুখচ্যুতো
বিধৎস্ব কর্ণাযুতমেষ মে বরঃ ॥৫১॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্ব-
প্রকরণে সাধনভক্তিনিরূপণম্ নাম
ত্রয়োদশঃ কিরণঃ।

বাদী অপণ্ডিত লোকের উপাসনা তিনি গ্রহণ করে না, যেহেতু তিনি কেবল শ্রদ্ধাবান্ ভক্তের প্রতি করুণ। অতএব ভক্ত নিজপ্রভু ভগবানের যে পূজা করেন, তাহা পরম প্রিয় বলিয়া কৃষ্ণকে দেন। তদনুসারে নিজের মুখে প্রতিমুখশ্রীরূপ উদয় হয়। ৪৪ ॥

নাম-গ্রহণাদি পরম প্রায়শ্চিত্ত অবলম্বন করিয়া সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়। আবার প্রায়শ্চিত্তের ভরসায় সেই পাপ আচরণ করে, তাহার পক্ষে আর কি প্রায়শ্চিত্ত? তাহার কুঞ্জর-স্নানের ন্যায় সকলই বৃথা। নারদ বলেন, যিনি ত্রিবর্গ সমাপ্তি করিয়া মোক্ষপথে হরিনাম লইলেন, তিনি ত্যাগী হইয়া আবার স্ত্রীসঙ্গ গ্রহণ করেন, তিনি নির্লজ্জ বান্তাশী ॥ ৪৫ ॥

হে পরীক্ষিৎ! প্রমাদ অর্থাৎ অনবধানে আলস্য-বিক্ষেপাদি ঘটিলে নামে জ্ঞানপূর্ব্বক হেলা হয়, অতএব সমস্ত চিত্ত ও ইন্দ্রিয়বৃত্তি সংযত করিয়া সর্ব্বত্র সর্ব্বসময়ে ভগবান্ হরির নামাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন ও স্মরণ কর। তাহা হইলে নিরপরাধে নাম করিতে পারিবে ॥ ৪৬ ॥

দৃষ্ট (বিশ্বে) শ্রুত (অন্যত্র) যে সকল পাপ হয়, সে সমস্ত পাপের নিষ্কৃতি হরিনামে হইয়া থাকে, এই মহিমা জানিয়াও যিনি 'অহং মম' অভিমানে তাহাতে প্রীতি করেন না, তিনি নামাপরাধী; তাঁহার আবার প্রায়শ্চিত্ত কি? ৪৭ ॥

নিয়ম করিয়া অন্নাদি পথ্য গ্রহণ না করিলে ব্যাধি ক্রমশঃ বলবান্ হয়। সেইরূপে সংখ্যাদি নিয়ম করিয়া হরিনাম স্মরণ, কীর্ত্তন না করিলে কিরূপে ক্ষেম হইবে? হরিনাম গ্রহণে নিয়ম এই যে, নিষ্কপটে নিরপরাধে উত্তরোত্তর সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া নিরন্তর নাম করিবে। নামরূপগুণলীলা স্মরণাদির ক্রম-নিয়মই ক্ষেমজনক ॥ ৪৮ ॥

অতএব যমদূতদিগকে যম এই আজ্ঞা প্রদান করিয়াছেন। হে দূতগণ! যাহার জিহ্বা কৃষ্ণনাম-গুণ কীর্ত্তন না করে, যাহার চিত্ত কৃষ্ণপাদপদ্মস্মরণ না করে, যাহার মস্তক একবারও কৃষ্ণকে নমস্কার না করে, সেইরূপ অসৎ লোককে কিছুমাত্র ভক্তি-কার্য্য করে নাই জানিয়া আমার নিকট আন ॥৪৯॥

আপনার দর্শনে জীবের অখিল পাপ ক্ষয় হয়, ইহা অবশ্যই ঘটিবে। আপনার নাম একবার স্মরণ করিলে পুক্কশও সংসার হইতে মুক্ত হয় ॥ ৫০ ॥

ভক্তমাত্রেরই কৃষ্ণনাম শ্রবণে রুচি হয়। হে নাথ, যাহাতে তোমার চরণাম্বুজাসব নাই, আমি তাহা কখনই কামনা করি না। তোমার মহদ্ভক্তগণের হৃদয় হইতে মুখচ্যুত যে হরিনাম, তাহা শ্রবণ করিবার জন্য আমাকে অযুত কর্ণ দাও, এই একটী আমি প্রার্থনা করি ॥ ৫১ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াং অভিধেয়তত্ত্ব প্রকরণে সাধনভক্তিনিরূপণে ত্রয়োদশ-কিরণে 'মরীচিপ্রভা'-নাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

শ্রীশ্রীব্যাসপূজা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩৩ পৃষ্ঠার পর]

১৮৯২ সালে প্রভুপাদ সংস্কৃতকলেজে প্রবেশ করেন, কলেজের পাঠ্যপুস্তক পাঠাভ্যাসে তাঁহাকে অধিক সময় ব্যয় করিতে হইত না। কলেজ লাইব্রেরীর প্রধান প্রধান পুস্তক পাঠেই তিনি অধিকাংশ সময় নিয়োগ করিতেন। ১৮৯৮ সালে অক্টোবর মাসে তিনি শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের সহিত তীর্থভ্রমণে বহির্গত হইয়া গয়া, কাশী, প্রয়াগাদি তীর্থ ভ্রমণ করেন। কাশীতে মঃ মঃ রাম মিশ্র শাস্ত্রীর সহিত তাঁহার রামানুজ সম্প্রদায়ের তথ্যাদি বিষয়ে অনেক আলাপ ও আলোচনা হয়। ঐ সময় হইতেই তাঁহাতে তীব্র বৈরাগ্যময় জীবনের আদর্শ প্রদর্শিত হয়। তিনি ১৮৯৭ সাল হইতেই নিয়মিতভাবে চাতুর্ম্মাস্য ব্রতপালন, স্বহস্তে হবিষ্যান্ন রন্ধনপূর্ব্বক তাহা কৃষ্ণার্পণানন্তর ধরাপৃষ্ঠে পাত্রহীন ভোজন, উপাধানাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমিশয্যায় শয়ন ইত্যাদি কঠোর ব্রহ্মচর্য্যব্রত পালন করিতেন। ১৮৯৭ সালে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীনবদ্বীপধামান্তর্গত গোদ্রুমদ্বীপে সরস্বতীনদীতটে স্বানন্দসুখদকুঞ্জ নামক স্বীয় ভজনকুঞ্জ স্থাপন করেন। তথায় শ্রীল প্রভুপাদ ইং ১৮৯৮ সালে শীতকালে শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ নামে প্রসিদ্ধ এক অতিমর্ত্ত্যচরিত্র ভাগবত পরমহংস বৈষ্ণবরাজের দর্শন পাইয়া তচ্চরণে স্বভাবতঃই আকৃষ্ট হন এবং শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের আদেশানুসারে ইং ১৯০০ সালের মাঘমাসে তাঁহার নিকট হইতে ভাগবতী দীক্ষা লাভ করেন। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের সহিত বালেশ্বর ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী রেমুণায় ক্ষীরচোরা-গোপীনাথ দর্শনান্তে ভুবনেশ্বর হইয়া পুরীধামে গমন করেন। তথায় ঠাকুরের আনুগত্যে কিছুকাল ভজনসাধন করতঃ ঠাকুরের আদেশে শ্রীধাম মায়াপুরে আসিয়া তীব্র বৈরাগ্যের সহিত ভজন করিতে থাকেন।

পুরীতে থাকাকালে শ্রীল প্রভুপাদের সহিত পুরী গোবর্দ্ধন মঠের মঠাধীশ শ্রীল মধুসূদন তীর্থের সহিত বিশেষ পরিচয় ও শাস্ত্রাদি আলোচনা হয়। প্রভুপাদকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করিতেন। ঐ সময়ে সমাধিমঠের শ্রীবাসুদেব রামানুজদাস, শ্রীদামোদর রামানুজদাস, এমার মঠের শ্রীরঘুনন্দন রামানুজদাস, জমায়েৎ সম্প্রদায়ের পাপড়িয়া মঠের শ্রীজগন্নাথ দাস, স্বর্গদ্বারের ছাতার ওঙ্কারজপী বৃদ্ধতাপস, মহামহোপাধ্যায় সদাশিব মিশ্র, বড় হরিশবাবু উকিল (হরিশ্চন্দ্র বসু), গঙ্গামাতা মঠের শ্রীবিহারীদাস পূজারী, রাধাকান্ত মঠের অধিকারী শ্রীনরোত্তম দাস, শ্রীঅনন্তচরণ মহান্তী প্রভৃতি সজ্জনবৃন্দের সহিত শ্রীল প্রভুপাদের প্রায়ই ধর্ম্মপ্রসঙ্গ হইত।

বঙ্গদেশে শ্রীল প্রভুপাদই সর্ব্বপ্রথমে আচার্য্য শ্রীরামানুজ ও তৎসম্প্রদায় সম্বন্ধে মৌলিক গবেষণার সহিত প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেন। ইং ১৮৯৮ সাল হইতে তিনি ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রবর্ত্তিত 'সজ্জনতোষণী' পত্রিকায় শ্রীনাথমুনি, শ্রীযামুনাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণের চরিত্র ও শিক্ষা সম্বন্ধে প্রবন্ধাদি প্রচার করিতে থাকেন। পণ্ডিত শ্রীসুন্দরেশ্বর শ্রৌতির

নিকট হইতে তিনি দাক্ষিণাত্যের চারিটি ভাষার পুস্তকাদি আনিয়া শ্রীরামানুজ ও শ্রীমধ্বসম্প্রদায়ের গ্রন্থাদি বিশেষভাবে আলোচনা করেন।

১৯০৪ সালের জানুয়ারী মাসে শ্রীল প্রভুপাদ সীতাকুণ্ড, চন্দ্রনাথ প্রভৃতি স্থানে গমন করেন এবং ১৯০৫ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী দক্ষিণভারতের তীর্থভ্রমণে বাহির হন। সিংহাচল, রাজমহেন্দ্রী, মাদ্রাজ, পেরেম্বেদুর, ত্রিরুপতি, কঞ্জিভেরাম, কুম্ভকোণম্, শ্রীরঙ্গম্ প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করতঃ কলিকাতা ও তৎপরে শ্রীধাম মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। পেরেম্বেদুরে এক রামানুজীয় ত্রিদণ্ডিস্বামীর নিকট হইতে তিনি বৈদিক ত্রিদণ্ডবৈষ্ণব-সন্ন্যাসবিধি সম্বন্ধে বহু প্রামানিক তথ্য সংগ্রহ করেন।

[এস্থলে আমরা শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থান শ্রীধাম মায়াপুর আবিষ্কার সম্বন্ধে কএকটি কথা লিখিতেছি।] শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার স্বলিখিত জীবনচরিতে এইরূপ লিখিয়াছেন—

'আমি ভক্তিশাস্ত্র বিশেষ করিয়া আলোচনা করিলাম। কএকটি ভক্তের সঙ্গে আমার মনে বিশেষ বৈরাগ্য জন্মিতে লাগিল। মনে করিলাম—মথুরা বৃন্দাবনের মধ্যে কোন যামুনপুলিনময় বনে একটু স্থান করিয়া তথায় নির্জ্জন ভজন করিব। * * সেই সময় আমি শ্রীআম্নায়সূত্র রচনা করিতেছিলাম। * * কোন কার্য্যোপলক্ষে একবার তারকেশ্বর গেলাম। তথায় রাত্রে নিদ্রাকালে প্রভু আমাকে বলিলেন যে,—তুমি বৃন্দাবন যাইবে; কিন্তু তোমার গৃহের নিকটবর্ত্তী শ্রীনবদ্বীপধামে যে সমস্ত কার্য্য আছে, তাহার কি করিলে ?"

১৮৮৭ সালের নভেম্বর মাসের মধ্যভাগে ঠাকুর কৃষ্ণনগরে আসেন এবং তথায় বিশেষভাবে ভক্তিশাস্ত্র আলোচনা করিতে থাকেন। ঐ সময়ে উপরিউক্ত স্বপ্নদর্শনের পর ঠাকুর ঐ সালের বড়দিনের সময় কুলিয়া নবদ্বীপে (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে) আসিলেন এবং মহাপ্রভুর লীলাস্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ের কথা তিনি তাঁহার আত্মচরিতে এইরূপ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—

"নবদ্বীপে যাইয়া প্রভুর লীলাস্থান অন্বেষণ করিয়া কিছুই পাই না, তাহাতে বড়ই দুঃখ হয়। এখানকার লোকেরা * * প্রভুর লীলাস্থান সম্বন্ধে কিছুই যত্ন করেন না। একদিন সন্ধ্যার পর আমি ও কমল এবং একজন কেরাণী ছাদের উপর উঠিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতেছি। ১০টা রাত্রে খুব অন্ধকার ও মেঘ হইয়াছে, গঙ্গাপার উত্তরদিকে একটি আলোকময় অট্টালিকা দেখিলাম। কমলকে জিজ্ঞাসা করায় সেও তদ্রূপ দেখিয়াছে বলিল। তাহাতে আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম। প্রাতে সেই রাণীর বাড়ীর ছাদ হইতে সেই স্থানটি ভাল করিয়া দেখিতে, দেখিলাম যে, তথায় একটি তালগাছ আছে। অন্য লোককে জিজ্ঞাসা করায় তাহারা বলিল—ঐ স্থান বল্লালদীঘি, তথায় বল্লালসেনের দুর্গচিহ্ন ইত্যাদি আছে। সেই সোমবারে কৃষ্ণনগর গিয়া পর শনিবারে বল্লালদীঘি গেলাম। তথায় রাত্রে আবার ঐপ্রকার অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া পরদিন পদব্রজে ঐসব স্থান দর্শন করিলাম এবং তত্রস্থ পুরাতন লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঐ স্থানটি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া জানিলাম। শ্রীনরহরি ঠাকুরের 'পরিক্রমাপদ্ধতি', 'ভক্তিরত্নাকর' এবং শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুরের 'চৈতন্যভাগবতে' যে সমস্ত গ্রাম-পল্লীর উল্লেখ আছে, ক্রমশঃ সমস্ত দেখিলাম। কৃষ্ণনগরে বসিয়া শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য রচনা করিয়া কলিকাতায় ছাপিতে পাঠাইলাম। কৃষ্ণনগরের ইঞ্জিনীয়ার দ্বারিকাবাবুকে সমস্ত কথা বুঝাইলে তিনি স্বীয় বিদ্যা-বুদ্ধিবলে সকল বুঝিতে পারিলেন এবং আমার জন্য একখানা নবদ্বীপমণ্ডলের নকসা করাইয়া দিলেন। তাহাও ধামমাহাত্ম্যে যথাকালে ছাপা হইল। * *।"

১২৯৯ সালের ২রা (পাঠান্তর ৩রা) মাঘ রবিবার অপরাহ্নে কৃষ্ণনগর আমিনবাজার এ, ভি স্কুলের প্রাঙ্গণে একটি বিদ্বন্মণ্ডলিমণ্ডিত সর্ব্বসাধারণের বিরাট্ সভায় সকলে বল্লালদীঘির নিকটস্থ শ্রীধাম মায়াপুরকেই একবাক্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া স্থির করেন। বহু প্রাচীন প্রমাণ, প্রাচীন দলিলপত্র, মানচিত্র প্রভৃতি অকাট্য প্রমাণদর্শনে সকলেই এই মায়াপুরকেই মহাপ্রভুর জন্মস্থান বলিয়া প্রচারার্থ বদ্ধপরিকর হন এবং সর্ব্ববাদিসম্মতরূপে 'শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণী সভা' নাম্নী একটি সভাও গঠিত হয়। মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অজিতনাথ ন্যায়রত্ন

মহোদয় এবং কৃষ্ণনগর ও নদীয়ার বহু সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি এই সভায় উপস্থিত ছিলেন। এই সভার বিবরণ শ্রীসজ্জনতোষণী পত্রিকার ৫ম বর্ষ ১১শ সংখ্যায় ২০১-২০৭ পৃষ্ঠায় বিস্তারিতভাবে প্রকাশিত হইয়াছে।

১৩০০ বঙ্গাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় শ্রীশ্রীগৌরাবির্ভাববাসরে চন্দ্রগ্রহণ হয়। সেই শুভদিনে মহানামসংকীর্ত্তনমধ্যে মহাসমারোহের সহিত শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থানে যোগপীঠে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত হন।

বাংলা ১৩২৬ সালের ১৭-২০ ফাল্গুন (ইং ১৯২০) শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদমনোহভীষ্ট ১৬ ক্রোশ ব্যাপী শ্রীধাম নবদ্বীপ পরিক্রমার প্রথম পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন। পরবৎসর ১৩২৭ সালের ১লা চৈত্র (ইং ১৯২১—১৪ই মার্চ্চ) হইতে নয়দিনব্যাপী পরিক্রমা হইতে থাকে।

শ্রীধাম মায়াপুর শ্রীচন্দ্রশেখর আচার্য্যভবন ব্রজপত্তনে অবস্থানপূর্ব্বক প্রভুপাদ ১৯০৫ সাল হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণী প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন এবং নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের আনুগত্যে তীব্র বৈরাগ্যের সহিত প্রত্যহ তিনলক্ষ মহামন্ত্র কীর্ত্তন করিয়া শতকোটি মহামন্ত্র গ্রহণব্রত উদ্‌যাপন করেন। আমরা শুনিয়াছি—ঠাকুর ভক্তিবিনোদ শ্রীরামপুরে থাকাকালে যে তুলসীমালিকায় প্রভুপাদকে মহামন্ত্রনাম জপ করিতে দিয়াছিলেন, সেই মালিকায়ই তিনি শতকোটি নামগ্রহণব্রত উদ্‌যাপন করিয়াছেন এবং অতঃপরও প্রকটলীলার শেষ মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত প্রভুপাদ প্রতিদিন অপতিতভাবে ঐ মালিকায়ই লক্ষনাম গ্রহণ করিবার মহদাদর্শ প্রকট করিয়া গিয়াছেন।

১৯০৬ সালে জাষ্টিস্ চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের জ্ঞাতিভ্রাতুষ্পুত্র শ্রীরোহিণী কুমার ঘোষ এক অপূর্ব্ব স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া প্রভুপাদের প্রথম দীক্ষিত শিষ্য হন।

১৯০৯ সালের ফেব্রুয়ারী মাস হইতে প্রভুপাদ শ্রীমায়াপুর চন্দ্রশেখরভবনে একটি ভজনকুটি নির্ম্মাণ করিয়া তৎসন্নিহিত পৃথুকুণ্ডতটবর্ত্তী একটি কুণ্ডকে সাক্ষাৎ শ্রীরাধাকুণ্ডবিচারে সেই শ্রীরাধাকুণ্ডতটে নিরন্তর ভগবদ্ভজনাদর্শ প্রদর্শন করেন।

১৯১১ সালে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর যখন গোদ্রুম-স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শয্যাশায়ী থাকিবার লীলা প্রদর্শন করিতেছিলেন, সেই সময়ে মেদিনীপুর জেলার বালিঘাই নামক স্থানে একটি মহতী বিচারসভার অধিবেশন হয়। কর্ম্মজড় স্মার্ত্তব্রাহ্মণগণ—ব্রাহ্মণেতরকুলোদ্ভূত বৈষ্ণবাচার্য্যগণের ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত ব্যক্তিগণকে দীক্ষামন্ত্রপ্রদান ও ব্রাহ্মণেতরকুলোদ্ভূত দীক্ষিত বৈষ্ণবগণের শ্রীশালগ্রামশিলাপূজা সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্তসম্মত নহে, ইহা প্রতিপাদন করিতে চাহিলে এই বিচার-সভা আহূত হয়। আচার্য্যসন্তান নামধারী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভূত গোস্বামিগণও স্মার্ত্তব্রাহ্মণগণের সহিত যোগদান করেন। মেদিনীপুর গোপীবল্লভপুরের অশেষ শাস্ত্রদর্শী পণ্ডিতপ্রবর বিশ্বম্ভরানন্দ দেব গোস্বামী মহোদয়ের সভাপতিত্বে এবং শ্রীধাম বৃন্দাবনের পণ্ডিতপ্রবর মধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম মহাশয়ের অনুরোধক্রমে শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের কৃপাশীর্ব্বাদ মস্তকে ধারণপূর্ব্বক তাঁহারই মনোহভীষ্টানুসারে উক্ত বিদ্বন্মণ্ডলিমণ্ডিত মহাসভায় 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব' নামক একটি স্বলিখিত প্রবন্ধ পাঠ ও বক্তৃতা-দ্বারা পূর্ব্বপক্ষীয় সকল যুক্তি খণ্ডবিখণ্ড করিয়া সচ্ছাস্ত্রসিদ্ধান্ত সংস্থাপন করিয়াছিলেন। প্রভুপাদলিখিত ঐ প্রবন্ধটি পরে গৌড়ীয় প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ হইতে 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের তারতম্যবিষয়ক সিদ্ধান্ত' নামক গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হইয়াছিল।

নবদ্বীপ সহরের বড় আখড়ায় গৌরমন্ত্র-সম্বন্ধীয় একটি আলোচনাসভায় প্রভুপাদ অথর্ব্ববেদান্তর্গত শ্রীচৈতন্যোপনিষদ্ ও অন্যান্য শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক গৌরমন্ত্রের নিত্যত্ব প্রতিষ্ঠা করেন।

ইং ১৯১২ সালে নভেম্বরের প্রথম সপ্তাহে শ্রীল প্রভুপাদ কতিপয় ভক্তসহ শ্রীখণ্ড, যাজিগ্রাম, কাটোয়া, ঝামটপুর, আকাইহাট, চাখন্দী, দাঁইহাট প্রভৃতি শ্রীগৌরপার্ষদবৃন্দের লীলাস্থান দর্শন ও তথায় শুদ্ধভক্তিকথা প্রচার করেন।

১৯১৩ সালের এপ্রিল মাসে কলিকাতা কালীঘাটে ৪নং সানগর লেনে ভাগবত-প্রেস স্থাপন করিয়া সেই প্রেস্ হইতে শ্রীল প্রভুপাদ স্বরচিত অনুভাষ্যসহ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী ঠাকুরের 'সারার্থবর্ষিণী' নাম্নী টীকা-সহ গীতা, উৎকল কবি গোবিন্দদাসের 'গৌরকৃষ্ণোদয়' মহাকাব্য প্রভৃতি গ্রন্থ

প্রকাশ ও হরিকথা প্রচার করিতে থাকেন। প্রেস্‌কে প্রভুপাদ 'বৃহৎ মৃদঙ্গ' বলিতেন। ইহাদ্বারা শ্রীমন্মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর স্থায়ী ও ব্যাপক প্রচার সাধিত হয় বলিয়া প্রভুপাদ ইহাতে খুবই উৎসাহ প্রদর্শন করিতেন। প্রেস্ সম্বন্ধীয় যাবতীয় কার্য্যই তাঁহার জানা ছিল।

১৯১৪ সালের ২৩শে জুন শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর নিত্যলীলায় প্রবেশ করেন। ১৯১৫ সালের জানুয়ারী মাসে উক্ত ভাগবত প্রেস্ সানগর হইতে শ্রীধাম মায়াপুর ব্রজপত্তনে স্থানান্তরিত করিয়া তথা হইতেও প্রভুপাদ গ্রন্থাদি প্রচার করিতে থাকেন। ঐ ১৯১৫ সালের ১৪ই জুন শ্রীধাম মায়াপুর ব্রজপত্তনে প্রভুপাদ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের 'অনুভাষ্য'-রচনা সমাপ্ত করেন।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের পর তাঁহার সম্পাদিত 'সজ্জনতোষণী' মাসিক পত্রিকা শ্রীল প্রভুপাদের সম্পাদকতায় পুনঃপ্রকাশিত হইতে থাকে। ১৯১৫ সালের জুলাই মাসে প্রভুপাদ ভাগবতপ্রেস্ শ্রীধাম মায়াপুর হইতে কৃষ্ণনগরে স্থানান্তরিত করিয়া তথা হইতে 'সজ্জনতোষণী' মাসিক পত্রিকা ও ঠাকুর ভক্তিবিনোদরচিত বিভিন্ন গ্রন্থ প্রকাশ করিতে থাকেন, ঠাকুর শতাধিক ভক্তিগ্রন্থ লিখিয়া গিয়াছেন।

১৯১৫ সালের ১৭ই নভেম্বর উত্থান একাদশী তিথিতে প্রত্যূষে কোলদ্বীপে আমাদের পরম গুরুদেব শ্রীশ্রীল গৌরকিশোর দাস গোস্বামী মহারাজ অপ্রকটলীলা আবিষ্কার করেন। শ্রীশ্রীল বাবাজী মহারাজের একমাত্র দীক্ষিতশিষ্য প্রভুপাদই শ্রীল গোপালভট্ট গোস্বামিপাদের সংস্কার-দীপিকার বিধানানুসারে কুলিয়া নবদ্বীপ সহরের নূতন চড়ায় স্বীয় গুরুদেবের সমাধি প্রদান করেন। পরে সেই সমাধি গঙ্গাগর্ভগত হইবার উপক্রম হইলে শ্রীল প্রভুপাদের আদেশে শ্রীচৈতন্য মঠের সেবকগণ উহা ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ৫ই ভাদ্র শ্রীধাম মায়াপুরে আনয়ন করেন। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ এখানেও স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া ১৩৩৯ বঙ্গাব্দের ২রা আশ্বিন তদীয় ভজনকুটীর-সান্নিধ্যে শ্রীরাধাকুণ্ডতটে ঐ সমাধিসেবা পুনঃপ্রকাশ করেন।

পরপর দুইবৎসরে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও পরমহংস বাবাজী মহারাজের অপ্রকটলীলায় প্রভুপাদ খুবই বিরহকাতর হইয়া পড়েন। এই সময়ে একদিন রাত্রিশেষে স্বপ্নসমাধিযোগে শ্রীধাম মায়াপুর যোগপীঠস্থ নাট্যমন্দিরের পূর্ব্বদিক্ হইতে পঞ্চতত্ত্ব ও তৎপশ্চাৎ শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ও শ্রীল গৌরকিশোরদাস গোস্বামী মহারাজ নাটমন্দিরে উঠিয়া দেহত্যাগে কৃতসঙ্কল্প প্রভুপাদকে প্রচুর পরিমাণে উৎসাহ দান করিতে করিতে বলেন,—সরস্বতি! তুমি নিরুৎসাহ হইও না, অদম্য উৎসাহে প্রচারকার্য্য কর, তোমার পশ্চাতে অগণিত ধনবল জনবল অপেক্ষা করিতেছে ইত্যাদি। প্রভুপাদ সপার্ষদ গৌরসুন্দরের এইরূপ আশীর্ব্বাণী পাইয়া পুনরায় প্রবল উদ্যমে ভক্তিগ্রন্থ ও পারমার্থিক পত্রিকাদি প্রকাশ ভারতের বিভিন্ন স্থানে মঠমন্দিরাদি প্রতিষ্ঠা, অর্চ্চাবিগ্রহ সংস্থাপন, আসমুদ্রহিমাচল—এমন কি ভারতের বাহিরে সমুদ্রপারেও প্রচারক পাঠাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাণীপ্রচার এবং নিজেও বিভিন্ন স্থানে ভাষণদানাদিমুখে প্রচারকার্য্য করিতে লাগিলেন। নানাদিক্ হইতে তাঁহার বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন নিজজনগণ তাঁহার শ্রীচরণান্তিকে আসিয়া মিলিত হইতে এবং তাঁহার শ্রীচরণ আশ্রয় করিয়া প্রচারকার্য্যে সহায়তা করিতে লাগিলেন।

উক্ত ১৯১৮ সালের ৭ই মার্চ্চ শ্রীশ্রীগৌরপূর্ণিমা শুভবাসরে শ্রীধাম মায়াপুর চন্দ্রশেখরাচার্য্যভবনে প্রভুপাদ ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণলীলা প্রকট এবং তথায় শ্রীচৈতন্যমঠ ও ২৯ চূড়াবিশিষ্ট নবমন্দিরে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গগান্ধর্ব্বিকাগিরিধারী শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠাকার্য্যও মহাসমারোহে সুসম্পন্ন করিলেন। উক্ত শ্রীমন্দিরের চারিপার্শ্বে চারিসম্প্রদায়ের চারি আচার্য্যমূর্ত্তি ও তৎসহ শ্রী-ব্রহ্মা-রুদ্র ও চতুঃসন—এই চারি সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক গুরুমূর্ত্তিও বিরাজিত। 'শ্রী'সম্প্রদায়ের আচার্য্য শ্রীপাদ রামানুজ—বিশিষ্টাদ্বৈত-মত, ব্রহ্মসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীপাদ আনন্দতীর্থ পূর্ণপ্রজ্ঞ-মধ্বমুনি—শুদ্ধদ্বৈত মত, রুদ্রসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামী—শুদ্ধাদ্বৈতমত এবং সনকসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীপাদ নিম্বাদিত্য—দ্বৈতাদ্বৈত-মত প্রচারক। এই সেশ্বরমত-চতুষ্টয়কে ক্রোড়ীভূত করিয়া সর্ব্ববেদান্তসার শ্রীমদ্ভাগবত-প্রতিপাদ্য সর্ব্বমতসার অচিন্ত্যভেদাভেদ মত-প্রবর্ত্তক শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণমিলিততনু শ্রীমন্মহাপ্রভু ও

শ্রীশ্রীরাধাবিনোদপ্রাণজিউর অপূর্ব্ব শ্রীমূর্ত্তি মধ্যমন্দিরে বিরাজিত। পরমারাধ্য প্রভুপাদ শ্রীরাধানাথ গিরিধারীজিউকে 'শ্রীবিনোদপ্রাণ' নামে অভিহিত করিয়াছেন।

শ্রীল প্রভুপাদের প্রতিষ্ঠিত এই আকরমঠরাজ শ্রীচৈতন্যমঠকে কেন্দ্র করিয়াই বিশ্বের সর্ব্বত্র প্রচার-প্রতিষ্ঠান সংস্থাপিত হইতেছে। উক্ত ১৯১৮ সালের নভেম্বর মাসে শ্রীল প্রভুপাদ ১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোডে 'শ্রীভক্তিবিনোদ আসন' সংস্থাপন করেন এবং ১৯১৯ সনের ৫ই ফেব্রুয়ারী ঐ আসনেই শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভার পুনঃ সংস্থাপন করেন। ২৭শে জুন গোদ্রুম স্বানন্দসুখদকুঞ্জে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের শ্রীঅর্চ্চা প্রতিষ্ঠিত হন। ১৮ই আগষ্ট হইতে ১৮ই সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত উক্ত কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ-আসনে সর্ব্বপ্রথম তিনসপ্তাহব্যাপী হরিকীর্ত্তনোৎসব প্রবর্ত্তিত হয়।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকটের ঠিক ছয় বৎসর পরে ১৯২০ সালের ২৩শে জুন মাতাঠাকুরাণী শ্রীভগবতী দেবী নিত্যধাম প্রাপ্ত হন।

ঐ ১৯২০ সালের ৬ই সেপ্টেম্বর উক্ত কলিকাতা শ্রীভক্তিবিনোদ আসনে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ ও শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দ মূর্ত্তি ও তথায় শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠিত হন।

ঐ ১৯২০ সালের ১লা নভেম্বর শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অনুকম্পিত শ্রীল জগদীশ ভক্তিপ্রদীপ বৈষ্ণবসিদ্ধান্তভূষণ সম্প্রদায়বৈভবাচার্য্য বি-এ মহোদয় শ্রীল প্রভুপাদের নিকট হইতে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ আশ্রয় করিয়া শ্রীবিশ্ববৈষ্ণবরাজসভায় সর্ব্বপ্রথমে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ নামে অভিহিত হন।

১৯২১ সালের ১৪ই মার্চ্চ শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-মনোহভীষ্ট শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার পুনঃপ্রবর্ত্তন করেন।

১৯২২ সালের ১৯শে আগষ্ট কৃষ্ণনগর শ্রীভাগবতপ্রেস্ হইতে বিশ্বব্যাপী শ্রীগৌড়ীয় মঠের প্রচারের মুখপত্র সাপ্তাহিক 'গৌড়ীয়' পত্রের প্রথম প্রকাশ আরম্ভ হয়।

এইরূপে শ্রীল প্রভুপাদের ১৯১৮ সালে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ গ্রহণের পর হইতে সমগ্র বিশ্বে পূর্ণ উদ্যমে প্রচারকার্য্য আরম্ভ হয়। ভক্তিগ্রন্থ, দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক ও মাসিক পারমার্থিক পত্রিকা বাংলা ইংরাজী হিন্দী উৎকল ও সংস্কৃত ভাষায় প্রচারিত হইতে থাকে। ভারতে ও ভারতের বাহিরে মঠ-মন্দির ও তাহাতে অর্চ্চাবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া বিপুল উদ্যমে পাঠকীর্ত্তন ও বক্তৃতাদির মধ্যে প্রচারকার্য্য চলিতে থাকে।

পরমারাধ্য প্রভুপাদ ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের ১৬ই পৌষ বৃহস্পতিবার (ইং মতে ১৯৩৭—১লা জানুয়ারী) কৃষ্ণা-চতুর্থী তিথির শেষভাগে নিশান্তে প্রায় ৫-৩০ মিনিটে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের প্রথম যামসেবায় অর্থাৎ নিশান্তলীলায় প্রবেশ করেন।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৩৭ পৃষ্ঠার পর]

(সীতানাথ মহাপাত্র আদি ভক্তগণকে) নিকটবর্ত্তী স্থানে নামপ্রেমপ্রচার, হুগলী জেলান্তর্গত কয়াপাট বদনগঞ্জ ; ঘাটাল-মেদিনীপুর, কলিকাতা, সুরভিকুঞ্জ গোদ্রুম, কৃষ্ণনগর (বিশেষ বিশেষ ধর্ম্মসভায় ঠাকুরের অভিভাষণ। মিষ্টার মলরো সাহেব, মিঃ বেভোওয়ালেশ ও মিষ্টার বাটলার প্রভৃতি ইংরেজগণ ঠাকুরের ভাষণ শুনিতেন), ১৮৯২ খৃষ্টাব্দে ৯ মার্চ্চ বুধবার আম্‌লাজোড়া গ্রামে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এবং হরিবাসর তিথিতে তথায় সমস্ত রাত্রি জাগরণ

ও হরিনাম সংকীর্ত্তন, বক্সার, প্রয়াগ, শ্রীধাম বৃন্দাবন, বিল্ববন, ভাণ্ডীরবন, মাঠবন, মানসরোবর, মথুরা, গোকুল, মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন, রাধাকুণ্ড, শ্রীগোবর্দ্ধন প্রভৃতি শ্রীব্রজমণ্ডলের লীলাস্থলীসমূহ ২১ মার্চ্চ (১৮৯২) হইতে ২৯ মার্চ্চ পর্য্যন্ত অবস্থান করতঃ দর্শন। শ্রীধাম বৃন্দাবন হইতে কানপুর এলাহাবাদ হইয়া কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন। কলিকাতায় ভক্তিভবনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচার। কৃষ্ণনগরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাপ্রচার। ১৮৯৩ খৃষ্টাব্দে বৈষ্ণবসার্ব্বভৌম শ্রীল জগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের আনুগত্যে শ্রীগোদ্রুমে ঠাকুরের হরিকীর্ত্তন মহোৎসব। এই সময়েই শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজ শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মস্থান নির্দ্দেশ করেন। এই সময়ে আচার্য্যাভিমানকারী কোন গোস্বামীসন্তান শ্রীমন্মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদে শূদ্রবুদ্ধি করিলে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ অত্যন্ত অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া সকলকে হুঁশিয়ারী প্রদান করিয়া জানাইলেন 'বৈষ্ণবচরিত্র সর্ব্বদা পবিত্র যেই নিন্দে হিংসা করি। ভকতিবিনোদ না সম্ভাষে তারে থাকে সদা মৌন ধরি।' তৎপরেই ঠাকুর ভক্তিভবনের সম্মুখে গুরুপরম্পরা লিখিয়া টাঙ্গাইয়া দিয়াছিলেন। বিহারে সাসারামে নাসিরিগঞ্জ, ডিহীরী প্রভৃতি স্থানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রেমধর্ম্মের বাণীর প্রচার। ১৮৯৪ সালে জানুয়ারী মাসে কৃষ্ণনগর এ-ভি স্কুলে একটি মহতী সভা [সভায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবস্থলী শ্রীধাম মায়াপুরে নিত্যসেবা প্রকাশের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং শ্রীনবদ্বীপধাম প্রচারিণীসভা সংস্থাপন, নদীয়া জেলার নাটুদহের জমিদার শ্রীনফর চন্দ্র পাল চৌধুরী ভক্তিভূষণ মহোদয় সভার সম্পাদকপদে নিয়োজিত হন] ইংরাজী ১৮৯৪, ২১ মার্চ্চ ; ১৩০০ বঙ্গাব্দ ৯ চৈত্র বুধবার ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণের দিনে দ্বারিকাবাবু, নফরবাবু ও সর্ব্বসাধারণের প্রস্তাবে এবং ঠাকুরের অনুমোদনে মায়াপুরে সংগৃহীত ভূমিতে তৃণাচ্ছাদিত নির্ম্মিত গৃহে শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা মহোৎসব বিপুল সংকীর্ত্তন সহযোগে সম্পন্ন হয়, উক্ত সেবাসংরক্ষণ ও সমৃদ্ধির জন্য শ্রীমায়াপুর সেবাসমিতির সভ্য হইয়াছিলেন শ্রীশ্যামলাল গোস্বামী, শ্রীশশীভূষণ গোস্বামী, শ্রীরাধিকানাথ গোস্বামী, শ্রীবিপিনবিহারী গোস্বামী, মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত শ্রীঅজিতনাথ ন্যায়রত্ন, শ্রীমহেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য বিদ্যারণ্য, শ্রীসত্যজীবন লাহিড়ী, পাবনা তরাসের শ্রীবনমালী রায় বাহাদুর, শ্রীশিশির কুমার ঘোষ, শ্রীমতিলাল ঘোষ, টাকীর শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী, ইঞ্জিনিয়ার শ্রীদ্বারিকানাথ সরকার, রাণাঘাটের শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পাল চৌধুরী, শ্রীমহেন্দ্রনাথ মজুমদার, য়্যাডভোকেট শ্রীকিশোরীলাল সরকার, শ্রীনলিনাক্ষ দত্ত, শ্রীকানাইলাল দে বাহাদুর, ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীনবীন চন্দ্র সেন, শ্রীজগচ্চন্দ্র রায়। ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে ৪ অক্টোবর ঠাকুর সরকারী কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণনগর হইতে গোদ্রুমে সুরভিকুঞ্জে মাসব্যাপী শাস্ত্রালোচনা করেন, ১৮৯৫ সালে শ্রীজগন্নাথদাস বাবাজী মহারাজের অপ্রকটের পর জুলাই মাসে স্বাধীন ত্রিপুরার অধিপতি পঞ্চশ্রী মহারাজ শ্রীবীরচন্দ্র দেববর্ম্মণ মাণিক্যবাহাদুরের সনির্ব্বন্ধ আহ্বানে ঠাকুর শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে লইয়া ত্রিপুরার আগরতলায় গিয়াছিলেন, মহারাজ ঠাকুরের শ্রীমুখে শুদ্ধভক্তিধর্ম্মকথা শ্রবণ করিয়া বিশেষভাবে আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, ১৮৯৬ সালে ঠাকুর সরস্বতী গোস্বামীকে লইয়া কার্শিয়াঙে গমন করেন, ১৮৯৮ সালে শ্রীগোদ্রুমে স্বানন্দসুখদকুঞ্জ প্রকাশিত হয়, তৎপরে ঠাকুর শ্রীমৎ সরস্বতী ঠাকুরকে লইয়া কাশী ও প্রয়াগ দর্শন করিয়া আসেন, ১৮৯৯ সালে স্বানন্দসুখদকুঞ্জ গৃহ নির্ম্মিত হইলে ঠাকুর তথায় আসিয়া ভজনাদর্শ প্রদর্শন করেন। সেই সময় ঠাকুরের নিকট শ্রীমদ্ভাগবতব্যাখ্যা শ্রবণের জন্য শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজ তথায় আসিতেন, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের প্রথম দর্শনলাভ সেখানেই হয়, ১৯০০ খৃষ্টাব্দে ঠাকুর সরস্বতী গোস্বামীকে লইয়া বালেশ্বর, রেমুনা, ভুবনেশ্বর, সাক্ষীগোপাল হইয়া শ্রীপুরীধামে পৌঁছেন, তৎকালে শ্রীল সরস্বতী ঠাকুরের শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধির নিকটে সমুদ্রোপকূলে ভজন করিবার জন্য অত্যাগ্রহ হইলে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের নির্দ্দেশে পুরীর সাব-রেজিষ্ট্রার শ্রীজগবন্ধু পট্টনায়েক সরস্বতী ঠাকুরকে সাতাসন মঠে গিরিধারী আসনের

সেবাপ্রদানে যত্ন করিয়াছিলেন, ১৯০১ সালে মার্চ্চ মাসে ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীল সরস্বতী গোস্বামীকে লইয়া পুনরায় পুরীতে আসিয়া কিছুদিন অবস্থান করেন। **১৯০২ খৃষ্টাব্দে হরিদাস ঠাকুরের সমাধির সন্নিকটে ভক্তিকুটীর নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়**, তৎকালে কাশিমবাজারের মহারাজ শ্রীমণীন্দ্র চন্দ্র নন্দী মহোদয় ঠাকুরের নিকট বহু উপদেশ শ্রবণ করিয়াছেন. ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে ভক্তিকুটীতে ঠাকুরের নিকট শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী নিয়মিতভাবে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতেন, সেই সময় ঠাকুরের সহিত শ্রীচরণ দাস বাবাজীর সাক্ষাৎকার এবং শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিষয় আলোচনা হয়, শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর চরণদাস বাবাজীর শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ আচরণ ও বিচারসমূহ খণ্ডন করেন, ঠাকুর নবদ্বীপে ফিরিয়া আসিলে চরণদাস বাবাজী মহাশয় শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরকে শুদ্ধবৈষ্ণবসমাজে একমাত্র ভাবী আশ্রয়স্থল বলিয়া তাঁহার অভিমত ঠাকুরের নিকট জ্ঞাপন করিলেন, এই সময়েই কুলিয়ায় শ্রীবংশীদাস বাবাজী মহারাজের দর্শনলাভ হয়. শ্রীধাম মায়াপুরে থাকাকালে ঠাকুরের **প্রবর্ত্তিত নবদ্বীপধাম পরিক্রমায়** যোগদানের জন্য শ্রীচরণদাস বাবাজী ইচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎপরেই তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তি হওয়ায় সে ইচ্ছার আর পূর্ত্তি হয় নাই. ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে টাকীর জমিদার শ্রীযতীন্দ্র নাথ রায় চৌধুরীর বাসভবনে শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষাসম্বন্ধে ঠাকুরের দীর্ঘ ভাষণ, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২৬ ফেব্রুয়ারী ঠাকুর কলিকাতায় আসিয়া পুনঃ গোদ্রুম স্বরূপগঞ্জে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে অবস্থান করিয়া ভজন করিতে থাকেন, যশোহর হরিনদী-গ্রামে শ্রীতারকব্রহ্ম গোস্বামীর বিশেষ প্রার্থনায় তাঁহার প্রদত্ত **শ্রীরাধামাধবমূর্ত্তি শ্রীধাম মায়াপুরে** প্রতিষ্ঠা করিলেন, তারকব্রহ্ম গোস্বামী মন্দিরের সন্নিকটে স্বীয় স্ত্রী ও পরিজনবর্গ সহ কিছুদিন অবস্থান করেন, কিন্তু তাঁহাদের আচরণ শুদ্ধভক্তিপর না হওয়ায় তাঁহারা অন্যত্র চলিয়া যান, ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে ২৯ এপ্রিল ভক্তিভবনে শ্রীধামপ্রচারিণী সভার পক্ষ হইতে তারকব্রহ্ম গোস্বামীকে শ্রীবিগ্রহসেবার আনুকূল্য বাবদ পাঁচশত টাকা দেওয়া হয়, ১৯১০ খৃষ্টাব্দ ২৫ মার্চ্চ ফাল্গুনী পূর্ণিমার দিন **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ তীর্থ মহারাজ** গৃহস্থাশ্রমে থাকাকালে শ্রীধাম মায়াপুরে ঠাকুরের দর্শনলাভ করেন এবং ৩০ মার্চ্চ গোদ্রুমে ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হন, তৎকালে ঠাকুরের শিষ্য **শ্রীমদ্ কৃষ্ণদাস বাবাজী মহাশয়** তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। ঠাকুর দৈববর্ণাশ্রমধর্ম্ম পালনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। এই সময়ে সৎক্রিয়াসারদীপিকার বিধানানুসারে শ্রীজগদীশ ভক্তিপ্রদীপ, শ্রীসীতানাথ মহাপাত্র, শ্রীবসন্ত কুমার ঘোষ, শ্রীমন্মথনাথ রায় উপনয়ন সংস্কারসহ ঠাকুরের নিকট দীক্ষিত হইলেন। এতৎপ্রসঙ্গে ঠাকুরের নিম্নলিখিত উপদেশবাণী সবিশেষ প্রণিধানযোগ্য—'সামাজিক-বৈষ্ণবধর্ম্ম ঐকান্তিক পারমার্থিক বৈষ্ণবধর্ম্মের সহিত এক নহে, শরণাগতির পূর্ণতা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-যাজনমাত্রে লাভ হয় না, গীতার চরম শ্লোকানুসারে সমস্ত বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বোপাধি নির্ম্মুক্ত হইয়া আত্মার স্বাভাবিক অহৈতুক ও নির্ম্মল রাগের সহিত যে ভগবদনুশীলন, তাহা অধিকতর উন্নতস্তরে অবস্থিত, গৌড়ীয় বৈষ্ণবের এই অহৈতুকী শুদ্ধভক্তির মহিমা রাঘবাচারীর ন্যায় নৈষ্ঠিক পণ্ডিতেরও অধিকারের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না।' ১৯১০ খৃষ্টাব্দে গোদ্রুমে স্বানন্দসুখদকুঞ্জে 'স্বনিয়মদ্বাদশকম্' গ্রন্থ রচনাকালে অকস্মাৎ ঠাকুরের অসুস্থলীলাভিনয়কালে তাঁহার নিত্যলীলায় প্রবেশের আশঙ্কায় সরস্বতী ঠাকুর আদি সকলেই বিরহব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছিলেন, তৎকালে ঠাকুর অসুস্থাভিনয়ের মধ্যেও গৌরবাণী প্রচারে অদম্য উৎসাহ প্রকাশ করিলেন, চলিবার সামর্থ্য না থাকিলেও ঘোড়ায় চড়িয়া দেশে দেশে গ্রামে গ্রামে শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুর প্রচারিত এবং আচরিত ভক্তিসিদ্ধান্তবাণী প্রচারের ইচ্ছা ব্যক্ত করিলেন।

মেদিনীপুরে বালিঘাইতে বিচারসভায় সরস্বতী ঠাকুরকে প্রেরণ

ঠাকুর অন্তর্ধানের তিন বৎসর পূর্ব্বে 'শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবিরুদ্ধ মতবাদসমূহ খণ্ডন করিয়া জীবের বাস্তব কল্যাণবিধান কে করিবে'—এই চিন্তায় অত্যন্ত ব্যাকুল হইলে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী

ঠাকুরের অযোগ্য ভৃত্যরূপে উক্ত কার্য্য সম্পাদন করিবেন বলিয়া সঙ্কল্প প্রকাশ করিলে ঠাকুর তচ্ছ্রবণে তাঁহার হৃদয়ের পরমোল্লাসভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। ১৯১১ খৃষ্টাব্দের ৮ সেপ্টেম্বর হইতে ১১ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত মেদিনীপুর বালিঘাই-উদ্ধবপুরে গোপীবল্লভপুরের শ্রীবিশ্বম্ভরানন্দ দেবগোস্বামীর সভাপতিত্বে যে বিচারসভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে যোগদানের জন্য ঠাকুর শ্রীসরস্বতী গোস্বামীকে শ্রীসুরেশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের সহিত প্রেরণ করিয়াছিলেন। উক্ত বিচারসভায় বৃন্দাবনের শ্রীরাধারমণ ঘেরার পণ্ডিতপ্রবর শ্রীমধুসূদন গোস্বামী সার্ব্বভৌম এবং বহু স্বনামখ্যাত পণ্ডিতবর্গ উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল সরস্বতী ঠাকুর 'ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণবের' তারতম্যমূলক অপূর্ব্ব গবেষণাপূর্ণ ভাষণ প্রদান করিয়া পণ্ডিতবর্গকে নির্ব্বাক্ ও মুগ্ধ করিয়াছিলেন। ১৯১২ খৃষ্টাব্দে শ্রীল মধুসূদন গোস্বামী মহাশয় কলিকাতায় ভক্তিভবনে আসিয়া ঠাকুরের নিকট পরম উৎসাহের সহিত ঘোষণা করিলেন—শ্রীল সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের মনোঽভীষ্ট সেবাসম্পাদনে এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের রক্ষাবিধানে অবশ্যই সমর্থ হইবেন। ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ঠাকুরকৃত অমৃতপ্রবাহভাষ্যের অনুসরণে শ্রীসরস্বতী গোস্বামী রচিত কিয়দংশের অনুভাষ্য শ্রবণ করিয়া ঠাকুর যৎপরোনাস্তি আনন্দলাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুর ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে অপ্রকটের পূর্ব্বে কিছুদিনের জন্য কলিকাতা ভক্তিভবন হইতে গোদ্রুমে গিয়াছিলেন।

(ক্রমশঃ)

◆

আগরতলায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪৪ পৃষ্ঠার পর]

স্থানীয় সজ্জনবর শ্রীউমেশ রায় মহোদয়ের ব্যবস্থায় ১৮ ও ১৯ জানুয়ারী স্থানীয় দুর্গা চৌমহনি বাজারে দুইদিন বৈকাল ৫টা হইতে রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাবেশে দীর্ঘ ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ব্যক্তিগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে শ্রীভূপেন্দ্র পাল, স্বধামগত শ্রীমাখনলাল সাহা (মটরষ্ট্যাণ্ড), শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী (কল্যাণী কলোনী), শ্রীকৃষ্ণ কুমার বসাক (টাউন প্রতাপগড়), শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী (ধলেশ্বর), শ্রীপরিমল ভৌমিক (ধলেশ্বর), শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা (শিবনগর), শ্রীদুর্গাচরণ চক্রবর্ত্তী (অভয়নগর), শ্রীঅমূল্যভূষণ চৌধুরী, শ্রীদেবকীনন্দন দাসাধিকারী (অরুন্ধতীনগর), স্বধামগত শ্রীগোপাল দে (বনমালিপুর), ও শ্রীগোপাল সাহা (শ্রীলক্ষ্মী আয়রণ) বাসভবনে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

স্থানীয় বিশিষ্ট নাগরিক ধার্ম্মিকবর শ্রীচিত্তরঞ্জন সাহা মহোদয় আগরতলা মঠে দ্বিতল অতিথিভবন, গ্রন্থাগার ও দাতব্যচিকিৎসালয়ের জন্য আনুকূল্য করিয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের ও সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীচিত্তরঞ্জনবাবু উক্ত মহৎ কার্য্যে শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজের এবং স্থানীয় মঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীশৈলেন সাহা মহোদয়ের নিকট অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজের প্রচেষ্টায় আগরতলা মঠের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং কলিকাতার অতিথিগণ আগরতলা মঠের ক্রমোন্নতি ও বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি দেখিয়া পরমোৎসাহিত হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ কুমার বসাক, ডাক্তার শ্রীউষারঞ্জন গাঙ্গুলী প্রভৃতি মঠের শুভানুধ্যায়ী ভক্তগণের আগরতলা মঠের সমুন্নতিতে সহানুভূতি ও সাহায্য খুবই প্রশংসার্হ।

শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণু দাস, শ্রীমধুসূদন ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল

গোস্বামী, শ্রীহরিপদ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাজেন্দ্র দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীপ্রাণপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীভূতভাবন দাস, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাসাধিকারী, শ্রীনীলকমল দাস, শ্রীমধুসূদন দাসাধিকারী, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোপীরঞ্জন গোস্বামী, শ্রীদুলাল দাস ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় আগরতলায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার বিশেষভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীল আচার্য্যদেব—শ্রীপাদ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রাণপ্রিয় ব্রহ্মচারীসহ ২৫ জানুয়ারী অপরাহ্নে বিমানযোগে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। সেই দিনও ১১-২০ এর বিমান বেলা ২টায় আগরতলা বিমানবন্দর হইতে ছাড়ে। শ্রীপাদ জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীপাদ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীননীগোপাল বনচারী ও শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী ২৬ জানুয়ারী বিমানযোগে গৌহাটী মঠে পৌঁছেন। শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র আদি ছয়মূর্ত্তি বিমান বাতিল হওয়ায় একদিন পরে ২৯ জানুয়ারী কলিকাতায় ফিরিয়া আসেন।

আসামে চারিটী মঠে বার্ষিক উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য এবং ত্রিদণ্ডিযতিবৃন্দের শুভপদার্পণ

নিখিলভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠপ্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে আসাম প্রদেশস্থ চারিটী মঠের বার্ষিক উৎসব পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবৎসরও নির্ব্বিঘ্নে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির সদস্য—শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ও কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনদয়াল ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী (জলন্ধর), শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাসাধিকারী (লুধিয়ানা) কলিকাতা-হাওড়া হইতে ১৩ মাঘ, ২৭ জানুয়ারী শনিবার ত্রিবান্দ্রম এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ পরদিন সাড়ে পাঁচ ঘণ্টা বিলম্বে সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় গৌহাটী পৌঁছিয়া স্থানীয় মঠে রাত্রিযাপন করেন। পরদিন শ্রীল আচার্য্যদেব কলিকাতা হইতে আগত ছয়মূর্ত্তি এবং শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারিসহ—ডিলাক্স প্রাইভেট বাসযোগে রওনা হইয়া বেলা পৌনে বারটায় তেজপুর গৌড়ীয় মঠে আসিয়া উপনীত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদ্ ননীগোপাল বনচারী ও শ্রীমদ্ জ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী (শ্রীজ্ঞানচন্দ্র দেবনাথ) আগরতলা হইতে বিমানযোগে গৌহাটী হইয়া পূর্ব্বেই তেজপুর মঠে পৌঁছিয়াছিলেন। শোণিতপুর জেলা ও পার্শ্ববর্তী জেলাসমূহ হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী আসামের মঠগুলির উৎসবানুষ্ঠানে সহায়তার জন্য ১৫ জানুয়ারী সোমবার অগ্রিম কলিকাতা হইতে যাত্রা করেন। শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী তেজপুর মঠে আসিয়া পার্টীর সহিত যোগ দেন। শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিক উৎসবে সহায়তার জন্য তথায় যাইয়া অবস্থান করেন।

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, তেজপুর ঃ—শ্রীমঠের পরিচালক সমিতির সদস্য এবং তেজপুর শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজের ব্যবস্থায় শ্রীমঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ১৫ মাঘ, ২৯ জানুয়ারী সোমবার হইতে ১৭ মাঘ, ৩১ জানুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্য ধর্ম্মসম্মেলন, ১৬ মাঘ মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব

এবং ১৭ মাঘ শ্রীবিগ্রহগণের বিরাট সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ সুরম্য রথারোহণে নগর ভ্রমণোৎসব সম্পন্ন হয়।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, শ্রীপ্রেমানন্দ দাস, শ্রীকরুণাময় বনচারী, শ্রীসনাতন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধাগোবিন্দ বনচারী, শ্রীভরত দাস, শ্রীমাণিক দাস, শ্রীহরিপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীসদাশিব দাসাধিকারী, শ্রীনয়নমোহন দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়ালপাড়া ঃ—গোয়ালপাড়া মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীল আচার্য্যদেব এবং প্রচারপার্টির সকলে দুইটী ব্যাচে তেজপুর হইতে গৌহাটী মঠ হইয়া গোয়ালপাড়া মঠে ১৯ মাঘ, ২ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার ও ৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। ২০ মাঘ, ৩ ফেব্রুয়ারী শনিবার হইতে ২২ মাঘ ৫ ফেব্রুয়ারী সোমবার পর্য্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যা ৭ ঘটিকায় শ্রীমঠে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশন, ২১ মাঘ রবিবার শ্রীবিগ্রহগণের সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে রথযাত্রা উৎসব এবং ২২ মাঘ সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ মহোৎসব সম্পন্ন হয়। ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় ও তৃতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে ভাষণ দেন গোয়ালপাড়া মহকুমা পরিষদ-সচিব শ্রীসিদ্ধব্রত পুরকায়স্থ এবং গোয়ালপাড়া বিটি কলেজের অধ্যাপক শ্রীদেবেন্দ্রপতি গোস্বামী। জেলা ও সেসন জজ শ্রীলোহিত চন্দ্র বরুয়া শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত সাক্ষাতের জন্য মঠে আসেন। তাঁহার সহিত পরমার্থ সম্বন্ধে হৃদ্যতাপূর্ণ আলোচনা হয়। তিনি মঠে অন্যান্য সকলের সহিত বসিয়া মহাপ্রসাদ সেবা করেন। পার্ব্বত্য অঞ্চলের ও গ্রামাঞ্চলের পুরুষ ও মহিলা ভক্তগণের সেবাপ্রাণতা ও সরলতা দেখিয়া বহিরাগত অতিথিগণ বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। গোয়ালপাড়া সহরটী ছোট হইলেও ব্রহ্মপুত্র নদ, পাহাড়, পরিচ্ছন্ন রাস্তা ও সজ্জিত গৃহাদির দ্বারা মঠের পার্শ্ববর্ত্তী স্থানের দৃশ্য মনোরম। শ্রীল আচার্য্যদেবসহ ভক্তগণ একদিন হলুকান্দা পাহাড়ে পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত অধুনা লুপ্ত শ্রীপ্রপন্নাশ্রমের স্থানটী দর্শন করিয়া আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তি নিবেদন করেন।

মঠরক্ষক শ্রীনৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনতারণ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীপীতাম্বর দাস, শ্রীভাগ্য দাস, শ্রীপরমেশ্বর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীগোলোক দাস বনচারী, শ্রীজগদানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীনন্দদুলাল দাসাধিকারী, শ্রীকিরণ দাসাধিকারী, শ্রীসুরেশ্বর দাস, শ্রীনবকুমার দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হয়।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গৌহাটী ঃ—শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ গৌহাটী মঠের বার্ষিক উৎসবে যোগদানের জন্য কলিকাতা হইতে বিমানযোগে তথায় আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। ৬ ফেব্রুয়ারী বহু নরনারী শ্রীহরিনাম ও মন্ত্র গ্রহণ করায় শ্রীল আচার্য্যদেব উক্তদিবস পূর্ব্বাহ্নে গৌহাটী মঠে পৌঁছিতে পারেন নাই। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিসুহৃদ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজাদি কতিপয় মূর্ত্তি গোয়ালপাড়া হইতে উক্তদিবস প্রাতে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্নে গৌহাটী মঠে পৌঁছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব অন্যান্য মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণসহ মিনিবাসযোগে গোয়ালপাড়া হইতে পৌনে ছয়টায় যাত্রা করিয়া রাত্রি ৯-৩০টায় গৌহাটী মঠে পৌঁছিয়া সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনের শেষে যোগ দিয়া ভাষণ প্রদান করেন। গৌহাটী মঠের বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ২৩ মাঘ, ৬ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার হইতে ২৫ মাঘ, ৮ ফেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে বিশেষ সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশন, ৭ ফেব্রুয়ারী নিত্যানন্দ-ত্রয়োদশী তিথিবাসরে রমণীয় রথারোহণে সংকীর্ত্তন ও বাদ্যাদিসহ শ্রীবিগ্রহগণের নগরভ্রমণ উৎসব এবং পরদিবস সর্ব্বসাধারণে মহাপ্রসাদ বিতরণ উৎসব সম্পন্ন হয়। স্থানীয় শ্রীবাণীকান্ত বি-টি কলেজের অধ্যাপক শ্রীকনক চন্দ্র ডেকা, গৌহাটী কটন কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর কে-ডি-ক্রোড়ী, গৌহাটী-রিহাবারী শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ শর্ম্মা

সভাপতিরূপে, দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে গৌহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত রিডার (Reader) ডক্টর প্রিয়াঙ্কু প্রবল উপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে এবং আসামের শিক্ষাবিভাগের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী সেক্রেটারী শ্রীনবদ্বীপরঞ্জন পাটগিরি ও শ্রীবিনায়কজী বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত রাজধানী দিশপুরে শ্রীসনাতনধর্ম্মসভার সভ্যগণ কর্ত্তৃক আয়োজিত বিরাট প্যাণ্ডেলে শ্রীল আচার্য্যদেবের পৌরোহিত্যে অনুষ্ঠিত বিশেষ ধর্ম্মসভায় আসাম রাজ্যসরকারের রাজস্বমন্ত্রী শ্রীচন্দ্র আরন্ধরা প্রধান অতিথিরূপে এবং শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র শর্ম্মা বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ দেন। ৯ ফেব্রুয়ারী ছত্রীবাড়ীতে স্বধামগত শ্রীউপেন্দ্র হালদার মহাশয়ের গৃহে মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবসেবা হরিকীর্ত্তন ও হরিকথা পরিবেশনমুখে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গৌহাটী সহরে যে রাস্তা দিয়া শ্রীবিগ্রহগণ সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ নগরভ্রমণ করিয়াছেন তাহার অভিজ্ঞতা যোগদানকারী ভক্তগণের দীর্ঘদিন মনে থাকিবে। কোন রাজ্যের রাজধানীর রাস্তা এইপ্রকার অসহনীয় হয় তাহা অবিশ্বাস্য। সহরের ব্যবস্থাপকগণের বুঝা উচিত বিশেষ অনুষ্ঠানে বহিরাগত অতিথিগণও যোগদান করেন। বিশিষ্ট অতিথিগণের সহর সম্বন্ধে বিরূপ ধারণার সৃষ্টি করা মোটেই সুবিবেচনাপ্রসূত নহে।

এইবার শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারীর উদ্যমে ও প্রচেষ্টায় গৌহাটীতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিধর্ম্মের বাণী বিপুলভাবে প্রচারিত হয়। শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী, শ্রীরাঘব ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনিল প্রভু, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীকানু, শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী, শ্রীনরেন দাস প্রভৃতি মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণের সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, (বরপেটা জেলা) ঃ— শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টিসহ ২৮ মাঘ, ১১ ফেব্রুয়ারী রবিবার গৌহাটী মঠের শুভানুধ্যায়ী শ্রীপি-কে গগৈ প্রদত্ত মিনিবাসে গৌহাটী মঠ হইতে অপরাহ্ন ২ ঘটিকায় রওনা হইয়া সন্ধ্যা ৫-৩০ ঘটিকার পরে সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে আসিয়া শুভপদার্পণ করেন। বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শুভাবির্ভাবতিথিবাসরে শ্রীমঠের বার্ষিক শ্রীব্যাসপূজা মহোৎসব উপলক্ষে ২৯ মাঘ, ১২ ফেব্রুয়ারী সোমবার হইতে ১ ফাল্গুন, ১৪ ফেব্রুয়ারী বুধবার পর্য্যন্ত শ্রীমঠের বিশেষ সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশন, ১৩ ফেব্রুয়ারী মঙ্গলবার নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা, ১৪ ফেব্রুয়ারী বুধবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীব্যাসপূজা এবং মধ্যাহ্নে বিশেষ ভোগরাগান্তে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। শ্রীব্যাসপূজা অনুষ্ঠানে এবৎসর সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। উক্ত মঠে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক ব্যক্তিগণ শ্রীহরিনামাশ্রিত ও কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হন। মহোৎসব দিবসে প্রাতঃকাল হইতেই বারিবর্ষণ হইতে থাকে। ভক্তগণ বৃষ্টির মধ্যেই কোনওপ্রকারে বসিয়া প্রসাদ পাইয়াছেন। সান্ধ্য বিশেষ ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে প্রধান অতিথিরূপে উপস্থিত ছিলেন বরনগর কলেজের অধ্যাপক শ্রীহিরন্ময় মজুমদার। ১৪ ফেব্রুয়ারী রাত্রি ৭ ঘটিকায় বরনগর চক্রের এস্-ডি-সি শ্রীদীনেশ কুমার শর্ম্মা সরভোগ গৌড়ীয় মঠের গ্রন্থাগার উদ্ঘাটন করেন। উদ্ঘাটনকালে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে হরিকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীদীনেশ শর্ম্মা মহোদয় ধর্ম্মগ্রন্থ অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সভায় ভাষণও প্রদান করেন। স্থানীয় অসমবাণী' দৈনিক পত্রিকায় উক্ত সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে।

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারীর মুখ্য সেবাপ্রচেষ্টায় এবং শ্রীহরমোহন প্রভু, শ্রীকর্ম্মেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীদামোদর দাস, শ্রীমদ্ রমানাথ বনচারী, শ্রীরুদ্র দাস, শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীগোপাল দাসাধিকারী, রুণীখাতা ও জালাহ অঞ্চলের গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

তেজপুর, গোয়ালপাড়া, গৌহাটী ও সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সান্ধ্যধর্ম্মসভাসমূহে শ্রীল আচার্য্যদেবের ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহা-

রাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমৎ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী প্রভু, শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীউদ্ধব দাসাধিকারী।

* * *

বিরহ-সংবাদ

শ্রীমতী কান্তাদেবী, চণ্ডীগড় ঃ—শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট শ্রীহরিনামাশ্রিতা ভক্তিমতী শিষ্যা শ্রীমতী কান্তাদেবী বিগত ১৩ ফাল্গুন (১৩৯৬), ২৬ ফেব্রুয়ারী (১৯৯০) সোমবার শ্রীহরি-স্মরণ করিতে করিতে ৪৪ বৎসর বয়সে চণ্ডীগড়ে স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। তাঁহার পতি শ্রীপবন কুমার বার্ম্মা। চণ্ডীগড়স্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সন্নিকটে সেক্টর ২০-বিতে তাঁহাদের বাসভবন। শ্রীমতী কান্তাদেবী লুধিয়ানা জেলান্তর্গত খান্নাতে গত ১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে ২৯শে সেপ্টেম্বর জন্মগ্রহণ করেন। ১৯৮৩ খৃষ্টাব্দে অক্টোবর মাসে ইনি হরিনামাশ্রিতা হইয়া চণ্ডীগড় মঠের সেবায় প্রাণ অর্থ বুদ্ধি বাক্য নিয়োজিত করেন। তাঁহার অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দ, বিশেষতঃ চণ্ডীগড়স্থ মঠাশ্রিত ভক্তগণ বিরহ-সন্তপ্ত। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধামাধবজীউ কান্তাদেবীর স্বধামগত আত্মার নিত্যমঙ্গল বিধান করুন এই তাঁহাদের শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা।

* * *

ইং ১৯৯০ সালে শ্রীধাম মায়াপুর—ঈশোদ্যানস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে (২৬ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ রবিবার) গৃহীত ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল

গুণানুসারে

প্রথম বিভাগ

(১) শ্রীদেবকীনন্দন দাস
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, চণ্ডীগড়

(২) শ্রীশুভ্রাংশু শেখর নন্দী
ঢাকুরিয়া, কলিকাতা-৩১

দ্বিতীয় বিভাগ

(৩) শ্রীননীগোপাল বনচারী
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আগরতলা

(৪) শ্রীমহেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
হায়দরাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ)

(৫) শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী, জলন্ধর (পাঞ্জাব)

(৬) শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়া দাসী, জলন্ধর (পাঞ্জাব)

তৃতীয় বিভাগ

(৭) শ্রীগোপালকৃষ্ণ দাস, বসিরহাট

(৮) শ্রীহরিদাস ব্রহ্মচারী, ঈশোদ্যান (শ্রীমায়াপুর)

* * *

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ২য় সংখ্যা ৪৮ পৃষ্ঠার পর]

বার্ষিক সভার তৃতীয় অধিবেশনে শ্রীধীরেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত ভাষণ দিতেছেন, তাঁহার বামে বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা, শ্রীল গুরুদেব, শ্রীমদ্ ভারতী মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ

মাননীয় বিচারপতি শ্রীশম্ভু চন্দ্র ঘোষ, শ্রীঅচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজয় কুমার বসু, শ্রীশীতল প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅমিয়নিমাই চক্রবর্ত্তী, অবসরপ্রাপ্ত জেলাজজ শ্রীবীরেশ্বর প্রসাদ বক্সী, অধ্যক্ষ শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী, কলিকাতা কর্পোরেশনের স্বাস্থ্যবিভাগের চেয়ারম্যান ডাঃ শ্রীবীরেন্দ্র চন্দ্র বসু, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীপ্রশান্ত বিহারী মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক শ্রীশিবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য, মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল রায় চৌধুরী, মাননীয় বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা, কলিকাতা কর্পোরেশনের শ্রীঅমিতাভ ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের ভূতপূর্ব্ব মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, মাননীয় বিচারপতি শ্রীনিখিল চন্দ্র তালুকদার, বিশিষ্ট সাংবাদিক শ্রীঅতুলানন্দ চক্রবর্ত্তী, মাননীয় বিচারপতি শ্রীশচীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য, মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅমরনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, হিন্দুস্থান ষ্ট্যাণ্ডার্ড পত্রিকার বার্ত্তা-সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্র নাথ দাশগুপ্ত, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ, পশ্চিমবঙ্গের অবসরপ্রাপ্ত আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়, মাননীয় বিচারপতি

বার্ষিক সভার চতুর্থ অধিবেশন (বাম হইতে)—শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীশচীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য, শ্রীল গুরুদেব ও শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ ও তৎপশ্চাতে শ্রীমৎ পরমহংস মহারাজ

শ্রীঅনিল কুমার সিংহ, মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত সরকার, কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব মন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খাঁ, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী।

বার্ষিক সভার পঞ্চম অধিবেশনে শ্রীরমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ভাষণ দিতেছেন, তাঁহার দক্ষিণ পার্শ্বে শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, বাম পার্শ্বে শ্রীল গুরুদেব, শ্রীল শ্রীধর গোস্বামী মহারাজ ও শ্রীল মধুসূদন মহারাজ

শ্রীল গুরুদেব বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন—'জীবের স্বার্থনির্ণয়', 'শ্রীগীতার শিক্ষা', 'ভাগবতধর্ম্ম', 'সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি', 'শ্রীচৈতন্যদেবের দানবৈশিষ্ট্য', 'শ্রীচৈতন্যদেবের অবদান', 'গীতারহস্য', 'জীবনের মৌলিকত্ব কোথায় ?', 'ধর্ম্ম ও নীতি', 'শ্রীনামসংকীর্ত্তন', 'শ্রীবিগ্রহসেবার উপকারিতা', 'শ্রীগীতার উপদেশ', 'ধর্ম্মশিক্ষার অত্যাবশ্যকতা', 'শ্রীচৈতন্যদেব ও শ্রীনামভজন', 'শ্রীভগবদ্ভক্তি ও শান্তি', 'ভগবতত্ত্ব ও জীবতত্ত্ব', 'কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি', 'সাধ্য-সাধনতত্ত্ব', 'পরোপকার', 'সংসার-দুঃখের প্রতিকার', প্রেমের ঠাকুর শ্রীগৌরাঙ্গ', 'অখিলরসামৃতমূর্ত্তি শ্রীকৃষ্ণই চরম কারণ', 'সদ্ধর্ম্ম ও তাহার প্রয়োজনীয়তা', ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়', 'বিজ্ঞানের প্রগতি ও শান্তি', 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা', 'জীবতত্ত্ব', 'যুগধর্ম্ম শ্রীনামসংকীর্ত্তন', 'ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রয়োজনীয়তা'।

শ্রীল গুরুদেবের প্রীতিতে আকৃষ্ট হইয়া ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদান করতঃ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন শ্রীল গুরুদেবের সতীর্থ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ঃ—পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিশরণ শান্ত মহারাজ ও পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে বক্তৃতা দিয়াছিলেন—শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক শ্রীমদ্ মঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, অধ্যাপক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিসম্বন্ধ পর্ব্বত মহারাজ, অধ্যাপক শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র পণ্ডা, অধ্যাপক শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, মার্কিণদেশীয় ভক্ত শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ।

পরম পূজ্যপাদ **শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী মহারাজ** ইং ১৯৬৮ সালের বার্ষিক উৎসবে ধর্ম্মসম্মেলনের পঞ্চম অধিবেশনে **সভাপতির অভিভাষণে** বলেন—"সভার উদ্যোক্তামণ্ডলী ও তাঁদের নিয়ামক শ্রীমৎ মাধব মহারাজের মহৎ প্রচেষ্টায় পাঁচদিবসব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন এবং তার সার্থকতা সম্পাদন, এইপ্রকার শ্রদ্ধালু জনগণের সমাবেশ ক'রে কলিকাতা সহরে শ্রীচৈতন্যদেবের দান-

বৈশিষ্ট্য প্রচারের অনুকূল পরিবেশ—এ সব দেখে বড়ই আনন্দ লাভ করছি। কলিকাতার মত স্থানে যেখানে পরস্পর পরস্পরকে ঠকিয়ে জড়-সম্ভোগের ও কর্ত্তৃত্বের competition চল্‌ছে, সেখানে এইপ্রকার হরিকথা পরিবেশনের প্রচেষ্টা অত্যন্ত সুদুর্ল্লভ। শ্রীচৈতন্যদেবের দানবৈশিষ্ট্যের কথাই আপনারা এতদিন বিভিন্ন বক্তার নিকট শুনেছেন, আজও শুনবেন।"

১৩৭৬ বঙ্গাব্দে ১৯৭৬ খৃষ্টাব্দে শ্রীচৈতন্যবাণী বন্দনায় বিশ্বে শান্তি ও ঐক্যস্থাপনে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদানবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধ শ্রীল গুরুদেবের উপদেশ-বাণী ঃ—

বর্ত্তমান জড় বৈজ্ঞানিক ও যান্ত্রিক প্রচেষ্টায় পৃথিবীর জনগণের দুঃখ দুর্দ্দশা অপনোদনের পরিবর্ত্তে কেবল পরস্পর বিরোধের ও অশান্তির অনল প্রজ্জ্বলিত হইতেছে। দেশের নেতৃবর্গ কেবল মনুষ্যের স্থূল অভাবটিই লক্ষ্য করেন ও উহার তাৎকালিক প্রতিকারের চেষ্টায়ই তাঁহাদের সমস্ত শক্তি ব্যয় করিয়া থাকেন।

মনুষ্যমাত্রেরই জন্ম, কর্ম্ম ও সংসর্গ হইতে একটা স্বভাব গঠিত হয়। এক পিতামাতার সন্তান-সন্ততি হইতে উপরিউক্ত স্বভাব গঠনের হেতুত্রয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য থাকিলেও সর্ব্বাংশে ঐক্য না থাকায় এবং তাহাদের পূর্ব্বার্জ্জিত কর্ম্মাদিরও পার্থক্য থাকায় স্বভাব ও রুচির বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। এমতাবস্থায় বিভিন্ন পরিবারের, বিভিন্ন দেশের, ভিন্ন ভিন্ন জাতীয় লোকের মধ্যে যে স্বভাব ও রুচির বহু পার্থক্য হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন স্বভাব ও রুচির লোকসমূহের সহাবস্থান করিতে হইলে ঐক্যের কোন সূত্র অবশ্যই বাহির করা দরকার। নচেৎ কেবল মুখে ঐক্যের ধাপ্পা দিলে উহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হইবে না এবং পরিণামও ভয়াবহ হইতে বাধ্য।

ভারতবর্ষ সুদীর্ঘকাল পরাধীন থাকায় দেশবাসিগণ নিজেদের মর্য্যাদাবোধ এবং যোগ্যতাবোধ সম্বন্ধে অনেকটা বিশ্বাস হারাইয়া ফেলিয়াছেন। শাসক-গোষ্ঠীর সবটাই যেন সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ এবং শাসিতের সবটাই দূষিত ও হীন বলিয়া একটা বদ্ধমূল ধারণা হইয়াছে। ফলে বিজেতাদের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার, খাদ্য, পোষাক-পরিচ্ছদাদি সবটাই অনুকরণীয় হইয়াছে। ভারতীয় পরপদলেহিগণের আর্য্য ঋষিদের এবং বেদ ও বেদানুগ সাত্বত-শাস্ত্রের প্রতিও শ্রদ্ধা বিশ্বাস রহিত হইতে চলিয়াছে। ফলে মুসলমান ও খৃষ্টানদের রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্পনীতি সবকিছুর নিকটেই পরপদলেহিগণ নিজেদের স্বতন্ত্রতা বিনামূল্যে যেন বিক্রয় করিয়া দিয়াছেন। হিন্দুদের ধর্ম্ম, আচার, ব্যবহার সবটাই যেন খারাপ! নিজেদের বৈদিক কৃষ্টির, বিশ্বের প্রাচীনতম সভ্যতার সবটাই যেন অকর্ম্মণ্য ও অহিতকর বলিয়া দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক নেতৃবর্গের অনেকেই তদ্বিষয়ে উদাসীন হইয়াছেন। মুখে স্বাদেশিকতা ও দেশপ্রেমের তথা সমাজ-উন্নয়নের বুলি উচ্চারণ করিয়াও তত্ত্বতঃ কেবল অপর দেশের সর্ব্ববিষয়ে নকলের জন্য যেন উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। অপর দেশের নিকটে নিজেদের স্বতন্ত্রতা বিক্রয়কারী, অপর দেশের অনুকরণকারী হইয়া দেশনেতার আসন গ্রহণ করিতে বা ঐ জাতীয় লোককে দেশনেতার আসন প্রদান করিতেও লজ্জা বা কুণ্ঠা বলিয়া আর যেন আমাদের মধ্যে কিছু নাই। এইভাবে নিজদেশের বৈশিষ্ট্য লোপ করতঃ অন্যদেশের পদলেহন করিয়া নিজের দেশের বৈশিষ্ট্য তাঁহাদের নিকটে বিকাইয়া দিতে কোনই শঙ্কা হইতেছে না। আত্মজ্ঞানের অভাববশতঃ অজ্ঞ হইয়াও নিজদিগকে পণ্ডিতাভিমানপূর্ব্বক দেশের স্বার্থ ও সুখের বিরুদ্ধে অজ্ঞলোকগুলিকে মাতাইয়া একটা হট্টগোল করতঃ দেশ ও সমাজসেবার নামে যে পরস্পর দ্রোহাচরণ করা হইতেছে, ইহা পর্য্যন্ত বুঝিবার ক্ষমতা যেন লোপ পাইতেছে।

নেতা হইতে হইলে স্থান, কাল ও সুপাত্রজ্ঞ হইতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, বর্ত্তমানে অধিকাংশ নেতার এইসব সদ্‌গুণের ও যোগ্যতার বালাই নাই। তাঁহাদের অনেকেই অপর দেশের উচ্ছিষ্টভোজী ও অপরদেশের গোলামী করিতে পারিলে নিজদিগকে কৃতার্থবোধ করেন। ইঁহারা নিজেদের দেশের ধর্ম্ম, নীতি, কৃষ্টি—সবই বিসর্জ্জন দিতে বসিয়াছেন। তাঁহারা ধর্ম্মের নাম শুনিলেই অথবা

তাঁহাদের নিকট হিন্দু, মুসলমান বা খৃষ্টানাদির নামমাত্র উচ্চারণ করিলেই আতঙ্কগ্রস্ত হন। তাঁহাদের ধারণা ধর্ম্মের নাম করিলেই দেশের অশান্তি হইবে। ধর্ম্মহীন হইলেই সুখের সাগর উদ্বেলিত হইবে! অন্যস্থানের কথা বাদ দিয়াও কেবল আমাদের এই ক্ষুদ্র পশ্চিমবাংলার ধর্ম্মনিরপেক্ষ বা ধর্ম্মরহিত মতবাদীসমূহের ক্রিয়াকলাপে কয়েকমাসের মধ্যেই যে প্রকার রাজনৈতিক নরহত্যা, জখম, স্ত্রীলোকের প্রতি অত্যাচার, গৃহদাহ, লুণ্ঠন, ডাকাতি, রাহাজানি, মারপিট্ ভয়াবহরূপে আরম্ভ হইয়াছে, তাহাতে সকলেই আতঙ্কগ্রস্ত হইয়াছেন। দলভারী করিবার জন্য দুষ্টের প্রশ্রয়, নিরীহের নির্য্যাতন অগণিত দেখিতেছি ও শুনিতেছি। দেশের জনসাধারণ আর নিশ্চিন্তে ও সুখে রাত্রিতে নিদ্রা যাইতে পারেন না বা রাস্তাঘাটে ও ট্রেণে চলা ভয়াবহ হইয়াছে। কৃষিকার্য্যেও সাধারণের উৎসাহ কম হইবে, কারণ কৃষকদের শস্যলাভের কোন নিশ্চয়তা নাই। জনসাধারণ এখন আর কাহারও আশ্রয়ে নির্ভয়ে জীবন-যাপন, ধর্ম্ম, মান, মর্য্যাদা সংরক্ষণ ও নিজ নিজ কষ্টার্জ্জিত ধনসম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন কিনা বুঝা যাইতেছে না। শিক্ষা-জগতে যেরূপ ছাত্র ও শিক্ষকদের রাজনৈতিক মতবাদে এক এক দলের নেতৃগণ দলভারী করার জন্য উত্তেজিত করিতেছেন, তাহাতে দেশের শিক্ষার মান অবনতির দিকে চলিয়া গিয়াছে এবং যাঁহারা দেশের নীতি ও শৃঙ্খলার প্রতীক ছিলেন, তাঁহারা আজ উচ্ছৃঙ্খলতায় প্রমত্ত হইতেছেন। তথাকথিত নেতৃবর্গ দেশকে নরককুণ্ডে রূপান্তরিত করিতেছেন। বাংলাদেশ শিল্পে ভারতের মধ্যে প্রায় শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিয়াছিল, আজ নেতৃবর্গের বাহাদুরীতে বহু শিল্পই পতনোন্মুখ বা বন্ধ হইতে চলিয়াছে। বেকারসংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছে।

এহেন দুর্য্যোগপূর্ণ অবস্থার মধ্যেও 'শ্রীচৈতন্যবাণী" দৃঢ়কণ্ঠে জগতের আত্যন্তিক মঙ্গলের জন্য বহুবিধ উপায়ে যত্ন করিতেছেন। 'শ্রীচৈতন্যবাণী' বলেন,—জীবের রোগের বা কষ্টের মূল কারণ তাহার স্বরূপ-বিস্মৃতি। অদ্বয়জ্ঞান, শ্রীভগবদ্বিমুখতাই অজ্ঞানলাভ ও স্বরূপবিস্মৃতির কারণ। গুণীভূত দেহ ও বর্ণাশ্রমাদি জীবের বাস্তব স্বরূপ নয় উপাধিমাত্র। উপাধিসমূহের চাহিদা মিটাইলেও স্বরূপের প্রয়োজনের অপ্রাপ্তিতে জীবের দুঃখ বিদূরিত হয় না। জীব চিৎকণ, পূর্ণ বা অসীম চিত্তত্ত্বের প্রকৃতির অংশ বলিয়া জীবের চাহিদা ও সুখসমৃদ্ধি পূর্ণচিত্তত্ত্ব শ্রীভগবানের উপরই নির্ভর করে। একই সূর্য্যের কিরণ যেমন সমস্ত পৃথিবীতে ব্যাপ্ত রহিয়াছে এবং কিরণরাশি সূর্য্যসম্বন্ধে পরস্পর বন্ধু এবং সূর্য্য তাহাদের কেন্দ্র; তদ্রূপ একই অখণ্ড জ্ঞানতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ, পরমাত্মা বা ব্রহ্মই সর্ব্বজীবের হেতু ও কেন্দ্র। একমাত্র সেই ভগবৎ-সম্বন্ধেই সকলে পরস্পর সম্বন্ধবিশিষ্ট। শ্রীভগবান্ বাদে আর কোন বস্তু নাই যাহা পরস্পরের ঐক্য বা প্রিয়সম্বন্ধ স্থাপন করিতে পারে। সুতরাং বিশ্বে প্রকৃত শান্তি ও সুখ আনিতে হইলে বা ঐক্য-স্থাপনের চেষ্টা করিতে হইলে শ্রীভগবান্‌কে কেন্দ্র করিয়াই উহা সম্ভব। পরস্পরের স্বার্থ ও সুখ ঈশ্বর-কেন্দ্রিক। 'শ্রীচৈতন্যবাণী' বিনয়ের সহিত এই কথাই দ্বারে দ্বারে বহন করিয়া দিতেছেন। আমরা রাষ্ট্রনেতৃগণকে বিনয়াবনতভাবে অনুরোধ করিতেছি, তাঁহারা কিছু সময়ের জন্যও শ্রীচৈতন্যবাণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করুন এবং জীব-কল্যাণে জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে শ্রীচৈতন্যদেব কি উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা অবধারণ করতঃ নিজের ও দশের প্রকৃত কল্যাণ ও শান্তিস্থাপনে যত্নশীল হউন। 'শ্রীচৈতন্যবাণী' আমাদিগকে অমায়ায় কৃপা করুন। শ্রীচৈতন্যবাণীর সেবকগণ জয়যুক্ত হউন।

কলিকাতা মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উৎসব

[ইং ১৯৬৮ হইতে ইং ১৯৭৪]

৩০ শ্রাবণ (১৩৭৫), ১৫ আগষ্ট (১৯৬৮) বৃহস্পতিবার হইতে ৩ ভাদ্র, ১৯ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত; ১৭ ভাদ্র (১৩৭৬), ৩ সেপ্টেম্বর (১৯৬৯) বুধবার হইতে ২১ ভাদ্র, ৭ সেপ্টেম্বর রবিবার পর্য্যন্ত; ৬ ভাদ্র (১৩৭৭), ২৩ আগষ্ট (১৯৭০) রবিবার হইতে ১০ ভাদ্র, ২৭ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত;

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

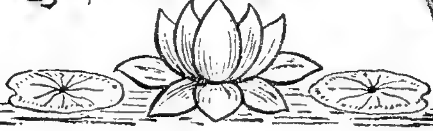

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রিংশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৯৭

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্** দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন. বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩০শ বর্ষ
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, জ্যৈষ্ঠ ১৩৯৭
২১ ত্রিবিক্রম, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ জ্যৈষ্ঠ, বুধবার, ৩০ মে ১৯৯০
৪র্থ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতপ্রেস
গোয়ারী, কৃষ্ণনগর
২রা পৌষ ১৩২৩, ১৭ই ডিসেম্বর ১৯১৬

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ১৩ই কার্ত্তিক ও ১৬ই অগ্রহায়ণ তারিখের দুইখানা পত্র যথাসময়ে পাইয়াছি। * * র নিকট আপনাদের পত্রাদি লিখিবার আবশ্যক নাই। মায়াবাদীর সঙ্গ, বৈষয়িক শাক্ত-সম্প্রদায়ের সঙ্গ এবং কর্ম্মিগণের সঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিহার করিবেন। যে বংশে ভক্ত জন্মগ্রহণ করেন, সেই বংশীয় পূর্ব্ব-পুরুষগণের বিশেষ মঙ্গল হয় এবং তাঁহারা কৃত-কৃতার্থ হইয়া যান। সেই পিতৃ-পুরুষদের জন্য কোনও কামনা করিতে হয় না। গয়ায় কর্ম্মময় ভোগ্যবুদ্ধিতে বিষ্ণুপাদপদ্ম দর্শন করিবার দরকার নাই। "বৈতানিকে মহতি কয়াণ যুজ্যমানঃ" প্রভৃতি ভাগবতের শ্লোক-দ্বারা তাদৃশ বাহ্যাড়ম্বরপূর্ণ কর্ম্মকাণ্ড নিরস্ত হইয়াছে। আপনারা ঐ সকল বৃহৎ ব্যাপারে প্রবিষ্ট হইবেন না। শ্রীপত্রিকা কএক দিবস প্রকাশিত হইতে বিলম্ব হইয়াছে। * * শ্রীনামের নিকট প্রার্থনা করিবেন, তাহাতেই নামের দয়া হইবে। এখানকার ভক্তগণ ভাল আছেন। মধ্যে মধ্যে আপনাদের ভজনকুশল জানাইয়া সুখী করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতপ্রেস, কৃষ্ণনগর
২রা জানুয়ারী ১৯১৮, ১৮ই পৌষ ১৩২৪

* * *

আপনার ২।৩ খানা পত্র পূর্ব্বে পাইয়াছি। পত্র লিখিবার লোকের অভাব এবং নিজে নানাকার্য্যে ব্যস্ত থাকায় যথাকালে পত্রের উত্তর লেখা হয় নাই। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যসহস্রনাম" পাঠান হয় নাই; যাহা হউক অদ্য পাঠাইলাম। শ্রীসজ্জনতোষণী ৫ম সংখ্যা এখনও প্রকাশিত হয় নাই। শুনিয়াছি * * কলিকাতা আসিয়াছে। ম—* * শীঘ্র দেশে যাত্রা করিবে। প্রাক্তন কর্ম্মফলে ম * * র যে দুর্গতি হইয়াছে, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"; সুতরাং জন্মজন্মান্তরে তাহার মঙ্গল হইবে। * * দুঃসঙ্গ মনে মনে পরিবর্জন করিয়া নিরপরাধে ভগবন্নাম গ্রহণ করিবেন। সর্ব্বদা চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থ পড়িবেন। অত্রস্থ কুশল। শ্রীব্রজপত্তনে শীঘ্রই শ্রীমূর্ত্তিসেবা প্রচার হইবে, স্থির হইয়াছে। ইতি—

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

◆

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

চতুর্দ্দশঃ কিরণঃ—ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারঃ

[শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর]

দেবহূতিঃ কপিলম্ [৩।৩৩।৮]

তং ত্বামহং ব্রহ্ম পরং পুমাংসং
প্রত্যক্স্রোতস্যাত্মনি সংবিভাব্যম্।
স্বতেজসা ধ্বস্তগুণপ্রবাহং
বন্দে বিষ্ণুং কপিলং বেদগর্ভম্ ॥১॥

শরণাপত্তেরাবশ্যকত্বম্। কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।১২।১৪-১৫]

তস্মাত্ত্বমুদ্ধবোৎসৃজ্য চোদনাং প্রতিচোদনাম্।
প্রবৃত্তিঞ্চ নিবৃত্তিঞ্চ শ্রোতব্যং শ্রুতমেব চ ॥
মামেকমেব শরণমাত্মানং সর্ব্বদেহিনাম্।
যাহি সর্ব্বাত্মভাবেন ময়াস্যা হ্যকুতোভয়ঃ ॥২॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

প্রতিষ্ঠাশাভয়াদ্ যেন বিবিক্তে ভজনং কৃতম্।
তং মাধ্বান্বয়নক্ষত্রং মাধবেন্দ্রপুরীং ভজে ॥

তুমি পরম ব্রহ্ম, তুমি পরম পুরুষ, প্রত্যক্ স্রোতদ্বারা আত্মায় আনীত হও। স্বীয় তেজে সমস্ত গুণপ্রবাহ ধ্বংস করিয়া তুমি বর্ত্তমান। তুমি বেদগর্ভ কপিল। তোমাতে বিষ্ণু সাক্ষাৎ; আমি তোমাকে বন্দনা করি। চিদনুকূলস্রোতকে প্রত্যক্স্রোত বলা যায়। চিৎপ্রতিকূল স্রোতকে পরাক্স্রোত বলা যায়। চিৎপ্রতিকূল-স্রোতই ভক্তির প্রতিকূল, তাহা ত্যাগ না করিলে ভক্তি সাধিত হয় না ॥ ১ ॥

শরণাপত্তি নিতান্ত প্রয়োজন। হে উদ্ধব! তুমি বেদের প্রেরণা-বাক্য ও স্মৃতির প্রতিপ্রেরণা পরিত্যাগ করতঃ প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, শ্রোতব্য ও শ্রুত সমস্ত ত্যাগ করিয়া সর্ব্বদেহিগণের আত্মস্বরূপ আমার অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অনন্য-শরণাপত্তি কর। সর্ব্বভাবে তাহা করিতে পারিলে আমাতে অবস্থিত হইয়া অকুতোভয় হইবে ॥ ২ ॥

শরণাপত্তেঃ লক্ষণানি ষট্। প্রাতিকূল্যবর্জনম্ আনুকূল্যস্য সংকল্পঃ, কৃষ্ণো রক্ষিষ্যতীতিবিশ্বাসঃ ; কৃষ্ণৈব গোপ্তা ইতি বিশ্বাসঃ, আত্ম নিবেদনং, দৈন্যঞ্চেতি। অত্র কিরণে প্রাতিকূল্য বিচারঃ। তত্রাদৌ শুকঃ পরীক্ষিতম্ [৫।১৯।২৩]

> ন যত্র বৈকুণ্ঠকথা-সুধাপগা
> ন সাধবো ভাগবতাস্তদাশ্রয়াঃ।
> ন যত্র যজ্ঞেশমখা মহোৎসবাঃ
> সুরেশ-লোকোঽপি ন বৈ স সেব্যতাম্ ॥৩॥

নারদঃ গুহ্যকৌ [১০।১০।৮-১০]

> নহ্যন্যো জুষতো জোষ্যান্ বুদ্ধিভ্রংশো রজোগুণঃ।
> শ্রীমদাদাভিজাত্যাদির্যত্র স্ত্রীদ্যূতমাসবঃ ॥ ৪ ॥
> হন্যন্তে পশবো যত্র নির্দয়ৈরজিতাত্মভিঃ।
> মন্যমানৈরিমং দেহমজরামৃত্যু নশ্বরম্ ॥ ৫ ॥
> দেবসংজ্ঞিতমপ্যন্তে কৃমিবিড়্ভস্মসংজ্ঞিতম্।
> ভূতধ্রুক্ তৎকৃতে স্বার্থং কিং বেদ নিরয়ো যতঃ ॥৬

শুকঃ শিশুপালচরিতে [১০।৭৪।৪০]

> নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
> ততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃ সুকৃতাচ্চ্যুতঃ ॥৭

প্রতিকূলশাস্ত্রানুশীলনবর্জনম্। শৌনকাদয়ঃ সূতম্ [১।১।১০]

> প্রায়েণাল্পায়ুষঃ সভ্য কলাবস্মিন্ যুগে জনাঃ।
> মন্দাঃ সুমন্দমতয়ো মন্দভাগ্যা হ্যুপদ্রুতাঃ ॥৮॥

[১।১।১১]

> ভূরীণি ভূরিকর্ম্মাণি শ্রোতব্যানি বিভাগশঃ।
> অতঃ সাধোঽত্র যৎসারং সমুদ্ধৃত্য মনীষয়া।
> ব্রূহি ভদ্রায় ভূতানাং যেনাত্মা সুপ্রসীদতি ॥৯॥

পরচর্চ্চা বর্জ্জনম্। কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।২৮।২]

> পরস্বভাবকর্ম্মাণি যঃ প্রশংসতি নিন্দতি।
> স আশু ভ্রশ্যতে স্বার্থাদসত্যভিনিবেশতঃ ॥১০॥

[১২।৬।৩৪]

> অতিবাদাংস্তিতিক্ষেত নাবমন্যেত কঞ্চন।
> ন চৈনং দেহমাশ্রিত্য বৈরং কুর্ব্বীত কেনচিৎ ॥১১॥

শরণাপত্তির ছয়টী লক্ষণ অর্থাৎ (১) প্রাতিকূল্য বর্জ্জন, (২) আনুকূল্য মাত্র স্বীকার, (৩) একমাত্র কৃষ্ণকে রক্ষাকর্ত্তা বলিয়া বিশ্বাস করা, (৪) কৃষ্ণকে আপনার একমাত্র প্রতিপালক বলিয়া বরণ করা, (৫) আমি কেহ নই, আমি ও আমার সকলই কৃষ্ণের এবং (৬) আমি সর্ব্বাপেক্ষা দীন। এই কিরণে প্রাতিকূল্যবর্জ্জনের বিচার হইবে। প্রাতিকূল্য বর্জ্জন না করিলে শ্রদ্ধা ও ভক্তি হয় না। প্রাতিকূল্য অনেক প্রকার, তন্মধ্যে স্থান-প্রতিকূলতার বিষয় বলিতেছেন। বিষয়িগণের স্থান-প্রতিকূল অবশ্য পরিত্যাগ করিবে। যেখানে কৃষ্ণকথাসুধা-সরিৎ নাই, যেখানে কৃষ্ণাশ্রিত সাধুলোক নাই, যেখানে কৃষ্ণকীর্ত্তনরূপ মহোৎসব হয় না, সেস্থান যদিও সুরেশ লোক হয়, সেখানে বাস করিবে না ॥ ৩ ॥

যেখানে প্রিয় জড়বিষয়-সেবা, তথায় বুদ্ধিভ্রংশকারী অন্য রজোগুণের প্রয়োজন নাই। সহজেই শ্রীমদ্ তথায় বিদ্যমান। শ্রীমদ্ হইতে সৎকুলজন্মাদি অভিমান, অবৈধ স্ত্রীসঙ্গ, দ্যূতক্রীড়া ও আসবসেবা অর্থাৎ মদ্যধূম্রাদি পান। যেখানে অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তিগণ এই নশ্বর জড়দেহকে অজরামর বলিয়া ইহার পোষণের জন্য নির্দ্দয়তার সহিত পশ্বাদি হনন করে, সেইসকল স্থান পরিত্যাগ করিবে ॥ ৪-৫ ॥

এই দেহের গতি শুন। দেবসংজ্ঞিত দেহটীও মরণান্তে হয় কৃমি, নয় বিষ্ঠা, নয় ভস্মসংজ্ঞিত হইবে। ইহার জন্য ভূতদ্রোহ করা যে স্বার্থবিরোধী, তাহা তাহারা জানে না। ইহাতে অবশ্য নরক হয় ॥ ৬ ॥

যেখানে ভগবানের ও ভগবদ্ভক্তগণের নিন্দা শুনা যায়, সে স্থান হইতে যে চলিয়া না যায়, সে সমস্ত সুকৃতচ্যুত হইয়া অধঃপতিত হয় ॥ ৭ ॥

প্রতিকূল শাস্ত্র ও বহুশাস্ত্রানুশীলন ত্যাগ করিবে। হে সূত! এই কলিকালে মানবগণ প্রায়ই অল্পায়ু, মন্দ, মন্দমতি, মন্দভাগ্য এবং রোগ-শোকদ্বারা উপদ্রুত। সুতরাং বহির্ম্মুখ ও বহুশাস্ত্রশ্রবণের সুবিধা নাই। হে সভ্য! বিভাগ করিয়া শুনিতে গেলে অনেকানেক কর্ম্মবিষয়ক শাস্ত্র শুনিতে হয়, তাহা ভাল নয়। সমস্ত শাস্ত্রমধ্যে যাহা সার, তাহা মনীষাদ্বারা উদ্ধৃত করতঃ জীবের মঙ্গলের জন্য আমাদের কাছে বল। তাহা হইলে আত্মা প্রসন্ন হইবে ॥৮-৯॥

পরচর্চ্চা অকারণে করা দোষ, অতএব বর্জ্জনীয়। কৃষ্ণ কহিলেন, হে উদ্ধব! পরের স্বভাব ও কর্ম্মসমূহের প্রশংসা বা নিন্দা করিবে না। তাহা করিলে

ভুক্তি বা মুক্তিস্পৃহা ন কর্ত্তব্যা। মার্কণ্ডেয় চরিতে ভগবান্। [১২।১০।৬]

নৈবেচ্ছত্যাশিষঃ ক্বাপি ব্রহ্মর্ষির্মোক্ষমপ্যুত।
ভক্তিং পরাং ভগবতি লব্ধবান্ পুরুষেহব্যয়ে ।।১২।।

কপিলঃ দেবহূতিম্ [৩।২৫।৩৪]

নৈকাত্মতাং মে স্পৃহয়ন্তি কেচি-
ন্মৎপাদসেবাভিরতা মদীহাঃ।
যেহনোহন্যতো ভাগবতাঃ প্রসজ্য
সভাজয়ন্তে মম পৌরুষাণি ।। ১৩ ।।

[৩।২৯।১৩-১৪]

সালোক্যসার্ষ্টিসামীপ্যসারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ।।
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে ।।১৪।।

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।২০।৩৪-৩৫]

ন কিঞ্চিৎ সাধবো ধীরা ভক্তা হ্যেকান্তিনো মম।
বাঞ্ছন্ত্যপি ময়া দত্তং কৈবল্যমপুনর্ভবম্ ।। ১৫ ।।
নৈরপেক্ষ্যং পরং প্রাহুর্নিঃশ্রেয়সমনল্পকম্।
তস্মান্নিরাশিষো ভক্তির্নিরপেক্ষস্য মে ভবেৎ ।।১৬।।

অসদ্বিষয়ে অভিনিবেশ হইবে এবং স্বার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইবে ।। ১০ ।।

কেহ তোমাকে অতিবাদ করে, তাহা সহ্য করিবে। কাহাকেও অপমান করিবে না। দেহ আশ্রয় করিয়া কাহারও প্রতি বৈর সাধন করিবে না ।। ১১ ।।

এষণা বা স্পৃহা বহুবিধ। সমস্ত এষণা ভুক্তি-স্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা এই দুইভাগে বিভক্ত হয়। ঐহিক ধন, জন, রাজ্য, জাতি, বল, রূপ, ইন্দ্রিয়সুখ, যশ, প্রতিষ্ঠা ও মাৎসর্য্য এই সমুদায় ঐহিক ভুক্তিসুখ। স্বর্গাদি লোকসুখই আমুত্রিক সুখ। সংসারে কষ্ট পাইয়া শীঘ্র মুক্তি পাইবার জন্য যে স্পৃহা তাহা মুক্তি-সুখ। তাই বলিতেছেন যে, অব্যয় পুরুষ শ্রীকৃষ্ণে পরমাভক্তিসুখ লাভ করতঃ আর অন্য আশিস মোক্ষবাঞ্ছা বর্জ্জন করা অতি আবশ্যক ।।১২

মৎপাদসেবা অভিরত ও মদ্বিষয়ে চেষ্টান্বিত পুরুষগণ পরস্পর প্রসক্তিপূর্ব্বক আমার লীলা-কথা সেবা করেন। একাত্মতা অর্থাৎ সাযুজ্য মুক্তিকে ভক্তিসুখের নিতান্ত বিরুদ্ধ জানিয়া তাহাতে কিছুমাত্র স্পৃহা করেন না ।। ১৩ ।।

যাঁহারা আমার সেবা-সুখ পাইয়াছেন, তাঁহাদিগকে আমি সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্যকে সেবাদ্বার বলিয়া দিলেও তাঁহারা কোন প্রকার ব্যাঘাত মনে করিয়া গ্রহণ করিতে চান না। একত্ব বা সাযুজ্যকে ত' সহজে ঘৃণা করিয়া ত্যাগ করেন। ইহারই নাম আত্যন্তিক ভক্তিযোগ। ইহার দ্বারা ভক্ত গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়া আমার প্রেমভাবকে প্রাপ্ত হন ।। ১৪ ।।

আমার একান্ত ভক্ত ধীরসাধুগণ কিছুমাত্র আমার নিকট হইতে পাইতে বাঞ্ছা করেন না। আমার প্রদত্ত অপুনর্ভবরূপ কৈবল্যও বাসনা করেন না ।।১৫

নৈরপেক্ষ্যের নাম পরম নিঃশ্রেয়ঃ। তাহা অতিশয় উৎকৃষ্ট। অতএব নিরপেক্ষ সাধুদিগের নিষ্কাম ভক্তি উদয় হয় ।। ১৬ ।। (ক্রমশঃ)

* * *

ভগবদ্ভজন

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

অখিল রসামৃতমূর্ত্তি—শ্রীরাধার পরম প্রিয়তম বৃন্দাবনচন্দ্র ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই আমাদের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। ব্রজগোপিকাশিরোমণি বৃষভানুরাজনন্দিনী তাঁহার যেরূপ আরাধনার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাই আমাদের একমাত্র অনুসরণীয়া আরাধনা। তাহা জানাইবার জন্যই আজ সেই শ্রীবার্ষভানবীদয়িত কৃষ্ণের রাধাভাবকান্তিসুবলিত হইয়া শ্রীশচীজগন্নাথমিশ্রনন্দন গৌরবিশ্বম্ভররূপে বৃন্দাবনাভিন্ন শ্রীনবদ্বীপ মায়াপুরে প্রকটলীলা। স্বয়ং ব্রজেন্দ্রনন্দন ব্যতীত ব্রজপ্রেমবিতরণলীলা আর কে

করিবেন ? শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

'পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার ।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ।।
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার ।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকটবিহার ।।'
—চৈঃ চঃ আ ৩।৫-৬

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"গোকুলের বৈভবরূপ গোলোকে ('পূর্ণ ভগবান্ কৃষ্ণ') ব্রজরসের সমস্ত উপকরণ-সহ নিত্য বিহার করেন। ইহারই নাম অপ্রকটবিহার। জগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিকল্পে অর্থাৎ ব্রহ্মার এক একদিনে তিনি একবার প্রকটবিহার করেন।"

কলিযুগের পরিমাণ—৪৩২০০০ বৎসর, ইহার দুইগুণ দ্বাপর, তিনগুণ ত্রেতা, চারগুণ সত্য—এই চারিযুগের বর্ষসমষ্টি—৪৩২০০০০ বৎসর, ইহাকেই এক চতুর্যুগ—মহাযুগ বা দিব্যযুগ বলে। ৭১ মহাযুগে এক মনুর রাজত্বকাল—এক মন্বন্তর। এইরূপ 'চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবস ভিতর'। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—'চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও তদন্তর্গত ১৫টি সত্যযুগকালপরিমিত সন্ধিসহ সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিবস বা কল্প। * * * বৈবস্বত নামক সপ্তম মনুর মন্বন্তরে মহাপ্রভুর উদয়কাল। বৈবস্বত মন্বন্তরের ৭১ মহাযুগের মধ্যে ২৭ মহাযুগ গত হইলে পর অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে সত্য ও ত্রেতা অতীত হইয়া দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণের প্রকটকাল।

"'বৈবস্বত' নাম এই সপ্তম মন্বন্তর ।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর ।।
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে ।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ।।"
—চৈঃ চঃ আ ৩।৯-১০

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—'দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও শৃঙ্গার—এই চারিপ্রকার রসের ভক্তগণের নিকট কৃষ্ণ একান্ত বশীভূত হন।' যদিও পঞ্চ মুখ্যরসের মধ্যে শান্তরস গণিত হয়, কিন্তু শান্তরসে ইষ্টনিষ্ঠা তৃষ্ণাত্যাগ—লক্ষণ থাকিলেও উহাতে একটু নিরপেক্ষভাব লক্ষিত হয়। স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া মমত্বাদি যুক্ত হইয়া ভজন-চেষ্টা শান্তরসে লক্ষিত হয় না। উক্ত ইষ্টনিষ্ঠা ও তৃষ্ণাত্যাগ লক্ষণে মমতা যুক্ত হইয়া দাস্যরসের রক্তক পত্রক চিত্রক বকুল ভৃঙ্গার ভঙ্গুর জম্বুলরসালাদি ভক্ত কৃষ্ণকে সুখ দান করেন। শান্তদাস্যের গুণের সহিত বিশ্রম্ভ অর্থাৎ দৃঢ়বিশ্বাস ও সম্ভ্রমরাহিত্যভাব যুক্ত হইয়া সখ্যরসে শ্রীদামসুদামসুবলাদি সখাগণ কৃষ্ণকে সুখ দান করেন। শান্তদাস্যসখ্যের গুণের সহিত অত্যদ্ভুত স্নেহাধিক্য সংযুক্ত হইয়া বাৎসল্যরসের ভক্তগণ বাৎসল্যরসের আশ্রয়বিগ্রহ শ্রীনন্দযশোদাদির আনুগত্যে বাৎসল্যরসে কৃষ্ণকে সেবা করেন। মধুররসে পূর্ব্ববর্ত্তী সকল রসেরই সমাহার। বিশেষভাবে সঙ্কোচরাহিত্য বলিয়া একটি পরমোপাদেয় ভাব সংযুক্ত হইয়া মধুররসে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে সম্যক্প্রকারে কৃষ্ণানুশীলন-দ্বারা কৃষ্ণকে সর্ব্বতোভাবে সুখদানচেষ্টা বিদ্যমান। কৃষ্ণ ব্রজে এই চারি রসের দাস, সখা, পিতামাতা ও প্রেয়সীগণ-সহ প্রেমাবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করতঃ অন্তর্দ্ধান হইয়া মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—আমি ত' এযাবৎ জগতে প্রেমভক্তি দান করি নাই। শাস্ত্রাদি পাঠ করিয়া জগতের লোক বিধিমার্গে আমার ভজনা করে বটে, কিন্তু তাহাতে সম্ভ্রমবুদ্ধি বা ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রবল থাকে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে প্রেমের গাঢ়তা থাকে না। এইপ্রকার ঐশ্বর্য্যশিথিল প্রেমে আমি প্রকৃত সুখানুভব করিতে পারি না—"বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি"। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধিমার্গে ভজন করিয়া বৈধভক্তগণ বৈকুণ্ঠলোক প্রাপ্ত হইয়া সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য), সামীপ্য (সমীপে অবস্থিতি), সারূপ্য (সমানরূপ) ও সালোক্য (সমান লোক)—এই চতুর্ব্বিধ মুক্তি লাভ করেন। অবশ্য ব্রহ্মের সহিত ঐক্যরূপ জ্ঞানিগণমৃগ্য সাযুজ্যমুক্তি বিধিভক্তগণও প্রার্থনা করেন না। কিন্তু প্রেমভক্তি পাইলে উক্ত চারিপ্রকার মুক্তিকেও পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তগণ আমার সেবাসুখ লইয়া থাকেন। সেইপ্রকার বিধিভক্তির অতীত প্রেমভক্তি জগতে প্রচার করাই আমার অভীষ্ট। আমি কলিযুগধর্ম্ম যে নামসংকীর্ত্তন, তাহা দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও শৃঙ্গাররসের সহিত জগৎকে দিয়া সর্ব্বলোককে নৃত্য করাইব; আপনিও ভক্তভাব

গ্রহণ করতঃ স্বীয় আচার দ্বারা জগজ্জীবকে শিক্ষা প্রদান করিব।"

—চৈঃ চঃ আ ৩য় পরিচ্ছেদ অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য।

এস্থলে দেখা যাইতেছে—স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই ইচ্ছা করিতেছেন যে, দ্বাপরান্তে কলির প্রারম্ভে তিনিই কলিযুগধর্ম্ম নামসংকীর্ত্তন প্রবর্ত্তনপূর্ব্বক তাহা দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-মধুররস-সহ জগৎকে দিয়া সর্ব্বলোককে নৃত্য করাইবেন—

'যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তামু নামসংকীর্ত্তন।
চারি ভাব-ভক্তি দিয়া নাচামু ভবন॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।১৯

সুতরাং ব্রজভাব পাইবার সহজ উপায় ঐ নামসংকীর্ত্তনই। শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখোচ্চারিত শিক্ষাষ্টকের দ্বিতীয় শ্লোকে দেখিতে পাই—নামী কৃষ্ণ তাঁহার নামে সর্ব্বশক্তি অর্পণ করিয়াছেন—'সর্ব্বশক্তি নামে দিলা করিয়া বিভাগ'। নাম-নামী—অভিন্ন। শ্রীপদ্মপুরাণে উক্ত হইয়াছে—

"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ।
পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ॥"

[অর্থাৎ 'কৃষ্ণনাম চিন্তামণি-স্বরূপ, স্বয়ং কৃষ্ণ, চৈতন্যরসবিগ্রহ, পূর্ণ, মায়াতীত, নিত্যমুক্ত, কেন না নাম নামীতে ভেদ নাই।']

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার ব্যাখ্যা করিতেছেন—"নাম ও নামী পরস্পর অভেদ তত্ত্ব, এতন্নিবন্ধন নামিরূপ কৃষ্ণের সমস্ত চিন্ময়গুণ তাঁহার নামে আছে, নাম সর্ব্বদা পরিপূর্ণতত্ত্ব; হরিনামে জড়সংস্পর্শ নাই, তাহা নিত্যমুক্ত, যেহেতু কখনই মায়াগুণে আবদ্ধ হন নাই; নাম স্বয়ং কৃষ্ণ, অতএব চৈতন্যরসের বিগ্রহস্বরূপ, নাম চিন্তামণি-স্বরূপে যিনি যাহা চান, তাঁহাকে তাহা দিতে সমর্থ।"

—জৈবধর্ম্ম

সুতরাং কৃষ্ণ যেমন বাঞ্ছাকল্পতরু, কৃষ্ণনামও তদ্রূপ বাঞ্ছাকল্পতরু। বিশেষতঃ নামীকৃষ্ণ অপেক্ষাও নামের দয়া অত্যন্ত অধিক। ইষ্টবস্তুতে যে স্বাভাবিকী পরমাবেশময়ী রতি, তাহাকেই রাগাত্মিকা বা রাগস্বরূপা ভক্তি বলে। "ব্রজবাসীর কৃষ্ণে হয় স্বাভাবিকী প্রীতি। কৃষ্ণেরও স্বাভাবিকী প্রীতি ব্রজবাসী-প্রতি॥" এই স্বাভাবিকী অনুরাগময়ী ভক্তির অনুগতা যে ভক্তি, তাহারই নাম—'রাগানুগা ভক্তি'। সদ্গুরু-পাদাশ্রয়ে তদুপদিষ্ট বাঞ্ছাকল্পতরু পরম করুণাময় শ্রীনামব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া যিনি তৎসমীপে নিষ্কপটে 'ব্রজভাব'—রাগানুগাভক্তি-প্রাপ্তি-লালসায় নাম গ্রহণ করিতে পারিবেন, তিনিই নাম-কৃপায় রাগানুগা ভক্তি যজনাধিকার প্রাপ্ত হইবেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে তাঁহার বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনক্ষেত্র পুরীধামে তাঁহার অন্তরঙ্গ পার্ষদপ্রবর স্বরূপ রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া পরম উল্লাসভরে 'নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়' বলিয়া গেলেন, তাহা সেই ব্রজভাব পাইবারই পরম উপায়। সেই প্রেমোদয়ের লক্ষণশ্লোকেও বলিলেন—তৃণাদপি সুনীচেন, তরুর ন্যায় সহিষ্ণুতা, অমানিত্ব ও মানদত্ব—এই চারিটি গুণে গুণী হইয়া নিষ্কপটে আর্ত্তিভরে নাম গ্রহণের কথা। সে নামগ্রহণের কোন কালাকাল বিচার করিবে না এবং তন্মধ্যে জড়বিষয় চিন্তারও অবকাশ থাকিবে না। চাই বুকফাটা ক্রন্দন—নিষ্কপট অশ্রু বিসর্জ্জন। মুখে বড় বড় কথা বলিব, অন্তরে থাকিবে অবান্তর চিন্তা,—ইহা কখনই রাগভক্তি প্রাপ্তির লক্ষণ-ব্যঞ্জক হইবে না।

শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভুকে উপলক্ষ্য করিয়া কহিতেছেন—

"ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
'কৃষ্ণপ্রেম', 'কৃষ্ণ' দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাম-সঙ্কীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন।"

—চৈঃ চঃ অ ৪।৭০-৭১

অভিধেয় নববিধাভক্তিই সম্বন্ধতত্ত্ব 'কৃষ্ণ' ও প্রয়োজনতত্ত্ব কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিবার মহাশক্তি ধারণ করেন। শ্রীল প্রভুপাদও বলিতেছেন—সাধনভক্তিই অভিধেয়রূপে প্রকট হইয়া পরে প্রেমভক্তির স্বরূপ লাভ করেন। প্রয়োজনরূপ কৃষ্ণপ্রেমই সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণকে প্রদান করেন।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও বলিতেছেন—

'সাধনভক্তি'র সহিত যখন নাম হইতে থাকে, (তখন সেই) নামকে 'সাধন' বলিতে পার ; আবার যখন 'ভাব' ও 'প্রেমভক্তি'র সহিত নাম হয়, তখন (সেই) নামকেই 'সাধ্যবস্তু' জানিবে।"

সুতরাং নামই সাধন, নামই সাধ্য। শ্রীশ্রীল রঘুনাথ ভট্টগোস্বামীর পিতৃদেব শ্রীল তপন মিশ্র মহোদয়কেও মহাপ্রভু ইহাই বলিয়াছিলেন।

নববিধা ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে অষ্টবিধা 'অবলা' ভক্তি কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তির আশ্রয়েই 'সবলা' হইয়া থাকে। 'যদ্যপ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা তদা কীর্ত্তনাখ্যভক্তিসংযোগেনৈব। স্বতন্ত্রমেব নামকীর্ত্তনমত্যন্ত-প্রশস্তম্।' —(ভঃ সঃ) অর্থাৎ কলিতে অন্যপ্রকার ভক্তির আচরণ করিতে হইলে তাহা কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিসংযোগেই করা কর্ত্তব্য। স্বতন্ত্রভাবে নামকীর্ত্তনই অত্যন্ত প্রশস্ত।

পদ্মপুরাণে কথিত হইয়াছে—

অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ।
সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥

[অতএব শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলা কখনও প্রাকৃত চক্ষুকর্ণাদির গ্রাহ্য নয়। যখন জীব সেবোন্মুখ হন, অর্থাৎ চিৎস্বরূপে কৃষ্ণোন্মুখ হন, তখনই অপ্রাকৃত জিহ্বাদি ইন্দ্রিয়ে কৃষ্ণনামাদি স্বয়ংই স্ফুর্ত্তি লাভ করে।]

এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—

"সেবোন্মুখে হীতি—ভগবৎস্বরূপ-তন্নাম গ্রহণায় প্রবৃত্তে ইত্যর্থঃ।"

অর্থাৎ জিহ্বাদি ইন্দ্রিয় ভগবৎস্বরূপ ও তন্নাম গ্রহণার্থ প্রবৃত্ত হইলে।

শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদ নামসংকীর্ত্তন সম্বন্ধে শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতে এইরূপ বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণস্য নানাবিধ কীর্ত্তনেষু তন্নামসংকীর্ত্তনমেব মুখ্যম্ তৎপ্রেমসম্পজ্জননে স্বয়ং দ্রাক্ শক্তং ততঃ শ্রেষ্ঠতমং মতং তৎ।"

অর্থাৎ কৃষ্ণের, বেদপুরাণাদি পাঠ, কথা, গীত ও স্তুতি ইত্যাদিভেদে বহুপ্রকার কীর্ত্তনের মধ্যে নামসংকীর্ত্তনই মুখ্য। যেহেতু শ্রীকৃষ্ণের নামসংকীর্ত্তন-দ্বারাই শীঘ্র শীঘ্র শ্রীকৃষ্ণে প্রেমসম্পত্তির আবির্ভাব হয়। অতএব ধ্যানাদি ভক্ত্যঙ্গের মধ্যে নামসংকীর্ত্তনকেই ভজনবিজ্ঞ সাধুগণ শ্রেষ্ঠতম বলিয়া বিচার করিয়াছেন।

ঐ বৃহদ্ভাগবতামৃতে (বৃঃ ভাঃ ২।৩) আরও উক্ত হইয়াছে—

"নামসংকীর্ত্তনং প্রোক্তং কৃষ্ণস্য প্রেমাসম্পদি।
বলিষ্ঠং সাধনশ্রেষ্ঠং পরমাকর্ষ-মন্ত্রবৎ॥"

অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণে প্রেমসম্পদ্ উৎপাদনে নামসংকীর্ত্তনকে পরমাকর্ষক মন্ত্রের ন্যায় বলিষ্ঠ ও শ্রেষ্ঠ সাধন বলা হইয়াছে।

পরমারাধ্য প্রভুপাদের শ্রীমুখনিঃসৃত বাণী—

"ভগবদ্ভক্তমাত্রেই প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করিবেন। নতুবা বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবৎসেবা করিতে অসমর্থ হইবেন। তজ্জন্য শ্রীচৈতন্য মঠের আশ্রিত সকলেই ন্যূনাধিক লক্ষনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। যাঁহারা প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করেন না, তাঁহাদের প্রদত্ত নৈবেদ্য ভগবান্ গ্রহণ করেন না।

যাহাতে প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করিতে পারেন, সেইরূপ সময় করিয়া লইবেন।"

নীলাচলে ভক্ত ব্রাহ্মণগণ মহাপ্রভুকে ভিক্ষা গ্রহণার্থ নিমন্ত্রণ করিতে আসিলে মহাপ্রভু হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"চল তুমি আগে লক্ষেশ্বর হও গিয়া। তথা ভিক্ষা আমার, যে হয় লক্ষেশ্বর।" ব্রাহ্মণগণ মহাপ্রভুর শ্রীমুখের এই বাণী শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত অন্তরে কহিতে লাগিলেন—"গোসাঞি, লক্ষের কি দায় সহস্রেকো কারো নাই॥ তুমি না করিলে ভিক্ষা, গার্হস্থ্য আমার। এখনেই পুড়িয়া হউক ছারখার॥" ব্রাহ্মণগণের দুঃখ দেখিয়া মহাপ্রভু কহিতে লাগিলেন—

"(প্রভু বলে—) জান 'লক্ষেশ্বর' বলি কারে ?
প্রতিদিন লক্ষনাম যে গ্রহণ করে॥
সে জনের নাম আমি বলি 'লক্ষেশ্বর'।
তথা ভিক্ষা আমার, না যাই অন্য ঘর॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ৯।১২১-১২২

করুণাময় শ্রীমন্মহাপ্রভুর এই শ্রীমুখবাক্য শ্রবণ করিয়া ভক্তব্রাহ্মণগণ চিন্তা ছাড়িলেন এবং মনে মনে পরম আনন্দ লাভ করিয়া কহিলেন—

"লক্ষনাম লইব প্রভু, তুমি কর ভিক্ষা।
মহাভাগ্য,—এমত করাও তুমি শিক্ষা॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ৯।১২৪

সেই হইতে মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইবার জন্য সকলেই লক্ষনাম গ্রহণ করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহা-

প্রভু এইপ্রকারে সকলকে ভক্তিযোগ লওয়ান।

শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত ১২১ সংখ্যক পয়ারের গৌড়ীয়ভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"শ্রীগৌরসুন্দর বলিলেন—যিনি প্রতিদিন লক্ষনাম গ্রহণ করেন, তাঁহারই গৃহে ভগবান্ সেবিত হন। ভগবান্ তাঁহারই নিকট ভোজ্যদ্রব্যাদি গ্রহণ করেন। যিনি লক্ষনাম গ্রহণ করেন না তাঁহার নিকট হইতে ভগবান্ নৈবেদ্য স্বীকার-দ্বারা সেবা-সৌভাগ্য প্রদান করেন না। ভগবদ্ভক্তমাত্রেই প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণ করিবেন ; নতুবা বিবিধ বিষয়ে আসক্ত হইয়া ভগবৎসেবা করিতে অসমর্থ হইবেন। তজ্জন্যই শ্রীচৈতন্যদেবের আশ্রিত সকলেই ন্যূনকল্পে লক্ষনাম গ্রহণ করিয়া থাকেন ; নতুবা শ্রীগৌরসুন্দরের উদ্দেশে প্রদত্ত নৈবেদ্য তিনি (অর্থাৎ গৌরসুন্দর) গ্রহণ করিবেন না।"

ভক্তি লওয়াইতে শ্রীচৈতন্য অবতার।
ভক্তি বিনা জিজ্ঞাসা না করে প্রভু আর ॥
—চৈঃ চঃ অ ৯।১২৭

উপরিউক্ত ১২৭ সংখ্যক পয়ারের শ্রীল প্রভুপাদ লিখিত ভাষ্য নিম্নে উদ্ধার করিলাম—

"শ্রীচৈতন্যভক্তগণ অভক্তের সহিত সম্ভাষণ করেন না। যিনি ভক্তি ব্যতীত কর্ম্ম, জ্ঞান ও অন্যাভিলাষের কথায় প্রমত্ত, তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে নাই। প্রত্যহ লক্ষ নাম গ্রহণ না করিলে পতিত ব্যক্তিগণের বিষয়ভোগ-প্রবৃত্তি বৃদ্ধি পায় ; তখন আর তাহারা শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা করিতে পারে না। লক্ষেশ্বর ব্যতীত গৌরভক্তির আদর্শ গৌড়ীয়গণ কেহই স্বীকার করেন না। অধঃপতিত বা অধঃপেতেগণ একমাত্র 'ভজন' শব্দ-বাচ্য শ্রীনাম-ভজনে বিমুখতাবশতঃ লক্ষনাম গ্রহণ করিবার পরিবর্ত্তে অন্য ভজনের ছলনা করেন, তদ্দ্বারা উহাদের কোন মঙ্গল হয় না।"

পরমারাধ্য প্রভুপাদের উক্ত শ্রীমুখবাণী প্রত্যেক আত্মকল্যাণকামী আমাদের বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য হওয়া আবশ্যক। প্রভুপাদ ইং ১৯১৮ সালে ফাল্গুনীপূর্ণিমা শুভবাসরে শ্রীধামমায়াপুর ব্রজপত্তনে ত্রিদণ্ডসন্ন্যাসবেষ গ্রহণের আদর্শ প্রদর্শনের পূর্ব্বে অত্যদ্ভুত কঠোর বৈরাগ্যের সহিত ভজনাদর্শ প্রদর্শনকালে নামাচার্য্য ঠাকুর হরিদাসের আদর্শানুসরণে শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ-প্রদত্ত তুলসী মালিকায় প্রত্যহ তিনলক্ষ নাম গ্রহণ করতঃ শতকোটি নাম গ্রহণব্রত উদ্‌যাপন করিয়া প্রকটলীলার শেষদিবস পর্য্যন্তও প্রত্যহ লক্ষনাম গ্রহণের মহদাদর্শ সংরক্ষণ করিয়া গিয়াছেন। আমাদের মধ্যে অনেকেই নানা সেবাকার্য্যে ব্যস্ততানিবন্ধন নামের লক্ষসংখ্যা পূরণ করিতে অসমর্থ হইতেছেন বলিয়া প্রভুপাদের নিকট সংখ্যা কম করিবার অনুমোদন-প্রার্থী হইলেও প্রভুপাদকে 'সময় করিয়া লইতে হইবে' এইপ্রকার বাক্যোচ্চারণ ব্যতীত তাঁহাদের প্রার্থনায় সম্মতিসূচক কোন বাক্য বলিতে আমরা কোনদিনই শুনি নাই। সংখ্যা নির্ব্বন্ধ করিয়া নামভজনের প্রতি প্রভুপাদ আমাদিগকে প্রায়ই সতর্ক করিতেন। আবার কোন গতিকে হড়বড় করিয়া সংখ্যা পুরাইলেও চলিবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু যে নির্ব্বন্ধ করিয়া নাম জপ করিবার কথা বলিয়াছেন, সেখানে 'নির্ব্বন্ধ' শব্দের অর্থ—অভিনিবেশ, গাঢ় মনঃসংযোগ, অভিলষিত প্রেমভক্তি প্রাপ্তির জন্য আন্তরিক আগ্রহ এবং 'জপ' শব্দের অর্থ 'হৃদুচ্চারে' অর্থাৎ হৃদয়ের সহিত—ভাবযুক্ত হইয়া উচ্চারণ—'হৃদয় হইতে বলে জিহ্বার অগ্রেতে চলে শব্দরূপে নাচে অনুক্ষণ'। শ্রীল রূপ গোস্বামিপ্রভু তাঁহার উপদেশামৃতের 'স্যাৎ কৃষ্ণনামচরিতাদি' শ্লোকে বলিতেছেন—"প্রতিদিন যদি আদর করিয়া সে নাম কীর্ত্তন করি, সিতপল যেন নাশি' রোগমূল ক্রমে স্বাদু হয় হরি"। নাম উচ্চারণ তিনভাবে হয়—বাচিক অর্থাৎ উচ্চ বা নিম্নস্বরে কীর্ত্তন, উপাংশু—ওষ্ঠস্পন্দন এবং মানসিক—স্মরণ। তবে মহামন্ত্র উচ্চস্বরে কীর্ত্তনই প্রশস্ত। উহাতে একাধারে শ্রবণ-কীর্ত্তন উভয়ই হইতে থাকে। ইহাতে জাড্য, বিক্ষেপ ও ঔদাসীন্যরূপ প্রমাদ বা অনবধানতা-দোষ প্রশমিত হয়, আবার বৃক্ষাদি স্থাবর ও পশু পক্ষ্যাদি জঙ্গমেরও উপকার হয়। শ্রীল প্রভুপাদও বলিয়াছেন—'শ্রীদয়িত দাস কীর্ত্তনেতে আশ। কর উচ্চৈঃস্বরে হরিনাম রব ॥'

আর একটি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখিবার বিষয় এই যে, নামভজন কোন ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধ্যাদি আত্মেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছামূলে না করিয়া কেবল কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে কৃত হইলেই নামপ্রভুর দুর্ঘট-

ঘটনবিধাত্রী পরমেশ্বরতা শীঘ্র শীঘ্র অনুভূতির বিষয় হইবে।

শ্রীগোপালতাপনীশ্রুতিতে কৃষ্ণের ভজন কি প্রকার—এইরূপ প্রশ্নোত্তরে বলা হইয়াছে—

“ভক্তিরস্য ভজনং, তদিহামুত্রোপাধি নৈরাস্যেনৈবামুস্মিন্ মনসঃ কল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্ ॥”

অর্থাৎ ভক্তিই ইঁহার অর্থাৎ কৃষ্ণের ভজন। ভক্তিশব্দ ভগবৎসেবাবাচ্য। ইহাই শ্রীকৃষ্ণের ভজন। সেই ভজনটি কিরূপ? তাহাতে বলা হইয়াছে—ইহলোক ও পরলোক সম্বন্ধীয় যাবতীয় কামনা—ভোগ-বাসনা—আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছা নিরাসপূর্ব্বক এই শ্রীকৃষ্ণাখ্য পরব্রহ্মে মনের যে কল্পন অর্থাৎ অভিনিবেশ—‘প্রেম্না তন্ময়ত্বং’ (শ্রীবিশ্বেশ্বরকৃত টীকা)—প্রেমদ্বারা যে শ্রীকৃষ্ণে তন্ময়ত্ব লাভ, ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রকৃত ভজন এবং ইহাই নৈষ্কর্ম্ম্য অর্থাৎ প্রকৃত জ্ঞান।

শুদ্ধভক্তের প্রীতিতে আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতিবাঞ্ছার পরিবর্ত্তে কেবল নিষ্কপট কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা থাকায় সেই ভক্তিতে কৃষ্ণ অতি শীঘ্র বশীভূত হইয়া পড়েন। এই ভক্তি ব্যতীত কৃষ্ণ আর কিছুতেই বশ্যতা স্বীকার করেন না। সেই শ্রুতি (৩।৩।৩৩ সূত্রের মাধ্বভাষ্য-ধৃত মাঠর শ্রুতি-বচন) বলেন—“ভক্তিরেবৈনং নয়তি ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী।”

অর্থাৎ “ভক্তিই জীবকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই জীবকে ভগবদ্দর্শন করান, সেই পরম পুরুষ ভগবান্ একমাত্র ভক্তির বশ, ভক্তিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠা।”

নারদ-ভক্তিসূত্রে (১।৪-৬) কথিত হইয়াছে—

ওঁ অমৃতরূপা চ—ভক্তি অমৃতস্বরূপিণী।

ওঁ যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবত্যমৃতীভবতি তৃপ্তো ভবতি—সেই ভক্তিকে প্রাপ্ত হইয়া জীব সিদ্ধ হন,—অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করেন এবং আত্মতৃপ্ত হন।

ওঁ যৎপ্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি -ভক্তি লাভ করিলে জীবের কোন বিষয়-বাসনা, শোক, দ্বেষ এবং ভগবদিতর কর্ম্মে উৎসাহ থাকে না।

শাণ্ডিল্য ভক্তিসূত্রেও ভক্তির সংজ্ঞা প্রদত্ত হইয়াছে—

সা পরানুরক্তিরীশ্বরে—ঈশ্বরে পরানুরক্তিই ভক্তি।

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ শুদ্ধভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন –

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥
—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১।৯

অর্থাৎ অনুকূলভাবে (কৃষ্ণে রোচমানা প্রবৃত্তির সহিত) কৃষ্ণবিষয় অনুশীলনই উত্তমা ভক্তি। তাদৃশী ভক্তিতে কৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কোন অভিলাষ নাই, তাহা নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, নির্ভেদ ব্রহ্মানুসন্ধানপর জ্ঞান ও যোগ প্রভৃতি ধর্ম্ম-দ্বারা আবৃত নহে।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

“অন্যবাঞ্ছা, অন্যপূজা ছাড়ি’ জ্ঞান, কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন ॥
এই ‘শুদ্ধভক্তি’,—ইহা হৈতে ‘প্রেমা’ হয়।
পঞ্চরাত্রে, ভাগবতে এই লক্ষণ কয় ॥”

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে উহার অর্থ এইরূপ লিখিয়াছেন—

“শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এই,—শুদ্ধভক্তিতে কৃষ্ণসেবার্থ স্বীয় (পারমার্থিক সিদ্ধিপথে) উন্নতি বাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছা থাকিতে পারে না। কৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কোন সেবা—ব্রহ্ম-পরমাত্মাদি স্বরূপের পূজাও থাকিতে পারে না এবং জ্ঞান ও কর্ম্ম-তত্তৎস্বরূপে থাকিতে পারে না। এই সমস্ত হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া জীবন-যাত্রায় যাহা ভক্তির অনুকূল, কেবলমাত্র তাহাই গ্রহণপূর্ব্বক সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা কৃষ্ণানুশীলন করার নামই ‘শুদ্ধভক্তি’।”

পঞ্চরাত্রের মত—

“সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্।
হৃষীকেণ হৃষীকেশ সেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥”
—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ১ম লঃ ধৃত শ্রীনারদ-পঞ্চরাত্রবাক্য

অর্থাৎ “সমস্ত ইন্দ্রিয়-দ্বারা হৃষীকেশ-সেবনের নাম ভক্তি। এই (স্বরূপ লক্ষণময়ী) সেবার দুইটি তটস্থ লক্ষণ যথা—ঐ শুদ্ধভক্তি সকল উপাধি হইতে

মুক্ত থাকিবে এবং কেবল কৃষ্ণপরা হইয়া স্বয়ং নির্ম্মলা থাকিবে।"

'হৃষীক' শব্দের অর্থ—ইন্দ্রিয়, আমাদের সকল ইন্দ্রিয়দ্বারা ঐ সকল ইন্দ্রিয়াধিপতি হৃষীকেশকৃষ্ণসেবার নামই ভক্তি, ইহাই ভক্তির স্বরূপ অর্থাৎ মুখ্য লক্ষণ। কার্য্যদ্বারা জ্ঞানই তটস্থ লক্ষণ (চৈঃ চঃ ম ২০।৩৫৪-৩৫৫ দ্রষ্টব্য)। 'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং' ও 'তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্'—এই দুইটি লক্ষণ সমস্ত স্বরূপের অনুগামী। স্বরূপলক্ষণময়ী ভক্তি—আত্মায় স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিস্বরূপ দেহ ও মনোধর্ম্মের ব্যবধানরহিত—কৃষ্ণার্থে অখিলচেষ্টা-পর এবং জ্ঞানকর্ম্মরূপ আবিলতা দ্বারা আচ্ছন্ন নহে বলিয়া পরম নির্ম্মল। কর্ম্মে স্থূলভাবে ঐহিক ও পারত্রিক ভোগাকাঙ্ক্ষা এবং জ্ঞানে সূক্ষ্মভাবে জীবাত্মার নিত্যস্বরূপবিনাশী মোক্ষাকাঙ্ক্ষা আছে বলিয়া এতদুভয়ই আত্মার স্বরূপবৃত্তির আবরণ স্বরূপ, সুতরাং সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং ও অন্যাভিলাষিতাশূন্যং অর্থাৎ কৃষ্ণেতরবিষয়াভিলাষবর্জ্জিত এবং তৎপরত্বেন নির্ম্মলং অর্থাৎ কৃষ্ণসেবৈক তাৎপর্য্যেণ—আনুকূল্যেন, নির্ম্মলং—কর্ম্মজ্ঞানাদি আবরণ মল নির্ম্মুক্তং—একই তাৎপর্য্যবোধক। 'কর্ম্ম-জ্ঞান-আদি'—এস্থলে 'আদি' বলিতে অষ্টাদশযোগসিদ্ধি প্রভৃতি। এজন্য বলা হইয়াছে—"ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী—সকলি অশান্ত। কৃষ্ণভক্ত নিষ্কাম, অতএব শান্ত॥"

শ্রীমদ্ভাগবতেও অহৈতুকী বা ঐকান্তিকী শুদ্ধভক্তির লক্ষণ এইরূপ বলা হইয়াছে—

"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোহম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যদাহৃতম্।
অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্য-সামীপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ।
যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥"

—ভাঃ ৩।২৯।১১-১৪

শ্রীভগবান্ কপিলদেব মাতা দেবহূতিকে লক্ষ্য করিয়া তামস, রাজস ও সাত্ত্বিক—এই ত্রিবিধ ভক্তির কথা বলিয়া নির্গুণ শুদ্ধভক্তির কথা বলিতেছেন—

"আমার গুণ শ্রবণমাত্র সর্ব্বচিত্তনিবাসী আমাতে সাগরের প্রতি গঙ্গাজল প্রবাহের ন্যায় যে আত্মার অবিচ্ছিন্না স্বাভাবিকী গতি উদিত হয়, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ; পুরুষোত্তমস্বরূপ আমাতে সেই ভক্তি ফলানুসন্ধান-রহিতা ও দ্বিতীয়াভিনিবেশজ প্রাকৃত ভোগলক্ষণ-রহিতা। [শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর 'অব্যবহিতা' শব্দে 'জ্ঞান-কর্ম্মাদি ব্যবধানশূন্যা যা ভক্তিঃ সৈব নির্গুণেত্যর্থঃ'—এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।]"

"আমার ভক্তগণকে সালোক্য (বৈকুণ্ঠবাস), সার্ষ্টি (সমান ঐশ্বর্য্য), সারূপ্য (সমান রূপতা), সামীপ্য (নৈকট্য লাভ), একত্ব (সাযুজ্য) প্রদত্ত হইলেও তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। যেহেতু আমার অপ্রাকৃত নিত্যসেবা ব্যতীত তাঁহাদের আর অন্য কিছুই প্রার্থনার নাই।"

"ইহাকেই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ বলা যায়। এই ভক্তিযোগের দ্বারা জীব ত্রিগুণময়ী মায়াকে অতিক্রম করিয়া আমার বিমল প্রেম লাভ করেন।"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

'ভুক্তি মুক্তি আদি বাঞ্ছা যদি মনে হয়।
সাধন করিলে প্রেম উৎপন্ন না হয়॥'

—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৭৫

শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ বুভুক্ষা ও মুমুক্ষা এই দুইটিকে পিশাচী বলিয়াছেন। ঐ দুইটি পিশাচী হৃদয়ে অবস্থান করিলে সহস্র সহস্র সাধন-চেষ্টায়ও প্রেমোদয় সম্ভব হইবে না—

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥"

—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২য় লঃ

অর্থাৎ "ভুক্তিস্পৃহা ও মুক্তিস্পৃহা—এই দুইটি পিশাচী; যে পর্য্যন্ত ইহারা কোন ব্যক্তির হৃদয়ে বর্ত্তমান থাকে, সে পর্য্যন্ত তাহার হৃদয়ে ভক্তিসুখের অভ্যুদয় হইতে পারে না।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

এইজন্যই শ্রীল জগদানন্দ প্রভু তাঁহার প্রেমবিবর্ত্তে লিখিয়াছেন—

"অসাধুসঙ্গে ভাই 'নাম' নাহি বাহিরায়।
নাম বাহিরায় বটে, 'নাম' কভু নয়॥

কভু নামাভাস, সদাই নামাপরাধ ।
ইহা ত' জানিবে ভাই কৃষ্ণভক্তির বাধ ॥
যদি করিবে কৃষ্ণনাম সাধুসঙ্গ কর ।
ভুক্তিমুক্তিসিদ্ধিবাঞ্ছা দূরে পরিহর ॥"

সাধনভক্তি হইতে ভাবভক্তি বা রতিভক্তি, রতি গাঢ় হইলেই প্রেমভক্তির উদয় হয়—

"সাধনভক্তি হৈতে হয় রতির উদয় ।
রতি গাঢ় হৈলে তার 'প্রেম' নাম হয় ॥"
—চৈঃ চঃ ম ১৯।১৭৭

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু সমস্ত ভক্তিশাস্ত্রের সারনির্য্যাস স্বরূপ জানাইলেন—

"কাম প্রেম—দোঁহাকার বিভিন্ন লক্ষণ ।
লৌহ আর হেম যৈছে স্বরূপে বিলক্ষণ ॥
আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা—তারে বলি 'কাম' ।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছা ধরে 'প্রেম' নাম ॥
কামের তাৎপর্য্য—নিজসম্ভোগ কেবল ।
কৃষ্ণসুখতাৎপর্য্য মাত্র প্রেম ত' প্রবল ॥

* * * *

অতএব কাম-প্রেমে বহুত অন্তর ।
কাম—অন্ধতমঃ, প্রেম—নির্ম্মল ভাস্কর ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৪।১৬৪-১৬৬, ১৭১

আমরা কে কিরূপ ভজন করিতেছি, তাহা আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলে হইতেছে, না কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিইচ্ছামূলে হইতেছে, ইহা নিজ নিজ বুকে হাত দিলেই ধরা পড়িবে। জগতের লোককে শুদ্ধভজনের ধাপ্পা দিয়া ভুলান' যাইতে পারে, কিন্তু সর্ব্বজীবের অন্তরেরও অন্তরবিহারী ভগবান্‌কে কি আর ধাপ্পা দেওয়া যায় ? তিনি ত' আমার অন্তর বাহির সবই জানিতেছেন—

"মনের কথা গোরা জানে ফাঁকি কেমনে দিবে ?
সরল হ'লে গোরার শিক্ষা বুঝিয়া লইবে ॥
যদি ভজিবে গোরাচাঁদ সরল কর মন ।
কুটিনাটী ছাড়ি' ভজ গোরার চরণ ॥
লোকদেখান' গোরাভজা তিলকমাত্র ধরি' ।
গোপনেতে অত্যাচার গোরা ধরে চুরী ॥
গোরার আমি গোরার আমি মুখে বলিলে
নাহি চলে ।
গোরার আচার গোরার বিচার লইলে ফল ফলে ॥
যদি প্রণয় রাখিতে চাহ গৌরাঙ্গের সনে ।
ছোট হরিদাসের কথা থাকে যেন মনে ॥"

তিনি তাঁহার ভক্তের জাগতিক জাতিকুলধনমানমর্য্যাদা কিছুই দেখেন না, দেখেন কেবল তাহার অন্তরের নিষ্কপট প্রীতিমূলা শরণাগতি। শরণাগতবৎসল ভগবান্ ঐরূপ নিষ্কপটপ্রীতিমূলা ভক্তিতেই বশীভূত হন। ঠাকুর শ্রীল ভক্তিবিনোদ বলিয়াছেন—

অপরাধশূন্য হয়ে লয় কৃষ্ণনাম ।
তবে জীব কৃষ্ণপ্রেম লভে অবিরাম ॥
শ্রীচৈতন্য অবতারে বড় বিলক্ষণ ।
অপরাধসত্ত্বে জীব লভে প্রেমধন ॥
নিতাইচৈতন্য বলি যেই জীব ডাকে ।
সুবিমল কৃষ্ণপ্রেম অন্বেষয় তাকে ॥
অপরাধ বাধা তার কিছু নাহি করে ।
নিরমল কৃষ্ণপ্রেমে তার আঁখি ঝরে ॥
স্বল্পকালে অপরাধ আপনি পলায় ।
হৃদয় শোধিত হয় প্রেম বাড়ে তায় ॥
কলিজীবের অপরাধ অসংখ্য দুর্ব্বার ।
গৌরনাম বিনা আর নাহিক উদ্ধার ॥
অতএব গৌর বিনা কলিতে উপায় ।
না দেখি কোথাও আর শাস্ত্র ফুকারয় ॥
অন্যান্য তীর্থের কথা রাখ ভাই দূরে ।
অপরাধী দৈত্য দণ্ড পায় ব্রজপুরে ॥
নবদ্বীপে শত শত অপরাধ করি' ।
অনায়াসে নিতাই-কৃপায় যায় তরি' ॥
গৌরাঙ্গভজন সহজ অতি ।
সহজ তাহার ফল বিততি ॥
গৌরাঙ্গ বলিয়া ক্রন্দন করে ।
গৌরাঙ্গ দর্শন হয় সত্বরে ॥
হা গৌর নিতাই তোরা দুটি ভাই
পতিত জনার বন্ধু ।
অধম পতিত আমি হে দুর্জ্জন
হও মোরে কৃপাসিন্ধু ॥

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৬০ পৃষ্ঠার পর]

ঠাকুরের পরমহংসবেষ গ্রহণ

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের গূঢ়প্রেমরস আস্বাদনে সর্ব্বক্ষণ সংরত থাকিবার জন্য ঠাকুর শ্রীভাগবত পরমহংসবেষ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ঠাকুরের নিত্যলীলায় প্রবেশ

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ২৩শে জুন, ১৩২১ সালের ৯ই আষাঢ় শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর কলিকাতায় ভক্তিভবনে গৌরশক্তি শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অপ্রকটতিথিবাসরে শ্রীরাধাকুণ্ডের মাধ্যাহ্নিক লীলায় প্রবিষ্ট হইলেন। ঠাকুরের অপ্রকটের ছয় বৎসর পরে পরমপূজনীয়া মাতাঠাকুরাণী শ্রীভগবতী দেবী ভক্তিভবনে অন্তর্ধানলীলা প্রকট করিলেন।

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদবিরহদশকম্

[শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক শ্রীধর দেব গোস্বামী বিরচিত]

হা হা ভক্তিবিনোদ ঠক্কুর ! গুরো ! দ্বাবিংশতিস্তে সমা
দীর্ঘাদ্দুঃখভরাদশেষবিরহাদ্দূঃস্থীকৃতা ভূরিয়ম্ ।
জীবানাং বহুজন্মপুণ্যনিবহাকৃষ্টো মহীমণ্ডলে
আবির্ভাবকৃপাং চকার চ ভবান্ শ্রীগৌরশক্তিঃ স্বয়ম্ ।।১

দীনোঽহং চিরদুষ্কৃতি র্ন হি ভবৎ পাদাব্জধূলিকণা-
স্নানানন্দনিধিং প্রপন্নশুভদং লব্ধুং সমর্থোঽভবম্ ।
কিন্ত্বৌদার্য্যগুণাত্তবাতিযশসঃ কারুণ্যশক্তিঃ স্বয়ম্
শ্রীশ্রীগৌরমহাপ্রভোঃ প্রকটিতা বিশ্বং সমন্বগ্রহীৎ ।।২।।

হে দেব ! স্তবনে তবাখিলগুণানাং তে বিরিঞ্চাদয়ো
দেবা ব্যর্থমনোরথাঃ কিমু বয়ং মর্ত্ত্যাধমাঃ কুর্ম্মহে ।
এতন্নো বিবুধৈঃ কদাপ্যতিশয়ালঙ্কার ইত্যুচ্যতাং
শাস্ত্রেস্বেব 'ন পারয়েঽহ'মিতি যদ্গীতং মুকুন্দেন তৎ ।।৩

ধর্ম্মশ্চর্ম্মগতোঽজ্ঞতৈব সততা যোগশ্চ ভোগাত্মকো
জ্ঞানে শূন্যগতির্জপেন তপস্যা খ্যাতির্জিঘাংসৈব চ ।
দানে দাম্ভিকতাঽনুরাগভজনে দুষ্টাপচারো যদা
বুদ্ধিং বুদ্ধিমতাং বিভেদ হি তদা ধাত্রা ভবান্ প্রেষিতঃ ।।৪

বিশ্বেঽস্মিন্ কিরণৈর্যথা হিমকরঃ সঞ্জীবয়ন্নোষধী-
র্নক্ষত্রাণি চ রঞ্জয়ন্নিজসুধাং বিস্তারয়ন্ রাজতে ।
সচ্ছাস্ত্রাণি চ তোষয়ন্ বুধগণং সম্মোদয়ংস্তে তথা
নূনং ভূমিতলে শুভোদয় ইতি হলাদো বহুঃ সাত্বতাম্ ।।৫

লোকানাং হিতকাম্যয়া ভগবতো ভক্তিপ্রচারস্ত্বয়া
গ্রন্থানাং রচনৈঃ সতামভিমতৈর্নানাবিধৈর্দর্শিতঃ ।
আচার্য্যৈঃ কৃতপূর্ব্বমেব কিল তদ্রামানুজাদ্যৈর্বুধৈঃ
প্রেমাম্ভোনিধিবিগ্রহস্য ভবতো মাহাত্ম্যসীমা ন তৎ ।।৬

যদ্ধাম্নঃ খলু ধাম চৈব নিগমে ব্রহ্মেতি সংজ্ঞায়তে
যস্যাংশস্য কলৈব দুঃখনিকরৈর্যোগেশ্বরৈর্মৃগ্যতে ।
বৈকুণ্ঠে পরমুক্তভৃঙ্গচরণো নারায়ণো যঃ স্বয়ম্
তস্যাংশী ভগবান স্বয়ং রসবপুঃ কৃষ্ণো ভবান্
তৎপ্রদঃ ।। ৭ ।।

সর্ব্বাচিন্ত্যময়ে পরাৎপরপুরে গোলোক বৃন্দাবনে
চিল্লীলারসরঙ্গিনী পরিবৃতা সা রাধিকা শ্রীহরেঃ ।
বাৎসল্যাদিরসৈশ্চ সেবিত-তনোর্মাধুর্য্যসেবাসুখং
নিত্যং যত্র মুদা তনোতি হি ভবান্ তদ্ধামসেবাপ্রদঃ ।।৮

শ্রীগৌরানুমতং স্বরূপবিদিতং রূপাগ্রজেনাদৃতং
রূপাদ্যৈঃ পরিবেশিতং রঘুগণৈরাস্বাদিতং সেবিতম্ ।
জীবাদ্যৈরভিরক্ষিতং শুক-শিব-ব্রহ্মাদিসম্মানিতং
শ্রীরাধাপদসেবনামৃতমহো তদ্দাতুমীশো ভবান্ ।।৯।।

ক্বাহং মন্দমতিস্ত্বতীব পতিতঃ ক্ব ত্বং জগৎপাবনঃ
ভো স্বামিন্ কৃপয়াপরাধনিচয়ো নূনং ত্বয়া ক্ষম্যতাম্ ।
যাচেঽহং করুণানিধে ! বরমিমং পাদাব্জমূলে ভবৎ-
সর্ব্বস্বাবধি-রাধিকা-দয়িত-দাসানাং গণেগণ্যতাম্ ।।১০

শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদশকম্

[গৌড়ীয় ৭ম খণ্ড ৪১ সংখ্যা আষাঢ় ১৩৩৬,
জুলাই ১৯২৯]

অমন্দকারুণ্যগুণাকর শ্রী-
চৈতন্যদেবস্য দয়াবতারঃ ।
স গৌরশক্তির্ভবিতা পুনঃ কিং
পদং দৃশোর্ভক্তিবিনোদদেবঃ ।।১।।

যিনি পরমকারুণ্যগুণাকর শ্রীচৈতন্যদেবের দয়ার অবতারস্বরূপ, সেই গৌরশক্তি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব পুনরায় আমাদের নয়নগোচর হইবেন কি ? ১ ।।

শ্রীমজ্জগন্নাথপ্রভুপ্রিয়ো য
একাত্মকো গৌরকিশোরকেন ।
শ্রীগৌরকারুণ্যময়ো ভবেৎ কিং
নিত্যং স্মৃতৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥২॥

যিনি শ্রীজগন্নাথপ্রভুর পরমপ্রিয় অনুগত এবং শ্রীমদ্ গৌরকিশোরদেবের অভিন্নাত্মস্বরূপ, সেই শ্রীগৌরকারুণ্যশক্তি শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব নিত্যকাল আমাদের স্মৃতিগোচর হইবেন কি ? ২ ॥

শ্রীনামচিন্তামণি-সম্প্রচারৈ-
রাদর্শমাচারবিধৌ দধৌ যঃ ।
স জাগরূকঃ স্মৃতিমন্দিরে কিং
নিত্যং ভবেদ্ ভক্তিবিনোদদেবঃ । ৩॥

যিনি শ্রীনামচিন্তামণির প্রচারমুখে আচার-বিধির আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব নিত্যকাল আমাদের স্মৃতিমন্দিরে জাগরূক থাকিবেন কি ? ৩ ॥

নামাপরাধৈ রহিতস্য নাম্নো
মাহাত্ম্যজাতং প্রকটং বিধায় ।
জীবে দয়ালুর্ভবিতা স্মৃতৌ কিং
কৃতাসনো ভক্তিবিনোদদেবঃ ।৪॥

যিনি নামাপরাধরহিত শ্রীনামের মাহাত্ম্য-সমূহ প্রকাশপূর্ব্বক পরমজীবদয়ালুতার পরিচয় প্রদান করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের স্মৃতিসিংহাসনে সমারূঢ় থাকিবেন কি ? ৪ ॥

গৌরস্য গূঢ় প্রকটালয়স্য
সতোঽসতো হর্ষকুনাট্যয়োশ্চ ।
প্রকাশকো গৌরজনো ভবেৎ কিং
স্মৃত্যাস্পদং ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৫॥

যিনি গৌরাঙ্গদেবের গূঢ় আবির্ভাবক্ষেত্র প্রকাশ করিয়া সজ্জনগণের হর্ষ এবং দুর্জ্জনগণের কুনাট্যভাব যুগপৎ জগতে প্রকাশিত করিয়াছেন, সেই গৌরজন শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের স্মৃতিবিষয়ীভূত হইবেন কি ? ৫ ॥

নিরস্য বিঘ্নানিহ ভক্তিগঙ্গা-
প্রবাহনেনোদ্ধৃত সর্ব্বলোকঃ ।
ভগীরথো নিত্যধিয়াং পদং কিং
ভবেদসৌ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৬ ॥

যিনি ভক্তিপথের কণ্টকসমূহের নিরাসপূর্ব্বক ভক্তিগঙ্গাপ্রবাহদ্বারা নিখিললোকের উদ্ধারসাধন করিয়াছেন, সেই ভক্তিভাগীরথীর ভগীরথস্বরূপ শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের নিত্যধারণার বিষয় হইবেন কি ? ৬ ॥

বিশ্বেষু চৈতন্যকথাপ্রচারী
মাহাত্ম্যশংসী গুরুবৈষ্ণবানাম্ ।
নামগ্রহাদর্শ ইহ স্মৃতঃ কিং
চিত্তে ভবেদ্ ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥৭॥

যিনি জগতে সর্ব্বত্র শ্রীচৈতন্যকথা প্রচার, গুরুবৈষ্ণবমাহাত্ম্য প্রকাশ এবং নামগ্রহণের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের হৃদয়ে স্মৃত হইবেন কি ? ৭ ॥

প্রয়োজনং সন্নভিধেয়ভক্তি-
সিদ্ধান্তবাণ্যা সমমত্র গৌর-
কিশোর সম্বন্ধযুতো ভবেৎ কিং
চিত্তং গতো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৮ ॥

যিনি স্বয়ং প্রয়োজনতত্ত্বস্বরূপ, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব, শ্রীগৌরকিশোররূপ সম্বন্ধতত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া অভিধেয়তত্ত্ব শ্রীভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর সহিত আমাদের চিত্তে উদিত হইবেন কি ? ৮ ॥

শিক্ষামৃতং সজ্জনতোষণীঞ্চ
চিন্তামণিঞ্চাত্র সজৈবধর্ম্মম্ ।
প্রকাশ্য চৈতন্যপ্রদো ভবেৎ কিং
চিত্তে ধৃতো ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ৯ ॥

যিনি শিক্ষামৃত, সজ্জনতোষণী, হরিনাম-চিন্তামণি ও জৈবধর্ম্মের প্রকাশদ্বারা জীবগণের মধ্যে চৈতন্য বিতরণ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব আমাদের হৃদয়ে ধৃত হইবেন কি ? ৯ ॥

আষাঢ়দর্শেঽহনি গৌরশক্তি—
গদাধরাভিন্নতনুর্জহৌ যঃ ।
প্রপঞ্চলীলামিহ নো ভবেৎ কিং
দৃশ্যঃ পুনর্ভক্তিবিনোদদেবঃ ॥ ১০ ॥

যিনি আষাঢ়ী অমাবস্যাতিথিতে গৌরশক্তি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামিপ্রভুর অভিন্নবিগ্রহরূপে প্রপঞ্চলীলা পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদদেব পুনরায় আমাদের দৃষ্টিগোচর হইবেন কি ? ১০

শ্রীশ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকাশিতপূর্ব্ব সংস্কৃত-পদ্যাবলী

শ্রীগোদ্রুমচন্দ্র-ভজনোপদেশঃ

[গৌড়ীয় ১৮শ খণ্ড ৪৭-৪৮ সংখ্যা পৃষ্ঠা ৭৫৭-৫৮]

যদি তে হরিপাদসরোজসুধা-
রসপানপরং হৃদয়ং সততম্ ।
পরিহৃত্য গৃহং কলিভারময়ং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥১॥

ধন-যৌবন-জীবন-রাজ্যসুখং
নহি নিত্যমনুক্ষণ-নাশপরম্ ।
ত্যজ গ্রাম্যকথাসকলং বিফলং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥২॥

রমণীজনসঙ্গসুখঞ্চ সখে
চরমে ভয়দং পুরুষার্থহরম্ ।
হরিনামসুধারস-মত্তমতি-
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥৩॥

জড়কাব্যরসো নহি কাব্যরসঃ
কলিপাবন-গৌররসো হি রসঃ ।
অলমন্যকথাদ্যনুশীলনয়া
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥৪॥

ব্রষভানুসুতান্বিতবামতনুং
যমুনাতটনাগর-নন্দসুতম্ ।
মুরলীকলগীতবিনোদ পরং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥৫॥

হরিকীর্ত্তন-মধ্যগতং স্বজনৈঃ
পরিবেষ্টিত-জাম্বুনদাভহরিম্ ।
নিজগৌড়জনৈককৃপা-জলধিং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥৬॥

গিরিরাজসুতাপরিবীত-গৃহং
নবখণ্ডপতিং যতিচিত্তহরম্ ।
সুরসঙ্ঘনুতং প্রিয়য়া সহিতং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥৭॥

কলিকুক্কুরমুদ্গর-ভাবধরং
হরিনামমহৌষধ-দানপরম্ ।
পতিতার্ত্ত-দয়ার্দ্র-সুমূর্ত্তিধরং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥৮॥

রিপুবান্ধবভেদবিহীনদয়া
যদভীক্ষ্মুদেতি মুখাব্জততৌ ।
তমকৃষ্ণমিহ ব্রজরাজসুতং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥৯॥

ইহ চোপনিষৎ-পরিগীতবিভু-
র্দ্বিজরাজসুতঃ পুরটাভ-হরিঃ !
নিজধামনি খেলতি বন্ধুযুতো
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥১০॥

অবতারবরং পরিপূর্ণফলং
পরতত্ত্বমিহাত্মবিলাসময়ম্ ।
ব্রজধামরসাম্বুধি গুপ্তরসং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥১১॥

শ্রুতি-বর্ণ-ধনাদি ন যস্য কৃপা-
জননে বলবৎ ভজনেন বিনা ।
তমহৈতুকভাবপথা হি সখে
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥১২॥

অপি নক্রগতৌ হ্রদমধ্যগতং
কমমোচয়দার্ত্তজনং তমজম্ ।
অবিচিন্ত্যবলং শিবকল্পতরুং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥১৩॥

সুরভীন্দ্রতপঃ পরিতুষ্টমনো
বরবর্ণধরো হরিরাবিরভূৎ ।
তমজস্রসুখং মুনিধৈর্য্যহরং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥১৪॥

অভিলাষচয়ং তদভেদধিয়-
মশুভঞ্চ শুভং ত্যজ সর্ব্বমিদম্ ।
অনুকূলতয়া প্রিয়সেবনয়া
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥১৫॥

হরিসেবকসেবন-ধর্ম্মপরো
হরিনামরসামৃত-পানরতঃ ।
নতি-দৈন্য-দয়া-পরমানযুতো
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥১৬॥

বদ যাদব মাধব কৃষ্ণ হরে
বদ রাম জনার্দ্দন কেশব হে।
বৃষভানুসুতাপ্রিয়নাথ সদা
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥১৭॥
বদ যামুনতীরবনাদ্রিপতে
বদ গোকুলকানন পুঞ্জরবে।
বদ রাসরসায়ন গৌরহরে
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥১৮॥
চল গৌরবনং নবখণ্ডময়ং
পঠ গৌরহরেশ্চরিতানি মুদা।
লুঠ গৌরপদাঙ্কিত-গাঙ্গতটং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥১৯॥
স্মর গৌর-গদাধর-কেলিকলাং
ভব গৌর-গদাধর-পক্ষচরঃ।
শৃণু গৌর-গদাধর-চারুকথাং
ভজ গোদ্রুমকাননকুঞ্জবিধুম্ ॥২০॥

* * *

বোলপুরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমজেলান্তর্গত বোলপুরে স্থানীয় ভক্তগণের উদ্যোগে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শুদ্ধভক্তিধর্ম্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে এ বৎসর ৮ ফাল্গুন (১৩৯৬), ২১ ফেব্রুয়ারী (১৯৯০) বুধবার হইতে ১০ ফাল্গুন, ২৩ ফেব্রুয়ারী শুক্রবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। আসামের বিভিন্ন স্থানে প্রচারান্তে গৌহাটী হইতে ২০ ফেব্রুয়ারী কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেসে বোলপুরে পৌঁছিবার পূর্ব্বনিশ্চিত প্রচার-ভ্রমণ-কার্য্যসূচী থাকিলেও আসামে রঙ্গিয়া ষ্টেশনে রেলকর্ম্মচারিগণের ধর্ম্মঘটহেতু একদিন বাদে ২১ ফেব্রুয়ারী এবং বোলপুরের নিকটবর্ত্তী রেলষ্টেশনে দুর্ঘটনার জন্য পাঁচ ঘণ্টা বিলম্বে রাত্রি ১০-৩০ ঘটিকায় বোলপুর ষ্টেশনে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভ পদার্পণ করিলে অধীর আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষমান ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্প-মাল্যাদির দ্বারা সম্বর্দ্ধিত হন। অধিক রাত্রিতে সাধুগণ বোলপুরে পৌঁছায় বিজ্ঞাপিত প্রথম দিনের ধর্ম্মসভার অধিবেশন অনুষ্ঠিত হইতে পারে নাই। শ্রীল আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে আসেন শ্রীমঠের গভর্ণিং বডির অন্যতম সদস্য কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীভূধারী ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী (জলন্ধর), শ্রীদীনদয়াল দাস, শ্রীবিষ্ণু দাস, শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাসাধিকারী (লুধিয়ানা), শ্রীগুণধর বসুমাতারি, শ্রীডি-বোরো, শ্রীরাধানাথ দাসাধিকারী, শ্রীনরেন দাস, শ্রীউত্তম দাস ও শ্রীমনোহর দাস। কলিকাতা মঠ হইতে প্রথমে শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী এবং পরে শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী প্রারম্ভিক ব্যবস্থায় সহায়তার জন্য পূর্ব্বেই আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন।

স্থানীয় শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমন্দিরে বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক ডক্টর শ্রীদুর্গেশ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাক্তার শ্রীরমাপ্রসাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে ২২ ও ২৩ ফেব্রুয়ারী দুইটী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। দ্বিতীয় দিনের অধিবেশনে ডাঃ শ্রীচপলকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রধান অতিথিরূপে এবং বিশ্বভারতীর প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীহরিপদ চক্রবর্ত্তী বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ ও অধ্যাপক শ্রীসুধীর কৃষ্ণ ঘোষ। 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান' এবং 'শ্রীগীতার বৈশিষ্ট্য ও উপকারিতা' সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের দীর্ঘ সারগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন।

২২ ফেব্রুয়ারী প্রাতঃ ৯ ঘটিকায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর

মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীমন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। সাধুগণের অবস্থিতিস্থান ধর্ম্মশালায় ২৩ ফেব্রুয়ারী মহোৎসবে বহু নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ সমভিব্যাহারে ২৩ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে শ্রীমদ্ প্রণতপাল দাসাধিকারীর ও শ্রীবিল্ববাসিনী দেবীর গৃহে এবং ২৪ ফেব্রুয়ারী পূর্ব্বাহ্নে স্বধামগত শ্রীমন্মথনাথ ভৌমিকের গৃহে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ২৪ ফেব্রুয়ারী মধ্যাহ্নে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের গৃহেও শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে সংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়।

বোলপুরে উৎসবানুষ্ঠানে আনুকূল্য সংগ্রহে অধ্যাপক শ্রীসুধীরকৃষ্ণ ঘোষের সুপুত্র, শ্রীবিশ্বম্ভর ব্রহ্মচারী, শ্রীরাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ও আমধরার শ্রীসুধীরকৃষ্ণ দাস মুখ্যভাবে প্রচেষ্টা করিয়া ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় মঠের শুভানুধ্যায়ী ভক্তগণ সহযোগিতা করিয়া ধর্ম্মানুষ্ঠান ও উৎসবানুষ্ঠানটীকে সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন।

কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ধর্ম্মসম্মেলন

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে প্রতি বৎসর বিভিন্ন স্থান হইতে মঠের ত্রিদণ্ডী যতিবৃন্দ ও বৈষ্ণবগণ শ্রীধামমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে আসিয়া সম্মিলিত হন। পরিক্রমার অব্যবহিত পরেই শ্রীমায়াপুরের নিকটবর্ত্তী কৃষ্ণনগরে অধিকসংখ্যায় বৈষ্ণবগণের আসার সুযোগ থাকায় মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ কতিপয় বৎসর যাবৎ উক্ত সময়ে স্থানীয় গোয়াড়ীবাজারস্থ শ্রীমঠে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন করিয়া আসিতেছেন। এই বৎসরও ২৮ ফাল্গুন, ১৩ মার্চ্চ মঙ্গলবার ও ২৯ ফাল্গুন, ১৪ মার্চ্চ বুধবার শ্রীমঠে দুইটী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশন হয়। পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ স্বয়ং শ্রীমায়াপুরে যাইয়া রিজার্ভ বাসযোগে বৈষ্ণবগণকে ১৩ মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্নে কৃষ্ণনগর মঠে লইয়া আসেন। তিনি প্রাতে, মধ্যাহ্নে ও রাত্রিতে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। উৎসবানুষ্ঠানে যাঁহারা যোগ দিয়াছিলেন, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য—শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, তেজপুর (আসাম) মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ, হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, আগরতলা মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীমদ্ রমানাথদাস বাবাজী মহারাজ (সরভোগ, আসাম), শ্রীমৎ সর্ব্বেশ্বর দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীতীর্থপদ ব্রহ্মচারী, শ্রীগোবিন্দসুন্দর দাস ব্রহ্মচারী (গৌহাটী, আসাম), গোয়ালপাড়া (আসাম) মঠের মঠরক্ষক শ্রীনৃসিংহানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণপ্রিয় ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী (জলন্ধর, পাঞ্জাব), শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাসাধিকারী (লুধিয়ানা, পাঞ্জাব) এবং অন্যান্য বহু গৃহস্থ ভক্ত।

প্রথম দিন সভার উদ্বোধনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ স্থানীয় ভক্তগণের পক্ষ হইতে পূজনীয় ত্রিদণ্ডী যতিগণের এবং বৈষ্ণবগণের শুভাগমনে আনন্দ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করেন। ধর্ম্মসভার অধিবেশনদ্বয়ে 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ দেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

স্থানীয় মঠের এবং অন্যান্য মঠের সেবকগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় উৎসবানুষ্ঠানটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৩য় সংখ্যা ৬৮ পৃষ্ঠার পর]

২৭ শ্রাবণ (১৩৭৮), ১৩ আগষ্ট (১৯৭১) শুক্রবার হইতে ৩১ শ্রাবণ, ১৭ আগষ্ট মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ; ১৪ ভাদ্র (১৩৭৯), ৩১ আগষ্ট (১৯৭২) বৃহস্পতিবার হইতে ১৮ ভাদ্র, ৪ সেপ্টেম্বর সোমবার পর্য্যন্ত ; ৩ ভাদ্র (১৩৮০), ২০ আগষ্ট (১৯৭৩) সোমবার হইতে ৮ ভাদ্র, ২৫ আগষ্ট শনিবার পর্য্যন্ত ; ২৪ শ্রাবণ (১৩৮১), ১০ আগষ্ট (১৯৭৪) শনিবার হইতে ২৯ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত শ্রীল গুরুদেবের সেবা-নিয়মকত্বে কলিকাতা সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী উপলক্ষে অধিবাসবাসরে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা, শ্রীজন্মাষ্টমীবাসরে উপবাস-শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ-মধ্যরাত্রে শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের পূজা-মহাভিষেক-ভোগরাগ, শ্রীনন্দোৎসববাসরে অগণিত নরনারীকে মহাপ্রসাদ প্রদান এবং পাঁচদিনব্যাপী বিরাট ধর্ম্মসম্মেলন যথারীতিভাবে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। স্থানীয় নরনারীগণ ব্যতীত মফঃস্বল হইতেও বহুশত ভক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন এবং অতিথিরূপে মঠে অবস্থান করিয়াছিলেন।

উপরিউক্ত সাত বৎসরে ৩৫টী সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তারূপে উপস্থিত ছিলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীনারায়ণ চন্দ্র গোস্বামী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, কলিকাতা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ, বিচারপতি শ্রীঅমরেন্দ্রনাথ সেন, বিচারপতি শ্রীপ্রদ্যোত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রাক্তন

১৯৬৮ সালের শ্রীজন্মাষ্টমী-বাসরে সান্ধ্যধর্ম্মসম্মেলনে (১৬ আগষ্ট শুক্রবার) শ্রীপ্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ সভাপতিরূপে ভাষণ প্রদান করিতেছেন, তাঁহার বামে শ্রীল গুরুদেব, দক্ষিণে যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুকমল কান্তি ঘোষ

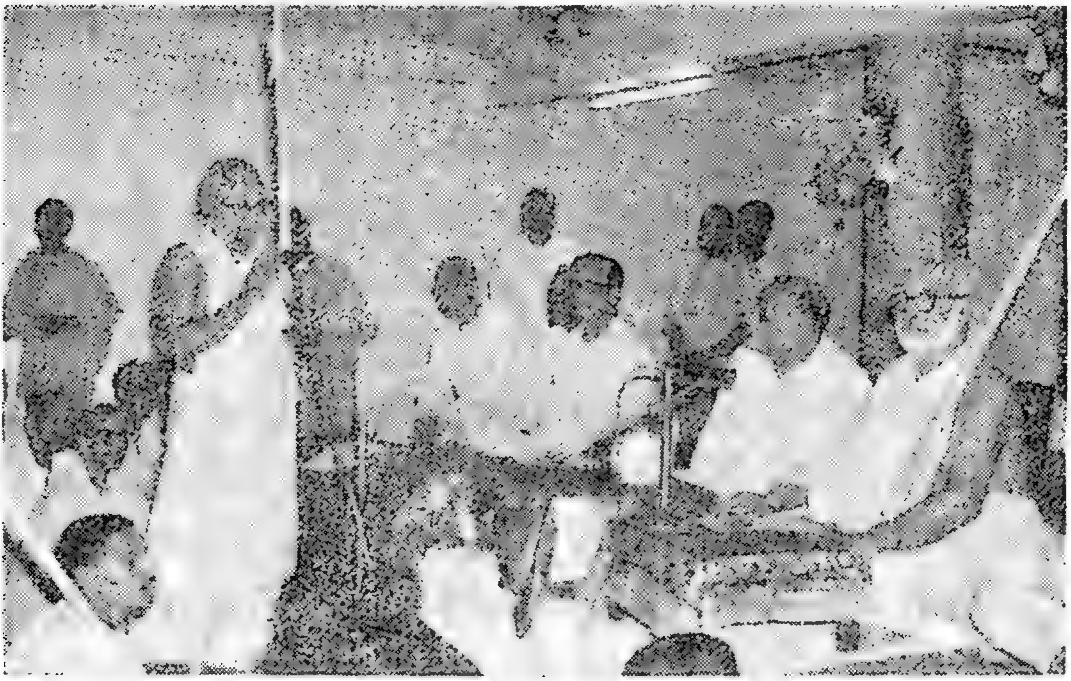

১৯৭২ সালে শ্রীজন্মাষ্টমী উপলক্ষে ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশন (৩ সেপ্টেম্বর রবিবার)
দক্ষিণ দিক হইতে শ্রীল গুরুদেব, প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্করপ্রসাদ মিত্র, বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা

বিচারপতি শ্রীসুবোধ কুমার নিয়োগী, প্রধান বিচারপতি শ্রীপরেশনাথ মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীনিখিল চন্দ্র তালুকদার, বিচারপতি শ্রীশিশির কুমার মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীসমরেন্দ্র নারায়ণ বাগচি, প্রাক্তন বিচারপতি শ্রীঅমিয়-নিমাই চক্রবর্ত্তী, বিচারপতি শ্রীসব্যসাচী মুখোপাধ্যায়, বিচারপতি শ্রীকুমার জ্যোতি সেনগুপ্ত, প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র, বিচারপতি শ্রীশচীন্দ্র কুমার ভট্টাচার্য্য, বিচারপতি শ্রীঅনিল কুমার সিংহ, বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার সরকার, বিচারপতি শ্রীরবীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য, বিচারপতি শ্রীসলিল কুমার হাজরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য শ্রী-

১৯৭২ সালে ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে মঞ্চে উপবিষ্ট বামদিক হইতে :—সলিসিটর শ্রীনন্দদুলাল দে, বিচারপতি শ্রীসলিল হাজরা, প্রধান বিচারপতি শ্রীশঙ্কর প্রসাদ মিত্র (ভাষণরত), শ্রীল গুরুদেব ও শ্রীমৎ তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ

(১৯৭৩ সালে ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন)
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের গ্রন্থাগারে সংগৃহীত বিভিন্ন ধর্ম্মমতের গ্রন্থাবলী
অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ বিশেষ মনোযোগের সহিত দেখিতেছেন, পার্শ্বে
শ্রীল গুরুদেব বুঝাইয়া দিতেছেন।

সত্যেন্দ্র নাথ সেন, শ্রীপুরুষোত্তম দাস হালোয়াসিয়া, যুগান্তর পত্রিকার সম্পাদক শ্রীসুকমল কান্তি ঘোষ, শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীরামকুমার ভুয়াল্‌কা এম্-পি, শ্রীরাধাকৃষ্ণ কনোড়িয়া, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারের কৃষি ও উন্নয়ন মন্ত্রী শ্রীচারুমিহির সরকার, ডাঃ শ্রীনলিনীরঞ্জন সেনগুপ্ত, শ্রীজয়ন্ত কুমার মুখোপাধ্যায় এড্‌ভোকেট, শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, শ্রীজনার্দ্দন চক্রবর্ত্তী, অধ্যাপক শ্রীত্রিপুরাশঙ্কর সেন শাস্ত্রী,

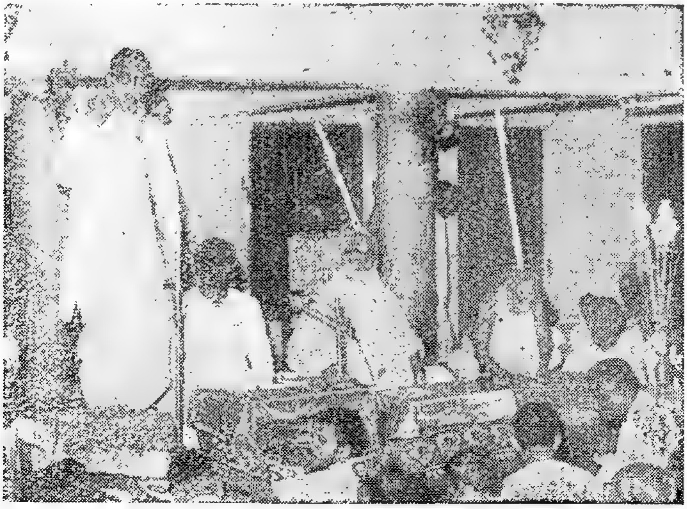

ইং ১৯৭৩ সালে শ্রীজন্মাষ্টমীবাসরে ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ ভাষণ
দিতেছেন। তাঁহার বামদিকে ভূমিরাজস্ব-মন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খাঁ এবং শ্রীল গুরুদেব

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মুখ্য তথ্যাধিকার শ্রীশম্ভু চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের রাজস্ব সচিব শ্রীজিতেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার শ্রীরণদেব চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গের আই-জি-পি শ্রীপ্রসাদ কুমার বসু, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ভূমি ও ভূমিরাজস্ব বিভাগের মন্ত্রী শ্রীগুরুপদ খাঁ, কলিকাতার পুলীশ কমিশনার শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অর্থমন্ত্রী শ্রীশঙ্কর ঘোষ, অধ্যাপক ডক্টর শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, অবসরপ্রাপ্ত আই-জি-পি শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায়, ব্যারিস্টার শ্রীনিতাই দাস রায়, পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ মিশ্র (কটক).

১৯৭৬ সালে ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী ভাষণ
দিতেছেন, তাঁহার দক্ষিণে অধ্যাপক শ্রীকৃষ্ণগোপাল গোস্বামী, অবসরপ্রাপ্ত আই-জি-পি
শ্রীউপানন্দ মুখোপাধ্যায় এবং বামে শ্রীল গুরুদেব ও শ্রীমদ্ যাযাবর মহারাজ

ইং ১৯৭৪ সালে শ্রীজন্মাষ্টমী-বাসরে ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশন

বামপার্শ্ব হইতে—শ্রীঈশ্বরীপ্রসাদ গোয়েঙ্কা, বিচারপতি শ্রীনিখিল তালুকদার, পণ্ডিত শ্রীরঘুনাথ
মিশ্র, শ্রীল গুরুদেব ও শ্রীমদ্ পরমহংস মহারাজ
পশ্চাতে—শ্রীপি-সি চ্যাটার্জ্জি, ব্যারিস্টার শ্রীনিতাই দাস রায়

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..............................
Vill..............................
P. O..............................
Dist..............................
Pin..............................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রিংশ বর্ষ—৫ম সংখ্যা
আষাঢ়, ১৩৯৭

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০
১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)
১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)
১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩০শ বর্ষ
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আষাঢ় ১৩৯৭
২২ বামন, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আষাঢ়, শনিবার, ৩০ জুন ১৯৯০
৫ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

সারস্বত চতুষ্পাঠী
১৮১, মানিকতলা ষ্ট্রীট্
বিডনস্কোয়ার, কলিকাতা
১৪ই ফাল্গুন, ১৩২৪ ; ২৬শে ফেব্রুয়ারী, ১৯১৮

* * *

আপনার ১২ই ফাল্গুনের কৃপা-পত্র অদ্য এখানে পাইলাম। আমি গতসপ্তাহে এখানে আসিয়াছি। * * বিমুখ জগতে নৈরাশ্যে কৃষ্ণের দয়ায় আমি স্নিগ্ধ হইতেছি।

কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তসঙ্গ ব্যতীত অপরের সঙ্গ করা উচিত নয়। কৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্তসঙ্গই মঙ্গলময়, উপাদেয় ও নিত্য। দুঃসঙ্গ অর্থাৎ কৃষ্ণ ছাড়া অন্য বস্তুর দ্বারা আমাদের সত্য-সত্যই অমঙ্গল হয়। সেইজন্য আপনি, যাহা 'কৃষ্ণ' নহে, অথবা যাহা 'কৃষ্ণভক্তি' নহে,—এরূপ বিষয়ের আদর করিবেন না। স্বপ্ন অমূলক, নিজচিন্তার ভোগময় পরিচয় মাত্র ; তাহা পূর্ব্বদুঃসঙ্গের ফল। সুতরাং সেকথা হৃদয় হইতে ছাড়িয়া দিবেন। "দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্। তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥" যিনি আপনার দৃশ্যমান্ জগতের ভোক্তাভিমান নষ্ট করিতে পারেন নাই, তিনি কিরূপে মনকে ত্রাণ করিবেন ? আমার অনুরোধ এই যে, যিনি এই জাগতিক ভোগের নাগপাশে বদ্ধ, তাঁহার সহিত পারলৌকিক (?) আলোচনা বা অনুশীলন করিলে বিষয় স্পর্শ করে। প্রত্যেক মঙ্গলপ্রার্থী ব্যক্তি মহাপ্রভুর নিজ-রচিত এই শ্লোকটি যেন সর্ব্বদা মনে করেন,—"নিষ্কিঞ্চনস্য ভগবদ্ভজনোন্মুখস্য পারং পরং জিগমিষোর্ভবসাগরস্য। সন্দর্শনং বিষয়িনাং অথ যোষিতাং চ হা হন্ত হন্ত বিষভক্ষণতোঽপ্যসাধু ॥" বিদ্ধ শাক্ত-বন্ধুসহ অত্র বিষয়ক আলোচনা—দুঃসঙ্গের

প্রশ্রয়দান। সুতরাং ফলরূপে নিদ্রাকালে দুঃসঙ্গ-জন্য কৃষ্ণবিমুখতাই লভ্য। সংসার বা হরিবিমুখতাকে আপনি এখনও সম্মান করেন, গুরু-গৌরবে ভূষিত করেন, ইহাই আপনার বা আমার হরিবৈমুখ্য। তাহা ছাড়িয়া সাধুবাক্যের আদর করিবেন, তাহা হইলেই হৃদয়ের অন্তরস্থ বিষয়-ভোগবাসনা ছিন্ন হইবে। যে-কাল পর্য্যন্ত ফলভোগী কর্ম্মীর ন্যায় আপনাকে জড়ীয় সাংসারিক ভিক্ষুক মনে করিয়া কৃষ্ণেতর বস্তু প্রাপ্তির জন্য লালায়িত থাকিবেন. সে-কাল পর্য্যন্ত পার্থিব বিচার ও ভোগের অভিমান-সমূহ আপনাকে ক্লেশ দিবে। নিরপরাধে হরিনাম করিতে থাকিলে পুর্ব্বজন্মেই কর্ম্মভোগময়ী দীক্ষা প্রভৃতির কার্য্য সমাপ্ত হইয়াছে, জানিবেন।

দীক্ষা-ফলেই হরিনামে প্রবৃত্তি হয়। আপনি কর্ম্মবন্ধমুক্ত হরিদাস। আবার দীক্ষা প্রভৃতি বাহ্য-কর্ম্ম-প্রবৃত্তি কি জন্য? আপনি কি একবারও হরিনাম করেন নাই যে, পুনরায় প্রাথমিক প্রারম্ভগুলি দ্বারা কর্ম্ম নিরসন করিতে গিয়া আপনার পুনরায় কর্ম্মভোগ-প্রবৃত্তি? জীব মূঢ় থাকাকালেই কর্ম্ম-প্রবৃত্তির উদয় বা নিজকে অভাবগ্রস্ত ব্যক্তি বোধ এবং ধনী হইবার জন্য পুনরায় ভোগমূলা প্রবৃত্তির আবাহন করে। মুক্ত হরিদাসগণ হরিনাম করেন। বদ্ধজীবগণ হরিদাস্য বুঝিতে না পারায় Elevationist হইয়া সাম্প্রদায়িকতার আবাহন করেন। উহাতে আপনার ন্যায় নামপরায়ণ ব্যক্তি কিজন্য ব্যস্ত? "দুঃসঙ্গ হইতে কৃষ্ণ লাভ হয় না। দুঃসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সাধুসঙ্গ বরণ হইতেই হরিলাভ ঘটে।"—এ কথা মনে রাখিবেন। আমার অধিক বলা বাহুল্য মাত্র।

* * শ্রীতোষণীর "দুঃসঙ্গ" প্রবন্ধ ব্যতীত অন্য প্রবন্ধগুলি আপনি যাঁহাকে লেখক অনুমান করিয়াছেন, তিনি নিজেই লিখিয়াছেন। তাঁহার ভাষা চিরদিনই কঠোর। আপনারা সুললিত ভাষায় তাঁহার কঠোরতার অভাব পূরণ করিয়া সমাজের কল্যাণ বিহিত করুন। পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে অনুশীলন-প্রভাবে ঐপ্রকার নিত্যবৃত্তি আপনারও হইবে, তখন ভাষার কঠিনতা কোমলতায় পরিণত হইয়াছে, দৃষ্ট হইবে।

বিষয়-সমূহ অবৈষ্ণবের নিকট যে-ভাবে গৃহীত হয়, আপনি দৃশ্যমান্ জাগতিক বিষয়গুলিকে সে-ভাবে দর্শন করেন কেন? বিষয়গুলি কৃষ্ণ-সম্বন্ধে নির্ব্বন্ধিত করিয়া দেখিবেন, তাহা হইলে উহা আপনার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না। আবার ভক্তের বৈষয়িক ক্লেশ বা সুখকে জড়ক্লেশ বা জড়সুখ মনে করিলেও সত্য-দৃষ্টিতে দেখা হইবে না। প্রাপঞ্চিক অর্থাৎ জড়ময় বিশ্বাসে হরিসম্বন্ধীয় বস্তুগুলিকে 'বিষয়' জ্ঞান করিলে আসক্তি প্রবল হইয়া জড়সুখেই পরিণত হইবে। জড়সুখ কিন্তু কৃষ্ণপ্রেম নহে। কৃষ্ণলীলা মায়িক নহে, উহা বৈকুণ্ঠবস্তু অর্থাৎ আপনার লৌকিক বিচারের অন্তর্গত জিনিষ নহে। সর্ব্বদা সাধুসঙ্গ ও সাধুসেবন-বুদ্ধিতে অবস্থিত হইয়া সময় যাপন করিবেন।

জড়জগতে দ্রষ্টা, বিচারক, ভোক্তা, জ্ঞাতা প্রভৃতি অভিমান-সকল প্রবল থাকিলে হরিসম্বন্ধি-চেষ্টাগুলিও মায়িক অর্থাৎ অপর বস্তুর ন্যায় মনে হয়। বৈষ্ণবের অনুগমনে দৃশ্য জগৎকে আপনি হরিভাবময় অর্থাৎ হরিসেবোন্মুখ মনে করিবেন। আপনার শরীর, বাক্য ও মনও সর্ব্বদা হরিসেবারত জানিবেন। কৃষ্ণার্থে অখিল-চেষ্টাই কর্ত্তব্য। অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন ও তাঁহার সেবকগণ প্রাপঞ্চিক জ্ঞেয়বিষয় নহেন। তাঁহারা আপনার লৌকিক ইন্দ্রিয়-বৃত্তির বশীভূত নহেন। সেবার উন্মুখতা হইলে স্বীয় সেবাভিমানরূপ অস্মিতার ইন্দ্রিয়ে সেব্যবিষয়রূপে কৃষ্ণ ও ভক্তগণই পরিদৃষ্ট হন। আশা করি, আপনি ভাল আছেন।

শুদ্ধ বৈষ্ণবদাসানুদাস
অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৭২ পৃষ্ঠার পর]

তত্র কর্ম্মাগ্রহবর্জ্জনং নিয়মাগ্রহবর্জ্জনঞ্চ। শুকঃ পরীক্ষিতম্। [৬।১।১১]

কর্ম্মণা কর্ম্মনির্হারো ন হ্যাত্যন্তিক ইষ্যতে।
অবিদ্বদধিকারিত্বাৎ প্রায়শ্চিত্তং বিমর্শনম্ ॥১৭॥

[৬।১।১৫-১৬]

কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্নেন নীহারমিব ভাস্করঃ ॥১৮॥
ন তথা হ্যঘবান্ রাজন্ পূয়েত তপআদিভিঃ।
যথা কৃষ্ণার্পিতপ্রাণস্তৎ-পুরুষনিষেবয়া ॥ ১৯ ॥

নারদো যুধিষ্ঠিরম্ [৭।১৫।২৮]

ষড়্‌বর্গসংযমৈকান্তাঃ সর্ব্বা নিয়মচোদনাঃ।
তদন্তা যদি নো যোগা নাবহেয়ুঃ শ্রমাবহাঃ ॥

কৃষ্ণ উদ্ধবম্ [১১।২০।২৬]

স্বে স্বেঽধিকারে যা নিষ্ঠা সগুণঃ পরিকীর্ত্তিতঃ।
কর্ম্মণাং জাত্যশুদ্ধানামনেন নিয়মঃ কৃতঃ।
গুণদোষবিধানেন সঙ্গানাং ত্যাজনেচ্ছয়া ॥২০॥

উদ্ধবঃ [১০।৪৭।২৪]

দান-ব্রত-তপো-হোম-জপ-স্বাধ্যায়-সংযমৈঃ।
শ্রেয়োভির্বিবিধৈশ্চান্যৈঃ কৃষ্ণে ভক্তির্হি সাধ্যতে ॥২১

ক্ষুদ্রাশাবর্জ্জনম্। শুকঃ পরীক্ষিতম্ [৬।১২।২২]

যস্য ভক্তির্ভগবতি হরৌ নিঃশ্রেয়সেশ্বরে।
বিক্রীড়িতোঽমৃতাম্ভোধৌ কিং ক্ষুদ্রৈঃখাতকোদকৈঃ ॥ ২২ ॥

অসৎশিক্ষকবর্জ্জনম্। ঋষভঃ [৫।৫।১৮]

গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ
পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যাৎ ন পতিশ্চ স স্যাৎ
ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেত-মৃত্যুম্ ॥২৩॥

প্রতিকূল আসক্তিবর্জ্জনম্। কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।২৮।২৭]

তথাপি সঙ্গঃ পরিবর্জ্জনীয়ো
গুণেষু মায়ারচিতেষু তাবৎ।
মদ্ভক্তিযোগেন দৃঢ়েন যাব-
দ্রজো নিরস্যেত মনঃ কষায়ঃ ॥২৪॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

কর্ম্ম ও কর্ম্মসম্বন্ধীয় নিয়মাগ্রহ দূর করিবে। কর্ম্মের দ্বারা যে কর্ম্মনির্হার, তাহা আত্যন্তিক নয়। অবিদ্বান্ ব্যক্তির অধিকারস্থিত কর্ম্ম প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা ॥ ১৭ ॥

বাসুদেবপরায়ণ ব্যক্তিগণ কেবলভক্তি অর্থাৎ কর্ম্মামিশ্রিত ভক্তিকার্য্যেই সমস্ত পাপকে, সূর্য্য যেরূপ নীহার নষ্ট করে, তদ্রূপ ধ্বংস করিয়া ফেলেন ॥১৮॥

কৃচ্ছ তপ আদি দ্বারা হে রাজন্! অঘবান্ ব্যক্তি সেরূপ পবিত্র হয় না, যেরূপ কৃষ্ণে যাঁহাদের প্রাণ অর্পিত হইয়াছে, সেই সকল ব্যক্তি বৈষ্ণবসেবা-দ্বারা পবিত্র হন ॥ ১৯ ॥

যোগের দ্বারাও পবিত্র হইবার উপায় সুবিধাজনক নয়। যেহেতু সমস্ত নিয়ম ও বেদপ্রেরণা ষড়্‌বর্গ-সংযম উদ্দেশেই হইয়াছে। তথাপি সেই তাৎপর্য্যের সহিত (যদি) তাহারা ভক্তির আনুকূল্য না করে, তবে যোগসমুদায়ই কেবল শ্রম-বহ হয়, তাৎপর্য্য-বহ হয় না। যে ব্যক্তির যে অধিকার, তাহাতে নিষ্ঠা করাই গুণকর্ম্ম জন্মতঃই অশুদ্ধ, যেহেতু কর্ম্মের ধর্ম্ম যে সঙ্গ, তাহা তাহাতে অনুস্যূত আছে। সেই সঙ্গ-সঙ্কোচের উদ্দেশে গুণ-দোষ-বিধিরূপ নিয়মসকল কৃত হইয়াছে ॥ ২০ ॥

তাৎপর্য্য এই যে, দান, ব্রত, তপ, হোম, জপ, স্বাধ্যায়, সংযম এবং অন্যান্য যত শুভকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকলেরই সাধ্য বস্তু কৃষ্ণভক্তি ॥২১॥

ভগবান্ হরিরূপ পরমেশ্বরে যাঁহার নিঃশ্রেয়রূপ ভক্তি সিদ্ধ হইয়াছে, তিনি অমৃতসমুদ্রে ক্রীড়া করিতেছেন। ভুক্তি ও মুক্তিরূপ খাতোদকে তাঁহাদের মত ব্যক্তিগণের প্রয়োজন কি? ২২ ॥

অসৎ শিক্ষক মাত্রকেই বর্জ্জন করিবে। তাই বলিতেছেন যে, যিনি সমুপেত মৃত্যু হইতে মুক্ত করিতে না পারেন, তিনি গুরু, স্বজন, পিতা, জননী, দৈব বা পতি (পদ) বাচ্য হইতে পারেন না ॥২৩॥

সূতঃ শৌনকাদীন্ [১।১৮।২২]

যত্রানুরক্তাঃ সহসৈব ধীরা
ব্যপোহ্য দেহাদিষু সঙ্গমূঢ়ম্।
ব্রজন্তি তৎপারমহংস্যমন্ত্যং
যস্মিন্নহিংসোপশমঃ স্বধর্ম্মঃ ॥ ২৫ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [২।১।১৫]

অন্তকালে তু পুরুষ আগতে গতসাধ্বসঃ।
ছিন্দ্যাদসঙ্গশস্ত্রেণ স্পৃহাং দেহেঽনু যে চ তম্ ॥২৬॥

ভক্তিজনিতচরমবৈরাগ্যম্ [২।২।৪]

সত্যাং ক্ষিতৌ কিং কশিপোঃ প্রয়াসৈ-
র্বাহৌ স্বসিদ্ধে হ্যপবর্হণৈঃ কিম্।
সত্যঞ্জলৌ কিং পুরুধান্নপাত্র্যা
দিগ্বল্কলাদৌ সতি কিং দুকূলৈঃ ॥২৭॥

[২।২।৫]

চীরাণি কিং পথি ন সন্তি দিশন্তি ভিক্ষাং
নৈবাঙ্ঘ্রিপাঃ পরভৃতঃ সরিতোঽপ্যশুষ্যন্।
রুদ্ধা গুহাঃ কিমজিতোঽবতি নোপসন্নান্
কস্মাদ্ভজন্তি কবয়ো ধনদুর্ম্মদান্ধান্ ॥২৮॥

কর্ত্তব্যাসক্তিরপি ভক্ত্যা বর্জ্জনীয়া। করভাজনো নিমিম্ [১১।৫।৪১ ।

দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণাং
ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং
গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্ ॥২৯॥

বহির্ম্মুখগৃহাসক্তিবর্জ্জনম্। প্রহলাদঃ হিরণ্যকশিপুম্। [৭।৫।৩০-৩১]

মতির্ন কৃষ্ণে পরতঃ স্বতো বা
মিথোঽভিপদ্যেত গৃহব্রতানাম্।
অদান্তগোভির্বিশতাং তমিস্রং
পুনঃ পুনশ্চর্ব্বিতচর্ব্বণানাম ॥৩০॥

ন তে বিদুঃ স্বার্থগতিং হি বিষ্ণুং
দুরাশয়া যে বহিরর্থমানিনঃ।
অন্ধা যথান্ধৈরুপনীয়মানা-
স্তেপীশতন্ত্র্যামুরুদাম্নি বদ্ধাঃ ॥৩১॥

প্রতিকূল সমস্ত আসক্তি বর্জ্জন করিতে হইবে। মায়ারচিত সমস্ত গুণে যে আসক্তি, তাহা বর্জ্জনীয়। যে-পর্য্যন্ত আমার দৃঢ় ভক্তিযোগ-দ্বারা মনের যে কষায় অর্থাৎ রজোভাব নিরস্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত আসক্তি ত্যাগের যত্ন করা প্রয়োজন ॥ ২৪ ॥

কৃষ্ণভক্তিতে অনুরক্ত হইয়া ধীরপুরুষ সহসা দেহাদিতে যে ঊঢ় (ধৃত) সঙ্গ, তাহা পরিত্যাগ করিয়া অন্ত্যধর্ম্মরূপ পারমহংস্যপদে গমন করিবেন। পারমহংস্যধর্ম্মে অহিংসা ও উপশমই জীবের স্বধর্ম্ম ॥২৫

অন্ত্যকাল উপস্থিত হইলে পুরুষ অসঙ্গ অস্ত্রের দ্বারা দেহে ও দেহের অনুগত পুত্রকলত্রাদিতে স্পৃহা ছেদন করিবেন ॥ ২৬ ॥

ভক্তিজনিত চরম বৈরাগ্য এইরূপ। ভূমি থাকিতে শয্যায় প্রয়াস কেন? দুই বাহু থাকিতে উপাধান বা বালিসের চেষ্টা কেন? অঞ্জলি থাকিতে ভোজনপাত্রের অন্বেষণ কেন? দিক্বল্কল থাকিতে বস্ত্রের প্রয়োজন কি? ২৭ ॥

আহা পথে কি ছিন্নবস্ত্র পড়িয়া থাকে না? বৃক্ষগুলি কি আমাদিগকে কোন ভিক্ষা দিবেন না? নদীসব শুষ্ক হইল কি? গুহা সব কি রুদ্ধ হইয়া গিয়াছে? অজিত কৃষ্ণ কি তাঁহার উপসন্ন ব্যক্তিগণকে রক্ষা করিবেন না? অবশ্য রক্ষা করিবেন। তবে পণ্ডিতগণ কেন ধনদুর্ম্মদক্রমে অন্ধ বিষয়ীদিগকে উপাসনা করিবেন? ২৮ ॥

ধর্ম্মসম্বন্ধে যে কর্ত্তব্যবুদ্ধি, তাহাতেও আসক্তি করার আবশ্যক নাই। যিনি সর্ব্বভাবের দ্বারা সর্ব্বকর্ম্ম ত্যাগ করতঃ সর্ব্বদা শরণ্য যে কৃষ্ণ, তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি দেব, ঋষি, ভূত, আপ্ত ও পিতৃগণের কিঙ্কর বা ঋণী থাকেন না অর্থাৎ তাঁহাদের ঋণ হইতে মুক্ত থাকেন ॥ ২৯ ॥

যে গৃহ বহির্ম্মুখ, তাহাতে আসক্তি বর্জ্জন করিবেন। স্বতঃ বা পরতঃ যাহাদের কৃষ্ণে মতি নাই, সেই গৃহস্থগণ গৃহব্রত হইয়া পরস্পর আসক্তিতে আবদ্ধ হয়। তাহারা অজিতেন্দ্রিয়, সুতরাং তমিস্রের যাত্রীস্বরূপ। সংসাররূপ নিষ্ফলবস্তুতে পুনঃ পুনঃ চর্ব্বিত-চর্ব্বণ-দ্বারা দুঃখ লাভ করিতেছে। এই সব সঙ্গ ত্যাগ করা কর্ত্তব্য। তাহা দুইপ্রকারে হয় অর্থাৎ জড়ভরতের ন্যায় ও প্রিয়ব্রতের ন্যায় ॥ ৩০ ॥

বহিরর্থমানী, দুরাশয়, ঈশতন্ত্রীতে দৃঢ়, বদ্ধ, অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধ-প্রায় ঐ সকল ব্যক্তি

বহির্ম্মুখবৈরাগ্যং বর্জ্জনীয়ম্ । ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতম্ [৫।১।১৭]

ভয়ং প্রমত্তস্য বনেষ্বপি স্যাদ্-
যতঃ স আস্তে সহ ষট্‌সপত্নঃ ।
জিতেন্দ্রিয়স্যাত্মরতের্বুধস্য
গৃহাশ্রমঃ কিং নু করোত্যবদ্যম্ ॥৩২॥

বিষ্ণুকে জীবের একমাত্র স্বার্থগতি বলিয়া জানে না ॥ ৩১ ॥

বহির্ম্মুখ বৈরাগ্যশ্রমও বর্জ্জনীয়। ব্রহ্মা কহিলেন, দেখ, যাহাদের চিত্ত বশীভূত নয়, ইন্দ্রিয়চারণে প্রমত্ত, তাহাদের বনে গিয়া কি ভয় যায়? দেখ তাহারা যেখানেই যাউক, কাম ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টী বিরোধীকে সঙ্গে লইয়া যায়। যিনি আত্মরত ও জিতেন্দ্রিয় বুধব্যক্তি তাঁহার গৃহাশ্রমে কি ক্ষতি করিতে পারে? ॥ ৩২ ॥

(ক্রমশঃ)

অভিধেয়-তত্ত্ব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

পরম করুণ শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদ শ্রীল রূপ ও সনাতন গোস্বামিপাদকে প্রয়াগ ও কাশী দশাশ্বমেধঘাটে শিক্ষাপ্রদানকালে বেদশাস্ত্রোদ্দিষ্ট সম্বন্ধ, অভিধেয় ও প্রয়োজনজ্ঞানের প্রায় সকল কথাই সংক্ষেপে বর্ণন করিয়াছেন। গোদাবরীতটে প্রিয় পার্ষদপ্রবর রায় রামানন্দসহ কথোপকথন-প্রসঙ্গে শ্রীরামানন্দের শ্রীমুখমাধ্যমে প্রয়োজনতত্ত্বের সর্ব্বগুহ্যতম 'প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত' নামক একটি সর্ব্বোত্তমভাবের কথাও কীর্ত্তন করান। শ্রীরায় ঐ ভাবের অভিব্যক্তিস্বরূপ—'পহিলেহি রাগ নয়নভঙ্গে ভেল' ইত্যাদি—একটি গীতি কীর্ত্তন আরম্ভ করিবামাত্র মহাপ্রভু বিশেষভাবে বিহ্বল হইয়া রায়ের মুখ চাপিয়া ধরিলেন। গীতটি শ্রীমতীর অধিরূঢ় মহাভাববশতঃ বিপ্রলম্ভদশায় অর্থাৎ বিচ্ছেদকালে সম্ভোগ অর্থাৎ মিলনাভাবেও সম্ভোগ বা মিলন-স্ফূর্তিরূপ শ্রীরাধার প্রেমবিলাসের একটি অপূর্ব্ব অবস্থা-দ্যোতক (চৈঃ চঃ মধ্য ৮ম পঃ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমন্মহাপ্রভু উহাকেই সাধ্যবস্তুর অবধি বলিয়া স্বীকার করতঃ সখীর আনুগত্য ব্যতীত উহা পাইবার আর দ্বিতীয় কোন উপায় নাই বলিয়া জানাইলেন। ব্রজসখী ব্যতীত এই শ্রীরাধাকৃষ্ণকুঞ্জসেবারূপ সাধ্যবস্তুতে অন্য কাহারও প্রবেশাধিকার নাই। "ব্রজসখীর ভাব গ্রহণপূর্ব্বক সখীর আনুগত্যে সাধন করিতে পারিলেই রাধাকৃষ্ণসেবারূপ সাধ্যবস্তু পাওয়া যায়, অন্য উপায় নাই।" (অঃ প্রঃ ভাঃ) ইহা সাধনরাজ্যের অতি উন্নত স্তরের কথা। অকৃত্রিম রাগানুগ ভক্তই ইহার আস্বাদনসৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। অনধিকার চর্চ্চায় প্রবৃত্ত হইলে 'বিনশ্যত্যাচরন্‌মৌঢ্যাদ্ যথারুদ্রোহব্ধিজং বিষম্' (ভাঃ ১০।৩৩।৩০) অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হইবে।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্য ২০শ ও ২১শ অধ্যায়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীল সনাতন গোস্বামিপাদকে উপলক্ষ্য করতঃ সম্বন্ধ-তত্ত্বের কথা বলিয়া ২২শ অধ্যায়ে 'অভিধেয়' কৃষ্ণভক্তি ও ২৩শ অধ্যায়ে 'প্রয়োজন' কৃষ্ণপ্রেম তত্ত্বের কথা উপদেশ করিয়াছেন। অভিধেয় কৃষ্ণভক্তিই সম্বন্ধ ও প্রয়োজন-প্রদাতা—"এবে কহি শুন—অভিধেয়-লক্ষণ। যাহা হৈতে পাই—কৃষ্ণ, কৃষ্ণপ্রেমধন ॥" কৃষ্ণভক্তিই সর্ব্বশাস্ত্রে 'অভিধেয়' বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছেন। মুনিগণ কহিয়াছেন —

"শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্ব্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্ ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।৬

[অর্থাৎ "মাতৃস্বরূপ শ্রুতি জিজ্ঞাসিত হইয়া আপনার আরাধনবিধি উপদেশ করেন, স্মৃতি সেই-

রূপ ভগিনীস্বরূপ হইয়া উহাই উপদেশ করেন, পুরাণাদি ভ্রাতৃরূপে (ঐ) শ্রুতিমাতার অনুগত হইয়া তাহাই বলিতেছেন। অতএব হে মুরহর, আপনিই যে একমাত্র শরণ, ইহা আমি সত্যরূপে জানিলাম।" —অঃ প্রঃ ভাঃ]

শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণ-পঞ্চরাত্রাদিতে কৃষ্ণকেই সম্বন্ধ এবং কৃষ্ণভক্তিকেই অভিধেয় বলিয়া কীর্ত্তন করা হইয়াছে। কৃষ্ণই অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব স্বয়ং ভগবান্—শক্তিমতত্ত্ব, স্বরূপশক্তি সেই কৃষ্ণস্বরূপের সেবায় নিযুক্ত হইয়া স্বরূপশক্তিমান্ কৃষ্ণাভিন্ন রূপে অবস্থিতা। মায়াশক্তি স্বরূপশক্তির ছায়ারূপিণী, স্বরূপশক্তি হইতে মায়াশক্তি পৃথক্। মায়াশক্তি—সত্ত্ব, রজস্তমোগুণময়ী এবং স্বরূপশক্তি—ত্রিগুণাতীতা। স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তি যোগমায়া—কৃষ্ণের জন্মকর্ম্মাদি যাবতীয় লীলার পুষ্টিকারিণী। তিনি 'অন্তরঙ্গা' ও মায়াশক্তি 'বহিরঙ্গা' বলিয়া কথিতা। বহিরঙ্গা মায়া কৃষ্ণের ঈক্ষা-পথে থাকিতে বিলজ্জমানা। যেহেতু তাঁহাকে কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জীবকে দণ্ডদানাদি অনেক অপ্রিয় কার্য্য করিতে হয়। অবশ্য তদ্দ্বারা তিনি ব্যতিরেকভাবে কৃষ্ণকৈঙ্কর্য্যই করেন। নতুবা জীবগণ আরও বহির্ম্মুখতাবশতঃ অত্যন্ত উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িত। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপ শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।৭

শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ অনন্ত বৈকুণ্ঠে স্বাংশরূপে এবং অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে বিভিন্নাংশ জীবরূপে লীলা বিস্তার করেন। এই স্বাংশরূপে—শ্রীভগবান্ চতুর্ব্ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ এবং তাঁহাদের অবতার রূপে বিরাজমান্। স্বাংশ অবস্থায় কৃষ্ণের স্বস্বরূপত্ব সর্ব্বত্র লক্ষিত হয়। বিভিন্নাংশ তাঁহার শক্তিমধ্যে পরিগণিত। এই জীব দুইপ্রকার—নিত্যমুক্ত ও নিত্যসংসার বা নিত্যবদ্ধ। নিত্যমুক্ত জীব কখনও মায়াসম্বন্ধ আস্বাদন করেন নাই, তাঁহারা কৃষ্ণের চিন্ময়ধামে অবস্থান করতঃ সর্ব্বদা কৃষ্ণচরণোন্মুখ থাকিয়া 'কৃষ্ণপারিষদ' নামে পরিচিত হন এবং কৃষ্ণসেবাসুখ ভোগ করেন—ক্রমবর্দ্ধমান কৃষ্ণসেবানন্দে তন্ময় হইয়া থাকেন। নিত্যবদ্ধ জীবগণ কৃষ্ণ হইতে নিত্য বহির্ম্মুখ থাকিয়া এই মায়িক সংসারে স্বর্গ-নরকাদি সুখদুঃখ ভোগ করেন। কৃষ্ণবহির্ম্মুখতা দোষের জন্য মায়াপিশাচী তাঁহাদিগকে দণ্ড প্রদান করে অর্থাৎ স্থূল ও লিঙ্গ বা সূক্ষ্মদেহাবরণে বদ্ধ করিয়া আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক—এই ত্রিবিধ তাপ-দ্বারা তাহাদিগকে অত্যন্ত জর্জ্জরিত করে। তাহারা কাম-ক্রোধ-লোভ-মোহ-মদ-মাৎসর্য্য—এই ষড়ূর্ম্মির দাস হইয়া মায়াপিশাচীর লাথিঝাঁটা খাইতে থাকে। এইরূপে অনির্দ্দিষ্ট কাল এই সংসারে উপর্য্যষঃ ভ্রমণ করিতে করিতে যদি কোন ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিফলে তাহারা শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ লাভ করে, তাহা হইলে তাঁহার নিকট হইতে প্রাপ্ত উপদেশমন্ত্র-বলে সেই মায়াপিশাচী পলায়ন করে; সেই জীবও সেই সাধুর কৃপায় কৃষ্ণভক্তি লাভ করতঃ শ্রীকৃষ্ণচরণসান্নিধ্যে গমন করিবার সৌভাগ্য বরণ করেন। আমরা শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদকৃত 'জৈবধর্ম্ম' গ্রন্থরত্নের দশমূলরহস্য-ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে পাই—

'গোলোকবৃন্দাবনস্থ এবং পরব্যোমস্থ বলদেব ও সঙ্কর্ষণ প্রকটিত নিত্যপার্ষদ জীবসকল অনন্ত, তাঁহারা উপাস্যসেবায় রসিক, সর্ব্বদা স্বরূপার্থবিশিষ্ট, উপাস্য-সুখান্বেষী, উপাস্যের প্রতি সর্ব্বদা উন্মুখ, জীবশক্তিতে চিচ্ছক্তির বল লাভ করিয়া তাঁহারা সর্ব্বদা বলবান্; মায়ার সহিত তাঁহাদের কোন সম্বন্ধ নাই, মায়াশক্তি বলিয়া কোন শক্তি আছেন, তাহাও তাঁহারা অবগত ন'ন; যেহেতু তাঁহারা চিন্মণ্ডল মধ্যবর্ত্তী এবং মায়া তাঁহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে; তাঁহারা সর্ব্বদাই উপাস্য-সেবাসুখে মগ্ন, দুঃখ, জড়সুখ ও নিজসুখ ইত্যাদি কখনই জানেন না। তাঁহারা—নিত্যমুক্ত। প্রেমই তাঁহাদের জীবন; শোক, মরণ ও ভয় যে কি বস্তু, তাহা তাঁহারা জানেন না।

কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুর মায়ার প্রতি ঈক্ষণরূপ কিরণগত অণুচৈতন্যগণও অনন্ত; তাঁহারা মায়াপার্শ্বস্থিতা বলিয়া মায়ার বিচিত্রতা তাঁহাদের দর্শনপথারূঢ়। পূর্ব্বে যে জীব-সাধারণের লক্ষণ বলিয়াছি, সে সমস্ত লক্ষণ তাঁহাদের আছে, তথাপি অত্যন্ত

অণুস্বভাবপ্রযুক্ত সর্ব্বদা তটস্থভাবে চিজ্জগতের দিকে এবং মায়াজগতের দিকে দৃষ্টিপাত করিতে থাকেন। এ অবস্থায় জীব অত্যন্ত দুর্ব্বল, কেন না জুষ্ট বা সেব্যবস্তুর কৃপা লাভ করতঃ চিদ্‌বল লাভ করেন নাই, ইঁহাদের মধ্যে যে সব জীব মায়াভোগ বাসনা করেন, তাঁহারা মায়িক বিষয়ে অভিনিবিষ্ট হইয়া মায়াতে নিত্যবদ্ধ। যাঁহারা সেব্যবস্তুর চিদনুশীলন করেন, তাঁহারা সেব্যতত্ত্বের কৃপার সহিত চিদ্‌বল লাভ করতঃ চিদ্ধামে নীত হন। আমরা দুর্ভাগা, কৃষ্ণের নিত্যদাস্য ভুলিয়া মায়াভিনিবেশদ্বারা মায়াবদ্ধ আছি, অতএব স্বরূপার্থহীন হইয়াই আমাদের এ দুর্দ্দশা।

স্বরূপতঃ জীব কৃষ্ণানুগতদাস। সেই স্বরূপহীন, নিজসুখপর, কৃষ্ণবিমুখ, দণ্ড্য জীবসকলকে মায়াশক্তি মায়িক সত্ত্বরজস্তমোগুণনিগড়সমূহ দ্বারা কবলিত করেন। স্থূল ও লিঙ্গদেহরূপ বিবিধ আবরণ ও ক্লেশসমূহ পরিপূর্ণ কর্ম্মবন্ধনের দ্বারা তাহাদিগকে নিপাতিত করিয়া স্বর্গ ও নরকে লইয়া বেড়ান।”

সুতরাং স্পষ্টই প্রতীত হইতেছে—মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেব ও সঙ্কর্ষণ-প্রকটিত জীবগণ নিত্যমুক্ত—শ্রীভগবানের নিত্যপার্ষদরূপে তাঁহার সেবাসুখ আস্বাদন করেন—'মায়া আছে কি না আছে—সন্দেহ তাঁদের কাছে'। তাঁহাদিগকে কখনই মায়াকবলিত হইতে হয় না, মায়া তাঁহাদিগকে স্পর্শই করিতে পারে না। কিন্তু কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুর ঈক্ষণ হইতে মায়াগর্ভপ্রসূত জীবগণকেই নিত্যবদ্ধ ও বদ্ধমুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইতে হয়। নিত্যবদ্ধ বলিতে শ্রীভগবানের তটস্থাশক্তিসম্ভূত অণুপ্রকাশস্থলীয় চিৎকণ জীবের তাটস্থ্যধর্ম্মবশতঃ বদ্ধাবস্থা আসিয়া গেলেও তিনি আবার ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিবলে শুদ্ধভক্ত সদ্‌গুরুপাদাশ্রয় লাভের সৌভাগ্য পাইয়া তাঁহার কৃপায় পুনরায় স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। “জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস। কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥” —এই সম্বন্ধজ্ঞানহারা হইয়াই স্বরূপবিস্মৃতিফলে জীবের বদ্ধাবস্থা আসে। আবার তিনি ভগবৎকৃপায় তন্নিজজনের সঙ্গ পাইয়া স্বস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হইবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারেন। ইহাকেই বলা হয় বদ্ধমুক্ত অবস্থা। শ্রীভগবদ্গীতা ১৫।৭ শ্লোকে শ্রীভগবান্ জীবকে যে '**মমৈবাংশ**' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন, সেই 'অংশ' শব্দে জানিতে হইবে তাঁহার বিভিন্নাংশ। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ঐ শ্লোকের টীকায় বরাহপুরাণবাক্য উদ্ধার করিয়া দেখাইতেছেন —অংশ বলিতে স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। স্বাংশ—তাঁহার অবতারগণ, বিভিন্নাংশই জীব ঃ—

“যদুক্তং বরাহে—স্বাংশশ্চাথ বিভিন্নাংশ ইতি দ্বেধায়মিষ্যতে। বিভিন্নাংশস্তু জীবঃ স্যাৎ।”

—গীঃ ১৫।৭ চঃ টীঃ দ্রষ্টব্য

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে (২।১।২০) উক্ত হইয়াছে—“যথাগ্নেঃ ক্ষুদ্রা বিস্ফুলিঙ্গা ব্যুচ্চরন্তি এবমেবাস্মাদাত্মনঃ সর্ব্বাণি ভূতানি ব্যুচ্চরন্তি।”

অর্থাৎ অগ্নি হইতে যেমন ক্ষুদ্র বিস্ফুলিঙ্গ উদিত হয়, তদ্রূপ সর্ব্বাত্মা কৃষ্ণ হইতে সকল জীব উদিত হইয়াছে।

ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা' গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

“এতদ্দ্বারা স্থির হয় যে, তটস্থধর্ম্মবশতঃ মায়া ও চিৎএর উপযোগী যে বিভিন্নাংশ ক্ষুদ্রচেতন সকল উদিত হইয়াছে, তাহারা মূল আত্মস্বরূপ কৃষ্ণের অনুগত সত্তাবিশেষ। উভয়কূল দেখিতে দেখিতে ভোগেচ্ছার উদয় হইলেই তাহারা চিৎসূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণ হইতে বহির্ম্মুখ হয় এবং নিকটস্থিত মায়াদ্বারা ভোগায়তন গ্রহণ করিতে আহূত হয়। সেই কৃষ্ণস্মৃতিভ্রমবশতঃ তাহারা অনাদি বহির্ম্মুখ। স্বীয় স্বাতন্ত্র্য-অপচয়-অপরাধেই তাহাদের এ দশা। এই দুর্দ্দশার জন্য কৃষ্ণে বৈষম্য বা নৈর্ঘৃণ্য আরোপ করা যায় না; যেহেতু কৌতুকী কৃষ্ণ স্বাতন্ত্র্যরূপ চিদ্ধর্ম্ম-অপচয়কার্য্যে কোন প্রকার কর্ত্তৃত্ব রাখেন না। (জীব স্বাতন্ত্র্য ধর্ম্মের) অপচয় করিলে (কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু) স্বাংশবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতি-স্পর্শন-সময়ে জীবরূপ বীজ প্রকৃতিতে সমর্পণ করেন (চৈঃ চঃ ম ২০।২৭৩ সংখ্যা দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণ প্রকৃতি স্পর্শ করেন না, মহাবিষ্ণুরূপে প্রকৃতি ঈক্ষণ পূর্ব্বক অপরাধী জীবনিচয়কে প্রকৃতি সমর্পণ করেন। সেই অপরাধক্রমেই মায়া-প্রকৃতি জীবকে সংসারদুঃখ দিয়া দণ্ড বিধান করেন।

ভগবানের অংশ দুইপ্রকার অর্থাৎ স্বাংশ ও

বিভিন্নাংশ। চতুর্ব্ব্যূহ অবতারগণ সকলেই স্বাংশবিস্তার। জীবই বিভিন্নাংশ। স্বাংশ ও বিভিন্নাংশে ভেদ এই যে, স্বাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্বের সহিত অভিন্নাভিমানে সর্ব্বদা সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ও কৃষ্ণেচ্ছাতেই তাঁহাদের ইচ্ছা, কোন স্বতন্ত্রতা নাই। বিভিন্নাংশগণ কৃষ্ণতত্ত্ব হইতে নিত্য ভিন্নাভিমানিনী। স্বীয় ক্ষুদ্র স্বরূপানুসারে অতিশয় ক্ষুদ্রশক্তিবিশিষ্ট এবং কৃষ্ণেচ্ছা হইতে তাহাদের ইচ্ছা পৃথক্। কৃষ্ণ হইতে এরূপ অনন্ত জীব নিঃসৃত হইয়াও কৃষ্ণের পূর্ণতা হানি হয় না। ঐসকল জীবের মায়াপ্রবেশের পূর্ব্বেই কৃষ্ণবহির্ম্মুখতারূপ অপরাধ। অতএব মায়িককালের পূর্ব্ব হইতে সেই অপরাধের মূল হওয়ায় অনাদি বহির্ম্মুখতা বলা যায়।"

'মমৈবাংশো জীবলোকে' এই গীতোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

"যদি বল, জীবের এবম্ভূত দুইপ্রকার দশা কিরূপে হয়? তবে শুন ঃ—আমি পূর্ণ সচ্চিদানন্দ ভগবান্; আমার অংশ দ্বিবিধ—অর্থাৎ স্বাংশ ও বিভিন্নাংশ। স্বাংশক্রমে আমি রাম-নৃসিংহাদিরূপে লীলা করি, বিভিন্নাংশক্রমে আমার নিত্যকিঙ্কররূপ জীবের প্রকাশ। স্বাংশ প্রকাশে আমার অহংতত্ত্ব সম্পূর্ণরূপে থাকে, বিভিন্নাংশ প্রকাশে আমার পারমেশ্বরী অহংতত্ত্ব থাকে না। তাহাতে জীবের একটি স্বসিদ্ধ অহংত্বের উদয় হয়। সেই বিভিন্নাংশগত তত্ত্বস্বরূপ জীবের দুইটি দশা—মুক্তদশা ও বদ্ধদশা, উভয় দশাতেই জীব সনাতন অর্থাৎ নিত্য। মুক্তদশায় জীব—সম্পূর্ণরূপে মদাশ্রিত ও প্রকৃতিসম্বন্ধশূন্য; বদ্ধদশায় জীব—স্বীয় উপাধিরূপ প্রকৃতিস্থিত মন ও পঞ্চবাহ্যেন্দ্রিয়—এই ছয়টি ইন্দ্রিয়কে স্বকীয় তত্ত্ববোধে আকষণ করিয়া থাকেন।"

গীতা ৭।৪-৫ শ্লোকে জীবকে তটস্থাশক্তিসম্ভূতা পরাপ্রকৃতি বলা হইয়াছে। (ক্রমশঃ)

* * *

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর

(৬৩)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'বংশী কৃষ্ণপ্রিয়া যাসীৎ সা বংশীদাসঠক্কুরঃ ॥'
—গৌঃ গঃ দীঃ ১৭৯

'যিনি কৃষ্ণপ্রিয়া বংশী ছিলেন, তিনি এক্ষণে বংশীদাস ঠাকুর।'

শ্রীকৃষ্ণের অধরামৃতস্পৃষ্ট বংশীর সৌভাগ্যের মহিমা শ্রীকৃষ্ণপ্রিয়া গোপীগণ কীর্ত্তন করিয়াছেন। ব্রজের সবই চিন্ময়। সেই ব্রজের চিন্ময়বংশীর অবতার শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর।

শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুরের পূত চরিত্র প্রপৌত্র শ্রীবল্লভদাস কর্ত্তৃক লিখিত 'বংশীবিলাস' গ্রন্থপাঠে বিদিত হওয়া যায়। 'শ্রীপাটপর্য্যটনে' ও 'শ্রীভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে ঠাকুরের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে। 'শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে' ঠাকুরের চরিত্রের সংক্ষিপ্ত বিবৃতি আছে।

বৈষ্ণবসমাজে ঠাকুর পাঁচটী নামে পরিচিত—বংশীবদন, বংশীদাস, বংশী, বদন ও বদনানন্দ। ইনি একজন প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা ছিলেন। ১৪১৬ শকে (কাহারও মতে ১৪২৭ শকে) মধুপূর্ণিমা শুভ তিথিবাসরে (চৈত্র-পূর্ণিমা তিথিতে) ইনি আবির্ভূত হন। 'বংশীশিক্ষা'-গ্রন্থে এইরূপ লিখিত আছে—'চৌদ্দ শত যোল শকে মধুপূর্ণিমায়। বংশীর প্রকটোৎসব সর্ব্বলোকে গায় ॥' পুনঃ 'শ্রীপাটপর্য্যটনে'—"কুলিয়া-পাহাড়পুর দুইত নির্দ্ধার। বংশীবদন, কবিদত্ত, সারঙ্গঠাকুর ॥ এই দুই গ্রামে তিনে সতত বিহার। কুলিয়া পাহাড়পুর নামে খ্যাত হয় ॥" ইঁহার শ্রীপাট কোলদ্বীপে (বর্ত্তমান সহর নবদ্বীপে) বা কুলিয়া

পাহাড়পুরে। শ্রীছকড়ি চট্টোপাধ্যায়* ইঁহার পিতৃদেব, জননী শ্রীচন্দ্রকলা দেবী। এইরূপ কথিত হয় যে, ঠাকুরের আবির্ভাবকালে শ্রীমন্মহাপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীবংশীবদন ঠাকুর শ্রীশচীমাতা ও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর রক্ষক সেবকরূপে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। শ্রীবংশীবদন প্রেমাবিষ্ট হইয়া শ্রীনিবাসাচার্য্যকে একদিন ক্রোড়ে লইয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন এবং শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ও শ্রীশচীমাতার নিকট গিয়াছিলেন ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থপাঠে জ্ঞাত হওয়া যায়।

> 'শ্রীবংশীবদন দেখি বিনা পরিচয়।
> মনে বিচারয়ে শ্রীনিবাস এ নিশ্চয়।।
> নিকটে আসিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসিল।
> শ্রীনিবাস আদ্যোপান্ত সব নিবেদিল।।
> শ্রীবংশীবদন ধরি করিলেন কোলে।
> শ্রীনিবাসে সিক্ত কৈল নিজ-নেত্রজলে।।
> শ্রীনিবাস ভূমে পড়ি চাহে প্রণমিতে।
> শ্রীঠাকুরবংশী না ছাড়য়ে কোল হইতে।।
> শ্রীঈশ্বরী বিষ্ণুপ্রিয়া মায়ে জানাইতে।
> চলিলেন শ্রীবংশীবদন সাবহিতে।।'
>
> —শ্রীভক্তিরত্নাকর ৪।২০-২৪

শ্রীবংশীবদন ঠাকুর গার্হস্থ্যলীলা করিয়াছিলেন। শ্রীনিত্যানন্দদাস ও শ্রীচৈতন্যদাস তাঁহার দুই পুত্র। শ্রীবংশীবদন ঠাকুরের সেবিত বিগ্রহ শ্রীপ্রাণবল্লভ। পরে শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর ইচ্ছাক্রমে ইনি শ্রীগৌরাঙ্গ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। ঠাকুরের পূর্ব্ব পুরুষগণের প্রতিষ্ঠিত শ্রীগোপীনাথ বিগ্রহ তথায় পূর্ব্বে বিরাজিত ছিলেন। ইনি শেষ জীবনে বিল্বগ্রামে যাইয়া অবস্থান করিয়াছিলেন। বিল্বগ্রামের ভট্টাচার্য্য ব্রাহ্মণগণ ইঁহারই বংশধর বলিয়া কথিত।

শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুরের পৌত্র ও শ্রীচৈতন্যদাসের পুত্র শ্রীরামচন্দ্র বা শ্রীরামাই ব্রজধামে প্রস্কন্দন তীর্থে† শ্রীরাম ও কৃষ্ণ বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বর্দ্ধমান জেলায় বাগ্‌নাপাড়ায় ইনি উক্ত বিগ্রহদ্বয় সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ইঁহারা 'শ্রীরাম-কানাই' নামে প্রসিদ্ধ। শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবামাতার কৃপা লাভ করেন বংশীবদন ঠাকুরের বংশধরগণ। গৌড়ীয় ২২।৩০-৩৭ সংখ্যায় এতৎসম্পর্কে উদ্ধৃতি—"শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবামাতা এই রামচন্দ্রকে ভিক্ষা করে নিয়েছিলেন এবং দীক্ষাদান করে খড়দহ গ্রামে রেখে বৈষ্ণবতত্ত্ব শিক্ষা দিয়েছিলেন।"

শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুরের রচিত একটী গীতি ঃ—

> 'আর না হেরিব, প্রসর কপালে,
> অলকা তিলক কাচ।
> আর না হেরিব, সোনার কমলে,
> নয়ন খঞ্জন নাচ।।
> আর না নাচিবে, শ্রীবাস মন্দিরে,
> ভকত চাতক লৈয়া।
> আর না নাচিবে, আপনার ঘরে,
> আমরা দেখিব চাইয়া।।
> আর কি দু'ভাই, নিমাই নিতাই,
> নাচিবে এক ঠাঞি।
> নিমাই করিয়া, ফুকরি সদাই,
> নিমাই কোথাও নাই।।
> নিদয় কেশব, ভারতী আসিয়া,
> মাথায় পাড়িল বাজ।
> গৌরাঙ্গ সুন্দর, না দেখি কেমনে,
> রহিব নদীয়া মাজ।।
> কেবা হেন জন, আনিবে এখন,
> আমার গৌরাঙ্গ রায়।
> শাশুড়ী বধূর, রোদন শুনিয়া,
> বংশী গড়াগড়ি যায়।।'

---

* কুলিয়াতে চারিটী পাড়া—তেঘরি, বেঁচিয়াড়া, বেদড়াপাড়া ও চিনেডাঙ্গা। শ্রীকর চট্টোপাধ্যায় বিল্বগ্রাম হইতে বেঁচিয়াড়ায় আসিয়াছিলেন। শ্রীকর চট্টোপাধ্যায়ের বংশপরম্পরায় আগত শ্রীযুধিষ্ঠির চট্টোপাধ্যায়ের তিনপুত্র—(১) শ্রীমাধবদাস (ছকড়ি) চট্টোপাধ্যায়, (২) শ্রীহরিদাস (তিনকড়ি) চট্টোপাধ্যায়, (৩) শ্রীকৃষ্ণ-সম্পত্তি (দুকড়ি) চট্টোপাধ্যায়। ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের গৃহে সাত দিন অবস্থান করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনবদ্বীপবাসীকে কৃপা ও শ্রীদেবানন্দ পণ্ডিতকে উপদেশ করিয়াছিলেন। শ্রীকবিকর্ণপুর লিখিত 'শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে' ইহা উল্লিখিত হইয়াছে।

† প্রস্কন্দন তীর্থ—শ্রীবৃন্দাবনান্তর্গত দ্বাদশ-আদিত্য টীলার নিকটবর্ত্তী ঘাট। কালীয়হ্রদে নিমজ্জন হেতু শ্রীকৃষ্ণ শীতার্ত্ত-লীলা প্রকাশ করিলে দ্বাদশ-আদিত্য একসঙ্গে উদিত হইয়া তাপ দিয়াছিলেন। তাহাতে শীত দূর হইয়া কৃষ্ণের শ্রীঅঙ্গ হইতে ঘর্ম্মজল নির্গত হইয়াছিল—সূর্য্যকন্যা যমুনাতে উক্ত ঘর্ম্মজল মিলিত হয়—উহাই প্রস্কন্দন তীর্থ।

শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের পরিচালক সমিতির পরিচালনায় এবং বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে শ্রীধামমায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এইবারও শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব উপলক্ষে নয়দিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান বিগত ২৩ গোবিন্দ (৫০৩ শ্রীগৌরাব্দ), ১৯ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ রবিবার হইতে ১ বিষ্ণু (৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ). ২৭ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ সোমবার পর্য্যন্ত যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে। স্থানীয় ভক্তগণ ব্যতীত ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহুশত নরনারী এই মহদনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। এমন কি আর্জ্জেণ্টিনা, ব্রাজিল, পর্ত্তুগীজ, ফরাসী প্রভৃতি পাশ্চাত্ত্যদেশীয় কিছু ভক্তও পরিক্রমা করিয়াছিলেন। প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হইতে প্রত্যহ সহস্রাধিক নরনারীর শ্রীমঠে অবস্থানের এবং দুইবেলা প্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছিল।

১৯ ফাল্গুন, ৪ মার্চ্চ রবিবার শ্রীনবদ্বীপধাম-মহিমা এবং শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার তাৎপর্য্য ও মহিমা কীর্ত্তনমুখে এবং শ্রীনামসংকীর্ত্তনমুখে অধিবাসকৃত্য সম্পন্ন হয়। ২০ ফাল্গুন ৫ মার্চ্চ সোমবার আত্মনিবেদনক্ষেত্র শ্রীঅন্তর্দ্বীপ, ২১ ফাল্গুন ৬ মার্চ্চ মঙ্গলবার শ্রবণাখ্য ভক্তিক্ষেত্র শ্রীসীমন্ত দ্বীপ, ২২ ফাল্গুন ৭ মার্চ্চ বুধবার একাদশী তিথিবাসরে কীর্ত্তন ও স্মরণ ভক্তিক্ষেত্র শ্রীগোদ্রুমদ্বীপ ও শ্রীমধ্যদ্বীপ (শ্রীনৃসিংহপল্লী, শ্রীহরিহরক্ষেত্র), ২৪ ফাল্গুন ৯ মার্চ্চ শুক্রবার পাদসেবন-অর্চ্চন-বন্দন-দাস্য-ভক্তিক্ষেত্র শ্রীকোলদ্বীপ (সহর নবদ্বীপ)-শ্রীঋতুদ্বীপ-শ্রীজহ্নুদ্বীপ-শ্রীমোদদ্রুম দ্বীপ এবং ২৫ ফাল্গুন ১০ মার্চ্চ শনিবার সখ্যভক্তিক্ষেত্র শ্রীরুদ্রদ্বীপ-পরিক্রমা সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহযোগে সুসম্পন্ন হয়। প্রত্যহ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ শ্রীনবদ্বীপধাম-মাহাত্ম্য গ্রন্থ পাঠ করিয়া প্রতিটী স্থানের মহিমা বাংলা ভাষায় বিশদভাবে বুঝাইয়া দেন। তাঁহার নির্দ্দেশক্রমে মঠাধ্যক্ষ আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ পশ্চিমদেশীয় ভক্তগণের এবং বিদেশী ভক্তগণের বোধসৌকর্য্যার্থে সংক্ষেপে হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় বলেন। ভক্তগণ প্রত্যহ প্রাতে নৃত্যকীর্ত্তনসহ মঠ হইতে যাত্রা করিয়া পরিক্রমার প্রথম ও দ্বিতীয় দিন অপরাহ্ন ২-৩০টার মধ্যে, তৃতীয় দিন রাত্রি ৮ ঘটিকায়, চতুর্থ দিন রাত্রি ১১ ঘটিকায় এবং পরিক্রমার পঞ্চম দিবস বা শেষ দিবস বেলা ১টার মধ্যে শ্রীমঠে ফিরিয়া আসেন। পরিক্রমার প্রথম ও চতুর্থ দিবসে সুসজ্জিত বিমানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহ সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার সহিত পুরোভাগে ছিলেন। চতুর্থ দিবস অপরাহ্নে পরিক্রমাকারী ভক্তগণ শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীবিগ্রহসহ ঋতুদ্বীপ পরিক্রমণান্তে বিদ্যানগরে শ্রীগয়ারাম দাস বিদ্যামন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলে তৎসংলগ্নস্থ বৃক্ষাদিপূর্ণ সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডে একটী কক্ষে শ্রীমন্মহাপ্রভু বিরাজিত হন. ভোগরাগান্তে প্রথমে পরিক্রমাকারী ভক্তগণ এবং তৎপশ্চাৎ স্থানীয় নরনারীগণ মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

এই বৎসর পরিক্রমার পূর্ব্ব হইতেই বর্ষার প্রাবল্য হওয়ায় অনেকেই চিন্তিত হইয়াছিলেন—পরিক্রমা কি ভাবে সম্পন্ন হইবে। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের কৃপায় পরিক্রমা সুন্দররূপে নির্ব্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হইয়াছে, বর্ষার দরুণ ঠাণ্ডাভাব থাকায় নগ্নপদে ভ্রমণে কাহারও ক্লেশানুভব হয় নাই। দ্বিতীয় দিবস শ্রীসীমন্তদ্বীপ পরিক্রমার দিন প্রাতঃকাল হইতে বর্ষা হওয়ায় স্থূলতঃ সর্ব্বস্থানে যাইয়া দর্শন সম্ভব হয় নাই, তবে কর্ণের দ্বারা সকলেরই দর্শন ও পরিক্রমা হইয়াছে। সেইদিন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, শ্রীচৈতন্য মঠে ও কাজির সমাধি-পীঠে শ্রীধাম-মাহাত্ম্য শ্রবণের দ্বারা পরিক্রমা হয়। কাজির সমাধিপীঠে পৌঁছিবার পর পুনঃ অধিক বর্ষণ হওয়ায় ভক্তগণ শ্রীচৈতন্য মঠে ফিরিয়া আসেন। বেলপুকুরে, শোন্‌ডাঙ্গাদি স্থানে যাওয়ার সুযোগ হয় নাই। কতিপয় যাত্রী রিক্সাযোগে যাইয়া দর্শন করিয়া আসিয়াছেন। পরিক্রমার চতুর্থ দিবস ভক্তগণ যখন নবদ্বীপ সহরে

গঙ্গাঘাটে রাত্রি ৯ ঘটিকার পরে আসিয়া পৌঁছেন, রাত্রি ৯-৩০টার পর হইতেই প্রবল বর্ষা আরম্ভ হয়। নৌকা চলাচল বন্ধ হইয়া যায়, শ্রীমঠের আচার্য্য ও পশ্চিমদেশীয় ভক্ত অনেকেই গঙ্গাঘাটে আটকাইয়া পড়েন। ঘাটের কর্ত্তৃপক্ষ আশ্বাস দেন আবহাওয়া ভাল হইলেই, বৃষ্টি থামিলেই যাত্রিগণকে ভট্‌ভটির দ্বারা পৌঁছাইয়া দিবেন। ক্যানিং-এর মত এখন নবদ্বীপেও জলপথে যাতায়াতের জন্য ভট্‌ভটীর ব্যবস্থা হইয়াছে। ভট্‌ভটীর অর্থ বড় নৌকা, মটর-ইঞ্জিনের সাহায্যে চলে, ভট্‌ভট্ শব্দ করে বলিয়া তাহার নাম 'ভট্‌ভটি' হইয়াছে। সেদিন অনেক ভক্ত নৌকায় ভিজিয়া গিয়াছেন, যাঁহারা বৃষ্টির পরে গিয়াছেন, তাঁহারা রাত্রি ১২টায় মঠে পৌঁছিয়াছেন।

২৩ ফাল্গুন, ৮ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার দ্বাদশী তিথিবাসরে মঠে বিশ্রাম হয়, সেইদিন পরিক্রমা বাহির হয় নাই। উক্ত দিবস রাত্রিতে শ্রীমঠের আচার্য্যের সভাপতিত্বে শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের অধ্যাপক ও সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ সংস্কৃত শিক্ষা অনুশীলন ও বিস্তারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে ভাষণ দেন। তিনি আয়-ব্যয়ের হিসাব, বিদ্যাপীঠের পরিচালক সমিতির সদস্যগণের নাম এবং সাধারণ সদস্যগণের নাম উল্লেখসহ বিদ্যাপীঠের কার্য্য-বিবরণী পাঠ করেন।

২৬ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ রবিবার শ্রীগৌরাবির্ভাব-তিথিপূজা—সমস্তদিনব্যাপী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পারায়ণ, সন্ধ্যায় শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, শৃঙ্গার, ভোগরাগ, আরাত্রিক, মহাসংকীর্ত্তন ও জয়ধ্বনি সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীগৌরবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ সেবা সম্পাদন করেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ কর্ত্তৃক শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাব-প্রসঙ্গ পঠিত হয়।

প্রত্যহ রাত্রিতে মঠে ধর্ম্মসভায় পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক ভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন —ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ, শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ।

২৭ ফাল্গুন, ১২ মার্চ্চ সোমবার শ্রীশ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আনন্দ-মহোৎসবে অগণিত নরনারীকে মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

পরিক্রমার যাত্রিগণের থাকিবার ও প্রসাদ-সেবার ব্যবস্থায় মুখ্য দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ। যাত্রিগণের যানবাহনাদির ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ। ভাণ্ডার, বাজার এবং অন্যান্য সেবাকার্য্যের দায়িত্বে ছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীভাগবতপ্রপন্ন ব্রহ্মচারী, শ্রীকরুণাময় বনচারী, শ্রীদয়ানিধি ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রাণকৃষ্ণ দাসাধিকারী। গ্রন্থবিভাগসেবায় নিয়োজিত ছিলেন শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী ও শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের তত্ত্বাবধানে গৌরপূর্ণিমা তিথিতে 'ভক্তিশাস্ত্রী-পরীক্ষা' গৃহীত হয়।

২৬ ফাল্গুন, ১১ মার্চ্চ রবিবার শ্রীগৌরপূর্ণিমা তিথিবাসরে অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের এবং শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভার বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য উক্ত সভায় যথাসময়ে যোগদানের সৌকর্য্যার্থে এইবার শ্রীগৌরাবির্ভাব অধিবাসবাসরে শ্রীহরিনাম এবং পরদিন গৌরপূর্ণিমা তিথিতে মন্ত্র-দীক্ষা প্রদান করেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজের নির্দ্দেশক্রমে সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ গত বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের বিবরণ পাঠ করেন। শ্রীপাদ ভারতী মহারাজ হিসাবপরীক্ষকের (auditor এর) দ্বারা পরীক্ষিত

(audited) ১৯৮৩-৮৪, ১৯৮৪-৮৫, ১৯৮৫-৮৬, ১৯৮৬-৮৭, ১৯৮৭-৮৮ পাঁচ বৎসরের আয়-ব্যয়ের হিসাব পাঠ করিলে সদস্যগণকর্ত্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত হয় এবং মঠের সভাপতি, সেক্রেটারী এবং মঠের পরিচালক সমিতির দুইজন সদস্য তাহাতে স্বাক্ষর করেন। পরবর্ত্তিকালের জন্য Auditor নিয়োগের ব্যবস্থাও গৃহীত হয়।

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভার পক্ষ হইতে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য নিম্নলিখিত আনুকূল্য সংগ্রহকারীর সেবা-প্রচেষ্টার প্রশংসা করতঃ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয় ঃ—

(১) শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ
  সহায়ক—শ্রীজীবেশ্বর দাস
(২) হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ
  সহায়ক—শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী ও শ্রীস্বপন দাস
(৩) ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ
(৪) শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

নিম্নলিখিত বৈষ্ণবগণের এবং মঠের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণের স্বধামপ্রাপ্তির জন্য শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারিণী-সভা হইতে বিরহবেদনা জ্ঞাপন করা হয় ঃ—

(১) শ্রীমদ্ যমুনাবিহারী দাসাধিকারী
(২) শ্রীমুরারিদাস বাসুদেব
(৩) শ্রীপাঁচুগোপাল দাস
(৪) শ্রীগোবিন্দ চন্দ্র দাসাধিকারী
(৫) শ্রীসহদেব দাসাধিকারী
(৬) শ্রীওমপ্রকাশ বিন্দলিস
(৭) শ্রীমতী বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী
(৮) শ্রীনন্দদুলাল দে
(৯) শ্রীনিতাই কর্ম্মকার
(১০) শ্রীমতী বিনীতা সিংহানিয়া
(১১) শ্রীমতী নলিনীবালা কুণ্ডু

শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচারে বিশেষভাবে সহায়তার জন্য শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারিণী সভা হইতে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে শ্রীগৌরাশীর্ব্বাদে ভূষিত করা হয় ঃ—

(১) শ্রীমদনলাল গুপ্ত, জম্মু—ভক্তিবিজয়
(২) শ্রীরাসবিহারী দাস, জম্মু—সেবাপ্রাণ
  (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র)
(৩) শ্রীস্বপন কুমার ঘোষ, বোলপুর—ভক্তবন্ধু

* * *

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে আনন্দপুরে ধর্ম্মসম্মেলন

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামূলে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ-উপস্থিতিতে স্থানীয় শ্রীমঠাশ্রিত ভক্তগণের উদ্যোগে মেদিনীপুর জেলান্তর্গত আনন্দপুর গ্রামে বিগত ৭ চৈত্র, ২১ মার্চ্চ বুধবার হইতে ১০ চৈত্র, ২৪ মার্চ্চ শনিবার পর্য্যন্ত দিবসচতুষ্টয়ব্যাপী ধর্ম্মসম্মেলন সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীল আচার্য্যদেব নয় মূর্ত্তি—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীগৌরগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ও শ্রীচন্দন—ত্রিদণ্ডীযতি ও ব্রহ্মচারিগণ সমভিব্যাহারে ২১ মার্চ্চ বুধবার প্রাতে কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ হাওড়া-ষ্টেশন হইতে লোকেল ট্রেনযোগে মেদিনীপুর ষ্টেশন পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে দুইটী মারুতি কারযোগে আনন্দপুর গ্রামে মধ্যাহ্নে আসিয়া শুভ-পদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে ভক্তগণ সমস্ত রাস্তা সংকীর্ত্তন করিতে

করিতে শ্রীসনাতন দাসাধিকারীর (ডাঃ সরোজরঞ্জন সেনের) বাসভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। ডাঃ শ্রীসরোজ সেনের গৃহে সাধুগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী (শ্রীঅমরেন্দ্র) প্রাক্ ব্যবস্থাদি-বিষয়ে সহায়তার জন্য কলিকাতা হইতে দুইদিন পূর্ব্বে আনন্দপুরে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল।

স্থানীয় হাইস্কুল-প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে প্রত্যহ রাত্রি ৭-৩০ ঘটিকায় ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশনে দীর্ঘ জ্ঞানগর্ভ অভিভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ। বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ। স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীসত্যকিঙ্কর গোস্বামী এম্-এ, পি-এইচ্-ডি মহোদয় প্রথম দুইদিন সভাপতিরূপে ভাষণ দিয়াছিলেন এবং শেষের দুইদিনও তিনি হরিকথা শুনিবার লালসায় সভায় উপস্থিত ছিলেন।

সভায় আলোচ্যবিষয় যথাক্রমে নির্দ্ধারিত ছিল— 'কে আমি, কেনে মোরে জারে তাপত্রয়', 'জীবের ত্রিতাপজ্বালা হইতে নিষ্কৃতির উপায়', 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁহার লীলাবৈশিষ্ট্য' এবং 'মানবজাতির ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান'। প্রত্যহ সভায় বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল।

২২ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় হাইস্কুল প্রাঙ্গণ হইতে নগর-সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রাসহ ভক্তগণ বাহির হইয়া গ্রামের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে পুনঃ স্কুলপ্রাঙ্গণে ফিরিয়া আসেন। সমাগত যোগদানকারী ভক্তগণকে চিড়া-প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারীর পূর্ব্বাশ্রমের পিতা স্বধামগত শ্রীচিন্ময়ানন্দ দাসাধিকারীর পুত্রগণের (শ্রীভানু, শ্রীকানু, শ্রীগোপাল ও শ্রীনিত্যানন্দের) আহ্বানে ও ব্যবস্থায় শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহার সতীর্থগণসহ মারুতিকারে এবং ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থগণ ট্রাকযোগে আনন্দপুর হইতে ২২ মার্চ্চ প্রাতে লাউরিয়া গ্রামে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। মোটরকার ও ট্রাক হইতে সকলে প্রথমে নিকটবর্ত্তী 'গামারিয়া' গ্রামে অবতরণ করেন। তথা হইতে গ্রামবাসী নরনারীগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের অনুগমনে পরমোল্লাসে সংকীর্ত্তন সহযোগে 'লাউরিয়া' গ্রামে আসিয়া পৌঁছেন। স্বধামগত শ্রীচিন্ময় দাসাধিকারীর পুত্রগণ সভামণ্ডপনির্ম্মাণে, জেনারেটরের দ্বারা ফ্যান ও মাইকের ব্যবস্থায় এবং বৈষ্ণবগণের ও আগন্তুক ভক্তগণের প্রাতঃকালীন জলযোগ-সেবার ব্যবস্থায় প্রচুর অর্থ ব্যয় করেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত হরিকথামৃত শ্রবণের দ্বারা নরনারীগণ শ্রীকৃষ্ণভজনে উদ্বুদ্ধ হন। শ্রীচিন্ময়ানন্দ দাসাধিকারীর পুত্রপরিজনবর্গ তাঁহাদের গ্রামে ও বাটীতে শ্রীল আচার্য্যদেব শুভাগমন করায়, বহুদিনের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ত্তি হওয়ায়, সকলে সাধ্যানুসারে সেবার জন্য যত্ন করিলেও, সেবাতে ত্রুটী হইয়াছে এইরূপ মনে করিয়া আবেগভরে ক্রন্দন করিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব তাঁহাদের আর্ত্তি অপনোদনে নিজের অযোগ্যতা অনুভব করিয়া বিষাদগ্রস্ত হইয়াছিলেন।

২৩ মার্চ্চ একাদশীতিথি শুভবাসরে মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীকমল দাসের গৃহে শ্রীল আচার্য্যদেব পূর্ব্বাহ্ণকালীন ধর্ম্মসভায় হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। মধ্যাহ্নে তাঁহার গৃহে ব্রতানুকূল অনুকল্প প্রসাদের ব্যবস্থা হইয়াছিল। পরদিন মধ্যাহ্নে শ্রীসনাতন দাসাধিকারীর গৃহে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

২৪ মার্চ্চ পূর্ব্বাহ্ণে শ্রীগগন বাগ মহোদয়ের আমন্ত্রণে শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজসহ তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন।

বৈষ্ণবসেবার জন্য নিষ্কপটভাবে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া শ্রীসনাতন দাসাধিকারী ও তাঁহার স্ত্রী পরিজনবর্গ শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

২৫ মার্চ্চ শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে আনন্দপুর হইতে বাসে যাইতে না পারায় ট্যাক্সিযোগে খড়্গপুর আসিয়া তথা হইতে ট্রেনে কলিকাতায় প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীসনাতন দাসাধিকারীর নিজের বাস হইলেও উহা লাইন-বাস হওয়ায়, মালপত্র পৌঁছিতে

অধিক বিলম্ব করায়, বাসের যাত্রিগণ চঞ্চল হইয়া পড়ায় এবং বাসে মালপত্র রাখিবার স্থানও না থাকায় লাইন-বাসের পরিবর্ত্তে অধিক অর্থ-দণ্ড দিয়া ট্যাক্সির ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল। সর্ব্বক্ষেত্রেই সময়ানুসারে প্রস্তুত না হইলে এইপ্রকারে বৃথা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়।

স্বধামে শ্রীমদ্ প্রণতপাল দাসাধিকারী প্রভু

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিত নিষ্ঠাবান্ দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীমদ প্রণতপাল দাসাধিকারী প্রভু গত ৩ চৈত্র, ১৭ মার্চ্চ শনিবার মুখ্য চান্দ্রফাল্গুন গৌণ চৈত্র-কৃষ্ণপক্ষে ষষ্ঠী তিথিবাসরে বীরভূম জেলায় বোলপুরে প্রায় ৭৯ বৎসর বয়সে শ্রীকৃষ্ণ স্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার শেষকৃত্য শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ-পার্ষদ শ্রীল উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের শ্রীপাট শ্রীউদ্ধারণপুরে গঙ্গাতটে সংকীর্ত্তন সহযোগে সুসম্পন্ন হইয়াছে। উদ্ধারণপুরে তাঁহার শেষকৃত্য সম্পন্নের জন্য মুখ্যভাবে সেবা করেন শ্রীরাখাল চন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শ্রীসুধীর কৃষ্ণ দাস প্রভু প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তগণ।

শ্রীমদ্ প্রণতপাল প্রভু পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত সৌম্যমূর্ত্তি দর্শনে এবং বীর্য্যবতী শ্রীহরিকথামৃত শ্রবণে আকৃষ্ট হইয়া বিগত ১১ আষাঢ় ১৩৭০, ১৬ জুন ১৯৬৩ নদীয়া জেলাসদর কৃষ্ণনগরে সস্ত্রীক শ্রীহরিনাম ও মন্ত্রে দীক্ষিত হন। তাঁহারা পূর্ব্ববঙ্গ হইতে কৃষ্ণনগরে দর্জ্জিপাড়া নূতনবাজারে তৎকালে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার পূর্ব্ব-নাম ছিল শ্রীপ্রবোধ চন্দ্র সাহা। বৈষ্ণবগৃহে লালিত পালিত হওয়ায় প্রণতপাল প্রভুর বৈষ্ণবোচিত সংস্কার প্রথম হইতেই ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে থাকাকালে তাঁহারা উৎসাহের সহিত হরিনামসংকীর্ত্তন, বৈষ্ণবসেবা-মহোৎসবাদি সম্পন্ন করিতেন। কৃষ্ণনগর গোয়াড়ীবাজারস্থ মঠে প্রণতপাল প্রভু সস্ত্রীক প্রত্যহ হরিকথা শুনিতে যাইতেন এবং সাধ্যমত বৈষ্ণবসেবার জন্য যত্ন করিতেন। পরে তাঁহারা কৃষ্ণনগরের বাড়ী বিক্রয় করিয়া বোলপুরে বাসন্তীতলায় যাইয়া অবস্থান করিতে থাকেন। তিনি স্ত্রী-পরিজনবর্গসহ শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা, শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা এবং পশ্চিমবঙ্গে মঠের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগ দিয়াছিলেন। বোলপুরে যে বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন প্রতি বৎসর অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহাতেও তিনি সক্রীয় অংশ গ্রহণ করিতেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবে তাঁহার প্রগাঢ় নিষ্ঠা ছিল। তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীসুবোধ চন্দ্র সাহা। তাঁহার অপর পুত্র শ্রীগোরাচাঁদ সাহা শ্রীল গুরুদেবের নিকট ১৯৭৩ খৃষ্টাব্দে নাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া শ্রীগৌরগোবিন্দ দাসাধিকারী নামপ্রাপ্ত হইয়াছেন।

কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ বিশেষ ঘনিষ্ঠ। তিনি প্রায়ই তাঁহাদের ধর্ম্মানুষ্ঠানাদিতে যাইয়া যোগ দেন। প্রণতপালপ্রভুর স্বধামপ্রাপ্তির কিছুদিন পূর্ব্বে আসাম হইতে প্রত্যাবর্ত্তনমুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ বোলপুরের বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলনে যোগদানকালে তাঁহার গৃহে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ তাঁহার প্রদত্ত প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্রণতপালপ্রভুর স্বধামপ্রাপ্তির পূর্ব্বে খবর পাইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ বোলপুরে যাইয়া তাঁহাকে দেখিয়া আসিয়াছিলেন। পরে তাঁহার স্বধাম প্রাপ্তি হইলে পূজনীয় মহারাজ ২৭ মার্চ্চ পুনঃ তথায় যাইয়া তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য বৈষ্ণববিধানমতে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত দিবস বিরহ-মহোৎসবে বহু ভক্তকে বিচিত্র প্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজও উক্ত বিরহোৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

প্রণতপালপ্রভুর স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিশেষভাবে বিরহ-সন্তপ্ত।

স্বধামে গৌহাটীর শ্রীকমলা রায়

সমগ্র ভারতব্যাপী শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমপূজনীয় ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজের শ্রীচরণাশ্রিতা স্নেহপাত্রী বৃদ্ধা মহিলা শ্রীকমলা রায় (—যিনি 'মাইয়া বুড়ী' নামে সর্ব্বত্র সুপরিচিতা) বিগত ৭ই বৈশাখ (১৩৯৬), ইং ২০শে এপ্রিল (১৯৮৯) বৃহস্পতিবার চতুর্দ্দশী (ঘ ৫।৪৪।৫৬) অন্তে পূর্ণিমা তিথিতে গৌহাটীস্থ (আসাম) শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সন্নিকটস্থ নিজভবনে শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারী জিউর শ্রীপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে সজ্ঞানে তাঁহার শ্রীশ্রীগুরুকৃপালব্ধ—সাধনোচিত নিত্যধামে প্রয়াণ করেন। দেহরক্ষাকালে তাঁহার ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী পুত্র-কন্যা-পুত্রবধূ প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনগণ তাঁহাকে পরম আর্ত্তিভরে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করাইয়াছেন। শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণব-সেবাপ্রাণা বড়ীমাতার মহাপ্রয়াণে গৌহাটী মঠাশ্রিত পুরুষ ও মহিলা সকল ভক্তই বিরহবিহ্বল হন। শ্রীমঠের সেবা তাহার জীবাতুস্বরূপ ছিল বলিয়া এই গৌহাটীস্থ মঠেই তাঁহার ভক্ত পুত্রকন্যাগণ মহাপ্রসাদান্ন দ্বারা একাদশাহে তাঁহার সাত্বতশ্রাদ্ধ কৃত্য সম্পাদন করেন। পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তি-প্রমোদ পুরী মহারাজ। তাঁহাকে কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে তাঁহার শ্রীমান দয়ালকৃষ্ণ ত্রিপাঠী নামক জনৈক শিষ্যসহ বিমানযোগে গৌহাটী মঠে আনয়ন করা হইয়াছিল। সাত্বত শ্রাদ্ধকৃত্য সম্পাদিত হইয়াছিল—১৭ই বৈশাখ, ১৩৯৬ বঙ্গাব্দ। শ্রীমঠের রক্ষক শ্রীমদ্ গোবিন্দসুন্দরদাস ব্রহ্মচারী ও অন্যান্য মঠসেবকগণের সেবাপ্রাণতায় বুড়ীমার বিরহোৎসবটি সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। বুড়ীমা শ্রীদুলালচন্দ্র, শ্রীসুকুমার, শ্রীমনীন্দ্র ও শ্রীজীবন চন্দ্র রায়—এই চারি পুত্র এবং শ্রীমতী কল্যাণী ও দুর্গা-রাণী ঘোষ এই দুই কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। ইঁহারা সকলেই ভক্তিমান্ ও ভক্তিমতী। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ শ্রীমান্ দুলাল চন্দ্র রায় সস্ত্রীক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন।

গত ২৫শে বৈশাখ (১৩৯৭), ইং ৯ই মে (১৯৯০) বুধবার শ্রীশ্রীকৃষ্ণের পুষ্পদোলযাত্রা—বৈশাখী পূর্ণিমা শুভবাসরে শ্রীমান্ দুলাল চন্দ্র রায় (দীক্ষাকালে প্রাপ্ত নাম—শ্রীমান্ নন্দদুলাল দাসাধিকারী) পূজ্যপাদ পুরী মহারাজের পৌরোহিত্যে শ্রীধাম মায়াপুর-ঈশোদ্যানস্থ শ্রীগোপীনাথ গৌড়ীয় মঠে উক্ত বুড়ীমার প্রথমবার্ষিক সাত্বতশ্রাদ্ধ সম্পাদন করিয়াছেন। এই উৎসবেও শ্রীধাম মায়াপুর ও শ্রীনবদ্বীপস্থ মঠসমূহের বহু ভক্ত প্রসাদ সম্মান করিয়াছেন।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীডি-জগ্গা রেড্ডী, আলিয়াবাদ (হায়দরাবাদ) ঃ

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থ আলিয়াবাদনিবাসী শ্রীডি-জগ্গা রেড্ডী বিগত ২৫ মাঘ (১৩৯৬), ৮ ফেব্রুয়ারী (১৯৯০) বৃহস্পতিবার নিজালয়ে অকস্মাৎ অসুস্থ হইয়া পড়িলে স্থানীয় ওসমানিয়া হাসপাতালে নীত হইলে প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় স্বধাম প্রাপ্ত হন। তিনি প্রয়াণকালে স্ত্রী, চার পুত্র (শ্রীজনার্দ্দন, শ্রীগোবর্দ্ধন, শ্রীদেবেন্দ্র ও শ্রীঅমরেন্দ্র) ও দুইটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। হায়দরাবাদে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার প্রারম্ভ ইং ১৯৫৭ সাল হইতে তাঁহার মঠের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয়। তিনি নিয়মিতভাবে মঠের প্রতিটী অনুষ্ঠানে সক্রীয়ভাবে যোগ দিতেন এবং প্রায় প্রত্যহই হরিকথা শ্রবণের জন্য মঠে আসিতেন। শাস্ত্রজ্ঞানও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। তিনি মঠের দীক্ষিত শিষ্য হইতে না পারিলেও মঠের প্রচার্য্য-বিষয় তেলেগু ভাষায় স্থানীয় তেলেগুভাষী ব্যক্তিগণকে বুঝাইয়া বলিতেন। নগরসংকীর্ত্তনা-দিতে তিনি অদম্য উৎসাহের সহিত যোগ দিয়া সুললিত উদাত্ত-কণ্ঠে কীর্ত্তন করিতেন। মঠের প্রচার্য্যবিষয়ে প্রগাঢ় অনুরক্তির জন্য তিনি শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন। তাঁহার স্নিগ্ধ ব্যবহারে মঠের বৈষ্ণবগণ সকলেই তাঁহার প্রতি যথেষ্ট প্রীতিযুক্ত ছিলেন। তিনি হায়দরাবাদের বাহিরে পুরী, বৃন্দাবন ও শ্রী-মায়াপুরে প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানসমূহেও যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য হায়দরাবাদ মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য ২৪ মে (১৯৯০) তথায় পেঁ ৗছিয়া শ্রীজগ্গা রেড্ডীর স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছেন। তাঁহার ন্যায় মঠের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তির সঙ্গ হইতে বঞ্চিত হইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বেদনাহত হইয়াছেন। আমরা করুণাময় শ্রীগৌরহরির ও শ্রীল গুরুদেবের শ্রীপাদপদ্মে তাঁহার স্বধামগত আত্মার আত্যন্তিক মঙ্গল বিধানের জন্য প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের উদ্যোগে
শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত পালন ও ৮৪ ক্রোশ

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিপুল আয়োজন

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত **মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিংবডির পরিচালনায় এবং বর্ত্তমান আচার্য্য **ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের** শুভ উপস্থিতিতে এই বৎসর শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত (শ্রীউর্জ্জব্রত, কার্ত্তিকব্রত বা নিয়মসেবা) পালন এবং মধুবন, তালবন, কুমুদবন, বহুলাবন খদিরবন, কাম্যবন, বৃন্দাবন—যমুনার পশ্চিমতীরস্থ এই সাতটি এবং পূর্ব্বতীরস্থ ভদ্রবন, ভাণ্ডীরবন, বিল্ববন, লৌহবন, গোকুলমহাবন—এই পাঁচটি, মোট দ্বাদশবন এবং বিভিন্ন উপবনাত্মক শ্রীব্রজমণ্ডল-প্ররিক্রমার বিপুল আয়োজন হইয়াছে।

শ্রীমথুরায় পৌঁছিবার তারিখ—পরিক্রমণেচ্ছু যাত্রিগণকে ১৩ আশ্বিন (১৩৯৭), ৩০ সেপ্টেম্বর (১৯৯০) রবিবার শ্রীএকাদশী তিথিতে মথুরা-ঠিকানায় পৌঁছিতে হইবে।

কলিকাতা হইতে শুভযাত্রা—যাঁহারা কলিকাতা হইতে মঠের সাধুগণের সহিত যাইবেন, তাঁহারা আগামী ১২ আশ্বিন (১৩৯৭), ২৯ সেপ্টেম্বর (১৯৯০) শনিবার পূর্ব্বাহ্নে হাওড়া ষ্টেশন হইতে শুভযাত্রা করিবেন। বিস্তৃত বিবরণ সাক্ষাৎভাবে জ্ঞাতব্য।

ব্রতারম্ভ ও সমাপ্তি—১৩ আশ্বিন, ৩০ সেপ্টেম্বর রবিবার পাশাঙ্কুশা শ্রীএকাদশীবাসর হইতে আরম্ভ হইয়া ১২ কার্ত্তিক, ৩০ অক্টোবর মঙ্গলবার শ্রীউত্থান একাদশী তিথি-উপবাসব্রত পর্য্যন্ত শ্রীদামোদরব্রত, পরে ১৫ কার্ত্তিক, ২ নভেম্বর শুক্রবার শ্রীভীষ্মপঞ্চক এবং শ্রীকৃষ্ণের রাসযাত্রাতিথি পর্য্যন্ত শ্রীবৃন্দাবনে অবস্থান করা হইবে।

১ কার্ত্তিক, ১৯ অক্টোবর শুক্রবার—শ্রীগোবর্দ্ধনপূজা ও শ্রীঅন্নকূট মহোৎসব।

প্রত্যাবর্ত্তন—১৬ কার্ত্তিক, ৩ নভেম্বর শনিবার যাত্রিগণ শ্রীধামবৃন্দাবন হইতে নিজ নিজ স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন।

এইবার বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ১২ কার্ত্তিক, ৩০ অক্টোবর মঙ্গলবার শ্রীউত্থানৈকাদশী ব্রতোপবাসবাসরে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী **শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদের** শুভাবির্ভাব এবং পরমহংস শ্রীল গৌরকিশোর দাস বাবাজী মহারাজের তিরোভাব তিথিপূজা বিশেষভাবে সম্পন্ন হইবে।

যাত্রিগণের জ্ঞাতব্যবিষয়—যোগদানেচ্ছু ব্যক্তিগণকে এখন হইতেই নিজেদের নাম ও ঠিকানাসহ নাম রেজেষ্ট্রী করিয়া লইতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

প্রত্যেক যাত্রী শয়নোপযোগী নিজ নিজ বিছানার সহিত মশারি, কিছু শীতবস্ত্র ও গরমের উপযোগী বস্ত্রাদি লইবেন। এতদ্ব্যতীত ছোট থালা, বাটি, গ্লাস, ঘটি, টর্চ্চ আদি সঙ্গে লইবেন।

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সম্পাদক ও শ্রীবৃন্দাবনস্থ শাখামঠের মঠরক্ষক ও সহ-সম্পাদকের নিকট সাক্ষাদ্ভাবে অথবা পত্রের দ্বারা বিস্তৃত বিবরণ জ্ঞাতব্য।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৪র্থ সংখ্যা ৮৮ পৃষ্ঠার পর]

পুরী শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠের শ্রীরাধানাথ দ্বিবেদী, ডক্টর শ্রীসীতানাথ গোস্বামী, ডাঃ শ্রীনবেন্দু দত্ত মজুমদার, নবদ্বীপ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযাদবেন্দ্র নাথ রায়।

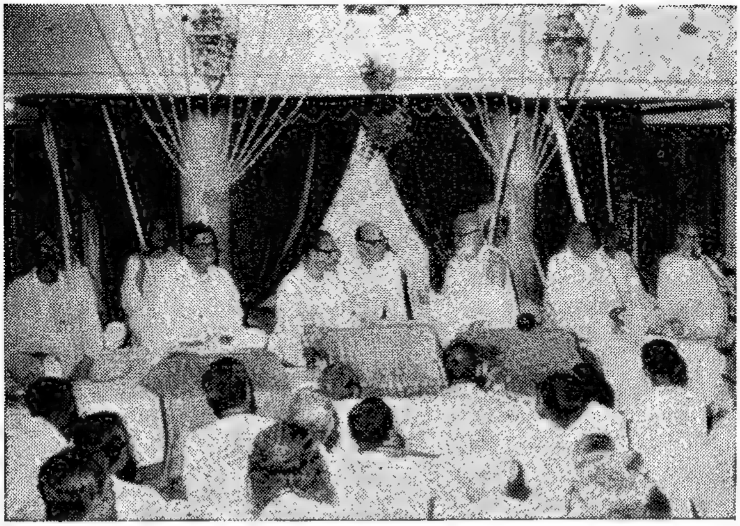

শ্রীজন্মাষ্টমী বাসরে সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশন
সম্মুখে বাম হইতে—শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গোয়েঙ্কা, বিচারপতি শ্রীনিখিল চন্দ্র তালুকদার,
শ্রীরঘুনাথ মিশ্র, শ্রীল গুরুদেব ও শ্রীমৎ গরমহংস মহারাজ
পশ্চাতে বাম হইতে—শ্রীপি, সি, চ্যাটার্জ্জি, ব্যারিষ্টার শ্রীনিতাই দাস রায়

শ্রীল গুরুদেবের আহ্বানে পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূদেব শ্রৌতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিচার যাযাবর মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্ত্যালোক পরমহংস মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকমল মধুসূদন মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিকাশ হৃষীকেশ মহারাজ. পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌধ আশ্রম মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিলাস ভারতী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রাপণ দামোদর মহারাজ প্রমুখ গৌড়ীয় মঠের আচার্য্যগণ উৎসবানুষ্ঠানে যোগদান করতঃ সান্ধ্য ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন।

এতদ্ব্যতীত শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে বক্তৃতা করিয়াছিলেন—শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ. অধ্যাপক শ্রীবঙ্কিম চন্দ্র দেবশর্ম্মা, অধ্যাপক শ্রীবিভুপদ পণ্ডা, অধ্যাপক শ্রীলোকনাথ ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ বন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত পর্য্যটক মহারাজ, মার্কিণদেশীয় ভক্ত শ্রীঅচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারী।

শ্রীল গুরুদেব সভায় আলোচ্যবিষয় নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন—'ধর্ম্মানুশীলনের উপকারিতা', 'পরতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্ত ও ভগবান্', 'শ্রীচৈতন্যদেবের শিক্ষা', 'শ্রীল প্রভুপাদের প্রচার-বৈশিষ্ট্য', 'ঈশ্বর ও জন্মান্তর

বিশ্বাসের উপকারিতা', 'পরতমতত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্তিই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়', 'নামভজনই সর্ব্বোত্তম সাধন', 'বর্ত্তমানযুগে ধর্ম্মের আবশ্যকতা', 'সাধনভক্তি ও প্রেমভক্তি', 'পরমতসহিষ্ণুতা', 'পরোপকার', 'মানবজীবনের বৈশিষ্ট্য', 'স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্তের জীবন', 'সাধনভক্তির ক্রম', 'শ্রীচৈতন্যদেব ও প্রেমভক্তি', 'ঈশ্বর বিশ্বাসের আবশ্যকতা', 'শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার বৈশিষ্ট্য', 'ভগবৎকৃপা লাভের উপায়', 'বিশ্বসমস্যা সমাধানে শ্রীচৈতন্যদেব', 'যুগধর্ম্ম'. 'পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ', 'ভক্তপ্রিয় ভগবান্', 'আধুনিক সভ্যতা ও যথার্থ প্রগতি', 'বৈধী ও রাগানুগা ভক্তি', 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু' ও 'শ্রীহরিনামসংকীর্ত্তন'।

শ্রীল গুরুদেবের উপদেশবাণীর সারমর্ম্ম ঃ—

বিষয় ঃ (১) ভক্ত ও ভগবান্

[১লা ভাদ্র (১৩৭৫), ১৭ আগষ্ট (১৯৬৮) শনিবার শ্রীনন্দোৎসববাসর]

"ভগবান্ মান্‌লে 'ভগ' মান্‌তে হবে। 'ধনবান' শব্দ ব্যবহার ক'রে যদি ধন না মানি, তা'হ'লে তার প্রয়োগ যেমন বৃথা হয়, তদ্রূপ 'ভগ' না মেনে 'ভগবান্'-শব্দ-প্রয়োগ বৃথা হবে। যাঁর ধন আছে, তাঁকে যেমন ধনবান্ বলে, তদ্রূপ যাঁর 'ভগ' আছে, তাঁকে ভগবান্ বলে। 'ভগ' শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্য বা শক্তি। শক্তিযুক্ততত্ত্বকে ভগবান্ বলা হয়। 'কোন্ শক্তিযুক্ত', তা' বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায়, যত প্রকার শক্তি হ'তে পারে, ততপ্রকার শক্তিযুক্ত অর্থাৎ ভগবান্ শব্দের অর্থ সর্ব্বশক্তিমান্। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।"—বিষ্ণুপুরাণ। যাঁতে ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, সৌন্দর্য্য, জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সমগ্রতা রয়েছে তাঁকে ভগবান্ বলে। ভগবানে সৌন্দর্য্য থাকায় তিনি রূপবান্, অতএব সাকার। কিন্তু সাকার বলায় তাঁ'র রূপকে প্রাকৃত কালক্ষোভ্য লম্বা-চওড়া ও উচ্চতা তিন মানের অন্তর্গত মনে কর্‌লে ভুল করা হবে। ভগবানের চিচ্ছক্তির ছায়ারূপা জড়মায়ার পরিণতির নশ্বরতা ও অবরতা দেখে আমরা যদি তৎকারণ ভগবানের অপ্রাকৃত বিশুদ্ধ চিন্ময়রূপ সম্বন্ধে

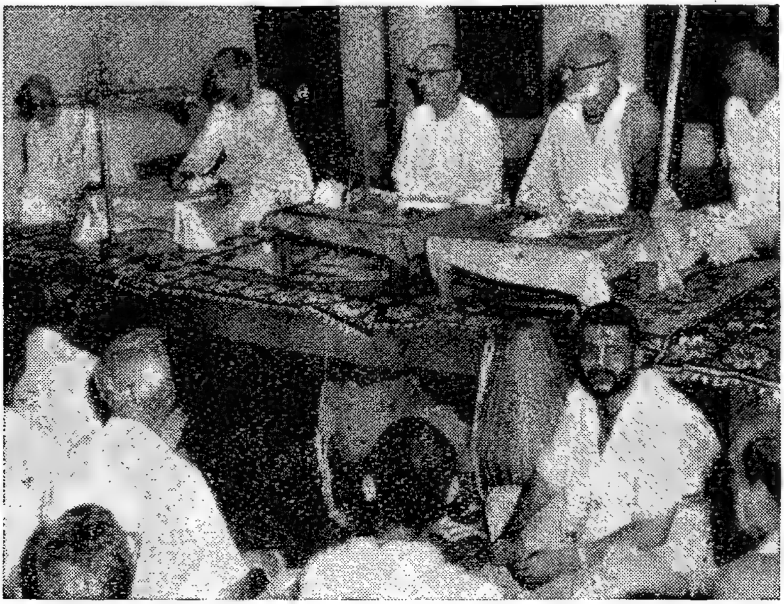

ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে ভাষণরত প্রধান অতিথি শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁহার বামপার্শ্বে সভাপতি প্রধান বিচারপতি শ্রীদীপনারায়ণ সিংহ এবং তৎপার্শ্বে শ্রীল গুরুদেব

তদ্রূপ চিন্তা করে উক্ত দোষ তাঁতে আরোপ কর্‌তে যাই, তা' হলে মূর্খতা হবে। বস্তু অস্তিত্ব-অববোধক। ছায়াতে বস্তুর বাস্তব সত্তা নাই। তবে ছায়ার প্রতীতি বা অস্তিত্ব দেখা যাওয়ায় যদি তাকে বস্তু বল্‌তে হয়, তা' হ'লে ছায়াকে অবাস্তব বস্তু বল্‌তে হবে। ছায়া বা অবাস্তব বস্তুর বস্তুসত্তা না থাকায় তৎসম্বন্ধীয় অভিজ্ঞান কখনও তৎকারণ বাস্তব বস্তু সম্বন্ধে যথার্থ ধারণা দিতে পারে না। শ্রুতি বলেন, "অপাণিপাদো জবনো গ্রহীতা পশ্যত্যচক্ষুঃ স শৃণোত্যকর্ণঃ। স বেত্তি বেদ্যং ন চ তস্যাস্তি বেত্তা তমাহুরগ্র্যং পুরুষং মহান্তম্ ॥" (শ্বেঃ উঃ ৩।১৯)। ভগবানের হস্তপদ নাই, কিন্তু তিনি গ্রহণ করেন, চলেন, চোখ নাই দেখেন, কাণ নাই শোনেন ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ কথার তাৎপর্য্য এই যে, ভগবানের আমাদের ন্যায় প্রাকৃত আকার নাই, তিনি অপ্রাকৃত আকারবিশিষ্ট। বস্তুতঃ সর্ব্বকারণকারণ গোবিন্দের রূপ আছে বলেই আমরা জগতে রূপ দেখ্‌ছি। কারণে রূপ না থাক্‌লে কার্য্যে রূপ দেখা যেত না। Nothing থেকে কখনও Something হয় না।

পূর্ব্বে বলেছি ভগবান্ মান্‌লে তাঁর শক্তি মান্‌তে হবে, নতুবা ভগবান্ মানা হয় না। ভগবান্ অনন্তশক্তিযুক্ত হলেও তাঁতে তিন শক্তি প্রধানা—অন্তরঙ্গা (চিচ্ছক্তি), বহিরঙ্গা (মায়াশক্তি) ও তন্মধ্যবর্ত্তী তটস্থা (জীবশক্তি)। যে শক্তির আশ্রয়ে ভগবানের ভিতরে, হৃদয়ে প্রবেশ করা যায়, তাকে অন্তরঙ্গা এবং যে শক্তির দ্বারা অভিভূত হলে জীব ভগবান্ হ'তে বাইরে চলে আসে ও বহির্বিষয়ে আসক্ত হয়, তাকে বহিরঙ্গা বলে। অন্তরঙ্গা শক্তি উন্মুখতোষণী, বহিরঙ্গা-শক্তি বিমুখমোহিনী। অন্তরঙ্গা শক্তি ভগবানের অন্বয়মুখে সাক্ষাৎ সেবা করেন বলে তাঁকে ভক্ত বলা হয়। ভক্ত ও ভগবান্ এক অদ্বয় বস্তু। একই বস্তুতে দুটী ভাব—Predominating and Predominated, ভোক্তা ও ভোগ্য, সেব্য ও সেবক, আরাধ্য ও আরাধক।

"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। স্বরূপশক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥" (চৈঃ চঃ)

আবার স্বরূপশক্তিতে (চিচ্ছক্তিতে) তিনটী প্রভাব লক্ষিত হয়—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী।

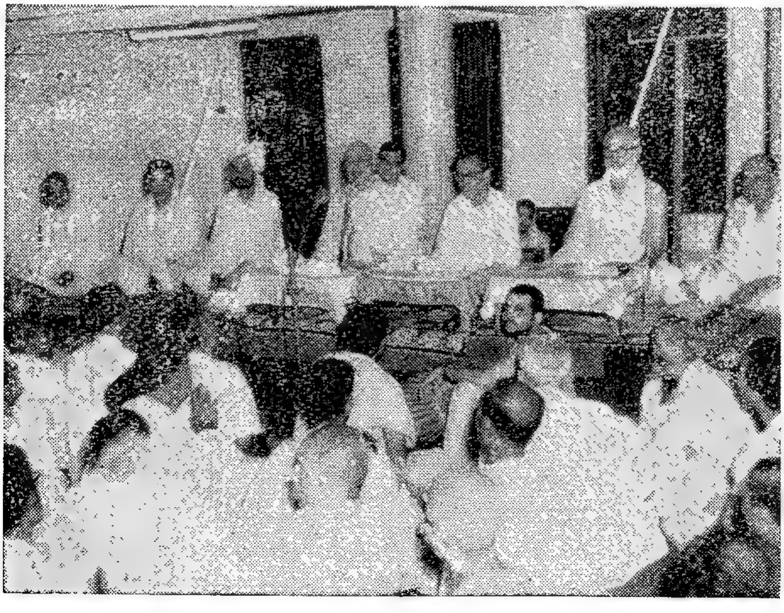

ধর্ম্মসভার পঞ্চম অধিবেশনে ভাষণরত শ্রীরাধাকৃষ্ণ কনোরিয়া, তাঁহার বামপার্শ্বে সভাপতি
কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার শ্রীসত্যেন্দ্র নাথ সেন

সন্ধিনী প্রভাবের দ্বারা সত্তা সংরক্ষিত হয়, সম্বিদের দ্বারা সম্যক্ বেদন বা অনুভব এবং হ্লাদিনী হতে ক্রিয়া বা আনন্দ। সন্ধিনীশক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীবলদেব, সম্বিৎ-শক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীকৃষ্ণ এবং হ্লাদিনী-শক্তিমতী শ্রীরাধিকা। যে শক্তি শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বোত্তমরূপে আহলাদ দেন, তিনিই হ্লাদিনীর সার মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী রাধিকা। বাৎসল্যরসের সেবক-সেবিকা শ্রীনন্দমহারাজ ও শ্রীযশোদা মাতা শ্রীকৃষ্ণকে উত্তমরূপে আহলাদ দিয়েছিলেন বলে তাঁরাও ভক্তোত্তম। আজ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবে নন্দমহারাজের আনন্দোৎসব। তাঁর কৃপা হলে আমরা কৃষ্ণকৃপা লাভে সমর্থ হব।

"শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরং ব্রহ্ম।।" —পদ্যাবলী

ভবভীত ব্যক্তিগণ কেহ শ্রুতিকে, কেহ স্মৃতিকে, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করেন করুন, আমি কিন্তু নন্দমহারাজকে বন্দনা করছি, কারণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যাঁর প্রেমে বশীভূত হয়ে তাঁর অলিন্দে হামাগুড়ি দিচ্ছেন।

"নন্দঃ কিমকরোদ্‌ব্রহ্মন্ শ্রেয় এবং মহোদয়ম্।
যশোদা বা মহাভাগা পপৌ যস্যাঃ স্তনং হরিঃ।।" —ভাগবত

—হে ব্রহ্মন্, নন্দমহারাজ এমন কি সুকৃতি করেছিলেন, যেজন্য কৃষ্ণ তাঁর পুত্ররূপে এসেছিলেন, যশোদাই বা এমন কি সুকৃতি করেছিলেন, যেজন্য সাক্ষাৎ পরব্রহ্ম কৃষ্ণ তাঁকে 'মা' বলে ডেকে তাঁর স্তন-দুগ্ধ পান করেছিলেন।

একদা ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে পরীক্ষা কর্‌বার জন্য গোবৎস ও গোপবালকগণকে হরণ করার পর তৎকর্ত্তৃক মোহিত হ'লে তচ্চরণে শরণাগত হ'য়ে স্তব কর্‌তে কর্‌তে শ্রীকৃষ্ণপ্রিয় ব্রজবাসিগণের প্রেম-সৌভাগ্যাতিশয্যের প্রশংসা করে বলেছিলেন—

"অহো ভাগ্যমহোভাগ্যং নন্দগোপব্রজৌকসাম্।
যন্মিত্রং পরমানন্দং পূর্ণং ব্রহ্ম সনাতনম্।।" —ভাগবত

নন্দগোপ ও ব্রজবাসিগণের ভাগ্যের সীমা নাই, যেহেতু পরমানন্দস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম সনাতন তাঁদের মিত্ররূপে প্রকট হয়েছেন।"

বিষয় ঃ (২) ঈশ্বর বিশ্বাসের আবশ্যকতা—'যাঁর ঈশিতা আছে বা ঐশ্বর্য্য আছে, তাঁকে ঈশ্বর বলে। ঈশ্বর মানে না এমন কোনও মনুষ্য বা প্রাণী জগতে নাই। আমরা পরমেশ্বর না মান্‌তে পারি, কিন্তু ঈশ্বর আমরা সকলেই মানি। বিদ্যা অর্জ্জনবিষয়ে ছাত্রের নিকট অধ্যাপক ঈশ্বর, ধন উপার্জ্জন-বিষয়ে ধনার্থীর নিকট মহাজন ঈশ্বর, রাজনৈতিক দলের অনুগামিগণের নিকট তাঁদের নেতা ঈশ্বর, ক্ষুদ্র প্রাণীর নিকট উন্নত প্রাণী ঈশ্বর, ঈশ্বর মানা সর্ব্বত্র রয়েছে। বিজ্ঞানসম্মতভাবে তাত্ত্বিক ঈশ্বরকে না মান্‌লেও আমরা ছোট ছোট ঈশ্বর সকলেই মানি। যে ক্ষুদ্র ঈশিতা আমরা জগতে দেখ্‌তে পাচ্ছি, সেটাকে অসীমে টেনে নিলে যে অসীম শক্তিসম্পন্ন তত্ত্ব হবে, সেটিই পরমেশ্বর। যে তত্ত্বেতে সমগ্র ঐশ্বর্য্য, সমগ্র বীর্য্য, সমগ্র যশ, সমগ্র সৌন্দর্য্য, সমগ্র জ্ঞান ও সমগ্র বৈরাগ্য নিহিত রয়েছে, তাঁকেই ভগবান্ বলে। "ঐশ্বর্য্যস্য সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ। জ্ঞান-বৈরাগ্যয়োশ্চৈব ষণ্ণাং ভগ ইতীঙ্গনা।।"—বিষ্ণুপুরাণ। 'ভগ' শব্দের অর্থ 'ঐশ্বর্য্য' অথবা 'শক্তি'; 'বান্' অর্থ 'যুক্ত', সুতরাং ভগবান্ শব্দের অর্থ ঐশ্বর্য্যযুক্ত বা শক্তিমান্ তত্ত্ব। কোনও বিশেষ শক্তি নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায় সর্ব্বশক্তিযুক্ত তত্ত্বকেই ভগবান্ বলে অর্থাৎ ভগবান্ শব্দের প্রতিশব্দ 'সর্ব্বশক্তিমান্'। এই পরমেশ্বর সর্ব্বশক্তিমান্‌কে বিশ্বাসের উপকারিতা কি, আবশ্যকতা কি? বস্তু যদি থাকে, তার যাথার্থ্য যদি স্বীকার না করি, তা' হ'লে অজ্ঞতাজনিত ক্লেশ অবশ্যম্ভাবী। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঈশ্বরের সাহায্য পেলে যখন আমরা উপকৃত হয়ে থাকি, তখন পরমেশ্বর ব্রহ্মবস্তু,

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..
Vill..
P. O..
Dist..
Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক—সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

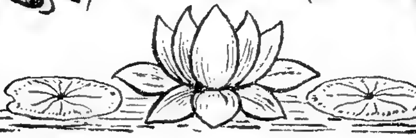

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রিংশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রাবণ, ১৩৯৭

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩০শ বর্ষ
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রাবণ ১৩৯৭
২৪ শ্রীধর, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ শ্রাবণ, বুধবার, ১ আগষ্ট ১৯৯০
৬ষ্ঠ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

কৃষ্ণনগর, রবিবার
২৭শে ফাল্গুন ১৩২৪, ১১ই মার্চ্চ ১৯১৮

* * *

আপনার গতকল্যের কার্ড পাইলাম। আপনি বনগ্রাম পৌঁছিয়াছেন জানিতে পারিলাম। শ্রীমান্ প * * আজ ২।৩ দিন হইল কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা গিয়াছে। সে ফিরিয়া আসিলে আমি শ্রীমায়াপুর যাইব, স্থির আছে। * * *। শ্রীগৌরসুন্দর আমাদিগকে নানাপ্রকার অসুবিধা ও সঙ্গের মধ্যে রাখিয়া নানাপ্রকারে পরীক্ষা করেন। সেইসকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া জীবের ভাগ্যের উপর নির্ভর করে। শ্রীগৌরহরি দয়া প্রকাশপূর্ব্বক অন্তর্য্যামী হইয়া নিত্যসত্য জীবের হৃদয়ে জানাইয়াছেন। যাঁহারা নিষ্কপটে হরি-গুরু-পাদপদ্ম আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের কোন দিনই বিপথে গমনকারিগণের ভ্রমময় বাক্যে শ্রদ্ধা উদিত হয় না। দুর্ভাগ্য জীব কপটবাক্য শুনিয়া ভ্রান্ত হয়, আপনাদের তজ্জন্য কোন চিন্তা নাই। সর্ব্বদা "শ্রীচরিতামৃত" পড়িবেন এবং প্রকৃত অর্থাভিজ্ঞ বৈষ্ণবের নিকট তাহার নিষ্কপট ব্যাখ্যা শুনিবেন। * * ভরসা মহাপ্রভুর শ্রীচরণকমল।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর
২৩শে চৈত্র ১৩২৪, ৬ই এপ্রিল ১৯১৮

* * *

আপনার সুদীর্ঘপত্র পাইলাম। আমি উৎসবকালে নানাপ্রকারে ব্যস্ত ছিলাম। সর্ব্বদা হরিকথা বলিতাম ও শুনিতাম, আপনিও শুনিতে পারিতেন। যদি কোন কথা বলিবার আবশ্যক ছিল, তাহা হইলে লোকভিড় কম হইলে জানাইতে পারিতেন। আমি কাহারও উপর কখনও বিরক্ত হই না; আপনার উপর বিরক্ত হইবার কোন কারণ নাই। আপনি ব্যস্ত হইয়া কলিকাতায় চলিয়া গেলেন। আমি নিষেধ করি নাই –যেহেতু আপনার দরকার থাকিতে পারে। আপনারা অর্থব্যয় ও নানা ক্লেশ করিয়া আসেন, সে বিষয় আমার প্রতিবাদ নাই। বিশেষ শ্রদ্ধা-সহকারে শ্রীহরিনামের সেবা করিবেন, তাহা হইলে সকল সার্থক হইবে। আমাদের প্রতি আশীর্ব্বাদ করিবেন,—যাহাতে আমরা নিরপরাধে নাম গ্রহণ করিতে পারি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীভাগবতপ্রেস
কৃষ্ণনগর, নদীয়া
১৯শে জ্যৈষ্ঠ, ১৩২৫, ২রা জুন ১৯১৮

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ৯ই জ্যৈষ্ঠ তারিখের পত্র পাইলাম। দৌলতপুরে ১২ দিন ছিলাম। বি * * তথায় আসিতে পারে নাই। আমি এখান হইতে ২২শে জ্যৈষ্ঠ কলিকাতায় গিয়া তথায় ৩।৪ দিন থাকিয়া শ্রীধাম পুরী রওয়ানা হইব। বাজে-সম্প্রদায়ের লোকের আলোচনা না করাই ভাল। ন * * বাবু পুরী যাইতেছেন, বোধ করি স্ব * * জানিতে পারিবেন। স্নানযাত্রার পূর্ব্বে কতিপয় ভক্তমহিলা পুরী যাত্রা করিবেন। * * আপনি নিরপরাধে নিঃসঙ্গে হরিনাম করিতে থাকুন এবং 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত', 'প্রার্থনা', 'কল্যাণকল্পতরু' ও 'প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা' পড়িতে থাকুন। ইহাতেই আপনার মঙ্গল হইবে।

নিত্যাশীর্ব্বাদক অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৯৩ পৃষ্ঠার পর]

বহির্ম্মুখজনসঙ্গবর্জ্জনং সাধকানাং কার্য্যম্ কপিলঃ [৩।৩১।৩৩-৩৪]

সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধি হ্রীঃ শ্রীর্যশঃ ক্ষমা।
শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্যাতি সংক্ষয়ম্ ।।৩৩।।
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু।
সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ ।।৩৪।।

[৩।৩১।৩৯]

সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু
যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ।
সৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো
বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য ।। ৩৫ ।।

[৩।৩১।৪১]

যাং মন্যতে পতিং মোহান্মন্মায়ামৃষভায়তীম্ ।
স্ত্রীত্বং স্ত্রীসঙ্গতঃ প্রাপ্তো বিত্তাপত্যগৃহপ্রদম্ ।।৩৬।।

ভরত রহূগণম্ [৫।১২।১৪]

অহং পুরা ভরতো নাম রাজা
বিমুক্তদৃষ্ট-শ্রুতসঙ্গবন্ধঃ ।
আরাধনং ভগবত ঈহমানো
মৃগোহভবং মৃগসঙ্গাদ্ধতার্থঃ ।।৩৭।।

নারদঃ প্রচেতসঃ [৪।৩১।২১]

ন ভজতি কুমনীষিণাং স ইজ্যাং
হরিরধনাত্মধনপ্রিয়ো রসজ্ঞঃ ।
শ্রুতধনকুলকর্ম্মণাং মদৈর্যে
বিদধতি পাপমকিঞ্চনেষু সৎসু ।।৩৮।।

প্রহলাদঃ দৈত্যবালকান্ [৭।৬।১৮]

ততো বিদূরাৎ পরিহৃত্য দৈত্যা
দৈত্যেষু সঙ্গং বিষয়াত্মকেষু ।
উপেত নারায়ণমাদিদেবং
স মুক্তসঙ্গৈরিষিতোহপবর্গঃ ।। ৩৯ ।।

[৭।৭।৪৪-৪৫]

কিমু ব্যবহিতাপত্যদারাগারধনাদয়ঃ
রাজ্যকোষগজামাত্যভৃত্যাপ্তা মমতাস্পদাঃ ।।৪০।।
কিমেতৈরাত্মনস্তুচ্ছৈঃ সহ দেহেন নশ্বরৈঃ ।
অনর্থৈরর্থসংকাশৈর্নিত্যানন্দরসোদধেঃ ।।৪১।।

[৭।৭।৫১-৫২]

নালং দ্বিজত্বং দেবত্বমৃষিত্বং বাসুরাত্মজাঃ ।
প্রীণনায় মুকুন্দস্য ন বৃত্তং ন বহুজ্ঞতা ।।৪২।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত “মরীচিপ্রভা”-নাম্নী ব্যাখ্যা

সাধকদিগের পক্ষে বহির্ম্মুখজনসঙ্গ এককালীন বর্জ্জনীয়। সত্য, শৌচ, দয়া, মৌন, বুদ্ধি, হ্রী, যশ, ক্ষমা, শম, দম ও ভগ এসমস্তই কৃষ্ণবহির্ম্মুখ অসৎসঙ্গে ক্ষয় হইয়া পড়ে ।। ৩৩ ।।

সেই আত্মনাশী অসাধু, অশান্ত ও মূঢ় যোষিৎক্রীড়ামৃগদিগের সহিত সঙ্গ নিতান্ত শোচনীয় জানিয়া একেবারে পরিত্যাগ করিবে ।। ৩৪ ।।

ভক্তিযোগরূপ যোগের পরমস্থানকে যাঁহারা আরোহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা যেন কখনই প্রমোদদায়িন স্ত্রীলোকগণের সঙ্গ না করেন। যাঁহারা সাধুসেবায় আত্মলাভ করিয়াছেন, তাঁহারা প্রমোদাসঙ্গকে নিরয়-দ্বার বলিয়া থাকেন ।। ৩৫ ।।

স্ত্রী ভক্তগণের পক্ষে বহির্ম্মুখ পতিসঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়। বহির্ম্মুখ পুরুষকে পতি মনে করাই কষ্ট, কেননা স্ত্রীসঙ্গক্রমে স্ত্রীত্ব লাভ হয়। তাহা বিত্ত অপত্য গৃহপ্রদ। সেই মায়াপুরুষই বৃষভের ন্যায় আচরণ করতঃ পতিত্ব অভিমান করিতেছে। সমস্তই মোহ। ইহাতে আসক্তি অতিশয় মন্দ ।। ৩৬ ।।

পশু-পক্ষী প্রতিপালনে আসক্তি করিবে না। জড়ভরত কহিলেন, হে রহূগণ, আমি পূর্ব্বজন্মে ভরত নামে রাজা ছিলাম। তখন দৃষ্ট শ্রুত সকল বিষয়েই আমি মুক্তসঙ্গ হইয়াছিলাম। ভগবদারাধনার জন্য শালগ্রামক্ষেত্রে তপস্যা করিতেছিলাম। তথায় একটি মৃগশাবকের প্রতি আসক্তি হওয়ায় হতার্থ হইয়া আমি মৃগ হইয়া পড়িয়াছিলাম ।।৩৭।।

শ্রুত, ধন, কুল ও কর্ম্মমদে মত্ত হইয়া যে ব্যক্তি অকিঞ্চন বৈষ্ণবে পাপ বিধান করে, সেই কুবুদ্ধি ব্যক্তির পূজা অধনের আত্মধন-প্রিয় ও রসজ্ঞ হরি কখনই স্বীকার করেন না। বিদ্যা, কুল, ধন ও বৃহৎ কর্ম্মের দ্বারা মদ না হয়, এরূপ প্রাতিকূল্য বর্জ্জন করা উচিত ।। ৩৮ ।।

প্রহলাদ বলিলেন, কুসঙ্গ যখন এত মন্দ, তখন হে দৈত্যবালকগণ, বিষয়াত্মদৈতগণে যে সঙ্গ, তাহা দূরে পরিত্যাগ করিয়া মুক্তসঙ্গ হইয়া অপবর্গ্যবাসনায় আদিদেব নারায়ণকে আশ্রয় কর। হরিপদসেবাই মূল অপবর্গ ।। ৩৯ ।।

অপত্য, স্ত্রী, গৃহ, ধনাদি, রাজ্যকোষ, গজ, অমাত্য, ভৃত্য, আপ্ত প্রভৃতি মমতাস্পদ বস্তু এই সকলে কি করিতে পারে ? ৪০ ।।

আত্মার তুলনায় ইহারা সব তুচ্ছ বস্তু, দেহের অনুগত সমস্ত নশ্বর, অর্থের ন্যায় বোধ হয় কিন্তু অনর্থ। নিত্যানন্দ রসসমুদ্র যে কৃষ্ণভক্তি, তাহার নিকট ইহারা কিছুই নয় ।। ৪১ ।।

হে অসুরাত্মজগণ ! ব্রাহ্মণত্ব, দেবত্ব, ঋষিত্ব, বৃত্ত ও বহুজ্ঞতা কৃষ্ণপ্রীতির হেতু হয় না। সুতরাং এই সকল বস্তুতে মন্দ ও আসক্তি বর্জ্জনীয় ।। ৪২ ।।

ন দানং ন তপো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ।
প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্বিড়ম্বনম্ ।৪৩॥

প্রহলাদো ভগবন্তম্ [৭।১০।৪]

নান্যথা তেঽখিলগুরো ঘটতে করুণাত্মনঃ।
যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্ ॥৪৪

নারদঃ যুধিষ্ঠিরম্ [৭।১৫।২৯]

যথা বার্ত্তাদয়ো হ্যর্থা যোগস্যার্থং ন বিভ্রতি।
অনর্থায় ভবেয়ুঃ স্ম পূর্ত্তমিষ্টং তথাসতঃ ॥৪৫।

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।১।৪]

নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানা-
দ্ভবৌষধাচ্ছ্রোত্রমনোঽভিরামাৎ।
ক উত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদাৎ
পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ ॥৪৬॥

মুক্তাভিমানিমায়াবাদিসঙ্গ পরিবর্জ্জনীয়ঃ [১০।২।৩২]

যেঽন্যেঽরবিন্দাক্ষ বিমুক্তমানিন-
স্ত্বয্যস্তভাবাদবিশুদ্ধবুদ্ধয়ঃ।
আরুহ্য কৃচ্ছ্রেণ পরং পদং ততঃ
পতন্ত্যধোঽনাদৃতযুষ্মদঙ্ঘ্রয়ঃ ॥৪৭॥

যাজ্ঞিকাঃ [১০।২৩।৪০]

ধিক্ জন্ম নস্ত্রিবৃদ্যত্তদ্ধিগ্‌ব্রতং ধিগ্‌বহুজ্ঞতাম্।
ধিক্ কুলং ধিক্‌ক্রিয়াদাক্ষ্যং বিমুখা যে
ত্বধোক্ষজে ।৪৮॥

কৃষ্ণোদেবকীং [১০।৮৪।১৩]

যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপে ত্রিধাতুকে
স্বধীঃ কলত্রাদিষু ভৌম ইজ্যধীঃ।
যত্তীর্থবুদ্ধিঃ সলিলে ন কর্হিচি-
জ্জনেষ্বভিজ্ঞেষু স এব গোখরঃ ॥৪৯।

ন চ শঠকপটদাম্ভিকনাস্তিকশ্রদ্ধাহীনেষু সঙ্গং কুর্য্যাৎ। কৃষ্ণ উদ্ধবম্ ১১।২৯।৩০]

নৈতত্ত্বয়া দাম্ভিকায় নাস্তিকায় শঠায় চ।
অশুশ্রূষোরভক্তায় দুর্ব্বিনীতায় দীয়তাম্ ॥৫০॥

দান, তপ, ইজ্যা, শৌচ এবং কর্ম্মমার্গীয় ব্রতাদি দ্বারা হরি প্রীত হন না, কেবল অমলভক্তির দ্বারা প্রীত হন। ভক্তিশূন্য ঐ সব কর্ম্ম বিড়ম্বন ॥৪৩॥

হে আদিগুরো! করুণাত্মা তুমি, তোমা হইতে অন্যথা ঘটে না। যিনি আশিস্ পাইবার আশায় তোমার পূজা করেন, তিনি ভৃত্য নন, বণিক্ ॥৪৪॥

যেরূপ বার্ত্তাদি অর্থসকল যোগের তাৎপর্য্য প্রাপ্ত হয় না, কেবল অনর্থের জন্যই হয়, সেইরূপ পূর্ত্ত ও ইষ্ট অসৎ লোকদ্বারা কৃত হইলে অনর্থের মূল হয় ॥ ৪৫ ॥

কৃষ্ণগুণানুবাদ নিবৃত্ততৃষ্ণ ব্যক্তিদিগের উপগীয়মান বিষয়। সংসারী জীবের পক্ষে ভবৌষধি এবং শ্রবণ মনের অভিরমণ বিশেষ। এমত বিষয়ে আত্মঘাতী ব্যাধ ব্যতীত আর কে বা বিরাগ লাভ করে। পশুঘ্ন অশ্রদ্দধান ব্যক্তির সঙ্গ বর্জ্জনীয় ॥ ৪৬ ॥

মুক্তাভিমানী মায়াবাদীর সঙ্গ কর্ত্তব্য নয়। দেবগণ বলিতেছেন, হে অরবিন্দাক্ষ! কেবলজ্ঞান-চেষ্টার দ্বারা যাহারা আপনাদিগকে বিমুক্ত বলিয়া অভিমান করে, তাহাদের ভক্তির প্রতি নিত্য জ্ঞান না থাকায় তাহারা অশুদ্ধ-বুদ্ধি। জ্ঞানচেষ্টাদ্বারা অর্থাৎ অতৎ বস্তু ত্যাগ করিতে করিতে তদ্বস্তুর নিকটবর্ত্তী যে পরং পদ, প্রায় সেই পর্য্যন্ত যায়। আবার আশ্রয়রূপ তোমার পাদপদ্ম না পাইয়া অধঃপতিত হয়। সেই সব লোকের সঙ্গে ভক্তি লোপ পায় ॥ ৪৭ ।

কৃষ্ণবিমুখজনের শৌক্র, সাবিত্র্য ও যাজ্ঞিক রূপ ত্রিবিধ জন্মে ধিক্। তাহার যজ্ঞ-ব্রতাদিতে ধিক্। তাহার বহুজ্ঞতায় ধিক্। তাহার উচ্চকুলে ধিক্। তাহার ক্রিয়াদক্ষতায় ধিক্। এই কথা বলিয়া বহির্ম্মুখ যজ্ঞ দীক্ষিত মাথুরব্রাহ্মণবর্গ আপনাদিগকে ধিক্কার দিয়াছিলেন। তদ্রূপসঙ্গেও ধিক্ ॥ ৪৮ ॥

যাঁহার ত্রিধাতুক জড়-শরীরে আত্মবুদ্ধি, কলত্রাদিতে আমার বুদ্ধি, ভৌমবস্তুতে ইজ্যবুদ্ধি, জলে তীর্থবুদ্ধি, কিন্তু ঐ সকল প্রকার বুদ্ধির মধ্যে কোনপ্রকার বুদ্ধি ভক্তজনে হয় না, তিনি গরুদিগের মধ্যে প্রকৃত গাধা ॥ ৪৯ ॥

হে উদ্ধব! তোমাকে আমি সকল তত্ত্ব উপদেশ করিলাম। তুমি দাম্ভিক, নাস্তিক, শঠ, অশ্রদ্দধান, অভক্ত ও দুর্ব্বিনীত ব্যক্তিগণকে কখনই বলিবে না। তাহাদের সহিত সঙ্গ করা কর্ত্তব্য নয়। দাম্ভিক, অভিমানী, সর্ব্বেশ্বর কেহ আছেন তাহা যিনি দৃঢ় বিশ্বাস না করেন, তিনি নাস্তিক। ভক্তের নিকট ভক্তবেশ ধারণ করিয়া অন্য কার্য্য উদ্ধার করে, সে অশুশ্রূষু। দৈন্যজনিত বিনয় যাহার নাই, সেই

[১১।২৬।৩]

সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ ॥৫১॥

ঐলঃ [১১।২৬।২৪]

তস্মাৎ সঙ্গো ন কর্ত্তব্যঃ স্ত্রীষু স্ত্রৈণেষু চেন্দ্রিয়ৈঃ।
বিদুষাঞ্চাপ্যবিস্রব্ধঃ ষড়্‌বর্গঃ কিমুদাদৃশাম্ ॥৫২॥

চমসঃ নিমিম্ [১১।৫।১০]

সর্ব্বেষু শশ্বত্তনুভৃৎস্ববস্থিতং
যথা খমাত্মানমভীষ্টমীশ্বরম্।
বেদোপগীতঞ্চ ন শৃণ্বতেঽবুধা
মনোরথানাং প্রবদন্তি বার্ত্তয়া ॥৫৩॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াম্ অভিধেয়তত্ত্ব-প্রকরণে ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারে সাধনভক্তি-নিরূপণং নাম চতুর্দ্দশঃ কিরণঃ।

দুর্ব্বিনীত। বহির্ম্মুখ কর্ম্মী, জ্ঞানী, যোগী ও বিষয়ী ইহারা অভক্ত ॥ ৫০ ॥

শিশ্নোদর তর্পণপ্রিয় অসদ্‌ব্যক্তির সঙ্গ কখনই করিবে না। সেরূপ লোকের সঙ্গ করিলে অন্ধের দ্বারা নীয়মান অন্ধের ন্যায় অবশ্য অন্ধতম অবস্থায় পাতিত হয় ॥ ৫১ ॥

অতএব স্ত্রীজনে ও স্ত্রৈণজনে ইন্দ্রিয়দ্বারা কোন-প্রকার সঙ্গ করিবে না। ঐল কহিলেন যে, আমাদের মত লোকের কথা কি, পণ্ডিতদিগেরও ষড়্‌বর্গের প্রতি বিশ্বাস করা উচিত নয়। সংসার ও জীবন নির্ব্বাহক ধর্ম্মকার্য্য অনাসক্ত ভাবে করা ব্যতীত অন্য প্রকারে ইন্দ্রিয়চালনের সম্বন্ধে এস্থলে উক্তি হইয়াছে ॥ ৫২ ॥

সকল দেহধারী ব্যক্তিতে ভগবান্ অবস্থিত। আকাশ যেরূপ লিপ্ত না হইয়া সর্ব্বত্র থাকে, তদ্রূপ ঈশ্বর সর্ব্বত্র। তাঁহার কথা বেদে সর্ব্বদা গীত হইতেছে। অবুধ লোক নানা বিষয়বার্ত্তায় মনো-রথাবিষ্ট থাকে। কৃষ্ণকথায় মন দেয় না। সিদ্ধান্ত এই যে, সমস্ত ভক্তিবিরোধী বার্ত্তা হইতে অবসর না লইলে ভক্তিলতার বীজ ক্রমশঃ ক্ষয় হয় এবং বৃদ্ধি হইতে পারে না ॥ ৫৩ ॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াম্ অভিধেয়তত্ত্ব-প্রকরণে ভক্তিপ্রাতিকূল্যবিচারে চতুর্দ্দশ-কিরণে 'মরীচিপ্রভা'-নাম-গৌড়ীয়ব্যাখ্যা সমাপ্তা

* * *

অভিধেয়-তত্ত্ব

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ৯৬ পৃষ্ঠার পর]

সম্বন্ধতত্ত্ববিচারে—স্বয়ং ভগবান্—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই—সর্ব্ববেদ-বেদ্য—সর্ব্ববেদান্ত-সার—সর্ব্বসারাৎ সার সম্বন্ধিতত্ত্ব—

"অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ—স্বয়ং ভগবান্।
স্বরূপ-শক্তিরূপে তাঁর হয় অবস্থান ॥"

—চৈঃ চঃ ম ২২।৭

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'অনুভাষ্যে' উহার এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—

'কৃষ্ণ—অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব। শক্তি ও শক্তিমান—অভেদতত্ত্ব। ভ্রান্তিক্রমে 'শক্তি' শব্দে কেহ যেন জীবের স্বরূপাবরণী মায়াশক্তিকেই না বুঝেন। যে শক্তি কৃষ্ণ-স্বরূপের সেবায় কেবলমাত্র নিযুক্তা, সেই স্বরূপশক্তি মায়াশক্তি হইতে পৃথক্। স্বরূপশক্তি এবং স্বরূপশক্তিমান্ কৃষ্ণ অভিন্নভাবে অবস্থিত।"

কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি—ত্রিগুণাতীতা এবং মায়া-শক্তি—সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী। এই ত্রিগুণময়ী মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে না পারিলে কৃষ্ণ-সান্নিধ্য লাভ হয় না, কৃষ্ণভজন সুদূরপরাহত হয়, তাই কৃষ্ণই স্বয়ং তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃতা গীতায় জানাইয়াছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥
—গীঃ ৭।১৪

অর্থাৎ এই ত্রিগুণময়ী দৈবী (দেব অর্থাৎ জীববিমোহিনী—শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর ব্যাখ্যা করিতেছেন—'বিষয়ানন্দেন দীব্যন্তীতি দেবা জীবাস্তদীয়া তেষাং মোহয়ত্রীত্যর্থঃ' অর্থাৎ বিষয়ানন্দে ক্রীড়া করে—এই অর্থে দেব-শব্দে তদীয় জীবগণ, তাহাদিগের মোহ উৎপাদনকারিণী) অর্থাৎ আমার জীববিমোহিনী বহিরঙ্গাশক্তি মায়া দুরতিক্রমনীয়া, যাঁহারা আমাতেই শরণাগত হন, তাঁহারাই এই দুষ্পারা মায়া উত্তীর্ণ হইতে পারেন ।

শরণাগতবৎসল শ্রীভগবান্ তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে একান্তভাবে শরণাগত জীবকেই এই মায়ার কবল হইতে নিস্তার করিয়া তাঁহার শ্রীপাদপদ্ম সেবাধিকার প্রদান করেন ।

উক্ত 'দৈবী হ্যেষা' শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে শ্রীভগবান্ জানাইতেছেন—

'ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥"
—গীঃ ৭।১৩

অর্থাৎ "আমার অপরা প্রকৃতি—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটি গুণ ; সেই গুণত্রয় দ্বারা সমস্ত জগৎ মোহিত আছে ; সেই হেতু ঐ সমস্ত গুণ হইতে স্বতন্ত্র (শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ নির্গুণ) অব্যয় (নির্ব্বিকার)-স্বরূপ আমাকে লোকে জানিতে পারে না ।"

শ্রীভগবৎপাদপদ্মে প্রপন্ন বা শরণাগত জীবই ভগবৎকৃপায় ঐ ত্রিগুণময়ী মায়া উত্তীর্ণ হইয়া শ্যামসুন্দরাকার ভগবান্‌কে জানিতে পারেন । তাঁহাতে একান্তভাবে নিষ্কপট শরণাগতি ব্যতীত তাঁহাকে জানিবার আর কোন উপায়ই নাই ।

ঐ শ্রীগীতায় ৫।১৪ শ্লোকে বলিতেছেন—

"নাদত্তে কস্যচিৎ পাপং ন চৈব সুকৃতং বিভুঃ ।
অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ ॥"

অর্থাৎ "ঈশ্বর জীবের সুকৃতি ও দুষ্কৃতি গ্রহণ করেন না (অর্থাৎ তিনি জীবের পাপ পুণ্যের প্রযোজক নহেন) । জীব—স্বাভাবিক জ্ঞানস্বরূপ ; (শ্রীভগবানে) অবিদ্যাশক্তি কর্ত্তৃক সেই স্বরূপ আবৃত হওয়ায় জীবের বদ্ধদশা প্রযুক্তই জীব দেহাত্মাভিমান রূপ মোহ লাভ করতঃ আপনাকে কর্ম্মকর্ত্তা বলিয়া অভিমান করে ।"

শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়ার আবরণাত্মিকা বৃত্তি দ্বারা আমাদের জ্ঞানটি আবৃত হয় এবং বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তি দ্বারা চিত্তটি চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হয় । শ্রীভগবৎপাদপদ্মে একান্তভাবে নিষ্কপটে শরণাগত হইতে পারিলেই গুণময়ী মায়ার এই বিক্রম হইতে রক্ষা পাওয়া যাইতে পারে । আমরা কঠোপনিষদে (১।২।২৩) পাই—

"নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো-
ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন
যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্য-
স্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনূং স্বাম্ ॥"

এই শ্রুতির অর্থ এই যে—"অয়ম্ অর্থাৎ আমা কর্ত্তৃক বর্ণিত এই পরমাত্মা সম্যক্ ব্যাখ্যাদ্বারা অথবা বহু বাক্যবিন্যাস দ্বারা বা মনন দ্বারা জ্ঞেয় নহেন । প্রজ্ঞাবলে অথবা তর্কদ্বারাও প্রাপ্য নহেন, বহুপ্রকার শাস্ত্র অধ্যয়ন বা শ্রবণদ্বারাও জ্ঞেয় নহেন । এই পরমেশ্বর যাঁহাকেই (তাঁহার) ভক্তিতে পরিতুষ্ট হইয়া কৃপাপূর্ব্বক দর্শন দিতে চাহেন বা স্বীয়ত্বে বরণ করেন, সেই ভাগ্যবান্ কর্ত্তৃকই—সেই ভগবৎপ্রিয় ব্যক্তি কর্ত্তৃকই সেই ভগবান্ লভ্য (বা) দর্শনীয় হন । শ্রীভগবানের অনুগ্রহপাত্র সেই ভাগ্যবানের পক্ষেই এই পরমাত্মা পরমেশ্বর স্বকীয় (নিজ) মূর্ত্তি অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহ প্রকট করেন, প্রদর্শন করান, নতুবা অব্যক্তস্বরূপ তাঁহাকে তাঁহার অনুগ্রহ ব্যতীত কে প্রত্যক্ষ করিবে ?"

অর্থাৎ "শ্রীভগবান্ যাঁহার ভক্তিতে তুষ্ট হইয়া যাঁহাকে দয়া করেন, তিনিই তাঁহাকে দর্শন করিতে পারেন । এই পরমাত্মা সেই উপাসকের নিকটই নিজ শ্রীবিগ্রহ প্রকট করিয়া থাকেন । ভগবৎকৃপা ব্যতীত সেই দুর্জ্ঞেয়তত্ত্ব কেহই প্রত্যক্ষ করিতে পারে না, অতএব ভগবদনুগ্রহ লাভের জন্য তাঁহার উপাসনাই একমাত্র উপায় ।"

এক্ষণে শ্রীভগবান্ কাহাকে অনুগ্রহ করিয়া কাহার নিকট তাঁহার স্বরূপ প্রকট করেন, তৎসম্বন্ধে

শ্রীমদ্ভাগবতে দ্বিতীয় স্কন্ধে ব্রহ্ম-নারদ সংবাদে পরিস্ফুটরূপে উক্ত হইয়াছে—

"যেষাং স এষ ভগবান্ দয়য়েদনন্তঃ
সর্ব্বাত্মনাশ্রিতপদো যদি নির্ব্ব্যলীকম্ ।
তে দুস্তরামতিতরন্তি চ দেবমায়াং
নৈষাং মমাহমিতি ধীঃ শ্বশৃগালভক্ষ্যে ॥"
—ভাঃ ২।৭।৪২

অর্থাৎ 'সর্ব্বপ্রকারে তাঁহার পাদপদ্ম আশ্রয় করিলে অনন্তস্বরূপ ভগবান্ যাঁহাদের প্রতি অকপট দয়া করেন, তাঁহারাই এই দুষ্পারা দেবমায়াকে অতিক্রম করিয়া থাকেন। শৃগাল-কুক্কুরভক্ষ্য এই প্রাকৃতশরীরে যাহাদের 'আমি' ও 'আমার' বুদ্ধি আছে, তাহাদিগকে ভগবান্ দয়া করেন না।" (চৈঃ চঃ ম ৬।২৩৫ অমৃতপ্রবাহভাষ্য দ্রষ্টব্য)

ঐ ভাগবতীয় শ্লোকটি শ্রীপুরীধামে শ্রীল সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের অরুণোদয়কালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপ্ত করার পূর্ব্বেই শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রদত্ত শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের প্রসাদসম্মান-প্রসঙ্গে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদে ২৩৫ সংখ্যায় উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রসঙ্গটি এইরূপ ঃ—একদিন মহাপ্রভু পুরীধামে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের শয্যোত্থান-লীলা দর্শনান্তে গম্ভীরায় প্রত্যাবর্ত্তনকালে পূজারী তাঁহাকে মালা-প্রসাদান্ন আনিয়া দিলে মহাপ্রভু সেই মালাপ্রসাদান্ন পাইয়া অত্যন্ত হর্ষোৎফুল্ল হইলেন এবং তাহা স্বীয় উত্তরীয়াঞ্চলে বাঁধিয়া দ্রুতগতিতে সার্ব্বভৌমভবনে আসিলেন। তখন অরুণোদয়কাল, সার্ব্বভৌম 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' বলিয়া শয্যা ত্যাগ করতঃ বাহিরে আসিবামাত্র মহাপ্রভুর দর্শনলাভে অপরিসীম আনন্দে তাঁহার শ্রীচরণ বন্দনা করিলেন। মহাপ্রভুও সার্ব্বভৌমের মুখে প্রত্যূষে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত আনন্দ লাভ করিলেন। সার্ব্বভৌম পরমাদরে মহাপ্রভুকে বসিবার আসন দিলেন। উভয়ে উপবিষ্ট হইবামাত্র মহাপ্রভু স্বীয় অঞ্চলের গ্রন্থি খুলিয়া সার্ব্বভৌমহস্তে প্রসাদান্ন দিলেন। মহাপ্রভুর স্বহস্তপ্রদত্ত প্রসাদান্ন পাইয়া সার্ব্বভৌমের আর আনন্দের সীমা রহিল না। দন্তধাবন, স্নান, সন্ধ্যাহ্নিকাদি প্রাতঃকৃত্য কিছুমাত্র কৃত না হইলেও মহাপ্রভুর কৃপায় আজ তাৎকালিক ভারতের অদ্বিতীয় নৈয়ায়িক বৈদান্তিক পণ্ডিত বাসুদেব সার্ব্বভৌমের মনের সকল জাড্য দূরীভূত হইল। তিনি নিম্নোক্ত পদ্মপুরাণের প্রসাদমাহাত্ম্যসূচক শ্লোক উচ্চারণ করিতে করিতে মহানন্দে সেই মহাপ্রসাদান্ন সম্মান করিতে লাগিলেন। পাদ্মোক্ত শ্লোকদ্বয় এইরূপ—

"শুষ্কং পর্য্যুষিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ।
প্রাপ্তিমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচারণা ॥
ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা।
প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ ॥"

[অর্থাৎ "মহাপ্রসাদ শুষ্কই হউক, পর্য্যুষিতই হউক বা দূরদেশ হইতে আনিতই হউক, প্রদত্ত হইবামাত্র ভক্ষণ করাই বিধি। ইহাতে কালবিচারের প্রয়োজন নাই। শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রসাদ প্রাপ্তিমাত্র শিষ্টলোক ভোজন করিবেন, ইহাতে দেশকালের কোন নিয়ম নাই ;—ভগবান্ এই আজ্ঞা করিয়াছেন।"]

সার্ব্বভৌমের প্রসাদসম্মান দর্শনে মহাপ্রভুর আর আনন্দের সীমা নাই। মহাপ্রভু প্রেমাবিষ্ট হইয়া সার্ব্বভৌমকে আলিঙ্গন করিলেন। উভয়েই উভয়কে ধরিয়া প্রেমোন্মত্ত হইয়া নৃত্য করিতে লাগিলেন।

"দুইজনে ধরি' দুঁহে করেন নর্ত্তন।
প্রভু-ভৃত্য দুঁহা স্পর্শে, দোঁহার ফুলে মন ॥
স্বেদ-কম্প-অশ্রু দুঁহে আনন্দে ভাসিলা।
প্রেমাবিষ্ট হঞা প্রভু কহিতে লাগিলা ॥
আজি মুঞি অনায়াসে জিনিনু ত্রিভুবন।
আজি মুঞি করিনু বৈকুণ্ঠ আরোহণ ॥
আজি মোর পূর্ণ হৈল সর্ব্ব অভিলাষ।
সার্ব্বভৌমের হৈল মহাপ্রসাদে বিশ্বাস ॥
আজি তুমি নিষ্কপটে হৈলা কৃষ্ণাশ্রয়।
কৃষ্ণ আজি নিষ্কপটে তোমা হইলা সদয় ॥
আজি সে খণ্ডিল তোমার দেহাদি-বন্ধন।
আজি তুমি ছিন্ন কৈলে মায়ার বন্ধন ॥
আজি কৃষ্ণপ্রাপ্তিযোগ্য হৈল তোমার মন।
বেদ-ধর্ম্ম লঙ্ঘি' কৈলে প্রসাদ ভক্ষণ ॥"
—চৈঃ চঃ ম ৬।২২৮-২৩৪

পুরীধামে রথযাত্রাকাল নিকটবর্ত্তী। গৌড়দেশ হইতে গৌরগতপ্রাণ দুইশত গৌড়ীয় বৈষ্ণব আসিয়াছেন। শ্রীল বাসুদেব সার্ব্বভৌম ও শ্রীগোপীনাথ আচার্য্য মহারাজ প্রতাপরুদ্রকে লইয়া রাজপ্রাসাদো-

পরি উপবিষ্ট। গোপীনাথ আচার্য্য মহারাজসমীপে অট্টালিকার উপর হইতে সেই সকল তেজোদ্দীপ্ত কলেবর মহাভাগবত বৈষ্ণবগণের পরিচয় প্রদান করিতেছেন। তাঁহারা কীর্ত্তন করিতে করিতে রাজভবনের সম্মুখস্থ রাজপথ দিয়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরাভিমুখে চলিয়াছেন। গোপীনাথাচার্য্য-সমীপে একে একে সকলের পরিচয় প্রাপ্ত হইয়া মহারাজ অত্যন্ত উল্লাসভরে দূর হইতে সকলকেই ভক্তিগদগদচিত্তে প্রণাম জানাইতে লাগিলেন। আর কহিতে লাগিলেন—

"(রাজা কহে -) দেখি' মোর হৈল চমৎকার।
বৈষ্ণবের ঐছে তেজ দেখি নাহি আর ॥
কোটিসূর্য্যসম সব—উজ্জ্বলবরণ।
কভু নাহি দেখি এই মধুর কীর্ত্তন ।
ঐছে প্রেম, ঐছে নৃত্য, ঐছে হরিধ্বনি।
কাঁহা নাহি দেখি ঐছে, কাঁহা নাহি শুনি ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১১।৯৪-৯৬

বৈষ্ণবদর্শনে মহাবিস্ময়বিহ্বল মহারাজের শ্রীমুখনিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণে সার্ব্বভৌম কহিতে লাগিলেন—মহারাজ, "চৈতন্যের সৃষ্টি এই প্রেম-সঙ্কীর্ত্তন ॥ অবতরি' চৈতন্য কৈল ধর্ম্ম-প্রচারণ। কলিকালে ধর্ম্ম—কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তন ॥ সংকীর্ত্তন-যজ্ঞে তাঁরে করে আরাধন। সেইত' সুমেধা আর—কলিহত জন ॥" 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥' (ভাঃ ১১।৫।৩২)

[অর্থাৎ "যাঁহার মুখে সর্ব্বদা কৃষ্ণবর্ণ, যাঁহার কান্তি অকৃষ্ণ অর্থাৎ গৌর সেই অঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দাদ্বৈত), উপাঙ্গ (শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ), অস্ত্র (মহাপ্রভাবশালী হরিনাম) ও পার্ষদ (শ্রীগদাধর-দামোদর-স্বরূপাদি)-পরিবেষ্টিত মহাপুরুষকে সুবুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায় যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া থাকেন।]" শ্রীসার্ব্বভৌমের শ্রীমুখনিঃসৃত এই বাক্য শ্রবণ করিয়া মহারাজ প্রতাপরুদ্র কহিতে লাগিলেন—'শাস্ত্রপ্রমাণে শ্রীচৈতন্যদেবকে সাক্ষাৎ কৃষ্ণ বলিয়াই জানা যায়, তবে পণ্ডিতগণ তাঁহাতে বিতৃষ্ণ হন কেন?' ইহাতে ভট্টাচার্য্য কহিলেন—'মহারাজ, কৃষ্ণের কৃপালেশ যাঁহার প্রতি হয়, তিনিই তাঁহাকে (শ্রীচৈতন্যদেবকে) কৃষ্ণ বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারেন। কৃষ্ণকৃপালাভে বঞ্চিত ব্যক্তি যতবড়ই পণ্ডিত হউন না কেন, শ্রীচৈতন্যদেবের অত্যদ্ভুত ঐশ্বর্য্য (প্রেম-সম্পৎ) দেখিয়া শুনিয়াও তাঁহার কৃপা-অভাবে তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিতে পারেন না।'

মহারাজ আর একটি কৌতূহল জ্ঞাপন করিলেন যে, গৌড়দেশাগত বৈষ্ণবগণ এত দূরদেশ হইতে আসিয়া অগ্রে শ্রীজগন্নাথদেবকে দর্শন না করিয়া শ্রীচৈতন্যদেবের বাসগৃহে (কাশীমিশ্রভবনে) ছুটিয়া চলিলেন কেন? ইহাতে ভট্টাচার্য্য কহিলেন—

"(ভট্ট কহে—) এইত' স্বাভাবিক প্রেমরীত।
মহাপ্রভু মিলিবারে উৎকণ্ঠিত চিত ॥
আগে তাঁরে মিলি' সবে তাঁরে সঙ্গে লঞা।
তাঁর সঙ্গে জগন্নাথ দেখিবেন গিয়া ॥"

—চৈঃ চঃ ম ১১ ১০৬-১০৭

মহারাজ কহিলেন—"ভবানন্দের পুত্র বাণীনাথ পাঁচ সাত জন লোক সঙ্গে লইয়া মহাপ্রভুর আলয়ে এত মহাপ্রসাদ লইয়া যাইতেছে কেন?" ইহাতে ভট্টাচার্য্য কহিলেন—"গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণ আসিয়াছেন জানিয়া মহাপ্রভুর ইঙ্গিতে তাঁহারা প্রসাদ লইয়া যাইতেছেন।" ইহা শুনিয়া মহারাজ তাঁহার আরও একটি সংশয়ের সমাধান পাইবার জন্য জানাইলেন—"তীর্থে প্রবেশ করিলে সেইদিন ত' উপবাস ও ক্ষৌরাদি করিবার বিধান শাস্ত্রে বিহিত আছে। কিন্তু গৌড়দেশাগত বৈষ্ণবগণ সেইসকল শাস্ত্রবিধান পালন না করিয়াই অন্নপানাদি গ্রহণ করিলেন, ইহার কারণ কি?" মহারাজের এই প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া ভট্টাচার্য্য কহিলেন—"মহারাজ, আপনি যাহা কহিলেন, তাহাই বিধিধর্ম্ম বটে, কিন্তু রাগমার্গীয় ধর্ম্মের আর একটি সূক্ষ্ম মর্ম্ম আছে। "ভগবান্ ঋষিদিগের দ্বারাই পরোক্ষরূপে শাস্ত্রে ক্ষৌরোপোষণের আজ্ঞা দিয়াছেন; কিন্তু স্বয়ং প্রসাদ ভোজনের আজ্ঞা প্রচার করিয়াছেন।" (অঃ প্রঃ ভাঃ) ভট্টাচার্য্য নিজের সম্বন্ধে তাঁহার অরুণোদয়কালে প্রাতঃকৃত্য—মুখপ্রক্ষালন-স্নানাহ্নিকাদি নিত্যকৃত্য না করিয়াই মহাপ্রভুপ্রদত্ত প্রসাদান্ন ভক্ষণের দৃষ্টান্ত বর্ণন করিলেন এবং আরও কহিলেন—কৃষ্ণ কৃপা করিয়া যাঁহার হৃদয়ে প্রেরণা দেন, তাঁহার কৃষ্ণাশ্রয় হয় এবং তিনি লোকধর্ম্ম, বেদধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও

কৃষ্ণেন্দ্রিয় তর্পণের বিচারই সর্ব্বতোভাবে বহুমানন করেন—

"পূর্ব্বে প্রভু মোরে প্রসাদ-অন্ন আনি' দিল।
প্রাতে শয্যায় বসি' আমি সে অন্ন খাইল॥
যাঁরে কৃপা করি' করেন হৃদয়ে প্রেরণ।
কৃষ্ণাশ্রয় হয়, ছাড়ে লোক-বেদধর্ম্ম॥"
—চৈঃ চঃ ম ১১।১১৬-১১৭

এই প্রসঙ্গে শ্রীভট্টাচার্য্য শ্রীমদ্ভগবতের একটি প্রমাণশ্লোকও মহারাজকে শুনাইলেন। "ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রীনারদ গোস্বামী রাজা প্রাচীনবর্হির নিকট পুরঞ্জনোপাখ্যান-দ্বারা ভোগী বা কর্ম্মিজীবের এবং কর্ম্মকাণ্ডের দুর্গতি বর্ণন করিয়া ভগবৎকৃপা ব্যতীত ব্রহ্মা, রুদ্র, মনু দক্ষাদি প্রজাপতি, নৈষ্ঠিক চতুঃসন, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, ভৃগু, বশিষ্ঠ এবং স্বয়ং (শ্রীনারদ)—এই সকলের কেহই যে ভগবজ্‌জ্ঞান লাভ করিতে পারেন নাই, তাহা বলিয়া ভগবৎকৃপাফল বর্ণন করিতেছেন" (অনুভাষ্য)—

"যদা যমনুগৃহ্ণাতি (পাঠান্তর যস্যানুগৃহ্ণাতি)
ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্॥"
—চৈঃ চঃ ম ১১।১১৮ সংখ্যা-ধৃত
ভাঃ ৪।২৯।৪৬ শ্লোক

অর্থাৎ "যে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যখন আত্মভাবিত (আত্মনি ভাবিতঃ ধ্যাতঃ আরাধিতঃ প্রকটিতঃ সন্) ভগবান্ হৃদয়ে প্রেরণাদ্বারা অনুগ্রহ করেন, তখন তিনি লোক ও বেদের প্রতি যে পরিনিষ্ঠিত বুদ্ধি, তাহা পরিত্যাগ করেন।"
(অঃ প্রঃ ভাঃ)

এইসকলের মর্ম্মার্থ এই যে, শ্রীভগবৎ পাদপদ্মে নিষ্কপটে শরণাগত হইতে পারিলেই শ্রীভগবানের নিষ্কপট অনুগ্রহভাজন হওয়া যায় এবং সেইরূপ নিষ্কপট শরণাগতির আনুষঙ্গিক ফলস্বরূপে শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা দুরত্যয়া দৈবী মায়ার কবল হইতে অনায়াসে নিষ্কৃতি লাভ হয়। তখন তিনি কৃষ্ণপ্রীত্যর্থ লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্মাদি সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন।

শব্দের মুখ্যার্থবোধিকা শক্তিকেই অভিধাশক্তি বলে। এই 'অভিধা' শব্দ হইতেই 'অভিধেয়' শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বেদশাস্ত্র কৃষ্ণকেই মুখ্যসম্বন্ধ, কৃষ্ণভক্তিকে মুখ্য অভিধেয় এবং কৃষ্ণপ্রেমকেই মুখ্য প্রয়োজন বলিয়াছেন বলিয়া আমরা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষণমধ্যে পাই। অভিধেয় শুদ্ধভক্তি হইতেই শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম লভ্য হয়। 'শুদ্ধ' বলিতে ভুক্তি মুক্তি সিদ্ধি প্রভৃতি স্থূল ও সূক্ষ্মভাবে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা রহিত। কৃষ্ণ—শক্তিমৎ তত্ত্ব, জীব তাঁহার শক্তিতত্ত্ব; কৃষ্ণ—নিত্যসেব্য বস্তু, জীব তাঁহার নিত্য সেবকতত্ত্ব। শ্রীমন্মহাপ্রভু কহিলেন—

জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থাশক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥

জীব কৃষ্ণের তটস্থাশক্তিসম্ভূত এবং তৎসহ অচিন্ত্যভেদাভেদসম্বন্ধযুক্ত। কৃষ্ণই জীবের নিত্যপ্রভু এবং জীব তাঁহার নিত্যদাস। কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণমূলা সেবা ব্যতীত দাসের অন্য কোন কৃত্য নাই। অবশ্য ভক্ত সম্বন্ধজ্ঞান প্রস্ফুটিত হইলে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-কান্তভাবে অভিধেয় ভক্তিতে সম্বন্ধানুযায়ী সেবা-বৈচিত্র্য লক্ষিত হয়। সেব্যের সুখসাধন-চেষ্টাই সেবা। ইহাই জীবের স্বরূপগত বৃত্তি বলিয়া উহাকেই মুখ্য অভিধেয় বলা হয়। জীবের শুদ্ধ স্বরূপের শুদ্ধ সেবা-চেষ্টা হইতেই শুদ্ধ প্রেমোদয় সম্ভব হইয়া থাকে। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার 'শরণাগতি' নাম্নী গীতিকাব্যের প্রথমেই লিখিয়াছেন—

অত্যন্ত দুর্লভ প্রেম করিবারে দান।
শিখান শরণাগতি ভকতের প্রাণ॥

বস্তুতঃ শরণাগতিই ভক্তের প্রাণস্বরূপ। শরণাগত-ভক্তই শরণাগতবৎসল ভগবানের কৃপালাভের অধিকারী হন, তখন তাঁহার মহাপ্রসাদ, শ্রীগোবিন্দ বিগ্রহ, নামব্রহ্ম ও নামপরায়ণ বৈষ্ণবে অপ্রাকৃত শ্রদ্ধা বা দৃঢ় বিশ্বাসের উদয় হয়। মহাভারতেও লিখিত আছে—

মহাপ্রসাদে গোবিন্দে নামব্রহ্মণি বৈষ্ণবে।
স্বল্পপুণ্যবতাং রাজন্ বিশ্বাসো নৈব জায়তে॥

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার জৈবধর্ম্ম গ্রন্থে লিখিয়াছেন—নিত্য সুকৃতই বহু পুণ্য অর্থাৎ জীব পবিত্রকারী বস্তু। নৈমিত্তিক সুকৃতই অল্প পুণ্য, তদ্দ্বারা চিন্ময় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয় না। মহাপ্রসাদ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ও শুদ্ধ বৈষ্ণব—এ চারিটি এ জগতের

মধ্যে চিন্ময় ও চিৎপ্রকাশক। সুকৃত দুই প্রকার—নিত্য ও নৈমিত্তিক। যে সুকৃতদ্বারা (শুদ্ধভক্ত) সাধুসঙ্গ ও ভক্তি লাভ হয়, তাহা নিত্য। যে সুকৃতদ্বারা ভুক্তি ও নির্ভেদ মুক্তি লাভ হয়, তাহা নৈমিত্তিক। যাহার ফল নিত্য সেই সুকৃতিই নিত্য। যাহার ফল নিমিত্তাশ্রয়ী, সেই সুকৃতই অনিত্য। ভুক্তি-সমস্ত স্পষ্টই নিমিত্তাশ্রয়ী, যেহেতু উহা নিত্য নয়। মুক্তিকে অনেকে নিত্য মনে করেন, কিন্তু মুক্তির স্বরূপ না জানিয়াই সেরূপ সিদ্ধান্ত করেন। আত্মা শুদ্ধ নিত্য ও সনাতন। জীবাত্মার জড় বা মায়া-সংসর্গই তাঁহার বন্ধনের কারণ বা নিমিত্ত। তাহা সম্পূর্ণরূপে ছেদন করার নাম মুক্তি। বন্ধন-মোচন একক্ষণে হইয়া থাকে। মোচনকার্য্য নিত্য নয়। যেক্ষণে মোচন হইল, মুক্তির আলোচনা ও বিচার শেষ হইল। নিমিত্তনাশই মুক্তি। অতএব ব্যতিরেকভাবে মুক্তির নৈমিত্তিকতা আছে। হরিচরণে রতির শেষ নাই। তাহা নিত্যধর্ম্ম—অতএব তাহার কোন অংশ বা অঙ্গকে শুদ্ধবিচারে নৈমিত্তিক বলা যায় না। যে ভক্তি মুক্তি উৎপন্ন করিয়া নিরস্ত হয়, তাহা নৈমিত্তিক কর্ম্মবিশেষ। যে ভক্তি মুক্তির পূর্ব্বে, মুক্তির সঙ্গে ও মুক্তির পর বর্ত্তমান থাকে, সে ভক্তি একটি পৃথক্ নিত্যতত্ত্ব—তাহাই জীবের নিত্যধর্ম্ম। মুক্তি তাহার নিকট অবান্তর ফলমাত্র। মুণ্ডকে বলিয়াছেন—

পরীক্ষ্য লোকান্ কর্ম্মচিতান্ ব্রাহ্মণো
নির্ব্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন।
তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ
সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥

—মুঃ ১।২।১২

[অর্থাৎ "ব্রাহ্মণ কর্ম্মদ্বারা প্রাপ্য ফলসমূহের অনিত্যতা উপলব্ধি করিয়াও কর্ম্মাতীত নিত্য সত্য-বস্তু কর্ম্মের দ্বারা লাভ হয় না জানিয়া কর্ম্মের প্রতি নির্ব্বেদগ্রস্ত হইবেন এবং সেই ভগবদ্বস্তুর বিজ্ঞান (প্রেমভক্তি-সহিত জ্ঞান) লাভ করিবার জন্য তিনি সমিধহস্তে বেদতাৎপর্য্যজ্ঞ ও কৃষ্ণতত্ত্ববিৎ সদ্‌গুরুর সমীপে কায়মনোবাক্যে গমন করিবেন।"]

কর্ম্মজ্ঞানযোগাদি সকলই নৈমিত্তিক সুকৃত। ভক্তসঙ্গ ও ভক্তিক্রিয়াসঙ্গই নিত্য সুকৃত। জন্ম-জন্মান্তরে এই নিত্যসুকৃত যিনি করিয়াছেন, তাঁহারই শ্রদ্ধা হইবে। নৈমিত্তিক সুকৃতদ্বারা অন্যান্য ফল হয়, কিন্তু অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা উদিত হয় না।"

—জৈবধর্ম্ম ৬ষ্ঠ অধ্যায়

সুতরাং অনন্যভক্তিতে শ্রদ্ধা হইলে মহাপ্রসাদ, কৃষ্ণ, কৃষ্ণনাম ও কৃষ্ণভক্ত বৈষ্ণবে আপনা হইতেই শ্রদ্ধার উদয় হয়। তখন লোকধর্ম্ম বেদধর্ম্ম—সর্ব্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবাবিচারই সর্ব্বশীর্ষ স্থান অধিকার করে।

(ক্রমশঃ)

* * *

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীনন্দন আচার্য্য

(৬৪)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থদ্বয়ের বর্ণনানুযায়ী এইরূপ জানা যায়—শ্রীনন্দন আচার্য্যের পিতা শ্রীচতুর্ভুজ পণ্ডিত এবং তাঁহারা তিন ভাই—বিষ্ণুদাস, নন্দন ও গঙ্গাদাস।

চতুর্ভুজ পণ্ডিত-নন্দন গঙ্গাদাস।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে নিত্যানন্দের বিলাস ॥

—চৈঃ ভাঃ অ ৫।৭৪৫

বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস তিনভাই।
পূর্ব্বে যাঁর ঘরে ছিল ঠাকুর নিতাই ॥

—চৈঃ চঃ আ ১১।৪৩

ইঁহারা নবদ্বীপবাসী ভট্টাচার্য্য ছিলেন। বিষ্ণুদাস ও গঙ্গাদাস নীলাচলে মহাপ্রভুর নিকট কিছুদিন অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহে নবদ্বীপে শ্রীমন্মহাপ্রভুর, শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর ও

শ্রীঅদ্বৈত প্রভুর লুক্কায়িতভাবে থাকিবার লীলা হয়। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নন্দন আচার্য্যের ভবনে নবদ্বীপে অবস্থান করেন।

নন্দন আচার্য্য শাখা জগতে বিদিত।
লুকাইয়া দুই প্রভুর যাঁর ঘরে স্থিত॥
—চৈঃ চঃ আ ১০।৩৯

শ্রীগৌড়ীয়-বৈষ্ণব-অভিধানে শ্রীনন্দন আচার্য্যের পিতৃপরিচয় ও বংশপরিচয়ের বর্ণনে পার্থক্য দৃষ্ট হয়। তাহাতে এইরূপ লিখিত আছে—"শ্রীনন্দন আচার্য্য গ্রহবিপ্র, পিতার নাম শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ। লক্ষ্মীনারায়ণের দুই পুত্র—শ্রীনন্দন ও শ্রীভগবান্ অধিকারী সার্ব্বভৌম। সর্ব্বজ্ঞ ও জ্যোতিষশাস্ত্রে অদ্বিতীয় পণ্ডিত বলিয়া শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের খ্যাতি ছিল। তিনি শ্রীমন্মহাপ্রভুর জন্মলীলা দর্শন করিয়াছিলেন। শ্রীনন্দন আচার্য্য চৈতন্য শাখায় গণিত হন। ইনি খঞ্জ ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু দক্ষিণ ভারত ভ্রমণান্তে পুরীতে ফিরিয়া আসিলে সকল ভক্তগণ উল্লসিত হইয়াছিলেন। শ্রীনন্দন আচার্য্য খোঁড়া হইলেও আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া সকলের অগ্রে যাইয়া প্রভুর পূজা বিধান করিয়াছিলেন।

নন্দন আচার্য্য আসে গাঢ় অনুরাগে।
খোঁড়া বটে তবুও আসে সকলের আগে॥

শ্রীনন্দন আচার্য্যের পূর্ব্ব পুরুষ শাকদ্বীপী পরাশরাত্মজ শান্তিমুনি বংশোদ্ভব, বাৎস্যগোত্র রাঢ়ীয় ভরত শাখার বংশ। ইনি তারকেশ্বরের নিকট বহির্খণ্ড-গ্রামে কিছুদিন বাস করিয়া নবদ্বীপে শ্রীহট্টীয়া বা দক্ষিণ পাড়ায় নিবাসস্থান করিয়াছিলেন।" শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে আরও লিখিত আছে—

"শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উল্লিখিত 'বিষ্ণুদাস, নন্দন, গঙ্গাদাস তিন ভাই।' এর অন্তর্গত 'নন্দন' পৃথক্ ব্যক্তি। ইনি নিত্যানন্দ শাখায় গণিত হন। ইনি পদকর্ত্তা, ইঁহার পরিচয় অজ্ঞাত। ইনি নন্দন আচার্য্য নহেন।"

শ্রীনন্দন-আচার্য্যভবনে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু গৃহ ছাড়িয়া অত্যন্ত বিরহব্যাকুল হৃদয়ে অবধূতবেষে বিভিন্ন তীর্থে কৃষ্ণান্বেষণ করিতে করিতে বৃন্দাবনে আসিয়া পৌঁছিলে জানিতে পারিলেন, শ্রীকৃষ্ণ নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে প্রকাশিত হইয়াছেন। নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমায়াপুরে শচীনন্দন গৌরহরিরূপে প্রকটিত হইয়াছেন। শ্রীবলদেবাভিন্নস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু নবদ্বীপে ছুটিয়া আসিয়া শ্রীনন্দন আচার্য্যের গৃহে গোপনে অবস্থান করিতে লাগিলেন। শ্রীনন্দন আচার্য্য শ্রীনিত্যানন্দের দর্শন ও সেবালাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বপ্নে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর আগমন দেখিতে পাইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর নবদ্বীপে আগমন সংবাদ ভক্তগণকে জানাইয়া তিনি হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীবাস পণ্ডিতকে নিত্যানন্দের অন্বেষণের জন্য প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা নবদ্বীপের সর্ব্বত্র অন্বেষণ করিয়াও নিত্যানন্দ প্রভুর কোন সন্ধান পাইলেন না। হরিদাস ঠাকুর ও শ্রীবাস পণ্ডিতের নিকট—'নবদ্বীপে নিত্যানন্দ প্রভু নাই'—এইরূপ শুনিয়া সর্ব্বজ্ঞ মহাপ্রভু ঈষৎ হাস্য করিলেন, পরে ভক্তগণকে লইয়া নন্দন আচার্য্যের গৃহে স্বয়ং উপনীত হইলেন। কোটী সূর্য্যসমকান্তি অপূর্ব্ব দর্শন এক পুরুষকে দেখিয়া ভক্তগণ অত্যন্ত বিস্মিত হইলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর স্বরূপ প্রকাশের জন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে কৃষ্ণলীলোদ্দীপক শ্লোক বলিতে ইশারা করিলে শ্রীবাস পণ্ডিত ভাগবতের "বর্হাপীড়ং নটবরবপুঃ····"শ্লোকটী উচ্চারণ করিলেন। শ্লোক শুনিবামাত্র শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু 'হা কৃষ্ণ' বলিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন, তাঁহার শ্রীঅঙ্গে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার প্রকটিত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুও নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য ব্যাকুল ছিলেন। মহাপ্রভু সকলের নিকট নিত্যানন্দ-তত্ত্ব প্রকাশ করিয়া তাঁহাকে ক্রোড়ে ধারণ করিলেন।

শ্রীনন্দন আচার্য্য পরম ভাগ্যবান্।
দেখ শ্রীনিবাস, এই ভবন তাহান॥

ভক্তগোষ্ঠীসহ প্রভু গিয়া এ ভবনে।
দেখে নিত্যানন্দ বসি আছয়ে ধেয়ানে॥

নিরুপম নিত্যানন্দ অঙ্গের মাধুরী।
দাঁড়াইয়া ভক্তগণ দেখে নেত্র ভরি॥
—ভক্তিরত্নাকর ১২।২৪২২-৪

শ্রীনন্দন-আচার্য্যভবনে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গোপনে স্থিতি

শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাসপূজা সমাপ্তির পর শ্রীমন্

মহাপ্রভু—শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু ও অন্যান্য ভক্তগণসহ সংকীর্ত্তনানন্দে নিমগ্ন হইলেন। একদিন মহাপ্রভু ঈশ্বরাবেশে শ্রীবাস পণ্ডিতের ছোট ভাই শ্রীরামাই পণ্ডিতকে (শ্রীরাম পণ্ডিতকে) অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট তাঁহার প্রকাশবার্ত্তা জানাইতে প্রেরণ করিলেন। শ্রীরামাই পণ্ডিতকে ইহাও বলিয়া দিলেন—'অদ্বৈতাচার্য্য যে গোলোকপতি শ্রীহরিকে ধরাধামে অবতীর্ণ করাইবার জন্য গঙ্গাজল ও তুলসী দিয়া পূজা করতঃ আহ্বান করিয়াছিলেন, তিনি স্বয়ং প্রকটিত হইয়াছেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও নবদ্বীপে শুভাগমন করিয়াছেন, সুতরাং অদ্বৈতাচার্য্য যেন সস্ত্রীক সমস্ত পূজোপকরণসহ শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভুর নিকট সত্বর উপস্থিত হন।' মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে রামাই পণ্ডিত অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট পৌঁছিলে অদ্বৈতাচার্য্য সব জানিয়াও তাঁহার আগমনের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। রামাইয়ের নিকট শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রকাশবার্ত্তা শ্রবণ করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য, তাঁহার পত্নী শ্রীসীতাদেবী ও পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ এবং অন্যান্য অনুচরগণ সকলেই প্রেমে বিহ্বল হইয়া অশ্রুবর্ষণ করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হওয়ার জন্য সমস্ত পূজোপকরণসহ অদ্বৈতাচার্য্য সকলকে লইয়া যাত্রা করিলেও মহাপ্রভুকে পরীক্ষার জন্য পথিমধ্যে শ্রীনন্দন আচার্য্য ভবনে সংগোপনে রহিলেন এবং রামাইকে নন্দন আচার্য্যের গৃহে তাঁহার অবস্থানের কথা গোপন রাখিয়া বলিতে বলিলেন—'তিনি যাইবেন না'। সর্ব্বান্তর্য্যামী বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু রামাইর নিকট সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্কল্প বুঝিতে পারিয়া সর্ব্বসমক্ষে বিষ্ণুখট্টায় নিজ ঐশ্বর্য্যরূপ প্রকট করিলেন। মহাপ্রভুর ইশারায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু মহাপ্রভুর মস্তকে ছত্র ধারণ করিলেন। গদাধরাদি ভক্তবৃন্দ নানাবিধ সেবায় নিয়োজিত হইলেন। মহাপ্রভু সকলের নিকট ব্যক্ত করিয়া বলিলেন,—'অদ্বৈতাচার্য্য আমাকে পরীক্ষার জন্য নন্দন আচার্য্য-ভবনে সমস্ত পূজোপকরণসহ গোপনে অবস্থান করিতেছেন।' অদ্বৈতাচার্য্যকে ইহা জানাইতে এবং তাঁহাকে শীঘ্র আনিতে মহাপ্রভু রামাইকে পুনরায় প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভুর পুনঃ সাক্ষাৎ আদেশ লাভ করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু মহানন্দে সস্ত্রীক উপনীত হইলেন, দূর হইতে মহাপ্রভুর পাদপদ্মে ভূমিষ্ঠ দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করতঃ স্তব করিতে লাগিলেন। অপূর্ব্ব মহৈশ্বর্য্য দর্শন করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য স্তম্ভিত হইয়া শ্রীগৌরহরির অসমোর্দ্ধ দয়ার মহিমা সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিলেন। পরে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপ্রক্ষালনপূর্ব্বক পঞ্চোপচারে পূজা বিধান করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য 'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥'—প্রভৃতি শ্লোক উচ্চারণপূর্ব্বক গৌরসুন্দরকে প্রণাম বিধান করিলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে নৃত্য করিতে আদেশ করিলে অপূর্ব্ব সংকীর্ত্তনানন্দে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর ভাববিহ্বল নৃত্য দর্শন করিয়া ভক্তগণ প্রেমানন্দে প্লাবিত হইলেন।

শ্রীনন্দন-আচার্য্যভবনে মহাপ্রভুর সংগোপনে স্থিতি

পাষণ্ডগণ মহাপ্রভুর বিদ্যাপ্রতিভায় পরাস্ত হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল। তাহারা বিভাগীয় শাসনকর্ত্তার নিকট মহাপ্রভুর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। মহাপ্রভু নিজগৃহে প্রত্যাগমন করতঃ পাষণ্ডিগণের পাষণ্ডবিচার বিনাশার্থ ভক্তগণকে লইয়া সংকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সংকীর্ত্তনে পূর্ব্বের ন্যায় ভাব প্রকটিত হইতে না দেখিয়া মহাপ্রভু দুঃখ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। প্রেমোন্মত্ত অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু উহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিলেন—'মহাপ্রভু শ্রীনিত্যানন্দকে প্রেমের ভাণ্ডারী করিয়াছেন; আমাকে ও শ্রীবাসকে প্রেম হইতে বঞ্চিত করিয়াছেন, পক্ষান্তরে তিলি, মালী, তেলীকেও পর্য্যন্ত প্রেম দিয়াছেন, এইজন্য মহাপ্রভুর প্রেম আমি শোষণ করিয়াছি, সংকীর্ত্তনে ভাব না হওয়ার ইহাই কারণ।' মহাপ্রভু উহা শুনিয়া প্রেমশূন্য নিষ্ফল শরীর ত্যাগ করাই ভাল বলিয়া গঙ্গায় ঝাঁপ দিলেন। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাস ঠাকুর মহাপ্রভুকে গঙ্গা হইতে উত্তোলন করিলেন। মহাপ্রভু—'নন্দন আচার্য্যের গৃহে লুক্কায়িতভাবে থাকিবেন' শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ও হরিদাসকে মাত্র উক্ত সঙ্কল্পের কথা জানাইয়া উহা গোপন রাখিতে বলিলেন।

ভক্তগণ মহাপ্রভুর সন্ধান না পাইয়া তীব্র বিরহে

ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু উপবাসী থাকিলেন। মহাপ্রভু বিষ্ণুখট্টায় উপবেশন করিলে নন্দন আচার্য্য পরমোল্লাসে মহাপ্রভুর বিবিধ সেবাকার্য্য করিতে লাগিলেন। মহাপ্রভু নন্দন আচার্য্যকে তাঁহার অবস্থিতির বিষয়ে সংগোপনের জন্য আদেশ করিলে নন্দন আচার্য্য বলিলেন—'আপনি ভক্তের হৃদয়ের ধন, ভক্তগণই আপনাকে প্রকাশ করেন, কি করিয়া আপনি ভক্তগণের নিকট লুক্কায়িতভাবে থাকিবেন?' বস্তুতঃ ভক্তগণের বিরহব্যাকুল আর্ত্তিতে স্থির থাকিতে না পারিয়া মহাপ্রভু শ্রীবাস পণ্ডিতকে আনিবার জন্য নন্দন আচার্য্যকে প্রেরণ করিলেন। শ্রীবাস পণ্ডিত আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের বিরহকাতরতা এবং উপবাসের কথা জানাইলে মহাপ্রভু শীঘ্রগতি অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহাকে মূর্চ্ছাগত দেখিয়া নিজেকে অত্যন্ত অপরাধী জ্ঞান করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্য প্রেমমূর্চ্ছা হইতে উত্থিত হইয়া নিজের কুমতির জন্য পুনঃ পুনঃ মহাপ্রভুর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিলেন এবং নিত্যকাল দাস্যভাবে তাঁহার শ্রীচরণে স্থান লাভের আর্ত্তি জ্ঞাপন করিলেন।

মহাপ্রভুর বিভিন্ন লীলার সঙ্গী

কাটোয়ায় সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু নিত্যানন্দ প্রভুর চাতুরীক্রমে যখন শান্তিপুরে অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে শুভাগমন করিয়াছিলেন, সেই সময় শচীমাতা ও নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ যাঁহারা মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে নন্দন আচার্য্য অন্যতম। চাতুর্ম্মাস্যে মহাপ্রভুর সেবার জন্য যেকালে শ্রীরাঘব পণ্ডিত ঝালি লইয়া এবং মহাপ্রভুর ভক্তগণ অনেক প্রকার খাদ্যদ্রব্য লইয়া পুরুষোত্তমধামে গিয়াছিলেন এবং মহাপ্রভু অতিশয় প্রীতির সহিত তাহা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তৎকালে নন্দন আচার্য্য তাঁহার আনীত দ্রব্যের দ্বারা মহাপ্রভুর সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যাদি যে সকল ভক্তগণের গৃহে মহাপ্রভু নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে নন্দন আচার্য্য অন্যতম। সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট গৌড়ীয়ভক্তগণের পরিচয় প্রদানকালেও নন্দন আচার্য্যের নাম উল্লেখ করিয়াছেন ঃ—

রাঘব পণ্ডিত, ইঁহ আচার্য্য নন্দন।
শ্রীমান্ পণ্ডিত এই শ্রীকান্ত নারায়ণ॥

—চৈঃ চঃ ম ১১।৮৯

শ্রীনন্দন আচার্য্য শ্রীবাস-অঙ্গনে ও কাজী দমনকালে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কীর্ত্তনসঙ্গী এবং শ্রীধর অঙ্গনে, শ্রীপুরুষোত্তমধামে শ্রীগুণ্ডিচা মন্দির মার্জ্জনলীলায়, শ্রীনৃসিংহমন্দির মার্জ্জনলীলায়, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে স্নানলীলায়, আইটোটা উপবনে মহাপ্রসাদ ভোজনলীলায় এবং শ্রীরথযাত্রায় মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন।

শ্রীনন্দন আচার্য্যের আবির্ভাব ও তিরোভাব-তিথি অপরিজ্ঞাত।

শ্রীনন্দন আচার্য্য-ভবন

উক্ত স্থানের স্মৃতিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ শ্রীগৌড়ীয় সংঘপতি নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট প্রপূজ্যচরণ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসারঙ্গ গোস্বামী মহারাজ শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানে শ্রীনন্দন আচার্য্য ভবন ও শ্রীগৌরনিত্যানন্দ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

পশ্চিমাঞ্চল কার্য্যালয় চণ্ডীগড়স্থ শ্রীমঠে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে পশ্চিমাঞ্চল কার্য্যালয় চণ্ডীগড়স্থ শ্রীমঠের পাঁচদিনব্যাপী বার্ষিক অনুষ্ঠান পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এ বৎসরও ১৭ চৈত্র (১৩৯৬), ৩১ মার্চ্চ (১৯৯০) শনিবার হইতে ২১ চৈত্র, ৪ এপ্রিল বুধবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন

মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং ব্রহ্মচারিগণ—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীচন্দন সমভিব্যাহারে কলিকাতা হইতে গত ১৪ চৈত্র, ২৮ মার্চ্চ বুধবার ট্রেনযোগে যাত্রা করতঃ পরদিবস মধ্যাহ্নে নিউদিল্লী জংশন ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও শ্রীচিদ্ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী চণ্ডীগড় হইতে পূর্ব্বদিবস তথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস প্রাক্ব্যবস্থাদি বিষয়ে সহায়তার জন্য ৩০ মার্চ্চ চণ্ডীগড়ে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব দুইরাত্রি নিউদিল্লী মঠে অবস্থান করতঃ ৩১ মার্চ্চ শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, প্রচারপার্টী এবং শ্রীরামনাথ প্রভু আদি গৃহস্থভক্তবৃন্দসহ হিমালয়ান্ কুইন্ ট্রেনে প্রাতঃ ৬টায় রওনা হইয়া উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ন ১০টা ২০ মিঃ-এ চণ্ডীগড় ষ্টেশনে পৌঁছিলে চণ্ডীগড়বাসী ভক্তগণ সংকীর্ত্তন ও পুষ্পমাল্যাদির দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণ ভক্তবৃন্দের সহিত বহু মোটরকারে ষ্টেশন হইতে চণ্ডীগড় মঠে শুভাগমন করিলে অপেক্ষমান শতাধিক ভক্তদ্বারা, সংকীর্ত্তন-প্রণতি-পুষ্পমাল্যাদিসহ পুনরায় সম্বর্দ্ধিত ও সম্পূজিত হন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ কলিকাতা হইতে এবং সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ বৃন্দাবন হইতে উক্ত উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য পূর্ব্বেই তথায় পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী বৃন্দাবন-কালিয়দহ মঠ হইতে এবং আগরতলা মঠ হইতে শ্রীননীগোপাল বনচারী উক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। পাঞ্জাব, হরিয়াণা, জম্মু, হিমাচলপ্রদেশ, দিল্লী প্রভৃতি বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে সান্ধ্যধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে—পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক শ্রীঅনিরুদ্ধ যোশী, মেজর জেনারেল শ্রীরাজেন্দ্র নাথ, ব্রিগেডিয়ার শ্রীপি-এস্ যশপাল, হরিয়াণা রাজ্য সরকারের স্থানীয় মন্ত্রী শ্রীসুভাষ কটিয়াল এবং ট্রিবিউন পত্রিকার সম্পাদক শ্রীরাধেশ্যাম শর্ম্মা। প্রথম, দ্বিতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন হরিয়াণা রাজ্যসরকারের জনস্বাস্থ্য বিভাগের প্রাক্তন মন্ত্রী শ্রীরামবিলাস শর্ম্মা, গোস্বামী গণেশ দত্ত সনাতনধর্ম্ম মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ শ্রীডি-এম্ শর্ম্মা এবং চণ্ডীগড় সহরের অবসরপ্রাপ্ত ইঞ্জিনিয়ার শ্রীপি-এল্ বার্ম্মা। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্যের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। 'ভগবদ্বিশ্বাস ধর্ম্মের মূল ভক্তি', 'সমুন্নতির জন্য সাধুসঙ্গের আবশ্যকতা', 'মানবজাতির ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান', অধার্ম্মিক ও অনৈতিক জীবনের দ্বারা পার্থিব সুখও লাভ হয় না', 'শ্রীবিগ্রহসেবা ও পৌত্তলিকতা' যথাক্রমে বক্তব্য বিষয়রূপে নির্দ্ধারিত ছিল। পাঞ্জাবের পরিস্থিতি শান্ত না হইলেও শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় ১৮ চৈত্র, ১ এপ্রিল রবিবার বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাদ্যাদিসহ শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-মাধবজীউ শ্রীবিগ্রহগণের সুরম্য রথারোহণে নগর ভ্রমণ উৎসব সুসম্পন্ন হয়। ভক্তগণ পরমোৎসাহে সমস্ত রাস্তা নৃত্যকীর্ত্তন করেন। পরদিবস ২ এপ্রিল সোমবার শ্রীবিগ্রহগণের মহাভিষেক পূজা ভোগরাগের পর মহোৎসবে মধ্যাহ্নে অগণিত নরনারীগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

২১ চৈত্র, ৪ এপ্রিল বুধবার—শ্রীরামনবমীব্রত উপবাস, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে ভগবান্ শ্রীরামচন্দ্রের প্রসঙ্গ পাঠ, সর্ব্বক্ষণ হরিকীর্ত্তন সহযোগে পালিত হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য ভাগবতপাঠমুখে শ্রীরাম-

চন্দ্রের লীলাপ্রসঙ্গে শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ আলোচনা করেন।

সভার আদি ও অন্তে সুললিত কণ্ঠে মুখ্যভাবে কীর্ত্তন করিয়া শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী প্রভৃতি মঠের বৈষ্ণবগণ সমুপস্থিত নরনারীগণের আনন্দ বিধান করেন।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীঅনঙ্গমোহন ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী (আগরতলা), শ্রীদীনার্ত্তিহরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয়চরণ দাস, শ্রীদেবকীনন্দনদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনিত্যানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশুকদেবদাস ব্রহ্মচারী (শিবকুমার), শ্রীগৌরসুন্দর দাস, শ্রীকৃষ্ণগোপাল কারাকা, শ্রীধনঞ্জয় দাসাধিকারী, শ্রীশুকদেবরাজ বক্সী, শ্রীকৃষ্ণকারুণ্য দাসাধিকারী (শ্রীকলিরাম) প্রভৃতি মঠাশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও হার্দ্দী প্রযত্নে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

* * *

যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব

শ্রীশ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রিয় পার্ষদ শ্রীল জগদীশ পণ্ডিত ঠাকুরের যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দিরের সেবাভারপ্রাপ্ত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান অধ্যক্ষ আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের কৃপানির্দ্দেশে এবং প্রতিষ্ঠানের গভর্ণিংবডি বা পরিচালক সমিতির পরিচালনায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারও গত ২৪শে জ্যৈষ্ঠ (১৩৯৭), ইং ৮ই জুন (১৯৯০) শুক্রবার পৌর্ণমাসী শুভবাসরে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা এবং শ্রীল মুকুন্দদত্ত ঠাকুর ও শ্রীল শ্রীধর পণ্ডিত গোস্বামী ঠাকুরের তিরোভাবতিথিপূজা মহোৎসব মহাসমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

এতদুপলক্ষ্যে দক্ষিণ কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে গত ৬ই জুন তারিখে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ এবং তৎসহ শ্রীমদ্ বলভদ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ বলরাম দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দদাস ব্রহ্মচারী এবং ৮ই জুন তারিখে শ্রীমৎ সচ্চিদানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ রামচন্দ্র দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ অনন্তদাস ব্রহ্মচারী প্রমুখ মঠসেবকগণ যশড়া শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের উৎসবে যোগদান করেন। কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতেও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীমদ্ গোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী-সহ উক্ত ৮ই জুন যশড়া শ্রীপাটের উৎসবে যোগদান করেন। সোমড়া হইতে শ্রীমদ্ বিশ্বম্ভর দাসাধিকারী প্রভু এবং বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত নরনারী শ্রীপাটের উক্ত মহোৎসবে যোগদান করেন।

শ্রীমৎ পুরী মহারাজ ও শ্রীমদ্ আচার্য্য মহারাজ প্রত্যহ শ্রীমন্দিরে সন্ধ্যারতির পর শ্রীমন্দিরসম্মুখস্থ নাটমন্দিরে ভাষণ দান করেন। শ্রীমদ্ আচার্য্য মহারাজ মঙ্গলারাত্রিকের পর ও অপরাহ্নে উক্ত শ্রীমন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে পাঠকীর্ত্তনদ্বারা উপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দের বিপুল আনন্দ বর্দ্ধন করেন। ৬ই জুন হইতে ৮ই জুন পর্য্যন্ত দিবসত্রয় মঠমন্দির প্রায় সর্ব্বক্ষণই হরিকীর্ত্তনমুখরিত থাকে।

শ্রীমন্ নৃত্যগোপাল দাস ব্রহ্মচারী প্রভু গত ৬ই জুন কলিকাতা মঠ হইতে সকালের ট্রেনে যশড়া শ্রীমন্দিরে গিয়া মঠরক্ষক শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজের সহিত উক্ত স্নানযাত্রা উৎসবটির নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্তি সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় পরামর্শাদি করিয়া ঐ দিনই আবার কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

৮ই জুন সকাল ৮টার পূর্ব্বেই শ্রীমৎ পুরী মহারাজ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে প্রবেশ করিয়া শ্রীমন্দিরের শ্রীবিগ্রহগণের পূজার শুভারম্ভ করেন। শ্রীবিগ্রহগণের অভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও আরাত্রিকাদি—

বেলা ১০৷৷ টার মধ্যে সমাপ্ত হইলেও সকাল ৮৷১৫ হইতে বেলা ১১৷৩৫ পর্য্যন্ত বারবেলা ও কালবেলা থাকায় ১১৷৩৫ গতে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে শ্রীশালগ্রাম ও শ্রীগুরুপাদপদ্মের আলেখ্যার্চ্চাসহ সুমহান্ জয় জয় ধ্বনি ও মহাসংকীর্ত্তনমধ্যে স্নানবেদীতে লইয়া যাওয়া হয়। পুরী মহারাজের বার্দ্ধক্যবশতঃ স্থানীয় ভক্ত-প্রবর শ্রীমৎ সুবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীমন্দিরের পূজাকালে এবং স্নানবেদীতে মহাভিষেক-কালে তাঁহাকে বিশেষভাবে সহায়তা করেন। শ্রী-মন্দিরে পূজারী শ্রীপ্রহলাদদাস ব্রহ্মচারী এবং স্নান-বেদীতে বহুভক্ত নানাভাবে সেবার আনুকূল্য করেন। মহারাজ কোনপ্রকারে চারিটি বেদমন্ত্রে জগন্নাথদেবকে স্নান করাইয়া বসিয়া বসিয়া মন্ত্রপাঠ করিতে থাকেন। সুবোধবাবুই পুরুষসূক্ত, পাবমানীসূক্ত ও শ্রীসূক্ত দ্বারা ১০৮ কলসে স্নান সম্পাদন করেন। পঞ্চগব্য, পঞ্চামৃত, সর্ব্বোষধি, মহৌষধি, সপ্তমৃত্তিকা, পঞ্চকষায়, ফলোদক, তীর্থোদকাদি দ্বারাও স্নান করান হয়। অবশেষে সহস্রধারায় মহাস্নান সম্পাদনকালে শ্রীমঠের সন্ন্যাসী ব্রহ্মচারী প্রভৃতি সকলেই জগন্নাথদেবের স্নানসেবা সম্পাদনের সৌভাগ্য বরণ করেন। বলা বাহুল্য মহাস্নান সম্পাদনকালে স্নানবেদীর সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে মহাসংকীর্ত্তন-কোলাহলে আকাশবাতাস মুখরিত হয়। সুবোধবাবু শ্রীজগন্নাথদেবের শৃঙ্গার, পূজা, ফলমূল মিষ্টান্নাদি নৈবেদ্যার্পণ ও আরাত্রিকাদি সেবাকার্য্য ভক্তিভরে সম্পাদন করেন। অতঃপর স্নানবেদী সংকীর্ত্তনমুখে পরিক্রমণান্তে মহা জয় জয় ধ্বনিসহ সাষ্টাঙ্গ প্রণতি বিধান ও শ্রীজগন্নাথদেবের স্তোত্রাদি পাঠের পর ভক্তবৃন্দ বিশ্রাম করিয়া প্রসাদ সম্মান করেন। মনে হয় ২৷৷ ঘটিকায় স্নানাদি সমাপ্ত হয়। অদ্য আকাশের অবস্থা ভাল থাকায় মেলা খুব জমকাল হয়। সহস্র সহস্র নরনারী ভক্তসম্মেলনে সাক্ষাৎ শ্রীপুরুষোত্তমধামের স্মৃতি জাগিয়া উঠে। বহু ভক্ত প্রসাদ সম্মান করেন।

পূজ্যপাদ আচার্য্যদেবের অভাব সকলেই বিশেষভাবে অনুভব করেন। আচার্য্যদেব হায়দরাবাদ মঠের বার্ষিক উৎসব সম্পাদনপূর্ব্বক এই উৎসবে যোগদানের বিশেষ ইচ্ছা পোষণ করিয়াছিলেন, কিন্তু ট্রেন ৮ ঘণ্টা লেটে হাওড়ায় উপস্থিত হওয়ায় সপরিকর মহারাজের ৭ই জুন কলিকাতা মঠে পৌঁছিতে রাত্রি ১২টা বাজিয়া যায়। বিশ্রাম গ্রহণ করিতে ১টা বাজে। অত্যন্ত ক্লান্তি শ্রান্তিবশতঃ পরদিন যশড়ায় যাওয়া আর সম্ভব হইয়া উঠিল না।

কৃষ্ণনগর মঠের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ দামোদর মহারাজ শ্রীজগন্নাথদেব স্নানবেদীতে যাত্রার প্রাক্কালে সমবেত বহু ভক্তসমীপে হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

মঠের সন্ন্যাসী, ব্রহ্মচারী এবং স্থানীয় ভক্তগণ অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়া এই স্নানযাত্রা-মহোৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত করিয়াছেন। শ্রীমঠের কর্তৃপক্ষ তাঁহাদের সকলের প্রতিই আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছেন।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেব স্নানবেদীতে অবস্থানপূর্ব্বক সহস্র সহস্র দর্শনার্থী নরনারীকে সারাদিন দর্শন দিয়া সন্ধ্যায় আবার মহাসংকীর্ত্তনমধ্যে নিজমন্দিরে প্রবেশ করেন। পুরীধামে পঞ্চদশ দিবস, এখানে মাত্র দিবসত্রয় কাল তাঁহার দর্শন বন্ধ থাকে, ইহাকে অনবসর কাল বলা হয়।

শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অহৈতুকী কৃপায় এবার এই স্নানযাত্রা উৎসবটি নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। আমরা নিতান্ত অজ্ঞ ভক্তিহীন বদ্ধজীব, জ্ঞাতসারে অজ্ঞাতসারে তচ্চরণে কত অপরাধ করিয়া বসিতেছি, তিনি কৃপা করিয়া আমাদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকৃত সকল ত্রুটী বিচ্যুতি ক্ষমা করিয়া আমাদিগকে তাঁহার অশোক-অভয়-অমৃতাধার-শ্রীচরণ-সেবায় যোগ্যতা প্রদান করুন, ইহাই তাঁহার দীনাতিদীন ভৃত্যানুভৃত্যগণের একান্ত প্রার্থনা।

জয় সপরিকর শ্রীজগন্নাথদেব কি জয়।
জয় সপরিকর শ্রীজগদীশ পণ্ডিত ঠাকুর কি জয়।
জয় সপরিকর পরমারাধ্য শ্রীগুরুপাদপদ্ম কি জয়।
জয় যশড়া শ্রীপাট কি জয়—জয় শ্রীপাটবাসী
ভক্তবৃন্দ কি জয়।

* * *

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৫ম সংখ্যা ১০৮ পৃষ্ঠার পর]

যিনি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ও সকলকে পালন ও বর্দ্ধন করেন, তাঁর সাহায্যের আবশ্যকতা বিজ্ঞব্যক্তির অবশ্যই কাম্য হবে। 'আনন্দং ব্রহ্ম'। 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।' —তৈঃ। তিনি রসস্বরূপ। সেই রস বা আনন্দ পেলে লোক 'আনন্দী' হয়। তুমি যদি আনন্দ না চাও, দুঃখ চাও, তা'হ'লে ব্রহ্মের অনুশীলন করো না। আনন্দের ঘনীভূতস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ। শ্রীকৃষ্ণপ্রীত্যনুশীলনে সর্ব্বোত্তম আনন্দ লাভ হয়। আনন্দের অভাবের অনুশীলন ক'রে তুমি আনন্দের আশা কর্‌তে পারো না। সুতরাং পূর্ণানন্দস্বরূপ সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্‌কে মানলে অর্থাৎ ঈশ্বর বিশ্বাস করলে কত রকম সুবিধা। তিনি সর্ব্বপ্রকার বিপদ্ আপদ্ থেকে আমাকে রক্ষা করতে পারেন এবং আমার সর্ব্বপ্রকার চাহিদা তিনিই মিটাতে পারেন। 'নিত্যো নিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্। তমাত্মস্থং যেঽনুপশ্যন্তি ধীরাস্তেষাং শান্তিঃ শাশ্বতী নেতরেষাম্।'—কঠ। ঈশ্বর-বিশ্বাস থাক্‌লে গোপনে পাপ ক'রতেও ভয় হবে। ভাল মন্দ কর্ম্মের ফলদাতা একজন রয়েছেন এ বিশ্বাস এবং জন্মান্তর বিশ্বাস আমাদিগকে সৎকার্য্যে প্রচোদিত এবং অসৎকার্য্য হ'তে নিবৃত্ত করে। ঈশ্বর বিশ্বাসের আরেকটি মহৎ ফল এই—ঈশ্বরবিশ্বাসী দেখেন সমস্ত জীবই ঈশ্বরের; সুতরাং ঈশ্বরের শক্ত্যংশ কোনও জীবকে তিনি স্বাভাবিকরূপেই হিংসা করতে পারেন না। ঈশ্বরের সম্বন্ধে সর্ব্বজীবেই তাঁর প্রীতি হয়।"

বিষয় (৩) 'শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার বৈশিষ্ট্য'

"শ্রীকৃষ্ণ আরাধনার বৈশিষ্ট্য বুঝতে গেলে সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ কে, তাঁর স্বরূপ কি, ভালভাবে বুঝা আবশ্যক। তাঁর ব্যক্তিত্বের উপর তাঁর আরাধনার বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে। 'কৃষ্ণ' শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ শাস্ত্রে লিখেছেন—'কৃষির্ভূবাচকঃ শব্দো 'ণ'শ্চ নির্বৃতিবাচকঃ।
তয়োরৈক্যং পরং ব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥'

কৃষ্-ধাতু—ভূ অর্থাৎ সত্তাবাচক; 'ণ'-শব্দ নির্বৃতি অর্থাৎ পরমানন্দবাচক। কৃষ্‌ধাতুতে 'ণ'-প্রত্যয়-যুক্ত ক'রে 'কৃষ্ণ' শব্দে পরমব্রহ্ম প্রতিপাদিত হ'য়েছে। 'কৃষ্ণ' শব্দে আনন্দময়ী সত্তাকে বুঝায়, যাঁকে বেদান্ত ব'লেছেন 'আনন্দং ব্রহ্ম'। 'রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি।' তিনি রসস্বরূপ, সেই রসকে—আনন্দকে যিনি পান, তিনি আনন্দী হন। 'কৃষ্ণ' শব্দের অন্য অর্থ 'কৃষ্' আকর্ষণে, 'ণ' আনন্দদানে। যিনি আকর্ষণ ক'রে আনন্দ দেন ও স্বয়ং আনন্দ পান, তিনি 'কৃষ্ণ'। অর্থাৎ কৃষ্ণ সর্ব্বাকর্ষক, সর্ব্বানন্দদায়ক। সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোত্তম না হ'লে তিনি সর্ব্বাকর্ষক হ'তে পারেন না। কৃষ্ণ 'অণু' হ'তেও অণু পরমাত্মা, 'বিভু' হ'তেও বিভু ব্রহ্ম, আবার অণুত্ব ও বিভুত্বকে ক্রোড়ীভূত ক'রে মধ্যমস্বরূপে অনন্ত বিচিত্র লীলাময়।

'বদন্তি তত্তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্।
ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥' —ভাঃ

তত্ত্ববিদ্‌গণ অদ্বয় জ্ঞানকে (Absolute knowledge-কে) তত্ত্ব বলেন। সেই অদ্বয়জ্ঞান 'ব্রহ্ম'-শব্দ দ্বারা, 'পরমাত্মা'-শব্দ দ্বারা এবং 'ভগবান্'-শব্দ দ্বারা কথিত হন। ব্রহ্ম শব্দে 'বৃহত্ত্ব', পরমাত্মা শব্দে 'অণুত্ব' এবং ভগবান্ শব্দে 'সর্ব্বৈশ্বর্য্যময়ত্ব'—যাঁতে বৃহত্ত্ব, অণুত্ব, মধ্যমত্ব, সর্ব্বত্ব রয়েছে। 'ভগবান্' শব্দে পরতত্ত্বের সর্ব্বভাবকে প্রকাশ করে। জ্ঞানী অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্বকে ব্রহ্মরূপে, যোগী পরমাত্মারূপে এবং ভক্ত ভগবান্‌রূপে অনুভব করেন। ভগবান্ অনন্তরূপে অনন্ত লীলা করেন, তন্মধ্যে কৃষ্ণ স্বয়ংরূপ।

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥" —ভাঃ

কৃষ্ণ সমস্ত অবতারের কারণ—অবতারী, স্বয়ং ভগবান্। "যাঁর ভগবত্তা হ'তে অন্যের ভগবত্তা। স্বয়ং ভগবান্ শব্দের তাহাতেই সত্তা॥" —চৈঃ চঃ। ব্রহ্মসংহিতাতেও কৃষ্ণকে সর্ব্বকারণকারণ পরমেশ্বর বলা হ'য়েছে। "ঈশ্বরঃ পরমঃ কৃষ্ণঃ সচ্চিদানন্দবিগ্রহঃ। অনাদিরাদির্গোবিন্দঃ সর্ব্বকারণ-কারণম্॥"—ব্রঃ সং ৫ম অধ্যায়। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুও নন্দনন্দন কৃষ্ণকে সর্ব্বোত্তম আরাধ্যরূপে নির্দ্দেশ করেছেন। জীবের সর্ব্বপ্রকার চাহিদার সর্ব্বোত্তম পরিপূর্ত্তি একমাত্র নন্দনন্দন কৃষ্ণের আরাধনাতেই হ'তে পারে। কিন্তু এসব কথা আমরা বুঝব কি ক'রে? যতক্ষণ আমাদের Prejudice (মতলব) থাক্‌বে, ততক্ষণ Prejudice নিয়ে আমরা বুঝতে পারবো না। ভগবত্তত্ত্ববোধের জন্য যে জ্ঞানের বা অধিকার অর্জ্জনের আবশ্যকতা আছে, সে জ্ঞান বা অধিকার না আসা পর্য্যন্ত পার্থিব বহু যোগ্যতা থাক্‌লেও আমরা তাঁকে উপলব্ধি ক'রতে পারবো না। আমরা অধিকার অর্জ্জনের জন্য কোনপ্রকার সাধন ক'রতে প্রস্তুত নহি। দম্ভ নিয়ে তাঁকে জানা যায় না, কারণ তিনি Unchallengeable Truth। ভগবান্ অকারণ এবং অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব হওয়ায় তাঁকে জান্‌বার তিনি ছাড়া বা তৎকৃপা ব্যতীত অন্য কোন উপায় স্বীকৃত হ'তে পারে না। ভগবত্তত্ত্ব উপলব্ধি ক'রতে হ'লে প্রণিপাত, পরিপ্রশ্ন ও সেবাবৃত্তি নিয়ে তত্ত্বদর্শী জ্ঞানী গুরুর নিকট যেতে হ'বে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে এরূপই নির্দ্দেশ দিয়েছেন—

'তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ॥'

বিষয় (৪) 'ভগবৎকৃপা লাভের উপায়'

"ভগবান্ অসমোর্দ্ধ তত্ত্ব হওয়ায় ভগবান্‌কে নিজযোগ্যতায় কেহই জান্‌তে পারেন না। যদি কেহ নিজযোগ্যতায় ভগবান্‌কে কব্জা করতে পারেন স্বীকার করা যায়, তা'হ'লে ভগবানের ভগবত্তার, সর্ব্বশক্তিমত্তার বা অসীমত্বের হানি হয়। ভগবদিচ্ছাই ভগবৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়। ভগবদিচ্ছানুবর্ত্তনের অপর নাম প্রীতি বা ভক্তি। আমরা যদি ভগবানের আজ্ঞা—শ্রুতি ও স্মৃতির বিধানানুসারে চলি, তা' হ'লে উহাই আমাদের ভগবৎকৃপা প্রাপ্তির উপায়-স্বরূপ হবে। কিন্তু ভগবৎ প্রীত্যনুকূল শাস্ত্রের বিধান কি করে বুঝব, তজ্জন্য দরকার ভক্তসঙ্গ বা শুদ্ধভক্তানুগত্য। ভক্তি দুই প্রকার—বৈধী ও রাগানুগা। রাগানুগাভক্তির বশীভূত শ্রীকৃষ্ণ। একজন ভক্ত গান করেছেন—

'শ্রুতিমপরে স্মৃতিমিতরে ভারতমন্যে ভজন্তু ভবভীতাঃ।
অহমিহ নন্দং বন্দে যস্যালিন্দে পরংব্রহ্ম॥'

ভবভীত ব্যক্তিগণ কেহ শ্রুতি, কেহ স্মৃতি, কেহ বা মহাভারতকে ভজনা করে করুক, আমি কিন্তু নন্দ মহারাজকে বন্দনা করি—যাঁর অলিন্দে পরব্রহ্ম কৃষ্ণ খেলা করেন। নন্দ মহারাজ, যশোদা মাতা অসীম বস্তুকে শুদ্ধপ্রেমের দ্বারা কব্জা ক'রেছেন। যদি সেই ভক্তের দরজায় আমি যেতে পারি, তা'হ'লে ভগবানের দর্শন আপনা হ'তেই হবে। দুটী দিক্ আমাদিগকে সাবধানতার সহিত বুঝবার চেষ্টা করতে হবে। ভগবদ্ভক্ত চান ভগবানের সুখ। যদি কেহ ভগবানের সুখের জন্য ইচ্ছা করেন, ভক্ত তাঁর বান্দা হ'য়ে যান। আবার ভগবান্ চান ভক্তের সুখ। এজন্য ভক্তকে প্রীতি করলে ভগবান্ তাঁর বশীভূত হন, ভগবানের কৃপা অতি সহজে তিনি পেতে পারেন। ইংরাজীতে প্রবাদ আছে,—'If you love me, love my dog.' ভগবান্‌কে ভালবাসা কঠিন নয়। এই ভালবাসাতে বিদ্যা, ঐশ্বর্য্য, রূপযৌবনাদির আবশ্যক হয় না। 'জন্মৈশ্বর্য্যশ্রুত-শ্রীভিবেধমানমদঃ পুমান্। নৈবার্হত্যভিধাতুং বৈ ত্বামকিঞ্চনগোচরম্॥' জন্ম-ঐশ্বর্য্য-পাণ্ডিত্য ও রূপাদির অভিমানে যিনি প্রমত্ত, অকিঞ্চন ব্যক্তির গোচরীভূত কৃষ্ণনাম তিনি কীর্ত্তন ক'রতে সমর্থ হন না। দুনিয়ার অভিমানসমূহ যদি আমার চিত্তকে দখল করে থাকে, কনককামিনী-প্রতিষ্ঠার জন্য যদি আমি ব্যাকুল হই, তা'হ'লে সেই চিত্তে ভগবান্ আস্‌বেন কি করে?

দ্বারদেশের বাইরে 'স্বাগতম্' লেখা থাক্‌লেও ভিতরে আবর্জ্জনা ভর্ত্তি থাক্‌লে বস্‌তে স্থান না পেয়ে আহূত ব্যক্তি যেমন ফিরে যান, তদ্রূপ ভগবান্‌কে বাইরে 'স্বাগত' জানালেও ভিতরে যদি নানাবিধ ইতর কামনা ভর্ত্তি থাকে, ভগবান্ এসেও বস্‌বার স্থান না পেয়ে ফিরে যাবেন।"

হাবড়াতে শ্রীল গুরুদেবের শুভপদার্পণ

শ্রীল গুরুদেবের অনুকম্পিত দীক্ষিত গৃহস্থ শিষ্য ডাক্তার শ্রীকৃষ্ণপদ দাসাধিকারী (ডাক্তার শ্রীকালিপদ দেবনাথের) ২৪ পরগণা জেলান্তর্গত হাবড়াস্থিত নবগৃহের প্রবেশানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য প্রার্থিত হইয়া শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সতীর্থ গুরুভ্রাতৃদ্বয় ও ত্যাগী শিষ্যগণসহ ১৫ জ্যৈষ্ঠ (১৩৭৫), ২৯ মে (১৯৬৮ বুধবার পূর্ব্বাহ্নে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় নাগরিকগণ কর্ত্তৃক সম্পূজিত ও সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে গিয়াছিলেন তাঁহার সতীর্থদ্বয়—শ্রীমৎ নারায়ণ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় ও শ্রীপাদ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী এবং তাঁহার মঠবাসী শিষ্যচতুষ্টয় শ্রীমদ্ বলরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীরমানাথ দাস ব্রহ্মচারী। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে নবগৃহে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ কর্ত্তৃক বৈষ্ণবহোম অনুষ্ঠিত হয়। ডাক্তারবাবুর জমীতে আম, জাম, কাঁটাল, লেবু বহুপ্রকার ফল-বৃক্ষের সুসজ্জিত বাগান দেখিয়া শ্রীল গুরুদেব সন্তুষ্ট হন। গৃহের সম্মুখস্থ প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে মহতী ধর্ম্মসভার অধিবেশনে নাগরিকগণের পক্ষ হইতে শ্রীহরিপদ সাধু স্বাগত শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন করেন। ডাক্তারবাবু কর্ত্তৃক মুদ্রিত ভক্ত্যর্ঘ্য নিবেদনপত্র পঠিত ও অর্পিত হয়।

মহতী ধর্ম্মসভায় শ্রীল গুরুদেব তাঁহার অভিভাষণে বলেন—"ধর্ম্ম সকলেই মানেন। ধর্ম্ম শব্দের অর্থ স্বভাব। শারীরধর্ম্ম আমরা সকলেই মানি। শরীর নিকৃষ্ট বলে শারীরধর্ম্ম নিকৃষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী। শরীরের হেতু মন, উহা দীর্ঘস্থায়ী। মনোধর্ম্ম শারীরধর্ম্ম হ'তে অধিক স্থায়ী হ'লেও উহাও চঞ্চল। দেহ ও মন উভয়ের কারণ জ্ঞান বা আত্মা। মন মনন কর্‌তে পারে না যদি জ্ঞান না থাকে। এজন্য দেহ-ধর্ম্ম অপেক্ষা মনোধর্ম্ম এবং মনোধর্ম্ম অপেক্ষা আত্মধর্ম্মের উৎকর্ষতা আছে। আত্মধর্ম্ম সকলে মানেন না। অনেকে গোঁয়ার্ত্তুমী ক'রে বলেন, ধর্ম্ম মানি না, কিন্তু সকলেই ধর্ম্ম মানেন—সদ্‌ধর্ম্ম না মেনে অসদ্ ধর্ম্ম মানেন। অর্থের প্রয়োজনীয়তা সকলে বুঝেন, কিন্তু পরমার্থের প্রয়োজনীয়তা সকলে বুঝেন না। "যস্মিন্ প্রাপ্তে সর্ব্বমিদং প্রাপ্তং ভবতি। যস্মিন্ জ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি তদ্বিজিজ্ঞাসস্ব তদেব ব্রহ্ম ॥" "যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে ॥" যাঁকে পেলে অপর লাভকে অধিক মনে হয় না এবং গুরুতর দুঃখ এসেও বিচলিত কর্‌তে পারে না, তিনিই পূর্ণবস্তু ভগবত্তত্ত্ব—এজন্য তাঁকে পরমার্থ বলে। মঠের Signboard দিলেই মঠ বলা যাবে না। যেখানে পরমার্থের জন্য চেষ্টা হয়, তাকে মঠ বলে। Building-টা মঠ নয়। মঠের জন্য পারমার্থিক অধ্যাপক ও পারমার্থিক ছাত্র আবশ্যক। যেখানে কেবলমাত্র দেবসেবা হয়, তাকে মন্দির বলে। মঠ কেবল মন্দির নয়, উহা পারমার্থিক শিক্ষাকেন্দ্র। আমাদের শ্রীগুরুপাদপদ্ম বহু মঠ স্থাপন করে গেছেন। শ্রীশঙ্করাচার্য্য, শ্রীরামানুজাচার্য্য, শ্রীমধ্বাচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণও মঠ স্থাপন করে গেছেন। পরবর্ত্তিকালে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু ও তাঁর পার্ষদগণ মঠ স্থাপন করেন নাই। তবে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁর অধস্তনগণের উপর চারিটী সেবাকার্য্য অর্পণ করেছিলেন—(১) নামপ্রেমপ্রচার, (২) ভক্তিশাস্ত্র বিচার, (৩) লুপ্ততীর্থ উদ্ধার, (৪) শ্রীবিগ্রহের সেবাপ্রকাশ। গোস্বামিগণ ঐ চারিটী সেবা সুষ্ঠুভাবে করে গেছেন। প্রত্যেক গোস্বামীই শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীবিগ্রহসেবা প্রকাশ করেছেন। "মহাপ্রভুর ভক্তগণের বৈরাগ্যপ্রধান। যাহা দেখি তুষ্ট হন গৌরভগবান্।" ইঁহারা কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই, পারমহংস্য বেষ গ্রহণ করেছিলেন। পারমহংস্য বেষ বর্ণাশ্রমাতীত সর্ব্বোত্তম বেষ। পারমহংস্য বেষের

যখন অবমাননা হলো, যোগ্যতা অযোগ্যতা বিচার না করে বহু লোক যখন পারমহংস্য বেষ গ্রহণ করে ব্যভিচারদোষে দুষ্ট হ'য়ে গোস্বামিগণের বেষের অমর্য্যাদা কর্‌তে লাগলো, তখন আমাদের গুরুদেব পারমহংস্য বেষ গ্রহণ কর্‌লেন না, নিজেকে বর্ণাশ্রমের অন্তর্গত জেনে সন্ন্যাস-বেষ গ্রহণ কর্‌লেন। গুরুবর্গের পারমহংস্য বেষের অমর্য্যাদারূপ গুরুতর অপরাধ করা অপেক্ষা বর্ণাশ্রমান্তর্গত নিয়ন্ত্রিত জীবনযাপন করা অনর্থযুক্ত জীবের পক্ষে অধিক শ্রেয়ঃ ইহা প্রদর্শনের জন্য স্বয়ং আচরণমুখে শিক্ষা দিলেন। পরমহংস বৈষ্ণবগণের সেবার জন্য আমাদের গুরুদেব ত্রিদণ্ড সন্ন্যাস গ্রহণ কর্‌লেন। যদিও আমাদের গুরুদেব পরমহংসকুলমুকুটমণি তথাপি নিজেকে বিধির অন্তর্গত মনে করে তিনি দৈন্যের সহিত আশ্রমলিঙ্গ ধারণ কর্‌লেন। আচার্য্যগণের সমস্ত আচরণই জগজ্জীবের শিক্ষার জন্য হ'য়ে থাকে। নির্গুণ ব্যক্তির পক্ষে গুণান্তর্গত ব্যাপার গ্রহণ দৈন্যের প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নহে। ত্রিদণ্ড শব্দের অর্থ—কায়দণ্ড, বাক্‌দণ্ড ও মনোদণ্ড। শরীরের দ্বারা বিষয়কার্য্য করবো না, কেবল কৃষ্ণসেবা করবো, বাক্য কেবল কৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করবো, মনকে কেবল কৃষ্ণসেবাচিন্তনে নিয়োজিত করবো—এরূপ সঙ্কল্প গ্রহণকারীকে ত্রিদণ্ডী বলে। আমার কায়-মনো-বাক্য অসংযত, কিন্তু আমি প্রতিজ্ঞা কর্‌লাম ঐগুলি আমি অন্য কার্য্যে লাগাবো না, কৃষ্ণসেবায় লাগাবো—যেরূপ শ্রীমদ্ভাগবতে বর্ণিত অবন্তীনগরের ব্রাহ্মণ সঙ্কল্প গ্রহণ করেছিলেন। ত্রিদণ্ডসন্ন্যাস গ্রহণকালে উক্ত ত্রিদণ্ডিভিক্ষুগীতি পাঠের বিধান প্রদত্ত হ'য়েছে। ত্রিদণ্ডবেষ পূজ্যতম বেষ। স্মার্ত্তগণের স্মৃতিতেও ত্রিদণ্ডবেষের পূজ্যতমতা প্রদর্শিত হ'য়েছে। 'দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিং চৈব ত্রিদণ্ডিনম্। নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেদুপবাসেন শুধ্যতি ॥" উক্ত ত্রিদণ্ডবেষের পূজ্যতমতার সুযোগ নিয়ে প্রথম রাবণ উক্ত বেষের অবমাননা ক'রে সীতাহরণ করেছিল। রাবণ ব্যক্তভাবে সীতাহরণ করেছিল, কেহ কেহ অব্যক্তভাবেও সীতাহরণ করে থাকে।

সৎশিষ্য হ'লে তা'র দৃষ্টিতে সর্ব্বদা গুরুদেবের মহিমাই লক্ষিত হয়। পরস্পরের সম্বন্ধ ও যোগ্যতার পার্থক্য হেতু ব্যবহারেরও বৈষম্য দেখা যায়। গৃহস্থগণের গৃহে ভগবদ্ভক্তগণের আগমন ও কৃষ্ণকথা শুভ সূচনা করে। শ্রীমান্ কৃষ্ণপদ দাস বৈষ্ণবদের এনে বৈষ্ণবহোম ও বৈষ্ণবসেবা করেছে, এর দ্বারা শুভই হবে। যাদের ভগবান্ দরকার, তাদের অবশ্যই ভক্তসঙ্গ কর্‌তে হবে। "ভক্তিস্তু ভগবদ্ভক্তসঙ্গেন পরিজায়তে। সৎসঙ্গঃ প্রাপ্যতে পুংভিঃ সুকৃতৈঃ পূর্ব্বসঞ্চিতৈঃ ॥" পূর্ব্বসঞ্চিত সুকৃতি না থাক্‌লে সৎসঙ্গে রুচি হয় না। সৎসঙ্গের দ্বারাই সদ্বিষয়েতে রুচি হবে। আত্মার পতনের স্থান সৎসমাগম বর্জ্জিত অন্ধকূপ সদৃশ গৃহকে পরিত্যাগের ব্যবস্থাই শাস্ত্রে প্রদত্ত হ'য়েছে। এতৎপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবত সপ্তমস্কন্ধে প্রহ্লাদ মহারাজের উপদেশ প্রণিধানযোগ্য। "তৎ সাধু মন্যেহসুরবর্য্য দেহিনাং সদা সমুদ্বিগ্নধিয়ামসদ্গ্রহাৎ। হিত্বাত্মপাতং গৃহমন্ধকূপং বনং গতো যদ্ধরিমাশ্রয়েত ॥"

৩০শে মে স্থানীয় মনসাবাড়ীতে এবং ৩১শে মে অশোকনগরে শ্রীল গুরুদেব অভিভাষণ প্রদান করেন।

কলিকাতায় বিশ্বধর্ম্মসম্মেলনে শ্রীল গুরুদেব

মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্রে ওয়াসিংটন—ডি-সিতে সংস্থাপিত 'The Temple of Understanding' (বিবেচন-পরিপোষক মন্দির) প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে বিশ্বের ধর্ম্মসমূহের মধ্যে পরস্পর বুঝাপড়ার পরিপোষণের জন্য ১৩৭৫ বঙ্গাব্দে (১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে) ৫ কার্ত্তিক, ২২ অক্টোবর মঙ্গলবার হইতে ৯ কার্ত্তিক, ১৬ অক্টোবর শনিবার পর্য্যন্ত কলিকাতায় সাদার্ন এভিনিউস্থ Birla Academy of Art and Culture-এ—বিড়লা একাডেমী অব আর্ট এণ্ড কাল্‌চারে পঞ্চদিবসব্যাপী ঐতিহাসিক আধ্যাত্মিক শীর্ষসম্মেলন (Spiritual Summit Conference)—বিশ্বধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান,

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..
Vill..
P. O..
Dist..
Pin..

* * *

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ— শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রিংশ বর্ষ—৭ম সংখ্যা
ভাদ্র, ১৩৯৭

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)

৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১

৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)

৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা

৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১

৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০

১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)

১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)

১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)

১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮

১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)

১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭

১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা

১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)

১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)

২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩০শ বর্ষ

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ভাদ্র ১৩৯৭
২৬ হৃষীকেশ, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ ভাদ্র, শনিবার, ১ সেপ্টেম্বর ১৯৯০

৭ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

কৃষ্ণনগর
২০শে ভাদ্র ১৩২৫, ৬ই সেপ্টেম্বর ১৯১৮

শুভাশিষাং রাশয়ঃ সন্তু বিশেষাঃ—

আপনার ৫ই ভাদ্র তারিখের একখানা স্নেহপূর্ণ পত্র পাইয়া সমাচার জ্ঞাত হইলাম। আমি শ্রীপুরুষোত্তম হইতে কলিকাতা ও কৃষ্ণনগর হইয়া শ্রীমায়াপুরে গিয়াছিলাম। * * "শ্রীসজ্জনতোষণী" পত্রিকা বিশেষ যত্নের সহিত পুনঃ পুনঃ পাঠ করিবেন। পুনঃ পুনঃ পাঠ করিলে বিষয়টী হৃদয়ঙ্গম হইবে। * * বহির্ম্মুখের কথা আর আলোচনা না করাই উচিত। কৃষ্ণনাম করিলে সর্ব্বপ্রকার দুঃসঙ্গ আপনা হইতেই কুজ্ঝটিকার ন্যায় দূরীভূত হইবে। উহারা (দুঃসঙ্গসমূহ)—মায়াবাদী, কর্ম্মী, জ্ঞানী ও অন্যাভিলাষী। দিন দিন মায়াবাদিগণ আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিয়া পরিচয় দিতে আরম্ভ করিল! পূর্ব্বে কতকগুলি মূর্খ ছোটলোক, দুশ্চরিত্র লোক আপনাদিগকে 'বৈষ্ণব' বলিত, এক্ষণে গোটাকতক মায়াবাদী নিজেদের 'বৈষ্ণব' বলিয়া জাহির করিতেছে! শ্রীল স্বরূপগোস্বামীর আজ্ঞানুসারে ঐ সকল মায়াবাদীকে তাড়াইয়া দিয়া নিঃসঙ্গে হরিনাম করিলে গৌরহরি দয়া করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

ভক্তিকুটী, পুরী
২৬শে আষাঢ় ১৩২৫, ১০ই জুলাই ১৯১৮

কল্যাণীয়বরাসু—

কয়েকদিন হইল আপনার পত্র পাইয়াছি। অদ্য শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা হইয়া গেল। সুতরাং এখান হইতে দুইএক দিনের মধ্যেই আমাদের যাওয়া হইবে। অনেক দিন নানাপ্রকার ভক্তের সহিত বাস হইল। সুতরাং সংসারের তুচ্ছত্ব ক্রমশঃই উপলব্ধি হইতেছে। আপনারা সকলে কৃপা করিয়া আমাকে সজ্জন-সঙ্গে ভজনের শক্তি প্রদান করুন এবং নিজে নিজে নিজগৃহে থাকিয়া নির্ব্বিঘ্নে হরিভজন করুন। * * কর্ত্তৃক আপনি নির্য্যাতিত হইতেছেন শুনা যায়। "স্বকর্ম্মফলভুক্ পুমান্"—এই কথা জানিয়া আমরা নিরপেক্ষ থাকি। এবার শ্রীপুরুষোত্তমের নানাস্থান, সাক্ষিগোপাল ও আলালনাথ দর্শন করিয়াছি। পরে রেমুণায় শ্রীগোপীনাথ দর্শন হইয়াছে। আমরা সকলে ভাল আছি। আশা করি, আপনি নিরপরাধে হরিনাম করিতেছেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রো বিজয়তেতমাম্

শ্রীমায়াপুর, শ্রীচৈতন্যমঠ
১৮ই চৈত্র ১৩২৫, ১লা এপ্রিল ১৯১৯

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার বাটী-পেঁছানবার্ত্তা পাইয়াছি। আমি এখনও এখানে আছি। বোধ করি, মেদিনীপুর জেলার ঘাটালের দিকে শ্রীনাম-প্রচারার্থ সত্বরই যাইব। শ্রীযুত কুঞ্জবাবু আপনাদিগকে যত্ন করিয়াছেন জানিয়া সুখী হইলাম। আপনারা সর্ব্বদা ঘরে বসিয়া শ্রীহরিনাম গ্রহণ করুন, তাহাতেই পরম মঙ্গল হইবে। অত্র পত্রে শ্রীমান্ বিনোদবিহারী আমার আশীর্ব্বাদ জানিবে। অবকাশমত 'শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত' ভাল করিয়া তোমার পিশিমাতার নিকট আলোচনা করিবে। 'শ্রীসজ্জনতোষণী' পড়িয়া তাহাতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিবে। এখানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বাটীর নিকট পুষ্করিণীর খনন হইতেছে। তোমাদের দেশে শ্রীকৃষ্ণভক্তির কথা কম হইলেও তোমরা সকলে তাহা আলোচনা করিবে। মধ্যে মধ্যে তোমাদের ভজন-কুশল জানাইবে। 'জৈবধর্ম্ম' ও অন্যান্য গ্রন্থ পড়িবে। * *

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

* * *

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

পঞ্চদশঃ কিরণঃ—ভক্ত্যানুকূল্যবিচারঃ

প্রহলাদো নৃসিংহম্ [৭।৯।১৮]

সোঽহং প্রিয়স্য সুহৃদঃ পরদেবতায়া
লীলাকথাস্তব নৃসিংহ বিরিঞ্চগীতাঃ।
অঞ্জস্তিতর্ম্যনুগৃণন্ গুণবিপ্রমুক্তো
দুর্গাণি তে পদযুগলয়হংসসঙ্গঃ ॥১॥

কৃষ্ণ উদ্ধবম্ [১১।১১।৪৮]
প্রায়েণ ভক্তিযোগেন সৎসঙ্গেন বিনোদ্ধব।
নোপায়ো বিদ্যতে সম্যক্ প্রায়ণং হি সতামহম্ ॥২॥

[১১।১২।১-৭]
ন রোধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম এব চ।
ন সাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো নেষ্টাপূর্ত্তং ন দক্ষিণা ॥৩॥

ব্রতানি যজ্ঞশ্ছন্দাংসি তীর্থানি নিয়মা যমাঃ ।
যথাবরুদ্ধে সৎসঙ্গঃ সর্ব্বসঙ্গাপহো হি মাম্ ॥৪॥

সৎসঙ্গেন হি দৈতেয়া যাতুধানাঃ খগাঃ মৃগাঃ ।
গন্ধর্ব্বাপ্সরসো নাগাঃ সিদ্ধাশ্চারণগুহ্যকাঃ ॥৫॥

বিদ্যাধরা মনুষ্যেষু বৈশ্যাঃ শূদ্রাঃ স্ত্রিয়োঽন্ত্যজা ।
রজস্তমঃ প্রকৃতয়স্তস্মিংস্তস্মিন্ যুগে যুগে ॥ ৬ ॥

বহবো মৎপদং প্রাপ্তাস্ত্বাষ্ট্রকায়াধবাদয়ঃ ।
বৃষপর্ব্বা বলির্বাণো ময়শ্চাথ বিভীষণঃ ॥ ৭ ॥

সুগ্রীবো হনুমানৃক্ষো গজো গৃধ্রো বণিক্পথঃ ।
ব্যাধঃ কুব্জা ব্রজে গোপ্যো যজ্ঞপত্ন্যস্তথাধ্বরে ॥৮॥

তে নাধীতশ্রুতিগণা নোপাসিত-মহত্তমাঃ ।
অব্রতাতপ্ততপসা সৎসঙ্গান্মামুপাগতাঃ ॥ ৯ ॥

কপিলো দেবহূতিম্ [৩।২৩।৫৫]
সঙ্গো যঃ সংসৃতের্হেতুরসৎসু বিহিতোঽধিয়া ।
স এব সাধুষু কৃতো নিঃসঙ্গত্বায় কল্পতে ॥ ১০ ॥

বিদেহো নিমিম্ [১১।২।২৯-৩০
দুর্ল্লভো মানুষো দেহো দেহিনাং ক্ষণভঙ্গুরঃ ।
তত্রাপি দুর্ল্লভং মন্যে বৈকুণ্ঠপ্রিয়দর্শনম্ ॥১১॥

অত আত্যন্তিকং ক্ষেমং
পৃচ্ছামো ভবতোঽনঘা ।
সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি
সৎসঙ্গঃ সেবধির্নৃণাম ॥ ১২ ॥

তেষাং লক্ষণানি । কৃষ্ণ উদ্ধবম্ [১১।১১।২৯-৩১]
কৃপালুরকৃতদ্রোহস্তিতিক্ষুঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ।
সত্যসারোঽনবদ্যাত্মা সমঃ সর্ব্বোপকারকঃ ॥১৩॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

অঙ্গীকৃষ্ণতং সদা ভক্তেরনুকূলং যদেব হি ।
গৌরপাদাশ্রয়াদ্যেন শ্রীবাসং তং নমাম্যহম্ ॥

প্রিয়গণের সুহৃদ্ পরদেবতাস্বরূপ তোমার বিরিঞ্চিগীত লীলাকথা কীর্ত্তন করিতে করিতে নির্গুণ হইয়া দুর্গসকল সহজে উত্তীর্ণ হইব। কেননা ভক্তির পরম অনুকূল স্বরূপ তোমার পাদ-যুগলের হংসগণের সঙ্গই আমার প্রধান আশ্রয় ॥ ১ ॥

হে উদ্ধব ! সৎসঙ্গে যে ভক্তিযোগ তাহা বিনা, সাধুদিগের পরম অয়ন যে আমি, আমাকে পাইবার অন্য উপায় নাই ॥ ২ ॥

অষ্টাঙ্গযোগ, সাংখ্য, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, স্বাধ্যায়, তপ, ত্যাগ, ইষ্টাপূর্ত, দক্ষিণা, ব্রতসমূহ, যজ্ঞ, বেদপাঠ, তীর্থ, নিয়ম ও যম এই সকল আমাকে সেরূপ অবরোধ করিতে পারে না যেরূপ সর্ব্বসন্তাপহারী সৎসঙ্গ আমাকে অবরোধ করে ॥ ৩ ৪ ॥

সৎসঙ্গেই দৈত্যেয়, যাতুধান, খগ, মৃগ, গন্ধর্ব্ব, অপ্সর, নাগ, সিদ্ধ, চারণ, গুহ্যক, বিদ্যাধর, মনুষ্যের মধ্যে বৈশ্য, শূদ্র, স্ত্রী ও অন্ত্যজ (যাহারা স্বভাবতঃ রজস্তম প্রকৃতিক) সেই সেই যুগে আমাকে পাইয়াছিল ॥ ৫-৬ ॥

ত্বাষ্ট্র, কয়াধুপুত্র প্রহলাদাদি, বৃষপর্ব্বা, বলি, বাণ, ময়, বিভীষণ, সুগ্রীব, হনুমান, জাম্বুবান, গজ, গৃধ্র, বণিক, ব্যাধ, কুব্জা, ব্রজে সাধনসিদ্ধ গোপীগণ, যজ্ঞে যজ্ঞপত্নীগণ, অনেকেই আমার পদলাভ করিয়াছিলেন ॥ ৭-৮ ॥

তাহারা শ্রুতি পাঠ করে নাই, বেদশিক্ষক পণ্ডিতদিগকে উপাসনা করে নাই, কোন ব্রতাচরণ করে নাই, কোন তপস্যা করে নাই, কেবল আমার সঙ্গ হইতে আমাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল। আমি সকল সাধুর উপাস্য। আমার সঙ্গই প্রধান সাধুসঙ্গ। সাধুসঙ্গেই তাহারা আমাকে পাইয়াছে ॥ ৯ ॥

অসদ্ব্যক্তি বা বস্তুতে যে সঙ্গ করা যায়, তাহাতে সংসাররূপ বন্ধন ফল হয়, সেই সঙ্গ সাধুব্যক্তি বা বস্তুতে করিলে নিঃসঙ্গত্বরূপ ফলোদয় হয়। বুদ্ধিপূর্ব্বক করিলে ঐসব সঙ্গের ফল অবশ্য হইবে। অজ্ঞানে করিলেও তত্তৎ ফলবীজ উৎপন্ন করে ॥১০॥

দেহীদিগের পক্ষে ক্ষণভঙ্গুর মানুষদেহ দুর্ল্লভ। কিন্তু বৈকুণ্ঠপ্রিয়ব্যক্তির দর্শন তদপেক্ষা দুর্ল্লভ ॥১১॥

হে অমঘ সকল ! আমরা তোমাদের নিকট আত্যন্তিক ক্ষেম কি, তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি। এই সংসারে অর্দ্ধক্ষণ সাধুসঙ্গও মানবদিগের মহামূল্যধন ॥ ১২ ॥

সঙ্গযোগ্য সাধুদিগের লক্ষণ বলিতেছেন। কৃপালু, কাহার প্রতি দ্রোহ করেন না, তিতিক্ষু, সত্যকে সারজ্ঞান করেন, অনিন্দনীয় স্বভাব, সম, সর্ব্বোপকারক, কামের দ্বারা হতবুদ্ধি হন না, ইন্দ্রিয়দমনশীল, সরল,

কামৈরহতধীর্দান্তো মৃদুঃ শুচিরকিঞ্চনঃ ।
অনীহো মিতভুক্ শান্তঃ স্থিরো মচ্ছরণো মুনিঃ । ১৪
অপ্রমত্তো গভীরাত্মা ধৃতিমান্ জিতষড়্গুণঃ ।
অমানীমানদঃ কল্যো মৈত্রঃ কারুণিকঃ কবিঃ ।।১৫

[১১।২৬।২৭]

সন্তোহনপেক্ষা মচ্চিত্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ ।
নির্ম্মমা নিরহঙ্কারা নির্দ্বন্দ্বা নিষ্পরিগ্রহাঃ ।। ১৬ ।।

[১১।২৬।৩৪]

সন্তো দিশন্তি চক্ষূংষি বহিরর্কঃ সমুত্থিতঃ ।
দেবতা বান্ধবাঃ সন্তঃ সন্ত আত্মাহমেব চ ।।১৭।।

যুধিষ্ঠিরো বিদুরম [১।১৩।১০]

ভবদ্বিধা ভাগবতাস্তীর্থভূতাঃ স্বয়ং প্রভো ।
তীর্থীকুর্ব্বন্তি তীর্থানি স্বান্তঃস্থেন গদাভৃতা ।।১৮।।

শৌনকাদয়ঃ সূতম্ [১।১৮।১৩, ৪।৩০।৩৪]

তুলায়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্ ।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ ।।১৯।।

[১।১৯।৩৩]

যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ ।
কিং পুনর্দর্শনস্পর্শপাদশৌচাসনাদিভিঃ ।। ২০ ।।

বিদুরঃ মৈত্রেয়ম্ [৩।৫।৩]

জনস্য কৃষ্ণাদ্বিমুখস্য দৈবা-
দধর্ম্মশীলস্য সুদুঃখিতস্য ।
অনুগ্রহায়েহ চরন্তি নূনং
ভূতানি ভব্যানি জনার্দ্দনস্য ।।২১।।

কপিলঃ দেবহূতিম্ [৩।২৫।২০-২১ ও ২৩-২৪]

প্রসঙ্গমজরং পাশমাত্মনঃ কবয়ো বিদুঃ ।
স এব সাধুষু কৃতো মোক্ষদ্বারমপাবৃতম্ ।।২২।।
তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্ ।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ ।।২৩।।
মদাশ্রয়াঃ কথা মৃষ্টাঃ শৃণ্বন্তি কথয়ন্তি চ ।
তপন্তি বিবিধাস্তাপা নৈতান্মদ্গতচেতসঃ ।।২৪।।
ত এতে সাধবঃ সাধ্বি সর্ব্বসঙ্গবিবর্জিতাঃ ।
সঙ্গস্তেষ্বথ তে প্রার্থ্যঃ সঙ্গদোষহরা হি তে ।।২৫।।

অন্তর বাহিরে শুদ্ধ, অকিঞ্চন, জড়োন্নতিতে প্রয়াসশূন্য, পরিমিতাহারী, মনকে বশ করেন, ধীর, ভগবানে শরণাপন্ন, অযথা বাক্যব্যয়রহিত, অপ্রমত্ত, গভীরচিত্ত, ধৈর্য্যশীল, ষড়্গুণের অবশীভূত, অমানী, সম্মানকারক, বিচার-কুশল, মৈত্র, কারুণিক ও কবি। ইহার মধ্যে শরণাপত্তিই স্বরূপলক্ষণ আর সকল তটস্থ লক্ষণ ।। ১৩-১৫ ।।

সাধুগণ নিরপেক্ষ, ভগবৎচিত্ত, প্রশান্ত, সমদর্শী, মমতাশূন্য, জড়সত্তায় অহঙ্কার-রহিত, শীতোষ্ণ-সুখ-দুঃখে নির্দ্বন্দ্ব, কাহারও কিছুতে লোভ করেন না ।। ১৬ ।।

সাধুগণ অন্তর্হৃদয়ে চক্ষুদান করেন। সূর্য্য সমুত্থিত হইয়া বাহিরের আলোক দিয়া থাকেন। সাধুগণই দেবতা, বান্ধব, আত্মা এবং আমার নিজ জন ।। ১৭ ।।

আপনার ন্যায় বৈষ্ণবগণ স্বয়ং তীর্থভূত। তাঁহারা তীর্থসকলকে পবিত্র করেন, কেননা তাঁহাদের হৃদয়ে কৃষ্ণ বর্ত্তমান ।। ১৮ ।।

স্বর্গ বা অপুনর্ভবকে আমি কিছুমাত্র বৈষ্ণবসঙ্গের সহিত তুলনা করি না। বৈষ্ণবসঙ্গের তুল্য মর্ত্ত্যদিগের পক্ষে আর অধিক লাভ নাই ।। ১৯ ।।

যাঁহাদের স্মরণে গৃহসকল সদ্য শুদ্ধ হয়, তাঁহাদের দর্শন, স্পর্শন, পাদশৌচজলপান দ্বারা এবং আদর করিয়া বসাইলে যে কি হয়, তাহা বলা যায় না ।।২০

দৈবাৎ কৃষ্ণবিমুখ অধর্ম্মশীল ও সুদুঃখিত ব্যক্তিদিগকে অনুগ্রহ করিবার জন্য কৃষ্ণভক্তগণ স্থানে স্থানে বিচরণ করেন ।। ২১ ।।

কবিসকল বলেন, যে যে প্রসঙ্গ আত্মার বন্ধনকারী পাশস্বরূপ, তাহাই আবার নিষ্কপট সাধুজনে করিতে পারিলে মোক্ষদ্বার অপাবৃত হয় ।। ২২ ।।

তিতিক্ষাযুক্ত, কারুণিক, সর্ব্বদেহীর সুহৃৎ, অজাতশত্রু, শান্ত, সাধুগণ সাধুভূষণ ।। ২৩ ।।

ভক্তগণ মদ্গতচিত্ত, সুতরাং কষ্টাভ্যাস বহুপ্রকার করেন না। সহজে মদাশ্রয় কথাদ্বারা মার্জ্জিতমনে পরস্পর হরিকথা বলেন ও শ্রবণ করেন ।।২৪।।

হে সাধ্বি ! সর্ব্বসঙ্গবিবর্জিত সাধুগণ সঙ্গদোষ নাশ করেন। তুমি তাঁহাদের সঙ্গ প্রার্থনা কর ।।২৫।।

(ক্রমশঃ)

* * *

শ্রীবলদেব-কৃপায়ই কৃষ্ণকৃপা লাভ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

‘বর্ত্তমান’ নামক ১৫ই জুন তারিখের সংবাদপত্রে প্রকাশ—পুরী শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের পশ্চিম দ্বারের খিলান জুড়িয়া ১৭৫ ফুট উপরে যে পাথরখানি লাগান’ ছিল, তাহা গত ১৪ই জুন (১৯৯০) মাটিতে খসিয়া পড়িয়াছে। সকাল পৌনে বারটা নাগাদ মুষলধারে বারিবর্ষণ হইতেছিল, এই সময়ে প্রায় ছয়টন ওজনের ঐ পাথরের চাঙ্গড়াটি খসিয়া পড়ে। প্রবল বারিপাতের জন্য লোকজন মন্দিরমধ্যে আশ্রয় লইয়াছিল, করুণাময় শ্রীজগন্নাথদেবের অপার করুণায় উক্ত ঘটনাস্থলে সে সময়ে কোন লোকচলাচল ছিল না, তাই কোন হতাহতের দুর্ঘটনা ঘটে নাই। শুনা যায়—বর্ত্তমান মন্দিরটি প্রায় আটশত বৎসরের পুরাতন মন্দির। ইহার সম্পূর্ণ সংস্কৃতি অবিলম্বেই অনিবার্য্যরূপে প্রয়োজন হইয়া পড়িয়াছে।

উক্ত ঘটনার দশদিবস পরে গত ২৪শে জুন (১৯৯০) রথযাত্রাদিবস আবার আর একটি বেদনাদায়ক ঘটনা সংঘটিত হয়। শ্রীপুরীধামে শ্রীশ্রীবলরামের রথের পাঁচখানি চাকা ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় ঐদিন আর রথ টানাই হয় নাই। লক্ষ লক্ষ যাত্রীকে নিরাশ হৃদয়ে অত্যন্ত দুঃখের সহিত প্রত্যাবৃত্ত হইতে হইয়াছে। পরদিন ২৫শে জুন বেলা ১২টায় রথটানা আরম্ভ হয়। অবশ্য অদ্য শ্রীবলরাম, সুভদ্রা ও জগন্নাথ নির্ব্বিঘ্নে গুণ্ডিচামন্দিরে পৌঁছিয়াছেন। আমরা কলিকাতায় আসিয়া শুনিলাম—এখানেও ইস্কনের বলরামরথের চাকা ভাঙ্গিয়াছে, তবে দেশপ্রিয় পার্কের নিকটবর্ত্তী স্থানে। রথযাত্রা নির্ব্বিঘ্নেই সুসম্পন্ন হইয়াছে। কাহারও কোন অসুবিধা হয় নাই।

মাহেশের রথটিও বহু পুরাতন। শুনা যায়—তথায়ও রথচক্র ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল। শ্যামবাজারের কৃষ্ণচন্দ্র বসু বাংলা ১২৯২ সালে এই লোহার রথটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। বর্ত্তমানে উহা অত্যন্ত জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। মাহেশের শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দিরটির অবস্থাও তদ্রূপ। শুনা যায়, পাথুরিয়াঘাটার নিমাই চাঁদ মল্লিক ২৭৫ বৎসর পূর্ব্বে এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিত আছে—

“কমলাকর পিপ্পলাই—অলৌকিক রীত।
অলৌকিক প্রেম তাঁর ভুবনে বিদিত॥”

—চৈঃ চঃ আ ১১।২৪

শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—“কমলাকর পিপ্পলাইর বংশীয়গণ মাহেশের শ্রীজগন্নাথদেবের সেবক।”

উক্ত পয়ারের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ-লিখিত ‘অনুভাষ্যে’ পাই —

“শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই ব্রজের দ্বাদশগোপালের অন্যতম—‘মহাবল’ সখা। শ্রীগৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিখিত আছে—

“কমলাকরঃ ‘পিপ্পলাই’-নাম্নাসীদ্ যো মহাবলঃ।”

—গৌঃ গঃ ১২৮ শ্লোক

ইঁহারই প্রতিষ্ঠিত মাহেশের শ্রীজগন্নাথ বিগ্রহ। মাহেশস্থিত শ্রীজগন্নাথদেবের মন্দির ই-আই-আর লাইনে শ্রীরামপুর ষ্টেশন হইতে প্রায় ২।। মাইল হইবে। কমলাকরের পুত্রের নাম চতুর্ভুজ ; চতুর্ভুজের দুই পুত্র ঃ—নারায়ণ ও জগন্নাথ। নারায়ণের পুত্র জগদানন্দ, তাঁহার পুত্র রাজীবলোচন। তাঁহার সময়ে জগন্নাথদেবের সেবায় অর্থকৃচ্ছ্রতা হয়। ঢাকার নবাব ওয়ালিশ. সা (সুজা ?) ১০৬০ সালে জগন্নাথদেবকে ১১৮৫ বিঘা জমি প্রদান করেন। মাহেশের দেড়ক্রোশ পশ্চিমে জগন্নাথপুর গ্রামে ঐ জমি আছে। জগন্নাথদেবের নাম হইতেই ঐ মৌজার নাম জগন্নাথপুর হইয়াছে। (শুনা যায়, বাংলাদেশ হইতে আগত উদ্বাস্তুরা সে সব জমি দখল করিয়া লইয়াছে।)

প্রবাদ আছে,—কমলাকরের কনিষ্ঠ ভ্রাতা নিধিপতি পিপ্পলাই জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে অনুসন্ধান করিতে করিতে মাহেশে আসিয়া কমলাকরকে দেখিতে পাইলেন। তিনি কোনপ্রকারেই তাঁহাকে দেশে ফিরাইয়া নিতে সমর্থ না হইয়া অবশেষে নিজপরিবার ও ভ্রাতৃপরিবারবর্গের সহিত মাহেশে আসিয়া বাস করিতে

লাগিলেন। এখনও মাহেশ গ্রামে কমলাকর পিপ্পলাইর বংশীয় শ্রীযুক্ত প্রসাদদাস অধিকারী প্রভৃতি প্রায় বিশঘর দ্বিজ বাস করিতেছেন।

কিংবদন্তী এই যে—ধ্রুবানন্দ নামে জনৈক উদাসীন বৈষ্ণব পুরুষোত্তমক্ষেত্রে গিয়া নিজহস্তে পাক করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবকে ভোগ দিবার প্রবল ইচ্ছা করায় রাত্রে স্বপ্নে দেখিলেন যে, শ্রীজগন্নাথদেব তাঁহার নিকট আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে গঙ্গাতীরে মাহেশ গ্রামে গিয়া শ্রীজগন্নাথ প্রতিষ্ঠাপনান্তর তাঁহাকে নিত্য নিজহস্তে ভোগ প্রদানপূর্ব্বক মনস্কাম পূর্ণ করিতে বলিলেন। ধ্রুবানন্দ মাহেশে উপস্থিত হইয়া গঙ্গাজলে শ্রীজগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রা দেবী ভাসিতেছেন দেখিতে পাইয়া শ্রীবিগ্রহত্রয়কে জল হইতে উত্তোলন পূর্ব্বক গঙ্গাতীরে কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতে লাগিলেন। তাঁহার অপ্রকটকালে কোন্ ব্যক্তি শ্রীজগন্নাথের উপযুক্ত সেবক হইবেন, এই চিন্তা তাঁহার হৃদয় অধিকার করায় তিনি স্বপ্নে শ্রীজগন্নাথদেবের আদেশ প্রাপ্ত হইলেন যে, সুন্দরবনের নিকট 'খালিকুলি' গ্রামনিবাসী শ্রীকমলাকর পিপ্পলাই নামক শ্রীজগন্নাথদেবের একজন পরমভক্ত বৈষ্ণবশিরোমণি পরদিবস প্রাতে মাহেশে আগমন করিলে তাঁহাকে যেন সেবাভার দেওয়া হয়। ধ্রুবানন্দ পরদিবস প্রাতে কমলাকরের সাক্ষাৎকার পাইয়া শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাভার (তাঁহাকে) প্রদান করিলেন। কমলাকর শ্রীজগন্নাথদেবের সেবার অধিকার লাভ করিবার পর 'অধিকারী' উপাধি লাভ করিয়া আসিতেছেন। রাঢ়ীয় শ্রেণীর শৌক্রব্রাহ্মণগণের পঞ্চান্ন (ছাপ্পান্ন ?) প্রকার গ্রামীর মধ্যে 'পিপ্পলাই' অন্যতম।"

শ্রীপুরীধামের রথের পরেই বঙ্গদেশে মাহেশের রথের প্রসিদ্ধি ছিল। খুব বড় মেলা হইত ও দেশ বিদেশ হইতে বহু যাত্রিসমাগম হইত, কিন্তু এক্ষণে কালপ্রভাবে রথযাত্রার সে প্রকার সমারোহ অনেক কমিয়া গিয়াছে। পুরীতে যেমন তিনখানি রথ, মাহেশে রথ একখানি হইলেও তাহা বেশ সুন্দরদর্শন ছিল, কিন্তু এক্ষণে মন্দির ও রথ উভয়ই জীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং জীর্ণোদ্ধারকৃত্য অবিলম্বে অত্যাবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে। ভারতের প্রাচীন কীর্ত্তিগুলি সংরক্ষণের জন্য আমরা সহৃদয় সরকার বাহাদুর ও ধনাঢ্য ধর্ম্মপ্রাণ সজ্জনগণের কৃপাদৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

সাত্বতস্মৃতিগ্রন্থরাজ শ্রীহরিভক্তিবিলাসের ২০শ বিলাসের শেষাংশে যে কএকটি প্রামাণিক শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করতঃ 'জীর্ণোদ্ধার'-মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, সেই সমস্ত বাক্য বঙ্গানুবাদসহ নিম্নে উদ্ধৃত হইল ঃ—

(১) বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে তৃতীয় কাণ্ডে লিখিত আছে যে—

"যস্য রাজ্ঞস্তু বিষয়ে দেববেশ্ম বিশীর্য্যতে।
তস্য সীদতি তদ্‌রাজ্যং দেববেশ্ম যথাতথা ॥
কৃত্বা শীর্ণস্য সংস্কারং তথা দেবেশ-বেশ্মনি।
দ্বিগুণং ফলমাপ্নোতি নাত্র কার্য্যা বিচারণা ॥"

অর্থাৎ 'যে নৃপতির রাজ্যে দেবালয় অবশীর্ণ হয়, তাঁহার রাজ্যও সেইরূপ অবশীর্ণ হইয়া থাকে। দেবমন্দিরের জীর্ণ সংস্কার করিলে দ্বিগুণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়, সন্দেহ নাই।"

(২) 'বিষ্ণুরহস্যে' লিখিত আছে যে—

"পতিতস্য চ যঃ কর্ত্তা পতমানস্য রক্ষিতা।
বিষ্ণোরায়তনস্যেহ স নরো বিষ্ণুলোকভাক্ ॥"

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি পতিত দেবালয় পুনর্নির্ম্মাণ করেন এবং পতনোন্মুখ মন্দিরের রক্ষা বিধান করেন, তাঁহার হরিধাম লাভ হইয়া থাকে।"

(৩) অগ্নিপুরাণে লিখিত আছে,—

"পতিতং পতমানন্তু তথার্দ্ধস্ফুটিতং নরঃ।
সমুদ্ধৃত্য হরের্ধাম দ্বিগুণং ফলমাপ্নুয়াৎ ॥"

অর্থাৎ "যে হরিমন্দির পতিত বা পতনোন্মুখ বা অর্দ্ধস্ফুটিত, তাহার উদ্ধার করিলে দ্বিগুণ ফল লাভ করিতে পারে।"

(৪) 'দেবীপুরাণে' লিখিত আছে যে—

"মূলাচ্ছতগুণং পুণ্যং প্রাপ্নুয়াজ্জীর্ণকারকঃ।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন জীর্ণস্যোদ্ধারমাচরেৎ ॥"

অর্থাৎ "প্রথম নির্ম্মাণকর্ত্তা অপেক্ষা জীর্ণ সংস্কারকের শতগুণ পুণ্য লাভ হয়, সুতরাং সর্ব্বদা যত্নবান্ হইয়া জীর্ণোদ্ধার করিবে।"

(৫) 'হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে' লিখিত আছে যে—

"বাপীকূপতড়াগানাং সুরধাম্নাং তথানঘ।

প্রতিমানাং সভানাঞ্চ সংস্কর্ত্তা যো নরো ভুবি ।
পুণ্যং শতগুণং তস্য ভবেন্মূলান্ন সংশয়ঃ ॥"

অর্থাৎ "হে নিষ্কলুষ (অনঘ), ভূমণ্ডলে যিনি বাপী, কূপ, তড়াগ, দেবমন্দির, প্রতিমা ও সভার সংস্কার করেন, প্রথম স্থাপনকর্ত্তা অপেক্ষা তাঁহার শতগুণ পুণ্য লাভ হয়, সন্দেহ নাই ।"

'কৃষ্ণের দ্বিতীয় দেহ প্রভু বলরাম', এই বলরামই মূলসঙ্কর্ষণ, ইনিই দ্বারকায় আদি চতুর্ব্যূহে সঙ্কর্ষণ-রূপে বিরাজিত, ইঁহারই দ্বিতীয় স্বরূপ মহাবৈকুণ্ঠে 'মহাসঙ্কর্ষণ' রূপে অবস্থিত ; তাঁহার অংশ প্রথম পুরুষাবতার কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, ইঁহার অংশ দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ী মহাবিষ্ণু এবং ইঁহারই অংশ তৃতীয় পুরুষাবতার ক্ষীরোদকশায়ী মহাবিষ্ণু । এই ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণুই ভূধারী শেষ রূপে তাঁহার সহস্রফণার একটি ফণায় পঞ্চাশৎ কোটিযোজন-পরিমিত এই পৃথিবীকে একটি সর্ষপ আকারে অনায়াসে ধারণ করিয়া থাকেন । আবার এই ক্ষীরোদকশায়ী মহাবিষ্ণুই ভক্ত-অবতার 'অনন্ত' বা শেষরূপে অনন্তবদনে নিরন্তর কৃষ্ণগুণ গান করিয়া অন্ত পান না, সনকাদি ইঁহারই মুখে ভাগবত শ্রবণ করেন, ইনিই মহাপ্রেমানন্দে শ্রীভগবানের গুণগাথা কীর্ত্তন করেন, ইনিই ছত্র, পাদুকা, শয্যা, উপাধান, বসন, আরাম, আবাস, যজ্ঞসূত্র, সিংহাসন ইত্যাদি অনন্তদেহে কৃষ্ণের সেবা করিয়া অন্ত পান না— "কৃষ্ণের 'শেষতা' পাঞা 'শেষ' নাম ভরে"। 'শেষতা' শব্দের অর্থ—'চরমদাস্য' (অঃ প্রঃ ভাঃ চৈঃ চঃ আ ৫।১২৫ দ্রষ্টব্য)। কৃষ্ণের মন্দির, রথ, রথরজ্জু - চিন্ময় কৃষ্ণের চিন্ময়ী সেবার যাবতীয় চিদুপকরণ, চিন্ময়ী লীলার যাবতীয় লীলোপকরণরূপে শেষরূপী বিষ্ণুই কৃষ্ণের সেবা করেন । লঘুভাগবতামৃতের ১৯ সংখ্যার টীকায় শ্রীবলদেব বিদ্যাভূষণ প্রভু ব্যাখ্যা করিতেছেন—

"শার্ঙ্গিণঃ শয্যারূপস্তদাধারশক্তিঃ শেষঃ—ঈশ্বর-কোটিঃ, ভূধারী তু তদাবিষ্টো জীবঃ" অর্থাৎ শার্ঙ্গ-ধনুর্ধারী বিষ্ণুর শয্যারূপ আধারশক্তি শেষ—ঈশ্বর-কোটি এবং ভূধারী শেষ—শক্ত্যাবিষ্ট জীবকোটির অন্তর্গত । এমন কি শ্রীভগবানের বিগ্রহ পর্য্যন্ত সাক্ষাৎ শ্রীবলদেব ।

সুতরাং শ্রীভগবানের মন্দির, রথ, শ্রীবিগ্রহ প্রভৃতির সেবাবিমুখ হইলে শ্রীবলদেব রুষ্ট হন । তাঁহার কৃপাবঞ্চিত হইলে কৃষ্ণকৃপা হইতেও বঞ্চিত হইতে হয়—সাধনভজন—সমস্তই নিরর্থক হইয়া পড়ে । শ্রীবলদেবই সমগ্র জীবতত্ত্বের মূল মালিক । শ্রীবলদেব-প্রকটিত জীবসমূহ শ্রীভগবানের বহিরঙ্গা মায়ামোহমুক্ত থাকিয়া কৃষ্ণের নিত্যপার্ষদরূপে তাঁহার নিত্য সেবানন্দে নিরন্তর বিভোর হইয়া থাকেন । সেই বলদেবের অংশাংশ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুর দূর হইতে মায়া—প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণ হইতে প্রকটিত—প্রকৃতি-গর্ভজাত জীবই মায়াকবলিত হইয়া ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরেন । বহুজন্ম এই প্রকার দুঃখ ভোগ করিতে করিতে কোন না কোন ভক্ত্যুন্মুখী সুকৃতিফলে শ্রীবলদেব-প্রকাশস্বরূপ শুদ্ধ-ভক্ত সাধুর চরণাশ্রয়ের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া জীব ক্রমশঃ সম্বন্ধাভিধেয় প্রয়োজনজ্ঞানে সমৃদ্ধ হন ।

অপ্রাকৃতরসময়—আনন্দময় ভগবান্ প্রতি জীব-হৃদয়েই অন্তর্যামী পরমাত্মরূপে অবস্থান করিতেছেন, তাঁহার অনুসন্ধান ও অনুভূতি রহিত হইয়া আমরা আমাদের জীবনের প্রকৃত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিতেছি না, তাই এই মহাদুঃখময় সংসার-সমুদ্রে হাবুডুবু খাইয়া মরিতেছি । আমাদের কোন প্রকৃত দরদী বান্ধব আমাদিগকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের কথা শুনাইতে আসিলে আমরা তাহাতে কর্ণপাতই করিতে চাহিতেছি না ।

"বিষয়-অনলে জ্বলিছে হৃদয় অনলে বাড়ে অনল ।
সাধুসঙ্গ করি' হরিভজে যদি অনলে পড়ে ও জল ॥"

এই মহাজন-বাক্যে কর্ণপাত করিবার সৌভাগ্য উদিত হইলে জীব প্রকৃত সাধুসঙ্গ পাইবার জন্য ব্যাকুল হন । যদি সত্যসত্যই নিষ্কপট ব্যাকুলতা জাগে, তাহা হইলে অন্তর্যামী করুণাময় শ্রীহরি তাঁহাকে অবশ্যই শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ মিলাইয়া দিবেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহই নাই । সুখশান্তি ব্যতীত অসুখ অশান্তি কেহই চাহেন না । কিন্তু প্রকৃত নিত্যসুখ নিত্য আনন্দ কোথায়, এই বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু হওয়াই প্রকৃত বুদ্ধিমত্তার পরিচয় । তাই মহাজনোক্তি—
"অতএব মায়ামোহ ছাড়ি' বুদ্ধিমান্ । নিত্যতত্ত্ব কৃষ্ণভক্তি করুন সন্ধান ॥"

এবার শ্রীজগন্নাথ মন্দিরের ছাদের খিলান খসিয়া পড়িল, শ্রীবলদেবের রথের চাকা ভাঙ্গিয়া গেল, রথ চলিল না—ইত্যাদি প্রসঙ্গ লইয়া নানাজনে নানাপ্রকার সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন—ইহাতে আমাদের বক্তব্য এই যে, শ্রীজগন্নাথ সর্ব্ব জগতের নাথ— সর্ব্বজীবের প্রাণের প্রাণ, তাঁহার সেবায় কোন ত্রুটী-বিচ্যুতি হইলে কেবল মন্দিরের মুষ্টিমেয় সেবকগণের উপর দোষ চাপাইয়া নিজদিগকে দোষমুক্ত ভালমানুষ সাধু সাজাইলে চলিবে না। 'ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা"। ভক্তিতে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥ যেই ভজে সেই বড় অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাই জাতিকুলাদি বিচার॥" সুতরাং জাতিকুলবিদ্যাধনাদি বা দেশকালনির্ব্বিশেষে শ্রীভগবান্ যখন সকলকেই তাঁহার সেবাধিকার প্রদান করিয়াছেন, বিশেষতঃ শ্রীভগবানের নামসংকীর্ত্তনে যখন সকলেরই অধিকার আছে, তখন জগদ্‌বাসী আমরা যে যেখানে থাকিনা কেন, সকল স্থান হইতেই শ্রীভগবানের সেবা করিতে পারি, ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার শরণাগত ভক্তমাত্রেরই সেবা অবশ্যই স্বীকার করিয়া আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইবেন, আমাদিগকে তাঁহার ভক্তিবিঘাতক সকল বিপদ্—সকল বাধাবিঘ্ন হইতে রক্ষা করিবেন। সকল জীবের প্রভু শ্রীবলদেব শ্রীজগন্নাথের দ্বিতীয়-বিগ্রহস্বরূপ, তিনি প্রসন্ন হইয়া জীবকে শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী পরমমঙ্গলময়ী শ্রীসুভদ্রাদেবীর কৃপাকটাক্ষভাজন করিয়া শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের সেবাধিকার প্রদান করিবেন। "প্রীয়তাং পুণ্ডরীকাক্ষঃ সর্ব্বযজ্ঞেশ্বরোহরিঃ। তস্মিংস্তুষ্টে জগত্তুষ্টং প্রীণিতে প্রীণিতং জগৎ॥" জগতের একজন ভক্তও যদি প্রাণ ভরিয়া জগন্নাথদেবের তুষ্টি বিধানরূপ সেবা করিতে পারেন, তাহা হইলে সমগ্র জীবজগতের পক্ষ হইতে তাঁহার ন্যায় ভক্তের কাতর প্রার্থনায় জগন্নাথ অবশ্যই আমাদের ন্যায় দীনহীন অভাগার প্রতি কৃপাদৃষ্টিপাত করিবেন।

পুরীমন্দিরের দুর্ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের অপূর্ব্ব কৃপা-নিদর্শন

আমরা গত ১৫ই জুন (১৯৯০) তারিখের 'বর্ত্তমান' নামক সংবাদপত্রে পুরী ১৪ই জুন (পি-টি-আই)-প্রেরিত সংবাদে 'পুরীর মন্দির থেকে খ'সে প'ড়লো বিশাল পাথর' শীর্ষক একটি রোমাঞ্চকর সংবাদ পাঠ করিয়া খুবই চিন্তিত ও শঙ্কিত হইলাম। উক্ত সংবাদে প্রকাশ—১৪ই জুন সকাল পৌনে বারটা নাগাদ মুষলধারে বৃষ্টি পড়িতেছিল। অনেকে সে সময়ে মন্দিরের ভিতরে আশ্রয় লইয়াছিলেন। এমন সময়ে ঐ বৃষ্টির মধ্যেই এক ভীষণ শব্দ করিয়া প্রায় ছয়টন ওজনের একটি পাথরের চাঙ্গড়া খসিয়া পড়ে। মন্দিরের পশ্চিম দ্বারের খিলান জুড়িয়া ১৭৫ ফুট উচ্চে ঐ পাথরটি লাগানো ছিল। যেখানে ঐ চাঙ্গড়াটি খসিয়া পড়িয়াছিল, শ্রীনৃসিংহদেবের কক্ষে যাইবার জন্য সেখান হইতেই দর্শনার্থি যাত্রিগণকে দ্বার অতিক্রম করিতে হইত। শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের অপার করুণা, তিনিই ভক্তিবিঘ্নবিনাশন নৃসিংহরূপ ধারণ করিয়া চাঙ্গড়াটি খসিয়া পড়িবার সময় সেইস্থানে ও সেইকালে কোনও যাত্রীকে সে স্থান দিয়া আসিতে দেন নাই। প্রবল বারিবর্ষণের ছল করিয়া কাহাকেও ঘটনাস্থলের আশেপাশেও যাইতে দেন নাই। 'রাখে হরি মারে কে, আর মারে হরি রাখে কে?' মহাজন-বাক্যও এই—"তব পাদপদ্ম নাথ রক্ষিবে আমারে। আর রক্ষা-কর্ত্তা নাহি এ ভবসংসারে॥" প্রবল বেগে বারিবর্ষণ না হইলে অল্পবৃষ্টিকে গ্রাহ্য না করিয়া হয়ত অনেকেই সেই পথে যাতায়াত করিতে ছাড়িতেন না। তাহা হইলে যে কি ভয়াবহ দুর্ঘটনা ঘটিত, তাহা কল্পনায়ও আনা যায় না। অনন্ত-কল্যাণগুণবারিধি ভগবান্ যে কতভাবে আমাদিগের উপর কৃপাদৃষ্টি দিতেছেন, তাহা আমরা ধারণায়ও আনিতে পারি না।

শুনা গেল ঐ পাথরের চাঙ্গড়াকে যে সমস্ত লোহার শিক আটকাইয়া রাখিয়াছিল, তাহাতে মরচে ধরিয়া যাওয়ায় ঐগুলি কমজোর হইয়া গিয়াছিল। যাহা হউক শ্রীজগন্নাথ এই দুর্ঘটনাদ্বারা আমাদের সকলকেই বিশেষ সতর্ক করিয়া দিলেন। শ্রীমন্দিরের সেবকসংঘ খুবই তৎপর হইয়াছেন। ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনা নিবারণের জন্য বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করিতেছেন। মন্দিরের অংশবিশেষ খসিয়া পড়ায় ভবিষ্যৎ দুর্ঘটনার আশঙ্কায় সকলেই অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন।

যেখানে পাথরটি খসিয়া পড়িয়াছে, সে স্থানটি পুলিশ-কর্ত্তৃপক্ষ ঘিরিয়া রাখার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই পথে কাহাকেও যাতায়াত করিতে দেওয়া হইতেছে না।

পুরীধামে শ্রীজগন্নাথদেবের এই বিশাল মন্দিরটি দ্বাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত বলিয়া প্রচারিত হইলেও ইহাতে অনেক রহস্য আছে। সত্যযুগে মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্নের নিকট নীলাদ্রিস্থ শ্রীনীলমাধব দারুব্রহ্ম-(শ্রীজগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রা ও সুদর্শনচক্র) রূপে আত্মপ্রকাশ করিলে তাঁহারই প্রত্যাদেশে তৎকালে মহারাজ যে মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, সেই মন্দিরেরই কত সংস্কার—কত পরিবর্ত্তন ও কত পরিবর্দ্ধন অদ্যাবধি হইয়াছে ও হইতেছে, তাহার ইয়ত্তা নাই।

ঋগ্বেদে শ্রীজগন্নাথদেবের এইরূপ কথা পাওয়া যায়—

"অদো যদ্ দারুঃ প্লবতে সিন্ধোঃ পারে তদ-পুরুষং তদারভস্ব দুর্হণ তেন গচ্ছ পরস্তরম্ ॥"
(উহার সায়ন-ভাষ্য দ্রষ্টব্য।)

অর্থাৎ ঐ বিপ্রকৃষ্টদেশে—দূরবর্ত্তী স্থানে সিন্ধু-তীরে দারুব্রহ্মরূপে বিরাজমান্ ভগবান্ কোন পুরুষ-রচিত নহেন, হে জীব তাঁহার উপাসনা কর, সেই উপাসনা বা আরাধনা-প্রভাবে তুমি পরস্তর গোলোক বৈকুণ্ঠ লাভ করিতে পারিবে।

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রী-রাধাভাব-কান্তিসুবলিত শ্রীশচীনন্দন গৌরসুন্দরের বিপ্রলম্ভরসাস্বাদনক্ষেত্র এই শ্রীক্ষেত্র শ্রীজগন্নাথধামের সহিত অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীনীলাদ্রিনাথ জগন্নাথদেবকে সাক্ষাৎ ব্রজেন্দ্রনন্দন মদনমোহন রূপে দর্শন করিতেন। নীলাম্বুধিকে নীল যমুনাজল, চটকপর্ব্বতকে সাক্ষাৎ গিরিরাজ গোবর্দ্ধন দর্শনে যেখানে কৃষ্ণবিরহকাতরা রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া মহাপ্রভু "কাঁহা কৃষ্ণ প্রাণনাথ মুরলীবদন। কাঁহা যাঁউ কাঁহা পাঁউ ব্রজেন্দ্রনন্দন ॥ কাহারে কহিব ব্যথা কেবা জানে দুঃখ। ব্রজেন্দ্রনন্দন বিনু ফাটে মোর বুক ॥" ইত্যাদি বলিয়া ছুটিয়াছেন, চোখের জলে বুক ভাসিয়া গিয়াছে, যেখানে রথযাত্রাকালে শ্রীজগন্নাথদেবকে কুরুক্ষেত্ররূপ নীলাচলক্ষেত্রে সুন্দরাচল—গুণ্ডিচামন্দিররূপ বৃন্দাবনে লইয়া যাইবার স্মৃতিতে বিভোর হইয়া "কৃষ্ণ লইয়া ব্রজে যাই—এ ভাব অন্তরে পোষণ করতঃ মহাপ্রভু দিব্যভাবে রথাগ্রে নৃত্য করিতে করিতে চলিয়াছেন, সেই ভাবের অভিব্যক্তি স্থান শ্রীপুরীধামে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের স্বাভাবিকী প্রীতি বিরাজমানা।

বিশেষতঃ যে পুরুষোত্তমধামে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর পঞ্চবর্ষাধিককাল শ্রীশ্রীজগন্নাথ মন্দির-সান্নিধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক নানাভাবে শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে সপরিকর শ্রীজগন্নাথদেবের সেবাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন—শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ প্রাঙ্গণে 'ভক্তিমণ্ডপ' স্থাপন করিয়া শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-ভাগবতাদি ভক্তিশাস্ত্রের ভক্তিরসামৃত আস্বাদন করিয়াছেন ও করাইয়াছেন, শ্রীজগন্নাথ বল্লভ-উদ্যানেও 'ভাগবতসংসদ' স্থাপনপূর্ব্বক তথায় ভাগবতামৃত আস্বাদন করিয়াছেন ও করাইয়াছেন, সেই শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের শুদ্ধহরিকীর্ত্তন-মুখরিত গৃহেই আমাদের পরমারাধ্য শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম প্রকট-লীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক এখানে শুদ্ধ ভক্তিবিনোদধারা প্রবাহিত করিয়া তাহাতে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জগতের বহু ভাগ্যবান্ জীবকে অবগাহন করিবার সৌভাগ্য প্রদান করিয়াছেন। শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের প্রিয়তম নিজজন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের প্রতিষ্ঠাতা নিত্য-লীলাপ্রবিষ্ট ত্রিদণ্ডিগোস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব মহারাজ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদের সেই পরমপবিত্র আবির্ভাবস্থান প্রাণপণ যত্নে উদ্ধার করতঃ সেখানে অভ্রভেদী সুরম্য মন্দির, নাট্যমন্দির, তোরণ ও সেবকখণ্ড সম্বলিত বিশাল মঠ স্থাপন করতঃ সারস্বতগৌড়ীয়

বৈষ্ণবগণের চিরস্মরণীয় হইয়াছেন। এজন্য শ্রীপুরুষোত্তমধামকে আমরা সাক্ষাৎ শ্রীব্রজধাম ও তদভিন্ন শ্রীগৌরধামাভিন্ন মহাতীর্থ বলিয়া বিচার করিয়া থাকি। শ্রীমন্মহাপ্রভু ৪৮ বৎসরকাল প্রকটলীলার প্রথম ২৪ বৎসরকাল শ্রীগৌড়মণ্ডলে এবং শেষ ২৪ বৎসরকাল শ্রীক্ষেত্রমণ্ডলে অবস্থানের লীলা করিয়াছেন। অবশ্য এই শেষলীলার ৬ বৎসরকাল তীর্থভ্রমণে এবং ৬ বৎসরকাল শ্রীক্ষেত্রে ভক্তসম্মেলনে ও রথাগ্রে নর্ত্তনকীর্ত্তনাদিতে এবং দ্বাদশ বৎসরকাল একাদিক্রমে গম্ভীরায় শ্রীরাধাভাবে বিভাবিত মহাভাবে দিব্যোন্মাদ-লীলায় অবস্থান করিয়া শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর সেবিত শ্রীগোপীনাথে আত্মসঙ্গোপন লীলা করিয়াছেন। এজন্য শ্রীপুরুষোত্তমধামের সহিত সারস্বতগৌড়ীয় বৈষ্ণবগণের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। এ স্থান সর্ব্বদাই তাঁহাদের বিপ্রলম্ভরসোদ্দীপক ভজনস্থলী। পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদও তাঁহার প্রকটলীলাকালে এস্থানের প্রতি বিশেষ অনুরাগ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ভজনস্থলী শ্রীটোটা গোপীনাথ মন্দিরের সন্নিকটস্থ চটক-পর্ব্বতে শ্রীল প্রভুপাদ শ্রীপুরুষোত্তম মঠ সংস্থাপনপূর্ব্বক তথায় নিভৃতপ্রকোষ্ঠে ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, শ্রীল প্রভুপাদের সেই ভজনকুটীতে আমরা প্রত্যব্দ আসিয়া প্রণাম করিয়া থাকি। ইহার নিকটেই নামাচার্য্য শ্রীশ্রীল হরিদাস ঠাকুরের সমাধিমন্দির, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনকুটী ও আমাদের গুরুভ্রাতৃবৃন্দের মঠমন্দিরাদি বিরাজিত। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের ভজনকুটীর প্রবেশদ্বারের বহির্দ্দেশে বামদিকের দেওঁয়ালে প্রস্তরফলকে লিখিত আছে—

গৌরপ্রভোঃ প্রেমবিলাসভূমৌ
নিষ্কিঞ্চনো ভক্তিবিনোদ নামা।
কোঽপিস্থিতো ভক্তিকুটীর কোষ্ঠে
স্মৃত্বানিশং নাম গুণং মুরারেঃ ॥

* * *

দেরাদুন, লুধিয়ানা, জলন্ধর ও শিমলায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেরাদুন ঃ—১৩৯৫ বঙ্গাব্দে, ১৯৮৮ খৃষ্টাব্দে দেরাদুনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে কার্ত্তিকব্রত উদ্‌যাপিত হইয়াছিল। শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে এবং পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে চণ্ডীগড় ও জম্মু হইতে ভক্তগণ কার্ত্তিক ব্রতানুষ্ঠানে ১৮৭ ডি-এল্ রোডস্থ দেরাদুন শ্রীমঠে যোগ দিয়াছিলেন। তৎকালে ৪ অগ্রহায়ণ ২০ নভেম্বর শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে দেরাদুনস্থ মঠের নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দিরের এবং নাট্যমন্দিরের ভিত্তিসংস্থাপিত হয়। শ্রীমন্দির নাট্যমন্দিরের নক্‌শা মঞ্জুর হইলে পর প্রথমে নাট্যমন্দিরের, পরে শ্রীমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ হয়। দেরাদুন মঠের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ দেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী শ্রীমন্দির নির্ম্মাণসেবার সম্পূর্ণ দায়িত্ব গ্রহণ করেন। নাট্যমন্দিরের নির্ম্মাণকার্য্যের দায়িত্ব অর্পিত হয় চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের উপর। পরবর্ত্তী বৎসরে নিউদিল্লী, জলন্ধর, চণ্ডীগড়, লুধিয়ানা, শিমলা প্রচারান্তে শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টী সহ ১৮ বৈশাখ (১৩৯৬), ১ মে (১৯৮৯) দেরাদুনে পৌঁছিয়াছিলেন সংকীর্ত্তনভবনের কার্য্যারম্ভের জন্য। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ চণ্ডীগড় হইতে অভিজ্ঞ মিস্ত্রী আনিয়া সংকীর্ত্তনভবনের ভিত্তি ও দশটী পিলারের কার্য্য সম্পন্ন করেন।

এই বৎসর দেরাদুন মঠের নির্ম্মাণকার্য্যের অগ্রগতি দেখিবার জন্য শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ চণ্ডীগড় মঠের বার্ষিক অনুষ্ঠানের পর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে চণ্ডীগড় মঠ হইতে ২৪ চৈত্র (১৩৯৬), ৭ এপ্রিল (১৯৯০) শনিবার ম্যাটা-

ডোরযোগে পূর্ব্বাহ্ণ ১০-১৫ মিঃ এ রওনা হইয়া অপরাহ্ণ ২-৩৫ মিঃ-এ দেরাদুন মঠে শুভপদার্পণ করেন। উক্ত দিবস শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুদাস ও শ্রীরাসবিহারী দাস (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র) প্রাতে চণ্ডীগড় হইতে বাসযোগে যাত্রা করিয়া বেলা পৌনে বারটায় দেরাদুন মঠে পৌঁছিয়াছিলেন প্রাক্ ব্যবস্থাদিবিষয়ে সহায়তার জন্য।

অবস্থিতি ঃ—২৪ চৈত্র, ৭ এপ্রিল শনিবার হইতে ৪ বৈশাখ, ১৮ এপ্রিল বুধবার সন্ধ্যা পর্য্যন্ত।

শ্রীমদ্ দেবপ্রসাদ প্রভুর অক্লান্ত পরিশ্রম ও ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় নবচূড়া-বিশিষ্ট শ্রীমন্দিরের কার্য্যারম্ভ হইতে ও নির্ম্মাণকার্য্যের অগ্রগতি দেখিয়া শ্রীমঠের আচার্য্য ও বৈষ্ণবগণ সকলেই পরমোল্লসিত হন। শ্রীমন্দিরের নির্ম্মীয়মাণ নবচূড়াবিশিষ্ট কাঠামো দেখিয়া সহরবাসিগণের মধ্যে সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাসবিহারী দাস (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র) দেরাদুন মঠে অবস্থিতিকালে দিবারাত্র পরিশ্রম করিয়া সংকীর্ত্তনভবনের জন্য দ্রব্য ও আনুকূল্য সংগ্রহ করায় শ্রীল আচার্য্যদেবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের সেবাপ্রযত্নে নাট্যমন্দিরের ছাদের নির্ম্মাণকার্য্য পুনঃ আরম্ভ হয়।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমঠে অধিকাংশদিন প্রাতে এবং প্রত্যহ রাত্রিতে বিভিন্ন শাস্ত্রাবলম্বনে হরিকথা বলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ কোন কোন দিন প্রাতে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীললিতাপ্রসাদজী, শ্রীশ্যামলালজী, শ্রীস্বরূপচাঁদ শর্ম্মা, শ্রীমতী শকুন্তলা দেবী, শ্রীভবানীদত্ত ধ্যায়ানী, শ্রীসর্দ্দারিলাল ওবরায়, শ্রীনানু সিং ও শ্রীসুন্দরদাসজীর গৃহে সদলবলে শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথা কীর্ত্তন করেন।

বহুদিনের পুরাতন বন্ধু ও মঠের শুভানুধ্যায়ী গীতাভবনের প্রেসিডেন্ট শ্রীসর্দ্দারিলাল ওবরায় দেরাদুন সহরের একজন খ্যাতনামা বিশিষ্ট ধনাঢ্য ব্যক্তি। তিনি একদিন মঠে আসিয়া মঠের সমুন্নতি দেখিয়া খুবই উল্লসিত হন। ভক্তপ্রবর শ্রীসুন্দরদাসজী মঠে রমণীয় শ্রীমন্দির নির্ম্মিত হইতে দেখিয়া স্বতঃস্ফূর্ত্তভাবে হৃদয়ের উল্লাস ব্যক্ত করতঃ প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্যের দ্বারা সর্ব্বতোভাবে মঠের সেবার জন্য নিষ্কপটভাবে যত্ন করিতেছেন। তাঁহারই প্রচেষ্টায় শ্রীমন্দিরের কিছু স্থূল আনুকূল্যও সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি শ্রীল আচার্য্যদেবের ও বৈষ্ণবগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। দেরাদুন মঠ-সংস্থাপনে ও গৃহাদি সংগ্রহের প্রথম উদ্যোক্তা শ্রীল আচার্য্যদেবের সতীর্থ শ্রীসজ্জনানন্দদাস প্রভু (শ্রীসামসের সিং রাণা) তাঁহার বহুদিনের আকাঙ্ক্ষা রূপায়িত হইতে দেখিয়া পরমোৎসাহিত হইয়া শ্রীমন্দিরের জন্য স্থূল আনুকূল্য করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত তথাকার মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণ সকলেই নিজ নিজ যোগ্যতানুসারে আনুকূল্য করিয়াছেন ও করিতেছেন।

লুধিয়ানা (পাঞ্জাব) ঃ—৪ বৈশাখ (১৩৯৭), ১৮ এপ্রিল (১৯৯০) বুধবার শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমথুরাপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাসবিহারী দাস সমভিব্যাহারে দেরাদুন হইতে মুশৌরী এক্সপ্রেসে রাত্রি ৯ ঘটিকায় যাত্রা করিয়া মধ্যরাত্রে লাক্‌সার রেলষ্টেশনে গাড়ী বদল করিয়া পরদিন পূর্ব্বাহ্ণে ১০-২০ মিঃ-এ লুধিয়ানা ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদি-দ্বারা বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। নিউ মডেল টাউনস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে সাধুগণের থাকিবার ও ধর্ম্মসম্মেলনের ব্যবস্থা হয়। লুধিয়ানা সহরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারের কার্য্যসূচী নির্দ্ধারণের জন্য শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ পূর্ব্বেই তথায় আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। ১৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার চণ্ডীগড় হইতে দুই বারে রওনা হইয়া ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীমদনমোহন দাস বাবাজী মহারাজ, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীদীনার্ত্তিহর ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম

ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রাণনাথ ব্রহ্মচারী ও শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারী লুধিয়ানায় আসিয়া প্রচারপার্টিতে যোগ দেন। চণ্ডীগড় মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ শেষের দিকে লুধিয়ানায় শুভাগমন করেন।

মুশৌরী এক্সপ্রেসের সহিত অমৃতসর যাইবার জন্য যে অতিরিক্ত কোচ্ যুক্ত করা হয়, দেরাদুন হইতে সেই কোচেই সকলেই উঠিয়াছিলেন। সেই বগীতে সামরিক বিভাগের সৈন্যগণও ছিলেন। এইজন্য বগীতে কিছু যাত্রীর ভীড় প্রথমদিকে হইয়াছিল। লাক্‌সার ষ্টেশনে বগীটি কাটিয়া রাখিয়া দেয় অমৃতসর এক্সপ্রেসের সহিত যুক্ত করিবার জন্য। অমৃতসর এক্সপ্রেস আসিতে অনেক বিলম্ব করায় লাক্‌সারে ভীষণ মশার উপদ্রবে কাহারও নিদ্রা হয় নাই। সকলেই মন্তব্য করিলেন আর কোনদিন এইভাবে মুশৌরী এক্সপ্রেসে অমৃতসর বগীতে উঠিবেন না।

অবস্থিতি ঃ—৫ বৈশাখ, ১৯ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ১১ বৈশাখ, ২৫ এপ্রিল বুধবার পর্য্যন্ত।

নিউ মডেল টাউন শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনের অধিবেশন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব প্রত্যহ রাত্রির অধিবেশনে এবং কোন কোন দিন প্রাতে ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীঅরবিন্দলোচন দাস ব্রহ্মচারী শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী নামসঙ্কীর্ত্তন ও ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন। লুধিয়ানার দণ্ডিস্বামী মন্দিরের পণ্ডিত শ্রীজগদীশচাঁদজী সনাতন ধর্ম্মমন্দিরে একদিন রাত্রির সভায় সুললিত কণ্ঠে ভজন কীর্ত্তন শুনাইয়াছিলেন।

সহরের বিশিষ্ট সজ্জনগণের দ্বারা আমন্ত্রিত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারী-সাধুগণ সহিত শ্রীদেশরাজজীর বাসভবনে, প্রসিদ্ধ শ্রীদণ্ডিস্বামীর মন্দিরে, মডেল টাউনস্থিত শ্রীরাকেশ কাপুর, জ্যোতিকলোণীর শ্রীধরমপাল ওয়ালিয়া, শ্রীমহেন্দ্র কাপুর, শ্রীকে-এল্ মদান, শাস্ত্রীনগরের শ্রীসতীশজী, অগ্গরনগরস্থ শ্রীবীরচাঁদ গুপ্ত ও শ্রীমনোহরলালজীর গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ ভগবৎকথামৃত পরিবেশন করেন।

২২ এপ্রিল রবিবার মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

শ্রীজগন্নাথ দাসাধিকারী (শ্রীজায়গীর দাস কোচ্চর) ও শ্রীরাকেশ কাপুরের মুখ্য সেবাপ্রচেষ্টায় এবং স্থানীয় অন্যান্য ভক্তগণের সেবাপ্রযত্নে লুধিয়ানায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হয়। শ্রীরাকেশ কাপুরের পিতা স্বধামগত শ্রীনরহরি দাসাধিকারী প্রভু (শ্রীনরেন্দ্র কাপুর) পাঞ্জাব প্রচারের অন্যতম মূল স্তম্ভস্বরূপ ছিলেন। তিনি প্রাণ-অর্থ-বুদ্ধি-বাক্য-দ্বারা নিষ্কপটভাবে প্রতিষ্ঠানের সমুন্নতির জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, যে জন্য তিনি গৃহস্থ হইয়াও মঠের গভর্ণিং বডির সদস্য হইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার প্রকটকালে তাঁহার গৃহে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিতেন। তাঁহার পদাঙ্কানুসরণে তাঁহার সুপুত্র শ্রীরাকেশ কাপুর বৈষ্ণবগণকে গৃহে আনিয়া যথোচিত সেবার ব্যবস্থা করেন। মঠের সকল বৈষ্ণবগণই নরহরি দাসাধিকারীর সম্বন্ধে তাঁহাদের গৃহের সকলকেই অত্যন্ত প্রিয়বোধে স্নেহ করিয়া থাকেন। ধাম্মিকপ্রবর স্বধামগত লালা মঙ্গত রায়জীর সুপুত্র শ্রীমনোহরলালজীকে পিতার ন্যায় উদারহৃদয় ও সাধুসেবায় রুচিবিশিষ্ট দেখিয়া সকলেই উল্লসিত হইয়াছেন। সাধুগণের স্নেহের ভাজন ব্যক্তি ধন্য।

জলন্ধর (পাঞ্জাব) ঃ—পাঞ্জাবে অশান্ত পরিস্থিতির দরুণ চণ্ডীগড়ের পরে হোসিয়ারপুর, জলন্ধর ও অমৃতসরের প্রোগ্রাম স্থগিত হইয়া যায়। তৎপরিবর্ত্তে দেরাদুনে প্রচার-প্রোগ্রাম হয়। জলন্ধরেতে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে প্রতিবৎসর ধর্ম্মসম্মেলন হইয়া থাকে। জলন্ধরবাসী ভক্তগণ নিজেরা উদ্যোগী হইয়া জলন্ধর সহরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর বাণী প্রচারের জন্য একটি কেন্দ্রও সংস্থাপন

করিয়াছেন। তাহাতে বৈষ্ণবস্মৃতি-বিধানানুসারে শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন। পাঞ্জাবে শ্রীগৌরাঙ্গ মন্দির তাঁহারাই প্রথম প্রতিষ্ঠা করিলেন। প্রতিষ্ঠানের নাম শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধামাধব মন্দির। শ্রীমন্দির এবং তৎসম্মুখস্থ সুবৃহৎ নাট্যমন্দির অতি সুন্দররূপে নির্ম্মিত হইয়াছে। তথায় বার্ষিক ধর্ম্মসম্মেলন না করিলে ভক্তগণ হতাশ হইবেন বিবেচনা করিয়া পাঞ্জাবের পরিস্থিতি খারাপ থাকিলেও লুধিয়ানার পরে জলন্ধরের প্রচার-প্রোগ্রাম করা পুনঃ স্থির হয়। লুধিয়ানায় যাঁহারা প্রচার-প্রোগ্রামে ছিলেন তাঁহাদের প্রায় সকলেই আচার্য্যদেব সমভিব্যাহারে মটরকার ও রিজার্ভ বাসে ১২ বৈশাখ, ২৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার প্রাতে লুধিয়ানা হইতে রওনা হইয়া জলন্ধর শ্রীগৌরাঙ্গ রাধামাধব মন্দিরে আসিয়া উপনীত হইলে স্থানীয় ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ দেরাদুন মঠের নাট্যমন্দিরের ছাদের কার্য্যের জন্য লুধিয়ানা হইতে দেরাদুন, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী কলিকাতা এবং শ্রীপ্রাণনাথ ব্রহ্মচারী গোকুল মহাবন মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন।

অবস্থিতি :—১২ বৈশাখ, ২৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ১৮ বৈশাখ, ২ মে বুধবার পর্য্যন্ত।

জলন্ধর শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার উদ্যোগে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে ৩১ বর্ষপূর্ত্তি বার্ষিক শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন সম্মেলন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীরাধামাধব মন্দিরে গত ১২ বৈশাখ, ২৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ১৫ বৈশাখ, ২৯ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীমন্দিরের বিশাল সংকীর্ত্তনভবনে প্রত্যহ প্রাতে ও সায়াহ্নে বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা ও শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তনের মহিমা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য সংকীর্ত্তন সভার পক্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠানের কার্য্য পরিচালনা করেন শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরামভজন পাণ্ডে) এবং শ্রীধর্ম্মপাল শর্ম্মা। ২৯ এপ্রিল রবিবার মধ্যাহ্নে মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী মহাপ্রসাদ গ্রহণ করেন।

পাঞ্জাবের পরিস্থিতির দরুণ লুধিয়ানা কিংবা জলন্ধরে এইবার নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইতে পারে নাই। পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে ও জম্মু হইতে বহু ভক্ত উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

৩০ এপ্রিল হইতে ২ মে পর্য্যন্ত আদর্শনগরস্থ শ্রীহিন্দপালজীর বাসভবনে, নিউ গোপালনগরস্থ শ্রীশ্যামসুন্দর কোহলীর গৃহে, শ্রীপ্রেমজীর আলয়ে, মাষ্টার তারাসিং নগরস্থ শ্রীরাজকুমার জিন্দলের নবনির্ম্মিত বাসগৃহে, শ্রীমদনগোপাল কাপুরের গৃহে, বাঘকরমবকসৃস্থিত শ্রীভকতরামজীর আলয়ে এবং পঞ্চপীড় চৌকস্থ শ্রীরাজকুমার শর্ম্মার বাসভবনে—প্রভৃতি সহরের বিভিন্ন এলাকায় ভক্তসম্মেলনের আয়োজন হয়। শ্রীল আচার্য্যদেব শ্রীমদ্ভাগবতের বিভিন্ন প্রসঙ্গ আলোচনামুখে হরিকথা পরিবেশন করেন। প্রত্যেক সম্মেলনের আদিতে ও শেষে ভজনকীর্ত্তন করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীঅরবিন্দলোচন ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী।

এতদ্ব্যতীত বিশেষভাবে আহূত হইয়া জলন্ধর সহরের একপ্রান্তে ১ মে মঙ্গলবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় আর্বন্ এষ্টেটস্থ (Urban Estate) নবনির্ম্মিত শ্রীগীতামন্দিরে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ গীতার শিক্ষা সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। গীতামন্দিরের সম্মুখস্থ মুক্ত-প্রাঙ্গণে নির্ম্মিত সভামণ্ডপে সভার আয়োজন হইয়াছিল। বহু শিক্ষিত ব্যক্তিগণ সভায় যোগ দিয়াছিলেন। কিন্তু নিকটে উগ্রবাদিগণ থাকায় স্থানটী নিরাপদ ছিল না। সর্ব্বক্ষণ সশস্ত্র-পুলীশ সভামণ্ডপের চতুর্দ্দিকে পাহারা দিতেছিল। সম্মেলনের ব্যবস্থাপকগণ উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরু-গৌরাঙ্গের কৃপায় কোনও প্রকার অসুবিধা হয় নাই।

শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী (শ্রীরামভজন পাণ্ডে), শ্রীধরমপাল শর্ম্মা, শ্রীকৃষ্ণকান্ত দাসাধিকারী (শ্রী-

কেবলকৃষ্ণজী), শ্রীবিপিনকুমার, শ্রীনরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল, শ্রীপ্রেমজী, শ্রীরাজকুমার জিন্দল প্রভৃতি সেবকগণের অক্লান্ত পরিশ্রম ও সেবাপ্রযত্নে উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শিম্‌লা (হিমাচল প্রদেশ) ঃ—শিম্‌লাতে গঞ্জ বাজারস্থ শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে ১৭ বৈশাখ, ১ মে মঙ্গলবার হইতে ২৬ বৈশাখ, ১০ মে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত ধর্ম্মসম্মেলন হইবে বিজ্ঞাপিত থাকায় শ্রীল আচার্য্যদেবের নির্দ্দেশক্রমে শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীসনৎ কুমার দাস ব্রহ্মচারী ২৯ এপ্রিল জলন্ধর হইতে চণ্ডীগড়ে পৌছিয়া ৩০ এপ্রিল বাসযোগে শিম্‌লায় সনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরের প্রোগ্রামে অগ্রিম যোগদান করিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী শ্রীমায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল মঠে সাধুনিবাসের ভিত্তিসংস্থাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিবার জন্য ১ মে জলন্ধর হইতে দিল্লী হইয়া কলিকাতা যাত্রা করেন। শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টির অন্যান্য সকলকে লইয়া মটরকারে ও ম্যাটাডোরে জলন্ধর হইতে ৩ মে প্রাতঃ ৬-৪০ মিঃ-এ রওনা হইয়া চণ্ডীগড় মঠে পূর্ব্বাহ্ন ৯-৪০ মিঃ-এ উপনীত হন। চণ্ডীগড় হইতে পরদিন শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীদীনার্ত্তিহর দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅভয়চরণ দাস, শ্রীভগবান্‌দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীশুকদেব দাস, শ্রীরাসবিহারী দাস, শ্রীরাজারামজী ও শ্রীমদনলাল গুপ্ত দুইটী মটরকার ও একটি ম্যাটাডোরে প্রাতঃ ৫-৩৫ মিঃ-এ রওনা হইয়া কাল্‌কা রেলষ্টেশনে প্রাতঃ ৬-১২ মিঃ-এ পৌছেন। তথা হইতে ছোট লাইনের ট্রেনে প্রাতঃ ৭-১৫ মিঃ-এ রওনা হইয়া মধ্যাহ্ন ১২-২০ মিঃ-এ শিম্‌লা ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে ভক্তগণ কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত হন। লুধিয়ানার শ্রীকেবলকৃষ্ণ দাস প্রভু এবং হোসিয়ারপুরের শ্রীসুশীল কুমার পরাশরের পুত্রও একই সঙ্গে শিম্‌লায় আসিয়াছিলেন।

অবস্থিতি ঃ—২০ বৈশাখ, ৪ মে শুক্রবার হইতে ২৪ বৈশাখ, ৮ মে মঙ্গলবার পর্য্যন্ত।

সনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে প্রাতের সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ এবং অপরাহ্ন-কালীন সভায় ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন। এতদ্ব্যতীত সনাতন ধর্ম্মসভার প্রচারমন্ত্রী মঠাশ্রিত ভক্ত শ্রীসুন্দরগোপাল দাসাধিকারীর (শ্রীশক্তি চন্দ্র কনোয়ারের) 'নাভা' এষ্টেটস্থ গৃহে এবং সনাতন ধর্ম্মসভার সভাপতি শ্রীরামগোপাল সুদের আলয়ে শ্রীল আচার্য্যদেব কর্ত্তৃক হরিকথা পরিবেশিত হয়। উভয় স্থানে বিশেষ বৈষ্ণবসেবারও ব্যবস্থা হইয়াছিল। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ৭ মে সোমবার পূর্ব্বাহ্নে লোয়ার বাজারস্থ ভক্তের গৃহে পার্টিসহ শুভ পদার্পণ করতঃ হরিকথা পরিবেশন করেন।

৮ মে শিম্‌লাতে শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রত পালিত হয়। স্থানীয় ভক্তগণ নৃসিংহচতুর্দ্দশী-ব্রত দিবসে শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রহ্লাদ চরিত্র ও শ্রীনৃসিংহদেবের আবির্ভাব-প্রসঙ্গ শুনিবার জন্য বিপুল সংখ্যায় যোগ দেন। সন্ধ্যার পরে নৃসিংহদেবের আবির্ভাবকালে নৃসিংহদেবের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ ও মহাসংকীর্ত্তন অনুষ্ঠিত হয়। স্থানীয় ভক্তগণকে ব্রতের দিন ব্রতানুকূল প্রসাদ এবং পরদিন পারণের জন্য নৃসিংহদেবের পরমান্ন ক্ষীরপ্রসাদও দেওয়া হয়। স্থানীয় ব্যক্তিগণ কখনও এইভাবে নৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রত করেন নাই। তাঁহারা নৃসিংহচতুর্দ্দশী ব্রতের মহিমা শ্রবণ করিয়া এবং ব্রত পালনের সৌভাগ্য লাভ করিয়া পরমানন্দিত হন।

৯ মে পূর্ণিমা তিথিতে সন্ন্যাসিগণের ক্ষৌরকার্য্য থাকায় শিম্‌লা হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীমদনলাল গুপ্ত ট্যাক্সিযোগে প্রাতঃ ৫-৩৫ মিঃ-এ রওনা হইয়া উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ন পৌণে ৯টায় চণ্ডীগড় মঠে ফিরিয়া আসেন। অন্যান্য সকলে বাসযোগে ৪০ মিঃ বাদে মঠে আসিয়া পৌছেন। কেবলমাত্র শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীশুকদেব দাস শিম্‌লায় থাকিয়া যান তথাকার বিজ্ঞাপিত ১০ মে পর্য্যন্ত প্রোগ্রামে উপস্থিত থাকিবার জন্য। চণ্ডীগড়ে

যথাবিধি ক্ষৌরকার্য্য সম্পন্ন এবং রাত্রিতে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রীল আচার্য্যদেব একরাত্রি চণ্ডীগড় মঠে অবস্থান করতঃ পুনঃ দেরাদুন মঠে সংকীর্ত্তন ভবনের কার্য্যারম্ভ পর্য্যবেক্ষণ করিতে সাত মূর্ত্তি ব্রহ্মচারী ও গৃহস্থ ভক্তগণসহ পরদিন প্রাতে ম্যাটাডোরযোগে চণ্ডীগড় হইতে রওনা হইয়া পূর্ব্বাহ্ন ১১-২৫ মিঃ-এ দেরাদুনে শুভপদার্পণ করেন। দেরাদুন হইতে ১২ মে মুশৌরি এক্সপ্রেসে রওনা হইয়া পরদিন দিল্লীতে পৌঁছিয়া একরাত্রি নিউদিল্লী মঠে থাকিয়া নিউদিল্লী ষ্টেশন হইতে যাত্রা করতঃ ১৫ মে রাত্রিতে কলিকাতা মঠে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। চণ্ডীগড় হইতে শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী আদি সহ মালপত্র লইয়া পূর্ব্বেই দিল্লী মঠে পৌঁছিয়াছিলেন শ্রীল আচার্য্যদেবের সহিত কলিকাতায় যাইবার জন্য।

হায়দরাবাদ মঠে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে প্রতিবৎসরের ন্যায় এই বৎসরও অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব বিগত ১০ জ্যৈষ্ঠ, ২৫ মে শুক্রবার হইতে ১২ জ্যৈষ্ঠ, ২৭ মে রবিবার পর্য্যন্ত সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ দ্বাদশ মূর্ত্তিসহ হাওড়া হইতে ইস্ট কোস্ট এক্সপ্রেসে ৭ জ্যৈষ্ঠ, ২২ মে মঙ্গলবার যাত্রা করতঃ পরদিন প্রাতঃ ৭-২৫ মিঃ-এ বিশাখাপটনমে (ওয়ালটেয়ার ষ্টেশনে) পৌঁছিয়া, ট্রেন হইতে মালপত্রসহ বাসে উঠিয়া বেলা ১১টায় টুনি ষ্টেশনে আসিয়া, পুনঃ বাস হইতে মাল বহন করিয়া ট্রেনে উঠিয়া বাংলা পঞ্জিকামতে উক্ত দিবস শেষরাত্রি ৩-৩০টায় অথবা ইংরাজী মতে ২৪ মে ৩-৩০ ঘটিকায় হায়দরাবাদ ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করেন। প্রবল ঘূর্ণিবাত্যাসহ বন্যার দরুণ দক্ষিণভারতের সীমান্ত উপকূলবর্ত্তী স্থানসমূহের অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয় এবং বহু জীবনহানি ঘটে, রেলরাস্তাও বিপর্য্যস্ত হইয়া যায়। প্রথম কিছুদিন ট্রেন চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ ছিল, পরে রেল কর্ত্তৃপক্ষ বিশাখাপটনম হইতে বাসে টুনি পর্য্যন্ত এবং তথা হইতে পুনঃ ট্রেনযোগে যাত্রিগণকে সেকেন্দ্রাবাদ-হায়দ্রাবাদ পৌঁছাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। হায়দরাবাদ মঠের ভক্তগণ খুবই উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁহারা বারম্বার হায়দ্রাবাদ ষ্টেশনে ফোন করিয়া শেষ রাত্রিতে মটরকারাদিসহ ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন মঠের আচার্য্য ও সাধুগণকে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়া লইবার জন্য। পার্টির সহিত গিয়াছিলেন শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ মিত্র, শ্রীঅহিন সিংহ ও শ্রীমানিক কুণ্ডু। নিউদিল্লী মঠ হইতে শ্রীরামকুমার ব্রহ্মচারী এই উৎসবানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসিয়াছিলেন।

দিবসত্রয়ব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে এবং ২৬ মে পূর্ব্বাহ্নকালীন বিশেষ অধিবেশনে শ্রীমঠের আচার্য্যের প্রাত্যহিক দীর্ঘ অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব মধুসূদন মহারাজ ও শ্রীরামকুমার ব্রহ্মচারী। ২৬ মে পূর্ব্বাহ্নকালীন বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন স্থানীয় হায়দরাবাদ সমাচার পত্রিকার সম্পাদক শ্রীমনীন্দ্র। ‘বিশ্বশান্তি সমস্যা

সমাধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান' বিষয়টি সভায় আলোচিত হয়। সভার আদি ও অন্তে সুললিত ভজন কীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের আনন্দবর্দ্ধন করেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী। উক্ত দিবস মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদজীউর ভোগরাগান্তে মহোৎসবে সহস্রাধিক নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদ দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

২৭ মে রবিবার প্রাতঃ ৮ ঘটিকায় শ্রীমঠের অধিষ্ঠাতৃ শ্রীবিগ্রহগণ সুরম্য রথারোহণে বাদ্যভাণ্ড ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ হায়দরাবাদ সহরের মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় মঠে ফিরিয়া আসেন। দেওয়ানদেউড়ী হইতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা মঠের পূর্ব্বস্থান পাথরঘাটীস্থ উর্দূগলীতে পৌঁছিলে মঠের প্রতি অনুরক্ত স্ত্রী-পুরুষ ভক্তগণ স্থানে স্থানে ঠাকুরকে দর্শন এবং তদুদ্দেশ্যে ফল মিষ্টি দ্রব্যাদি শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেন।

হায়দরাবাদ মঠের মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ মঠের জন্য সংগৃহীত জমিতে বহু শাকসব্জি স্বয়ং পরিশ্রম করিয়া উৎপন্ন করিয়াছেন। শাকসব্জির বাগান দেখিয়া ভক্তগণ সুখী হন। উক্ত শাকসব্জির দ্বারা ঠাকুরের প্রত্যহ বিচিত্র ব্যঞ্জনাদি ভোগ ও বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীঅনন্তদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীসনৎ কুমার ব্রহ্মচারী, শ্রীগতিকৃষ্ণ দাসাধিকারী (চান্দ্রাইয়া), শ্রীকৃষ্ণশরণ দাস (করুণা), শ্রীমধুমঙ্গল দাস (রামলু), শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদজী (রামাইয়া), শ্রীবলদেব দাসাধিকারী (বজ্রাং সিং), শ্রীজগদ্দাসজী শ্রীমহেন্দ্র কুমার প্রভৃতি ত্যক্তাশ্রমী ও গৃহস্থ ভক্তগণের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। শ্রীরমণীক ভাই, শ্রীডুঙ্গার্সী ভাই, শ্রীমাতাদিন আগরওয়াল, শ্রীকিষ্ঠা রেড্ডী, শ্রীসন্তোষ আগরওয়াল, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদজী প্রভৃতি স্থানীয় ভক্তগণের গৃহে সহরের বিভিন্ন অঞ্চলে শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীল আচার্য্যদেব দশ মূর্ত্তিসহ ৬ই জুন হায়দরাবাদ হইতে যাত্রা করতঃ পরদিন অধিক রাত্রিতে কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করিয়াছেন।

শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীধামস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিকোৎসব

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ বিষ্ণুপাদ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপাশীর্ব্বাদ প্রার্থনামুখে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে পুরীধামে শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুরের শুভাবির্ভাবপীঠস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে দিবসত্রয়ব্যাপী বিশেষ ধর্ম্মানুষ্ঠানে বিগত ৬ আষাঢ়, ২১ জুন বৃহস্পতিবার হইতে ৮ আষাঢ়, ২৩ জুন শনিবার পর্য্যন্ত বিশেষ সমারোহের সহিত সুসম্পন্ন হইয়াছে। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রাক্ ব্যবস্থাদির বিষয়ে সহায়তার জন্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ২৭ জ্যৈষ্ঠ, ১১ জুন সোমবার পুরী মঠে অগ্রিম পৌঁছেন। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে ২ আষাঢ়, ১৭ জুন রবিবার কলিকাতা হইতে জগন্নাথ এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ পরদিন প্রাতে পুরী মঠে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ, শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী ২০ জুন কলিকাতা হইতে রওনা হইয়া পরদিন প্রাতে পুরী মঠে পৌঁছেন। ২২ জুন পরম পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত মহারাজ সংস্থাপিত সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী গৌরবাটসাহিস্থ শ্রীচৈতন্য

আশ্রমের নবমন্দির ও শ্রীবিগ্রহপ্রতিষ্ঠা অনুষ্ঠানে যোগদান ও পৌরোহিত্য করিবার জন্য পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ২১ জুন মঠের পার্টির সহিত পুরীতে পৌঁছিয়া গৌরবাট-সাহিতে যাইয়া অবস্থান করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে রথযাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়।

শ্রীমঠের সুবৃহৎ সংকীর্ত্তন-ভবনে দিবসত্রয়ব্যাপী ধর্ম্মসভার সান্ধ্য অধিবেশনে সভাপতিপদে বৃত হন যথাক্রমে স্থানীয় অতিরিক্ত জেলা-জজ শ্রীপ্রদীপ কুমার দে, ত্রিপুরার পাব্লিক সার্ভিস কমিশনের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডক্টর শ্রীদামোদর পাণ্ডা এবং ওড়িষ্যা রাজ্যসরকারের ভূতপূর্ব্ব অর্থ ও আইনমন্ত্রী শ্রীগঙ্গাধর মহাপাত্র। প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে পুরী মিউনিসিপ্যালিটীর প্রাক্তন চেয়ারম্যান শ্রীবামদেব মিশ্র, শ্রীহরিহরবাহিনী পতি এড্ভোকেট এবং ভারতের সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীরঙ্গনাথ মিশ্র। প্রথম অধিবেশনে শ্রীজগন্নাথ সংস্কৃত বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার শ্রীগৌরাঙ্গ চরণ নায়ক বিশিষ্ট বক্তারূপে ভাষণ দেন। বক্তৃতা করেন পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজক ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ ও শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ। সভার আলোচ্য বিষয় ছিল 'শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রার তাৎপর্য্য', 'ভক্তাধীন ভগবান্' ও 'সাধুসঙ্গের উপকারিতা'। সভাপতি, প্রধান অতিথি ও বিশিষ্ট বক্তাগণ তাঁহাদের ভাষণে বক্তব্য বিষয়ের উপর প্রচুর আলোকসম্পাত করেন।

২০ জুন ও ২১ জুন শ্রীল আচার্য্যদেবের ও পূজনীয় ত্রিদণ্ডী যতিগণের অনুগমনে প্রত্যহ প্রাতে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ পুরীর বিভিন্ন দর্শনীয় স্থানসমূহ দর্শন করা হয়। দ্বিতীয় দিবস আঠারনালাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর পাদপীঠ মন্দিরে ভক্তগণ ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করেন।

৮ আষাঢ়, ২৩ জুন রবিবার শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জন তিথিতে শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরম পূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ সপার্ষদে এবং অন্যান্য বৈষ্ণবগণ গ্র্যাণ্ডরোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া সম্মিলিত হইয়াছিলেন। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য ও সাধুগণের অনুগমনে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ ভক্তগণ শ্রীজগন্নাথবল্লভ মঠ, শ্রীগুণ্ডিচামন্দির, শ্রীনৃসিংহমন্দির ও শ্রীইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরাদি দর্শন করেন। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পার্টির সকলে মঠে ফিরিয়া আসেন বেলা ১টার মধ্যে। পরম পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ সন্ত গোস্বামী মহারাজ শ্রীগুণ্ডিচামন্দিরে শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিয়া গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জনের তাৎপর্য্য বাংলা ও হিন্দীভাষায় বুঝাইয়া দেন।

প্রতি বৎসরের ন্যায় এবৎসরও শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা তিথিবাসরে (৯ আষাঢ়, ২৪ জুন রবিবার) রথযাত্রায় যোগদানকারী সহস্র সহস্র ভক্তগণকে খিচুড়ী মহাপ্রসাদ প্রদানরূপ মহোৎসবের আনুকূল্য বিধান করিয়া শ্রীবনোয়ারীলাল সিংহানিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। সেদিন বৈকাল ৪ ঘটিকায় রথাকর্ষণ আরম্ভ হইলে শ্রীবলদেব প্রভুর রথের চক্র ভগ্ন হওয়ায় আর রথাকর্ষণ হইতে পারে নাই। শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং অন্যান্য ত্রিদণ্ডিযতি, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্তগণ প্রথমে মঠের সম্মুখে নৃত্যকীর্ত্তন করেন, পরে রথ না চলায় নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে ভক্তগণসহ শ্রীজগন্নাথদেবের রথের সন্নিকটে আসিয়া দণ্ডবন্নতি জ্ঞাপনপূর্ব্বক স্তব-স্তুতি দ্বারা প্রসন্নতা বিধানে সচেষ্ট হন। সেদিন শ্রীজগন্নাথদেবের রথ না চলায় ভক্তগণ দুঃখিত ও মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। ব্রজের প্রেমিক ভক্তের আকর্ষণে শ্রীজগন্নাথদেব ঐশ্বর্য্যলীলাক্ষেত্র শ্রীজগন্নাথ মন্দির হইতে যাত্রা করতঃ মাধুর্য্যলীলাক্ষেত্র গুণ্ডিচামন্দিরে যাইবার লীলা করেন। সম্ভবতঃ ঐশ্বর্য্যলীলাক্ষেত্র নীলাচলের ভক্তগণের আকর্ষণ অধিক হওয়ায় তাঁহাদিগকে সুখ দিবার জন্য জগন্নাথদেব সেইদিন যাত্রা করেন নাই। 'আপন

ইচ্ছায় চলে, না চলে কারো বলে।' ভগবদিচ্ছায় আত্মসমর্পণই সুখের রাস্তা।

মঠরক্ষক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন সজ্জন মহারাজ এবং মঠের ত্যাগী ও গৃহস্থ ভক্তগণের হার্দ্দী প্রচেষ্টায় উৎসবটী সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

৭ আষাঢ়, ২২ জুন শুক্রবার শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামী ও শ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের তিরোভাবতিথি-শুভবাসরে গৌরবাটসাহিস্থ শ্রীচৈতন্য আশ্রমের নবচূড়াবিশিষ্ট শ্রীমন্দির, নাট্যমন্দির, শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-শ্রীরাধা-রাধারমণ-শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথ শ্রীবিগ্রহগণের প্রতিষ্ঠা মহোৎসব পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের সেবা-নিয়ামকত্বে মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য মঠের বিশিষ্ট ত্রিদণ্ডিযতি ও ব্রহ্মচারিগণসহ উক্ত উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। পুরীধামস্থিত বিভিন্ন গৌড়ীয় মঠসমূহের আচার্য্যগণের, বৈষ্ণবগণের এবং অন্যান্য ভক্তগণের বিপুল সমাবেশ হইয়াছিল। মধ্যাহ্নে মহোৎসবে ভক্তগণকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা পরিতৃপ্ত করা হয়।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীরাধেশ্যাম শর্ম্মা, হায়দরাবাদ (অন্ধ্রপ্রদেশ) ঃ—

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের দীক্ষিত শিষ্য অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদস্থ উর্দ্দুগলিনিবাসী শ্রীরাধেশ্যাম শর্ম্মা বিগত ১৪ আশ্বিন (১৩৯৬), ১ অক্টোবর (১৯৮৯) রবিবার শুক্লা-দ্বিতীয়া তিথিবাসরে পূর্ব্বাহ্ন ১০ ঘটিকায় শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি আনুমানিক ১৯৬০ খৃষ্টাব্দে সস্ত্রীক দীক্ষিত হইয়া নিষ্কপটভাবে শ্রীবিষ্ণু-বৈষ্ণবসেবায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে তাঁহার বয়স হইয়াছিল ৬০ বৎসর। তিনি স্ত্রী ও পাঁচটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। হায়দরাবাদ মঠের উৎসবকালে তাঁহার প্রতি অর্পিত উৎসবতত্ত্বাবধানসেবা ও প্রসাদ-পরিবেশনসেবা তিনি অতি নিষ্ঠা ও উৎসাহের সহিত করিতেন। তিনি স্নিগ্ধ বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহসন্তপ্ত।

শ্রীশ্যামসুন্দরলাল কনোড়িয়া, হায়দরাবাদ (অঃ প্রঃ) ঃ

অন্ধ্রপ্রদেশের রাজধানী হায়দরাবাদসহরে দেওয়ানদেউড়ীনিবাসী শেঠ শ্রীশ্যামসুন্দরলালজী কনোড়িয়া গত ১২ চৈত্র (১৩৯৬ বঙ্গাব্দ), ২৬ মার্চ্চ (১৯৯০) সোমবার অপরাহ্ন ৫ ঘটিকায় তাঁহার কুলপার্কস্থিত অঞ্জনী সুগার মিলে ৬৪ বৎসর বয়সে অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি স্ত্রী, তিনপুত্র (শ্রীনাগরমল, শ্রীনাথুমল ও শ্রীচতুর্ভুজ) ও একটী কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি হায়দরাবাদে দেওয়ানদেউড়ীতে মঠের জন্য ভূমি দান করিয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের প্রচুর আশীর্ব্বাদ ভাজন হইয়াছিলেন। তদানীন্তন মঠরক্ষক শ্রীমদ্ ধীরকৃষ্ণদাস বনচারী এবং বর্ত্তমান মঠরক্ষক শ্রীবিষ্ণুদাস ব্রহ্মচারীর (ত্রিদণ্ড সন্ন্যাসগ্রহণান্তে শ্রীমদ্ ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজের) নিকট তিনি উক্ত জমীদানে অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ভ্রাতৃবধূ শ্রীমতী দ্রৌপদীও তাঁহাকে এই মহৎকার্য্যে উৎসাহ প্রদান করিয়াছেন। তিনি শ্রীল গুরুদেবের অলৌকিক ব্যক্তিত্বে মঠের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি মঠের বর্ত্তমান আচার্য্যের প্রতিও শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। মঠের সাধুগণের যাহাতে কোনওপ্রকার অসুবিধা না হয়, তৎপ্রতি তিনি সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতেন এবং মঠের উৎসবাদিতে সক্রীয়ভাবে সহযোগিতা করিতেন। তিনি স্থানীয় একজন প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন। মঠের সেবকগণ তাঁহাকে অভিভাবকরূপে পাইয়া নিশ্চিন্ত ছিলেন। তাঁহার অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তিতে তাঁহারা অভিভাবকশূন্য বোধে মর্ম্মাহত হইয়াছেন। পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব তাঁহাকে খুবই স্নেহ করিতেন। তাঁহার আত্মার কল্যাণের জন্য আমরা শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাবিনোদজীউর শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছি।

স্বধামে শ্রীমাখন চন্দ্র পাল

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষক ধার্ম্মিকবর কলিকাতা-যাদবপুরনিবাসী শ্রীমাখন চন্দ্র পাল মহোদয় বিগত ৮ শ্রাবণ, ২৫ জুলাই বুধবার শুক্লা-চতুর্থী তিথিতে ৬৮ বৎসর বয়সে কলিকাতায় স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি চারপুত্র (শ্রীশঙ্কর পাল, শ্রীতপন পাল, শ্রীস্বপন পাল ও শ্রীপ্রণব পাল)

ও তিন কন্যা রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে (বর্ত্তমান বাংলাদেশে) ঢাকা জেলায় বিক্রমপুর পরগণান্তর্গত নাগেরহাটে ২০ আশ্বিন (১৩২৯), ৮ অক্টোবর (১৯২২) সালে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পিতৃদেব ছিলেন তথাকার স্বনামধন্য ব্যক্তি শ্রীলালমোহন পাল।

মাখনবাবু কলিকাতায় নিজযোগ্যতায় ও বুদ্ধিবলে বিষয়-বৈভবের যথেষ্ট শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। পারিবারিক সংস্কারবশতঃ বৈষ্ণবধর্ম্মে তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগ থাকায় তিনি শ্রীকৃষ্ণলীলাভূমি বৃন্দাবনধামে কিছু সেবা করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হইলেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রেরণাবশতঃ শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারীর মাধ্যমে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সহিত সম্বন্ধযুক্ত হইলে, তিনি উক্ত প্রতিষ্ঠানের বৃন্দাবনধামস্থিত কালিয়দহে শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে শ্রীমন্দির নির্ম্মাণের জন্য প্রস্তাব দেন। তাঁহার শুভ প্রস্তাব শ্রীমঠের আচার্য্য ও সাধুগণ কর্ত্তৃক অনুমোদিত হইলে, তিনি পঞ্চচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করেন। ৯ বৈশাখ (১৩৯৩), ২৩ এপ্রিল (১৯৮৬) বুধবার প্রপূজ্যচরণ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে এবং প্রপূজ্যচরণ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজের ও শ্রীমঠের আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে উক্ত প্রতিষ্ঠাকার্য্য মহাসমারোহে সুসম্পন্ন হয়। তিনি শ্রীমন্দিরপ্রতিষ্ঠা ও মহোৎসবের যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করিয়াছিলেন।

পরবর্ত্তিকালে ১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে তিনি শ্রীমন্দিরের সম্মুখে নাট্যমন্দির নির্ম্মাণের এবং ৮ ভাদ্র (১৩৯৫), ২৫ আগষ্ট (১৯৮৮) বৃহস্পতিবার ত্রয়োদশী-তিথিবাসরে নাট্যমন্দিরের দ্বারোদ্ঘাটন মহোৎসবের পূর্ণানুকূল্য বিধান করিয়া সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন। শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগিরিধারীর প্রেরণায় ও কৃপায় তাঁহার শ্রীধামে কৃষ্ণ-কার্ষ্ণসেবায় এত আগ্রহ বৃদ্ধি পায় যে তিনি ঠাকুরের জন্য রন্ধনশালা, ভাণ্ডারঘর এবং মঠের সম্মুখে রমণীয় তোরণ নির্ম্মাণের ইচ্ছাও প্রকাশ করিয়াছিলেন। এইবার শ্রীবৃন্দাবনধামে ঝুলনোৎসবকালে স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিবেন এইরূপ তাঁহার প্রবল আকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা অন্যপ্রকার হওয়ায় তিনি সকলকে দুঃখসাগরে নিমজ্জিত করিয়া স্বধামে চলিয়া গেলেন। অবশ্য পিতৃভক্ত পুত্রগণ পিতার ইচ্ছা জানিয়া উক্ত উৎসবের আনুকূল্য বিধান করিয়াছেন। তাঁহার পুত্রগণ পিতৃদেবের শ্রাদ্ধকৃত্য তাঁহাদের কলিকাতাস্থ বাটীতে যথাবিহিতভাবে গত ২৩ শ্রাবণ, ৯ আগষ্ট বৃহস্পতিবার সুসম্পন্ন করিয়াছেন। তাঁহারা পিতৃদেবের স্বধামগত আত্মার সন্তোষের জন্য কলিকাতা মঠে ও বৃন্দাবন মঠেও বৈষ্ণবসেবার এবং কলিকাতাস্থ বাটীতে ভাগবত পাঠ ও কীর্ত্তনের ব্যবস্থা করিবেন।

মাখনবাবুর স্বধামগত আত্মার নিত্য কল্যাণ বিধানের জন্য শ্রীমঠের আচার্য্য ও সাধুগণ করুণাময় শ্রীগৌরহরির পাদপদ্মে প্রার্থনা জ্ঞাপন করিতেছেন।

KANORIA INDUSTRIES LIMITED

Manufacturers of

CEMENT : SUGAR : INDUSTRIAL GASES

Registered Office :

Air India Building, 14th Floor
Nariman Point, Bombay-400021

Phone : 2023841/2023897 Gram : BAGUDYOG Telex : 011-3788 BUL

Calcutta Office :

4/1, Red Cross Place
Calcutta-700001
Phone : 283884/289262
Gram : CHINIMIL
Telex : 21-7128 GRNR

Bangalore Office :

Unity Building, 9th Floor
J. C. Road
Bangalore-560002
Phone : 239818

—FACTORIES—

CEMENT	**SUGAR**	**INDUSTRIAL GASES**
Bagalkot Cement	Shankar Sugar Mills	Shankar Industrial Gases
Bagalkot-587111	Captainganj-274301	Semra, P.O. Maghar
Dist. Bijapur	Dist. Deoria	Dist. Basti
Karnataka	Uttar Pradesh	Uttar Pradesh
Phone : 6251	Phone : 26 & 33	Phone : Khalilabad 54

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৬ষ্ঠ সংখ্যা ১৩২ পৃষ্ঠার পর]

বৌদ্ধ, জৈন, শিখ, বাহাই, ইহুদী, কন্‌ফিউশিয়ান জোরাষ্ট্রীয়ান্ ধর্ম্মসমূহের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিগণ সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। হিন্দুধর্ম্মের পক্ষে প্রতিনিধিরূপে ছিলেন পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ, স্বামী শ্রীচিন্ময়ানন্দজী, ডাক্তার শ্রীরাঘবন, রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শ্রীলোকেশ্বরানন্দ এবং নিউইয়র্ক রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রীঅমিয় চক্রবর্ত্তী। উক্ত Temple of Understanding প্রতিষ্ঠানের আন্তর্জাতিক কমিটীর চেয়্যারম্যান (শ্রীবি-কে বিড়লার সহধর্ম্মিণী) শ্রীমতী সরলা বিড়লা। যুক্তরাষ্ট্র, চীন, জাপান, সিংহল, আফ্রিকা, তিব্বত, থাইল্যাণ্ড প্রভৃতি পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে এবং ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বিশ্বধর্ম্মসম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। বহিরাগত অতিথিগণের বাসস্থানের ও আহারের ব্যবস্থা বি-কে বিড়লার পক্ষ হইতে সম্পাদিত হইয়াছিল।

আধ্যাত্মিক শীর্ষ সম্মেলনের পূর্ণ অধিবেশনের (Opening Plenary Session)-এর উদ্বোধন
প্রথম সারিতে দক্ষিণ হইতে শ্রীল গুরুদেব, স্বামী শ্রীচিন্ময়ানন্দ এবং অন্যান্য

শ্রীবসন্ত কুমার বিড়লা কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল গুরুদেব একদিন তাঁহাদের গুরুসদয় রোডস্থ বাটীতে গিয়াছিলেন বিশ্বধর্ম্মসম্মেলনের বিষয়বস্তু ও প্রোগ্রাম সম্বন্ধে আলোচনার জন্য। Temple of Understanding প্রতিষ্ঠানের একজিকিউটিভ ডিরেক্টর ফিন্‌লে-পি-ডান্ ও মিষ্টার ভি-জি রাঠি গুরুদেবকে আনুষ্ঠানিকভাবে আমন্ত্রণের জন্য ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়াছিলেন এবং ধর্ম্মসমূহের মধ্যে ঐক্য কিভাবে সংস্থাপিত হইতে পারে তদ্বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনাও করিয়াছিলেন। উক্ত প্রতিষ্ঠানের সভাপতি মিসেস্ ডিকারম্যান হোলিস্টারের সহিতও বিড়লা একাডেমীতে শ্রীল গুরুদেবের এই বিষয়ে আলোচনা হইয়াছিল। পাঁচদিন বিশ্বধর্ম্মসম্মেলনে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ যে বক্তব্য রাখিয়াছিলেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সারমর্ম্ম সংরক্ষিত হয় এবং পরে যুক্তরাষ্ট্রে

বামদিক হইতে – মিঃ ফিন্‌লে-পি-ডান্‌, ডক্টর হাষ্টন স্মিথ, শ্রীল গুরুদেব এবং মিঃ বি-কে বিড়লা

ওয়াশিংটনে 'The world Religions Speak on the Relevance of Religion in the Modern world' এইনামে গ্রন্থে মুদ্রিতও হইয়াছে।

বিশ্বে শান্তি সংস্থাপনের জন্য প্রতিনিধিগণ ২৫ অক্টোবর শুক্রবার শিবপুর বোটানিক্যাল গার্ডেনে একত্রিত হইয়া সম্মিলিতভাবে প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীল গুরুদেবের সহিত পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ ও শ্রীমঠের সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ উক্ত প্রার্থনাসভায় উপস্থিত ছিলেন। শ্রীবসন্ত কুমার বিড়লা বিশ্বধর্ম্মসম্মেলনের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যোগদানের সৌকর্য্যার্থে শ্রীল গুরুদেবের জন্য একটি মটরকার মঠে সর্ব্বক্ষণের জন্য সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার ও তাঁহার স্ত্রী সরলা বিড়লার পুনঃ পুনঃ স্নেহপূর্ণ প্রার্থনাকে উপেক্ষা করিতে না পারিয়া শ্রীল গুরুদেব তাঁহাদের কলিকাতাস্থ বাটীতে মাধ্যাহ্নিক উৎসব অনুষ্ঠানেও যোগ দিয়াছিলেন, কিন্তু কার্ত্তিকব্রত থাকায় তাঁহাদের সন্তুষ্টির জন্য কেবলমাত্র কিছু ফল গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীবি-কে বিড়লা, তাঁহার সহধর্ম্মিণী ও পরিজনবর্গের অতিথিসেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

বিড়লা একাডেমী অব আর্ট এণ্ড কালচারে শ্রীল গুরুদেবের ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত অভিভাষণ ঃ—

প্রতিনিধিগণ শিবপুর বোটানিকেল গার্ডেনে প্রার্থনার পর ফিরিতেছেন
দ্বিতীয় সারিতে শ্রীল গুরুদেব

"I heartily welcome the organizers of this symposium in their attempt to explore an impartial and liberal approach to different views of religious faiths in this world and to find out how world-fellowship of different religions or a unity of hearts amongst human beings can be promoted. There are two ways of approach—(1) The sincere, real and practical approach having relation to the actual state of conditions and nature of human beings and (2) An idealistic approach having little or no practical value merely indulging in the luxury of high-sounding words. If we sincerely want to obtain real and abiding effect, we should face facts boldly. The fact is that there exists no 100 per cent indentity amongst individuals, as they are conscious units having independence of thinking, feeling and willing, Individuals, as a result of their different actions, achieve separate environments and paraphernalia. Every individual has his peculiar nature distinct from any other. So, obviously individuals will vary in their opinions and tastes and this is quite natural. It is an unnatural thing to attempt forcibly to encage individuals into one fold, faith or particular ideology. Accordingly, cultivation of tolerance of others' views is essential for world-peace and unity. Indian sponsors of religion appeared to have got that insight and tolerance, hence many independent views have cropped up in India and have flourished simultaneously. Want of tolerance makes us sectarian and that spirit motivates us for forcible conversion of others which brings turmoil and unrest in the world. Religion should give equal scope to all the individuals for their respective spiritual development according to their attributes. Indian saints have classified the nature of human beings in three broad groups—'Sattvika', 'Rajasika' and 'Tamasika'. Sattvika people are wise,

Left to right :—Professor Amiya Chakravarty, State University of New York and Sreela Gurudev

sincere, generous and non-violent. As such they have an altruistic mentality and render disinterested service. Rajasika people are egoists. However they are active and do good to others with the motive of getting a return of their actions for self-aggrandisement. They won't tolerate harm to themselves, they have got the spirit of taking revenge. 'Tamasika' people are indolent, out and out egoist and of violent temperament. They are indiscriminate in their pursuit of enjoyment, they completely disregard the interest of others and will do anything to fulfil their selfish desires. So, 'Sattvika', 'Rajasika' and 'Tamasika' people vary in their tastes, habits and nature. Three forms of teaching religion have been prescribed for the three groups according to their eligibility giving them scope for gradual elevation. These three modes of teaching are related to the apparent self, as such changeable. There are still higher and higher thoughts of religious existence which transcend those three qualities and relates to the eternal natural function of the real-self. If we want quantity, we must sacrifice quality and if we want quality, evidently we shall have to sacrifice quantity. Both cannot be achieved at one time. However, the primary point to be noted here is that there should be tolerance amongst sponsors of different religious views and respect for others' views, as well as equal scope, should be given to all for their spiritual upliftment from the respective status. Another point to be noted here is that we should have the patience to understand the underlying spirit of different religious faiths and not merely indulge in disputes in regard to the ritualistic aspects of religions which will certainly vary in different parts of the world in accordance with the change of climatic conditions and environments.

Now-a-days, we find lack of discipline rampant in every sphere of human life—political, social, economical and even in educational. Student-unrest (youth-unrest) is one of the most serious problems of the day. It is extremely difficult to proceed with the

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name....................................
Vill....................................
P. O....................................
Dist....................................
Pin....................................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রিংশ বর্ষ—৮ম সংখ্যা
আশ্বিন, ১৩৯৭

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০
১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)
১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)
১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা)
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩০শ বর্ষ
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, আশ্বিন ১৩৯৭
২৭ পদ্মনাভ, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ আশ্বিন, মঙ্গলবার, ২ অক্টোবর ১৯৯০
৮ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-গান্ধর্ব্বিকা-গিরিধারিভ্যো নমঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ
১৯শে আষাঢ় ১৩২৬, ৪ঠা জুলাই ১৯১৯

কল্যাণীয়বরাসু—

আপনার ১২ই আষাঢ়ের পত্র পাইলাম। আমি যশোহর, খুলনা, লোহাগড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি স্থানে শ্রীনাম-প্রচারে গিয়াছিলাম। সঙ্গে ১০।১৫ জন ছিলেন। কলিকাতার আসনে ভক্তগণ ব্যতীত আরও কএকজন ছিলেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের অপ্রকট-মহোৎসব ও কৃষ্ণদাসবাবাজী মহাশয়ের মহোৎসবও শেষ হইয়াছে। আমি এখানে আরও ৪।৫ দিন থাকিব ও পরে কলিকাতা যাইতে পারি। * * প্রত্যেক কলিযুগে শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রপঞ্চে আসেন না। অষ্টাবিংশযুগের কলিতে আসেন। তিনি কেবল যুগাবতার নহেন। "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা"র পাঠ—"কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে" ঠিক। অর্থাৎ কামনা কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে নিযুক্ত করাই অভিপ্রেত। "যৎ-করোষি" প্রভৃতি গীতার শ্লোক কর্ম্মমিশ্রাভক্তি ; উহা 'কাম কৃষ্ণকর্ম্মার্পণে"র সহিত এক নহে। কর্ম্মের ফল-ভোক্তা—জীব, আর অখিলকর্ম্মচেষ্টা হরি-সেবায় নিযুক্ত করাই ভক্তের কেবলা ভক্তি। আমরা ভাল আছি।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীভক্তিবিনোদ আসন, কলিকাতা
৮ই ফাল্গুন ১৩২৬, ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯২০

স্নেহবিগ্রহেষু—

শ্রীমায়াপুর হইতে আগামী ১৭ই ফাল্গুন, ২৯শে ফেব্রুয়ারী রবিবার মহাসমারোহে শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমার আয়োজন হইতেছে। রবি, সোম, মঙ্গল ও বুধ—এই চারিদিনে শ্রীধাম-পরিক্রমা সমাপ্ত হইবে। একশত মৃদঙ্গ-সহ পাঁচসহস্র ভক্ত শ্রীধাম-পরিক্রমা করিবেন। আপনি আপনার পরিচিত যাবতীয় ভক্তিমান, ধর্ম্মপরায়ণ বন্ধু-বান্ধবসহ এই পরিক্রমায় যোগদান করিবেন। ১৬ই ফাল্গুন শনিবার সন্ধ্যার সময় শ্রীমায়াপুরে উপস্থিত হইলে ১৭ই তারিখ হইতে পরিক্রমা-কার্য্য আরম্ভ হইতে পারিবে।

আপনি যাহাতে কএকখানি খোল-করতাল রাম-শৃঙ্গ, নিশান ও কএকজন ভক্ত সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তজ্জন্য চেষ্টার ক্রুটী করিবেন না। আপনার আগমন-সংবাদ ১৬ই ফাল্গুনের পূর্ব্বেই আমার নিকট জানাইবেন। ১৭ই ফাল্গুন শ্রীচৈতন্য-মঠে মহোৎসব হইবে, স্থির হইয়াছে। ওখানকার সদাশয় বদান্যবর্গের নিকট হইতে যাহাতে কিছু দ্রব্য ও অর্থ সংগ্রহ করিয়া আনিতে পারেন, তাহাই করিবেন।

নিত্যাশীর্ব্বাদক অকিঞ্চন
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যমঠ, শ্রীধাম মায়াপুর
৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২৭, ২০শে মে ১৯২০

কল্যাণীয়বরাসু—

গতকল্য আপনার ১৩ ত্রিবিক্রম তারিখের পত্র পাইয়াছি। শুনিয়া দুঃখিত হইবেন, শ্রীমান্ * * আমাদিগকে ও শ্রীভক্তিবিনোদ আসন পরিত্যাগ করিয়া না জানাইয়া * * গত পরশ্ব মঙ্গলবার ২টার গাড়ীতে বোম্বাই চলিয়া গিয়াছেন। * * সম্প্রতি ফরিদপুর জেলায় বহরমগঞ্জ গ্রামে * * আমাদের নামপ্রচারে যাইবার কথা আছে। শরীর ও মন বড়ই অপটু। যাইতে পারিব কি না, বুঝিতেছি না।

শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন শ্রদ্ধা-পূর্ব্বক গৃহস্থগণের করা কর্ত্তব্য ; তবে যে সকল গৃহস্থ সম্বন্ধজ্ঞানবিশিষ্ট হইয়া একান্তভাবে নামাশ্রয় করেন, তাঁহারা অর্চ্চন-কারীদিগকেও আদর করেন। যাঁহারা গৃহস্থ হইয়া অর্থ বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে অর্চ্চন করেন না, তাঁহাদের বিত্তশাঠ্য দোষ হয়। কদর্য্যচরিত্র, বিক্ষিপ্তমতি গৃহস্থগণের অর্চ্চন বিশেষ আবশ্যক।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৩২ পৃষ্ঠার পর]

দেবী দক্ষম্ [৪।৪।১২]

দোষান্ পরেষাং হি গুণেষু সাধবো
গৃহ্ন্তি কেচিৎ ন ভবাদৃশা দ্বিজ।
গুণাংশ্চ ফল্গূন্ বহুলী করিষ্ণবো
মহত্তমাস্তেষ্ববিদদ্ভবানঘম্ ॥ ২৬ ॥

সনৎকুমারঃ পৃথুম্ [৪।২২।১৯]

সঙ্গমঃ খলু সাধূনামুভয়েষাঞ্চ সম্মতঃ।
যৎসম্ভাষণসংপ্রশ্নঃ সর্ব্বেষাং বিতনোতি শম্ ॥২৭॥

নারদঃ [৪।২৯।৪০]

তস্মিন্মহন্মুখরিতা মধুভিচ্চরিত্র-
পীযূষশেষসরিতঃ পরিতঃ স্রবন্তি।
তা যে পিবন্ত্যবিতৃষো নৃপ গাঢ়কর্ণৈ-
স্তান্ন স্পৃশন্ত্যশনতৃড়্ভয়শোকমোহাঃ ॥২৮॥

[৪।২৯।৪৬]

যদা যস্যানুগহ্ণাতি ভগবানাত্মভাবিতঃ।
স জহাতি মতিং লোকে বেদে চ পরিনিষ্ঠিতাম্ ॥২৯

প্রচেতসো ভগবন্তম্ [৪।৩০।৩৩]

যাবত্তে মায়য়া স্পৃষ্টা ভ্রমাম ইহ কর্ম্মভিঃ।
তাবদ্ভবৎপ্রসঙ্গানাং সঙ্গঃ স্যান্নো ভবে ভবে ॥৩০॥

ঋষভঃ জনান্ [৫।৫।৩]

যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা
জনেষু দেহম্ভরবার্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু
ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাংশ্চ লোকে ॥৩১॥

ভরতঃ রহূগণম্ [৫।১২।১২-১৩]

রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বাপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোঽভিষেকম্ ॥৩২॥
যত্রোত্তমঃশ্লোকগুণানুবাদঃ
প্রস্তূয়তে গ্রাম্যকথাবিঘাতঃ।
নিষেব্যমাণোঽনুদিনং মুমুক্ষো-
র্মতিং সতীং যচ্ছতি বাসুদেবে ॥৩৩॥

কে ভগবদ্ধর্ম্ম কোবিদাঃ ? যমঃ দূতান্ [৬।৩।২০]

স্বয়ম্ভূর্নারদঃ শম্ভুঃ কুমারঃ কপিলো মনুঃ।
প্রহলাদো জনকো ভীষ্মো বলির্বৈয়াসকির্বয়ম্ ॥৩৪॥

রুদ্রো দেবীম্ [৬।১৪।৪-৫]

মুমুক্ষূণাং সহস্রেষু কশ্চিন্মুচ্যেত সিধ্যতি।
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে ॥৩৫॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

অপরের দোষ সাধুগণ কদাচ দর্শন করেন না। পরের যে সামান্য গুণ থাকে, তাহাকে বহুল করিয়া তাঁহারা সম্মান করেন। তদ্বিপরীতে আপনি মহত্তমে দোষ দৃষ্টি করিলেন, ইহাই দুঃখের বিষয় ॥২৬।

সাধুদিগের পরস্পর সঙ্গম উভয়ের মঙ্গল-জনক, অতএব উভয়েরই সম্মত। সেই পরস্পর সম্ভাষণে যে সংপ্রশ্ন হয়, তাহা সকলেরই মঙ্গল বিধান করে ॥ ২৭ ॥

পরস্পর সাধুসঙ্গে মহৎ মুখ হইতে নিঃসৃত 'কৃষ্ণচরিত্র'-সুধাবশিষ্ট হইতে নদীসকল চতুর্দ্দিকে স্রাবিত হয়। হে নৃপ! সেই নদীজল গাঢ় কর্ণে যাঁহারা অনবরত পান করেন, তাঁহাদিগকে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ভয়, শোক ও মোহ স্পর্শ করে না ॥ ২৮ ॥

আত্মভাবিত ভগবান্ যখন যাহার প্রতি অনুগ্রহ করেন. তিনি লোকে ও বেদে পরিনিষ্ঠিমতি পরিত্যাগ করেন। লোকাপেক্ষা, শাস্ত্রবিধি অপেক্ষা ছাড়িয়া ভক্তিপ্রেরিত হইয়া যাহাই করেন, তাহাই অতি সুন্দর ॥ ২৯ ॥

আমরা যতদিন তোমার মায়াদ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া কর্ম্ম করিতে করিতে সংসারে ভ্রমণ করি, ততদিন হে ভগবন্! তোমার ভক্তসঙ্গ হইতে বঞ্চিত না হই। তাহা হইলে আমাদের অবশ্য মঙ্গল হইবে ॥ ৩০ ॥

যে সকল ব্যক্তি আমি যে ঈশ্বর, আমাতে কৃত-সৌহৃদ হইয়া তাৎপর্য্যবান্ হন ; তাঁহারা দেহ-প্রতিপোষকবার্তা, প্রিয়জনসমূহে গৃহে ; জায়া, আত্মজ প্রভৃতি ধনদবিষয়ে প্রীতিযুক্ত হন না, কেবল স্বচ্ছন্দে দেহযাত্রাদি সম্বন্ধীয় কার্য্যাদি অনাসক্তভাবে করিতে থাকেন ॥ ৩১ ॥

হে রহূগণ! ভগবৎ-শব্দবাচ্য তত্ত্ব ছন্দসা অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য্যদ্বারা গৃহাৎ অর্থাৎ গার্হস্থ্য-ধর্ম্মদ্বারা, তপসা অর্থাৎ বানপ্রস্থ-ধর্ম্মের দ্বারা, নির্ব্বপণাৎ অর্থাৎ সন্ন্যাসদ্বারা এবং জলাগ্নি সূর্য্যাদি পূজাদ্বারা তাহা লাভ হয় না। কেবল ভক্তপদরজোভিষেকদ্বারা তাহা পাওয়া যায় ॥ ৩২ ॥

যেখানে গ্রাম্যকথাবিঘাতক কৃষ্ণকথা হয়, সেস্থলে বসিয়া নিরন্তর সেই কথা শুনিতে শুনিতে মুমুক্ষু ব্যক্তির কৃষ্ণে শুদ্ধমতি অর্পিত হয় ॥ ৩৩ ॥

ভগবদ্ধর্ম্ম জ্ঞাতা মহাজনগণের পরিচয়। স্বয়ম্ভূ, নারদ, শম্ভু, সনৎকুমারাদি চারিজন, কপিল, মনু, প্রহলাদ, জনক, ভীষ্ম, বলি, শুকদেব ও আমি যম

[৬।১৭।২৮]

নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি ।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ ॥৩৬॥

প্রহলাদো হিরণ্যকশিপুম্ [৭।৫।৩২]

নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ ।
মহীয়সাং পাদোরজোঽভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥৩৭॥

নৃসিংহঃ প্রহলাদম্ [৭।১০।১৮-১৯]

ত্রিসপ্তভিঃ পিতা পূতঃ পিতৃভিঃ সহ তেঽনঘ ।
যৎ সাধোঽস্য কুলে জাতো ভবান্ বৈ
কুলপাবনঃ ॥৩৮॥

যত্র যত্র চ মদ্ভক্তাঃ প্রশান্তাঃ সমদর্শিনঃ ।
সাধবঃ সমুদাচারাস্তে পূয়ন্তেঽপি কীকটাঃ ॥৩৯॥

ভগবান্ দুর্ব্বাসাং [৯।৪।৬৩ ও ৬৫-৬৮]

অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ ॥ ৪০ ॥

যে দারাগারপুত্রাপ্তপ্রাণান্ বিত্তমিমং পরম্ ।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে ॥৪১
ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শিনঃ ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা ॥৪২
মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্ ।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎকালবিপ্লুতম্ ॥৪৩
সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্ ।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥৪৪॥

গঙ্গায়াঃ পাপহরণং সাধুস্নানেন । ভগীরথঃ গঙ্গাম্ [৯।৯।৬]

সাধবো ন্যাসিনঃ শান্তা ব্রহ্মিষ্ঠা লোকপাবনাঃ ।
হরন্ত্যঘং তেঽঙ্গসঙ্গাত্তেষ্বাস্তে হ্যঘভিদ্ধরিঃ ॥৪৫॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৮।৪]

মহদ্বিচলনং নৃণাং গৃহীণাং দীনচেতসাম্ ।
নিঃশ্রেয়সায় ভগবন্ কল্পতে নান্যথা কচিৎ ॥৪৬॥

আমরা ভগবদ্ধর্ম্ম জানি ॥ ৩৪ ॥

সহস্র সহস্র মুমুক্ষুদিগের মধ্যে কেহ কেহ মুক্ত হন। সহস্র সহস্র মুক্তজনের মধ্যে কেহ কেহ সিদ্ধিলাভ করেন। কোটী কোটী সিদ্ধ ও মুক্তজনের মধ্যে কেহ কেহ সঙ্গসুকৃতিবলে নারায়ণপরায়ণ হন। হে মহামুনে! নারায়ণভক্ত সুদুর্ল্লভ ও প্রশান্তাত্মা ॥ ৩৫ ॥

নারায়ণভক্তগণ নির্ভয়। স্বর্গ, অপবর্গ ও নরক —এসকল তাঁহারা তুল্যার্থদৃষ্টি করেন ॥ ৩৬ ॥

যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তগণের পদরজে অভিষেক স্বীকার না করে, সে পর্য্যন্ত মানবদিগের মতি কখনই কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না। কৃষ্ণপাদপদ্ম সেবাই জীবের সমস্ত অনর্থনাশের একমাত্র হেতু ॥ ৩৭ ॥

হে সাধো! তুমি যখন কুলপাবনরূপে ইঁহার কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তখন ইনি (তোমার পিতা) একুইশ পুরুষ পিতৃলোকের সহিত পবিত্র হইলেন ॥ ৩৮ ॥

যে যে স্থানে আমার সমদর্শী, প্রশান্ত, ভক্ত সাধুসকল বাস করেন, সম্যক্ উত্তমাচার সে সে স্থানে প্রবর্ত্তন হয়। কীকটদেশ হইলেও সে দেশ ব্রহ্মবর্ত্ত অপেক্ষা পবিত্র হয় ॥ ৩৯ ॥

আমি ভক্তপরাধীন, হে দ্বিজ! আমি ভক্তপরতন্ত্র। পরম ভক্ত সাধুগণ-কর্ত্তৃক আমি গ্রস্তহৃদয়। আমি ভক্তজনপ্রিয় ॥ ৪০ ॥

যাহারা পত্নী, গৃহ, পুত্র, আপ্ত, প্রাণ, চিত্ত সমস্ত ত্যাগ করিয়া আমাকে শরণ লইয়াছে, তাহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে আমার উৎসাহ কিরূপে হইবে? ৪১

সৎস্ত্রী যেমত সৎপতিকে বশ করে, সেইরূপ আমাতে বদ্ধহৃদয় সমদর্শী সাধুগণ আমাকে ভক্তিদ্বারা বশ করেন ॥ ৪২ ॥

আমার সেবা করায় সালোক্যাদি চতুষ্টয় উপস্থিত হয়, কিন্তু ভক্তগণ সেবাতেই পূর্ণ হইয়া তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না। অন্য নশ্বর সুখের কথা কি? ৪৩ ॥

সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়। আমি ব্যতীত তাঁহারা আর কিছু জানেন না। আমিও তাঁহাদিগকে ছাড়িয়া আর কিছুই জানি না ॥ ৪৪ ॥

সাধুজনের স্নানে গঙ্গা নিষ্পাপ হন। সাধু, সন্ন্যাসী, শান্ত, ব্রহ্মনিষ্ঠ লোকপাবন ব্যক্তিগণ স্নানরূপ সঙ্গদ্বারা, হে গঙ্গে! তোমার পাপক্ষয় করিবেন। কেন না তাঁহাদের হৃদয়ে হরি, ভক্তিদ্বারা বদ্ধ হইয়া আছেন ॥ ৪৫ ॥

হে ভগবন্! আমরা দীনচেতা গৃহী। আমাদের মঙ্গলের জন্য মহদ্ভক্তদিগের গমনাগমন হয়। অন্য কোন কারণে নয় ॥ ৪৬ ॥ (ক্রমশঃ)

সাময়িক প্রসঙ্গ

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

[শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা, শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-পৌর্ণমাসী,
শ্রীশ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ও শ্রীশ্রীরাধাষ্টমী মহোৎসব]

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা

(১)

'ভক্তিরত্নাকর' গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—শ্রীল রাঘব পণ্ডিত গোস্বামী শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভুকে লইয়া গাঁঠুলী হইতে কাম্যবনের পথে চলিতে চলিতে 'বেহেজ গ্রাম', 'দেবশীর্ষস্থান কুণ্ড', 'মুনিশীর্ষস্থান কুণ্ড', 'প্রমোদনা' বা পরমাদনা গ্রাম, কন্দরা (আদি বদ্রিনারায়ণ স্থান), গন্ধশিলা' পর্ব্বত প্রভৃতি দর্শন করাইয়া 'কদম্বকাননে' লইয়া আসিয়া কহিলেন—

"এই আগে দেখ শুদ্ধ কদম্বকানন।
এথা সুখে মগ্ন রাধাকৃষ্ণ সখীগণ ॥
বিবিধ প্রকার ক্রীড়া করে এইখানে।
রচিয়া ঝুলনা রঙ্গে ঝুলয়ে শ্রাবণে ॥"

—ভঃ রঃ ৫ম তরঙ্গ

এইরূপে বৃন্দাবনের দ্বাদশবনের বিভিন্ন স্থানে বনমধ্যে শ্রীশ্রীরাধারাণীর প্রিয়তমা সখীগণ-কর্ত্তৃক শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের হিন্দোলান্দোলন-লীলা সংঘটিত হইয়া থাকে। প্রেমময়ী রাধারাণীর প্রেমময়ী সখীগণের প্রেমময় বৃন্দাবনে প্রেমফুলমণ্ডিত প্রেমের দোলায় দোলাইয়া প্রাণাধিক প্রিয়তম রাধাগোবিন্দকে প্রেমসুখ প্রদান করেন। মৃদঙ্গাদি বিবিধ বাদ্যযন্ত্র, বীণা-মুরল্যাদি সুরের যন্ত্র বাদন সহকারে সখীগণ সুললিত কণ্ঠে কীর্ত্তন ও নর্ত্তনাদি দ্বারা শ্রীরাধাগোবিন্দের সুখোৎপাদন করেন। তাঁহাদের সুখোৎপাদন ব্যতীত সখীগণের আর অন্য কোন কৃত্যই নাই। সখীগণ শ্রীরাধাগোবিন্দদেবকে সম্মুখাসম্মুখী করিয়া বসাইয়াছেন। কৃষ্ণ এক একসময় বেগে ঝুলাইতে রাধারাণী শ্যামসুন্দরের দিকে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন। সখীগণ রাধারাণীর পক্ষ লইয়া শ্যামসুন্দরকে বেগে ঝুলাইতে নিষেধ করিতেছেন, কিন্তু শ্যামসুন্দর তাহা না শুনিয়া আরও বেগে ঝুলাইতে, রাধারাণী শ্যামের বক্ষে ঝুঁকিয়া পড়িতেছেন। শেষে যখন একেবারেই ঝুঁকিয়া পড়িলেন, তখন সখীগণের আর আনন্দের সীমা নাই। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের গাঢ় সমাশ্লেষই ত' তাঁহাদের পরম কাম্য। অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসের ইহাই ত' মাধুর্য্য।

সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দনের আনন্দদায়িনী স্বরূপশক্তি হলাদিনীই কৃষ্ণকে রসাস্বাদন করান এবং কৃষ্ণও তাঁহার ঐ হলাদিনী শক্তি দ্বারাই তাঁহার ভক্তগণকে পোষণ করেন। শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী প্রভু শ্রীল স্বরূপ গোস্বামিপ্রভুর কড়চার শ্লোক উদ্ধার করিয়া রাধাতত্ত্ব লিখিয়াছেন—

"রাধা কৃষ্ণপ্রণয়বিকৃতির্হলাদিনী শক্তিরস্মা-
দেকাত্মানাবপি ভুবি পুরা দেহভেদং গতৌ তৌ।
চৈতন্যাখ্যং প্রকটমধুনা তদ্দ্বয়ঞ্চৈক্যমাপ্তং
রাধা-ভাব-দ্যুতি-সুবলিতং নৌমি কৃষ্ণস্বরূপম্ ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৪।৫৫

[অর্থাৎ "রাধা কৃষ্ণের 'প্রণয়বিকৃতি' (প্রেম-বিলাস)-রূপ হলাদিনী শক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপতঃ একাত্মক হইয়াও বিলাসতত্ত্বের নিত্যত্ব-প্রযুক্ত রাধাকৃষ্ণ নিত্যরূপে (বিষয় ও আশ্রয়বিগ্রহ) স্বরূপদ্বয়ে বিরাজমান। সেই দুই তত্ত্ব সম্প্রতি একস্বরূপে চৈতন্যতত্ত্বরূপে প্রকট। অতএব রাধার ভাব ও দ্যুতি (কান্তি)-দ্বারা সুবলিত (যুক্ত) সেই কৃষ্ণস্বরূপ গৌরসুন্দরকে প্রণাম করি।" —অঃ প্রঃ ভাঃ]

['পুরা' শব্দের অর্থ শ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন - অনাদিকালতঃ অর্থাৎ অনাদিকাল হইতে।]

"রাধাকৃষ্ণ এক আত্মা, দুই দেহ ধরি'।
অন্যোন্যে বিলাসে রস আস্বাদন করি' ॥
সেই দুই এক এবে চৈতন্য গোসাঞি।
ভাব আস্বাদিতে দোঁহে হৈলা একঠাঁই ॥

*　　*　　*

রাধিকা হয়েন কৃষ্ণের প্রণয় বিকার।
স্বরূপশক্তি—'হলাদিনী' নাম যাঁহার ॥

হ্লাদিনী করায় কৃষ্ণে রস-আস্বাদন ।
হ্লাদিনীর দ্বারা করে ভক্তের পোষণ ॥
সচ্চিদানন্দ, পূর্ণ, কৃষ্ণের স্বরূপ ।
একই চিচ্ছক্তি তাঁর ধরে তিনরূপ ॥
আনন্দাংশে হ্লাদিনী, সদংশে সন্ধিনী ।
চিদংশে সম্বিৎ—যারে জ্ঞান করি' মানি ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৪।৫৬-৬২

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উক্ত ৫৬-৬২ সংখ্যক পয়ারের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—

"অন্যোন্যে—পরস্পরে । এই পদ্যগুলির বাক্যার্থ স্পষ্ট, কিন্তু ভাবার্থ গূঢ় । রাধা—শক্তি, কৃষ্ণ—শক্তিমান্ তত্ত্ব । 'শক্তি-শক্তিমতোরভেদঃ'—এই বেদান্ত বাক্যের অর্থ এই যে, কোন বিচারে শক্তির আধার হইতে শক্তিকে পৃথক্ করা যায় না । কিন্তু অবিচিন্ত্যশক্তিক্রমে রাধাকৃষ্ণ পরস্পর বিলাস-রসাস্বাদন করিতে নিত্য পৃথক্ অথচ যুগপৎ এক । রাধা প্রকৃতপ্রস্তাবে কৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী । কৃষ্ণকে পরমানন্দে নিমগ্ন করিয়া রাখিয়াছেন বলিয়া তাঁহার ঐ নাম । আবার, তিনি কৃষ্ণের চিদ্বিভিন্নাংশরূপ জীবের স্বরূপগত প্রেমপুষ্টিক্রিয়াদ্বারা লক্ষিতা । পূর্ণতত্ত্ব শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দস্বরূপ । সেই একই চিচ্ছক্তি প্রথমে সদংশে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাবিস্তারিণী, চিদংশে পূর্ণজ্ঞানরূপ সম্বিত্তত্ত্ব অর্থাৎ কৃষ্ণের স্বরূপতত্ত্ব, আনন্দাংশে হ্লাদিনী অর্থাৎ সেই স্বরূপতত্ত্বের আহ্লাদদায়িনী ।" (অঃ প্রঃ ভাঃ)

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ উক্ত ৬০ সংখ্যক পয়ারের অনুভাষ্যে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদকৃত 'প্রীতিসন্দর্ভ' ৬৫ সংখ্যার বিচার উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—'মাঠর' শ্রুতি-বাক্য—ভক্তিরেবৈনং নয়তি, ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষো ভক্তিরেব ভূয়সী । অর্থাৎ ভক্তিই ভক্তকে ভগবানের নিকট লইয়া যান, ভক্তিই তাঁহাকে ভগবৎসাক্ষাৎকার করান, শ্রীভগবান্ ভক্তিবশ, ভক্তিরই বাহুল্য সর্ব্বত্র কথিত হইয়াছে ।

শ্রীবিষ্ণুপুরাণে কথিত হইয়াছে —

"হ্লাদিনী সন্ধিনী সম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ ।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৪ ৬৩ ধৃত বিষ্ণুপুরাণ
১।১২।৬৯ শ্লোকে ধ্রুবোক্তি

[অর্থাৎ "হে ভগবন্, সর্ব্বাশ্রয়, নির্গুণ যে তুমি, (সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত) তোমাতে 'হ্লাদিনী', 'সন্ধিনী' ও 'সম্বিৎ' ত্রিবিধ ব্যাপারই চিন্ময় । মায়াবশযোগ্য চিৎকণ জীব মায়াবিষ্ট হইয়া, মায়ার ত্রিগুণ আশ্রয় করতঃ যে অবস্থা লাভ করিয়াছেন, তাহাতে শক্তি 'হ্লাদকরী', 'তাপকরী' ও 'মিশ্রা' (হ্লাদকরী—মনঃ প্রসাদোত্থা সাত্ত্বিকী, বিষয়বিয়োগাদিতে তাপকরী তামসী ও তদুভয়মিশ্রা বিষয়জন্যা রাজসী)—এই তিন প্রকার ভাব পাইয়াছেন ; কিন্তু সর্ব্বগুণাতীত (সত্ত্বাদিগুণবর্জ্জিত) যে তুমি, তোমাতে ঐ শক্তি নির্ম্মলা ও নির্গুণস্বরূপে একাকারা ।"]

[ঐ শ্লোকের এবং ভাঃ ১।৭।৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীল শ্রীধর স্বামিপাদ শ্রীল বিষ্ণুস্বামিপাদ কর্ত্তৃক কথিত নিম্নোক্ত শ্লোকটিকে 'সর্ব্বজ্ঞসূক্ত'-বচন বলিয়া উদ্ধার করিয়াছেন । শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ-কৃত ভগবৎসন্দর্ভেও উহা সর্ব্বজ্ঞসূক্তবাক্য বলিয়া উদ্ধৃত হইয়াছে—]

"হ্লাদিন্যা সম্বিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ ।
স্বাবিদ্যা-সংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ ॥"
—চৈঃ চঃ ম ১৮।১১৪

[অর্থাৎ "ঈশ্বর সর্ব্বদা সচ্চিদানন্দ (সন্ধিনী-সম্বিৎ-হ্লাদিনী শক্তিমান্) এবং হ্লাদিনী ও সম্বিৎ-শক্তিদ্বারা আশ্লিষ্ট (আলিঙ্গিত) ; কিন্তু জীব সর্ব্বদাই স্বীয় (আরোপিত) অবিদ্যা-দ্বারা সংবৃত, সুতরাং সংক্লেশসমূহের আকর ।"]

["সংক্লেশাঃ তু ত্রিবিধাঃ—ক্লেশাস্তু পাপং, তদ্বীজং, অবিদ্যা চেতি তে ত্রিধা ইতি ন্যায়াৎ, তেষাং নিবারস্য পুঞ্জস্য আকরঃ খনিঃ ।" অর্থাৎ পাপ, পাপবাসনা ও অবিদ্যা—এই ত্রিবিধ ক্লেশ ; অবিদ্যা অর্থাৎ কৃষ্ণবহির্ম্মুখতাই সর্ব্বক্লেশের মূল কারণ । সেই ক্লেশসমূহের খনিস্বরূপ ।]

"সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবানেই কেবল একমাত্র হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সম্বিৎ—শক্তিত্রয় অবস্থিত । হে ভগবন্, গুণবর্জ্জিত তোমাতে (ত্রিগুণোচিত) আহ্লাদ ও ক্লেশ-মিশ্র ভাব নাই ।"—এই বিষ্ণুপুরাণবাক্যে তদীয় হ্লাদিনী নাম্নী স্বরূপশক্তিই আনন্দরূপা, যেহেতু এই শক্তিদ্বারাই ভগবৎস্বরূপে আনন্দবিশেষ লক্ষিত হয় এবং ভগবান্ এই শক্তিদ্বারাই তত্তৎ

আনন্দ অন্য ভক্তগণকে প্রদান করেন। * * হ্লাদিনীরই সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী এই নিত্যবৃত্তি ভক্তবৃন্দে প্রদত্ত হইলে উহা ভগবৎপ্রীতি-আখ্যা লাভ করে। শ্রীভগবান্‌ও সেই প্রীতি ভক্তে অনুভব করিয়া ভক্তের প্রীতি গ্রহণ করেন। * * হ্লাদিনীশক্তিই ভগবান্‌কে আনন্দ প্রদান করেন এবং ভগবান্ হ্লাদিনীশক্তিদ্বারা জীবকে তাঁহার নিজের প্রতি প্রীতিধর্ম্ম প্রদান করেন, আবার ভক্তের ভগবৎপ্রীতিতে বাধ্য হইয়া প্রীতি পুষ্ট করেন।"

শ্রীভগবান্‌ই তাঁহার ভক্তগণকে প্রেমমদিরা পানে উন্মত্ত করাইয়া সেই প্রেমোন্মত্ত ভক্তগণের মুখে প্রেমের মাতালিয়া গান শ্রবণ করতঃ নিজেও প্রেমোন্মত্ত হইয়া পড়েন। তাই ভক্তের প্রার্থনা—'পিয়াইয়া প্রেম মত্ত করি' মোরে শুন নিজগুণগান।"

কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীরাধার কায়ব্যূহস্বরূপা পরমপ্রিয়তমা ললিতাদি প্রিয়নর্ম্মসখীগণের হৃদয়ে সেই যুগলপ্রীতি পরম পুষ্টা, সুতরাং তাঁহাদের একান্ত আনুগত্য ব্যতীত সেই যুগলপ্রীতি লাভের অন্য কোন উপায়ই স্বীকৃত হইতে পারে না। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের আদি, মধ্য ও অন্ত্যলীলার প্রতি অধ্যায়েরই উপসংহারে—

"শ্রীরূপ-রঘুনাথ-পদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস॥"

এই পয়ারটি উল্লেখ করিয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথ পাদপদ্মের কৃপাপ্রার্থনার মহান্ আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীরূপানুগবর শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়ও 'রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ। প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস॥"—এই পয়ারটি তাঁহার 'প্রার্থনা'র প্রথম গীতির শেষাংশে উল্লেখ করিয়া শ্রীরূপ-রঘুনাথানুগত্যের আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত 'শ্রীরূপমঞ্জরীপদ' গীতিটি পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অপ্রকট লীলাকালে শ্রবণেচ্ছা জ্ঞাপন, শ্রীরূপ-রঘুনাথের পদধূলিই আমাদের স্বরূপের পরিচয় ইত্যাদি উক্তিদ্বারা এবং প্রত্যহ হরিকথা বলিবার সময়ে "আদদানস্তৃণং দন্তে রিদং যাচে পুনঃ পুনঃ। শ্রীমদ্ রূপপদাম্ভোজধূলিঃ স্যাং জন্মজন্মনি॥"—ঐ শ্লোকটি উচ্চারণ প্রভৃতি শতসহস্র ভাবে তাঁহার শ্রীশ্রীরূপানুগত্যের অত্যুজ্জ্বল আদর্শ প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তাঁহার 'প্রার্থনা'র প্রথম গীতির প্রারম্ভেই 'গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর। হরি হরি বলিতে নয়নে ব'বে নীর॥' পয়ারদ্বারা শ্রীরাধামাধব-মিলিততনু—শ্রীরাধামাধবের গাঢ়সমাশ্লেষ স্বরূপ শ্রীগৌরসুন্দরে প্রীতি প্রার্থনা করিতেছেন, কিন্তু স্বয়ংরূপ বৃন্দাবনচন্দ্র কৃষ্ণের স্বয়ংপ্রকাশ মূলসঙ্কর্ষণ সন্ধিনীশক্তিমত্তত্ত্ব শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ-কৃপা ব্যতীত সেই সন্ধিনীশক্তিপরিণাম—চিদ্ধাম বৃন্দাবনে প্রবেশাধিকার লাভ ও সেই ধামের অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যমাধুর্য্যানুভব ত' সম্ভব হইবে না, তাই দ্বিতীয় ও তৃতীয় পয়ারে গাহিলেন—"আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে। সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥ বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন। কবে হাম হেরব সেই শ্রীবৃন্দাবন॥" লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলাই সর্ব্বলীলামুকুটমণি—সম্যক্সারবস্তুরূপ সংসার, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী-শ্রীবৃষভানুরাজনন্দিনী সেই সংসার-বাসনারূপ শৃঙ্খলাবদ্ধা। তাঁহাকে লইয়াই কৃষ্ণের সংসার, সেই সংসারের সম্পূর্ণ বিপরীত জড় সংসার-বাসনা বা জড়বিষয় (রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ)-সুখভোগাকাঙ্ক্ষা, তাহা হৃদয়াভ্যন্তর হইতে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কাসিত বা উৎপাটিত না হইলে ত' অপ্রাকৃত যুগলপ্রীতি-রসের আস্বাদন-সৌভাগ্য কোনক্রমেই হইতে পারে না, তাই পরমদয়াল বলরাম-নিত্যানন্দের কৃপাপ্রার্থনা। 'সন্ধিনীর সার শুদ্ধসত্ত্ব' (সত্ত্ব অর্থে মনও হয়)। নিত্যানন্দকৃপায়ই সত্ত্ব অর্থাৎ মন—অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়, শুদ্ধ অন্তঃকরণেই চিন্ময় শ্রীবৃন্দাবনধাম দর্শন-যোগ্যতার উদয় হয়। কিন্তু সেই বৃন্দাবনে গিয়া অনুসন্ধান করিতে হইবে—শ্রীরাধারাণীর পরম প্রিয়তমা—শ্রীরূপমঞ্জরী ও শ্রীরসমঞ্জরী বা শ্রীরতিমঞ্জরী অর্থাৎ (শ্রীগৌরলীলায়) শ্রীরূপ-রঘুনাথপাদপদ্ম। তাঁহারাই শ্রীযুগলপ্রীতিরসাস্বাদনে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ। তাঁহাদের একান্ত অনুগ্রহ ব্যতীত সেই পরম দুর্ল্লভ সম্পদ্ 'যুগলপ্রীতি' বুঝিবার আর দ্বিতীয় কোন উপায়ই নাই, তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় গান করিলেন—

"রূপরঘুনাথপদে হইব আকুতি ।
কবে হাম বুঝব সে যুগলপীরিতি ॥
রূপরঘুনাথপদে রহু মোর আশ ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তম দাস ॥"

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীরাধাভাবকান্তিসুবলিত শ্রীশচী-জগন্নাথমিশ্রনন্দন গৌরসুন্দররূপে যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট সম্বর্দ্ধিত শৃঙ্গাররস জগৎকে এতাবৎকাল আর কখনও প্রদান করেন নাই, সেই স্বভক্তিসম্পত্তি—নিজপ্রেমশোভা দান করিবার জন্য এবার কলির প্রথম সন্ধ্যায় শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে অবতীর্ণ হইয়াছেন, সেই মহাবদান্য গৌরহরির মহান্ অবদান গ্রহণে অধিকার লাভ করিতে হইলে তাঁহার নিজজনগণের একান্ত আনুগত্যে তাঁহাদের শিক্ষা দীক্ষা অনুসরণ করিতে হইবে। বিশেষতঃ তাঁহারা যে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নামভজনে নিষ্ঠার শিক্ষাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা বিশেষভাবে অবলম্বনীয়া ও অনুসরণীয়া। শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীচৈতন্যাষ্টকের ৫ম শ্লোকে লিখিয়াছেন—

"হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনো নাম-গণনা-
কৃতগ্রন্থিশ্রেণী সুভগকটিসূত্রোজ্জ্বলকরঃ ।
বিশালাক্ষো দীর্ঘার্গলযুগলখেলাঞ্চিতভুজঃ
স চৈতন্যঃ কিং মে পুনরপি দৃশোর্যাস্যতি পদম্ ॥"

অর্থাৎ ' উচ্চস্বরে 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদি নাম অর্থাৎ মহামন্ত্রগ্রহণে যাঁহার রসনা নৃত্যপরায়ণ, উচ্চারিত নামসমূহের সংখ্যারক্ষণ-নিমিত্ত রচিত-গ্রন্থিশ্রেণীতে বিভূষিত কটিসূত্রদ্বারা যাঁহার বামহস্ত উজ্জ্বল, যাঁহার নয়নদ্বয় বিশাল (আকর্ণবিস্তৃত) এবং যাঁহার আজানুলম্বিত ভুজযুগল সুদীর্ঘ অর্গলযুগলের বিলাস-কর্ত্তৃক পূজিত অর্থাৎ অতিশয় রমণীয়, সেই শ্রীচৈতন্যদেব কি পুনরায় আমার নয়নপথের পথিক হইবেন ?"

শ্রীল রঘুনাথদাস গোস্বামী মহাপ্রভুর স্তব করিতেছেন—

"নিজত্বে গৌড়ীয়ান্ জগতি পরিগৃহ্য প্রভুরিমান্
হরেকৃষ্ণেত্যেবং গণনবিধিনা কীর্ত্তয়ত ভোঃ ।
ইতিপ্রায়াংশিক্ষাং জনক ইব তেভ্যঃ পরিদিশন্
শচীসূনুঃ কিং মে নয়নসরণীং যাস্যতি পুনঃ ॥"

অর্থাৎ "যে মহাপ্রভু জগতে এই গৌড়ীয়গণকে তাঁহার নিজজনরূপে অঙ্গীকার পূর্ব্বক তাঁহাদিগকে জনকের ন্যায় 'হে গৌড়ীয়গণ, তোমরা সংখ্যা সংরক্ষণপূর্ব্বক এই প্রকারে 'হরেকৃষ্ণ' ইত্যাদিরূপ মহামন্ত্র কীর্ত্তন কর'—এইরূপ শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন, সেই শ্রীশচীনন্দন গৌরহরি পুনরায় কি আমার নয়নপথ প্রাপ্ত হইবেন ?"

এইরূপে শ্রীরূপ-রঘুনাথ তাঁহাদের স্তবে শ্রীমন্ মহাপ্রভুর নামভজন-শিক্ষার প্রতিই আমাদের দৃষ্টি বিশেষভাবে আকর্ষণ এবং নিজেরাও সেইপ্রকার ভজনাদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেও গম্ভীরার নিভৃত প্রকোষ্ঠে স্বীয় পার্ষদ রামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া সহর্ষে 'নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়' এই কথা বলিয়া ইহাদ্বারাই তাঁহার স্বভক্তিসম্পৎ ব্রজপ্রেমলাভের পরম উপায় বলিয়া জানাইয়াছেন। যাঁহারা এই নামভজনের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়া রাগভজনে অনুরাগ প্রদর্শন করিতে যান, তাঁহারা নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বহু লোককে ভক্তিপথভ্রষ্ট করিয়া ফেলিবেন।

কবিবর শ্রীল জয়দেব গোস্বামিপাদ তাঁহার শ্রীগীতগোবিন্দ মহাকাব্যে বর্ণনীয়া শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অপ্রাকৃত শৃঙ্গাররসময়ী রহঃকেলিবার্ত্তা 'মেঘৈর্মেদুরমম্বরং' এই মঙ্গলাচরণ শ্লোকে ইঙ্গিত করিয়া তৃতীয় শ্লোকেই অনধিকারচর্চ্চা সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান করিয়া বলিতেছেন—

"যদি হরিস্মরণে সরসং মনো
যদি বিলাস-কলাসু কুতূহলম্ ।
মধুরকোমলকান্তপদাবলীং
শৃণু তদা জয়দেব-সরস্বতীম্ ॥"

অর্থাৎ "হে ভক্তজন! যদি শ্রীকৃষ্ণস্মরণে তোমার চিত্ত রসপূর্ণ করিতে ইচ্ছা হয়, যদি শ্রীকৃষ্ণের ললিত রতি-লীলা-পরিজ্ঞান-বিষয়ে কৌতূহল বিদ্যমান্ থাকে, তাহা হইলে যাহা মধুর, কোমল ও রমণীয় পদাবলীতে গ্রথিত, সেই জয়দেব-বাণী শ্রবণ কর।"

শৃঙ্গাররসের অপ্রাকৃত নায়কনায়িকা—শ্রীরাধাগোবিন্দ ও তাঁহাদের সখীগণে যাঁহাদের প্রাকৃত-বুদ্ধি বিরাজিত, যাঁহাদের চিত্ত জড়রসে ভরপূর, তাঁহারা উক্ত অপ্রাকৃত রসকাব্য আলোচনা করিতে গিয়া

নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বহু লোকের সর্ব্বনাশ সাধন করিয়া ফেলিবেন। অপ্রাকৃত রসবিশেষের আস্বাদনাধিকার দিবার জন্যই স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণই নামরূপে অবতীর্ণ, স্বয়ং ভগবান্ই নিজের নাম নিজে গ্রহণ করিয়া ভজন শিক্ষা দিতেছেন, সেই শিক্ষানুসরণে শৈথিল্য প্রদর্শন করিয়া যাঁহারা অতিবাড়ী হইতে চাহেন, তাঁহারা নিজেদের সঙ্গে সঙ্গে বহু লোককে উৎপথগামী করিয়া তুলিবেন। মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ। আমাদের পূর্ব্ববর্ত্তী মহাজনগণ সকলেই নামভজনের পথ অবলম্বনপূর্ব্বক নামকৃপায় অধিকার উন্নত করিবার আদর্শ প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু আমাদিগের প্রত্যেককেই অন্ততঃ লক্ষনাম গ্রহণের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন এবং সেই নাম দশাপরাধশূন্য হইয়াই গ্রহণ করিবার কথা বলিয়াছেন। কিন্তু হায়, কলির করাল-কবলে পড়িয়া মানুষ অতি দ্রুতগতি বিপথগামী হইতেছে। 'শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কোটিকণ্টকরুদ্ধঃ হা হা ক্ব যামি বিকলঃ কিমহং করোমি, চৈতন্যচন্দ্র যদি নাদ্য কৃপাং করোমি।'

মাঠর শ্রুতি যে ভক্তির কথা বলিয়াছেন, সেই ভক্তি প্রীতিমূলা ভক্তি, উহাই ভক্তকে ভগবানের নিকট লইয়া যান ভগবান্কে দর্শন করান, ভগবান্কে কেবল ভক্তের বশ করান' নহে, তাঁহার অধীন করাইয়া ফেলেন, ভগবান্কে ভক্তের নিকট আত্মবিক্রয় করাইয়াও রেহাই দেন না, ভক্তের প্রেমঋণ অপরিশোধ্যজ্ঞানে ভক্তের নিকট চিরঋণে ঋণী স্বীকার করান, ভক্তের যোগক্ষেম পর্য্যন্ত বহন করান—ভগবৎকৃপা ভক্তকৃপানুগামিনী। ভগবান্ সর্ব্বতন্ত্রস্বতন্ত্র স্বরাট্ পুরুষোত্তম হইলেও তিনি নিজেকে 'ভক্তপরাধীন' বলিয়া পরিচয় দেন, ভক্তসাধু ভক্তজনপ্রিয়-ভগবানের হৃদয়খানি গ্রাস করিয়া ফেলিয়াছেন। ভক্তসাধুগণের হৃদয়ে ভগবচ্চিন্তা—তাঁহার ইন্দ্রিয়তর্পণচিন্তা ব্যতীত অন্য কোন চিন্তাই স্থান পায় না, আবার ভগবানের হৃদয়ও তাঁহার প্রেমিক ভক্ত সম্পূর্ণ দখল করিয়া বসিয়া আছেন, ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহার ভক্তকে কি করিয়া একটু সুখ দিয়া কৃতকৃতার্থ হইবেন, এই চিন্তায় সর্ব্বদাই ভরপুর থাকেন। শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেব ভক্তরাজ প্রহলাদের স্তবে তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে তাঁহার অভীপ্সিত বর প্রার্থনা করিতে বলিলেন —

"প্রহলাদ ভদ্র ভদ্রং তে প্রীতোহহং তেঽসুরোত্তম।
বরং বৃণীষ্বাভিমতং কামপূরোঽস্ম্যহং নৃণাম্॥"

[অর্থাৎ "(শ্রীভগবান্ কহিলেন,—) হে ভদ্র প্রহলাদ, তোমার মঙ্গল হউক। হে অসুরোত্তম, তোমার প্রতি আমি প্রসন্ন হইয়াছি, আমি নরদিগের অভিলাষ পূরণ করি, সুতরাং তোমার অভীষ্ট বর প্রার্থনা কর।"] —ভাঃ ৭।৯।৫২

ভক্তরাজ প্রহলাদ লোকসকলের মোহোৎপাদক বহুবিধ বরদ্বারা প্রলোভিত হইয়াও শ্রীভগবানে ঐকান্তিকতা-প্রযুক্ত তৎসমুদয়ের একটিও অভিলাষ করিলেন না। কহিলেন,—হে প্রভো, স্বভাবতঃ কামাসক্ত আমি, আমাকে আপনার ঐসকল বরের দ্বারা প্রলুব্ধ করিবেন না, আমি কামসঙ্গ ভীত, নির্ব্বেদপ্রাপ্ত ও মুমুক্ষু হইয়াই আপনার শরণাপন্ন হইতেছি। —ভাঃ ৭।১০।২

"যস্ত আশিষ আশাস্তে ন স ভৃত্যঃ স বৈ বণিক্।"—"হে প্রভো, আপনা হইতে যে ব্যক্তি বিষয়াদি ভোগ প্রার্থনা করে, সে আপনার ভৃত্য নহে —বণিক্।" অর্থাৎ বণিক্ যেমন ভগবান্কে কিঞ্চিৎ পত্র-পুষ্প-নৈবেদ্যাদি নিবেদনাভিনয় করিয়া তাঁহার নিকট হইতে হস্তী-অশ্ব-রথাদিমতী বিপুল-সম্পত্তি বা ব্রহ্মা-ইন্দ্রাদির পর্য্যন্ত পদপ্রাপ্তির অভিলাষ জ্ঞাপন করে, তদ্রূপ যাহারা সামান্য কিছু সেবার বিনিময়ে ভগবানের নিকট আত্মেন্দ্রিয়তর্পণাভিলাষী হয়, তাহারা কখনই ভক্তপদবাচ্য হইতে পারে না। প্রকৃতভক্তের ভক্তির বিনিময়ে কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছা ব্যতীত অন্য কোন বাঞ্ছাই হৃদয়ে স্থান পায় না। তাই শ্রীপ্রহলাদ কহিলেন—

"যদি দাস্যসি মে কামান্ বরাংস্ত্বং বরদর্ষভ।
কামানাং হৃদ্যসংরোহং ভবতস্তু বৃণে বরম্॥"
—ভাঃ ৭।১০।৭

[অর্থাৎ "হে বরদর্ষভ (বরদাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ), আপনি যদি আমাকে আমার অভীষ্ট বরই দান করেন, তবে আমি আপনার নিকট হৃদয়ে কামবাসনার অনুৎপত্তিই প্রার্থনা করি।"]

শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেব তদ্ভক্তবর প্রহলাদের এইরূপ বাক্য শ্রবণ করতঃ অত্যন্ত প্রীত হইয়া কহিলেন

—বৎস প্রহলাদ, তোমার ন্যায় আমার একান্ত ভক্ত ঐহিক বা পারত্রিক কোন কল্যাণই প্রার্থনা করে না। তথাপি তুমি এই মন্বন্তর পর্য্যন্ত এ স্থানে দৈত্যগণের অধীশ্বর হইয়া বিষয়সকল ভোগ কর। 'আমার প্রিয় কথাসকল সেবন করিয়া সর্ব্বভূতে বিদ্যমান একমাত্র আমাকে যজ্ঞেশ্বর চিন্তা করিয়া আমাতে অর্পণদ্বারা কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমার আরাধনা কর।' (ভাঃ ৭।১০।১২ দ্রষ্টব্য)

উক্ত ভাঃ ৭।১০।১২ শ্লোকের 'সারার্থদর্শিনী' টীকায় শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—"ননু মাং বিষয়ান্ধকূপে কেনাপরাধেন ক্ষিপসীত্যত আহ—কথা ইতি। অধিযজ্ঞং সর্ব্বযজ্ঞাধীশ্বরং মাং স্বযোগেন স্বীয় ভক্তিযোগেনৈব যজ ভজেত্যকৃতা অপি অশ্বমেধাদয়ো যজ্ঞাঃ কৃতা এব ভবিষ্যন্তীত্যধিযজ্ঞপদেন দ্যোত্যতে। কর্ম্ম বৈদিকং লৌকিকঞ্চ হিংবন্ মদ্ভক্ত্যধিকারিণঃ কর্ম্মকরণানৌচিত্যাৎ॥"

অর্থাৎ 'হে ভগবন্ আমাকে কি অপরাধে বিষয়ান্ধকূপে নিক্ষেপ করিতেছেন?'—এইরূপ পূর্ব্বপক্ষের উত্তরে 'কথা মদীয়া' ইত্যাদি শ্লোকটির অবতারণা করা হইয়াছে। শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—'অধিযজ্ঞং' বলিতে সর্ব্বযজ্ঞাধীশ্বর আমাকে (যজসু যোগেন স্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর স্বযোগেন যজ অর্থাৎ ভজ—এইরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন—) স্বীয় ভক্তিযোগ (শ্রবণকীর্ত্তনাদি) দ্বারা ভজ, ইহাতে অশ্বমেধাদি যজ্ঞ অকৃত অর্থাৎ করা না হইলেও করা হইয়া যাইবে, 'অধিযজ্ঞ' শব্দে ইহাই দ্যোতিত অর্থাৎ প্রকাশিত হইতেছে। (গীতায় শ্রীভগবানের শ্রীমুখোক্তি—'অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ'—গীঃ ৯।২৪) (শ্রীভগবানে ভক্তিযোগ অবলম্বিত হইলে সর্ব্বকর্ম্মই কৃত হইয়া যায়।) বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ বলিতেছেন—আমার ভক্তি যোগাধিকারীর লৌকিক ও বৈদিকাদি কর্ম্মকরণ অনুচিত বলিয়া ঐসকল কর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভক্তিযোগাবলম্বন পূর্ব্বক আমার আরাধনা কর। নারদপঞ্চরাত্রে উক্ত হইয়াছে—

"লৌকিকী বৈদিকী বাপি যা ক্রিয়া ক্রিয়তে মুনে।
হরিসেবানুকূলৈব সা কার্য্যা ভক্তিমিচ্ছতা॥"

—ভঃ রঃ সিঃ পূঃ বিঃ ২।৯৩ শ্লোক ধৃত
নারদপঞ্চরাত্রবাক্য

[অর্থাৎ "হে মুনে, মানবগণ লৌকিক ও বৈদিক যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, ভক্তিঅভিলাষিব্যক্তিগণ সেই সমস্ত ক্রিয়া যাহাতে হরিসেবার অনুকূল হয়, সেইরূপ করিবেন।"]

এইরূপ শুদ্ধভক্তের যাবতীয় কর্ম্ম কৃষ্ণপ্রীতিবাঞ্ছামূলে অনুষ্ঠিত হয় এবং এইরূপ শুদ্ধভক্তি হইতেই কৃষ্ণে প্রকৃত প্রেমোদয় সম্ভব হয়।

কৃষ্ণপ্রেমময়ী শ্রীশ্রীরাধারাণীর কৈঙ্কর্য্য পাইয়া যাঁহারা ধন্যাতিধন্য হইয়াছেন, তাঁহাদের ভৃত্যানুভৃত্য হইতে পারিলেই তাঁহাদের অহৈতুকী কৃপাবলে বিশুদ্ধা কৃষ্ণেন্দ্রিয়তর্পণবাঞ্ছামূলা শুদ্ধভক্তির উদয় হয়, তাহা হইলেই শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের হিন্দোলান্দোলনাদি লীলার প্রকৃত রসমাধুর্য্যাস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ হইবে।

আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছা-পরিপূর্ণ চিত্তে ঐসকল অপ্রাকৃত লীলাস্বাদনের অনুকরণ চলিতে পারে বটে, কিন্তু অনুসরণ-সৌভাগ্য লভ্য হইবে না। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের অর্চ্চামূর্ত্তিতে যে বিধিমার্গে অর্চ্চনভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠান করা হয়, তদ্দ্বারা ব্রজলীলায় প্রবেশাধিকার লাভ হইবে না—'বিধিমার্গে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি' (চৈঃ চঃ)। শ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনাদিলীলারও যে অর্চ্চার পূজনাদি হয়, তাহাও ঐরূপ বিধিমার্গীয়-কৃত্য মধ্যে গণিত, উহাও রাগমার্গীয় ব্রজভাবপ্রাপক নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক নামে সর্ব্বশক্তি আহিত করিয়া দিয়াছেন। এই নাম সদ্গুরুপাদাশ্রয়ে নিরপরাধে জপ করিতে পারিলেই শ্রীগুরুকৃপায় শীঘ্র শীঘ্র নামব্রহ্মে রত্যুদয় হইবে। নামব্রহ্মই কৃপা করিয়া অপ্রাকৃতব্রজবাসীর অপ্রাকৃত ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণে যে স্বাভাবিকী প্রীতিমূলা রাগাত্মিকা বা রাগস্বরূপা ভক্তি আছে, তাহার নিষ্কপট আনুগত্যে রাগভজনে অধিকার প্রদান করেন। ইহারই নাম 'রাগানুগা সাধনভক্তি'। যাঁহারা নিরপরাধে নামানুশীলন-চেষ্টা পরিত্যাগ করিয়া কৃষ্ণে অনুরাগ দেখাইতে যান, তাঁহাদের সে অনুরাগে কেবল কৃত্রিমতা ব্যতীত আর কিছুই লক্ষ্যীভূত হইবে না। শ্রীমন্মহাপ্রভু নামসংকীর্ত্তনকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজন বলিয়াছেন। তাঁহার প্রিয়তম পার্ষদবৃন্দ—সকলেই নামভজনে সুদৃঢ়া নিষ্ঠা প্রদর্শন

করিয়াছেন। সাক্ষাৎ গৌরশক্তিস্বরূপ রূপানুগ ভক্তিবিনোদ ঠাকুরও উদাত্ত কণ্ঠে গাহিয়াছেন—(নাম) ঈষৎ বিকশি' পুনঃ দেখায় নিজ রূপগুণ, চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণ পাশ, পূর্ণ বিকশিত হঞা, ব্রজে মোরে যায় লইয়া, দেখায় নিজ স্বরূপ বিলাস। এই মায়িক জগতে যে শৃঙ্গাররসটি অত্যন্ত হেয়বিচারে ঘৃণার চক্ষে দেখা হয়, পরজগতে অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণই তাহার একমাত্র অদ্বিতীয় ভোক্তা বলিয়া তাহাকে পরম উপাদেয় বিচারে তাহা মহা মহা যোগীন্দ্র-মুনীন্দ্রগণের পর্য্যন্ত বন্দনীয়—স্তবনীয় হয়। যাঁহাদের শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের স্বরূপে ও লীলায় সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত—চিন্ময়ী বুদ্ধির উদয় হইয়াছে, যাঁহাদের হৃদয় সম্পূর্ণরূপে আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছার পরিবর্ত্তে কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছায় সত্যসত্যই ভরপুর হইয়া পড়িয়াছে, তাঁহারাই এই সমস্ত চিন্ময়ী লীলারসাস্বাদনের প্রকৃত অধিকারী হইতে পারেন। অবশ্য আমরা ঝুলনাদি লীলার অর্চ্চাপূজাদিকে একেবারে নিরর্থক বলিতেছি না, কিন্তু উহার প্রকৃত রসাস্বাদন করিতে হইলে নিরপরাধে নামানুশীলনের দিকেই বিশেষ দৃষ্টিট রাখিতে হইবে। নামই আমাদের অধিকারের ক্রমোন্নতি বিধান করিবেন। তবে নাম—বাঞ্ছাকল্পতরু কৃষ্ণাভিন্নতনু—শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতীতনূ—নাম-নামী অভিন্ন। নাম-সাধন-কালে রাগভক্তি (অনুরাগময়ী) বাঞ্ছামূলে নামগ্রহণ করিলে নাম শীঘ্রই তাঁহাকে সেই দুর্ল্লভ সম্পল্লাভের সৌভাগ্য প্রদান করিবেন—যদি তাঁহার চরণে কোন অপরাধ না থাকে। "সাধনে ভাবিবে যাহা সিদ্ধিকালে পাবে তাহা।" শ্রীভগবানেরও শ্রীমুখোক্তি—'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' মোটকথা ভক্তিমার্গে ভজনে উন্নতাধিকার লাভ করিতে হইলে নামভজনে কখনই শৈথিল্য প্রদর্শন করিতে হইবে না। "উহা হইতে সর্ব্বসিদ্ধি হইবে সবার" ইহাই শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্পষ্টীকৃত শ্রীমুখবাক্য।

* * *

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীজাহ্নবা দেবী

(৬৫)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'শ্রীবারুণীরেবতবংশসম্ভবে
তস্য প্রিয়ে দ্বে বসুধা চ জাহ্নবী।
শ্রীসূর্য্যদাসস্য মহাত্মনঃ সুতে
ককুদ্মিরূপস্য চ সূর্য্যতেজসঃ ॥
কেচিৎ শ্রীবসুধাদেবীং কলাবপি বিবৃণ্বতে।
অনঙ্গমঞ্জরীং কেচিজ্জাহ্নবীঞ্চ প্রচক্ষতে।
উভয়ন্তু সমীচীনং পূর্ব্বন্যায়াৎ সতাং মতম্ ॥'

—গৌঃ গঃ দীপিকা ৬৫-৬৬

'পূর্ব্বে যাঁহারা বারুণী ও রেবতবংশসম্ভূতা রেবতী বলদেবের পত্নী ছিলেন, তাঁহারাই এই অবতারে বসুধা এবং জাহ্নবী নামে নিত্যানন্দের দুই পত্নী হন। এই দুইজন সূর্য্যতুল্য তেজস্বী সূর্য্যদাসের কন্যা। এই সূর্য্যদাস পূর্ব্বে রেবতীর পিতা ককুদ্মী ছিলেন। কোন কোন ব্যক্তি কলিযুগে বসুধাদেবীকে অনঙ্গমঞ্জরী, কেহ কেহ বা জাহ্নবাদেবীকেও অনঙ্গমঞ্জরী বলিয়া থাকেন। সদ্ব্যক্তিগণের মতে পূর্ব্বের ন্যায় এই উভয়ই প্রশস্য।'

শ্রীজাহ্নবা মাতার পিতা শ্রীসূর্য্যদাস সরখেল। শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানে জাহ্নবামাতার জননীরূপে 'ভদ্রাবতী' উল্লিখিত হইয়াছে। নবদ্বীপ হইতে অল্প দূরে শালিগ্রাম* (ইষ্টার্ণরেলের মুড়াগাছা ষ্টেশনের অনতিদূরে) শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের শ্রীপাট। সূর্য্যদাস

---

* শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব অভিধানের বর্ণনে জানা যায়, সূর্য্যদাস সরখেল পরবর্ত্তিকালে কালনায় বসবাস করিয়াছিলেন।

সরখেল শ্রীকংসারি মিশ্রের তৃতীয় পুত্র ছিলেন। শ্রীকংসারি মিশ্রের প্রথম ও দ্বিতীয় পুত্র শ্রীদামোদর ও শ্রীজগন্নাথ। সূর্য্যদাস সরখেলের কনিষ্ঠ ভ্রাতৃত্রয় ছিলেন যথাক্রমে শ্রীগৌরীদাস, শ্রীকৃষ্ণদাস সরখেল ও শ্রীনৃসিংহচৈতন্য।

"নবদ্বীপ হইতে অল্পদূর শালিগ্রাম।
তথা বৈসে পণ্ডিত সূর্য্যদাস নাম॥
গৌড়ে রাজা যবনের কার্য্যে সুসমর্থ।
'সরখেল'-খ্যাতি, উপার্জ্জিল বহু অর্থ॥
সূর্য্যদাস—চারিভ্রাতা অতি শুদ্ধাচার।
সর্ব্বত্র বিদিত তাহা কহিব কি-আর॥
শ্রীসূর্য্যদাসের গুণ কহিল না হয়।
বসুধা, জাহ্নবা-নামে তাঁর কন্যাদ্বয়॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ ৩৮৭৫-৩৮৭৮

সূর্য্যদাস সরখেল, তাঁর ভাই কৃষ্ণদাস।
নিত্যানন্দে দৃঢ় বিশ্বাস প্রেমের নিবাস॥

—চৈঃ চঃ আ ১১।২৫

সরখেল সূর্য্যদাস পণ্ডিত উদার।
তাঁর ভ্রাতা গৌরীদাস পণ্ডিত প্রচার॥
শালিগ্রাম হৈতে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতায় কহিয়া।
গঙ্গাতীরে কৈলা বাস অম্বিকা আসিয়া॥

—ভক্তিরত্নাকর ৭।৩৩০-৩১

—উপরিউক্ত ভক্তিরত্নাকর-গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী জ্ঞাত হওয়া যায় যে, শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের নিবাস 'শালিগ্রামেই' ছিল। তাঁহার অনুজ্ঞা লইয়া শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত অম্বিকা কালনায় নিবাস করিয়াছিলেন।

শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তি ঠাকুরের রচিত ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে শ্রীজাহ্নবাদেবীর পূত চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। বিষ্ণুতত্ত্বমাত্রেরই তিন শক্তি বিদ্যমান—'শ্রী' 'ভূ' ও 'নীলা' বা 'লীলা'। ভগবত্তত্ত্ব শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুতেও উক্ত তিন শক্তির প্রকাশ লক্ষিত হয়। নরলীলার অনুরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহলীলার বিশেষ-বিবরণ ভক্তিরত্নাকর গ্রন্থের দ্বাদশ তরঙ্গে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। উক্ত বর্ণনের সংক্ষিপ্ত সারকথা এই—শালিগ্রামের নিকটে বড়গাছি-গ্রামনিবাসী কায়স্থ-কুলোদ্ভূত শ্রীহরিহোড়ের পুত্র শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলকে কন্যাদ্বয়ের বিবাহের জন্য চিন্তিত দেখিয়া একজন প্রাচীন ব্রাহ্মণ তাঁহার কন্যাদ্বয়ের যোগ্য পাত্র-রূপে নির্দ্দেশ করিতে গিয়া বলিলেন,—'রাঢ়দেশে একচক্রাধামে বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্রীহাড়াই পণ্ডিত ও তাঁহার পত্নী পদ্মাবতী দেবী আছেন, যাঁহারা কৃষ্ণলীলায় শ্রীবসুদেব ও রোহিণী। শ্রীবলদেবাভিন্নস্বরূপ শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু তাঁহাদের পুত্ররূপে প্রকটিত হইয়াছেন। নিত্যানন্দ প্রভু বহু তীর্থ পর্য্যটন ও তপস্যা করিয়াছেন, তিনি মহাবিদ্বান ও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর প্রিয়তম। শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু আপনার কন্যাদ্বয়ের নিত্যপতি।' সূর্য্যদাস সরখেল উক্ত ব্রাহ্মণের নির্দ্দেশ অনুসারে কন্যাদ্বয়—বসুধা, জাহ্নবাকে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্মে সমর্পণ করিলে বিবাহের পর নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় নিত্যানন্দ প্রভুকে বলরাম এবং বসুধা জাহ্নবাকে বলদেবের বামে ও দক্ষিণে বারুণী ও রেবতীরূপে—যাহা তিনি পূর্ব্বে স্বপ্নে দর্শন করিয়াছিলেন, তাহা পুনঃ সাক্ষাৎ দর্শন করিয়া পরমানন্দে আত্মবিস্মৃত হইলেন।

বসু-জাহ্নবারে দেখে বারুণী রেবতী।
অঙ্গছটা কনক কুঙ্কুমপুঞ্জ জিতি॥
বলদেব বামে দক্ষিণেতে বিলসয়।
বিচিত্র বসন ভূষণাদি শোভাময়॥
ভক্তে সুখ দিতে মহা ঐশ্বর্য্য প্রকাশ।
দেখি আত্মবিস্মরিত হৈলা সূর্য্যদাস॥

—ভক্তিরত্নাকর ১২।৩৯০৮-১০

শ্রীকৃষ্ণদাস সরখেলের গৃহে বিবাহের অধিবাস-কৃত্য এবং শ্রীসূর্য্যদাস সরখেলের আলয়ে বিবাহকার্য্য শালিগ্রামে সম্পন্ন হয়। বড়গাছি ও শালিগ্রামের ব্রাহ্মণ সজ্জনগণ বিবাহ উৎসবে সমুপস্থিত ছিলেন।

"লোক শাস্ত্রমতে সূর্য্যদাস ভাগ্যবান্।
নিত্যানন্দচন্দ্রে দুই কন্যা কৈল দান॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১২।৩৯৮৩

শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবা দেবীর কৃপা ব্যতীত কেহই ভবসাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারেন না, শ্রীনিত্যানন্দের সেবা এবং তাঁহারই আরাধ্য শ্রীগৌরহরির ও শ্রীরাধাকৃষ্ণের প্রেম-সেবা লাভ করিতে পারেন না।

'ওগো শ্রীজাহ্নবা-দেবি! এ দাসে করুণা।
কর আজি নিজগুণে ঘুচাও যন্ত্রণা॥

তোমার চরণতরী করিয়া আশ্রয় ।
ভবার্ণব পার হ'ব ক'রেছি নিশ্চয় ॥
তুমি নিত্যানন্দশক্তি কৃষ্ণভক্তি, গুরু ।
এ দাসে করহ দান পদ-কল্পতরু ॥
কত কত পামরেরে করেছ উদ্ধার ।
তোমার চরণে আজ এ কাঙ্গাল ছার ॥'

—কল্যাণকল্পতরু (শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের লিখিত)

ভক্তবর শ্রীকৃষ্ণদাস তাঁহার রচিত 'জয় রাধে জয় কৃষ্ণ জয় বৃন্দাবন' কীর্ত্তনে কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণধাম ও কৃষ্ণ-পার্ষদগণের মহিমা বর্ণনমুখে শেষে শ্রীজাহ্নবা দেবীর কৃপা প্রার্থনা করিয়াছেন এইভাবে—

'শ্রীজাহ্নবা-পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ ।
দীনকৃষ্ণদাস কহে নামসংকীর্ত্তন ॥'

শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু বিবাহলীলার পর শ্রীশচীমাতার ইচ্ছানুসারে শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে, পরে সপ্তগ্রামে শ্রীউদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের ভবনে কিছুদিন অবস্থান করিয়া গঙ্গার নিকটবর্ত্তী খড়দহে আসিয়া নিবাস স্থাপন করেন । শ্রীজাহ্নবা দেবীর কোন পুত্রসন্তান হয় নাই । শ্রীক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু এবং সাক্ষাৎ শ্রীগঙ্গাদেবী শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীবসুধাকে অবলম্বন করিয়া পুত্র-কন্যারূপে প্রকটিত হন—পুত্র* শ্রীবীরভদ্র গোস্বামী বা শ্রীবীরচন্দ্র গোস্বামী এবং কন্যা† শ্রীগঙ্গা । গৌরগণোদ্দেশদীপিকার বর্ণনানুযায়ী শ্রীগঙ্গার পতি শ্রীমাধবাচার্য্য সাক্ষাৎ শ্রীশান্তনু রাজার অবতার। শ্রীবীরচন্দ্র প্রভু শ্রীজাহ্নবা মাতার কৃপাসিক্ত দীক্ষিত শিষ্য । শ্রীনিত্যানন্দ দাস রচিত প্রেমবিলাস গ্রন্থের বর্ণনানুযায়ী জানা যায় শ্রীজাহ্নবা মাতাকে চতুর্ভুজরূপে দর্শন করিয়া শ্রীবীরভদ্র প্রভুর মন পরিবর্ত্তিত হয় এবং তিনি জাহ্নবা মাতার নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন ।

খেতরীধামে ফাল্গুনী-পূর্ণিমা তিথিতে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুরের শ্রীবিগ্রহ প্রতিষ্ঠা মহোৎসবে শ্রীজাহ্নবাদেবী উপস্থিত ছিলেন এবং তাঁহারই নিয়ামকত্বে প্রতিষ্ঠার কৃত্যসমূহ সম্পন্ন হইয়াছিল । শ্রীজাহ্নবাদেবী ভোগরন্ধন করিয়া ও ভোগ নিবেদন করিয়া মহান্তগণকে স্বয়ং পরিবেশন করিয়া খাওয়াইয়াছিলেন ।

শ্রীজাহ্নবাঈশ্বরী পরম হর্ষ হৈয়া ।
প্রাতঃকালে করিলেন স্নানাহ্নিক ক্রিয়া ॥
পরম উৎসাহে কৈল অপূর্ব্ব রন্ধন ।
অন্ন ব্যঞ্জনাদি যত না হয় বর্ণন ॥

—ভক্তিরত্নাকর ১০।৬৮৬ ৭

গৌড়দেশে গৌরাঙ্গের প্রিয় পরিকর ।
নরোত্তমে দেখি সবে আনন্দ অন্তর ॥
শ্রীজাহ্নবাদেবী সূর্য্যপণ্ডিত-দুহিতা ।
নিত্যানন্দ প্রেয়সী যে জগতে পূজিতা ॥
প্রেমভক্তিরত্ন-প্রদানে প্রবীণা যেহ ।
শ্রীঠাকুর মহাশয় নামে হৃষ্ট তেঁহ ॥
দেখিয়া অলৌকিক প্রেম বৈরাগ্য প্রবল ।
শ্রীজাহ্নবাদেবী মহা-আনন্দে বিহ্বল ॥
কৃপা করি শ্রীখেতরী গ্রামেতে আসিয়া ।
করয়ে সবারে তৃপ্ত সন্দর্শন দিয়া ॥
শ্রীমতী জাহ্নবাদেবীর অনুগ্রহ যত ।
মো ছার পামর তাহা বর্ণিব বা কত ॥

—ভক্তিরত্নাকর ১।৪২৯-৩৪

শ্রীভক্তিরত্নাকর একাদশ তরঙ্গে শ্রীজাহ্নবাদেবীর ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে । তিনি খেতরীধাম হইতে বৃন্দাবন যাওয়ার পথে একটি বর্দ্ধিষ্ণু গ্রামে পাষণ্ড দস্যুগণকে কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলেন । শ্রীজাহ্নবা দেবী বৃন্দাবনে পৌঁছিয়া গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি (সমাজ) দেখিয়া ক্রন্দন করিয়াছিলেন । 'গৌরীদাস পণ্ডিতের সমাধি দেখিতে । বহে বারিধারা নেত্রে, নারে নিবারিতে ॥'—ভক্তিরত্নাকর ১১শ তরঙ্গ । শ্রীজাহ্নবাদেবী বৃন্দাবনে শুভ পদার্পণ করিলে শ্রীল গোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীল

---

* 'সঙ্কর্ষণস্য যো ব্যূহঃ পয়োব্ধিশায়ি-নামকঃ ।
স এব বীরচন্দ্রোঽভূচ্চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ ॥' —গৌঃ গঃ ৬৭

'পয়োব্ধিশায়ী নামক সঙ্কর্ষণের যে ব্যূহ ছিলেন, তিনি চৈতন্যের অভিন্নবিগ্রহ । এক্ষণে নিত্যানন্দাত্মজ বীরচন্দ্র নামে অভিহিত হইয়াছেন।'

† "বিষ্ণুপাদোদ্ভবাগঙ্গা যাসীৎ সা নিজনামতঃ ।
নিত্যানন্দাত্মজাজাতা মাধবঃ শান্তনুর্নৃপঃ ॥"

—গৌঃ গঃ ৬৯

'যিনি বিষ্ণুপাদোদ্ভবা গঙ্গা, তিনি নিজনামে নিত্যানন্দের কন্যা হইয়াছেন, মাধব পূর্ব্বে শান্তনু রাজা ছিলেন ।'

শ্রীল ভূগর্ভ গোস্বামী, শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী, শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী, শ্রীল শ্রীমধু পণ্ডিত প্রমুখ গোস্বামিগণ শ্রীঈশ্বরীজাহ্নবাদেবীকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করিয়াছিলেন। তৎপর জাহ্নবাদেবী গোস্বামিগণকে লইয়া শ্রীমদনমোহন, গোবিন্দ, গোপীনাথ দর্শনান্তে শ্রীরাধাকুণ্ডে পৌঁছিয়াছিলেন। তথায় সর্ব্বক্ষণ শ্রীনামসংকীর্ত্তনরত ক্ষীণতনু শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামীর সহিত শ্রীজাহ্নবাদেবীর সাক্ষাৎকার হয়। জাহ্নবাদেবী শ্রীরাধাকুণ্ডে তিনদিন অবস্থান করিয়া ভজন করিয়াছিলেন। কুণ্ডতীরে বংশীধ্বনি শ্রবণ এবং শ্রীকৃষ্ণের দর্শনলাভ করিয়া প্রেমাবিষ্ট হইয়াছিলেন। শ্রীজাহ্নবাদেবী রাধাকুণ্ডে যে ঘাটে বসিয়াছিলেন ও স্নান করিয়াছিলেন, তাহা জাহ্নবাঘাট নামে প্রসিদ্ধ। তিনি বৈষ্ণবগণকে লইয়া শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করেন। পরিক্রমাকালে তিনি শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত শ্রবণ করিয়াছিলেন। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমণান্তে তিনি গৌড়দেশে ফিরিয়া আসিয়া গৌড়মণ্ডলের বিভিন্ন স্থান ভ্রমণ করেন। খেতরীধামে ৩।৪ দিন, বুধুরী (মুর্শিদাবাদ), নিত্যানন্দ প্রভুর বাল্যলীলাস্থলী একচক্রাগ্রাম, শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসলীলাস্থান কাটোয়া, যাজিগ্রাম, শ্রীখণ্ড, প্রাচীন নবদ্বীপ শ্রীধাম মায়াপুর, অম্বিকা, সপ্তগ্রামে উদ্ধারণ দত্ত ঠাকুরের আলয় দর্শন করিয়া খড়দহে ফিরিয়া আসেন। তিনি বসুধাদেবীকে ও শ্রীবীরভদ্র প্রভুকে সমস্ত ভ্রমণবৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণন করিয়া শ্রবণ করান। গৌড়মণ্ডল ভ্রমণকালে শ্রীজাহ্নবাদেবীর কাটোয়ায় শ্রীযদুনন্দন আচার্য্য ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের সহিত এবং যাজিগ্রামে শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর, শ্রীল রামচন্দ্র কবিরাজ এবং শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দন ঠাকুরের সহিত সাক্ষাৎকার হয়।

শ্রীনিত্যানন্দপার্ষদ শ্রীপরমেশ্বরীদাস ঠাকুর শ্রীজাহ্নবাদেবীর কৃপায় বৃন্দাবনে শ্রীরাধারাণীর সহিত শ্রীগোপীনাথের মিলন দর্শন করিয়াছিলেন। পরমেশ্বরীদাস ঠাকুর খড়দহে যাইয়া শ্রীবসুধা ও শ্রীজাহ্নবাদেবীকে প্রণাম করিয়া উক্ত অলৌকিক ঘটনার কথা জ্ঞাপন করিলে শ্রীজাহ্নবাদেবী প্রেমাবিষ্টা হন। তিনি আঁটপুরে শ্রীরাধাগোপীনাথ বিগ্রহের সেবা শীঘ্র প্রকাশের জন্য পরমেশ্বরী ঠাকুরকে আদেশ প্রদান করেন। শ্রীজাহ্নবাদেবী শ্রীযদুনন্দন আচার্য্যের দুইটী কন্যা শ্রীমতী ও শ্রীনারায়ণীর সহিত বীরচন্দ্র প্রভুর বিবাহলীলাও সম্পাদন করিয়াছিলেন। শ্রীবীরচন্দ্র প্রভুর শক্তিদ্বয় শ্রীমতী ও শ্রীনারায়ণীও শ্রীজাহ্নবাদেবীর শিষ্যা হইলেন।

বৈশাখ মাসের শুক্লানবমী তিথিকে অবলম্বন করিয়া শ্রীনিত্যানন্দশক্তি শ্রীজাহ্নবাদেবীর আবির্ভাবলীলা হয়।

শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের ১৯৮৯ সালের সংস্কৃত পরীক্ষার ফল

আদ্য পরীক্ষার ফল—

১। শ্রীদুর্গাদাস ভট্টাচার্য্য—পুরাণ—২য় বিভাগে উত্তীর্ণ
২। শ্রীদেবব্রত কর—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ—২য় বিভাগে উত্তীর্ণ
৩। কুমারী লীলা স্বর্ণকার— ঐ ঐ
৪। কুমারী ভারতী পাল— ঐ ঐ

মধ্য পরীক্ষার ফল—

১। শ্রীদিলীপ কুমার দাস ব্রহ্মচারী—শ্রীহরিনামামৃত ব্যাকরণ—২য় বিভাগে উত্তীর্ণ
২। শ্রীঅদ্বৈত দাস ব্রহ্মচারী (মুর্শিদাবাদ)— ঐ ঐ
৩। শ্রীগোবিন্দ দাস ব্রহ্মচারী ঐ ঐ ঐ
৪। কুমারী রুমা বণিক— ঐ ঐ

আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথমন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক উৎসব

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে এবং প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের শুভ উপস্থিতিতে আগরতলাস্থিত প্রতিষ্ঠানের অন্যতম শাখা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে—শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে গুণ্ডিচামন্দির মার্জ্জন, শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা ও শ্রীপুনর্যাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক উৎসব এবং বিশেষ ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠান ১২ আষাঢ় (১৩৯৭), ২৭ জুন (১৯৯০) বুধবার হইতে ১৬ আষাঢ়, ১ জুলাই রবিবার পর্য্যন্ত পাঁচদিনব্যাপী নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ—ত্রিদণ্ডিযতিদ্বয় এবং শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্তা সমভিব্যাহারে বিমানযোগে ১১ আষাঢ়, ২৬ জুন মঙ্গলবার অপরাহ্নে দমদম বিমানবন্দর হইতে যাত্রা করতঃ আগরতলা বিমানবন্দরে শুভ পদার্পণ করিলে আগরতলা মঠের ত্যক্তাশ্রমী এবং স্থানীয় শতাধিক গৃহস্থ ভক্তগণ কর্ত্তৃক পুষ্পমাল্যাদি ও সংকীর্ত্তনসহ বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব ও সাধুগণ মোটরকারে উপবিষ্ট হইলে স্থানীয় ভক্তগণ সমস্ত রাস্তা রিজার্ভবাসে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে সাধুগণের অনুগমনে শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে অপেক্ষমান ভক্তবৃন্দও শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং সাধুগণের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি জ্ঞাপন করিলেন। শ্রীকৃষ্ণদাস বনচারী ও শ্রীবৃন্দাবন দাস ব্রহ্মচারী উৎসবানুষ্ঠানে বিভিন্নপ্রকার সেবার সহায়তার জন্য তিনদিন পূর্ব্বেই বিমানযোগে আগরতলায় পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীরাইমোহন ব্রহ্মচারী কতিপয় মহিলা ভক্তসহ একই সঙ্গে বিমানযোগে পৌঁছিয়া উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে অনুষ্ঠিত পাঁচদিনব্যাপী বিশেষ সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন যথাক্রমে ত্রিপুরা লোকসেবা আয়োগের উপসচিব শ্রীঅগ্নি কুমার আচার্য্য, আগরতলা মিউনিসিপ্যালিটীর অ্যাড্‌মিনিষ্ট্রেটর শ্রীচিদানন্দ বর্দ্ধন, ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের মুখ্যসচিব শ্রীঈশ্বরী প্রসাদ গুপ্তা, ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের সচিব শ্রীনীহারকান্তি সিন্‌হা ও ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের স্বাস্থ্যমন্ত্রী শ্রীকাশীরাম রিয়াং। ত্রিপুরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডক্টর সীতানাথ দে ও শ্রীরামঠাকুর মহাবিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক শ্রীঅশোকাঙ্কুর মুখোপাধ্যায় ধর্ম্মসভার তৃতীয় ও শেষ অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন। সভায় আলোচ্য বিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে 'মানবজাতির ঐক্যবিধানে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর অবদান', 'মঠ. মন্দির ও শ্রীবিগ্রহসেবার প্রয়োজনীয়তা', 'সংসার-দুঃখের প্রতিকার', 'ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়' ও 'সর্ব্বোত্তম সাধন ও সাধ্য শ্রীহরিনাম সংকীর্ত্তন'। শ্রীল আচার্য্যদেবের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত ভাষণ প্রদান করেন মঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। ৯ আষাঢ়, ২৪ জুন রবিবার শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা মহোৎসবে এবং ১৭ আষাঢ়, ২ জুলাই সোমবার শ্রীবলদেব-সুভদ্রা-শ্রীজগন্নাথজীউর পুনর্যাত্রা অনুষ্ঠানে অগণিত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল। ত্রিপুরা রাজ্যসরকারের পক্ষ হইতে বহু পুলিশ ভীড় নিয়ন্ত্রণের জন্য ছিল। শোভাযাত্রার পুরোভাগে রাজ্যসরকারের সুসজ্জিত ব্যাণ্ডপার্টি থাকায় শোভাযাত্রার গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পাইয়াছিল। শ্রীমঠের সাধুগণ ও তৎসহ ভক্তগণ সমস্ত রাস্তা উল্লাসভরে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়াছিলেন। শ্রীরথযাত্রাকালে ও শ্রীপুনর্যাত্রাকালে আবহাওয়া অনুকূল থাকায় রথাকর্ষণ ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয়।

আগরতলায় রথযাত্রাকালে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রার একটী দৃশ্য

শ্রীমঠের আচার্য্য, ত্রিদণ্ডিযতিত্রয় এবং সভাপতি, প্রধান অতিথি সকলেই তাঁহাদের ভাষণে দেশের ও বিশ্বের বর্ত্তমান অশান্ত পরিস্থিতির কথা উল্লেখ করতঃ তৎপ্রতিকারকল্পে পরমেশ্বরের কৃপাপ্রার্থনা, তাঁহার শ্রীপাদপদ্মে নিষ্কপটভাবে প্রপত্তি, শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মের অনুশীলন, মানুষের মধ্যে ঐক্যবিধানে শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত শ্রীনামসংকীর্ত্তনধর্ম্মের উপযোগিতা সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রপ্রমাণ ও যুক্তির দ্বারা বুঝাইয়া বলেন।

আগরতলা পৌরসভার প্রশাসক শ্রীচিদানন্দ বর্দ্ধন মহোদয়ের আগরতলা মঠের অন্তর্গত দীর্ঘিকা সংস্কারে ও তাহার সৌন্দর্য্য বর্দ্ধনে সক্রিয় সহযোগিতা ও সাহায্যের ব্যবস্থায় শ্রীমঠের আচার্য্য, মঠের বৈষ্ণবগণ এবং মঠের শুভানুধ্যায়ী ব্যক্তিগণ সকলেই পরমোল্লসিত হন। শ্রীল আচার্য্যদেব বলেন, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব শ্রীজগন্নাথবাড়ীতে চন্দন-যাত্রা উৎসব অনুষ্ঠানের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিয়াছিলেন।

স্থানীয় মঠের শুভানুধ্যায়ী ধাম্মিকবর শ্রীচিত্ত সাহা মহোদয় অতিথিগণের অবস্থানের জন্য বিশাল অতিথিভবন নির্ম্মাণ করায় মঠের সৌন্দর্য্য আরও বৃদ্ধি পায়। তিনি তাঁহার সেবাদ্বারা সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন। শ্রীল আচার্য্যদেব ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া সহরের বিভিন্ন স্থানে শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীদূর্গাপদ চক্রবর্ত্তি, শ্রীচিত্ত সাহা ও শ্রীশৈলেন সাহার বাসভবনে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীননীগোপাল দাস বনচারী, শ্রীবৃষভানু দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমধুসূদন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীবিষ্ণুপ্রসাদ দাস, শ্রীবৃন্দাবন দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরাজেন্দ্র দাস, শ্রীগৌরাঙ্গ দাস, শ্রীসজ্জনানন্দ দাস, শ্রীনন্দদুলাল দাস, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর দাস, শ্রীহরিপদ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীভূতভাবন দাস, শ্রীগোপীরঞ্জন গোস্বামী, শ্রীমুরহর দাসাধিকারী, শ্রীজ্ঞানঘনানন্দ দাসাধিকারী, ডাক্তার উষা গাঙ্গুলী, শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, শ্রীহরিচরণ দাসাধিকারী, শ্রীশেফাল চন্দ্র সাহা শ্রীভূপেন চন্দ্র দে, শ্রীমুকুন্দ দাসাধিকারী প্রভৃতি মঠের বনচারী, ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ ভক্ত ও সজ্জনগণের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উৎসবটি সম্পূর্ণরূপে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৭ম সংখ্যা ১৫২ পৃষ্ঠার পর]

constructive work when people are proned to indiscipline. To fight against disruptive tendencies and indiscipline, a radical treatment of the minds of the people is required. Here we feel the necessity of moral and spiritual values in human life. There are two ways of treating diseases—pathological and symptomatic. In pathological treatment root-cause of the disease is ascertained first and then the remedy is prescribed. The process of symptomatic treatment may be easier but it does not have a lasting effect, it may give temporary relief, while treatment through the pathological process brings about permanent relief.

To determine the root-cause of unrest we ought first to determine the meaning of the self. I strongly believe, that ignorance of our real-self is the cause of unrest, discord and anxiety. The real-self is not the physical tabernacle. It is something other than the gross and subtle bodies. We consider the body to be the person, as long as we observe consciousness in it. The moment the body is bereft of consciousness, it loses its personality. 'I' am 'I' when the conscious entity i.e. the entity that thinks, feels and wills is present in me, and 'I' am 'not-I' when it is absent in me. Hence the entity whose presence and absence makes me, 'me' and 'not-me' respectively, must be the person. This conscious entity (Soul) is designated as 'Atman' in Indian scriptures. 'Atman' is indestructible, it has no origin and no end. If we plunge deep into the matter, we can trace our existence with the Absolute Conscious Principle Whom we call Godhead, the Fountain Source of innumerable conscious units. Godhead is termed Sat-Chit-Ananda i.e. He is All-Existence, All-Knowledge and All-Bliss. Individuals are points of rays emanating from Him and as such one of His eternal co-existing potencies. Individuals cannot live independently. They are all interconnected and co-existing though retaining their own individual characteristics.

It has already been stated that differences in the individuals are unavoidable as they are conscious units. Now the problem is to find a common ground and interest for the solution of these differences. A sense of common interest can be fostered among individuals, if they know that they are inter-connected, are parts of one Organic System and are the sons and daughters of one Father. Here is the task of all religions to teach people that all beings of the world are closely inter-related. Although steadfastness or firm belief in God (Nistha) according to some particular faith and eligibility of the individual is congenial for healthy spiritual growth of every individual, religious bigotry which begets enmity is condemnable, as it is against the real interest of the individual and society. Real religion teaches love for one another.

Lord Sri Krishna Chaitanya Mahaprabhu propagated the cult of all-embracing Divine Love which brings universal brotherhood on a transcendental plane. According to Him forgetfulness of our eternal relation with the Supreme Godhead, Sri Krishna, is the root-cause of all afflictiona. Sri Krishna is God of all gods, Supreme Person having All-Existence, All-Knowledge and All-Bliss, Beginningless yet the Beginning of all and Prime-Cause of all causes. The word 'KRISNA' means One Who attracts all and pleases all by His Wonderful Enchanting Beauty, Majesty, Munificence and Supremacy and this denotes the highest conception of Godhead with all perfections. He is the Object of All-Love. So, remembrance of Srikrisna or God is the Divine Panacea of all evils. The easiest and most effective way of remembering God is chanting of the Hoty Name which can be practised by all, irrespective of caste, creed, religion, age, health, economic, social and educational status at any place or time.

In the Vedic Cult we find the theory of the cycle of time within the period of infinite time, which has got four stages in accordance with the predominance of religiousness and irreligiousness. The four ages are designated as Satya, Treta, Dwapara and Kali In Satya Yuga (The first age of the cycle of time) wisdom predominated in men and as such they were aware of the painful and transitory nature of the world and thereby were not fascinated by it ; concentration without interruption was possible and meditation (Dhyanam) was prescribed as the common religion suitable for all. In 'Treta Yuga' (next spiritually degraded age of the cycle of time) when the spirit of activity predominated and people were attached to worldly objects, Yajna (sacrifice) i.e offering of the things of attachment to the Lord, was prescribed as the common religion to divert the attention of the people from material objects of attachment and turn their minds towards Him. In 'Dwapara Yuga' (next and more degraded age) when people were addicted to worldly objects and sensualism 'Archana' (worship of Deities) was prescribed as the common religion for gradual attainment of concentration of the mind by directing all the senses and objects of attachment to His service. In the present age 'Kali Yuga' (the last and spiritually most degraded age of the cycle of time), when people are firmly attached to worldly objects, are too much given to sensualism and always diseased, they are incapable of performing 'Dhyanam' (meditation), 'Yajna' (Sacrifice) and 'Archana' (worship of Deities) rightly and as such chanting of the Holy Name of God is prescribed for them.

Today the world is taking tremendous scientific strides. Modern scientists are performing wonders. But inspite of their marvellous accomplishments and despite their pride in Twentieth Century civilization, it is puzzling to see that science is so much engaged in inventing destructive weapons like atombombs, etc. and thereby imperiling the whole human race. Any moment there may be a conflagration and the whole world may perish. Saints are deeply concerned as to how to avert such a calamity. Mere material scientific accomplishments are unable to save the world from such a danger. Of course, scientific inventions or achievements as such are not condemnable. Everything depends on the proper use of things. Science may be used for the good of humanity and also may be misused for the destruction of human civilization. It is imperative to consider the problem and diagnose the disease of conflicts and mutual distrust amongst nations and individuals. So long as nations and individuals have separate centres of interest, tension is inevitable. Nobody can avoid it

This world is limited. When there are many claimants for one limited object, disputes amongst claimants are unavoidable. It is because of this that Indian saints differ from the leaders of the west or from the westernized leaders of our country in their manner of tackling the problem of peace. In fact, genuine saints of the world are wise enough to see the fundamental defect in the attempt of the so-called best brains to achieve world-peace. They assert with great emphasis that a practical solution of the problems is not possible so long as the individuals do not change their present craving for sensuous enjoyment and greediness for mundane wealth and direct their attention towards 'the Unlimited', 'the

Infinite', 'the Absolute'. The heads of different religious groups should clearly and emphatically point out and teach their followers the painful and perishable character of worldly objects and the futility of sensuous enjoyment. They should create interest in man for the worship of God which brings about real happiness.

Unless and until the eternal relationship of the people is known to them and they realise that they cannot exist and be happy without the Godhead Who is All-Bliss, the natural inclination of the people towards the Godhead and diversion of their attention from the material aspects of life cannot be effected. As long as people have the conviction that their only satisfaction of one's own gross and subtle senses is termed lust. Hindrance to the fulfilment of lust breeds anger and that brings conflict, and malice amongst individuals and nations.

So long as people do not understand that they are inseparably connected, and until the activities of the people are God-centred, mere sentimentalism or fictitious ideas will not be able to foster real love amongst individuals.

If we know that Interest lies in material prosperity and sensuous enjoyment, discord cannot be avoided. Mere belief in the existence of God will be of great benefit to humanity by restraining them from committing sins and teaching man to do good to others, they will have fear of punishment for bad deeds and encouragement to seek rewards for good deeds. Want of patience and tolerance originates from lust. Any activity which leads to the infliction of harm to other animate beings is detrimental to our own interest and will bring harm in return, we will not be encouraged to harm any individual, nay even any sentient being of the world.

If we can love the Absolute Whole, I mean the Godhead, we cannot have the impetus to injure any of His parts. So, according to me or the teachings of Lord Gauranga, Divine Love is the best solution of all the problems of the world.

বাংলা মর্ম্মানুবাদ

"মনুষ্যজাতির মধ্যে হৃদয়ের ঐক্য এবং বিশ্বের বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে পরস্পর সৌহৃদ্য সংস্থাপনে উদার দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া নিরপেক্ষভাবে সকল ধর্ম্মের মতসমূহ আলোচনার জন্য যাঁহারা বিশ্ব-ধর্ম্মসম্মেলনের বা আধ্যাত্মিক শীর্ষ-সম্মেলনের আয়োজন করিয়াছেন, আমি তাঁহাদিগকে সর্ব্বাগ্রে সাদর অভিনন্দন জ্ঞাপন করিতেছি। গতানুগতিকভাবে প্রচলিত প্রথায় অনুষ্ঠিত সভার ন্যায় আলোচনা-সভা কেবলমাত্র বাগাড়ম্বরে আলোচনাবিলাসে পর্য্যবসিত না হইয়া বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর সহিত মানবজাতির স্বভাবগত ও অবস্থাগত বিষয়ের অভিজ্ঞান এবং সত্যকে গ্রহণ করিবার নিষ্কপট সাহসিকতা লইয়া অনুষ্ঠিত হইলে, উহা সুফলপ্রদ ও সমীচীন হইবে বলিয়া আমি মনে করি। মানুষ চেতন প্রাণী হওয়ায় তাহার মধ্যে আপেক্ষিক স্বতন্ত্রতা স্বতঃসিদ্ধরূপে থাকায় জন্ম, কর্ম্ম, সংসর্গ ও পারিপার্শ্বিকতার পার্থক্য-হেতু তাঁহাদের মধ্যে স্বভাবগত পার্থক্য অবশ্যম্ভাবী। পৃথিবীতে এমন একটী মানুষ নাই যে অপর একটী মানুষের সহিত শতকরা শতভাগ সর্ব্বতোভাবে এক। সুতরাং মানুষের মধ্যে রুচির ও মতের পার্থক্য দেখিলে ঘাবড়াইবার কিছু নাই, উহা স্বাভাবিক। যাঁহারা মানুষকে জোর করিয়া একটী বিশ্বাসে বা একটী মতে আবদ্ধ করিবার চেষ্টা করেন, তাঁহাদের প্রচেষ্টা অস্বাভাবিক। এইরূপ অস্বাভাবিক প্রচেষ্টাকে মতান্ধতা বা গোঁড়ামী বলে। অবশ্য ইহাদ্বারা অপরকে বুঝাইয়া স্বমতে আনয়নের প্রচেষ্টাকে নিষেধ করা হইতেছে না। নিষ্ঠা ও গোঁড়ামী দুইটী বিলক্ষণ। এইজন্য বিশ্বের শান্তি ও ঐক্য সংস্থাপনে

পরমতসহিষ্ণুতা অত্যাবশ্যক। ভারতীয় ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণের মধ্যে এই অন্তর্দৃষ্টি ও সহিষ্ণুতা থাকায় ভারতে বহু ধর্ম্মমতের একই সঙ্গে প্রাদুর্ভাব ও সমৃদ্ধি দেখা যায়। সহিষ্ণুতার অভাব হইতে সঙ্কীর্ণতা আসে, জোর করিয়া অপরকে ধর্ম্মান্তরিত করিবার ও স্বমতে আনয়নের প্রচেষ্টা হইয়া থাকে। উক্তপ্রকার প্রচেষ্টা হইতেই বিশ্বে অশান্তি বিস্তৃতি লাভ করে। [ইহা ধর্ম্মক্ষেত্রে, রাজনীতিক্ষেত্রে সর্ব্বক্ষেত্রেই প্রযোজ্য] প্রকৃত ধর্ম্ম প্রত্যেক ব্যক্তির নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী. আধ্যাত্মিক উন্নতির সুযোগ প্রদান করিয়া থাকে। ভারতীয় ঋষিগণ .মানবজাতিকে স্বভাবানুযায়ী তিনভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক। সাত্ত্বিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ জ্ঞানী, সরল, উদার ও অহিংস হইয়া থাকেন। এইজন্য তাঁহারা নিঃস্বার্থভাবে অপরের উপকার সাধন করিতে পারেন। রাজসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ কর্ম্মী হইলেও অভিমানী হন, তাঁহারা অপরের উপকার সাধন করেন প্রত্যুপকার পাইবার আশায় ও নিজের ব্যক্তিগত সমৃদ্ধির জন্য। তাঁহারা তাঁহাদের প্রতি অন্যায় আচরণ সহ্য করিতে পারেন না। তাঁহারা প্রতিহিংসা-পরায়ণ হন। তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণ অত্যন্ত অভিমানী, অলস, ক্রোধী ও হিংস্র স্বভাববিশিষ্ট। তাঁহাদের মধ্যে অবিচারিত ভোগচেষ্টা থাকায় তাঁহারা অপরের সুখ-দুঃখের প্রতি দৃক্‌পাত করে না, কেবল নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধিকেই সর্ব্বস্ব মনে করে এবং যে কোনও অন্যায় কার্য্য করিতে পরাঙ্মুখ হয় না। সুতরাং সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক প্রকৃতির ব্যক্তিগণের মধ্যে স্বভাবগত পার্থক্য বিদ্যমান। ভারতীয় ঋষিগণ বেদের বিধানানুযায়ী মনুষ্যের স্বভাবগত অধিকার বিচার করিয়া তিনপ্রকার ধর্ম্মাচরণের ব্যবস্থা দিয়াছেন। এইভাবে ভারতীয় সমাজব্যবস্থায় চারি বর্ণ ও চারি আশ্রম প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম উপাধিভূত ধর্ম্ম, উহা জীবের স্বরূপের ধর্ম্ম নহে। জীবের স্বরূপ নিত্য, তাঁহার ধর্ম্মও নিত্য। দেহ; মন অনিত্য হওয়ায় দেহগত ও মনোগত ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল। জীবের স্বরূপ ত্রিগুণাতীত নির্গুণ, এইজন্য তাহার ধর্ম্মও নির্গুণ, প্রকৃতির অতীত। নির্গুণ অবস্থার মধ্যেও স্তরভেদ আছে। আধ্যাত্মিক উন্নতির ক্রমবিকাশ—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষকে অতিক্রম করিয়া বিশুদ্ধ প্রেমময় অবস্থা—বিশুদ্ধ প্রেমেরও পর পর উৎকর্ষতার চরম বিকাশ। গুণ ও সংখ্যা দুইটী একই সঙ্গে পাওয়া যাইবে না। গুণের আধিক্যে সংখ্যা হ্রাস এবং সংখ্যার আধিক্যে গুণের হ্রাস হইবেই। সর্ব্বোত্তম আধ্যাত্মিক উন্নত ব্যক্তি সংখ্যায় অল্প হইলেও তাঁহাদের দ্বারাই জগতের কল্যাণ বিধান হইয়া থাকে। কিন্তু গুণহীন চরিত্রহীন ব্যক্তি সংখ্যায় অধিক হইলেও তাহাদের দ্বারা কাহারও কল্যাণ সাধিত হয় না।

যাহা হউক এই শীর্ষ সম্মেলনে প্রণিধানযোগ্য বিষয়—বিভিন্ন ধর্ম্মবিশ্বাসের মধ্যে সহিষ্ণুতা, অপর ধর্ম্মমতের প্রতি শ্রদ্ধা এবং ধর্ম্মের প্রবক্তাগণ প্রত্যেক মানুষের আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য নিজ নিজ অধিকারানুযায়ী সমান সুযোগ প্রদান করিবেন। অপর ধর্ম্মমতসমূহে আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ার মধ্যে পার্থক্য দেখিয়া, যে পার্থক্য বিভিন্ন দেশের জলবায়ু ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার দরুণ অবশ্যম্ভাবী, অযথা বিরোধ না করিয়া তাহাদের শিক্ষাসমূহের অন্তনিহিত সদ্‌ভাবনাসমূহকে গ্রহণ করিলে, পরস্পর পরস্পরকে বুঝিতে শিখিলে, পরস্পরেরই হিত সাধিত হইবে, বিশ্বে শান্তি সংস্থাপিত হইবে।

বর্ত্তমানযুগে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, এমনকি শিক্ষাবিষয়েও সর্ব্বক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা দেখা যাইতেছে। পৃথিবীর সর্ব্বত্র যুবসম্প্রদায়ের মধ্যে অস্থিরতা ও অপরাধপ্রবণতা একটা গুরুতর সমস্যা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। মানুষের মধ্যে শৃঙ্খলা না থাকিলে, মানুষ নীতিপরায়ণ না হইলে, কোন গঠনমূলক কার্য্যই হইতে পারে না। এই ধ্বংসোন্মুখী অবস্থা হইতে মানুষকে বাঁচাইতে হইলে মানুষের চিত্তের আমূল পরিবর্ত্তন আবশ্যক। শৈশব হইতে ধর্ম্মের ও নীতির মূল্যবোধ মানুষের মধ্যে প্রসারণের জন্য বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত। ব্যাধির চিকিৎসার পদ্ধতি দুই প্রকার—নিদান ধরিয়া (রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া) এবং উপসর্গ দেখিয়া। উপসর্গ দেখিয়া চিকিৎসা পদ্ধতি সহজ হইতে পারে, কিন্তু স্থায়ী ফলপ্রদ হয় না। রোগের কারণ নির্ণয় করিয়া চিকিৎসাতে স্থায়ী ফল পাওয়া যায়। বিশ্বের

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রিংশ বর্ষ—৯ম সংখ্যা
কার্ত্তিক, ১৩৯৭

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০
১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)
১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)
১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্যবাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩০শ বর্ষ
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, কার্ত্তিক ১৩৯৭
২৯ দামোদর, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ কার্ত্তিক, শুক্রবার, ২ নভেম্বর ১৯৯০
৯ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ
শ্রীভক্তিবিনোদ আসন
১নং উল্টাডিঙ্গি জংসন রোড, কলিকাতা
২০শে পৌষ ১৩২৮, ৪ঠা জানুয়ারী ১৯২২

বিপুল সম্মানপুরঃসর নিবেদনমেতৎ—

আপনার ১৭ই পৌষ তারিখের পত্রপাঠে কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইলাম। * * আমরা সকলের পত্রেরই সদুত্তর দিয়া থাকি, তবে অত্যন্ত বহির্ম্মুখ ভক্তিবিমুখ-জনের সম্ভাষণে মৌন থাকা শাস্ত্র-শাসন জানিয়া মাঝে মাঝে তাদৃশ আচরণ করিতে বাধ্য হই।

আপনার প্রার্থনা যে, শ্রী * * জীবনের শেষ দিবস পর্য্যন্ত সর্ব্বক্ষণ হরিভজন পরায়ণ না হইয়া অবৈষ্ণব-ধর্ম্মের অনুসরণে নরকের পথ গৃহে চিরদিন আবদ্ধ থাকেন! আপনি পণ্ডিত ও শাস্ত্রদর্শী; শ্রীমদ্ভাগবত কি বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই জানেন,—

তানানয়ধ্বমসতো বিমুখান্
মুকুন্দ পাদারবিন্দমকরন্দরসাদজস্রম্।
নিষ্কিঞ্চনৈঃ পরমহংসকুলৈরসঙ্গৈ-
র্জুষ্টাদ্গৃহে নিরয়বর্ত্মনি বদ্ধতৃষ্ণান্ ॥

অর্থাৎ যে-কালে অজামিলকে আনিতে গিয়া যমদূতগণ বিফলমনোরথ হইয়া তাহাদিগের প্রভু যমরাজের নিকট বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে অভিযোগ উপস্থিত করেন, সেইকালে দূতগণকে যম যে শ্রেণীর লোকদিগকে তাঁহার নিকট ভবিষ্যতে আনিতে হইবে, তদুপদেশ-প্রসঙ্গে এই শ্লোকের অবতারণা করিয়াছিলেন,—যাহারা নরকের পথ গৃহে সর্ব্বদা আকৃষ্ট, যাহারা নিষ্কিঞ্চন পরমহংস বৈষ্ণবের সঙ্গ করে না—যাহারা মুকুন্দপাদপদ্মমধুরূপ রসপান হইতে বিরত, তাহাদিগকেই আমার নিকট দণ্ডের জন্য আনয়ন করিবে। সুতরাং আপনার প্রার্থনানুসারে

শ্রী······কে যমদ্বারে প্রেরিত করিয়া দণ্ডিত হইবার সাহায্য করা আমাদের সমীচীন বোধ হয় নাই। আমরা সাতিশয় স্নেহভরে শ্রী······র নিত্যমঙ্গল আকাঙ্ক্ষা করিতে গিয়া আপনাদের ন্যায় বিচারের অনুগমন করিতে পারি নাই।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিচার ও আচারের পুনঃ সংস্থাপনের প্রতি যাঁহারা বা যে সমাজ বীতশ্রদ্ধ হন, তাঁহাদিগের কথা ও বিশ্বাসের অধিক মূল্য আমরা বুঝিতে পারি না। আমাদের ধারণা এই যে, অনতিবিলম্বে শ্রীমন্মহাপ্রভু-প্রচারিত একমাত্র সত্যকথার আদর করিতে গিয়া সমগ্র দেশের সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠব্যক্তিগণ বেদের একমাত্র প্রতিপাদ্য জীবের নিত্যধর্ম্ম বা বৈষ্ণবধর্ম্ম বুঝিতে সমর্থ হইবেন। সুতরাং সমগ্র জগৎ অন্যায়পূর্ব্বক ভগবানের বিদ্বেষ করিলেও সত্যধর্ম্ম অপ্রতিহত থাকিবে। তাহাতে শ্রীচৈতন্য মঠের কোনও প্রকার হানি হইবে না। সমগ্র পার্থিব বা পাশব-বল প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইলেও ত্রিদণ্ডিভিক্ষু কোনও প্রকারে বিচলিত হইবেন না। এ বিষয়ে আপনাদের কোনও সন্দেহ থাকিলে আপনারা শ্রীমদ্ভাগবতের ১১।২৩ অধ্যায় বিশেষ মনোযোগের সহিত পাঠ করিতে পারেন এবং ত্রিদণ্ডি-নির্য্যাতনের অসৎচেষ্টাসমূহ চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করিতে পারেন। ত্রিদণ্ডি-বিদ্বেষী 'পাষণ্ডী' হিন্দুসমাজ যতই কেননা ত্রিদণ্ডীকে নির্য্যাতন করুন, ত্রিদণ্ডিগণ ঐ প্রকারে নির্য্যাতিত হন না। যেহেতু তাঁহারা নির্যাতনকারীকে সমানবুদ্ধি করিয়া তাহার প্রতিকার করেন না। বিদ্বেষিগণ যতই কেননা দৌরাত্ম্য করুন, ত্রিদণ্ডী নীরবে সকল সহ্য করিবেন। এই ত্রিদণ্ডীর ছায়ামাত্র অবলম্বন করিয়া অধুনা অনেকেই অকাতরে নানাপ্রকার যাতনা সহ্য করিতে প্রস্তুত হইয়াছেন।

শুনিয়াছি, আপনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের * * উত্তীর্ণ ইংরেজী শিক্ষিত; সুতরাং ভারতের ইতিহাস ন্যূনাধিক অবগত আছেন। ত্রিদণ্ডীযতি শ্রীরামানুজাচার্য্য একদিন বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হিন্দু-সমাজের দুর্গ হইতে বৈষ্ণব-সমাজকে রক্ষা করিয়াছিলেন। আজ পুনরায় আপনার জন্ম-জন্মান্তরের সৌভাগ্যক্রমে বৈষ্ণব-সমাজকে রক্ষা করিতে গিয়া আপনার পুত্রাভিমানী মহাপুরুষ সেই মহোত্তম কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছেন। আপনি তাঁহাকে বাধা দিবেন না। আপনি আপনার অভীষ্টদেবের নিকট ত্রিদণ্ডি-স্বামীর উত্তরোত্তর সর্ব্বোৎকৃষ্ট জয়-প্রার্থনা করুন। তাঁহাকে বান্তাশী বা বমন-ভোজী করাইবার জন্য প্রয়াস করিবেন না। ইহাই কাঙ্গালের প্রার্থনা। ভগবান্ আপনাকে আরও * * যোগ্যপুত্র দিয়াছেন, সুতরাং একটী পুত্র আপনাদের সাত পুরুষ উদ্ধার করিবার জন্য যে পথ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা কোনও কারণমূলে আপনি কণ্টকিত করিবেন না। শত পুরুষের সন্তানোৎপত্তি আজ সফল হইয়াছে; যেহেতু আপনাদের বংশে এইরূপ একটী রত্ন 'মহাপুরুষ' শব্দবাচ্য হইলেন। আপনি পণ্ডিত, সুতরাং অবশ্যই জানেন যে, স্মার্ত্ত ভট্টাচার্য্য শ্রীরঘুনন্দন একাদশী-তত্ত্বে যে শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধার করিয়াছেন, তাহা এই,—

দেবতা-প্রতিমাং দৃষ্ট্বা যতিঞ্চৈব ত্রিদণ্ডিনম্।
নমস্কারং ন কুর্য্যাচ্চেৎ উপবাসেন শুদ্ধতি ॥

অর্থাৎ আপনি পিতা, আপনিও আপনার পুত্র ত্রিদণ্ডীকে নমস্কার করিবেন, না করিলে একদিবস উপবাস দ্বারা আপনার প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আপনি সেই ত্রিদণ্ডীকে নির্য্যাতন করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। * * আমরা আশাকরি, এমন দিন আসিবে—যে দিন আপনাদের দেশের সকল লোক ত্রিদণ্ডীর মাহাত্ম্য বুঝিতে সমর্থ হইবেন। অমঙ্গলময় সংসার মঙ্গলময় ভগবানের চরণ হইতে নিঃসৃত হইলেও তাঁহার চরণই সেই ক্লেশময় সংসারের চরম পীঠ; সুতরাং দয়া করিয়া ত্রিদণ্ডী-বৈষ্ণবগণের বিরুদ্ধে জগৎকে চেষ্টান্বিত করিবেন না। * * এই দয়া যে দিন * * বাসিগণ উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইবে, সে দিন তাহারা নিজ নিজ নরক-প্রাপক অধর্ম্ম পরিত্যাগ-পূর্ব্বক ত্রিদণ্ডী হইবার জন্য প্রার্থনা জানাইবে।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু চৈতন্যদেব যে বয়সে সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন, তদপেক্ষা অধিক বয়সে আপনার কোমলমতি সন্তান ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যদেব নিরাশ্রয়া, পুত্রশোক-কাতরা, পরমবৃদ্ধা, একমাত্র পুত্রকা, কপর্দ্দকরহিতা, অনাথা জননীদেবীকে গৃহে নিজ-প্রাপ্তবয়স্কা, রোরুদ্যমানা পত্নীর

নিরন্তর অশ্রুজল দর্শন করিবার সাক্ষিস্বরূপে রাখিয়াই দণ্ড গ্রহণপূর্ব্বক কৃষ্ণান্বেষণে বাহির হইয়াছিলেন। আপনার কোমলমতি সন্তানের সেরূপ দৌরাত্ম্য নাই। তিনি আপনার ন্যায় উপার্জ্জনক্ষম শাস্ত্রজ্ঞ কর্ম্মবীরের নিকট স্বীয় জননী ও তাঁহার সেবিকাকে মাতৃদেবীর সেবা করিবার জন্য রাখিয়া ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীগৌরসুন্দর গৃহ পরিত্যাগ করিবার কালে তাঁহার একটী ভ্রাতা, অন্য কোনও পুরুষ অভিভাবক বা প্রতিপালনকারী কাহাকেও রাখিয়া আসেন নাই। কিন্তু * * তাঁহার জননীকে, জনক-সদৃশ পিতা আপনাকে রামচন্দ্র-সদৃশ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃদ্বয়কে এবং সম্ভ্রান্ত অবস্থাপন্ন শ্বশুর মহোদয়ের পালনাধীন তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের পত্নীকে যতিধর্ম্ম-পালনাভিপ্রায়ে রাখিয়া আসিয়াছেন। ইহাতে আপনাদের সমাজের শিক্ষিতগণ কেন দুঃখিত হইতেছেন, বুঝা যায় না। আপনি পণ্ডিত ও বিচক্ষণ, সুতরাং বেদের মন্ত্র জানেন যে, সন্ন্যাসের কালবিচারে কোমলমতিত্বের কথা নাই। আপনি কিছু সন্ন্যাস গ্রহণ করেন নাই যে, আপনার বিচারাধীনে আপনার পুত্রের কোমলত্ব বা কাঠিন্য নির্ভর করে। কিন্তু আপনার পুত্র সন্ন্যাসগ্রহণ করিয়াছেন। তিনি পুষ্পের ন্যায় কোমলমতি বা বজ্রের ন্যায় কঠিনমতি—এই বিচারের ভার সন্ন্যাসগ্রহণকারীর উপর নির্ভর করে। * * সন্ন্যাসদাতা ও গ্রাহকের মধ্যে সেই সকল বিচার অবশ্যই কিছুদিন ধরিয়া হইয়াছে, হঠাৎ উহা অবিমৃষ্যকারিতার ফল নহে। বিশেষতঃ সন্ন্যাস-গ্রহণের মন্ত্রে জানা যায়,—সন্ন্যাস-দাতার সন্ন্যাস-গ্রহণোদ্যতকে তিনবার নিষেধ করিতে হয়। সেই তিন প্রকার নিষেধ না শুনিয়া যিনি দৃঢ়তা প্রদর্শন করিতে সমর্থ হন, তাঁহার বৈরাগ্যচিহ্ন দিগ্‌বাস-মোচনপূর্ব্বক তাঁহাকে ডোর-কৌপীন অর্থাৎ বৈদিক যোগপট্ট প্রদত্ত হয়। নতুবা সন্ন্যাসী বস্ত্র পরিধান করিবার যোগ্যতা লাভ করেন না। সন্ন্যাস-গ্রহণ-কালে বিরজাহোম ও অষ্টপ্রকার শ্রাদ্ধ প্রভৃতি এবং নিজের শ্রাদ্ধাদি কার্য্য—সকলই সম্পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সন্ন্যাসী পূর্ব্বাশ্রমের পিতৃ-মাতৃ উভয়কুলের কোনও ঋণের জন্য বাধ্য নহেন। সন্ন্যাস-গ্রহণের দ্বারা পাঁচপ্রকার ঋণ পূর্ব্বেই পরিশোধিত হইয়াছে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পূর্ব্বাশ্রমের পরিচিত ব্যক্তিগণ রাজদ্বারে তাঁহার নিকট হইতে ক্ষতিপূরণ পাইতে পারিতেন। সন্ন্যাসী কখনও কোনও ফৌজদারী অপরাধ করিতে পারেন না। যাহারা সন্ন্যাসীকে নির্য্যাতন করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহার অসম্মাননা করে, তাহাদের কখনই মঙ্গল হয় না। মহতের চরণে কেহ অনর্থক অপরাধ করিয়া পরিত্রাণ পায় না। আপনারা শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত; সুতরাং * * অনুসরণ করার পরিবর্ত্তে অন্যরূপ আচরণ করিবেন না, ইহা আমাদের সুদৃঢ় বিশ্বাস। আপনার পুত্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, * * সন্ন্যাসদাতা সে-দিবস সন্ন্যাস-গ্রহণ করেন নাই। একজন অপরকে কিপ্রকারে সন্ন্যাস-গ্রহণ করাইতে পারেন, বুঝিতে পারিলাম না। যদি আমি তাঁহাকে তাঁহার সন্ন্যাসের অনুমোদন না করিতাম, তাহা হইলে শাস্ত্রানুসারে নগ্ন থাকার জন্য তাঁহাকে বনে যাইতে হইত, অথবা নগ্ন থাকিবার জন্য রাজদ্বারে দণ্ডিত হইতে হইত। সন্ন্যাস-দাতা কেবল নগ্ন-সন্ন্যাসীকে যোগপট্ট ও দণ্ডকমণ্ডলু প্রদান করেন। অর্থাৎ সন্ন্যাস-গুরু সন্ন্যাসীর সুতীব্র সন্ন্যাস ছাড়াইয়া হরিভজনোপযোগী যুক্তবৈরাগ্যের শিক্ষা অর্পণ করেন। সন্ন্যাস-বিরোধী গৃহব্রতগণ জীবগণকে নরকভোগ করাইবার চেষ্টায় হিংসা করিয়া থাকেন মাত্র। মাতা-পিতা হইয়া তাদৃশ সন্তান-দ্রোহিতা শাস্ত্রসম্মত নহে। যাহাদিগের হিংসাবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল তাহারাই শুভার্থীকে হিংসাবশে শত্রুজ্ঞান করে।

পূর্ব্বাশ্রমের পিতা-মাতার নিকট সন্ন্যাসী অনুমতি লইবেন,—এরূপ কথা কখনও বেদ-শাস্ত্র স্বীকার করেন না। মাতা-পিতা যদি কাহাকেও সন্ন্যাসে অনুমতি দেন, তাহা হইলেও মাতা-পিতা যখন স্বয়ং সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেছেন না, তখন তাদৃশ সন্ন্যাসীর সর্ব্বদা রক্ষাকারীরূপে পূর্ব্বাশ্রমের মাতা-পিতাকে পাওয়া সম্ভবপর হয় না। ত্রিবিধ দুঃখ হইতে রক্ষা করা মাতা-পিতার স্বায়ত্ত বা অধীন নহে। যখন যমদূতসমূহ কেশাকর্ষণ করিয়া যমদ্বারে সন্তানকে লইয়া যায়, তখন মাতা-পিতা যমের সহিত কলহ করিতে অসমর্থ। এখন পর্য্যন্ত কোনও পণ্ডিত আপনার লিখিত অভিনব সিদ্ধান্ত বেদ বা পুরাণশাস্ত্র

হইতে দেখাইতে সমর্থ হইবেন না। তাহাদের স্বকপোলকল্পিত নরকপ্রদ-ধর্ম্ম পণ্ডিত-সমাজে কখনই আদর পায় না। আপনার তাদৃশ শ্রবণ—মহৎলঙ্ঘনের প্রকার-বিশেষ।

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভুকে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-গ্রন্থে এরূপ লিখিত আছে,—

"শুনি" তুষ্ট হইয়া প্রভু কহিতে লাগিলা।
ভাল কৈলে বৈরাগীর ধর্ম্ম আচরিলা ॥
গ্রাম্যকথা না শুনিবে, গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে।
ভাল না খাইবে, আর ভাল না পরিবে ॥
(চৈঃ চঃ অন্ত্য ৬ষ্ঠ)

সে ছলে সেকালে কৃষ্ণ স্ফুরাবে তোমাকে।
কৃষ্ণ-কৃপা যাঁ'রে, তাঁরে কে রাখিতে পারে ॥
(চৈঃ চঃ মধ্য ১৬শ)

(ক্রমশঃ)

* * *

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৫৬ পৃষ্ঠার পর]

ব্রহ্মা ভগবন্তম্ [১০।১৪।৩০]

তদস্তু মে নাথ স ভূরিভাগো
ভবেহত্র বান্যত্র তু বা তিরশ্চাম্।
যেনাহমেকোহপি ভবজ্জনানাং
ভূত্বা নিষেবে তব পাদপল্লবম্ ॥ ৪৭ ॥

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।৩৯।২]

কিমলভ্যং ভগবতি প্রসন্নে শ্রীনিকেতনে।
তথাপি তৎপরা রাজন্নাভিবাঞ্ছন্তি কিঞ্চন ॥৪৮॥

কৃষ্ণঃ অক্রূরম্ [১০।৪৮।৩০]

ভবদ্বিধা মহাভাগাঃ সংনিষেব্যা অর্হত্তমাঃ।
শ্রেয়স্কামৈর্নৃভির্নিত্যং দেবাঃ স্বার্থা ন সাধবঃ ॥৪৯

[১০।৪৮।৩১]

ন হ্যম্ময়ানি তীর্থানি ন দেবা মৃচ্ছিলাময়াঃ।
তে পুনন্ত্যুরুকালেন দর্শনাদেব সাধবঃ ॥৫০॥

মুচুকুন্দঃ কৃষ্ণম্ [১০।৫১।৫৩]

ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবে-
জ্জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ
পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ ॥৫১॥

কনিষ্ঠমধ্যমোত্তমভেদেন ত্রিবিধানি বৈষ্ণবলক্ষণানি। 'সাধৌ সঙ্গঃ স্বতোবরে' ইতি বিচারসিদ্ধয়ে

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

এই নর-জন্মেই থাকি বা অন্যত্র জন্ম হউক বা তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হই, তাহাতে আমার এই মাত্র প্রার্থনা যে, আমার এই এক ভাগ্য লাভ হউক, যদ্দ্বারা আমি আপনার ভক্তদিগের মধ্যে থাকিয়া তোমার পাদপল্লব সেবা করিতে পাই ॥ ৪৭ ॥

শ্রীনিকেতন ভগবান্ প্রসন্ন হইলে কি অলভ্য থাকে? তথাপি ভক্তজন, হে রাজন্! কিছুই পাইতে বাসনা করেন না ॥ ৪৮ ॥

আপনার ন্যায় অর্হত্তম মহাভাব সর্ব্বদা শ্রেয়ঃকাম ব্যক্তিগণের সেবনীয়। দেবগণ স্বার্থপর হয়, সাধুগণ সর্ব্বদা অন্যের মঙ্গল অন্বেষণ করেন ॥৪৯॥

জলময়তীর্থ ও মৃৎশিলা-নির্ম্মিত দেবমূর্ত্তিসকল বহুকাল সেবিত হইলে পবিত্র করেন, কিন্তু সাধুগণ দর্শনমাত্রেই পবিত্র করেন ॥ ৫০ ॥

জীব নানাযোনি ভ্রমণ করিতে করিতে কোন সৌভাগ্যক্রমে যে জন্মে তাহার ভবক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই হে অচ্যুত! তাহার ভাগ্যে সাধুসঙ্গ ঘটে। সাধুসঙ্গ হইলেই পরাবরেশ সদ্গতি-স্বরূপ তোমাতে রতি জন্মে ॥ ৫১ ॥

ভেদো দর্শিতঃ। তত্রাদৌ কনিষ্ঠলক্ষণম্। হবিঃ নিমিম্ [১১।২।৪৭]

অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥৫২॥

মধ্যমলক্ষণম্ [১১।২।৪৬]

ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥৫৩

উত্তম লক্ষণম্ [১১।২।৪৫]

সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥৫৪॥

উত্তমভাগবতানাং তটাস্থলক্ষণানি [১১।২।৪৮।৫৫]

গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৫৫

দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো
জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ
স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ ॥৫৬॥

ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৫৭॥
ন যস্য জন্মকর্ম্মভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহংভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ ॥৫৮
ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতঃ সমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥৫৯॥

ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠ-
স্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।
ন চলতি ভগবৎপদারবিন্দাল্ল-
বনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥৬০॥
ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রিশাখা-
নখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স
প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥৬১॥
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষা-
দ্ধরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রসনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রিপদ্মঃ
স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥৬২॥

ভাগবত তিনপ্রকার অর্থাৎ উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ। তদনুসারে তাঁহাদের লক্ষণ বলিতেছেন। ভেদ না জানিতে পারিলে আপনা হইতে উচ্চ সাধু-সঙ্গ হয় না, অতএব প্রথমেই কনিষ্ঠ বৈষ্ণবের লক্ষণ বলিতেছেন। লৌকিক শ্রদ্ধা অনুসারে যিনি অর্চ্চা-মূর্ত্তিতে হরিপূজা করেন, কিন্তু হরিভক্ত এবং হরির অধিষ্ঠান স্বরূপ অন্য জীবকে দয়া, শ্রদ্ধা করেন না, তিনি কনিষ্ঠ। এই লক্ষণে কর্ম্মী মায়াবাদীকে কনিষ্ঠ-বৈষ্ণব মধ্যে লওয়া যায় না। যিনি কৃষ্ণের স্বরূপকে নিত্য জানিয়া শ্রদ্ধাপূর্ব্বক পূজা করেন, তিনি কনিষ্ঠ ভক্ত ॥ ৫২ ॥

ঈশ্বরে প্রেম, বৈষ্ণবে মৈত্রী, মূঢ়ে কৃপা ও দ্বেষীকে উপেক্ষা যিনি করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত ॥ ৫৩ ॥

সর্ব্বভূতে ভগবানের আত্মভাবকে এবং ভগবানে সর্ব্বভূতকে যিনি দেখেন, তিনি উত্তম ভাগবত। ইহাই উত্তমভাগবতের স্বরূপ লক্ষণ ॥ ৫৪ ॥

উত্তমভক্তের তটস্থ লক্ষণ ক্রমশঃ বলিতেছেন। ইন্দ্রিয় সকল দ্বারা বিষয়সকল যথাযোগ্য গ্রহণ করেন, কিন্তু তাহাতে দ্বেষ বা রাগ করেন না, এই জড়বিশ্বসমুদায় বিষ্ণুমায়া বলিয়া জানেন, তিনি ভাগবতোত্তম ॥ ৫৫ ॥

সংসারে আছেন, তথাপি দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন ও বুদ্ধির জন্ম, নাশ, ক্ষুধা, ভয়, তৃষ্ণা ইত্যাদি সংসারধর্ম্মে যিনি মোহিত না হন অর্থাৎ আসক্ত না হন, সর্ব্বদা হরিস্মৃতিদ্বারা কুশলে থাকেন, তিনি ভাগবতপ্রধান ॥ ৫৬ ॥

যিনি কৃষ্ণে অবস্থিত হইয়া শান্ত হন এবং কাম-কর্ম্মবীজ যাঁহার চিত্তে উদ্ভব না হয়, তিনি ভাগবতোত্তম ॥ ৫৭ ॥

বর্ণাশ্রমে আছেন, তথাপি জন্ম ও কর্ম্মদ্বারা এবং বর্ণাশ্রম জাতিদ্বারা আসক্তি না হন এবং এই জড়-দেহে যাঁহার অহংভাব নাই, তিনি হরির প্রিয়পাত্র ॥ ৫৮ ॥

যাঁহার বিত্তে ও দেহে স্বীয় ও পর এরূপ ভেদ নাই, সর্ব্বভূতে সম ও শান্ত, তিনি ভাগবতোত্তম ॥৫৯

অজিতাত্ম সুরাদিগণ যে কৃষ্ণের অন্বেষণ করেন, ত্রিভুবনপ্রাপ্তির লোভেও যিনি সেই কৃষ্ণের পদারবিন্দ হইতে লব-নিমিষার্দ্ধও বিচলিত না হন, কিন্তু অকুণ্ঠ-স্মৃতি থাকেন, তিনি বৈষ্ণবাগ্রগণ্য ॥ ৬০ ॥

কৃষ্ণের উরুক্রমাঙ্ঘ্রি-শাখার নখমণি-চন্দ্রিকা-

কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।১১।৩২।৩৩]

আজ্ঞায়ৈব গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু
সত্তমঃ ।।৬৩।।

জ্ঞাত্বাহজ্ঞাত্বাথ যে বৈ মাং যাবান্ যশ্চামি যাদৃশঃ ।
ভজন্ত্যনন্যভাবেন তে মে ভক্ততমা মতাঃ ।।৬৪।।
[১১।২৬।২৬]
ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্ ।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনো ব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ ।।৬৫।।

দ্বারা যাঁহার হৃদয়ের তাপ দূর হইয়াছে, তাঁহার আর দুঃখ কি ; সূর্য্যতাপতপ্ত ব্যক্তি দিবাবসানে চন্দ্রজ্যোৎস্না পাইলে তাঁহার কি আর তাপ ক্লেশ থাকে ? ৬১ ।।

যিনি অবশেও কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিয়াছেন, অঘনাশক হরি যাঁহার হৃদয়কে কখনই সাক্ষাৎ পরিত্যাগ করেন না, প্রণয়-রজ্জুর দ্বারা তাঁহার পাদপদ্ম যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা আবদ্ধ, তিনিই প্রধান ভক্ত ।। ৬২ ।।

আমার আদিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্রমত স্বধর্ম্মে গুণ দোষসমূহ জ্ঞাত হইয়া সেই সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক আমাকে যিনি ভজন করেন, তিনি সর্ব্বোত্তম ।।৬৩।।

সম্বন্ধ-জ্ঞান সম্পূর্ণ হয় নাই, কিন্তু অনন্য নিষ্কপট ভক্তি হইয়াছে, এস্থলেও উত্তমাভক্তি বলিতে হইবে । আমার স্বরূপ, আবার শক্তির স্বরূপ, এবং সর্ব্বরসতত্ত্ব কেবল সম্বন্ধজ্ঞানেই জানিতে পারা যায় । সেইরূপ সম্বন্ধজ্ঞানজনিত অচিন্ত্য শক্তিপরিণামতত্ত্ব পূর্ণরূপে না বুঝিয়াও যিনি অনন্যভাবে এবং নিষ্কপটে আমাকে ভজন করেন, তিনিও ভক্তোত্তম, কেননা অতিশীঘ্র মৎকৃপায় তাঁহার সম্পূর্ণ সম্বন্ধজ্ঞান লাভ হইবে ।। ৬৪ ।।

অতএব চতুর্দ্দশ কিরণোক্ত দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া এই কিরণোক্ত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি সাধুজনের সঙ্গ করেন । সাধুগণ উপদেশ দ্বারা তাঁহার চিত্তের ক্লেশ-বন্ধন ছেদন করেন । সাধক আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ সাধুর সঙ্গ করিবেন, এই জন্যই কনিষ্ঠ মধ্যম ও উত্তম সাধুদিগের লক্ষণ পৃথক্ পৃথক্ কথিত হইয়াছে । নিষ্কপট বৈষ্ণব মাত্রের প্রতি আদর করা আবশ্যক ।। ৬৫ ।।

(ক্রমশঃ)

* * *

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবলদেবাবির্ভাব-পৌর্ণমাসী

(২)

শ্রীভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন-কৃষ্ণেরই অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ শ্রীবলদেব । শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—"সর্ব্বঅবতারী কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ । তাঁহার দ্বিতীয় দেহ শ্রীবলরাম ।। একই স্বরূপ দোঁহে ভিন্নমাত্র কায় । আদ্য কায়ব্যূহ, কৃষ্ণলীলার সহায় ।। সেই কৃষ্ণ—নবদ্বীপে শ্রীচৈতন্যচন্দ্র । সেই বলরাম—সঙ্গে শ্রীনিত্যানন্দ ।।" —চৈঃ চঃ আ ৫।৪-৬ । ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই শ্রীরাধা-ভাব-কান্তি-সুবলিত (যুক্ত বা সমন্বিত) হইয়া শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীশচীজগন্নাথমিশ্রসুত গৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত এবং শ্রীরোহিণীনন্দন বলরামই রাঢ়দেশে একচক্রা গ্রামে শ্রীপদ্মাবতী-নন্দন নিত্যানন্দরূপে আবির্ভূত হইয়া সেই শ্রীগৌরলীলার প্রধান সহায় । 'ব্যূহ'-শব্দে বিস্তৃতি । ব্রজে বলরামকে মূল সঙ্কর্ষণ বলা হয় । ব্রজের কৃষ্ণ-বলরামই দ্বারকায় বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধরূপে—আদি চতুর্ব্যূহ । এই আদি চতুর্ব্যূহেরই দ্বিতীয় স্বরূপ মহাবৈকুণ্ঠে দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহ—বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ । এখানে অর্থাৎ মহাবৈকুণ্ঠে যে সঙ্কর্ষণ, তিনিই মহাসঙ্কর্ষণ । এই পরব্যোমস্থ মহাসঙ্কর্ষণের অংশই কারণাব্ধিশায়ী—আদি বা প্রথম পুরুষাবতার । ইঁহার অংশ গর্ভোদশায়ী মহাবিষ্ণু—দ্বিতীয় পুরুষাবতার, ইঁহার অংশ

—ক্ষীরোদকশায়ী মহাবিষ্ণু—তৃতীয় পুরুষাবতার।

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদও তাঁহার (চৈঃ চঃ আ ৫।৭৩-৭৮) অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণের বিলাসমূর্ত্তি বলরাম—মূল সঙ্কর্ষণ। তাঁহার স্বরূপাংশ—পরব্যোমে সঙ্কর্ষণ (ইঁহাকেই মহাসঙ্কর্ষণ বলা হয়)। তাঁহার অংশ কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু, তিনি (মূলসঙ্কর্ষণের) অংশের অংশ বলিয়া তাঁহাকে 'কলা' বলা যায়। গর্ভোদশায়ী ও ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষদ্বয়—(কারণাব্ধিশায়ী) মহাবিষ্ণুর অংশ।"

'ব্রহ্মসংহিতা' ৫।৪৮ শ্লোকেও বলা হইয়াছে—

"যস্যৈকনিঃশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥"

অর্থাৎ "ব্রহ্মাণ্ডনাথসকল যাঁহার লোমকূপ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহার এক নিঃশ্বাসকাল পর্য্যন্ত অবস্থিত (আবির্ভূত হইয়া অবস্থান করেন), সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলা (অংশের অংশ), সেই আদি-পুরুষ গোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

সুতরাং গোবিন্দের প্রতিমূর্ত্তি (দ্বিতীয় দেহস্বরূপ)—শ্রীবলরাম, তাঁহার অংশ মহাবৈকুণ্ঠে মহাসঙ্কর্ষণ, তাঁহার অংশ কারণাব্ধিশায়ী প্রথমপুরুষাবতার, ইঁহাকে 'মহাবিষ্ণু', 'মহাপুরুষাবতারী' ইত্যাদি বলা হইয়াছে।

লঘুভাগবতামৃতে সাত্বততন্ত্রবাক্য উদ্ধার করিয়া বলা হইয়াছে—

"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ।
একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্।
তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে॥"

অর্থাৎ "নিত্যধামে বিষ্ণুর তিনটি রূপ—প্রথম—মহত্তত্ত্বস্রষ্টা কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণু। দ্বিতীয়—গর্ভোদশায়ী সমষ্টি ব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ। তৃতীয়—ক্ষীরোদশায়ী ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডগত পুরুষ, তিনি প্রতি জীবের অন্তর্য্যামী ঈশ্বর—পরমাত্মা। এই তিনটি তত্ত্ব জানিতে পারিলে জড়বুদ্ধি হইতে মুক্ত হওয়া যায়।" —অঃ প্রঃ ভাঃ

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিতেছেন—যদিও কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুকে কৃষ্ণের অংশাংশ বা কলা বলা হইয়াছে, তথাপি তিনি মৎস্য-কূর্ম্মাদি অবতারের অবতারী তত্ত্ব। শ্রীমদ্ভাগবত ১।৩।২৮ শ্লোকে বলা হইয়াছে—

"এতে চাংশকলাঃ পুংসঃ কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্।
ইন্দ্রারিব্যাকুলং লোকং মৃড়য়ন্তি যুগে যুগে॥"

[অর্থাৎ পূর্ব্বকথিত অবতারাদির মধ্যে কেহ অর্থাৎ মৎস্য-কূর্ম্ম-বরাহাদি—আদিপুরুষাবতার কারণাব্ধিশায়ী মহাবিষ্ণুর অংশ, কেহ বা অর্থাৎ চতুঃসন, নারদাদি তাঁহার অংশাংশ; কিন্তু ব্রজেন্দ্র-নন্দন কৃষ্ণই স্বয়ং ভগবান্। সর্ব্ব অবতারের অবতারী। ঐসকল অংশাবতার দৈত্যপ্রপীড়িত লোককে যুগে যুগে রক্ষা করেন।]

"যাঁর ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
'স্বয়ংভগবান্' শব্দের তাঁহাতেই সত্তা॥"
—চৈঃ চঃ আ ২।৮৮

অতএব শ্রীকৃষ্ণ—স্বয়ংরূপ—স্বয়ংভগবান্; তাঁহারই দ্বিতীয় স্বরূপ—স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীবলদেব। একই সচ্চিদানন্দবিগ্রহের সদংশে সন্ধিনী অর্থাৎ সত্তাবিস্তারিণী-শক্তিমত্তত্ত্ব—শ্রীবলদেব, চিদংশে সম্বিৎ অর্থাৎ জ্ঞান, আনন্দাংশে হ্লাদিনী বা আনন্দদায়িনী-শক্তি।

"ভগবান্ যে শক্তিদ্বারা সত্তাকে ধারণ করেন ও করান, তাহা সকল দেশকালদ্রব্যাদি-প্রকাশিকা 'সন্ধিনী'; যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং জানিতে এবং জানাইতে সমর্থ হন, তাহা 'সম্বিৎ'; চিৎপ্রধানা যে শক্তিদ্বারা স্বয়ং আনন্দকে জানেন এবং অপরকে আনন্দ জানাইতে সমর্থ হন, তাহাকে 'হ্লাদিনী' বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে।"—চৈঃ চঃ আ ৪।৬২ অনুভাষ্য ও ভগবৎসন্দর্ভ ১০২ সংখ্যা দ্রষ্টব্য। সন্ধিনীই ভগবৎপ্রাকট্যবিধানরূপ সেবা করেন।

"সন্ধিনীর সার অংশ—শুদ্ধসত্ত্ব নাম।
ভগবানের সত্তা হয় যাহাতে বিশ্রাম॥
মাতা, পিতা. স্থান, গৃহ, শয্যাসন আর।
এসব কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার॥"
—চৈঃ চঃ আ ৪।৬৪-৬৫

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ উপরিউক্ত দুইটি পয়ারের সারার্থ এইপ্রকার জানাইয়াছেন—

"সত্তাবিস্তারিণী সন্ধিনীশক্তির সারাংশের নাম 'শুদ্ধসত্ত্ব'। বস্তু দুইপ্রকার—মিশ্রসত্ত্ব ও শুদ্ধসত্ত্ব। বস্তুসত্তারই নাম 'সত্ত্ব'। সন্ধিনীর ক্রিয়া ব্যতীত কোন সত্ত্বই হইতে পারে না। ভগবানের সত্তাপ্রকাশও সেই সন্ধিনীর কার্য্য। শুদ্ধচিত্তত্ত্বে সন্ধিনীর যে ক্রিয়া, তাহারই নাম 'শুদ্ধসত্ত্ব'। ভগবানের মাতা, পিতা, স্থান, গৃহ, শয্যা ও আসন প্রভৃতি কৃষ্ণের শুদ্ধসত্ত্বের বিকার অর্থাৎ বিশেষরূপ কার্য্য। এই স্থলে এই তত্ত্ব স্পষ্ট বুঝিবার জন্য আরও জানা উচিত যে, স্বরূপ অর্থাৎ চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনী চিজ্জগতের সমস্ত সত্তা অর্থাৎ ভগবানের চিন্ময় স্বরূপ, ভগবানের দাস, দাসী, সঙ্গিনী, পিতা, মাতা প্রভৃতি সমস্ত চিন্ময় স্বরূপের সত্তা প্রকাশ করিয়াছেন। মায়াশক্তিগত সন্ধিনী জড়জগতের সমস্ত ভৌতিক সত্তা বিস্তার করিয়াছেন এবং জীবশক্তিগত সন্ধিনী জীবের চিৎকণরূপ সত্তা বিস্তার করিয়াছেন।"

পিতা দক্ষগৃহে যজ্ঞদর্শনার্থ গমনোন্মুখী সতীর প্রতি শ্রীমহাদেবোক্তি,—

"সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেব-শব্দিতং
যদীয়তে তত্র পুমানগাবৃতঃ।
সত্ত্বে চ তস্মিন্ ভগবান্ বাসুদেবো
হ্যধোক্ষজো মে নমসা বিধীয়তে॥"

—চৈঃ চঃ আ ৪।৬৬ ধৃত ভাঃ ৪।৩।২৩ শ্লোক

[অর্থাৎ "শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন—ভগবানের স্বরূপশক্তিগত-সন্ধিনীপ্রভাব হইতেই শুদ্ধসত্ত্বরূপ যে নিত্যতত্ত্ব আছে, তাহারই নাম—'বসুদেব'। সেই শুদ্ধসত্ত্বে চৈতন্যস্বরূপ ভগবান্ নিত্যপ্রকাশ লাভ করিয়াছেন। তাঁহারই নাম 'বাসুদেব'। তিনি জড়ীয় ও মায়িক সমস্ত ইন্দ্রিয়ের অতীত। ভক্তিপূতচিত্তে আমি তাঁহাতে প্রণাম বিধান করি। তাৎপর্য্য এই, কৃষ্ণস্বরূপ ইত্যাদি তাঁহার স্বরূপশক্তিগত সন্ধিনীর নিত্য কার্য্য।"] —অঃ প্রঃ ভাঃ

সুতরাং দেখা যাইতেছে—কৃষ্ণ সন্ধিনীশক্তির অধীশ্বর হইলেও তাঁহার চিল্লীলাবিলাসের যাবতীয় উপকরণই সন্ধিনীশক্তির পরিণাম—বিকার বা বিশেষরূপ কার্য্য। কৃষ্ণই তাঁহার দ্বিতীয় বিগ্রহ বলদেবরূপ ধারণ করিয়া আমাদিগকে তাঁহার চিন্ময়ীলীলার মাধুর্য্যানুভবের সৌভাগ্য প্রদান করেন। এইজন্যই শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয় তারস্বরে কীর্ত্তন করিলেন—হেন নিতাই বিনে ভাই রাধাকৃষ্ণ পাইতে নাই, নিতাইর করুণা হবে, ব্রজে রাধাকৃষ্ণ পাবে, ধর নিতাইর চরণ দুখানি ইত্যাদি। শ্রীবলদেব ও নিত্যানন্দ প্রভু—একই তত্ত্ব। তিনিই শুদ্ধভক্ত সাধুগুরুরূপে, তিনিই শাস্ত্রাদিরূপে অবতীর্ণ; তিনি কৃষ্ণকথা শুনাইয়া আমাদের চিত্ত শুদ্ধ না করিয়া দিলে, অজ্ঞানতিমিরান্ধ চক্ষু পরিষ্কার করিয়া না দিলে. মূর্ত্তিমতী প্রেমভক্তিস্বরূপ তিনি, প্রেমদাতা তিনি, তিনি আমাদিগকে প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিত ভক্তিচক্ষু না দিলে, হৃষীক সকলকে শুদ্ধ ও মনকে শুদ্ধ না করিয়া দিলে, বুদ্ধি শুদ্ধ না করিলে কৃষ্ণ-তত্ত্ব বা কৃষ্ণসেবা-তত্ত্ব কি বুঝিব, কি দেখিব, কি শুনিব, তাঁহার কৃপা ব্যতীত সবই বৃথা হইয়া যাইবে। এজন্য ঠাকুর মহাশয় প্রথমেই নিতাইর নিকট প্রার্থনা শিখাইলেন—হে নিতাই আমার সংসারবাসনা তুচ্ছ করাইয়া দাও, জড়বিষয়াসক্তি ছাড়াইয়া চিত্ত শুদ্ধ করিয়া দাও চিন্ময় বৃন্দাবনের চিন্ময় সৌন্দর্য্য দর্শনের চক্ষু দাও, শ্রীরূপরঘুনাথের চরণাশ্রয়ে যুগল-প্রীতি বুঝিবার সৌভাগ্য প্রদান কর। কৃষ্ণই বলরামরূপে আসিলেন তাঁহার সেবা শিক্ষা দিতে। বলরামই অনন্তদেহে কৃষ্ণের সেবা করিয়া সেবার আদর্শ প্রদর্শন করিতেছেন। বলরামই অনন্তরূপে অনন্ত বদনে কৃষ্ণের নামরূপগুণলীলা-মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়া অন্ত পাইতেছেন না, তিনিই ত' জীবতত্ত্বের মূল মানিক—জীবের রক্ষাকর্ত্তা। এজন্য তাঁহার আবির্ভাবপূর্ণিমা—'রাখীপূর্ণিমা' বলিয়া প্রসিদ্ধ। তিনিই গর্দ্দভাসুর বধ করিয়া জীবের ভারবাহিত্ব ঘুচাইয়া 'সারগ্রাহিত্ব প্রদানকর্ত্তা, তিনিই প্রলম্বাসুর বধ করিয়া জীবের স্ত্রীপুংলাম্পট্যাদি অসদ্বৃত্তি ঘুচাইয়া জীবহৃদয় কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছায় ভরপূর করিয়া শ্রীরাধাগোবিন্দের বৃন্দাবনবিপিন মহামাধুরীতে প্রবেশাধিকার দিতে পারেন। অখিলরসামৃতমূর্ত্তি কৃষ্ণের সকল রসাস্বাদনসৌভাগ্যদানের শক্তি ত' তিনিই ধারণ করেন। তাঁহার সেবাবিমুখ হইলে কৃষ্ণকৃপা লাভের সকল আশাই যে নৈরাশ্যে পরিণত হইবে। "এ অধম বড় দুঃখী নিতাই মোরে কর সুখী—রাখ রাঙ্গা চরণের পাশ।" শ্রীশ্রীবলরাম-নিত্যানন্দকৃপা বিনা আমাদের পার-

মাথিক জীবন সংরক্ষণের ত' আর কোন উপায়ই নাই। তাঁহার কৃপাবিমুখ জীব মনুষ্যত্ববিহীন হইয়া পশ্বাধম হইয়া পড়ে, অসুরশ্রেণীতে পরিগণিত হয়। 'বিষ্ণুভক্তো ভবেদ্দৈব আসুরস্তদ্ বিপর্য্যয়ঃ।'

আমরা ইতঃপূর্ব্বে মহাজন-বাক্যে শ্রবণ করিয়াছি—মায়াশক্তিগত সন্ধিনী জড়জগতের যাবতীয় ভৌতিক সত্তা এবং জীবশক্তিগত সন্ধিনী জীবের চিৎকণরূপ সত্তা বিস্তার করিয়াছেন। জীবের এই চিৎকণ সত্তায় কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনীর কৃপাদৃষ্টি পড়িলেই সেই চিৎকণ সত্ত্ব শুদ্ধ হয়। তখন তাহাতে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণভজনলালসার উদয় হয়। শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিতেছেন—

"চিদ্গত সম্বিচ্ছক্তি যখন হ্লাদিনীর সহিত যুক্ত হইয়া জীবকে কৃপা করেন, তখন জীবের কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান জন্মে, অতএব তাহাই সম্বিতের সার। * * কৃষ্ণগত হ্লাদিনীশক্তি কৃষ্ণকে আনন্দ প্রদান করিয়া যখন শুদ্ধসম্বিতের সহিত একত্রে জীবকে কৃপা করেন, তখনই জীবের 'কৃষ্ণপ্রেম' হয়। জীবগত হ্লাদিনীর বিকার যখন মায়াশক্তিদ্বারা জীবকে আকর্ষণ করে, তখনই জীব বিষয়-প্রেমে মত্ত হইয়া কৃষ্ণপ্রেম হইতে বঞ্চিত হয়, সুতরাং সুখ-দুঃখের বশীভূত হইয়া পড়ে। জীবগণের প্রেমাদর্শ ব্রজের গোপীমণ্ডলী। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীরাধা সর্ব্বাধিকা। চিৎস্বরূপগত হ্লাদিনীর সার যে 'প্রেম' এবং প্রেমের সার যে 'ভাব', আবার সেই ভাবের পরাকাষ্ঠা যে 'মহাভাব', তাহাই শ্রীমতী রাধিকাঠাকুরাণী, তিনিই সব্বগুণের আকর, আর কৃষ্ণকান্তাদিগের শিরোমণি॥"

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"কৃষ্ণে ভগবত্তা জ্ঞান সম্বিতের সার।

* * *

হ্লাদিনীর সার 'প্রেম', প্রেমসার 'ভাব'।
ভাবের পরমকাষ্ঠা, নাম 'মহাভাব'॥
মহাভাবস্বরূপা শ্রীরাধাঠাকুরাণী।
সর্ব্বগুণখনি, কৃষ্ণকান্তা-শিরোমণি॥"

—চৈঃ চঃ আ ৪।৬৭-৬৯

শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির সন্ধিনীপ্রভাব যেরূপ শ্রীকৃষ্ণের চিন্ময় কলেবরকে প্রকট করিয়াছেন, সেই কলেবরেই কৃষ্ণ তাঁহার স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীকে লইয়া ক্রীড়া করেন, তদ্রূপ কৃষ্ণের কৃপা-প্রাপ্ত জীবহৃদয় কৃষ্ণের চিচ্ছক্তিগত সন্ধিনীর কৃপায় শুদ্ধ হইলে সেই শুদ্ধসত্ত্বেই শ্রীভগবান্ আবির্ভূত হইয়া তদ্দত্ত প্রেমোন্মত্ত জীবের সহিত কতপ্রকার প্রেমের খেলা খেলেন, তাঁহারই দেওয়া প্রেমে তাহার অধীন হইয়া পড়েন। অশুদ্ধহৃদয়ে ভগবান্ আত্মপ্রকাশলীলা প্রকট করেন না। সুতরাং শ্রীবলদেবনিত্যানন্দকৃপাই জীবের প্রেমসম্পৎ লাভের মুখ্য কারণ।

শ্রীভগবানের বিহারস্থল চিন্ময়ধাম—তাঁহারই অভিন্নতনু শ্রীবলরাম-নিত্যানন্দের সন্ধিনীশক্তির পরিণামস্বরূপ। সুতরাং সন্ধিনীশক্তিমত্তত্ত্ব সেই শ্রীবলদেবের কৃপা ব্যতীত সেই ধামে কাহারও প্রবেশাধিকার লভ্য হয় না। আবার প্রত্যেক চিন্ময়ধামের দ্বারপাল—শ্রীবৈষ্ণবরাজ গোপীশ্বর সদাশিব। মূলসঙ্কর্ষণ বলদেব তাঁহারই আরাধ্যদেব। শ্রীভাগবত ৫ম স্কন্ধে দৃষ্ট হয়—"পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা। সঙ্কর্ষণ পূজে শিব উপাসক হঞা॥" শিব অন্তর্নিবিষ্ট চিত্তে সঙ্কর্ষণারাধনায় তৎপর, তাই শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ গাহিয়াছেন—"বৃদ্ধশিব ক্ষেত্রপাল হউন সদয়। চিদ্ধাম আমার নেত্রে হউন উদয়॥ কুলদেবী যোগমায়া মোরে কৃপা করি'। আবরণ সম্বরিবে কবে বিশ্বোদরী॥" নারদপঞ্চরাত্রে শ্রুতিবিদ্যাসংবাদে কথিত হইয়াছে—

"একেয়ং প্রেমসর্ব্বস্বস্বভাবা গোকুলেশ্বরী।
অস্যা আবরিকাশক্তি র্মহামায়া অখিলেশ্বরী॥"

গোকুলেশ্বরী চিচ্ছক্তিযোগমায়ার কৃপা হইলে তাঁহার আবরিকা ব্রহ্মাণ্ডভাবোদরী ছায়াশক্তি আবরণ অপসারিত করিয়া ভাগ্যবান্ জীবকে চিদ্ধামে প্রবেশাধিকার প্রদান করেন। শ্রীবলদেব-কৃপাপ্রাপ্তা যোগমায়া চিচ্ছক্তি ব্রজে পৌর্ণমাসীরূপে এবং গৌরধাম নবদ্বীপে প্রৌঢ়ামায়ারূপে কৃষ্ণ ও গৌরলীলার পুষ্টিকারিণী। সুতরাং বলদেবকৃপাবিমুখ জীব বহিরঙ্গা মায়ার কবলে কবলিত হইয়া জড়সংসারে ত্রিতাপজ্বালায় জ্বলিয়া পুড়িয়া মরেন। বলরাম-নিত্যানন্দের কৃপা ব্যতীত তাঁহাদের উদ্ধার লাভের আর কোন উপায়ই নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবতে (আদিখণ্ড ১ম অধ্যায়ে) শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর লিখিতেছেন—

"ইষ্টদেব বন্দোঁ মোর নিত্যানন্দ রায়।
চৈতন্যের কীর্ত্তি স্ফুরে তাঁহার কৃপায়॥
সহস্রবদন বন্দোঁ প্রভু বলরাম।
যাঁহার সহস্রমুখে কৃষ্ণ-যশোধাম॥
মহারত্ন থুই যেন মহাপ্রিয় স্থানে।
যশোরত্ন-ভাণ্ডার শ্রীঅনন্ত-বদনে॥
অতএব আগে বলরামের স্তবন।
করিলে সে মুখে স্ফুরে চৈতন্যকীর্ত্তন॥
সহস্রেক ফণাধর প্রভু বলরাম।
যতেক করয়ে প্রভু সকল উদ্দাম॥
হলধর মহাপ্রভু প্রকাণ্ড শরীর।
চৈতন্যচন্দ্রের যশোমত্ত মহাধীর॥
ততোধিক চৈতন্যের প্রিয় নাহি আর।
নিরবধি সেই দেহে করেন বিহার॥
তাঁহার (শ্রীনিত্যানন্দের) চরিত্র যেবা জনে শুনে গায়।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য তাঁরে পরম সহায়॥
মহাপ্রীত হয় তাঁরে মহেশ পার্ব্বতী।
জিহ্বায় স্ফুরয়ে তাঁর শুদ্ধা সরস্বতী॥
পার্ব্বতী প্রভৃতি নবার্ব্বুদ নারী লঞা।
সঙ্কর্ষণ পূজে শিব, উপাসক হঞা॥
পঞ্চম স্কন্ধের এই ভাগবত-কথা।
সর্ব্ববৈষ্ণবের বন্দ্য বলরাম-গাথা॥"

—চৈঃ ভাঃ ১।১।১-২১

[শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থ রচয়িতা শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়—শ্রীশ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সর্ব্বশেষ ভৃত্য বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন—

"সর্ব্বশেষ ভৃত্য তাঁ'ন—বৃন্দাবনদাস।
অবশেষপাত্র—নারায়ণী-গর্ভজাত॥
অদ্যাপিহ বৈষ্ণবমণ্ডলে যাঁর ধ্বনি।
'চৈতন্যের অবশেষপাত্র নারায়ণী'॥"

—চৈঃ ভাঃ অ ৫।৭৫৭-৭৫৮

পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'গৌড়ীয়-ভাষ্যে' লিখিয়াছেন—

"তাঁহার (শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের) জননী শ্রীনারায়ণী দেবী (চারিবৎসর বয়স্কা বালিকাবস্থায়) শ্রীচৈতন্যদেবের উচ্ছিষ্ট গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছেন। এই নারায়ণীনন্দন শ্রীবৃন্দাবনদাস ঠাকুর শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর শেষ ভৃত্য।"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে (আদি ৮ম, ১১শ, ১৩শ, ঐ ম ১ম, ৪র্থ এবং ঐ অ ২০শ পরিচ্ছেদে) তাঁহাকে ৫ স্থানে 'চৈতন্যলীলার ব্যাস', 'মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য। বৃন্দাবনদাস-মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য', 'নিত্যানন্দ-কৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস। চৈতন্যলীলার তেঁহো হয়েন 'আদিব্যাস'॥' ইত্যাদি উক্তি দ্বারা প্রচুর মর্য্যাদা প্রদর্শন করিয়াছেন। আমরা সেই শ্রীবলদেবাভিন্ন নিত্যানন্দ-নিজজন শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর মহাশয়ের লেখনী হইতেও শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও মহিমা এই প্রবন্ধে উদ্ধার করিতেছি।]

'শ্রীচৈতন্যভাগবত' গ্রন্থকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর প্রথমেই তদীয় 'ইষ্টদেব' অর্থাৎ শ্রীগুরুপাদপদ্ম সাক্ষাৎ শ্রীবলরাম-নিত্যানন্দ প্রভুর পাদপদ্ম বন্দনা করিয়া শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণন আরম্ভ করিতেছেন, যেহেতু শ্রীবলরামকৃপাই কৃষ্ণকৃপালাভের মূল কারণ। পরমারাধ্য প্রভুপাদ তাঁহার 'বিবৃতি'তে লিখিয়াছেন—

"এস্থলে মনে রাখিতে হইবে যে, স্বয়ংরূপ শ্রীগৌরকৃষ্ণের অভিন্ন স্বয়ংপ্রকাশ শ্রীনিত্যানন্দ বলদেব প্রভুই মূলসঙ্কর্ষণ, তিনিই (মহা)-সঙ্কর্ষণ এবং কারণ-গর্ভ-ক্ষীরসমুদ্রশায়ি পুরুষাবতারত্রয় ও সহস্র ফণা (মুখ বা মস্তক)-যুক্ত 'অনন্তদেব' বা 'শেষ'—এই বিষ্ণুতত্ত্ববর্গের মূল আকর বা অংশী।" ১১॥

"বলরাম—(ভাঃ ১০।২।১৩ শ্লোকে যোগমায়ার প্রতি ভগবানের উক্তি—) 'রামেতি লোকরমণাদ্ বলভদ্রং বলোচ্ছ্রয়াৎ' অর্থাৎ আমার প্রতি লোকের রতি প্রকট করাইয়া থাকেন বলিয়া শ্রীবলদেবকে 'রাম' এবং বলের উৎকর্ষ বলিয়া (বা আধিক্য-হেতু) তাঁহাকে 'বল' ('বলভদ্র') বলিয়া সকলে সম্বোধন করিবে।"

(চৈঃ চঃ আদি ৫ম পঃ ১১৬-১১৭ ও ১২০-১২২ সংখ্যায়)—"সেই বিষ্ণু হয় যাঁর অংশাংশের অংশ। সেই প্রভু নিত্যানন্দ—সর্ব্ব অবতংস॥ সেই বিষ্ণু শেষরূপে ধরেন ধরণী। কাঁহা শিরে আছে মহী,—

হেন নাহি জানি ॥ সেই ত' অনন্ত 'শেষ'—ভক্ত-অবতার। ঈশ্বরের সেবা বিনা নাহি জানে আর ॥ সহস্রবদনে করে কৃষ্ণগুণগান। নিরবধি গুণ গাহেন অন্ত নাহি পান ॥ সনকাদি ভাগবত শুনেন যাঁর মুখে। ভগবানের গুণ কহে, ভাসে প্রেমসুখে ॥"

'যশোধাম' অর্থাৎ নিখিল অপ্রাকৃত সদ্‌গুণ-কীর্ত্তিরাশির নিলয় বা ভাণ্ডার।

"এস্থলে দ্রষ্টব্য এই যে, স্বয়ংপ্রকাশবিগ্রহ দ্বিভুজ হলধর নরবপু শ্রীনিত্যানন্দ-বলদেব প্রভু ভক্তস্বরূপে অনুক্ষণ গৌরকৃষ্ণসেবারত থাকিয়া কৃষ্ণপ্রেমানন্দ বর্দ্ধন করিলেও এস্থলে তাঁহারই অংশকলাস্বরূপ ভূধারী সহস্রবদন অনন্তদেব বা শ্রীশেষের সহস্রমুখে নিরন্তর স্বীয় আরাধ্য শ্রীগৌরগুণকীর্ত্তনরূপ অতুলনীয় সেবা-সামর্থ্য বর্ণিত হইতেছে। তিনি চতুঃসনাদি ব্রহ্মর্ষিগণের নিকট অনুক্ষণ শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিতেছেন। গৌরকৃষ্ণলীলাবর্ণন-সূত্রে তিনি—ব্যাসাবতার শ্রীগ্রন্থকারের 'গুরু' বা প্রভু।"

শ্রীঅনন্তদেবের সহস্রমুখে কৃষ্ণযশোময় ভাগবত-কীর্ত্তন (ভাঃ ৬।১৬।৪০ ও ৪৩ শ্লোকে শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রতি শ্রীচিত্রকেতুর স্তবোক্তি—) * * *

"অর্থাৎ হে অজিত, (সনৎকুমারাদি) নিষ্কিঞ্চন আত্মারাম মুনিগণ (ভগবৎপ্রেমরূপ অপবর্গের নিমিত্ত যাঁহার উপাসনা করেন, সেই আপনি যখন অনিন্দ্য (বিশুদ্ধ) শ্রীভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছেন, তখন আপনারই জয় (সর্ব্বোৎকর্ষ) লাভ হইতেছে। * * আপনার যে দৃষ্টি কখনও পরমার্থকে পরিত্যাগ করে না, সেই দৃষ্টি দ্বারাই আপনি ভাগবতধর্ম্ম কীর্ত্তন করিয়াছেন, অতএব স্থাবরজঙ্গমপ্রাণিসমূহে সমবুদ্ধি পণ্ডিত—ভাগবতগণ ঐ ধর্ম্মেরই উপাসনা করেন।

পাঠান্তরে, 'কৃষ্ণযশোধাম' অর্থাৎ কৃষ্ণের (অলৌকিক) যশের আধার (শ্রীমদ্ভাগবত) ॥" ১২ ॥

১৩ সংখ্যক পয়ারের ভাষ্যে প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

"যেরূপ অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন অন্তরঙ্গ ব্যক্তির নিকটই লোকে মহামূল্য রত্নাদি গচ্ছিত রাখে, তদ্রূপ অভিন্নব্রজেন্দ্রনন্দন মহাপ্রভু শ্রীগৌরসুন্দরও শ্রীবলদেব নিত্যানন্দ প্রভুর কলাস্বরূপ শ্রীঅনন্তদেবের সহস্রমুখে কীর্ত্তনাখ্যা ভক্তিদ্বারা সংসেবিত হইবার জন্য তাঁহার গুণলীলার অনন্তভাণ্ডার (শ্রীমদ্ভাগবত) গচ্ছিত রাখিয়াছেন।"

(ক্রমশঃ)

* * *

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য

(৬৬)

[ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ]

'ব্রজে আবেশরূপত্বাদ্‌ব্যূহো যোঽপি সদাশিবঃ।
স এবাদ্বৈতগোস্বামী চৈতন্যাভিন্নবিগ্রহঃ ॥'
—গৌঃ গঃ ৭৬

'ব্রজের আবরণরূপত্বপ্রযুক্ত যিনি সদাশিবব্যূহ বলিয়া প্রসিদ্ধ, তিনিই অদ্বৈতগোস্বামী শ্রীচৈতন্যের অভিন্ন শরীর।'

যশ্চ গোপালদেহঃ সন্ ব্রজে কৃষ্ণস্য সন্নিধৌ।
ননর্ত্ত, শ্রীশিবাতন্ত্রে ভৈরবস্য বচো যথা ॥
একদা কার্ত্তিকে মাসি দীপযাত্রামহোৎসবে।
সরামঃ সহগোপালঃ কৃষ্ণো নৃত্যতি যত্নবান্ ॥
নিরীক্ষ্য মদ্‌গুরুর্দেবো গোপভাবাভিলাষবান্।
প্রিয়েনর্ত্তিতুমারব্ধশ্চক্রভ্রমণলীলয়া ॥
শ্রীকৃষ্ণস্য প্রসাদেন দ্বিবিধোঽভবৎ সদাশিবঃ।
একস্তত্র শিবঃ সাক্ষাদন্যো গোপালবিগ্রহঃ ॥
—গৌঃ গঃ ৭৭-৮০

'ইনি গোপালরূপী হইয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণসন্নিধানে

নৃত্য করিয়াছিলেন, এই বিষয়ে শিবাতন্ত্রে ভৈরবের বাক্য যথা—একদা কার্ত্তিকমাসে দীপযাত্রা-মহোৎসবে রাম ও গোপালের সহিত শ্রীকৃষ্ণ যত্নবান্ হইয়া নৃত্য করিতেছিলেন। তদ্দর্শনে আমার গুরুদেব শঙ্কর গোপভাবাভিলাষী হইয়া চক্রভ্রমণলীলায় প্রিয় শ্রীকৃষ্ণের নিকট নৃত্য করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদে সদাশিবও দুইপ্রকার হইয়াছিলেন, এক মূর্ত্তি সাক্ষাৎ শিব ও অপর মূর্ত্তি গোপালবিগ্রহ।'

শ্রীঅদ্বৈততত্ত্ব সম্বন্ধে শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থে শ্রীস্বরূপ দামোদর গোস্বামীর কড়চার প্রমাণ উল্লেখ করিয়া এইরূপ নিরূপণ করিয়াছেন—

'মহাবিষ্ণুর্জগৎ কর্ত্তা মায়য়া যঃ সৃজত্যদঃ।
তস্যাবতার এবায়মদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরঃ ॥
অদ্বৈতং হরিণাদ্বৈতাদাচার্য্যং ভক্তিশংসনাৎ।
ভক্তাবতারমীশং তমদ্বৈতাচার্য্যমাশ্রয়ে ॥'

'যে মহাবিষ্ণু মায়াদ্বারা এই জগৎকে সৃষ্টি করেন, তিনি জগৎকর্ত্তা ; ঈশ্বর অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহারই অবতার। হরি হইতে অভিন্ন তত্ত্ব বলিয়া তাঁহার নাম 'অদ্বৈত', ভক্তিশিক্ষক বলিয়া তাঁহাকে 'আচার্য্য' বলে—সেই ভক্তাবতার অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরকে আমি আশ্রয় করি।'

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর লিখিয়াছেন—'মহাবিষ্ণু মায়ার দুই বৃত্তিতে দুইরূপে বিরাজমান। মহাবিষ্ণু প্রকৃতিস্থ হইয়া জগতের নিমিত্ত কারণ, তাহাই বিষ্ণুরূপ ; দ্বিতীয় স্বরূপে প্রধানস্থ হইয়া রুদ্ররূপে শ্রীঅদ্বৈত।'

শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী ঠাকুর অদ্বৈতাচার্য্য সম্বন্ধে চৈতন্যচরিতামৃতের অনুভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—'অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু মহাবিষ্ণু। ইনি আচার্য্য। বিষ্ণুর আচরণ কর্ত্তৃসত্তায় মঙ্গলময়। তিনি যাবতীয় মঙ্গলের আকর। জগজ্জঞ্জালগণ এই শুদ্ধ, নিত্য, পূর্ণ ও মুক্ত মঙ্গল বুঝিতে না পারিয়াই আত্মবৃত্তি ভক্তি হইতে বঞ্চিত হয়।' “জগৎ-মঙ্গল অদ্বৈত, মঙ্গল গুণধাম। মঙ্গলচরিত্র সদা মঙ্গল যাঁর নাম ॥ মহাবিষ্ণুর অংশ অদ্বৈত গুণধাম। ঈশ্বরের অভেদ তেঁহ অদ্বৈত পূর্ণনাম ॥ বৈষ্ণবের গুরু তেঁহ জগতের আর্য্য। দুই নাম মিলনে হৈল অদ্বৈতাচার্য্য ॥ কমল নয়নের তেঁহ যাতে অঙ্গ, অংশ। 'কমলাক্ষ' বলি ধরে নাম অবতংস ॥” —চৈঃ চঃ আ ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের অপর নাম শ্রীকমলাক্ষ।

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর অদ্বৈতাচার্য্যকে বৈষ্ণবাগ্রগণ্যরূপে ও শঙ্কররূপে বর্ণন করিয়াছেন—'সেই নবদ্বীপে বৈসে বৈষ্ণবাগ্রগণ্য। অদ্বৈতাচার্য্য নাম সর্ব্বলোকে ধন্য ॥ জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের গুরু মুখ্যতর। কৃষ্ণভক্তি বাখানিতে যেহেন শঙ্কর ॥' – চৈঃ ভাঃ আ ২।৭৮-৯।

অদ্বৈতাচার্য্য মাঘমাসের শুক্লা-সপ্তমী তিথিতে বারেন্দ্র ব্রাহ্মণবংশে শ্রীকুবের পণ্ডিত* ও শ্রীমতী নাভাদেবীকে অবলম্বন করিয়া শ্রীহট্টের নিকটবর্ত্তী নবগ্রামে আবির্ভূত হন।

বঙ্গদেশে শ্রীহট্ট-নিকট নবগ্রাম।
'কুবের পণ্ডিত' তথা নৃসিংহসন্তান ॥
কুবের পণ্ডিত ভক্তিপথে মহাধন্য।
কৃষ্ণপাদপদ্ম বিনা না জানয়ে অন্য ॥
তৈছে তাঁর পত্নী 'নাভাদেবী' পতিব্রতা।
জগতের পূজ্যা, যেঁহো অদ্বৈতের মাতা ॥
—ভক্তিরত্নাকর ৫।২০৪১-৩

“মাঘে শুক্লাতিথি, সপ্তমীতে অতি,
উথলায় মহা আনন্দ-সিন্ধু।
নাভাগর্ভ ধন্য, করি' অবতীর্ণ,
হৈল শুভক্ষণ, অদ্বৈত-ইন্দু ॥
কুবের পণ্ডিত, হৈয়া হরষিত,
নানা দান দ্বিজ-দরিদ্রে দিয়া।
সূতিকা মন্দিরে, গিয়া ধীরে ধীরে,
দেখি' পুত্রমুখ জুড়ায় হিয়া ॥

---

* শ্রীকুবের পণ্ডিত ঃ—'মহাদেবস্য মিত্রং যঃ কুবেরো গুহ্যকেশ্বরঃ। কুবের পণ্ডিতঃ সোহদ্য জনকোঽস্য বিদাম্বরঃ ॥
—গৌঃ গঃ ৮১

'বিদাম্বর গুহ্যকেশ্বর কুবের, যিনি মহাদেবের মিত্র ছিলেন, তিনিই এক্ষণে কুবের পণ্ডিত, ইনিই মহাদেবের (অদ্বৈতের) জনক।'

নবগ্রামবাসী, লোক ধায়া আসি',
পরস্পর কহে না দেখি হেন ।
কিবা পুণ্যফলে, মিশ্র বৃদ্ধকালে,
পাইলেন পুত্ররতন যেন ॥
পুষ্প বরিষণ, করে সুরগণ,
অলক্ষিত রীতি উপমা নহ ।
জয় জয় ধ্বনি, ভরল অবনী,
ভনে ঘনশ্যাম মঙ্গল বহ ॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১২শ তরঙ্গ ১৭৫৯-১৭৬২

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব-অভিধানে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আবির্ভাবস্থান শ্রীহট্টে লাউরগ্রামে এইরূপ উল্লিখিত হইয়াছে। তথায় ইহাও লিখিত আছে যে, শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু লাউরগ্রাম হইতে নবহট্ট গ্রামে এবং তথা হইতে শান্তিপুরে আসিয়া নিবাস স্থাপন করেন, নবদ্বীপেও তাঁহার গৃহ ছিল। তাঁহার আবির্ভাব সন ১৩৫৫ শকাব্দে, ১৪৩৪ খৃষ্টাব্দে। অদ্বৈতাচার্য্যের পূর্ব্বনাম শ্রীকমলাক্ষ (শ্রীকমলাকান্ত) বেদপঞ্চানন। ১৪৮০ শকাব্দে তিনি অপ্রকটলীলা করেন অর্থাৎ তাঁহার প্রকটলীলা ১২৫ বৎসর।

শ্রীজাহ্নবা মাতার দীক্ষিত শিষ্য শ্রীনিত্যানন্দ দাস লিখিত শ্রীপ্রেমবিলাস গ্রন্থে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের আবির্ভাবস্থান শান্তিপুরে নির্দ্দেশিত হইয়াছে। শান্তিপুরে ফুল্লবাটী গ্রামনিবাসী পণ্ডিত শ্রীশান্তাচার্য্যের নিকট তিনি বেদাদিশাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া 'আচার্য্য' উপাধি প্রাপ্ত হন।

শ্রীঅদ্বৈতমঙ্গল, শ্রীঅদ্বৈতবিলাস, সীতা চরিত্র প্রভৃতি বহু বাংলা ভাষায় লিখিত গ্রন্থে অদ্বৈতাচার্য্যের পূতচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে।

'সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে।
অনন্ত অর্ব্বুদলীলা কৈলা যথাক্রমে ॥'

—অদ্বৈতবিলাস

কুবের পণ্ডিত এবং নাভাদেবী অন্তর্ধানলীলা করিলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য পিতামাতার পারলৌকিককৃত্য সম্পন্ন করিবার জন্য গয়া-যাত্রার ছলে সমস্ত তীর্থ পর্য্যটন করেন। বৃন্দাবনধামে আসিয়া শ্রীকৃষ্ণআরাধনায় নিমগ্ন হইলে জানিতে পারিলেন কৃষ্ণ নবদ্বীপে প্রকটিত হইবেন। তীর্থ ভ্রমণকালে বিহারে মিথিলায় অদ্বৈতাচার্য্যের বিদ্যাপতির সহিত সাক্ষাৎকার হয়। বিদ্যাপতির সহিত মিলন-প্রসঙ্গটি শ্রীঅদ্বৈতবিলাস গ্রন্থে সুন্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বৃন্দাবন হইতে গৌড়দেশে ফিরিয়া নবদ্বীপে কিছুদিন অবস্থানের পর শান্তিপুরে শুভাগমন করেন। বিরহকাতর শান্তিপুরবাসী ভক্তগণ বহুদিন বাদে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের দর্শন লাভ করিয়া কৃতকৃতার্থ হইলেন।

বিষ্ণুতত্ত্বমাত্রই শ্রী, ভূ ও নীলা বা লীলা—এই ত্রিশক্তিধৃক্ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নিজস্বরূপের সম্পূর্ণতা প্রকাশের জন্য শক্তি গ্রহণলীলা করিলেন। বিপ্রশ্রেষ্ঠ শ্রীনৃসিংহ ভাদুড়ীর দুই কন্যা শ্রীসীতাদেবী ও শ্রীদেবী শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের দুই পত্নী হইলেন।

'আচার্য্যের ভার্য্যা দুই জগৎ পূজিতা।
সর্ব্বত্র বিদিত নাম শ্রী আর সীতা ॥'

—ভক্তিরত্নাকর ১২।১৭৮৫

'যোগমায়া ভগবতী গৃহিণী তস্য সাম্প্রতং।
সীতারূপেণাবতীর্ণা 'শ্রী'নাম্না তৎ প্রকাশতঃ ॥'

—গৌঃ গঃ ৮৬

'ভগবতী-যোগমায়া শ্রীমদদ্বৈত প্রভুর পত্নী সীতাদেবী এবং তৎপ্রকাশ 'শ্রী'রূপে সম্প্রতি অবতীর্ণা হইলেন।'

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের দুইস্থানে স্থিতি—শান্তিপুরে এবং নবদ্বীপ-মায়াপুরে শ্রীবাস পণ্ডিতের গৃহের সন্নিকটে। বিষ্ণুভক্তিশূন্য জগদ্বাসীর অশেষ সংসারযাতনা দেখিয়া তাঁহার হৃদয় অত্যন্ত ব্যথিত হইল। তিনি কৃপাপরবশ হইয়া গীতা ভাগবতাদি শাস্ত্রের তাৎপর্য্য কৃষ্ণভক্তি শিক্ষা প্রদান করিতে লাগিলেন। তৎকালে শ্রীল মাধবেন্দ্র পুরীপাদ স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া গোবর্দ্ধনধারী গোপালের সেবার জন্য মলয়জ চন্দন আনিতে গৌড়দেশ হইয়া পুরী যাওয়ার পথে—শান্তিপুরে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে শুভাগমন করিলেন। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদের অলৌকিক প্রেমচেষ্টা দেখিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ভগবত্তত্ত্ব হইয়াও গুরুগ্রহণের অত্যাবশ্যকতা শিক্ষার জন্য তাঁহার নিকট দীক্ষা গ্রহণের লীলাভিনয় করিলেন।

'শান্তিপুরে আইলা অদ্বৈতাচার্য্যের ঘরে।
পুরীর প্রেম দেখি আচার্য্য আনন্দ অন্তরে ॥

তাঁর ঠাঞি মন্ত্র লৈল যত্ন করিয়া।
চলিলা দক্ষিণে পুরী তাঁরে দীক্ষা দিঞা॥'

—চৈঃ চঃ ম ৪।১১০-১১১

বিশ্বম্ভর গৌরাঙ্গ মহাপ্রভু ভক্তিকল্পতরুর মালাকার ও দাতা-ভোক্তারূপে মূলবৃক্ষ। শ্রীনবদ্বীপধামে উহা প্রথমে রোপিত হইলে পুরুষোত্তমধামে, বৃন্দাবনধামাদি স্থানে প্রেমফলোদ্যানের বৃদ্ধি হয়। শ্রীমাধবেন্দ্র পুরীপাদ ভক্তিকল্পবৃক্ষের প্রথম অঙ্কুর। তাঁহার শিষ্য শ্রীঈশ্বরপুরীতে ঐ অঙ্কুর পুষ্ট হয়। মহাপ্রভু মালী হইয়াও আবার অচিন্ত্যশক্তিবলে ঐ বৃক্ষের স্কন্ধ হইলেন। মূল স্কন্ধের উপর শ্রীঅদ্বৈত ও শ্রীনিত্যানন্দ দুই স্কন্ধ হইল। "বৃক্ষের উপরে শাখা হইল দুই স্কন্ধ। এক 'অদ্বৈত' নাম, আর নিত্যানন্দ॥" —চৈঃ চঃ আদি ৯।২১। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভু অঙ্গ উপাঙ্গ অর্থাৎ শ্রীঅদ্বৈত, শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দের সহিত অবতীর্ণ হইয়া জগতে হরিভক্তি প্রচার করেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে তাঁহার গুরুবর্গের আবির্ভাব। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গুরুবর্গের সহিত আবির্ভূত হইয়া দেখিলেন কলির প্রথম সন্ধ্যায় ভাবিকালোচিত অনাচারের প্রাবল্য এবং জগৎ কৃষ্ণভক্তিশূন্য হইয়াছে। এই অবস্থায় কোন অংশাবতার অবতীর্ণ হইয়া জগন্মঙ্গল বিধান করিতে পারিবেন না। 'সাক্ষাৎ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইলেই জগতের কল্যাণ হইবে' —এইপ্রকার চিন্তা করিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য গঙ্গাজল তুলসী দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-পাদপদ্মের পূজাবিধান করতঃ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের অবতরণের জন্য হুঙ্কার করিতে লাগিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রেমহুঙ্কারেই গোলোকপতি শ্রীহরি অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিলেন।

"গঙ্গাজলে তুলসীমঞ্জরী অনুক্ষণ।
কৃষ্ণপাদপদ্ম ভাবি করে সমর্পণ॥
কৃষ্ণের আহ্বান করে করিয়া হুঙ্কার।
এমতে কৃষ্ণের করাইল অবতার॥
চৈতন্যের অবতারে এই মুখ্যহেতু।
ভক্তের ইচ্ছায় অবতরে ধর্ম্মসেতু॥"

—চৈঃ চঃ আ ৩।১০৭-১০৯

'অদ্বৈতাচার্য্য শান্তিপুরে বিলসয়।
শ্রীচৈতন্যাভিন্নদেহ রসের আলয়॥
যে আনিল শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য অবনীতে।
যাঁহার নির্ম্মল যশঃ ব্যাপিল জগতে॥
শ্রীগৌর অভিন্ন তনু অদ্বৈত আমার।
জগৎ জননী সীতা ঘরণী যাঁহার॥
যে আনিল গোরাচাঁদে হুঙ্কার করিয়া।
গাওয়ায় গৌরাঙ্গগুণ ভুবন ভরিয়া॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১২।৩৭৫৩-৬

"জয় জয় অদ্বৈতাচার্য্য দয়াময়।
যাঁর হুহুঙ্কারে গৌর অবতার॥
তাঁহার চরণে যেবা লইল শরণ।
সেজন পাইল গৌরপ্রেমমহাধন॥"

—ভক্তিরত্নাকর ১২।৩৭৬১, ৩৭৬৪

"তুলসীমঞ্জরীসহিত গঙ্গাজলে।
নিরবধি সেবে কৃষ্ণে মহাকুতূহলে॥
হুঙ্কার করয়ে কৃষ্ণ-আবেশের তেজে।
যে ধ্বনি ব্রহ্মাণ্ড ভেদি' বৈকুণ্ঠেতে বাজে॥
যে প্রেমের হুঙ্কার শুনিঞা কৃষ্ণনাথ।
ভক্তিবশে আপনে যে হইলা সাক্ষাৎ॥"

—চৈঃ ভাঃ আ ২।৮১-৩

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীধাম-মায়াপুর ঈশোদ্যানস্থ মূল শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে, রেজিষ্টার্ড অফিস ও হেড অফিস কলিকাতাস্থ (৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোডস্থিত) শ্রীমঠে এবং

ভারতব্যাপী শাখামঠসমূহে বিগত ১৬ শ্রাবণ, ২ আগষ্ট বৃহস্পতিবার হইতে ২০ শ্রাবণ, ৬ আগষ্ট সোমবার পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা উৎসব এবং ২৮ শ্রাবণ, ১৪ আগষ্ট মঙ্গলবার শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী ব্রতোৎসব এবং পরদিবস শ্রীনন্দোৎসব নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা দর্শনে, শ্রীজন্মাষ্টমী-ব্রতপালনে এবং শ্রীনন্দোৎসবে অগণিত ভক্তের সমাবেশ হইয়াছিল।

শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীমঠের শ্রীঝুলনযাত্রা উৎসবে যোগদানের জন্য শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী সমভিব্যাহারে গত ৫ শ্রাবণ, ২২ জুলাই রবিবার কলিকাতা হইতে যাত্রা করতঃ নিউদিল্লীস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে সপ্তাহকাল অবস্থানের পর ১৩ শ্রাবণ, ৩০ জুলাই সোমবার পূর্ব্বাহ্নে শ্রীধাম বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতিতে এবং শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজের মুখ্য উদ্যোগে ও প্রচেষ্টায় শ্রীঝুলনযাত্রা উৎসবকালে বিভিন্ন ভক্ত্যঙ্গানুষ্ঠানসমূহ সুন্দরভাবে সম্পন্ন ও বিদ্যুচ্চালিত শ্রীকৃষ্ণলীলাপ্রদর্শনী প্রদর্শিত হয়। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে বহু ভক্ত উৎসবানুষ্ঠানে যোগ দিয়াছিলেন। প্রত্যহ অপরাহ্নকালীন বিশেষ সভায় শ্রীল আচার্য্যদেব এবং বিভিন্ন দিনে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ভাষণ প্রদান করেন।

চণ্ডীগড় মঠে ও কলিকাতা মঠে বিদ্যুচ্চালিত শ্রীভগবল্লীলা প্রদর্শনী খুবই চিত্তাকর্ষক হয়। হায়দরাবাদ মঠে, গৌহাটী মঠে, কৃষ্ণনগর মঠে ও আগরতলা মঠেও চিত্তাকর্ষক শ্রীভগবল্লীলা প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। **মঠসমূহে প্রদর্শনীর মুখ্য উদ্যোক্তারূপে ছিলেন ঃ—**

কৃষ্ণনগর মঠ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ

চণ্ডীগড় মঠ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ

হায়দরাবাদ মঠ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব অরণ্য মহারাজ

কলিকাতা মঠ—শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী

গৌহাটী মঠ—শ্রীগোবিন্দসুন্দর ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রাণগোবিন্দ ব্রহ্মচারী

আগরতলা মঠ—শ্রীননীগোপাল বনচারী ও শ্রীবৃষভানু ব্রহ্মচারী

অন্যান্য মঠে উৎসব পরিচালন ব্যবস্থায় মুখ্যরূপে ছিলেন ঃ—

তেজপুর মঠ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিভূষণ ভাগবত মহারাজ

শ্রীমায়াপুর (ঈশোদ্যানস্থ) মূলমঠ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ

পুরী মঠ—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরঞ্জন সজ্জন মহারাজ

দেরাদুন মঠ—শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী

সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ—শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী

যশড়া শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রদীপ সাগর মহারাজ

নিউদিল্লী মঠ—শ্রীরামকুমার ব্রহ্মচারী ও শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী

শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, কালিয়দহ (বৃন্দাবন) ঃ—শ্রীঝুলনোৎসবকালে গত ১৮ শ্রাবণ, ৪ আগষ্ট শনিবার কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের বার্ষিক উৎসব উদ্‌যাপিত হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য বহু ত্যাগী ও গৃহস্থভক্তসমন্বিত সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা সহযোগে উক্ত দিবস প্রাতে মথুরা রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে যাত্রা করতঃ শ্রীল সনাতন গোস্বামীর সমাধি মন্দির, শ্রীমদনমোহন মন্দির ও শ্রীভজনকুটীর দর্শনান্তে পূর্ব্বাহ্ন ৯ ঘটিকায় কালিয়দহ শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠে আসিয়া পৌঁছেন। নাট্যমন্দিরে পূর্ব্বাহ্ন ১০টা হইতে বেলা ১টা পর্য্যন্ত বিশেষ ধর্ম্মসভার অধিবেশনে ভাষণ প্রদান করেন যথাক্রমে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী

শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় বেদান্ত সমিতির পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবেদান্ত নারায়ণ মহারাজ ও শ্রীশুভানন্দ দাস ব্রহ্মচারী। সভার আদি ও অন্তে ব্রহ্মচারিগণ কর্ত্তৃক ভজনগান ও ভগবন্নাম কীর্ত্তিত হয়। মধ্যাহ্নে শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গ-রাধাগিরিধারীজীউর ভোগরাগান্তে বিপুল সংখ্যক সাধুভক্ত ও নরনারীকে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়। উৎসবের আনুকূল্য বিধান করিয়াছিলেন স্বধামগত শ্রীমাখন পাল মহোদয়ের পুত্রগণ।

উৎসবানুষ্ঠানের মুখ্য উদ্যোক্তা :—শ্রীঅরবিন্দলোচন দাস ব্রহ্মচারী ও শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী।

* * *

কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব

দিবসপঞ্চকব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে তাঁহার প্রবর্ত্তিত শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উপলক্ষে পাঁচদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান দক্ষিণ কলিকাতায় ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড্‌স্থ হেড অফিস শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বিগত ২৭ শ্রাবণ, ১৩ আগষ্ট সোমবার হইতে ৩১ শ্রাবণ, ১৭ আগষ্ট শুক্রবার পর্য্যন্ত বিপুল সমারোহের সহিত নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইয়াছে। যোগদানকারী স্থানীয় নাগরিকগণ ব্যতীত পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলা হইতে বহু ভক্ত অতিথির সমাবেশ হইয়াছিল। প্রথম দিবস শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাব অধিবাসবাসরে শ্রীকৃষ্ণের আবাহনগীতি শ্রীনামসংকীর্ত্তনযোগে সম্পন্ন করিবার জন্য সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা অপরাহ্ন ৩-৩০ ঘটিকায় শ্রীমঠ হইতে বাহির হইয়া দক্ষিণ কলিকাতার মুখ্য মুখ্য রাস্তা পরিভ্রমণান্তে শ্রীমঠে ৫-৩০ ঘটিকায় ফিরিয়া আসে। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীগুরু-বৈষ্ণব-ভগবানের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিতে করিতে অগ্রসর হইলে ভক্তগণ তদনুগমনে সমস্ত রাস্তা উদ্দণ্ড নৃত্য সহযোগে সংকীর্ত্তন করেন। সংকীর্ত্তনারম্ভে আবহাওয়া অনুকূল ছিল, শেষের দিকে পুষ্পবর্ষণের ন্যায় কিছু বারিবর্ষণ হয়। নগরসংকীর্ত্তনে মূলকীর্ত্তনীয়ারূপে ছিলেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীরাম ব্রহ্মচারী এবং মৃদঙ্গবাদন সেবায় আনন্দপুরবাসী ভক্তবৃন্দ। পরদিন শ্রীশ্রীকৃষ্ণ-জন্মাষ্টমী ব্রতোপবাস—অহোরাত্র উপবাস, সমস্ত দিবস শ্রীমদ্ভাগবত ১০ম স্কন্ধ পারায়ণ, রাত্রিতে শ্রীকৃষ্ণ-জন্মলীলা প্রসঙ্গ পাঠ, নামসংকীর্ত্তন, শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহের মহাভিষেক, পূজা, ভোগরাগ আরাত্রিকাদি সহযোগে অনুষ্ঠিত হয়। পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে ও কৃপানির্দ্দেশে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ শ্রীবিগ্রহের অভিষেকাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন, সহায়করূপে ছিলেন শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী ও শ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী। রাত্রি ২-৩০টার পর সমুপস্থিত ব্রতপালনকারী সহস্রাধিক ভক্তগণকে ফলমূলাদি অনুকল্প প্রসাদ দেওয়া হয়।

২৯ শ্রাবণ, ১৫ আগষ্ট বুধবার শ্রীনন্দোৎসববাসরে মহোৎসবে সহস্র সহস্র নরনারী বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন। বিদ্যুচ্চালিত শ্রীকৃষ্ণলীলা-প্রদর্শনী দর্শনের জন্য (শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাবলীলা, কংসবধলীলা, শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক ভক্ত সুদামাবিপ্রের পাদধৌতলীলা, ক্ষীরসাগর মন্থনলীলা) শ্রীমঠে অগণিত দর্শনার্থীর সমাবেশ হয়।

শ্রীমঠের সংকীর্ত্তনভবনে অনুষ্ঠিত পাঁচদিনব্যাপী সান্ধ্য ধর্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতিরূপে বৃত হন যথাক্রমে কলিকাতা হাইকোর্টের মাননীয় বিচারপতি শ্রীমহীতোষ মজুমদার, মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার সেনগুপ্ত, মাননীয় বিচারপতি

শ্রীশচীকান্ত হাজারী, পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ এবং মাননীয় বিচারপতি শ্রীসমীর কুমার মুখোপাধ্যায়। প্রথম; দ্বিতীয়, তৃতীয় ও পঞ্চম অধিবেশনে প্রধান অতিথির আসন গ্রহণ করেন যথাক্রমে ডাঃ শ্রীহৈমীপ্রসাদ বসু, এম্-এল্-এ, অধ্যাপক শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন আই-জি-পি শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডক্টর শ্রীসীতানাথ গোস্বামী। বক্তব্যবিষয় নির্দ্ধারিত ছিল যথাক্রমে—'হিংসা, অহিংসা ও প্রেম', 'আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয়', 'ভক্তের পূজা ভগবানের পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠ', 'কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি' ও 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন শ্রীনামসংকীর্ত্তন'। শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সম্পাদক-সঙ্ঘপতি পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ এবং শ্রীমঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে ভাষণ প্রদান করেন খড়্গপুর ও কলিকাতা-বেহালা শ্রীচৈতন্য আশ্রমের অধ্যক্ষ পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিকুমুদ সন্ত গোস্বামী মহারাজ, শ্রীগৌড়ীয় সঙ্ঘের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ অকিঞ্চন মহারাজ, শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিনিকেতন তুর্য্যাশ্রমী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিরক্ষক নারায়ণ মহারাজ।

ধর্ম্মসভার প্রথম অধিবেশনে **মাননীয় বিচারপতি শ্রীমহীতোষ মজুমদার** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—'দেশে এবং বিশ্বে মানুষের মধ্যে হিংসার প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির পরিপ্রেক্ষিতে আজকের বিষয়বস্তু 'হিংসা, অহিংসা ও প্রেম' আলোচনার অবতারণা। বিশ্বের যে পরিস্থিতি দাঁড়াইয়াছে তাহাতে মনুষ্যসভ্যতার বিলুপ্তি পর্য্যন্ত আশঙ্কা দেখা দিয়াছে। হিংসাপ্রবণতা বৃদ্ধির দ্বারা মানবজাতির দুর্গতি অবশ্যম্ভাবী। কোন মানুষই মনে প্রাণে চান না যে মানবজাতি ধ্বংস হইয়া যাউক। মানবজাতিকে রক্ষা করিতে হইলে হিংসার পথ পরিত্যাগ করতঃ অহিংসা ও প্রেমের পথ গ্রহণ ব্যতীত অন্য গত্যন্তর নাই। এইজন্য অহিংসা এবং প্রতিজীবকে ভালবাসা পরমধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশিত হইয়াছে। পাঁচশত বৎসর পূর্ব্বে যখন মানুষ লাঞ্ছিত ও অত্যাচারিত হইয়াছিল, শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই দেশে অবতীর্ণ হইয়া অত্যাচারের বিরুদ্ধে রুখিয়া দাঁড়াইয়াছিলেন এবং তিনি ভগবৎপ্রেমের বন্যায় সকলকে ভাসাইয়া জাতি বর্ণ নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে সম্প্রীতি আনয়ন করিয়াছিলেন। যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি ও অধর্ম্মের প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তখন ভগবান্ অবতীর্ণ হইয়া সাধুগণের পরিত্রাণ, দুষ্কৃতিকারিগণের বিনাশ ও ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া থাকেন। কেবলমাত্র পার্থিব ভোগসুখ বৃদ্ধির দ্বারাই শান্তি আসিবে না। নতুবা পার্থিব ভোগসুখের চরম সীমায় উপনীত মার্কিনদেশের অধিবাসিগণ ভোগসুখ ছাড়িয়া দিয়া ভারতবর্ষে শান্তির সন্ধানের নির্দ্দেশ প্রাপ্তির জন্য আসিতেন না। জড় ভোগবিলাসিতায় মনের খোরাক শান্তি পাওয়া যায় না। ভারতীয় ঋষিগণ ইহা সম্যকপ্রকারে বুঝিয়াছিলেন। যেদিন আমরা সকল জীবকে হৃদয় দিয়া ভালবাসিতে পারিব সেইদিনই দেশে ও বিশ্বে শান্তি আসিবে।'

ডাক্তার হৈমী প্রসাদ বসু প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—'এই মায়িক জগতে চিরকালই কমবেশী হিংসা ছিল ও থাকিবে। তাহা হইলে ইহার প্রতিকার কি বিশেষভাবে চিন্তনীয়। মানুষ অহমিকার দ্বারা এই সমস্যার সমাধান করিতে পারিবে না। শ্রীকৃষ্ণ-গীতাতে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশবাণী—'যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥ পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্। ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥' ভগবান্ই যখন যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন এবং ধর্ম্মসংস্থাপন করিয়া থাকেন, তখন আমাদের ঐসব বিষয় লইয়া অত চিন্তার আবশ্যকতা কি? করুণাময় ঈশ্বর জীব সৃষ্টি করিয়াছেন, জীবের কর্ম্মানুরূপ ফলও তিনি প্রদান করিয়াছেন, অসুখও তিনি দিয়াছেন, অসুখ হইতে পরিত্রাণের জন্য ডাক্তারেরও ব্যবস্থা তিনি করিয়াছেন, আবার বুদ্ধিও তিনি দিয়াছেন। আমরা

যদি নিজেরা বিচার করিয়া না চলি, নিজেরা যদি আচরণ না করি অভিপ্রেত সুফল আমরা লাভ করিতে পারি না। পৃথিবীতে দেখা যাইতেছে, যাঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী হিংসা সৃষ্টি করিতেছেন, তাঁহারাই আবার অহিংসা ও প্রেমের বুলি আওড়াইতেছেন। সত্যযুগে মানুষ হাজার হাজার বৎসর তপস্যা করিতে পারিতেন। ত্রেতা ও দ্বাপর যুগেও মানুষের তপস্যা করিবার যোগ্যতা ছিল, কিন্তু কলিযুগে মানুষের সেই যোগ্যতা নাই। এইজন্য কলিযুগের মানুষের জন্য একটা সহজ পন্থা নির্দ্দেশিত হওয়া আবশ্যক। হিংসা ও পাপপ্রবণ কলিযুগে সকলকে ভালবাসার সহজ পন্থা নির্দ্দেশ করিয়াছেন শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জাতি-বর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলকে কৃষ্ণনাম প্রদান করিয়াছেন। কৃষ্ণনাম কীর্ত্তনের দ্বারা জীবের চিত্তবৃত্তি মার্জ্জন হইবে, হিংসা চলিয়া যাইবে, সকল জীবকে ভালবাসার অনুপ্রেরণা লাভ হইবে। সকল অহমিকা পরিত্যাগ করিয়া ভগবানেতে প্রপত্তিই শান্তির পথ।'

ধর্ম্মসভার দ্বিতীয় অধিবেশনে **মাননীয় বিচারপতি শ্রীঅজিত কুমার সেনগুপ্ত** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—'আমরা এতক্ষণ আজকের বক্তব্যবিষয় সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শুন্‌লাম। আমাদের বিচারক হিসাবে অপরের কথা শুনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হয়। স্বামীজিগণ ও শ্রীশাস্ত্রীজি যেসব কথা বলেছেন তা' আমি বল্‌তে পারব বলে মনে হয় না। 'আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয়' আজকের বক্তব্যবিষয়ে শুন্‌বার জন্য আমরা এখানে ছুটে এসেছি। আমরা মন্দিরে ছুটে আসি কিসের জন্য? কিসের প্রত্যাশায়? সংসারের সমস্ত কামনা বাসনা ত্যাগ ক'রে আমাদের মন্দিরে আসা সম্ভব হয় না। সংসার-কামনা ত্যাগ ক'রে সন্ন্যাস নিয়েছেন এমন লোক জগতে খুব কম। আমরা যাই করি না কেন, যদি আমাদের চরিত্র না থাকে সবটাই বৃথা। চরিত্রটাই বড় কথা। চরিত্র সংরক্ষিত হ'লে সমস্ত কিছুর সমুন্নতি সঙ্গে সঙ্গে হবে। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু জীবকে কিভাবে ভালবাসতে হয় নিজে আচরণমুখে শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল নির্ব্বিশেষে সকলকেই আলিঙ্গন করেছেন। অভিমানের দ্বারা আমরা দৃপ্ত থাকায় সকলকে সম্মান দিতে পারি না ও প্রীতিও করতে পারি না। যে ভালবাসার বন্যায় চৈতন্য মহাপ্রভু সকলকে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, তা' আমরা এখন পাচ্ছি না। যতদিন না আমরা ধর্ম্মাচরণের নামে কপটতা ছাড়তে না পারব, নিজের জীবনে আচরণ করতে না পারব, চরিত্রকে গঠন করতে না পারব, ততদিন আমরা যথার্থ মঙ্গল লাভ করতে পারব না, সমাজের বা দেশের হিত সাধন করতে পারব না।'

শ্রীবিষ্ণুকান্ত শাস্ত্রী প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষার সারকথা একটী শ্লোকে ভক্ত বর্ণন করেছেন—'আরাধ্যো ভগবান্ ব্রজেশতনয়স্তদ্ধাম বৃন্দাবনং রম্যা কাচিদুপাসনা ব্রজবধূবর্গেন যা কল্পিতা। শ্রীমদ্ভাগবতং প্রমাণমমলং প্রেমা পুমর্থো মহান্ শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভোর্মতমিদং তত্রাদরো নঃ পরঃ॥' ভগবান্ জ্ঞেয়, ধ্যেয় বা অনুষ্ঠেয়। ভগবান্ আছেন এই বিশ্বাস আমাদিগকে আস্তিক করে। জ্ঞানের মাধ্যমে ব্রহ্ম জ্ঞেয়, যোগসাধনে ধ্যেয়, নিষ্কাম কর্ম্মযোগে অনুষ্ঠেয়, ভক্তের কাছে আরাধ্য। প্রীতির দ্বারা আরাধনা হয়, অন্য উপায়ে হয় না। একজন প্রধানা গোপী সম্যক্‌প্রকারে আরাধনা ক'রে কৃষ্ণের প্রসন্নতা বিধান করেছিলেন, যার জন্য কৃষ্ণ সকলকে ত্যাগ করে তাঁকে পেয়ে প্রীত হয়েছিলেন। "অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ। যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ॥" শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রের এই শ্লোকে 'আরাধ্য ভগবান্ ব্রজেশতনয়' বিষয়বস্তুর তাৎপর্য্য নির্দ্দেশিত হইতেছে। বিশুদ্ধ প্রেমের বিষয় ব্রজেন্দ্রনন্দন অর্থাৎ নন্দনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। মাধুর্য্যলীলাময় বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণকে সর্ব্বাপেক্ষা আপনবোধে প্রীতি করা যায়। স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ অনুরাগময়ী ভক্তের প্রেমে বশীভূত হয়ে তাঁদের মধ্যে আসেন, ক্রীড়া করেন। ভারতবর্ষেই সনাতনধর্ম্মে ভগবানের অবতরণের কথা জানা যায়, কিন্তু ইসলামধর্ম্মে বা খৃষ্টধর্ম্মে ভগবান্ স্বয়ং আসেন না, তাঁর পুত্র আসেন বা দূত আসেন। দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ শিরঃপীড়া-লীলার দ্বারা গোপীগণের প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির জন্য তাঁদের অকরণীয় কিছু নাই। গোপীগণের মধ্যে

আবার শ্রীরাধিকার প্রেমের উৎকর্ষতা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ চতুর্বর্গ জীবের প্রকৃত পুরুষার্থ বা প্রয়োজন নহে। কৃষ্ণপ্রেমই জীবের মহান্ পুরুষার্থ। ব্রহ্মসূত্র, উপনিষদ্ গীতা, প্রস্থানত্রয়াদি—সমস্ত শাস্ত্রের সার শ্রীমদ্ভাগবতশাস্ত্রই এই বিষয়ের অমল প্রমাণ।'

ধর্ম্মসভার তৃতীয় অধিবেশনে **মাননীয় বিচারপতি শ্রীশচীকান্ত হাজারী** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—"আজকের বক্তব্যবিষয় ঃ—'ভক্তের পূজা ভগবানের পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠ'। এখানে ভগবান্ কি, ভক্ত কি এবং ভক্তের পূজা ভগবানের পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠ কেন, এই তিনটি বিষয়ে আলোচনা আপনারা এতক্ষণ শুনলেন। 'ভগবান্' শব্দের অর্থ সর্ব্বশক্তিমান্ অসীম। সুতরাং ভগবান্ যদি নিজেকে নিজে না জানান তাঁহাকে কেহই জানিতে পারেন না। ভগবানের প্রকাশ বা ভগবানের কৃপাময় মূর্ত্তি ভক্ত। ভক্ত কিছু ভগবান্ হইতে তফাৎ নন। ভক্তের মাধ্যমেই বা গুরুর মাধ্যমেই ভগবান্কে জানা যায় বা পাওয়া যায়। এখানে ভক্তের সমাবেশে সাধুর সমাবেশে ভগবানের কথা আলোচিত হইতেছে। আমরা ভক্তের নিকট শুনিয়া ভগবত্তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিতে পারি। যে সমস্ত কথা আমরা শুনিলাম আমরা যদি স্মরণ রাখিতে পারি, উহা আমাদের নিত্যকল্যাণের পাথেয়স্বরূপ হইবে। সাধুগণের পরিবেশে আসিলেই চিত্ত শুদ্ধি হয়। সাধুগণের কাষায়বস্ত্রেরও একটা প্রভাব আছে। পৃথক্ পৃথক্ সঙ্গ ও পরিবেশের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ ভাবের প্রকাশ পায়। মাংসাসী ব্যক্তিগণের সঙ্গে একপ্রকার ভাব। যাহারা নিরামিষাসী তাহাদের সঙ্গে আর একপ্রকার ভাব। যাঁহারা সর্ব্বক্ষণ শুদ্ধভাবে ভগবানের ভজন করেন, তাঁহাদের সঙ্গেতেই ভগবানের মহিমাবোধ হইয়া থাকে। আমাদের পক্ষে ভক্তের সঙ্গ অধিক আবশ্যক। সৌভাগ্যবান্ ব্যক্তি শুদ্ধভক্তের সান্নিধ্যে আসিবার সুযোগ লাভ করেন। এইজন্য ভগবানেরই অভিন্ন প্রকাশ কৃপাময় মূর্ত্তি ভক্তের পূজা ভগবানের পূজা হইতেও শ্রেষ্ঠ।"

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের প্রাক্তন আই-জি-পি **শ্রীসুনীল চন্দ্র চৌধুরী** প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—'আমি দূরে থাকি বলে বেশীক্ষণ আমার এখানে থাকা সম্ভব হচ্ছে না। আজকের বক্তব্যবিষয় সম্বন্ধে দুইজন বক্তার নিকট আমরা শুন্লাম। প্রথম বক্তা শ্রীমদ্ সন্ত মহারাজ বিষয়টি সুন্দর ও সরলভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন। মহারাজ প্রথমেই বল্লেন, আজকের বিষয়বস্তু আলোচনীয় ভগবান্ কে, ভক্ত কে এবং ভক্তের পূজাই বা শ্রেষ্ঠ কেন? সত্যিকারের ভক্ত যদি পাওয়া যায়, তবে সেই ভক্তের সেবাদ্বারা ভগবানের কাছে যাওয়া সম্ভব হ'তে পারে। সত্যিকারের ভক্ত কে, তা বুঝব কি করে? কাপড়-চোপড়ের দ্বারা ভক্ত নির্ম্মিত হইবে না। ভক্ত হওয়ার জন্য এম্-এ, বি-এ পাশ করারও প্রয়োজন হয় না। পৃথিবীর সর্ব্বদেশে ধর্ম্মানুশীলন হয়। তাঁহারা সকলেই ভগবান্কে বিশ্বাস করেন। আমার প্রশ্ন এখানে এই ভগবানের নিকট যাবার জন্য ভক্তগণকে এজেণ্টরূপে গ্রহণ করার আবশ্যকতা আছে কি না? ধর্ম্ম ব্যক্তিগত ব্যাপার, সমষ্টিগত হইতে পারে না। সমষ্টিগতভাবে যে গ্রহণ করা যায় না, তাহাও বলা বোধ হয় ঠিক হইবে না। বিষয়টি পরিষ্কারভাবে জানবার জন্যই আমি প্রশ্ন রাখছি। বিতর্কের জন্য বলছি না।'

ধর্ম্মসভার চতুর্থ অধিবেশনে কলিকাতাতে বন্ধ থাকায় বিজ্ঞাপিত সভাপতি ও প্রধান অতিথি সেইদিন সভায় যোগ দিতে পারেন নাই। পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে সেদিন সভা অনুষ্ঠিত হয়।

ধর্ম্মসভার পঞ্চম অথবা শেষ অধিবেশনে **মাননীয় বিচারপতি শ্রীসমীর কুমার মুখোপাধ্যায়** সভাপতির অভিভাষণে বলেন—'আজকের বক্তব্যবিষয় 'সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন শ্রীনামসংকীর্ত্তন'। বিষয়টী কঠিন হ'লেও আজকের প্রধান অতিথি ডাক্তার সীতানাথ গোস্বামী সহজভাবে আমাদিগকে বুঝিয়েছেন। সার কথা এই যিনি পরমেশ্বরের করুণা লাভ করেছেন, তিনিই সুখী হ'তে পারেন। এই কলিযুগে পরমেশ্বরের করুণা পাবার সহজ উপায় কি? সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি এই চারিটী যুগে মানুষের অধিকার ও যোগ্যতার তারতম্যানুসারে চারিটী সাধনের ব্যবস্থা দিয়েছেন ভগবানের কৃপা পাবার জন্য। সত্যযুগের

মানুষ দীর্ঘায়ু ছিলেন, বিষয়াবিষ্ট ছিলেন না, হাজার হাজার বৎসর তপস্যা করতে পারতেন, তাঁদের পক্ষে মনঃসংযোগ ক'রে ধ্যান করা সম্ভব ছিল। ত্রেতাযুগে দ্রব্যেতে আসক্তি হওয়ায় ভগবানে দ্রব্য অর্পণের দ্বারা অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বারা ভগবদারাধনার ব্যবস্থা প্রদত্ত হ'য়েছিল। দ্বাপরযুগে ইন্দ্রিয়চাঞ্চল্য বৃদ্ধি পাওয়ায় যজ্ঞ করিবার যোগ্যতাও সাধারণ মানুষ হারিয়ে ফেলায় মনঃসংযোগের জন্য শ্রীমূর্ত্তির পূজা ব্যবস্থাপিত হলো। কলিযুগের মানুষ অল্পায়ু, পাপপ্রবণ, হিংসা দ্বেষে জর্জ্জরিত, ব্যাধিগ্রস্ত, তারা ধ্যান, যজ্ঞ, পূজা কিছুই করতে পারে না। এজন্য তাদের উদ্ধারের জন্য শ্রীনামসংকীর্ত্তনই একমাত্র উপায়রূপে নির্দ্ধারিত হলো। শ্রীনামসংকীর্ত্তন মানে ভগবান্‌কে হৃদয় দিয়ে ডাকা। করুণাময় শ্রীহরিকে যদি হৃদয় দিয়ে আমরা ডাক্‌তে পারি, তা হ'লেই আমরা তাঁর কৃপা লাভ করতে পারব। কত সহজ পথ। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু এই সহজ পথ দেখিয়েছেন। "হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা।।" দ্বাপরযুগের মহামন্ত্রে ভগবচ্চরণে প্রপত্তির দ্বারা তাঁর কৃপাপ্রার্থনা করা হয়েছে। আমিও সেই নাম উচ্চারণ ক'রে তাঁর কৃপাপ্রার্থনা করছি—'হরে মুরারে মধুকৈটভারে গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে। যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।'

ডাক্তার শ্রীসীতানাথ গোস্বামী প্রধান অতিথির অভিভাষণে বলেন—'নারায়ণ পরাবেদা নারায়ণ পরাক্ষরাঃ। নারায়ণ পরা মুক্তির্নারায়ণ পরাগতিঃ।।

রাম নারায়ণানন্ত মুকুন্দ মধুসূদন।
কৃষ্ণ কেশব কংসারে হরে বৈকুণ্ঠ বামন।।
হরে মুরারে মধুকৈটভারে
গোপাল গোবিন্দ মুকুন্দ শৌরে।
যজ্ঞেশ নারায়ণ কৃষ্ণ বিষ্ণো
নিরাশ্রয়ং মাং জগদীশ রক্ষ।।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।।

তারকব্রহ্ম মহামন্ত্র চারিযুগে আছে। কেবলমাত্র কলিযুগের মহামন্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য খ্যাপিত হইয়াছে। কলিযুগে হরিনাম সংকীর্ত্তনের দ্বারা সদ্য মুক্তি হয়, ডাকার মত যদি ডাকতে পারে একবার হরিনামেই সমস্ত পাপ ধ্বংস ও সর্ব্বাভীষ্ট লাভ হতে পারে। গীতাতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিয়েছেন অনন্য ভক্তের কোন অবস্থাতেই বিনাশ নাই। 'অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্‌ব্যবসিতোহি সঃ।। ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্ম্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি। কৌন্তেয় প্রতিজানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি।।' নামসংকীর্ত্তনের একটা পদ্ধতি আছে। অনন্যভক্তির দ্বারা ভগবান্‌কে ডাকলে অভিপ্রেত ফল পাওয়া যায়। ভক্তি ছাড়া কিছুই হবে না। মীরাবাই দোহাতেও এই কথা বলেছেন—বিনা প্রেম্‌সে নাহি মিলে নন্দলালা। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের প্রথম শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনের জয়গান করেছেন। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে চিত্তদর্পণমার্জ্জন, সংসাররূপ দাবাগ্নির নির্ব্বাপণ, চাঁদের আলোতে কুমুদের শোভা ও স্নিগ্ধতার ন্যায় শ্রেয়ঃকৈরব চন্দ্রিকার বিতরণ, পরবিদ্যাবধূর জীবন, আনন্দাম্বুধির বর্দ্ধন, প্রতিপদে পূর্ণামৃতের আস্বাদন, সর্ব্বাত্ম স্নাপন—সপ্তসিদ্ধি হয়। প্রতিটীর সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তন যুক্ত করতে হবে। শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনে অষ্টসাত্ত্বিক বিকার হবে। শিক্ষাষ্টকের ষষ্ঠ শ্লোকে কৃষ্ণনাম গ্রহণের ফলস্বরূপ নয়ন হ'তে অশ্রুধারা প্রবাহ, কণ্ঠে গদগদ স্বর, শরীরে পুলক বিকারাদি প্রাকট্যের বিষয় উল্লিখিত হয়েছে। 'নয়নং গলদশ্রুধারয়া বদনং গদ্গদরুদ্ধয়া গিরা। পুলকৈনিচিতং বপু কদা তব নামগ্রহণে ভবিষ্যতি।।' কৃষ্ণকীর্তনে যদি চোখে জল না এলো, কণ্ঠে গদগদ ভাব না হ'ল, তবে যথার্থ কৃষ্ণকীর্ত্তন হ'ল না। কবে কৃষ্ণকীর্ত্তনে বিকার হবে যথার্থ কৃষ্ণকীর্ত্তনকারী ভক্তের হৃদয়ে এইপ্রকার আর্ত্তি হয়। কিভাবে কৃষ্ণকীর্ত্তন করলে কৃষ্ণে প্রেম হবে, বিকার হবে তা শ্রীমন্ মহাপ্রভু শিক্ষাষ্টকের তৃতীয় শ্লোকে উপদেশ করেছেন—'তৃণাদপি সুনীচেন তরোরপি সহিষ্ণুনা। অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ।।'

◆

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.

To
Name..
Vill..
P. O...
Dist...
Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান ঃ—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় ঃ—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রিংশ বর্ষ—১০ম সংখ্যা
অগ্রহায়ণ, ১৩৯৭

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০
১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)
১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)
১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্‌চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং ।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ।।"

৩০শ বর্ষ
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, অগ্রহায়ণ ১৩৯৭
৩০ কেশব, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ অগ্রহায়ণ, রবিবার, ২ ডিসেম্বর ১৯৯০
১০ম সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৭৬ পৃষ্ঠার পর]

জীবের স্বরূপ—'বৈষ্ণব' ; এই বৈষ্ণব দুরাকাঙ্ক্ষাক্রমে হরিসেবা ছাড়িয়া দিলেই তাঁহার সংসার-সুখের বাসনা হয় । জীব সেবাবিমুখ হইয়া মাতা-পিতার কাম্যবিষয়রূপে পাপময় স্থূল শরীর লাভ করেন । দশটী সংস্কার গ্রহণ করিলে এই স্থূল শরীরের পাপ ক্ষীণ হইয়া জীব ব্রহ্মজ্ঞ বা ব্রাহ্মণ হন । সেই সময় তিনি হরিসেবা করিতে করিতে বৈষ্ণবতা পুনঃ প্রাপ্ত হন । অভক্তজীব কর্ম্মফলে এইপ্রকার নিকটস্থ আবরণে আবৃত হন —বাসনানুসারে ভিন্ন ভিন্ন জন্মলাভ করেন—ভিন্ন ভিন্ন জন্মে ভিন্ন ভিন্ন মাতা-পিতা, পিতামহ, পিতামহী, মাতামহ, মাতামহী লাভ করেন । জন্মান্তরে ঐ মাতাপিতাগুলির সহিত সকল সম্বন্ধ বিচ্যুত হইয়া যায় । ইহজন্মের পিতামাতার সহিত শরীর থাকা পর্য্যন্ত সম্বন্ধ রাখা যাইতে পারে ; কিন্তু গুরুকুলে বাস করিবার কালে মাতা-পিতার সহিত সম্বন্ধ আচার্য্যকুলের ইচ্ছার উপর নির্ভর করে । এমন কি, মাতা-পিতার অভিবাদনাদি পর্য্যন্ত আচার্য্যের অনুমোদন-সাপেক্ষ । যাঁহারা ফলকামী, কর্ম্মকাণ্ডীয় বিশ্বাসক্রমে যাঁহারা নিত্যবস্তুর অনুসন্ধান রাখেন না, তাঁহাদের অধিকার বিচার করিয়াই "পিতা স্বর্গঃ পিতা ধর্ম্মঃ" প্রভৃতি শ্লোকগুলি শাস্ত্রে আছে । উহা লৌকিক জড়জগতের ধর্ম্মমাত্র । তাদৃশ ফলাকাঙ্ক্ষী কখনই আত্মবিদের চরণাশ্রয় করিতে সমর্থ হন না । 'দেহ' ও 'মন'কে যাঁহারা 'আত্মা' মনে করেন, তাঁহাদিগের জন্য ঐ সকল ধর্ম্ম । পরমার্থবিচারে ঐগুলি সম্পূর্ণ অনুপযোগী । আপনার বিচার ও ত্রিদণ্ডি-সন্ন্যাসীর বিচার এক নহে । যেরূপ M.A. Class-এর পাঠ্য-পুস্তক নিম্নপ্রাইমারী বা নিম্নতম শ্রেণীর পাঠ্য-পুস্তকের সহিত এক নহে । অধিকার-ভেদে ধর্ম্মের তারতম্য আছে । গৃহব্রতাধিকারে চতুর্থাশ্রমের কথা বুঝিতে পারা যায় না । মূর্খ, ইন্দ্রিয়পরায়ণরত ব্যক্তিদিগের

ধর্ম্মনিরূপণে "পিতা স্বর্গঃ" শ্লোকের সার্থকতা আছে। কিন্তু জ্ঞানী বা ভক্তসমাজে ঐসকল ক্ষুদ্র ধর্ম্মের মূল্য অন্ধকপর্দ্দকের ন্যায়।

আপনি লিখিয়াছেন,—গৃহী হইতে ব্রহ্মচারী হয়, গৃহী হইতে সন্ন্যাসী হয় না। কিন্তু উহা মেয়েলী শাস্ত্রের বাক্য। বেদ বা তদনুগ শাস্ত্রে ব্রহ্মচারী হইতে গৃহী হইবার কথা এবং গৃহী হইতে বানপ্রস্থ বা সন্ন্যাসী হইবার কথাই উল্লিখিত আছে। সুতরাং * * গৃহস্থ হইতে সন্ন্যাসী হইয়াছেন, উহা ঠিকই হইয়াছে। বানপ্রস্থাধিকারেও বাড়ীতে ফিরিয়া যাইবার অধিকার থাকে না। আপনার যোগ্য সন্তানটী বানপ্রস্থধর্ম্ম গ্রহণ না করিয়া একেবারেই সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন। বোধ করি, তাঁহার মনের ভাব এই যে, দীক্ষাগ্রহণকালেই তিনি বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করিয়াছেন। বানপ্রস্থ-আশ্রমে হরিসেবা করিবার জন্য সাধারণ গৃহস্থের ন্যায় পত্নী-সেবা করিতে হয় না। * *।

আপনি লিখিয়াছেন,—দুইদিন পূর্ব্বে যে গৃহস্থ থাকে, সে দুইদিন পরে সন্ন্যাসী হয় না। তৎপ্রসঙ্গে আমি কএকটী ঐতিহ্য ঘটনা উল্লেখ করিতেছি। জয়তীর্থ মুনি পূর্ব্বাশ্রমে একজন সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নদী পার হইয়াই গুরু অক্ষোভ্যতীর্থের সাক্ষাৎলাভ-মাত্রই জয়তীর্থরূপে যতিশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি শ্রীচৈতন্যদেবের উর্দ্ধ্বতন দশম গুরু।

শুনিয়া থাকিবেন, কৃষ্ণচন্দ্র সিংহ,—যিনি লালা বাবু নামে প্রসিদ্ধ হন, "বেলা গেল",—এই শব্দ শ্রবণ করিবার পর তাঁহার পাইকপাড়াস্থিত সকল সম্পত্তি ছাড়িয়া দিয়া তিনি বৃন্দারণ্যে ভ্রমণকারী কাঙ্গাল হইয়াছিলেন। খট্টাঙ্গ রাজা মুহূর্ত্তকাল-মধ্যেই অর্থাৎ ৪৮ মিনিটের মধ্যেই পরমপদ লাভ করেন। আচার্য্য শঙ্কর নবম বর্ষ বয়সে, আচার্য্য পূর্ণপ্রজ্ঞ মধ্যমুনি দ্বাদশ বর্ষ বয়সে ব্রহ্মচারী আশ্রম হইতেই সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। আচার্য্য রামানুজ পুত্রমুখাবলোকন করিবার পূর্ব্বেই, আচার্য্য শাক্যসিংহ পুত্রাবলোকন করিবার পরেই এবং শ্রীচৈতন্যদেব চতুর্ব্বিংশতি বর্ষ বয়সে গৃহস্থাশ্রম হইতে—বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ না করিয়াই একেবারে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। এই সকল ক্ষেত্রে তাঁহাদেরও আত্মীয়-স্বজন নানাপ্রকারে তাঁহাদিগকে ক্লেশ দিতে চেষ্টা করিয়া পরিশেষে বিফল হন।

সন্ন্যাস-গ্রহণের কালাকাল নাই। আপনি আপনার মানসিক অবস্থা যখন সম্পূর্ণ পরিজ্ঞাত নহেন, তখন কিপ্রকারে আপনার সন্তানের মানসিক অবস্থার মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে প্রবেশ করিলেন, তাহা ত' আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। আপনার দর্শন-প্রণালী আরোহপন্থা বা Inductive process এর উপর ন্যস্ত। তাদৃশ বহিঃপ্রজ্ঞাদ্বারা সত্য নির্দ্ধারিত হইতে পারে না। উহা কুহক সংযুক্ত বিচার মাত্র, সুতরাং অসত্য।

শ্রীমদ্ * * মাতাপিতা হীন নহেন। তাহার মাতাপিতা এখনও বর্ত্তমান আছেন। তিনি গৃহশূন্য হইলেও পুনরায় দারগ্রহণে অসমর্থ ছিলেন না। তিনি কোন দিনই স্বজনোপেক্ষিত নহেন। আপনাদের ন্যায় তাঁহার স্বজনগণ তাঁহাকে উপেক্ষা করিতে পরাঙ্মুখ হন নাই। আপনারাও তাহাদের অনুগমনে * * উপেক্ষা করিতে আরম্ভ করুন। আজকাল আমাদের দৃষ্টিতেই অনেকগুলি স্বজন-কর্ত্তৃক বিশেষভাবে অতিলাঞ্ছিত জনগণের মধ্যেও বৈরাগ্য ও সত্যের উপলব্ধি দেখিতে পাওয়া যায়। * * যখন এতাদৃশ বন্ধন-মুক্ত হইয়াছে, তখন তাঁহার গুণের গরিমা বিরিঞ্চি-ভবাদিরও কীর্ত্তনীয় বিষয়। সুতরাং এরূপ আদরের আপনাদের স্বজন আপনাদিগকে অপরজন মনে করিয়া—ধর্ম্মের প্রতিবন্ধক জানিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন; অতএব আপনারাও তাঁহার গৌরবে গৌরবান্বিত হইয়া পরমসুখে গৃহধর্ম্ম নির্ব্বাহ করুন, তাহাতেই আপনাদের জন্ম-জন্মান্তরে কল্যাণলাভ ঘটিবে।

আপনি লিখিয়াছেন যে, * * শ্রীচৈতন্যদেবের ন্যায় বৈরাগ্যের পাত্র হইতে পারেন নাই, ইহা কিরূপে জানা গেল? যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা আপনারা বৈষ্ণবদর্শনে ভ্রান্ত হইতেছেন, সেই ইন্দ্রিয় অভিঘাত-সাপেক্ষ অর্থাৎ অপটু (deceptive)।

যে-দিন * * সন্ন্যাস-ধর্ম্মরক্ষণে অসমর্থ হইবেন, সেইদিন হইতেই আপনারা তাঁহাকে পুনরায় প্রাপ্ত হইবেন। বহু পূর্ব্বে তাঁহার ধর্ম্মহানি করা

আপনাদের ন্যায় ধার্ম্মিক লোকের কখনও কর্ত্তব্য নহে। ইহাই সহজে অনুমেয়।

আপনাদের যুবক সন্তানটী পূর্ণাচার প্রাপ্ত হইয়াছেন। অর্থাৎ তাঁহার আক্কেল-দন্ত উদ্গত হইয়াছে। এবিষয়ে আর মতভেদ নাই। সুতরাং তাঁহার স্বতন্ত্রতায় বাধা দিবার জন্য বোধ করি কোনও ধর্ম্ম-ধ্বংসী আইন নাই। আপনারাই ধর্ম্ম-বিষয়ে আলোচনা না করিয়া তাঁহাকে ধর্ম্ম-পথ হইতে ফুসলাইয়া অশাস্ত্রীয় বিচারে যমালয়ে প্রেরণ করিতেছিলেন এবং হরিভজনে কঠোর ব্রত গ্রহণ করিতে হয়,—এরূপ ভীতি প্রদর্শন করিয়া ঘোরতর কঠোর ব্রতরূপ গৃহ-ক্লেশে প্রবেশ করাইতেছেন ; উহা সমীচীন নহে। * * সন্ন্যাস-গ্রহণে তাঁহার পূর্ব্বাশ্রমের সহধর্ম্মিণী আপনাদের পবিত্রগৃহে বাস করিয়া অবাধে পরকালের এবং ইহকালের কার্য্যসমূহ করিতে পারিবেন। * * বিশেষ পবিত্র চিত্ত, সে-জন্যই বিশেষ দয়া-পরবশ হইয়া সহধর্ম্মিণীকে নির্ম্মল ধর্ম্মে অগ্রসর হইবার অবকাশ দিলেন। গৃহব্রতগণ সর্ব্বদাই ভগবানের নিত্যদাস-দাসীগণের প্রতি প্রভুত্ব করিতে গিয়া সাংসারিক জঞ্জাল ঘটাইয়া থাকেন। তাঁহারা কঠোরতর গৃহব্রতে নাক-ফোঁড়া বলদের ন্যায় বৃথাকার্য্যে নিযুক্ত করান। যাঁহাদের তীক্ষ্ণবুদ্ধি, পবিত্রবুদ্ধি, নিত্যধর্ম্মের সন্ধান পায়, তাঁহারা কখনই আপনাদের সহিত একমত হইতে পারে না। যে-সকল লোকের ধারণা, ভক্তগণ আপনার সন্তানটীকে বোকা বানাইয়াছে, তাহারাই পরমার্থিগণের দৃষ্টিতে নির্ব্বোধ এবং ব্যাসের মতে গো-গর্দ্দভ। আপনারা সকলেই * * সুনির্ম্মল ধর্ম্মপ্রণালী আলোচনা করুন। আপনাদেরও মঙ্গল হইবে। নির্ব্বুদ্ধিতার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সংসারে ক্লেশ পাইতে হইবে না।

এইসকল প্রসঙ্গ সাময়িক পত্রে আমরাই অবতারণা করিব, পাছে তাহাতে আপনাদের ধর্ম্মপ্রবৃত্তির সুখ্যাতি ও যশঃ বিলুপ্ত হয়, সেজন্য আপনাদের আচার-ব্যবহারের কথা ও আস্তিক-সম্প্রদায়ের প্রতি আক্রমণের কথা আমরা উপেক্ষা করিয়া থাকি ; কিন্তু উপেক্ষা করার পরিবর্ত্তে আপনারা এসকল কথা সংবাদ পত্রাদিতে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বেই আমরা আপনাদিগের যশোহানিকর ও শাস্ত্রজ্ঞানরাহিত্যের কথা প্রচার করিয়া কলঙ্কিত হইতে ইচ্ছা করি না। তবে লোকহিতের জন্য অবোধগণের জ্ঞানবিকাশের উদ্দেশ্যে এসকল কথা প্রচার হওয়াই বিশেষ আবশ্যক।

যদি * * সন্ন্যাস গ্রহণ না করিতেন, তাহা হইলে আপনাদের দিব্যনয়ন চিরদিনের মত নিমীলিত থাকিত। তাঁহার এতাদৃশী দয়া দেখিয়া আমাদের সেবা-প্রবৃত্তি দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছে।

* * যথাশাস্ত্র বৈদিক ত্রিদণ্ড-সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাতে হিন্দু-সমাজের মুখোজ্জ্বল হইয়াছে। যে ধর্ম্মবিরোধী হিন্দুসমাজ আপনাকে ইহাতে পদদলিত মনে করেন, তাঁহারা পণ্ডিতগণ কর্ত্তৃক হিন্দু বলিয়া নিরূপিত হইবার অযোগ্য। যেহেতু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই হিন্দুধর্ম্মের প্রাণ ; সেই বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বিকৃত হইয়া সমূলে বহুদিন হইতেই উৎপাটিত হইয়াছে। সেজন্যই চতুর্থাশ্রমবিশিষ্ট সমাজ পুনঃ সংস্থাপিত করিবার * * এই চেষ্টা।

* * মহারাজ অপগণ্ড শিশু নহেন। তিনি শাস্ত্রজ্ঞ এবং চরিত্রবান্। যাঁহারা তাঁহার কার্য্যে দোষারোপ করিতেছেন, তাঁহারাই হিন্দুধর্ম্মের বিদ্বেষী এবং জগতের ও সমাজের জঞ্জাল। * * স্বয়ং সেই সকলকে স্বীয় উন্নত চরিত্রের দ্বারা উন্নত করিবেন। তিনি গীতায় পড়িয়াছেন,—

যদ্‌যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ত্ততে ॥

অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-গুরু শ্রী * * র আচরণই সকল ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারী প্রভৃতি তিন আশ্রমস্থিত জনগণ অবনত-শীর্ষে স্বীকার করিবেন। তাঁহারা স্বীকার করিতে অসম্মত হইলে প্রকৃত হিন্দু-সমাজ তাদৃশ ব্যভিচারিগণকে সমাজ-বিধির অতিক্রমকারী বলিয়া বর্জ্জন করিবেন। সমাজে যদি কোনও পাপ প্রবেশ করিয়া থাকে, তাহা হইলে সামাজিকগণ তজ্জন্য দায়ী। সামাজিকবর * * যদি সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ না করেন, তাহা হইলে বর্ণধর্ম্ম ও আশ্রমধর্ম্ম চিরদিন অধঃপতিত থাকিবে, আর শ্রী * * র উপদেশানুসারে সমাজের বিকৃত ধারণাগুলি অপগত হইলে হিন্দুসমাজের যে মঙ্গল ভাবীকালে সাধিত হইবে, তাহা অপরিমেয়।

যাহাদের জন্ম-জন্মান্তরে মঙ্গল হইবে না, তাহারাই মহতের চরিত্রের উদারতা অনুভব করিতে অসমর্থ হইয়া অধঃপতিত হয়। শ্রীগুরুপাদপদ্মের কৃপা অবজ্ঞা করিয়া তাঁহার কোন্ কোন্ অধঃপতিত দাস নরকে চলিয়া যাইতেছেন, তাহা আমাদের সকলের জানিয়া রাখা কর্ত্তব্য। একাল পর্য্যন্ত তাদৃশ মূঢ়তার কোনও সংবাদ আমাদের কাহারও নিকট পৌঁছে নাই।

আপনি সুপণ্ডিত ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি; সম্ভবতঃ আপনাদের সহিত বঙ্গদেশের ও ভারতবর্ষের নানা পণ্ডিত-মণ্ডলীর আলাপ-পরিচয় আছে, সুতরাং তাঁহাদের সহিত পরামর্শ করিলে আপনারা জানিতে পারিবেন যে, সন্ন্যাসীর পূর্ব্বাশ্রমে যাইবার অধিকার নাই এবং তাঁহাকে যাঁহারা তাদৃশ অনুরোধ করেন, তাঁহারা হিন্দুধর্ম্ম জানেন না। সুতরাং সেরূপ অবৈধ ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ প্রস্তাব যেন আপনাদের সম্প্রদায় হইতে সন্ন্যাসীর নিকট আগমন না করে। শ্রী * * অন্যত্র থাকিলেই আপনাদের সংসারে উন্নতি ও ধর্ম্মভাব প্রবলতর থাকিবে। তিনি তাঁহার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া অধঃপতিত হইয়া গেলে আপনাদিগকে হিন্দুসমাজ একঘরে করিয়া তাড়াইয়া দিবে। এসকল ব্যবস্থা টোলে জিজ্ঞাসা করিলেই জানিতে পারিবেন। তবে শাস্ত্রজ্ঞানহীন শূদ্র-সমাজে শূদ্রকল্প অধ্যাপকদিগের নিকট শাস্ত্রীয় কথা না পাইতেও পারেন। কাশীতে অথবা কাঞ্চীতে এই সকল কথার অনুসন্ধান করিবেন। দুর্ভাগা বঙ্গদেশ শাস্ত্রজ্ঞানহীনতায় ক্লেশ পাইতেছে, সেই ক্লেশ হইতে মুক্ত করিবার জন্য আপনাদের বংশেই এই মহাপুরুষ উদ্ভূত হইয়াছেন।

আপনার প্রার্থিত বিষয় আমরা কখনই অনুমোদন করিতে পারি না। * * আমরা নির্দ্দয় হইয়া কখনও কাহাকেও গৃহকূপে যাইতে অনুমতি দিতে অসমর্থ। * * দয়া গ্রহণ করিতে হইলেও আপনাদের সকলকেও ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিতে হইবে। সুতরাং ত্রিদণ্ড-গ্রহণের উপকরণ সংগ্রহ করিতে চিত্তে বলের আবশ্যক এবং জন্ম-জন্মান্তরিন্ সৌভাগ্য অপেক্ষা করে। আপনার পত্রের শেষভাগে বর্ণিত বিষয় নিতান্ত হাস্যাস্পদ বলিয়া আমাদের মনে হয়।

* * পরন্তু তাঁহাকে ক্লেশ দিবার জন্য যাঁহারা ষড়যন্ত্র করিতেছেন, তাঁহারাই দৈবদণ্ডে দণ্ডিত হইতে পারেন। সাধু যাঁহার উদ্দেশ্য, ভগবান্ তাঁহারই সহায়।' সুতরাং * * ষড়যন্ত্রকারিগণের চরণে আমাদের বিনীত নিবেদন এই যে, তাঁহারা সত্যবস্তু পরমেশ্বরে ভক্তিবিশিষ্ট হউন, উহাতেই তাঁহাদের মঙ্গল হইবে। * * জীবনের অবশেষকাল কারাগৃহে কাটাইবেন, এই অনুমানকারীর তৎফলে চিরদিন গৃহকারাগৃহে কাটাইতে হইবে জানিয়া দুঃখিত ও বিস্মিত হইতেছি। শ্রী * * গৃহকারাগার হইতে নিত্যকালের জন্য মুক্ত হইয়াছেন; আবার তাঁহাকে গৃহকারাগারে কৃষ্ণ কখনই নিক্ষিপ্ত করিবেন না—ইহাই আমাদের বিশ্বাস। যাঁহারা ভক্তিমান্, তাঁহাদের কোন বিঘ্ন বা অমঙ্গল নাই। যাহারা বুভুক্ষু ও মুমুক্ষু, তাহাদেরই অমঙ্গল হইবার সম্ভাবনা আছে।

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কৃচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো॥

এই ভাগবত-পদ্য আপনাদের বিচারাধীন করিয়া আমাদের পত্রোত্তর সমাপ্ত করিলাম।

হরিজনকিঙ্কর
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

* * *

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৭৮ পৃষ্ঠার পর]

লব্ধসাধুসঙ্গঃ সাধনভক্তস্তন্যানানুকূল্যনাশ্রয়তি। আদৌ তেষামনাসক্তভাবেন বিষয়াঙ্গীকারঃ [১১।২০। ২৭-৩৩]

জাতশ্রদ্ধো মৎকথাসু নির্ব্বিণ্ণঃ সর্ব্বকর্ম্মসু।
বেদ দুঃখাত্মকান্ কামান্ পরিত্যাগেঽপ্যনীশ্বরঃ ॥৬৬
ততো ভজেৎ মাং প্রীতঃ শ্রদ্ধালুর্দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
জুষমাণশ্চ তান্ কামান্ দুঃখোদর্কাংশ্চ গর্হয়ন্ ॥৬৭
প্রোক্তেন ভক্তিযোগেন ভজতো মাঽসকৃন্মুনেঃ।
কামা হৃদয্যা নশ্যন্তি সর্ব্বে ময়ি হৃদি স্থিতে ॥৬৮॥
ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি ময়ি দৃষ্টেঽখিলাত্মনি ॥৬৯॥

সাধনভক্তানাং জ্ঞানবৈরাগ্যচেষ্টা ন কর্ত্তব্যা।

তস্মান্মদ্ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ ॥৭০॥

অন্যাশ্রয়ং বিনা ভক্তানাং সর্ব্বলাভো ভবতি।

যৎ কর্ম্মভির্যত্তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ।
যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি ॥৭১॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা।
স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্যদি বাঞ্ছতি ॥৭২॥

[১১।২০।৩৬]

ন ময্যেকান্তভক্তানাং গুণদোষোদ্ভবা গুণাঃ।
সাধূনাং সমচিত্তানাং বুদ্ধেঃ পরমুপেয়ুষাম্ ॥৭৩॥

হরিব্রতাচরণম্। শুকঃ পরীক্ষিতম্ [৩।১।১৯]

গাং পর্যটন্ মেধ্যবিবিক্তবৃত্তিঃ
সদাপ্লুতোঽধঃশয়নোঽবধূতঃ।
অলক্ষিতঃ স্বৈরবধূতবেশো
ব্রতানি চেরে হরিতোষণানি ॥৭৪॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

লব্ধসাধুসঙ্গ পুরুষের আর যে যে আনুকূল্য আশ্রয় করিতে হইবে, তাহা বলিতেছেন। প্রথমেই অনাসক্তভাবে বিষয়াঙ্গিকার। আমার কথায় জাতশ্রদ্ধ ব্যক্তিসকল কর্ম্মফলনির্ব্বিণ্ণ হইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিবেন। কাম পরিত্যাগে অশক্ত, তথাপি কামকে চরমে দুঃখাত্মক জানিয়া তাহাকে ক্রমশঃ সঙ্কোচ করিবেন ॥ ৬৬ ॥

শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়া আমাকে ভজন করিতে থাকিবেন। দুঃখই ইহার উদর্ক অর্থাৎ চরম ফল, এরূপ জানিয়া সেই কামকে নিন্দা করিতে করিতে স্বীকার করিবেন। এই কার্য্য নিষ্কপট হইলে আমি কৃপা করি ॥ ৬৭ ॥

পূর্ব্বোক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা আমাকে নিরন্তর ভজন করিতে করিতে আমি ভক্তের হৃদয়ে অবস্থিত হইয়া হৃদিজাত কামসকলকে সমূলে নাশ করি ॥৬৮

তখন সাধকের অবিদ্যাময় হৃদয়-গ্রন্থি ভেদ হয়, সকল সংশয় ছেদ হয় এবং আমাকে অখিলাত্মা বলিয়া দৃষ্টি হইলে সমুদয় কর্ম্মক্ষয় হয় ॥৬৯॥

সাধনভক্তদিগের জ্ঞান-বৈরাগ্য-চেষ্টার প্রয়োজন নাই। আমাকে আত্মভাবে আমার ভক্তিযুক্ত যোগী ব্যক্তি ভজন করেন। তাহাতে জ্ঞান বা বৈরাগ্য-চেষ্টা দ্বারা প্রায় শ্রেয়ঃ হয় না ॥ ৭০ ॥

শুদ্ধভক্তিতে সকল শুভই হয়। কর্ম্মদ্বারা, তপস্যাদ্বারা, জ্ঞানদ্বারা, বৈরাগ্যদ্বারা, অষ্টাঙ্গযোগদ্বারা, দানধর্ম্মদ্বারা এবং অন্য যতপ্রকার শ্রেয়ঃ-সাধক শুভকর্ম্ম আছে, সে সমুদায়ের দ্বারা যে ফলের সম্ভাবনা থাকে, সে সমুদয়ই আমার ভক্ত ভক্তিযোগের দ্বারা সহজে প্রাপ্ত হন। স্বর্গ, অপবর্গ, বৈকুণ্ঠ যাহা বাঞ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন ॥৭১-৭২॥

আমার একান্ত ভক্তগণ বুদ্ধির পার লাভ করিয়াছেন। তাঁহারা সাধু ও সমচিত্ত। গুণ দোষ হইতে যে গুণসমূহ উদয় হয়, তাহা তাঁহাদের পক্ষে উদয় হইতে পারে না ॥ ৭৩ ॥

জয়ন্তীব্রত, একাদশী ও উর্জ্জাপালনাদি অনুষ্ঠানে ভক্তি বৃদ্ধি হয়। বিদুর মহাশয় পবিত্র সদ্‌বৃত্তিদ্বারা জীবন রক্ষা করত পৃথিবী পর্য্যটন করিতে লাগিলেন। উপযুক্ত কালে স্নান, ভূমিতে শয়ন, অবধূত ও অলক্ষিতভাবে স্বাধীন চেষ্টা, অবধূত বেশ ধারণপূর্ব্বক

যথালাভ-সন্তোষঃ। নারদঃ ধ্রুবম্ [৪।৮।২৯, ৩৩]

পরিতুষ্যেত্ততস্তাত তাবন্মাত্রেণ পুরুষঃ।
দৈবোপসাদিতং যাবদ্বীক্ষ্যেশ্বরগতিং বুধঃ ॥
যস্য যদ্দৈববিহিতং স তেন সুখদুঃখয়োঃ।
আত্মানং তোষয়ন্ দেহী তমসঃ পারমৃচ্ছতি ॥৭৫॥

ক্ষোভত্যাগার্থং দৃঢ়বুদ্ধিঃ [৪।৮।৩৪]

গুণাধিকান্মুদং লিপ্সেদনুক্রোশং গুণাধমাৎ।
মৈত্রীং সমানাদন্বিচ্ছেন্ন তাপৈরভিভূয়তে ॥৭৬॥

নবীনমুপায়মকুর্ব্বন্ পূর্ব্বোপায়মবলম্বয়েৎ। মৈত্রেয়ঃ বিদুরম্। [৪।১৮।৪-৫]

তানাতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্।
অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেহঞ্জসা ॥
তাননাদৃত্য যো বিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্।
তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃ পুনঃ ॥৭৭॥

প্রাক্ ত্যাগাধিকারপ্রাপ্তঃ গৃহমেবানুকূলম্। ব্রহ্মা প্রিয়ব্রতম্। [৫।১।১৮]

যঃ ষট্ সপত্নান্ বিজিগীষমাণো
গৃহেষু নির্ব্বিশ্য যতেত পূর্ব্বম্।
অত্যেতি দুর্গাশ্রিত ঊর্জিতারীন্
ক্ষীণেষু কামং বিচরেদ্বিপশ্চিৎ ॥৭৮॥

গৃহস্থবৈষ্ণবানাং বর্ণাশ্রমাশ্রিতজীবনমনুকূলম্। নারদঃ যুধিষ্ঠিরম্ [৭।১১।১৪-১৫, ২১-২৪, ৩০, ৩২, ৩৫]

বিপ্রস্যাধ্যয়নাদীনি ষড়ন্যস্যাপ্রতিগ্রহঃ।
রাজ্ঞো বৃত্তিঃ প্রজা-গোপ্তুরবিপ্রাদ্বা করাদিভিঃ ॥৭৯॥
বৈশ্যস্তু বার্ত্তা-বৃত্তিঃ স্যান্নিত্যং ব্রহ্মকুলানুগঃ।
শূদ্রস্য দ্বিজশুশ্রূষা বৃত্তিশ্চ স্বামিনো ভবেৎ ॥৮০॥
শমো দমস্তপঃ শৌচং সন্তোষঃ ক্ষান্তিরার্জ্জবম্।
জ্ঞানং দয়াচ্যুতাত্মত্বং সত্যঞ্চ ব্রহ্মলক্ষণম্ ॥৮১॥
শৌর্য্যং বীর্য্যং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজয়ঃ ক্ষমা।
ব্রহ্মণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষত্রলক্ষণম্ ॥৮২॥
দেবগুর্ব্বচ্যুতে ভক্তিস্ত্রিবর্গপরিপোষণম্।
আস্তিক্যমুদ্যমো নিত্যং নৈপুণ্যং বৈশ্যলক্ষণম্ ॥৮৩

হরিতোষণব্রতসকল অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন ॥৭৪

যথালাভে তুষ্টি ভক্তির অনুকূল। হে তাত! যাহা দৈবে মিলে, তাবৎ মাত্র প্রাপ্তিতে পরিতুষ্ট হইবেন। বিশ্বেশ্বর যাহা দেন, তাহাই আমার প্রাপ্য, এই মনে করিয়া এই তমোময় সংসার পার হইবার জন্য তদ্দ্বারা আত্মাকে তুষ্ট করিবেন ॥ ৭৫ ॥

গুণাধিক ব্যক্তির নিকট হইতে আনন্দ আশা করিবে। গুণাধম ব্যক্তির নিকট হইতে অনুক্রোশ পাইব মনে করিবে। সমান ব্যক্তির নিকট হইতে মৈত্রী লিপ্সা করিবে। কিছুতেই তাপ মনে করিবে না ॥ ৭৬ ॥

পূর্ব্বমহাজন-প্রদর্শিত উপায়সকল অবলম্বন করিবে। সেই উপায় ধরিয়া ইদানীন্তন ব্যক্তি সহজে উপেয় লাভ করেন। তাহা অনাদর করিয়া যিনি আপনাকে বিদ্বান্ মনে করিয়া অর্থসকল স্বয়ং আরম্ভ করেন, তাঁহার অর্থসকল পুনঃ পুনঃ আরব্ধ হইয়া ব্যভিচারদশা লাভ করে ॥ ৭৭ ॥

ত্যাগ-অধিকার প্রাপ্তির পূর্ব্বে গৃহাশ্রম ভজনের অনুকূল হয়। কাম ক্রোধ প্রভৃতি ছয়টী শত্রুকে যিনি জয় করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি প্রথমেই গৃহে বসিয়া যত্ন করিবেন। গৃহরূপ দুর্গ আশ্রয় করত বলবান্ অরিসকলকে দমন করিবেন। কাম ক্ষীণ হইলে পণ্ডিত ব্যক্তি গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিতে যোগ্য হইবেন। তৎপূর্ব্বে নয় ॥ ৭৮ ॥

গৃহস্থ বৈষ্ণবগণ বর্ণাশ্রমনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মবৃত্তিতে জীবন নির্ব্বাহ করিবেন। বিপ্র বৈষ্ণব অধ্যয়ন, অধ্যাপন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ (ইহার মধ্যে যাজন ও প্রতিগ্রহ দ্বারা জীবনবৃত্তি) করিবেন। ক্ষত্রিয় প্রজাপালন এবং বিপ্র ব্যতীত অন্য বর্ণের নিকট করশুল্কাদি গ্রহণ করিবেন। বৈশ্য বার্ত্তা বৃত্তিদ্বারা ব্রহ্মকুলের অনুগত থাকিয়া জীবনযাপন করিবেন। শূদ্র দ্বিজশুশ্রূষা-দ্বারা তাহাই করিবেন ॥ ৭৯-৮০ ॥

শম, দম, তপ, শৌচ, সন্তোষ, ক্ষান্তি, আর্জ্জব, জ্ঞান, দয়া, ভগবদ্ভক্তি ও সত্য এই কএকটী ব্রাহ্মণ-লক্ষণ ॥ ৮১ ॥

শৌর্য্য, বীর্য্য, ধৈর্য্য, তেজ, ত্যাগ, আত্মজয়. ক্ষমা, ব্রহ্মণ্যতা, প্রসাদ ও সত্য এই কএকটী ক্ষত্র-লক্ষণ ॥ ৮২ ॥

দেবতা, গুরু, অচ্যুতভক্তি ত্রিবর্গ পরিপোষণ,

শূদ্রস্য সন্নতিঃ শৌচং সেবা স্বামিন্যমায়য়া ।
অমন্ত্রযজ্ঞো হ্যস্তেয়ং সত্যং গোবিপ্ররক্ষণম্ ॥৮৪॥
বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃতা ভবেৎ ।
অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেবসায়িনাম্ ॥৮৫॥

বৃত্ত্যা স্বভাবকৃতয়া বর্ত্তমানঃ স্বকর্ম্মকৃৎ ।
হিত্বা স্বভাবজং কর্ম্ম শনৈর্নির্গুণতামিয়াৎ ॥৮৬॥
যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্ ।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ ॥৮৭॥

আস্তিক্য অর্থাৎ বেদে বিশ্বাস, উদ্যম ও নৈপুণ্য এই কএকটী বৈশ্য-লক্ষণ ॥ ৮৩ ॥

সজ্জনে নতি, শৌচ, নিষ্কপটে স্বামিসেবা, অমন্ত্রযজ্ঞ, অস্তেয়, সত্য, গোবিপ্ররক্ষা এই কএকটী শূদ্র-লক্ষণ ॥ ৮৪ ॥

সঙ্করজাতির বৃত্তি তত্তৎকুলপ্রচলিত যাহা থাকে, তাহাই। কিন্তু অস্তেয় ও অপাপ-সিদ্ধবৃত্তি অন্ত্যজ জাতির ॥ ৮৫ ॥

বৃত্তি স্বভাবকৃতই হইয়া থাকে। সেই সেই বৃত্তিতে স্বকর্ম্মকৃৎ বর্ত্তমান থাকিয়া ক্রমশঃ স্বভাবজ কর্ম্মকে ত্যাগ করিতে করিতে নির্গুণতা লাভ করে। অর্থাৎ স্বভাব যত উন্নত হইবে, স্বধর্ম্মও ততই উচ্চোচ্চ হইবে ॥ ৮৬ ॥

মনুষ্যগণের বর্ণাভিব্যঞ্জক যে যে লক্ষণ কথিত হইল, সেই সেই লক্ষণ যেখানে দেখা যাইবে, সেই বর্ণত্বে তাহাকে নির্দ্দেশ করিতে হইবে। কেবল জন্ম-দ্বারা বর্ণ নির্দ্দিষ্ট হইবে না ॥ ৮৭ ॥

(ক্রমশঃ)

* * *

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীশ্রীবলদেব-আবির্ভাব-পৌর্ণমাসী

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৮৩ পৃষ্ঠার পর]

আমরা শ্রীমদ্ভাগবত দশমস্কন্ধারম্ভে শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাবলীলাবর্ণন প্রসঙ্গে শ্রীবলদেবাবির্ভাবলীলাবর্ণন এইরূপ পাই যে,—

"ধরিত্রী দেবী দর্পিত ছলরাজরূপধারী দৈত্যগণের অসংখ্য সেনার গুরুভারে আক্রান্তা হইয়া গাভীরূপ ধারণপূর্ব্বক অত্যন্ত কাতরভাবে ক্রন্দন করিতে করিতে সুমেরুশিখরোপরি দেবগণের সভায় অবস্থিত সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার সমীপে উপস্থিত হইলেন এবং নিজ দুর্ভাগ্যের কথা নিবেদন করিলেন। ব্রহ্মা ধরিত্রী দেবীর দুঃখের কথা শ্রবণ করিয়া স্থির করিলেন—'বিশ্বসৃষ্ট্যাদি আমার কার্য্য বটে, কিন্তু পালনকর্ত্তা ক্ষীরোদকশায়ী বিষ্ণু, সুতরাং আমাকে সেই পালনকর্ত্তা বিষ্ণুর নিকট গমন করিয়াই ধরিত্রীদেবীর দুঃখের কথা নিবেদন করিতে হইবে।' ব্রহ্মা আরও চিন্তা করিলেন—এক্ষণে দুইটি কার্য্য উপস্থিত হইতেছে—প্রথম কার্য্য—পৃথিবীপালন, দ্বিতীয় কার্য্য—দৈত্যসংহরণ। প্রথম কার্য্যের জন্য যদি ভগবান্ দেবরাজ ইন্দ্রকে আদেশ করেন এবং দ্বিতীয় সংহারকার্য্যের জন্য যদি রুদ্রকে আদেশ করেন, তাই ধরণী এবং ইন্দ্র ও রুদ্রাদি দেবতার সহিত ব্রহ্মা ক্ষীরসমুদ্রতটে উপস্থিত হইয়া সমাহিত অর্থাৎ অচঞ্চলচিত্তে বাঞ্ছাকল্পতরু বিঘ্নবিনাশন ক্ষীরোদকশায়ী পুরুষাবতার শ্রীজগন্নাথদেবকে ষোলটি পুরুষসূক্ত দ্বারা উপাসনা করিলেন।

[এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুর বিচার প্রদর্শন করিতেছেন যে, ব্রজে মূলসঙ্কর্ষণ বলদেবের দ্বারকায় আদি চতুর্ব্ব্যূহে (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ) যে সঙ্কর্ষণরূপ, তাঁহারই অভিন্নপ্রকাশ—মহাবৈকুণ্ঠস্থ দ্বিতীয় চতুর্ব্ব্যূহের সঙ্কর্ষণ বা মহাসঙ্কর্ষণরূপ, ইঁহারই অংশ কারণাব্ধিশায়ী আদি বা প্রথম পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু, তাঁহার অংশ গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু, তাঁহারই অংশ ক্ষীরোদকশায়ী তৃতীয় পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু, সুতরাং এই তৃতীয় পুরুষাবতার মহাবিষ্ণু—শ্রীবলদেবের অংশের

যে অংশ, তাঁহারও অংশ। ইনিই পালনকর্ত্তা বিষ্ণু। ব্রহ্মা সমাধিস্থ হইয়া পুরুষসূক্তদ্বারা ইঁহারই আরাধনা করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিতেছেন না, কেবল গগনে সমুচ্চারিতা তাঁহার বাণী অর্থাৎ আকাশবাণী শ্রবণ করিয়া তাহাই দেবতাগণকে শ্রবণ করাইতেছেন। সুতরাং সেই ক্ষীরোদনাথের দর্শন লাভই কত দুর্ল্লভ, আবার সকলের অংশী—পরমাংশী—সর্ব্বাবতারের অবতারী স্বয়ংরূপ স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণের দর্শনলাভ যে কত দুর্ল্লভ, তাহা ভাষাদ্বারা বর্ণন করা যায় না, তথাপি তিনি যে তাঁহার নিত্যগোলোকস্থ নিত্যব্রজের সর্ব্বোত্তম নিত্যনরলীলা—নিত্য সপরিকর নরস্বরূপ ভৌম ব্রজে প্রকট করিতেছেন, ইহা তাঁহার অহৈতুক ঐকান্তিক কৃপাতিশয্য ব্যতীত আর কিছুই বলা যাইতে পারে না। তাঁহার এই অত্যদ্ভুত অপ্রাকৃত-নিত্যলীলারস আস্বাদনসৌভাগ্য প্রদানের নিমিত্ত তাঁহার অতি গূঢ় গৌরাবতারে স্বীয় অন্তরঙ্গ পার্ষদ স্বরূপরামরায়ের কণ্ঠ ধারণ পূর্ব্বক তাঁহার নামসংকীর্ত্তনকেই পরমোপায় বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন এবং নিরপরাধে ও তৃণাদপি সুনীচ, তরুতুল্য সহিষ্ণু, অমানী ও মানদ হইয়া যে ভাবে সেই নাম গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও নিজ আদর্শদ্বারা শিক্ষা দিলেন। করুণাবতার গৌরহরির এই শিক্ষাদীক্ষা অনুসরণ করিতে পারিলেই নামই সেই কৃষ্ণরূপ দর্শন ও কৃষ্ণলীলারসাস্বাদন-সৌভাগ্য দান করিয়া আমাদিগকে কৃতকৃতার্থ করিবেন।]

ব্রহ্মা ক্ষীরোদনাথের গগনে সমুচ্চারিত-বাণী স্বয়ং শ্রবণ করিয়া দেববৃন্দকে তাহা শুনাইয়া কহিলেন—হে দেবগণ, আপনারা আমার নিকট হইতে ক্ষীরোদকশায়ী মহাপুরুষের বাণী শ্রবণ করুন এবং অনতিবিলম্বেই তাহা পালনে যত্নবান্ হউন। আমাদের নিবেদন জানাইবার পূর্ব্বেই শ্রীভগবান্ ধরিত্রীদেবীর সকল দুঃখই জানিতে পারিয়াছেন। সেই ঈশ্বরেশ্বর অর্থাৎ ক্ষীরোদনাথাদি ঈশ্বর, তাঁহাদেরও ঈশ্বর—পরমপুরুষ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কালশক্তি দ্বারা যতদিন ভূভার হরণপূর্ব্বক ভূমণ্ডলে বিচরণ করিবেন অর্থাৎ প্রকটলীলা করিবেন, ততদিন আপনারা ভগবদংশভূত উদ্ধব, সাত্যকি প্রভৃতি পার্ষদবর্গের, যদুদিগের ও পাণ্ডবদিগেরও কুলে পুত্রপৌত্রাদিরূপে আবির্ভূত হইয়া তাঁহার নিকট অবস্থান করুন। ষড়ৈশ্বর্য্যপতি পরমপুরুষ—পুরুষোত্তম ভগবান্ শ্রীবাসুদেব স্বয়ংই (সাক্ষাৎ) আবির্ভূত হইবেন। দেবপত্নীগণও শ্রীভগবান্ বাসুদেবের তুষ্টিবিধানার্থ অবতীর্ণ হউন। [এস্থলে জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে, (তথ্য দ্রষ্টব্য)—'পুরুষোত্তম শ্রীভগবান্ স্বয়ংই বসুদেবগৃহে আবির্ভূত হইবেন'—এই বাক্যদ্বারা অন্যান্য জীবের ন্যায় ভগবান্ পিতার ঔরসজাত নহেন, ইহাই সিদ্ধান্তিত হইতেছে। 'স্বয়ং প্রাদুর্ভূত হইবেন'—এইবাক্যে তাঁহার অংশ-অবতারত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। (তোষণী)]

'তৎপ্রিয়ার্থং সম্ভবন্তু সুরস্ত্রিয়ঃ' এই অংশের ব্যাখ্যায় শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার 'সারার্থদর্শিনী' টীকায় বলিয়াছেন—'শ্রীভগবানের (কৃষ্ণের) প্রিয়াগণের অংশ-স্বরূপা উপেন্দ্রাদি মন্বন্তরাবতারগণের স্ত্রীগণ, তাঁহারা তৎপ্রিয়গণের সহিত সখ্যবিধানার্থ তত্তজ্জনপ্রভাববশে তাঁহাদের পৃথগ্ ভূতা প্রিয়সখী হউন। 'উজ্জ্বলনীলমণি' গ্রন্থে উক্ত হইয়াছে—

'নিত্যপ্রিয়াণামংশাস্তু যা জাতা দেবযোনয়ঃ।
তা অংশিনীনামেবাসাং প্রিয়সখ্যোঽভবন্ ব্রজে ॥'

অর্থাৎ শ্রীভগবানের নিত্যপ্রিয়াগণের যে সমস্ত অংশ দেবযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহারাই আবার ব্রজে তাঁহাদের অংশিনী—কৃষ্ণের নিত্যপ্রিয়সখীগণের প্রিয়সখী হইয়াছিলেন।

'বৈষ্ণবতোষণী' 'প্রিয়ার্থং' পদের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন—পরিচর্য্যাদির দ্বারা (ভগবানের) প্রীতি উৎপাদনের নিমিত্ত অথবা ভগবৎপ্রিয়া শ্রীরুক্মিণী-রাধিকাদির দাস্যলাভের নিমিত্ত।

ভাঃ ১০।১।২৩ শ্লোকের পর শ্রীমদ্ বীররাঘবাচার্য্য নিম্নলিখিত শ্লোকটি অধিকরূপে স্বীকার করিয়াছেন—

'ঋষয়োঽপি তদাদেশাৎ কল্প্যন্তাং পশুরূপিণঃ।
পয়োদানমুখেনাপি বিষ্ণুং তর্পয়িতুং সুরাঃ ॥'

অর্থাৎ 'হে দেবগণ, ঋষিসকলেও বিষ্ণুর আদেশানুসারে দুগ্ধপ্রদানাদি কার্য্যদ্বারা তাঁহার প্রীতি উৎপাদনের জন্য গো-রূপে জন্মগ্রহণ করুন। ('কল্প্যন্তাং' অর্থে 'জায়ন্তাম্')।

"বাসুদেবকলানন্তঃ সহস্রবদনঃ স্বরাট্ ।
অগ্রতো ভবিতা দেবো হরেঃ প্রিয় চিকীর্ষয়া ॥"
—ভাঃ ১০।১।২৪

শ্রীবলদেবের আবির্ভাবসূচক এই শ্লোকের অর্থ শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুর আনুগত্যে এইরূপ করা হইয়াছে ঃ—"যিনি ভগবান্ বাসুদেবের প্রথম অংশ (প্রকাশবিগ্রহ) শ্রীসঙ্কর্ষণ, দেশ, কাল ও সীমাদি রহিত বলিয়া যিনি 'অনন্ত' নামে কীর্ত্তিত, নানা অবতারসমূহের প্রকটকারী বলিয়া যিনি অংশে শেষাখ্য সহস্রবদন, সেই স্বতঃপ্রকাশ স্বয়ং মূলসঙ্কর্ষণ ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবনেচ্ছায় অগ্রেই আবির্ভূত হইবেন।"

"বিশিষ্টাদ্বৈতবাদাচার্য্যগণ এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীবলদেবকে আবেশাবতার শেষের আবির্ভাব বলিয়াছেন। তাহার প্রতিপক্ষে শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপাদ কৃষ্ণসন্দর্ভে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন—শ্রীবসুদেবনন্দন বাসুদেবের কলা—প্রথম অংশ শ্রীসঙ্কর্ষণ। তাঁহার সঙ্কর্ষণত্ব স্বয়ংই অর্থাৎ অন্য অপেক্ষা-রহিত। সঙ্কর্ষণের অবতার বলিয়া তিনি 'সঙ্কর্ষণ' নহেন। এইজন্য স্বরাট্ শব্দের প্রয়োগ অর্থাৎ স্বরাট্ অর্থে যিনি নিজপ্রভাবে বিরাজমান। অতএব স্বরাট্ হেতু তিনি অনন্ত অর্থাৎ দেশ-কালাদি সীমা-রহিত। * * * অতএব বলদেব পৃথিধারী অনন্তের অবতার নহেন, কিন্তু শেষই বলদেবের স্বাংশাবতার,—ইহাই সিদ্ধান্তিত হইল।" (তথ্যদ্রষ্টব্য)।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামিপ্রভু লিখিয়াছেন—

"নিত্যানন্দস্বরূপ পূর্ব্বে হইয়া লক্ষ্মণ।
লঘুভ্রাতা হৈয়া করে রামের সেবন ॥
রামের চরিত্র সব দুঃখের কারণ।
স্বতন্ত্রলীলার দুঃখ সহেন লক্ষ্মণ ॥
নিষেধ করিতে নারে ; যাতে ছোটভাই।
মৌন ধরি' রহে লক্ষ্মণ মনে দুঃখ পাই ॥
কৃষ্ণ-অবতারে জ্যেষ্ঠ হৈলা সেবার কারণ।
কৃষ্ণকে করাইল নানা সুখ আস্বাদন ॥
রাম-লক্ষ্মণ—কৃষ্ণ-রামের অংশ-বিশেষ।
অবতার-কালে দোঁহে দোঁহাতে প্রবেশ ॥
সেই অংশ লঞা জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠাভিমান।
অংশাংশীরূপে শাস্ত্রে করয়ে ব্যাখ্যান ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৫।১৪৯-১৫৪

ব্রহ্মসংহিতায় বলা হইয়াছে—

"রামাদিমূর্ত্তিষু কলানিয়মেন তিষ্ঠন্
নানাবতারমকরোদ্ ভুবনেষু কিন্তু।
কৃষ্ণঃ স্বয়ংসমভবৎ পরমঃ পুমান্ যো
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি ॥"
ঐ চৈঃ চঃ আ ৫।১৫৫ সংখ্যাধৃত ব্রঃ সঃ ৩৯ শ্লোক

অর্থাৎ "যে পরমপুরুষ স্বাংশ কলাদি নিয়মে রামাদি মূর্ত্তিতে স্থিত হইয়া ভুবনে নানা অবতার প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং স্বয়ং কৃষ্ণরূপে প্রকট হইয়াছিলেন, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি বন্দনা করি।"

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর ঐ শ্লোকের তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন—

"স্বাংশ অবতার-রূপে রামাদি অবতার বৈকুণ্ঠ হইতে এবং কৃষ্ণ গোলোকের ব্রজধাম-সহিত স্বয়ং প্রপঞ্চে অবতীর্ণ হন। পরমপুরুষ কৃষ্ণাভিন্ন কৃষ্ণচৈতন্যও সেই স্বয়ংরূপেই প্রকটতা স্বীকার করেন,—ইহাই গূঢ় তাৎপর্য্য।"

শ্রীগীতগোবিন্দেও কবিবর শ্রীজয়দেব গোস্বামী—'কেশব ধৃত রাম-শরীর', 'কেশব ধৃত হলধর-রূপ' ইত্যাদি বলিয়া স্তব করিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধ ২য় অধ্যায়ে দেবতাগণের গর্ভস্তুতির ৩৭তম শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে —"হে ঈশ, আপনি (পূর্ব্বে) মৎস্য, অশ্ব (হয়গ্রীব), কূর্ম্ম, নৃসিংহ, বরাহ, হংস, ক্ষত্রিয় (রামচন্দ্র), বিপ্র (পরশুরাম) এবং দেবতা (বামন) গণের মধ্যে অবতার গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে ও ত্রিভুবনকে যেরূপ পালন করিয়াছেন, এখন সেইরূপ পৃথিবীর ভার হরণ করুন অর্থাৎ পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া আমাদিগকে পালন করুন। হে যদূত্তম, আপনাকে আমরা বন্দনা করিতেছি। অতএব কৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর—সর্ব্বাবতারের অবতারী—সর্ব্ব অংশের অংশী—স্বয়ং ভগবান্।

অতঃপর (ভাঃ ১০।১।২৪ শ্লোকের পর ২৫তম শ্লোকে) বলা হইয়াছে—

'বিষ্ণোর্মায়া ভগবতী যয়া সম্মোহিতং জগৎ।
আদিষ্টা প্রভুনাংশেন কার্য্যার্থে সম্ভবিষ্যতি ॥"

"(অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ভগবানের একই মায়াশক্তি

স্বরূপভেদে—উন্মুখমোহিনী ও বিমুখমোহিনী। উন্মুখমোহিনী মায়া গোকুলেশ্বরী—অন্তরঙ্গা যোগমায়া নামে খ্যাতা ; আর বিমুখমোহিনী মায়া অখিলেশ্বরী বহিরঙ্গা জড়মায়া নামে কীর্ত্তিতা। একই মায়ার এই দ্বিবিধ স্বরূপদ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত জগৎ সম্মোহিত।) যে মায়াদ্বারা অপ্রাকৃত ও প্রাকৃত এই উভয়বিধ জগৎ মুগ্ধ, সেই ভগবচ্ছক্তি বিষ্ণুমায়া ভগবানের আদেশে স্বাংশভূতা বহিরঙ্গা মায়াশক্তির সহিত 'কার্য্যার্থে' অর্থাৎ উন্মুখমোহিনী যোগমায়াস্বরূপের দ্বারা দেবকীর সপ্তমগর্ভাকর্ষণ, যশোদার নিদ্রানয়ন প্রভৃতি কার্য্য এবং বিমুখমোহিনী জড়মায়াস্বরূপের দ্বারা কংসাদি বঞ্চনরূপ কার্য্যসাধনার্থ প্রাদুর্ভূত হইবেন।"

[শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু তাঁহার কৃষ্ণসন্দর্ভে আরও একটি বৈশিষ্ট্য জানাইয়াছেন—"মূলসঙ্কর্ষণ স্বরাট্ (নিজপ্রভাবে বিরাজমান্), সুতরাং অনন্ত (দেশকালাদি সীমারহিত) শ্রীবলদেব। সুতরাং মায়াকর্ত্তৃক গর্ভসময়ে তাঁহার আকর্ষণ যুক্তিযুক্ত নহে ; কেননা পূর্ণস্বরূপের আকর্ষণ সম্ভবপর নহে। ভগবানের অকুণ্ঠ ইচ্ছাত্মিকা চিচ্ছক্তিদ্বারা আদিষ্টা হইয়াই মায়া এই কার্য্য করিতে সমর্থা হইয়াছিলেন।" ('তথ্য' দ্রষ্টব্য)]

ব্রহ্মসংহিতায় ৫।৪৪ শ্লোকে স্বরূপশক্তি বা চিচ্ছক্তির ছায়াস্বরূপিণী প্রাপঞ্চিক জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়সাধিনী মায়াশক্তি ভুবনপূজিতা দুর্গা দেবীকে আদিপুরুষ গোবিন্দের ইচ্ছানুরূপ চেষ্টাবিশিষ্টা বলিয়াছেন। চিচ্ছক্তি যোগমায়াও তাঁহার (গোবিন্দের) নিরঙ্কুশ ইচ্ছানুবর্ত্তিনী হইয়াই তাঁহার মনোহভীষ্টপূর্ত্তিকারিণী। বস্তুতঃ স্বয়ংরূপ কৃষ্ণাভিন্ন-প্রকাশবিগ্রহ স্বয়ংপ্রকাশ মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীবলদেবের উপর মায়ার কোন প্রভাব থাকিতে পারে না। অনন্ত অব্যক্ত অচিন্ত্যদুরবগাহলীলা-পুরুষোত্তম কৃষ্ণের লীলা-সৌষ্ঠব সংরক্ষণার্থই যোগমায়ার প্রতি কৃষ্ণের ঐরূপ গর্ভসঙ্কর্ষণাদেশ।

দক্ষাদি প্রজাপতিগণের পতি ঐশ্বর্য্যশালী ব্রহ্মা দেবতাগণকে শ্রীভগবানের আদেশ শ্রবণ করাইয়া এবং ধরিত্রীদেবীকে বিবিধ সান্ত্বনাসূচক বাক্যে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া নিজপরমধাম ব্রহ্মলোকে গমন করিলেন।

পুরাকালে যাদবেন্দ্র শূরসেন মথুরাপুরীতে বাস করিয়া মাথুর ও শূরসেন নামক দেশসমূহ শাসন করিতেন। তদবধি মথুরানগরীই যদুবংশীয় নৃপতিগণের রাজধানী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইল। সেই যদুপুরীতে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ নিত্যবিরাজমান্। শূরবংশীয় নৃপতি বসুদেব ভোজবংশীয় নৃপতি মহারাজ উগ্রসেনের কনিষ্ঠভ্রাতা দেবক রাজার—ধৃতদেবা, শান্তিদেবা, উপদেবা, শ্রীদেবা, দেবরক্ষিতা, সহদেবা ও দেবকী—এই সপ্তকন্যাই বিবাহ করেন। (ভাঃ ৯। ২৪ অঃ দ্রষ্টব্য) দেবকীই সর্ব্বকনিষ্ঠা এবং দুহিতৃবৎসল পিতা দেবকরাজার অত্যন্ত স্নেহপাত্রী ছিলেন। একসময়ে শূরবংশীয় মহারাজ বসুদেব এই দেবকীকন্যার পাণিগ্রহণ পূর্ব্বক নবপরিণীতা ভার্য্যাকে লইয়া স্বগৃহে গমনার্থ রথারোহণ করিলেন। কংস তাহার পিতৃব্যকন্যা—কনিষ্ঠা ভগ্নী দেবকীকে খুব ভালবাসিত। স্নেহময়ী ভগ্নীর সুখোৎপাদনের জন্য সে নিজেই রথচালক হইয়া অশ্বগণের রশ্মি ধারণ করিল। দেবকরাজা তৎকন্যা-সহ জামাতার গৃহগমনকালে সুবর্ণ মাল্য বিভূষিত চারিশত হস্তী, দশসহস্র অশ্ব, অষ্টাদশ সহস্র রথ এবং তৎসহ বিবিধ বস্ত্রালঙ্কারবিভূষিতা দুইশত নবযৌবনসম্পন্না দাসীও কন্যাজামাতাকে যৌতুকস্বরূপ প্রদান করিলেন। বরবধূর যাত্রারম্ভে মাঙ্গলিক বাদ্যসমূহ একসঙ্গে বাজিয়া উঠিল, রথ চলিতে লাগিল। এমন সময়ে পথিমধ্যে সহসা দৈববাণী কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিতে লাগিলেন—'অস্যাস্ত্বামষ্টমো গর্ভো হন্তা যাং বহসেহবুধ'—রে মূর্খ, তুই যাহাকে বহন করিতেছিস, তাহার অষ্টমগর্ভ তোর হন্তা। এই বাণী শ্রবণমাত্র ভোজকুলকলঙ্ক কংসের ভগিনীস্নেহ সহসা অন্তর্হিত হইল, সে যে বামহস্তে ভগিনীর প্রতি প্রীতির নিদর্শনস্বরূপ রথবাহক অশ্ব-পাশ ধারণ করিয়াছিল, সেই হস্তে ভগিনীর কেশপাশ এবং যে দক্ষিণহস্তে প্রতোদ অর্থাৎ চাবুক ধারণ করিয়াছিল, সেই হস্তে ভগিনীকে হত্যা করিবার জন্য খড়্গ ধারণ করিল। অপস্বার্থপ্রমত্ত লোকগুলির স্নেহমমতা এইপ্রকার মুহূর্ত্তমধ্যে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। বসুদেব তাঁহার জ্ঞানবুদ্ধি

অনুসারে সাম-দান-ভেদ-দণ্ড—এই চতুর্বিধ রাজনীতিমধ্যে সামনীতি অবলম্বনে 'শ্লাঘনীয়গুণ' ইত্যাদি সামমার্গীয় বচনদ্বারা মিত্রতা এবং পারলৌকিকভীতিজনক বাক্যদ্বারা ভয় প্রদর্শনপূর্ব্বক অনেক বুঝাইলেও কংস তাহার ভগ্নীবধসঙ্কল্প হইতে কিছুতেই নিবৃত্ত হইতেছে না দেখিয়া বসুদেব আসন্ন বিপদ্ হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কংসকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—'ভ্রাতঃ, দৈববাণী দেবকীর অষ্টমগর্ভজাত সন্তান হইতেই তোমার মৃত্যুর কথা বলিয়াছেন, দেবকী হইতে ত' তোমার কোন আশঙ্কা নাই, সুতরাং আমি কেবল অষ্টমগর্ভ নহে, দেবকীর গর্ভজাত সকল পুত্রকেই তোমার হস্তে সমর্পণ করিব।' কংস সত্যনিষ্ঠ বসুদেবের এই বাক্যের সারবত্তা অনুধাবন করিয়া সুহৃদ্বধ হইতে নিবৃত্ত হইল। বসুদেবও তাহার প্রতি সন্তুষ্ট হইয়া তাহাকে প্রশংসা করতঃ স্বভবনে প্রবেশ করিলেন। অতঃপর দেবকী প্রতিবৎসর একটি করিয়া ৮টি পুত্র এবং সুভদ্রা নাম্নী একটি কন্যা প্রসব করিলেন। প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গরূপ অসত্যের ভয়ে বসুদেব তাঁহার প্রথমসন্তান কীর্ত্তিমান্‌কে কংসহস্তে সমর্পণ করিলে কংস বসুদেবের সত্যনিষ্ঠা দর্শনে প্রীত হইয়া সেই সন্তানটিকে বসুদেবের হস্তে প্রত্যর্পণ করতঃ কহিল—'হে বসুদেব, তোমাদের এই পুত্র হইতে ত' আমার কোন ভয় নাই, অষ্টম পুত্র হইতেই আমার মৃত্যু নির্দ্দিষ্ট, সুতরাং এটিকে তুমি লইয়া যাও।' বসুদেব অব্যবস্থিতচিত্ত কংসের বাক্যে আস্থা স্থাপন করিতে না পারিলেও পুত্রটিকে লইয়া গৃহে চলিলেন।

এদিকে শ্রীভগবানের ভক্ত অবতার দেবর্ষি নারদ শীঘ্র শীঘ্র মহাসুর কংসের নিধন সাধন করাইয়া জগতের মঙ্গল বিধান এবং পরমকরুণাময় শ্রীভগবানের বিরহকাতর ভক্তগণেরও তদ্দর্শন লাভাদি সংঘটনাভিলাষে একদা সুরলোক হইতে অবতরণপূর্ব্বক মথুরার উপবনে উপস্থিত হইয়া কংসসমীপে দূতদ্বারা তাঁহার আগমনবার্ত্তা জ্ঞাপন করিলেন। কংস দূতমুখে তাঁহার আগমনসংবাদ শ্রবণমাত্র সহর্ষে স্বপুর হইতে নির্গত হইয়া তাঁহার সমীপে আগমন করিল এবং তাঁহাকে অভিবাদন ও যথোচিত পূজা বিধান করতঃ উপবেশনার্থ অত্যুজ্জ্বল সুবর্ণসিংহাসন আনাইয়া দিল। নারদ সেই আসনে উপবিষ্ট হইয়া কংসকে সম্বোধনপূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন—"হে কংস, আমি নন্দনকানন, চৈত্র-রথ-বন তথা ব্রহ্মপুরাদি স্বর্লোকসকল ভ্রমণ করিতে করিতে সূর্য্যসখ বিপুল সুমেরুপর্ব্বতে গমন করিয়াছিলাম। তৎকালে দেবগণ অনেকেই আমার সহগামী হইয়াছিলেন। আমরা সকলেই অনেক সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করিয়া ত্রিপথগামিনী ত্রিধারা দিব্যগঙ্গাকে দর্শন করিলাম। একদা ব্রহ্মা দেবগণকে লইয়া সেই সুমেরুশিখরে সভা করিলে আমি স্বরসংযোজিত বীণা গ্রহণপূর্ব্বক সভায় উপস্থিত হইয়া শুনিলাম যে, তাঁহারা নিজ অনুচরগণের সহিত তোমারই নিদারুণ বধোপায়ের বিষয় মন্ত্রণা করিতেছেন। হে কংস, মথুরাতে তোমার কনিষ্ঠা ভগিনী আছে, তাহার অষ্টমগর্ভ হইতেই তোমার মৃত্যু হইবে।" (হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব ১ম অঃ ২-১৬ শ্লোক)

শ্রীমদ্ভাগবতেও (ভাঃ ১০।১।৬২-৬৪) কথিত হইয়াছে—

ভগবদভিন্নবিগ্রহ ভক্তবর নারদ একদা কংসের সমীপে উপস্থিত হইয়া জানাইলেন—"ব্রজবাসী নন্দ প্রভৃতি গোপগণ, ঐসকল গোপের পত্নীবৃন্দ, বসুদেব প্রমুখ বৃষ্ণিবংশীয়গণ, দেবকী প্রভৃতি যদুকুলললনাগণ, নন্দ ও বসুদেবের জ্ঞাতি, বন্ধু ও সুহৃদ্বর্গ এবং যাঁহারা বাহ্যে তোমার অনুগত—সকলেই দেবতাতুল্য।" তিনি আরও প্রকাশ করিয়া দিলেন যে, 'পৃথিবীর ভারভূতদৈত্যগণের সংহারের উদ্যোগ হইতেছে।'

দেবর্ষি নারদ এই সকল কথা ব্যক্ত করিয়া প্রস্থান করিলে কংস যাদবগণকে দেবতা এবং দেবকীর গর্ভসম্ভূত বিষ্ণুকে তাহার মৃত্যুকারণ জানিয়া দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে শৃঙ্খলাবদ্ধ করিয়া রাখিল এবং দেবকীবসুদেব হইতে উৎপন্ন প্রত্যেক পুত্রকে তাহার প্রাণহন্তা বিষ্ণু আশঙ্কা করিয়া এক-একটি করিয়া সন্তান জন্মগ্রহণ করিতে থাকিল আর কংসও তাহাকে সংহার করিতে লাগিল। এই পৃথিবীতে ভোগলোভগ্রস্ত আত্মেন্দ্রিয়তর্পণপরায়ণ নৃপতিগণ নিজ নিজ জনক, জননী, সহোদর ও সর্ব্বসুহৃদ্বর্গের বিনাশ করিয়া থাকে। পূর্ব্বজন্মে কংস যখন এই

পৃথিবীতে কালনেমি নামক দুর্দ্দান্ত অসুররূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তখন বিষ্ণু তাহাকে সংহার করিয়াছিলেন। দেবর্ষি নারদপ্রমুখাৎ তাহার এই পূর্ব্বজন্মকথা জানিতে পারিয়া কংস যাদবগণের সহিত বিরোধাচরণ করিতে লাগিল। যদু, ভোজ ও অন্ধকগণের অধিপতি নিজপিতা উগ্রসেনকে কারারুদ্ধ করিয়া মহাবলপরাক্রান্ত কংস শূরসেন নামক দেশসমূহ উপভোগ করিতে লাগিল।

পরাক্রান্ত কংস নিজের শ্বশুর মহাবল মগধরাজ জরাসন্ধের একান্ত আশ্রিত হইয়া প্রলম্ব, বক, চানূর, তৃণাবর্ত্ত, অঘাসুর, মুষ্টিক, অরিষ্ট, দ্বিবিদ, পূতনা, কেশী, ধেনুক, বাণ, নরকাসুর এবং অন্যান্য অসুররাজগণের সহিত মিলিত হইয়া যাদবগণকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। এইসমস্ত অসুরদ্বারা প্রপীড়িত হইয়া যাদবগণ কুরু, পাঞ্চাল, কেকয়, শাল্ব, বিদর্ভ, নিষধ, বিদেহ ও কোশল প্রভৃতি প্রদেশসমূহে আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। অক্রূরাদি কতিপয় জ্ঞাতি শ্রীকৃষ্ণাবতারদর্শনোৎকণ্ঠান্বিত হইয়া (বাহ্যে) কংসের চিত্ত অনুবর্ত্তনপূর্ব্বক তাহার সেবা করিতে লাগিলেন। উগ্রসেনপুত্র কংস একে একে দেবকীর ছয়টি পুত্র বিনাশ করিলে দেবকীর হর্ষ ও শোকবর্দ্ধনকারী সপ্তমগর্ভ প্রকাশিত হইলেন। ঐ গর্ভ শ্রীকৃষ্ণের অংশ, অভিজ্ঞগণ যাঁহাকে অনন্ত—দ্বিতীয় চতুর্ব্যূহগত সঙ্কর্ষণ বলিয়া থাকেন। এখানে একটি লক্ষ্য করিবার বিষয়—মূলে 'সপ্তমো গর্ভো বভূব' বলা হইয়াছে, 'গর্ভে বভূব'—এইরূপ সপ্তম্যন্ত বাক্য না বলিয়া 'গর্ভো বভূব' বলায় তাঁহার সাক্ষাৎ অবতারত্ব সূচিত হইয়াছে। 'হর্ষশোকবিবর্দ্ধনঃ' বলিবার তাৎপর্য্য এই যে, সাক্ষাৎ আনন্দময় শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হইয়াছেন বলিয়া দেবকীমাতার হর্ষ; কিন্তু অন্যান্য গর্ভের ন্যায় নাশাশঙ্কায় শোকবর্দ্ধক। মূল শ্লোকটী এই—

"সপ্তমো বৈষ্ণবংধাম যমনন্তং প্রচক্ষতে।
গর্ভো বভূব দেবক্যা হর্ষশোক-বিবর্দ্ধনঃ॥"
—ভাঃ ১০।২।৫

[ইতঃপূর্ব্বে ব্যাখ্যাত ভাঃ ১০।১'২৪ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"যিনি শ্রীভগবান্ বাসুদেবের কলা অর্থাৎ প্রথম অংশ—শ্রীসঙ্কর্ষণ, দেশ-কাল-সীমাদিরহিত বলিয়া যিনি 'অনন্ত' নামে কীর্ত্তিত, নানা অবতারসমূহের প্রকটকারী বলিয়া যিনি অংশে শেষাখ্য সহস্রবদন, সেই স্বয়ংপ্রকাশ—স্বয়ং মূলসঙ্কর্ষণ শ্রীকৃষ্ণের সেবনেচ্ছায় অগ্রেই অগ্রজরূপে আবির্ভূত হইবেন।" 'গর্ভো বভূব' বলায় তিনি স্বয়ংই সঙ্কর্ষণ অর্থাৎ মূলসঙ্কর্ষণ, সঙ্কর্ষণের অংশ সঙ্কর্ষণ নহেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি পঞ্চম অধ্যায়ে শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর ব্যাখ্যামুখে এসকল তত্ত্ব বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে. তথায় পরমারাধ্য প্রভুপাদের অনুভাষ্য ও শ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদের অমৃতপ্রবাহভাষ্যসহ উক্ত ৫ম অধ্যায়টি বিশেষভাবে আলোচ্য। আমরা প্রবন্ধ বিস্তৃতিভয়ে সঙ্কর্ষণতত্ত্ব-বিষয়ে আর অধিক অগ্রসর হইলাম না।]

বিশ্বাত্মা (সকল বিশ্বের অন্তরবিহারী) শ্রীভগবান্ও তদনুগত নিজজন যাদবগণের কংসজনিত ভীতি জানিতে পারিয়া নিজ লীলাপুষ্টিকারিণী চিচ্ছক্তি যোগমায়াকে আদেশ করিলেন—"হে দেবি যোগমায়ে, তুমি গোপ, গোপী ও গোগণ-সুশোভিত নন্দব্রজে গমন কর, সেই নন্দগোকুলে বসুদেবপত্নী রোহিণীদেবী বাস করিতেছেন। বসুদেবের অন্যান্য পত্নীও কংসভয়ে ভীতা হইয়া তথায় নিভৃত স্থানে অবস্থান করিতেছেন। তুমি সেইস্থানে গমন করিয়া দেবকীর উদরে আমার যে দ্বিতীয় স্বরূপ, যিনি অংশে 'শেষ' নামে খ্যাত, তাঁহাকে—দেবকী মাতার যেন কোন কষ্ট না হয় এবং অন্যের অলক্ষ্যে আকর্ষণ করিয়া রোহিণী মাতার গর্ভে স্থাপন কর। [রোহিণীদেবী শ্রীবলদেবের নিত্য মাতা হইলেও দেবকী মাতার গর্ভে আমার প্রবেশানুরোধে তিনি (বলদেব) অগ্রে তথায় (দেবকীগর্ভে) প্রবিষ্ট হইয়াছেন, পরে তাঁহার স্বাংশ মল্লিবাস-শয্যা-আসনাদিস্বরূপ 'শেষ' নামক অংশকে আমার সেবার জন্য দেবকী মাতার গর্ভে স্থাপন করতঃ নিজমাতা রোহিণীগর্ভে প্রবেশের ইচ্ছা করিয়াছেন।] অতঃপর আমি পূর্ণস্বরূপে দেবকী মাতার পুত্রত্ব স্বীকার করিব, তুমিও নন্দরাজমহিষী যশোদাগর্ভে আবির্ভূত হইবে। (শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর বলিতেছেন—শ্রীভগবান্ যোগমায়াকে শ্রীযশোদাগর্ভে জন্মগ্রহণ মাত্র করিবার কথা বলিয়াছেন, 'মা যশোদার পুত্রীত্ব

লাভ করিয়া তাঁহার স্নেহভাজন হইবেন' এরূপ কোন কথা বলেন নাই। এজন্য কন্যারূপিণী তাঁহাতে মা বাৎসল্য করিবেন না, তিনি অলক্ষ্য বিগ্রহরূপে ব্রজে অবস্থান করিবেন—এইরূপ ভাবই সূচিত হইয়াছে।) তোমার অংশভূতা মায়া বসুদেব-কর্ত্তৃক কংসকারাগারে আনীত হইয়া কংসকে বঞ্চনা করতঃ বিন্ধ্যাদি স্থানে অবস্থান করিবে এবং তোমার সেই বিমুখ-বিমোহিনী স্বরূপকে প্রাকৃতমনুষ্যগণ সর্ব্ববিধ প্রাকৃত কাম ও বরের অধীশ্বরী এবং সর্ব্বভোগ ও বর-প্রদাত্রীরূপে জানিয়া বিবিধ উপকরণ দ্বারা পূজা করিবে। ভূতলে নরগণ তোমার স্থাননির্দ্দেশ এবং দুর্গা, ভদ্রকালী, বিজয়া, বৈষ্ণবী, কুমুদা, চণ্ডিকা, কৃষ্ণা, মাধবী, কন্যকা, মায়া, নারায়ণী, ঈশানী, সারদা ও অম্বিকা প্রভৃতি নামকরণ করিবে। গর্ভ-সঙ্কর্ষণ-হেতু রোহিণীনন্দন এই ভূতলে 'সঙ্কর্ষণ' নামে খ্যাত হইবেন, গোকুলবাসী লোকসমূহের আনন্দ-বর্দ্ধনহেতু তাঁহার নাম হইবে 'রাম' এবং বলাধিক্য-হেতু তিনি 'বলভদ্র' নামে কীর্ত্তিত হইবেন।"

শ্রীভগবানের এইরূপ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া যোগমায়া 'ওম্' অর্থাৎ 'হাঁ' এই স্বীকারসূচক বাক্য বলিয়া শ্রীভগবান্‌কে প্রদক্ষিণ ও প্রণাম করিলেন এবং নন্দগোকুলে আসিয়া ভগবদাদেশানুসারে কার্য্য করিলেন অর্থাৎ দেবকীর সপ্তম গর্ভ আকর্ষণ করিয়া রোহিণীগর্ভে স্থাপন করিলেন। পুরবাসিনীগণ 'দেবকীর এই সপ্তম গর্ভটিও নষ্ট হইল' বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিতে লাগিলেন।

দেবকীর ষড়্‌গর্ভ সম্বন্ধে হরিবংশ, বিষ্ণুপর্ব্ব, ২য় অধ্যায়ে এইরূপ বিবরণ পাওয়া যায়—

"হংস, সুবিক্রম, ক্রাথ, দমন, রিপুমর্দ্দন ও ক্রোধহন্তা-নামে বিখ্যাত ষড়্‌গর্ভ নামক দানবগণ কালনেমির পুত্র। ইহারা সুরগণের ন্যায় পরাক্রমশালী ও সমরবিশারদ। পুরাকালে এই ষড়্‌গর্ভ নামক অসুরগণ পিতামহ হিরণ্যকশিপুকে পরিত্যাগ করিয়া তীব্র তপস্যাদ্বারা লোক-পিতামহ ব্রহ্মার উপাসনা করিলে ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হইয়া তাহাদিগকে বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করিলেন। তাহারা বলিল—হে ব্রহ্মন্, যদি আপনি বরপ্রদ হইয়া থাকেন, তবে যাহাতে আমরা দেবতা, মহোরগ, যক্ষ, গন্ধর্ব্বপতি, সিদ্ধ, চারণ ও মানবগণ এবং তপস্যানিরত পরমার্থিগণেরও অবধ্য হইতে পারি, এইরূপ বর প্রদান করুন। ব্রহ্মা তাহাদের অভিপ্রায় মত তাহাদিগকে বর প্রদান করিলেন। হিরণ্যকশিপু তাহাদিগের এইরূপ বরলাভ-বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া ক্রোধসহকারে তাহাদিগকে বলিল—'তোমরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মার আরাধনা করিয়াছ, তজ্জন্য তোমাদের প্রতি আমার স্নেহ নাই, তোমাদের পিতাই তোমাদিগকে বধ করিবে, তোমরা ছয়জনই দেবকীর গর্ভে জন্মলাভ করিবে এবং তোমাদের পিতা কালনেমি কংসরূপে জন্মগ্রহণ করিবে। সেই কংসই তোমাদিগকে হত্যা করিবে।' হিরণ্যকশিপু তাহাদিগকে এইরূপ শাপ প্রদান করিয়াছিল বলিয়াই তাহারা দেবকীগর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়া কালনেমির অবতার কংসের হস্তে নিহত হয়।" (তথ্য দ্রষ্টব্য)

শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর তাঁহার ভাঃ ১০।২।৮ শ্লোকের 'সারার্থদর্শিনী' টীকায় একটি পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়া তাহার এইরূপ নিরসন করিয়াছেন—

"এস্থলে পূর্ব্বপক্ষ হইতে পারে যে, শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপা মহাশক্তি দেবকীর গর্ভে ষড়্‌গর্ভ নামক অসুরের প্রবেশ কিপ্রকারে সম্ভব হইতে পারে? তদুত্তরে টীকাকার বলিতেছেন,—সমষ্টি ও ব্যষ্টিজগৎ যেমন বিশুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়াও অপ্রবিষ্ট, দেবকীতে ষড়্‌গর্ভ নামক অসুরের প্রবেশ সম্বন্ধেও সেইরূপ জানিতে হইবে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় নবম অধ্যায়ে ৪-৫ শ্লোকে ভগবান্ স্বয়ং বলিয়াছেন,—অতীন্দ্রিয় মূর্ত্তস্বরূপ আমি এইসমস্ত জগতে ব্যক্ত আছি। চৈতন্যস্বরূপ আমাতেই সমস্ত ভূত অবস্থিত। কিন্তু আমি সেই সকল ভূতে অবস্থিত নই। ভগবান্ পুনরায় বলিতেছেন,—'আমাতেই সর্ব্বভূত অবস্থিত'—এই বাক্যে আমার শুদ্ধস্বরূপে ভূতসকল অবস্থিত, এরূপ নহে। জীববুদ্ধির দ্বারা ইহার সামঞ্জস্য হয় না, ইহাই ভগবানের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্যের পরিচয়। ঐসকল, ভক্তিপারিপাট্য প্রদর্শনার্থ ভগবানের লীলা; সুতরাং ইহার যথার্থ তাৎপর্য্য এই যে, শুদ্ধভক্তে শ্রবণ-কীর্ত্তন-লক্ষণা শুদ্ধভক্তির অবস্থান, সেই শুদ্ধভক্তিমধ্যে শব্দাদি বিষয়ভোগ আনুষঙ্গিকভাবে বর্ত্তমান থাকে, তখন ভক্তের 'হায় আমি এই সকল বিষয়

ভোগ করিয়া সংসারান্ধকূপে নিমজ্জিত হইব'—এইরূপ ভয়ের উদয় হয়। এইরূপ ভয়ের উদয়ে ভোগবাসনা ক্রমশঃ কালকর্ত্তৃক বিনষ্ট হয় এবং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সেবাময়ী ভক্তি বৰ্দ্ধিতা হইতে থাকেন। ভক্তি বৃদ্ধি হইতে হইতে রূপ-গুণ-লীলা-বারিধি ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে প্রাদুর্ভূত হন। শুদ্ধ-সত্ত্বস্বরূপা ভক্তিতেই ভগবান্ স্বতঃ প্রকাশিত হন—'ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি' প্রভৃতি শ্রুতিবচনই ইহার প্রমাণ। 'মন হইতে মরীচির আবির্ভাব'—এই শ্রুতিবাক্যে জানা যায়—মরীচি মনের অবতার। মরীচির ছয়টি পুত্রই—শব্দ-স্পর্শাদি মনোভোগ্য ছয়টি বিষয়। দেবকীতে ভগবানের আবির্ভাব দেখা যায় বলিয়া তিনি ভক্তিস্বরূপিণী। 'ভয় হইতে কংস' এই শ্রুতিবাক্যে কংসকে 'ভয়ের অবতার' বলা যায়। ভয়ই যেমন ভক্তিগর্ভগত ষড়্বিধ বিষয়-নিবৃত্তির মূল, কংসই সেইরূপ দেবকীগর্ভজাত ষড়্গর্ভ নামক অসুরের হন্তা। বিষয় নিবৃত্ত হইলে যেমন ভক্তিগর্ভে ভগবদ্যশঃ শ্রবণ-কীর্ত্তন-পরিচর্য্যাদিময়ী প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়, দেবকীতেও তদ্রূপ ষড়্গর্ভ-নামক অসুর বিনষ্ট হওয়ার পর সপ্তমগর্ভে নিবাস-শয্যা-আসনছত্রাদিরূপ অনন্তদেবের আবির্ভাব জানিতে হইবে। অতঃপর প্রেমভক্তির আবির্ভাবানন্তর যেমন ভগবৎসাক্ষাৎকার হইয়া থাকে, ভক্তির অষ্টমগর্ভও তদ্রূপ দেবকীর অষ্টমগর্ভ। দেবকীর অষ্টমগর্ভে ভগবদাবির্ভাবের তাৎপর্য্য এইপ্রকার।।'

সুতরাং শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী দেবকীর অষ্টমগর্ভ-স্বরূপ শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের কৃপা লাভ করিতে হইলে সাক্ষাৎ প্রবৃদ্ধ প্রেমভক্তিস্বরূপ বলদেব-নিত্যানন্দ-কৃপাই আমাদের একমাত্র উপায়। শ্রীভগবান্ বলদেবই অগ্রে অগ্রজরূপে আবির্ভূত হইয়া আমাদিগকে সাধুগুরুরূপে কৃষ্ণভক্তি প্রদান করিলেই আমরা কৃষ্ণকৃপালাভের সৌভাগ্য লাভ করিতে পারি।

ভক্তিযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ে স্বয়ং শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রিয়তম ভক্ত উদ্ধবকে উপলক্ষ্য করিয়া ভক্তিযোগই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন, তাহা সুষ্ঠুরূপে বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীউদ্ধব বলিতেছেন—

"বদন্তি কৃষ্ণ শ্রেয়াংসি বহূনি ব্রহ্মবাদিনঃ।
তেষাং বিকল্পপ্রাধান্যমুতাহো একমুখ্যতা।।"

অর্থাৎ "হে কৃষ্ণ, ব্রহ্মবাদী (বেদব্যাখ্যাতা) ঋষিগণ বিবিধ শ্রেয়ঃসাধন বর্ণন করিয়া থাকেন, তাহাদের মধ্যে বৈকল্পিকভাবে সমস্তগুলিই প্রধান (ইদং প্রধানমিদম্বা প্রধানং ইতি অর্থাৎ ইহা প্রধান বা ইহা প্রধান এইরূপ সমস্তগুলিই প্রধান) অথবা তন্মধ্যে একটিই প্রধান, তাহা অনুগ্রহপূর্ব্বক বর্ণন করুন।"

"ভবতোদাহৃতঃ স্বামিন্ ভক্তিযোগোহনপেক্ষিতঃ।
নিরস্য সর্ব্বতঃ সঙ্গং যেন ত্বয্যাবিশেন্মনঃ।।"

অর্থাৎ "হে প্রভো! যে ভক্তিযোগদ্বারা সর্ব্বসঙ্গ পরিহারপূর্ব্বক আপনার প্রতি চিত্ত নিবিষ্ট হয়, আপনা কর্ত্তৃক উপদিষ্ট সেই নিষ্কাম ভক্তিযোগ (অনপেক্ষিত অর্থাৎ যে ভক্তি অন্য কোন কামনা-বাসনার অপেক্ষা করে না, তাহাই নিষ্কাম) শ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্ব্বসম্মত অথবা কেবল আপনারই সম্মত, তাহা নির্দ্ধারণ করিয়া বলুন।"

ভক্তরাজ শ্রীউদ্ধবের সর্ব্বজীবজগতের এই সংশয় নিরসনাত্মক প্রশ্ন শ্রবণ করিয়া শ্রীভগবান্ বলিলেন—'কালেন নষ্টা প্রলয়ে বাণীয়ং বেদসংজ্ঞিতা। ময়াদৌ ব্রহ্মণে প্রোক্তা ধর্ম্মো যস্যাং মদাত্মকঃ।।'—"যে বেদবাক্যে মদীয় স্বরূপভূত ধর্ম্ম বর্ণিত রহিয়াছে, তাহা কালপ্রভাবে প্রলয়ে অদৃশ্য হইলে সৃষ্টির প্রারম্ভে আমিই ব্রহ্মাকে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছিলাম।"

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তিপাদ ঐ শ্লোকের ব্যাখ্যায় লিখিয়াছেন—"হে উদ্ধব, সমস্ত মতই বেদ হইতে

সমুত্থিত। সেই সেই বেদের মদ্ভক্তিযোগই তাৎপর্য্য। ভক্তিযোগই শ্রীভগবানের স্বরূপভূতধর্ম্ম। যেহেতু সচ্চিদানন্দস্বরূপ শ্রীভগবানের হ্লাদিনীসারভূতধর্ম্মই ভক্তি। অথবা 'মদাত্মকঃ'—'ময়ি এব আত্মা চিত্তং যতঃ' এই অর্থে চিত্তের মদাবিষ্টতা মদ্ভক্তিদ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। 'ভক্ত্যাহমেকবা গ্রাহ্যঃ' এই শ্রীমুখবাক্যদ্বারা ভগবদ্ভক্তিদ্বারাই শ্রীভগবান্ আমাদের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য হইতে পারেন। অন্য কোন উপায়ে নহে। ব্রহ্মবাদি ঋষিগণপ্রোক্ত ভগবদ্ভক্তিযোগ ব্যতীত অন্য কোন শ্রেয়ের ভগবৎপ্রাপকত্ব না থাকায় বস্তুতঃ তাহাদের শ্রেয়স্ত্বই নাই, সুতরাং তাহাদের বিকল্পতঃ প্রাধান্য বা তন্মধ্যে একটিরই প্রাধান্য, এইরূপ জিজ্ঞাস্যের কোন প্রয়োজনই লক্ষিত হইতেছে না। চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মা শ্রীভগবৎ কর্ত্তৃক তাঁহার স্বরূপভূতধর্ম্ম বা ভাগবতধর্ম্মই উপদিষ্ট হইয়াছিলেন, শুদ্ধভক্তিই—ভগবৎপ্রণীত ধর্ম্ম।

ব্রহ্মা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র মনুকে সেই ধর্ম্ম উপদেশ করিয়াছিলেন। ভৃগু প্রভৃতি সপ্ত ব্রহ্মর্ষি মনুর নিকট হইতে সেই ধর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। আবার ভৃগু প্রভৃতি পিতৃগণের নিকট হইতে তাঁহাদের পুত্র দেব, দানব, গুহ্যক, মনুষ্য, সিদ্ধ, গন্ধর্ব্ব, বিদ্যাধর, চারণ, কিংদেব, কিন্নর, নাগগণ, রাক্ষস, কিংপুরুষ ('কিঞ্চিৎ পুরুষাইব' অর্থাৎ বানরাদি) প্রভৃতি সকলেই তাহা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল জীবের রজস্তমোগুণ-সম্ভূতা বিবিধ বাসনা রহিয়াছে। ঐসকল বাসনা-হেতু দেবাসুর-মনুষ্যাদি ভূতগণ ও ভূতপতিগণ বিভিন্নপ্রকার হন এবং তাঁহাদের বাসনাবৈচিত্র্য-হেতু ধর্ম্মের ব্যাখ্যা বিষয়েও বিবিধ বাক্য উদ্ভাবিত হইয়া থাকে।

এবং প্রকৃতিবৈচিত্র্যাদ্ ভিদ্যন্তে মতয়োনৃণাম্।
পারম্পর্য্যেণ কেষাঞ্চিৎ পাষণ্ডমতয়োঽপরে।।

অর্থাৎ "এইরূপে মানবগণের বাসনাভেদে বিভিন্ন মতির উদয় হইয়া থাকে। কেহ কেহ বেদপাঠরহিত হইয়াও উপদেশ-পরম্পরাক্রমে বিভিন্ন মতগ্রস্ত এবং অন্যান্য কতিপয় পুরুষ পাষণ্ড (অর্থাৎ বেদবিরুদ্ধ) মতগ্রস্ত হইয়া থাকে।"

"হে পুরুষশ্রেষ্ঠ (উদ্ধব), মানবগণ আমার মায়ায় বিমোহিত হইয়া রুচিকর্ম্মভেদে নানাবিধ শ্রেয়ঃসাধন বর্ণন করিয়া থাকেন।"

"তাঁহারা কেহ ধর্ম্ম, কেহ যশঃ, কেহ কাম, কেহ সত্য-দম-শম, কেহ ঐশ্বর্য্য, কেহ দান, ভোগ, কেহ বা যজ্ঞ-তপঃ-দান-ব্রত-যম-নিয়ম প্রভৃতিকে শ্রেয়ঃসাধন বলিয়া থাকেন।"

"পূর্ব্বোক্ত পুরুষগণের কর্ম্মজনিত লোকসমূহ অনিত্য, পরিণামে দুঃখ বা মোহজনক, ক্ষুদ্র, হীন এবং শোকজনক হইয়া থাকে।"

"ময্যপিতাত্মনঃ সভ্য নিরপেক্ষস্য সর্ব্বতঃ।
ময়াত্মনা সুখং যৎতৎ কুতঃস্যাদ্ বিষয়াত্মনাম্।।"

অর্থাৎ "হে সাধো, যিনি আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণপূর্ব্বক বিষয়বাসনাশূন্য হইয়াছেন, তাঁহার চিত্তে মদীয় পরমানন্দস্বরূপ প্রকাশিত হওয়ায় যাদৃশ সুখের উদয় হয়, (জড়) বিষয়াসক্ত পুরুষের তাদৃশ সুখ কোনরূপেই সম্ভবপর নহে।"

"অকিঞ্চনস্য দান্তস্য শান্তস্য সমচেতসঃ।
ময়া সন্তুষ্টমনসঃ সর্ব্বাঃ সুখময়া দিশঃ।।"

অর্থাৎ "অকিঞ্চন, শম-দম-যুক্ত, সর্ব্বত্র সমচিত্ত, আত্মপরিতৃপ্ত পুরুষের নিকট সমস্ত জগৎ সুখময়রূপে প্রতীত হইয়া থাকে।"

"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং
ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যং।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা
ময্যাপিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনান্যৎ।।"

অর্থাৎ "যিনি আমার প্রতি চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন, তাদৃশ পুরুষ আমা ব্যতীত ব্রহ্মপদ, ইন্দ্রপদ, সার্ব্বভৌমপদ, পাতালরাজ্যাধিপত্য, অণিমাদি যোগসিদ্ধি অথবা মোক্ষপদলাভে ইচ্ছা করেন না।"

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনির্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো ন শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্।।"

"(হে উদ্ধব,) তুমি ভক্ত বলিয়া আমার যেরূপ প্রিয়তম, পুত্র ব্রহ্মা, স্বরূপভূত শঙ্কর, ভ্রাতা সঙ্কর্ষণ, ভার্য্যা লক্ষ্মীদেবী অথবা নিজস্বরূপও তাদৃশ প্রিয়তম নহে।"

"নিরপেক্ষং মুনিং শান্তং নির্ব্বৈরং সমদর্শনম্।
অনুব্রজাম্যহং নিত্যং পূয়েয়েত্যঙ্ঘ্রিরেণুভিঃ।।"

অর্থাৎ "আমি ভক্তপদধূলিদ্বারা নিখিল ব্রহ্মাণ্ডকে পবিত্র করিব, এইরূপ মনে করিয়া সর্ব্বদা নিঃস্পৃহ,

মননশীল, শান্ত, বৈরভাব-রহিত, সমদর্শী ভক্তের অনুগমন করিয়া থাকি।"

"নিষ্কিঞ্চনা ময্যনুরক্তচেতসঃ
শান্তা মহান্তোঽখিলজীববৎসলাঃ।
কামৈরনালব্ধধিয়ো জুষন্তি তে
যন্নৈরপেক্ষ্যং ন বিদুঃ সুখং মম॥"

অর্থাৎ "যে সকল নিষ্কিঞ্চন, শান্ত, নিরভিমান, ভূতবৎসল, (জড়) বিষয়রাগসম্পর্কশূন্য পুরুষ আমার প্রতি একান্তচিত্ত হইয়া সেবা করেন, তাঁহারাই নিরপেক্ষ-জন-লভ্য পরম সুখ লাভ করিয়া থাকেন, অন্য কেহ তাহা লাভ করিতে পারেন না।"

"বাধ্যমানোঽপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে॥"

অর্থাৎ "হে উদ্ধব, যিনি সর্ব্বতোভাবে ইন্দ্রিয়জয়ে সমর্থ নহেন, তাদৃশ প্রাকৃত ভক্ত বিষয়-কর্ত্তৃক আকৃষ্ট হইলেও ভক্তিসামর্থ্যহেতু প্রায়শঃ বিষয় কর্ত্তৃক অভিভূত হন না।"

"যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ॥"

অর্থাৎ "অগ্নি যেরূপ পাকাদি কার্য্যান্তরের উদ্দেশ্যে প্রজ্জ্বালিত হইলেও প্রবৃদ্ধশিখাযুক্ত হইয়া কাষ্ঠরাশি ভস্মীভূত করে, সেইরূপ আমার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিতা ভক্তিও সম্পূর্ণরূপে পাপরাশি বিনষ্ট করিয়া থাকে।"

"ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

অর্থাৎ "হে উদ্ধব, মদীয়া সাধনাত্মিকা প্রবলা ভক্তি আমাকে যেরূপভাবে বশীভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য (জ্ঞান), ধর্ম্ম, বেদপাঠ, তপস্যা (চান্দ্রায়ণ, উপবাসাদি) কিম্বা দানক্রিয়া আমাকে তাদৃশ বশীভূত করিতে পারে না।"

[শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর লিখিতেছেন—ন সাধয়তি—ন মৎপ্রাপ্তি-সাধনং ভবতি, উর্জ্জিতা—জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতত্বেন প্রবলা তীব্রা ইত্যর্থঃ—অর্থাৎ যোগ-জ্ঞানাদি ভগবৎপ্রাপ্তিসাধক নহে, জ্ঞান-কর্ম্মাদি ভক্তির আবরণস্বরূপ, ঐসকল আবরণশূন্যা ভক্তিই প্রবলা বা তীব্রা—মেঘনির্ম্মুক্ত রবির ন্যায়। ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধ্যাদি আত্মেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছাশূন্যা কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতিবাঞ্ছামূলা ভক্তিই প্রবলা ভক্তি, তাহাই কৃষ্ণপ্রাপ্তিসাধিকা। শ্রীমন্মহাপ্রভু সনাতন গোস্বামিপাদকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন—

"কৃষ্ণপ্রাপ্ত্যের উপায় কোন নাহি ভক্তি বিনে॥
ভক্তি বিনা কৃষ্ণে কভু নহে প্রেমোদয়।
প্রেম বিনা কৃষ্ণপ্রাপ্তি অন্য হৈতে নয়॥
ন সাধয়তি ইত্যাদি।
ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি।
কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন।
নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥"

—চৈঃ চঃ অ ৪।৫৬, ৫৮, ৫৯, ৭০, ৭১

"ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃসতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥"

[—এই শ্লোকের অন্বয়মুখী ব্যাখ্যা যথা—শ্রদ্ধয়া (শ্রদ্ধাজনিতয়া) একয়া (অনন্যয়া) ভক্ত্যা (এব) আত্মা (পরমাত্মা) প্রিয়ঃ (চ) অহং সতাং (সাধূনাং) গ্রাহ্যঃ (লভ্যো ভবেয়ং)। মন্নিষ্ঠা (ময়ি একাগ্রতা-যুক্তা) ভক্তিঃ শ্বপাকান্ (চণ্ডালান্) অপি সম্ভবাৎ (জাতিদোষাৎ) পুনাতি (বিশুদ্ধীকরোতি)॥]

অর্থাৎ "শ্রদ্ধাজনিত অনন্যভক্তিপ্রভাবেই পরমাত্মা ও প্রিয়স্বরূপ আমি সাধুগণের লভ্য হইয়া থাকি। একাগ্রস্বভাবসম্পন্না ভক্তি চণ্ডালগণকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করিয়া থাকে।"

শ্রীল শ্রীধরস্বামিপাদ ব্যাখ্যা করিতেছেন—"সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপীতি। তেন প্রারব্ধপাপনাশকতা ভক্তের্বুধ্যতে।" অর্থাৎ সম্ভবাৎ অর্থাৎ জাতিদোষ হইতেও। ইহাতে বুঝা যাইতেছে ভক্তির প্রারব্ধপাপনাশকতা আছে। জ্ঞানযোগাদির তাৎকালিকভাবে কিছু কিছু পাপনাশকতা থাকিলেও সার্ব্বকালিকভাবে নাই বা উহা পাপের মূল উৎপাটনে সমর্থ নহে। পাপের মূল অবিদ্যা; অবিদ্যা হইতে পাপবাসনা জন্মায়, পাপবাসনা হইতে পাপকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। প্রবলাভক্তির আভাসমাত্রেই মহাপাতকরূপ ধ্বান্ত বা অন্ধকাররাশি বিনষ্ট হইয়া যায়—"হন্ত যন্নামভানোরাভাসোঽপি ক্ষপয়তি মহাপাতকধ্বান্তরাশিম্" (চৈঃ চঃ অ ৩।৬২ ধৃত ভঃ রঃ সিঃ দঃ বিঃ

বিভাবলহরীর ১০৩ শ্লোক—কেননা তাঁহার নামরূপ সূর্য্যের আভাসও অন্তঃকরণে উদিত হইলে মহাপাতকরূপ অন্ধকাররাশিকে বিনষ্ট করে।) শ্রীল রূপগোস্বামিপাদ তাঁহার নামাষ্টকের একটি শ্লোকে লিখিয়াছেন—

'যদ্‌ব্রহ্মসাক্ষাৎকৃতিনিষ্ঠয়াপি
বিনাশমায়াতি বিনা ন ভোগৈঃ।
অপৈতি নাম স্ফুরণেন তৎ তে
প্রারব্ধ কর্ম্মেতি বিরৌতি বেদঃ॥'

অর্থাৎ "অবিচ্ছিন্ন তৈলধারার ন্যায় ব্রহ্মচিন্তাদ্বারা ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়াও যে প্রারব্ধকর্ম্ম ভোগ ব্যতীত নষ্ট হয় না, কিন্তু হে নাম, জিহ্বাগ্রে তোমার স্ফূর্ত্তিমাত্রেই সেই কর্ম্মবীজ ধ্বংস হইয়া যায়, বেদ ইহা তারস্বরে কীর্ত্তন করিতেছেন।"

"ধর্ম্মঃ সত্যদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতি হি॥"

অর্থাৎ "সত্য, দয়া, ধর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান—ইহারা মদ্ভক্তিরহিত মানবচিত্তকে নিশ্চয়ই সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ করিতে পারে না।"

ভক্তিসহিত ধর্ম্মজ্ঞানাদিরই পাপনাশকত্ব, ভক্তিরহিত ধর্ম্মাদির তাৎকালিকভাবে কিঞ্চিন্মাত্র পাপনাশকত্ব দেখা গেলেও উহা চিত্তকে সর্ব্বতোভাবে বিশুদ্ধ করিতে পারে না। ভক্তিরই পাবনত্ব সর্ব্বোপরি।

"কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধ্যেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ॥"

অর্থাৎ "রোমহর্ষ, চিত্তের দ্রবভাব এবং আনন্দঅশ্রুর কলা ব্যতীত ভক্তির আবির্ভাব অবগত হওয়া যায় না। ভক্তির আবির্ভাব ব্যতীতও চিত্ত বিশুদ্ধ হয় না।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুর বলিতেছেন—যে কামরূপ কষায় থাকিতে শ্রীভগবানের অপরোক্ষানুভব অর্থাৎ সাক্ষাৎ অনুভূতি লাভ হয় না, প্রেমভক্তিই সেই কামরূপ কষায়কে সম্পূর্ণরূপে জ্বালাইয়া দিতে পারেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় উক্ত হইয়াছে—প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন কাষ্ঠরাশিকে ভস্মসাৎ করে,' তদ্রূপ জ্ঞানাগ্নিও সর্ব্বকর্ম্মকে দগ্ধীভূত করিয়া ফেলে (গীঃ ৪।৩৭)—এস্থলে শ্রীল চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—শুদ্ধান্তঃকরণোৎপন্ন জ্ঞান প্রারব্ধ ব্যতীত সমুদয় কর্ম্ম ভস্মসাৎ করে। ভক্তিই প্রারব্ধাপ্রারব্ধ সর্ব্বকর্ম্ম ক্ষয় করিয়া থাকেন। তাই মাঠর শ্রুতিও বলিয়াছেন—ভক্তিরেবৈনং দর্শয়তি—ভক্তিই জীবাত্মাকে ভগবদ্দর্শন করান, স্মৃতি গীতা বলিতেছেন—ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবম্বিধোঽর্জ্জুন। জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরন্তপ॥" (গীঃ ১১।৫৪), ব্রহ্মসংহিতা বলিতেছেন—প্রেমাঞ্জনচ্ছুরিতভক্তিবিলোচনেন সন্তঃ সদৈব হৃদয়েঽপি বিলোকয়ন্তি। যং শ্যামসুন্দরমচিন্ত্যগুণস্বরূপং গোবিন্দমাদি পুরুষং তমহং ভজামি॥ প্রেমাঞ্জনরঞ্জিত ভক্তিচক্ষুই ভগবৎসাক্ষাৎকারে সমর্থ।

"বাগ্‌গদ্‌গদা দ্রবতে যস্য চিত্তং
রুদত্যভীক্ষ্ণং হসতি ক্বচিচ্চ।
বিলজ্জ উদ্গায়তি নৃত্যতে চ
মদ্ভক্তিযুক্তো ভুবনং পুনাতি॥"

অর্থাৎ "যাঁহার বাক্য গদ্‌গদ ও চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং যিনি নিরন্তর রোদন, কখনও হাস্য, কখনও বা বিলজ্জভাবে উচ্চ সঙ্গীত ও নৃত্য করিতে থাকেন, তাদৃশ মদ্ভক্তিযুক্ত পুরুষ ত্রিভুবন পবিত্র করিয়া থাকেন।"

শুদ্ধ প্রেমভক্তির উপরিউক্ত লক্ষণসমূহ যে ভক্তে সম্পূর্ণ অকৃত্রিমভাবে নিষ্কপটে সমুপলক্ষিত হয়, সেই ভক্ত নিজের সঙ্গে সঙ্গে ত্রিভুবনকে পবিত্র করেন, ইহা ধ্রুব সত্য। কিন্তু হায়, অধুনা কলিপ্রভাব ক্রমবর্দ্ধমান হওয়ায় বিশুদ্ধ অকৃত্রিম ভক্তিভাব বড়ই বিরল হইয়া পড়িয়াছে। শুদ্ধভক্ত সদ্‌গুরুপাদপদ্মের ঐকান্তিকী কৃপা ব্যতীত এইভাবে বিভাবিত হইবার সৌভাগ্য-লাভ কোনক্রমেই সম্ভাবিত হইবার নহে। শ্রীমন্মহাপ্রভু তন্মুখনিঃসৃত এই বত্রিশাক্ষরাত্মক ষোল-' নাম নিরপরাধে জপকেই সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ বলিয়া জানাইয়াছেন। ইহাই সধ্রীচীন পন্থা।

"যথাগ্নিনা হেমমলং জহাতি
ধ্মাতং পুনঃ স্বং ভজতে চ রূপম্।
আত্মা চ কর্ম্মানুশয়ং বিধূয়
মদ্ভক্তিযোগেন ভজত্যথো মাম্॥"

অর্থাৎ "সুবর্ণ যেরূপ কেবলমাত্র অগ্নিসন্তাপেই অন্তর্মল পরিত্যাগ এবং স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ধারণ করে, (প্রক্ষালনাদিদ্বারা অন্তর্মল বিধৌত হয় না),

মানবগণের চিত্তও সেইরূপ একমাত্র মদীয় ভক্তিযোগেই কর্ম্মবাসনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক মহাপ্রেমের আবির্ভাব-হেতু পূর্ণ সেবাপদ্ধতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে ॥" (শ্রীভগবানের ভক্তিযোগ—ঐ নামসংকীর্ত্তন-প্রধান।)

"যথাযথাত্মা পরিমৃজ্যতেহসৌ
মৎপুণ্যগাথা শ্রবণাভিধানৈঃ।
তথা তথা পশ্যতি বস্তু সূক্ষ্মং
চক্ষুর্যথৈবাঞ্জন-সম্প্রযুক্তম্ ॥"

অর্থাৎ "উক্ত চিত্ত মদীয় পুণ্যচরিত শ্রবণ-কীর্ত্তন-দ্বারা যে পরিমাণ বিশুদ্ধি লাভ করে, অঞ্জন-প্রয়োগযুক্ত চক্ষুর ন্যায় (ঐ চিত্ত) ততই সূক্ষ্মবস্তু অর্থাৎ অধোক্ষজতত্ত্ব দর্শন করিতে সমর্থ হয়।"

"বিষয়ান্ ধ্যায়তশ্চিত্তং বিষয়েষু বিসজ্জতে।
মামনুস্মরতশ্চিত্তং ময্যেব প্রবিলীয়তে ॥"

অর্থাৎ "(জড়) বিষয়চিন্তাশীল পুরুষের চিত্ত (ঐ) বিষয়ের প্রতিই আসক্ত হইয়া থাকে; পরন্তু যিনি অনুক্ষণ আমার চিন্তা করেন, তাঁহার চিত্ত পরমাত্মরূপী আমাতেই নিমগ্ন হইয়া থাকে।"

"তস্মাদসদভিধ্যানং যথা স্বপ্নমনোরথম্।
হিত্বা ময়ি সমাধৎস্ব মনো মদ্ভাবভাবিতম্ ॥"

অর্থাৎ "অতএব স্বপ্নমনোরথতুল্য অত্যন্ত অসৎ সাধনসমূহের চিন্তা পরিত্যাগপূর্ব্বক মদ্ভজনবিশোধিত চিত্তকে আমাতেই সমাহিত কর।"

"স্ত্রীণাং স্ত্রীসঙ্গিনাং সঙ্গং ত্যক্ত্বা দূরত আত্মবান্।
ক্ষেমে বিবিক্ত আসীনশ্চিন্তয়েন্মামতন্দ্রিতঃ ॥"

অর্থাৎ "বিবেকী পুরুষ স্ত্রী এবং স্ত্রীসঙ্গিগণের সংসর্গ দূর হইতে পরিত্যাগ করিয়া নির্ভয়ে নির্জ্জন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সাবধানে আমার ধ্যান করিবেন।"

এস্থলে বিবেচ্য এই যে, সর্ব্বদা আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ ভজনবিজ্ঞ সাধুসঙ্গে বাসই প্রকৃত নির্জ্জনবাস। তাঁহার অনুমোদিত বা নির্ব্বাচিত স্থানের পরিবর্ত্তে নিজনির্ব্বাচিত নির্জ্জনস্থানে বসিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট শ্রুত বা স্মৃত জড়বিষয়ধ্যানের পুনরাবৃত্তি না হয়, এবিষয়ে বিশেষ সাবহিত হওয়া আবশ্যক।

"ন তথাস্য ভবেৎ ক্লেশো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাদ্ যথা পুংসস্তথা তৎসঙ্গিসঙ্গতঃ ॥"

অর্থাৎ "স্ত্রীসঙ্গ এবং স্ত্রীসঙ্গিপুরুষের সঙ্গ হইতে জীবের যেরূপ ক্লেশ ও সংসারবন্ধন ঘটিয়া থাকে, অন্য কোন বিষয়ের প্রসঙ্গ হইতে সেরূপ হয় না।"

আমরা শ্রীমদ্ভাগবত একাদশ স্কন্ধের চতুর্দ্দশ অধ্যায়ের প্রায় সকল শ্লোকই এই প্রবন্ধে মূল ও অনুবাদসহিত উদ্ধার করিয়াছি। এই শ্লোকগুলি মনে হয়, শুদ্ধভক্তিরসাস্বাদনাভিলাষী নিঃশ্রেয়সার্থী শুদ্ধভক্তিমার্গানুসরণেচ্ছু প্রত্যেক ভক্তের নিত্য আলোচ্য হওয়া আবশ্যক। অবশ্য যাঁহারা ভক্তিযোগারূঢ়, তাঁহারা নিত্যনবনবায়মান্‌ভাবে শ্রীভগবানের নিত্যলীলারস আস্বাদনরত হইয়া ভক্তিরসামৃত-সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া আছেন। যাঁহারা ভক্তিযোগারুরুক্ষু তাঁহাদিগকেই কোটিকণ্টকরুদ্ধ ভক্তিমার্গে বিশেষ সাবধানে অগ্রসর হইতে হইবে। পদে পদে পদস্খলনাশঙ্কা বিদ্যমান। শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ হইতে যাহাতে ক্ষণমাত্রকালও স্বতন্ত্র না হইতে হয়, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে—"মায়ারে করিয়া জয় ছাড়ানো না যায়। সাধুগুরুকৃপা বিনা না দেখি উপায় ॥"

মহাভাগবত ভরত রাজা রহূগণকে লক্ষ্য করিয়া বলিতেছেন—

"রহূগণৈতৎ তপসা ন যাতি
ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্ গৃহাদ্বা।
ন চ্ছন্দসা নৈব জলাগ্নি সূর্য্যৈ-
র্বিনা মহৎপাদরজোহভিষেকম্ ॥"

—ভাঃ ৫।১২।১২

অর্থাৎ "হে রহূগণ, মহাভাগবতগণের পদরেণুতে আত্মার অভিষেক ব্যতীত (অর্থাৎ শুদ্ধভক্ত সাধুগুরু-চরণাশ্রয় ব্যতীত) ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস অথবা নানা কামনাবাসনা-মূলে জল, অগ্নি ও সূর্য্য প্রভৃতি দেবতাগণের উপাসনাদ্বারা ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান লাভ হয় না।"

ভক্তরাজ প্রহলাদ কহিতেছেন—

"নৈষাং মতিস্তাবদুরু-ক্রমাঙ্ঘ্রিং
স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোহভিষেকং
নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ ॥"

—ভাঃ ৭।৫।৩২

অর্থাৎ "যাবৎ নিষ্কিঞ্চন ভগবদ্ভক্তের পদধূলি-

দ্বারা অভিষিক্ত না হয়, তাবৎ গৃহব্রতগণের মতি অনর্থনাশক কৃষ্ণপাদপদ্ম স্পর্শ করিতে পারে না।”

ভক্তেই সকল সদ্‌গুণের সমাবেশ, অভক্তে কোন সদ্‌গুণেরই সম্ভাবনা নাই—

“যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥”

—ভাঃ ৫।১৮।১২

অর্থাৎ “ভগবান্ শ্রীবিষ্ণুতে যাঁহার নিষ্কাম সেবা-প্রবৃত্তি বর্ত্তমান, ধর্ম্ম-জ্ঞান-বৈরাগ্যাদি সমস্ত গুণের সহিত দেবতাবর্গ তাঁহাতেই সম্যগ্‌রূপে অবস্থান করেন। হরিভক্তিবিহীন ব্যক্তি—অন্যাভিলাষ কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগরত বা গৃহাদিতে আসক্ত; সুতরাং হরিতে তাহার কেবলা ভক্তি নাই। মনোধর্ম্মের দ্বারা সে অসৎ বহির্বিষয়ে ধাবিত; তাহাতে মহদ্‌গুণগ্রামের সম্ভাবনা কোথায়?”

শুদ্ধভক্ত সাধুসঙ্গ হইতেই ক্রমশঃ সাধনভক্তি, ভাবভক্তি ও প্রেমভক্তি লাভ হয়—

“সতাং প্রসঙ্গান্মম বীর্য্যসংবিদো
ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি
শ্রদ্ধা-রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥”

—ভাঃ ৩।২৫।২৫

অর্থাৎ “সাধুদিগের প্রকৃষ্টসঙ্গ হইতে আমার মাহাত্ম্য-প্রকাশক যে সকল শুদ্ধ হৃদয়-কর্ণের প্রীতি-উৎপাদক কথা আলোচিত হয়, তাহা প্রীতির সহিত সেবা করিতে করিতে শীঘ্রই অবিদ্যানিবৃত্তির বর্ত্ম-স্বরূপ আমাতে যথাক্রমে প্রথমে শ্রদ্ধা (সাধনভক্তি), পরে রতি (ভাবভক্তি) ও অবশেষে প্রেমভক্তি উদিত হইবে।”

প্রেমভক্তিরই প্রপক্বাবস্থায় ভগবৎসাক্ষাৎকার ও শ্রীভগবানের পরিকরবৈশিষ্ট্যসহ নিত্যলীলারস-মাধুর্য্যাস্বাদন-সৌভাগ্য লাভ হয়।

বিরহ-সংবাদ

শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী ও শ্রীনিবারণ দাসাধিকারী, রুণীখাতা (আসাম)

নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজের কৃপাসিক্ত নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্যদ্বয় আসামে কোক্‌রাঝাড় জেলার অন্তর্গত রুণীখাতানিবাসী শ্রীমদ্ রাধামোহন দাসাধিকারী ও তাঁহার ভ্রাতা শ্রীনিবারণ দাসাধিকারী একই দিনে বিগত ২১ আষাঢ়, ৬ জুলাই শুক্রবার শুক্লা চতুর্দ্দশী তিথিতে সর্ব্বক্ষণ শ্রীকৃষ্ণস্মরণ করিতে করিতে কোক্‌রাঝাড়ে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাধামোহনপ্রভু প্রায় অশীতি বৎসর বয়সে এবং তাঁহার অনুজ নিবারণপ্রভু তদপেক্ষা কিছু কম বয়সে একই দিনে প্রয়াণ লাভ করায় এবং একই সঙ্গে দাহকার্য্য সম্পন্ন হওয়ায় উভয়ের মধ্যে বিশেষ সৌহৃদ্য সম্বন্ধের সূচনা করে। ইঁহারা মোট চারি ভ্রাতা—শ্রীরাধামোহনপ্রভু, শ্রীনিবারণপ্রভু, শ্রীরাধারমণপ্রভু ও শ্রীরাধাবল্লভপ্রভু (ডাক্তার শ্রীরামকৃষ্ণ দেবনাথ)। রাধামোহনপ্রভু সকলের বয়োজ্যেষ্ঠ, জ্ঞানী, গুণী ও ভজনপরায়ণ নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া বাড়ীর সকলেই তাঁহাকে শ্রদ্ধাভক্তি করিতেন, এমন কি রুণীখাতা, কোক্‌রাঝাড়, কাশীকোট্‌রা, বাসুগাঁও প্রভৃতি স্থানের নরনারীগণ এবং মঠের বৈষ্ণবগণও তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধাযুক্ত ও অনুরক্ত ছিলেন। তিনি স্বধামপ্রাপ্তির পূর্ব্ব দিবসও একলক্ষ হরিনাম করিয়াছিলেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে রাধামোহনপ্রভু তিন পুত্র এবং নিবারণপ্রভু দুই পুত্র রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি হৃদয় দিয়া বৈষ্ণবসেবা করিতেন। তাঁহারই অনুপ্রেরণায় তাঁহার গৃহের প্রায় সকলেই শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের নিকট শ্রীনাম-মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া-

ছেন। তিনি প্রতিবৎসর সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠে সগোষ্ঠী যোগ দিতেন এবং উৎসবের জন্য সাধ্যমত আনুকূল্য বিধান করিতেন। তাঁহার এবং তাঁহার ভ্রাতার অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীমঠপ্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রাচীন নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থ শিষ্য সরভোগনিবাসী শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারীর পৌরোহিত্যে রাধামোহন-প্রভুর এবং নিমুয়ার শ্রীনারায়ণ দাসাধিকারী প্রভুর পৌরোহিত্যে নিবারণপ্রভুর শ্রাদ্ধকৃত্য বৈষ্ণববিধান-মতে ৩১ আষাঢ়, ১৬ জুলাই সোমবার রুণীখাতায় তাঁহাদের গৃহে সুসম্পন্ন হয়। স্থানীয় নরনারীগণ ব্যতীত কোক্‌রাঝাড়, বাসুগাঁও, বঙ্গাইগাঁও, কাশী-কোট্‌রা, সরভোগ প্রভৃতি স্থানের ভক্তগণও শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে বা বিরহোৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। বঙ্গাই-গাঁওএর ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেম পরমার্থী মহারাজের সভাপতিত্বে রুণীখাতায় দুইদিন বিরহসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতির ভাষণ ব্যতীত শ্রীমদ্ অচ্যুতানন্দ দাসাধিকারী, শ্রীনিত্যানন্দ দাসাধিকারী, সরভোগ মঠের মঠরক্ষক শ্রীসুমঙ্গল ব্রহ্মচারী প্রভৃতি ছয়মূর্ত্তি সভায় বক্তৃতা করেন।

শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ প্রভু, চেতলা, কলিকাতা

বিশ্বব্যাপী শ্রীচৈতন্য মঠ ও শ্রীগৌড়ীয় মঠসমূহের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-সিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের অনুকম্পিত দীক্ষিত শিষ্য শ্রীমদ্ রামগোবিন্দ ব্রহ্মচারী বিদ্যানন্দ প্রভু বিগত ৫ ভাদ্র, ২২ আগষ্ট বুধবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিতে শ্রীহরি-গুরু-বৈষ্ণবপাদপদ্ম স্মরণ করিতে করিতে ৮৫ বৎসর বয়সে কলিকাতায় স্বধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন। তিনি শ্রীল প্রভুপাদের আশ্রিত ত্যক্তাশ্রমী সেবকগণের মধ্যে অন্যতম প্রাচীন যোগ্যতাবিশিষ্ট সেবক ছিলেন। তিনি বহুদিন দক্ষিণ ভারতে কভুরে শ্রীরামানন্দ গৌড়ীয় মঠে অবস্থান করিয়া সেবা করিয়াছিলেন। তিনি পূর্ব্ববঙ্গে ঢাকা জেলার অন্তর্গত বালিয়াটী মঠে, শ্রীচৈতন্য মঠ প্রতিষ্ঠানের বিভিন্ন শাখামঠে, ৮নং হাজরা রোডস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে, নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্ষ্ট লেনস্থ শ্রীগৌড়ীয় মঠে অবস্থান করতঃ শ্রীবিগ্রহগণের পূজা, পাঠকীর্ত্তন, মঠের বিভিন্নপ্রকার সেবাকার্য্য আন্তরিকতার সহিত করিয়াছিলেন। তিনি সুমধুরভাবে শ্রীমদ্ভাগবত পাঠ ও ব্যাখ্যা করিতে পারিতেন। তাঁহার পাঠে বহু শ্রোতার সমাবেশ হইত। জীবনের শেষভাগে তিনি চেতলায় (১৫বি, গোবিন্দ আঢ্য রোড) শ্রীরাধা-মদনমোহন সেবাশ্রম সংস্থাপন করতঃ তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি মঠ পরিচালনার জন্য একটি কমিটী তৈরী করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার মঠের অন্যতম ত্যক্তাশ্রমী সেবক শিষ্য শ্রীভক্তদাস ব্রহ্মচারী। তাঁহার প্রয়াণে শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের এবং শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের ভক্তগণ সকলেই বিরহ-সন্তপ্ত।

শ্রীরাধামদনমোহন আশ্রমের ট্রাষ্টি ও ভক্তগণের উদ্যোগে উক্ত আশ্রমে গত ১৪ ভাদ্র, ৩১ আগষ্ট শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ রামগোবিন্দ প্রভুর বিরহোৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। ট্রাষ্টিগণের আমন্ত্রণে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের আচার্য্য শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ ও শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ—ত্রিদণ্ডি-যতিদ্বয় এবং শ্রীবলভদ্র ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী ও শ্রীজীবেশ্বর ব্রহ্মচারী-সহ তথায় শুভপদার্পণ করতঃ বৈষ্ণবের মহিমা কীর্ত্তন ও কৃপাপ্রার্থনামুখে হরিকথামৃত পরিবেশন করেন। সমুপস্থিত বহুশত ভক্তকে মধ্যাহ্নে বিচিত্র মহাপ্রসাদের দ্বারা আপ্যায়িত করা হয়।

◆

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৮ম সংখ্যা ১৭২ পৃষ্ঠার পর]

অশান্তি অথবা সংসার-দুঃখের কারণ নির্ণয় করিয়া উহা দূর করিতে পারিলে স্থায়ী শান্তিলাভ হইতে পারে। ভারতীয় ঋষিগণ স্বরূপভ্রমকেই সমস্ত অশান্তির মূলীভূত কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। স্থূল সূক্ষ্ম শরীরদ্বয়ই জীবের স্বরূপ, এইরূপ ভ্রান্ত ধারণা হইতেই সমস্ত অসুবিধার সৃষ্টি। দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনেও মানুষ যদি একটুকু চিন্তা করে, তাহা হইলে দেখিতে পাইবে, তাহারা কেহই বস্তুতঃ দেহটাকে ব্যক্তি বলিয়া বিশ্বাস করিয়া চলেন না। দেহের মধ্যে চেতনসত্তা বা বোধসত্তা—যাহাকে শাস্ত্রীয় পরিভাষায় আত্মা বলে—যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ তাহার ব্যক্তিত্ব। যে সত্তার অস্তিত্বে ব্যক্তি ব্যক্তি হয় ও যে সত্তার অনস্তিত্বে ব্যক্তি ব্যক্তি থাকে না, সেই চেতনসত্তাই প্রকৃত ব্যক্তি। সচ্চিদানন্দ আত্মার জন্মও নাই, মৃত্যুও নাই। শরীর হত হইলেও আত্মা হত হয় না। ভারতীয় সমস্ত প্রামাণিক শাস্ত্রে আত্মার নিত্যত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। জ্ঞানের উৎপত্তিস্থল অজ্ঞান হয় না। নাস্তিত্ব কখনও অস্তিত্বের হেতু হয় না। অণুজ্ঞানের কারণ বিভুজ্ঞান, তাহাকেই ব্রহ্ম, বিষ্ণু বা ভগবান্ বলে। জীব অণুসচ্চিদানন্দ, ভগবান্ বিভুসচ্চিদানন্দ। সমস্ত জীবগুলি ভগবান্ হইতে উৎপন্ন এবং ভগবানেতে স্থিত, ভগবানের দ্বারাই সংরক্ষিত এবং ভগবান্ই তাঁহাদের গতি। অণুচেতন জীবসমূহ ভগবানের পরা-প্রকৃতির অংশরূপে বা তটস্থা-শক্তির অংশরূপে ভগবানের সহিত ওতপ্রোতভাবে সম্বন্ধযুক্ত হইয়া একই সঙ্গে অবস্থান করিতেছে। কোন জীবই ভগবান্ হইতে পৃথক্ হইয়া অবস্থান করিতে পারে না। ভগবানের সম্বন্ধে প্রত্যেক জীবের সহিত প্রত্যেক জীবের সম্বন্ধ আছে। প্রত্যেকে প্রত্যেকের প্রতি নির্ভরশীল হইলেও জৈবস্বতন্ত্রতা-হেতু তাহাদের মধ্যে পৃথকত্বও রহিয়াছে। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে জীব অণুচেতন বলিয়া তাহাতে আপেক্ষিক স্বতন্ত্রতা স্বতঃসিদ্ধ। জীবের মধ্যে ঐক্যসংস্থাপনের জন্য ঐ বিভিন্নতার মধ্যেও ঐক্য কোথায়, তাহা বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। স্বার্থের কেন্দ্র বিভিন্ন হইলে সংঘাত অবশ্যম্ভাবী। স্বার্থের কেন্দ্র এক হইলে সেখানে সংঘাত হয় না। সকলের উৎপত্তিস্থল ভগবান্‌কেই অথবা ভগবানের সেবাকেই স্বার্থ বুঝিতে পারিলে অধিকার অনুসারে সেবা করিয়াও সম্মিলিতভাবে অবস্থান করিয়া সুখে জীবনযাপন করিতে পারে। সমস্ত ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণের তাঁহাদের নিজ নিজ অনুগত ব্যক্তিগণকে বুঝানো উচিত, সকলেই একই পরমপিতা হইতে নির্গত হইয়াছে। সেই পরমপিতার সন্তানরূপে সম্বন্ধ দর্শনে সর্ব্বজীবে প্রীতি হইবে। নিজ নিজ ধর্ম্মবিশ্বাস অনুসারে নিজ নিজ ইষ্টদেবের আরাধনায় বা নিষ্ঠায় কোন দোষ নাই। নিষ্ঠা এক জিনিষ, গোঁড়ামি আর এক জিনিষ। গোঁড়ামিতে শত্রুতা হয়, ইহা গর্হণযোগ্য। প্রকৃত ধর্ম্ম ভগবদ্‌সম্বন্ধে সর্ব্বজীবকে প্রীতি করার শিক্ষাই প্রদান করিয়া থাকে। কোনও সদ্ধর্ম্মে জীবহিংসার প্ররোচনা নাই।

শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বিশ্বভ্রাতৃত্বের বা বিশ্বশান্তির জন্য বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মকে একমাত্র উপায়রূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ভগবানের একনাম কৃষ্ণ, কারণ তিনি সকলকে আকর্ষণ করিয়া আনন্দ দেন এবং স্বয়ং আনন্দ পান। কৃষ্ণ সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বোত্তম, অখিলরসামৃতমূর্ত্তিঃ। তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, অনাদি, সর্ব্বাদি, সমস্ত কারণের কারণ। তিনি বিশুদ্ধ প্রেমের একমাত্র আরাধ্য বস্তু। তাঁহার সহিতই জীবের নিত্যসম্বন্ধ। কৃষ্ণবিস্মৃতি জীবের দুঃখের মূলীভূত কারণ। কৃষ্ণস্মৃতির সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও নিশ্চিত উপায় তাঁহার নামসংকীর্ত্তন। জাতি-ধর্ম্ম, নরনারী নির্ব্বিশেষে, বৃদ্ধ-যুবক-বালক নির্ব্বিশেষে সকলেই ভগবানের নামসংকীর্ত্তন করিবার অধিকারী। এই হরিনাম-সংকীর্ত্তনরূপ পতাকার নীচে সর্ব্বস্তরের মানুষ একত্রিত হইতে পারে।

আমাদের বৈদিক কৃষ্টিতে ঋষিগণ ধর্ম্মের ও অধর্ম্মের তারতম্যানুসারে অসীম সময়কে চারভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি। সত্যযুগে জ্ঞানের প্রাধান্যহেতু জাগতিক বস্তুর নশ্বরতা

ও দুঃখপ্রদত্ত অনুভব হইতে অনাসক্তি ও চিত্তের স্থৈর্য্য বিদ্যমান ; সর্ব্বসাধারণ ধ্যানের দ্বারা ভগবানের আরাধনা করিতে পারিতেন। পরবর্ত্তী ত্রেতাযুগে একপাদ অধর্ম্ম প্রবেশ করিলে রজগুণের প্রাধান্যহেতু কর্ম্মপ্রবণতা এবং বিষয়াবেশ অধিক হওয়ায় বিষয়সমূহ ভগবানে সমর্পণের দ্বারা অর্থাৎ যজ্ঞের দ্বারা ভগবানের আরাধনার ব্যবস্থা প্রদত্ত হইয়াছে। দ্বাপরযুগে ইন্দ্রিয় চাঞ্চল্যবৃদ্ধি পাওয়ায় যজ্ঞ করিবার যোগ্যতাও না থাকায় ইন্দ্রিয়সমূহকে ভগবৎসেবায় নিয়োজনের জন্য শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন সাধনরূপে নির্দ্ধারিত হয়। বর্ত্তমান পাপপ্রবণ কলিযুগে ত্রিপাদ অধর্ম্ম, একপাদ ধর্ম্ম—মনুষ্যগণ বিষয়াবিষ্ট, অল্পায়ু, কামাতুর ও ব্যাধিগ্রস্ত। এইজন্য তাহারা ধ্যান, যজ্ঞ ও শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন করিতে অসমর্থ। কলিহত জীবের উদ্ধারের একমাত্র উপায় সাক্ষাৎ শ্রীভগবন্নাম-সংকীর্ত্তন। আরাধনার উদ্দেশ্য ভগবানেতে চিত্তের আবেশ লাভ বা তন্ময়তা লাভ। ঋষিগণ জীবের অধিকারানুযায়ী যুগানুরূপ সাধনের ব্যবস্থা দিয়াছেন।

আধুনিকযুগে—বৈজ্ঞানিক সভ্যতার ক্রমোন্নতির যুগে বৈজ্ঞানিকগণ তাঁহাদের অত্যদ্ভুত আবিষ্কারসমূহের দ্বারা মানুষের ভৌতিক উন্নতি ও সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের বিপুল ব্যবস্থা করিতে সমর্থ হইয়াছেন এবং হয়ত আরও ভৌতিক উন্নতি বিধান করিতে পারিবেন। কিন্তু ভৌতিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা এমন সব মারণাস্ত্র আবিষ্কার করিয়াছেন ও করিতেছেন যাহার অপপ্রয়োগ হইলে সমগ্র মনুষ্যজাতি ও মনুষ্য-সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হইয়া যাইতে পারে। পৃথিবীর চিন্তাশীল মনীষিগণ মনুষ্যজাতির এই ভয়ঙ্কর পরিণতির কথা চিন্তা করিয়া উদ্বিগ্ন ও হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছেন। কেবলমাত্র ভৌতিক উন্নতি মানুষকে এই মহা-বিপদ হইতে উদ্ধার করিতে পারিবে না। বৈজ্ঞানিকগণের প্রচেষ্টা ও বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ নিন্দনীয় নহে, তাহাদের অপপ্রয়োগই গর্হণযোগ্য। বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারসমূহ ধ্বংস করিবার জন্য ব্যবহৃত না হইয়া যাহাতে মনুষ্যজাতির সমুন্নতির জন্য নিয়োজিত হয়, তজ্জন্য বিশ্বের কর্ণধারগণের এখন হইতেই চিন্তা করা উচিত। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে স্বার্থের কেন্দ্র এক না হইলে সংঘাত বন্ধ হইতে পারে না। জগৎ সসীম-বস্তু। সসীমবস্তুর জন্য দাবিদার বহু হইলে দাবিদারদের মধ্যে বিবাদ অবশ্যম্ভাবী। জগৎকে বা জগতের বস্তুকে প্রয়োজন বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলে জগতের বস্তু প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে সংঘর্ষ নিবারণ করা যাইবে না। ভারতীয় ঋষিগণ হইতে পাশ্চাত্যদেশের নেতাগণের বা পাশ্চাত্যসভ্যতায় আকৃষ্ট দেশীয় নেতাগণের বিশ্বশান্তি-সমস্যা সমাধানের চিন্তাস্রোতের মধ্যে পার্থক্য রহিয়াছে। তত্ত্বদর্শী মনীষিগণ বিশ্বের তথাকথিত সুবুদ্ধিমান মনীষি বলিয়া খ্যাত ব্যক্তিগণের বিশ্বশান্তি-সমস্যার প্রচেষ্টার মধ্যে মূলগত দোষ দেখিতে পান। তত্ত্বদর্শিগণ নিঃসন্দেহে জোরের সঙ্গে বলেন যতক্ষণ পর্য্যন্ত মানুষের চিত্তবৃত্তি জাগতিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুর লালসা হইতে নিবৃত্ত হইয়া অসীম পূর্ণ ভগবানেতে নিবিষ্ট না হইবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও সমস্যারই সমাধান হইবে না। ভগবান্ অসীম, পূর্ণ হওয়ায় ভগবান্‌কে অনন্ত জীব পাইলেও ভগবান্‌ই থাকিয়া যায়। অসীম হইতে অসীম বাদ দিলে অসীমই থাকে। পৃথিবীতে স্থায়ী শান্তি সংস্থাপন করিতে হইলে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তকগণকে সুদৃঢ়তার সহিত জাগতিক বস্তুর নশ্বরতা ও দুঃখপ্রদত্ত এবং বিষয়ভোগের অসারতা স্ব স্ব ধর্ম্মমতের অনুগামী ব্যক্তিগণকে বুঝাইতে হইবে। একমাত্র ভগবদুপাসনাতেই জীবের সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ও শান্তি লব্ধ হইতে পারে, ইহা বুঝাইয়া তাহাদের মধ্যে ভগবদুপাসনায় রুচি প্রকট অথবা বর্দ্ধিত করিতে হইবে। জাগতিক বিষয়ভোগ-সুখস্বাচ্ছন্দ্য জীবের একমাত্র প্রয়োজন, এইরূপ প্রত্যয় যতদিন মানুষের মধ্যে থাকিবে, ততদিন জগতের সংঘাত দূর হইবে না ও শান্তি সংস্থাপিত হইবে না। শুধু ভগবদ্বিশ্বাসের দ্বারাও অনেক সুফল হয়, মানুষ গোপনেও পাপকর্ম্ম ও গর্হিতকার্য্য করিতে ভয় পাইবে। ভগবদ্বিমুখ হইয়া যখন জীব কামকে আশ্রয় করে অর্থাৎ ভোগবাঞ্ছা করে, তখনই সহিষ্ণুতা ও ধৈর্য্যের অভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। নিজ স্থূল-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়তর্পণপ্রচেষ্টাকেই কাম বলে। কামের বাধা হইতেই ক্রোধ এবং সর্ব্বপ্রকার অনর্থের উৎপত্তি। আত্মসুখকেন্দ্রিক চেষ্টা পরিত্যাগ করতঃ ভগবদ্‌কেন্দ্রিক

চেষ্টা না হওয়া পর্য্যন্ত শুধু কাল্পনিক ভাবনাবিলাসের দ্বারা অভিপ্রেত ফল পাওয়া যাইবে না। পূর্ণ ভগবানেতে প্রেম হইলে তৎসম্বন্ধে সর্ব্বজীবে প্রীতি হইবে। ভগবদ্ভক্ত অপর জীবের অনিষ্ট আচরণ কখনই করিতে পারেন না, কারণ উহা তাহার স্বার্থবিরুদ্ধ। অজ্ঞানতাবশতঃ মূর্খ ব্যক্তি অপর জীবকে হিংসা করিয়া সুখলাভের চেষ্টা করে। হিংসা করিলেই প্রতিক্রিয়ায় হিংসিত হইতে হইবে। উহাতে কোনও লাভ নাই। ভগবদ্‌প্রেমানুশীলনের দ্বারাই জগতের স্থায়ী-শান্তি সংস্থাপিত হইতে পারে, ইহাই শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা।

ধানবাদে শ্রীল গুরুদেব

বিহার প্রদেশান্তর্গত ধানবাদের প্রসিদ্ধ 'কে-ওরা' কোম্পানীর মালিক ধাম্মিকপ্রবর শ্রীযশোবন্ত রায় ওরাজীর আমন্ত্রণে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে ২৬ পৌষ (১৩৭৫ বঙ্গাব্দ), ১০ জানুয়ারী (১৯৬৯) শুক্রবার ধানবাদ সহরে শুভপদার্পণ করেন। শ্রীযশোবন্ত রায়জীর বাসগৃহের অতিথিভবনে শ্রীল গুরুদেবের এবং বৈষ্ণবগণের থাকিবার সুব্যবস্থা হয়। শ্রীযশোবন্ত বাবু ধনাঢ্য ব্যক্তি হইলেও কোনওপ্রকার ভোগবিলাসের প্রাচুর্য্য তাঁহার গৃহে নাই। তাঁহার গৃহের সকলেই শুদ্ধসাত্ত্বিক-আহারী। এইজন্য সাধুগণ অনুকূল পরিবেশ লাভ করিয়া তাঁহার গৃহে অবস্থান করতঃ সুখী হন। শ্রীল গুরুদেব চারিদিন ধানবাদে অবস্থান করতঃ ১১ জানুয়ারী ধানসারস্থ শ্রীবি-পি আগরওয়ালের নিৰ্ম্মিত শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে, ১২ জানুয়ারী হীরাপুরস্থ শ্রীহরিমন্দিরে, ১৩ জানুয়ারী ধানবাদ সহরস্থ শ্রীযশোবন্ত রায়ের নিৰ্ম্মিত ভবন 'স্নেহমিলনে', ১৪ জানুয়ারী শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষাবলম্বনে 'সম্বন্ধ-অভিধেয়-প্রয়োজন'-বিষয়ে ভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে ছিলেন মঠের সেক্রেটারী শ্রীমদ্ভক্তি-বল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী। শ্রীযশোবন্তবাবু ও তাঁহার গৃহের সকলে, শ্রীহরিপ্রসাদ আগরওয়াল, শ্রীভগবতী-প্রসাদ আগরওয়াল, শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ য়্যাড্‌ভোকেট প্রভৃতি সহরের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ শ্রীল গুরুদেবের মহাপুরুষোচিত ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হন। যশোবন্তবাবু কলিকাতা মঠের নিৰ্ম্মাণসেবায় এবং গ্রন্থাগারের জন্য স্থূল আনুকূল্যও করেন।

শ্রীল গুরুদেব ইহার পূর্ব্বেও ধানবাদ-ধানসারনিবাসী বিশিষ্ট নাগরিক শ্রীহরিপ্রসাদজী আগর-ওয়ালার আহ্বানে ১৯৬৬ সালের ১৭ জানুয়ারী ধানবাদ সহরে শুভপদার্পণ করতঃ শ্রীহরিপ্রসাদজীর ধানসারস্থ বাসভবনে সপার্ষদে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব ২৩ জানুয়ারী পর্য্যন্ত তথায় অবস্থান করতঃ ধানসারস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে, ধানবাদ সহরে রোটারী ক্লাবে (Rotary Club-এ), ঝারিয়াস্থ শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে, ধানবাদ-হীরাপুরস্থ টাউনহলে ও হীরাপুর শ্রীহরিমন্দিরে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধৰ্ম্ম সম্বন্ধে বিভিন্ন শাস্ত্রাবলম্বনে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। ধানবাদ জেলা-জজ শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় টাউনহলে সান্ধ্য-ধৰ্ম্মসভার অধিবেশনে সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এতৎপ্রসঙ্গে ইহাও উল্লেখযোগ্য যে শ্রীল গুরুদেব ১৯৬১ সালে উত্তর ভারত (দেরাদুন, সাহারাণপুর, অমৃতসর, জগদ্ধ্রী, জয়পুর, বৃন্দাবন) প্রচার ভ্রমণান্তে ২৩ জানুয়ারী, ৯ মাঘ (১৩৬৭) সোমবার ধানবাদে প্রথম সপার্ষদে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। ধানবাদ রেলষ্টেশনে নাগরিকগণের পক্ষে পৌরপ্রধান শ্রীবিহারীলাল ঘুটঘুটিয়া, ধানবাদ জেলা-জজ মাননীয় শ্রীকৃষ্ণশরণ পাণ্ডে সাহেব, বিহার বিধানসভার একজন সদস্য, লালা শ্রীধরমচাঁদজী, লালা শ্রীজিয়নদাসজী, শ্রীসুরেশ চন্দ্র সিংহ প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট নাগরিকগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন ও পুষ্পমাল্যাদি সহযোগে শ্রীল গুরুদেব বিপুলভাবে সম্বৰ্দ্ধিত হইয়াছিলেন।

ধানবাদে শ্রীল গুরুদেবের শুভপদার্পণ

বামদিক হইতে—শ্রীল গুরুদেব, জেলাজজ শ্রীকৃষ্ণশরণ পাণ্ডে, পৌরপ্রধান শ্রীবিহারীলাল ঘুটঘুটিয়া প্রভৃতি।

(ক্রমশঃ)

মুদ্রাকর প্রমাদ
(Printing mistake)

শ্রীচৈতন্যবাণী ৩০শ বর্ষ ৮ম সংখ্যা ১৭১ পৃষ্ঠা নবম পঙ্‌ক্তি হইতে এইভাবে পাঠ হইবে—

that their only interest lies in material prosperity and sensuous enjoyment, discord cannot be avoided. Mere belief in the existence of God will be of great benefit to humanity, by restraining people from committing sins and leading them to do good to others; they will have fear of punishment for bad deeds and encouragement to seek reward for good deeds. Want of patience and tolerance originates from lust. Any activity which leads to the satisfaction of one's own gross and subtle senses is termed lust. Hindrance to the fulfilment of lust breeds anger and that brings conflict and malice amongst individuals and nations.

So long as people do not understand that they are inseparably connected and until the activities of the people are God-centred, mere sentimentalism or fictitious ideas will not be able to foster real love amongst individuals.

If we know that the infliction of harm to other animate beings is detrimental to our own interest and will bring harm in return, we will not be encouraged to harm any individual, nay even any sentient being of the world.

If we can love the Absolute Whole, I mean the Godhead, we cannot have the impetus to injure any of His parts. So, according to the teachings of Lord Gauranga, Divine Love is the best solution of all problems of the world.

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..........................
Vill..........................
P. O..........................
Dist..........................
Pin..........................

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রিংশ বর্ষ—১১শ সংখ্যা

পৌষ, ১৩৯৭

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি
পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক
রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০
১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)
১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)
১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, পাহাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩০শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পৌষ ১৩৯৭
২৯ নারায়ণ, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ পৌষ, সোমবার, ৩১ ডিসেম্বর ১৯৯০ { ১১শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১৫ই চৈত্র ১৩৩২, ২৯শে মার্চ্চ ১৯২৬

বিহিত সম্ভাষণ পূর্ব্বিকেয়ম্—

* * খলতা কখনও বৈকুণ্ঠরাজ্যে অভিযানের অনুকূল নহে। আমি ভাগবতের একটী শ্লোকে পড়িয়াছিলাম—মনুষ্যজন্ম অর্থদ ; তুমিও ভাই যখন শিশুকালে আমাদের কাছে "ভক্তিভবনে" আসিতে, তখনও দেখিয়া থাকিবে, দেওয়ালের উপরে টাঙ্গান ছিল ঐ শ্লোকটি—

লব্ধ্বা সুদুর্ল্লভমিদং বহু সম্ভবান্তে
মানুষ্যমর্থদমনিত্যমপীহ ধীরঃ।
তূর্ণং যতেত ন পতেদনুমৃত্যু যাবৎ
নিঃশ্রেয়সায় বিষয় খলু সর্ব্বতঃ স্যাৎ ॥

তুমি ত' পূর্ব্বে জানিতে—মানবজীবন অর্থদ। আমরা উভয়েই মনুষ্যজন্ম পাইয়াছি। জীবের নিত্য-প্রয়োজনে লোভী বা রুচিবিশিষ্ট হওয়া আমার ও তোমার উভয়েরই অর্থ বা স্বার্থ। তবে কেন ভাই প্রাকৃত-সহজিয়ার মন যোগাইতে গিয়া প্রাকৃত অর্থে লোভ করিয়া বসিলে! আজ দ্বাদশবর্ষ যে অর্থ-লোভে তুমি বঞ্চিত হইয়াছ, আমি সেই অর্থলোভেই ত' আজন্ম ঘুরিতেছি। তোমার অর্থের উদ্দিষ্ট ইন্দ্রিয়পরায়ণতায় ত' আমি ঘুরিবার আবশ্যকতা বোধ করি নাই ; পেটের জ্বালা, স্ত্রী-পুত্র-পালন বা অবৈধ কামনার ইন্ধন যোগাইবার জন্য আমার কোন অর্থ ত' কোনদিনই আবশ্যক হয় নাই। আমি ত' অর্থের জন্য কোনদিনই তোমার মত প্রয়াস করি নাই। তোমাদের মত পেট চালাইবার অভাবে আমাকে কৃষ্ণ কোনদিন ক্লিষ্ট ও ভাবিত করেন নাই। * * বিষ্ণুসেবা করিব এবং আমার যে পাপিষ্ঠ কলেবরটা বিষ্ণুসেবার উদ্দেশ্যে পুষ্ট থাকিয়া হরিসেবা করিবে, তজ্জন্য যে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করিয়াছিলাম, তদ্ব্যতীত আমি ত' কোন দিন কোন

অর্থের চেষ্টায় ব্যস্ত ছিলাম না। আজও ত' কাহারও কোন অর্থেই আমি লোভ করি না। * * আমি ত' তোমার মত নশ্বর অর্থমাত্র লোভী নহি। নিত্যঅর্থ বা পরমার্থের লোভী হইয়া যেন আমি জন্মজন্ম থাকি,—এই আশীর্ব্বাদ করিও। ভোগ্য অর্থের লোভ যেন আমার নিতান্ত পরম শত্রুরও কোন দিন না ঘটে। আমার পরম শত্রুর মঙ্গল প্রার্থনা ব্যতীত যেন অন্য কোন অভিলাষ আমার না হয়। যে-সকল পাষণ্ডের অর্থলোভ আছে অর্থাৎ যাহাদের অর্থ সংগ্রহ করিয়া উহা লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাশা ও কনক-কামিনীভোগে নিযুক্ত করিবার ইচ্ছা আছে, আশীর্ব্বাদ করিও যেন সেই সকল পাষণ্ডের মুখ-দর্শন আমাকে জীবনের শেষ কয়টা দিন আর করিতে না হয়।

আজ এই পর্য্যন্ত। পত্রখানা পড়িয়া একটুকু ভাবিও। একবার শ্রীমদ্ভাগবত ১১শ স্কন্ধ, ২৩শ অধ্যায়টি মনোযোগের সহিত পাঠ করিও। অর্থ-লোভ কমিবে।

তোমার দুঃখে দুঃখী
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

◆

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ১৯৯ পৃষ্ঠার পর]

জীবনস্যানিত্যতা সততং স্মর্ত্তব্যা। বসুদেবঃ কংসম্ [১০।১।৩৮]

মৃত্যুর্জন্মবতাং বীর দেহেন সহ জায়তে।
অদ্য বাব্দশতান্তে বা মৃত্যুর্বৈ প্রাণিনাং ধ্রুবঃ ।।৮৮।।

দৈন্যমাশ্রয়ণীয়ম্। ব্রহ্মা ভগবন্তম্ [১০'১৪।৩৮]

জানন্ত এব জানন্তু কিং বহূক্ত্যা ন মে প্রভো।
মনসো বপুষো বাচো বৈভবং তব গোচরঃ ।।৮৯।

আত্মীয় বিয়োগাদৌ শোকমোহাদিরাহিত্যমনুকূলম্ [৬'১৫।৩]

যথা প্রজান্তি সংযান্তি স্রোতবেগেন বালুকাঃ।
সংযুজ্যন্তে বিযুজ্যন্তে তথা কালেন দেহিনঃ ।।৯০।।

ক্ষমাবলম্বনীয়া। শুকঃ পরীক্ষিতম্ [৬।১৭।৩৭]

ইতি ভাগবতো দেব্যাঃ প্রতিশপ্তুমলন্তমঃ।
মূর্দ্ধ্না স জগৃহে শাপমেতাবৎ সাধুলক্ষণম্ ।।৯১।।

দুর্ব্বাসা [৯।৫।১৪]

অহো অনন্তদাসানাং মহত্ত্বং দৃষ্টমদ্য মে।
কৃতাগসোহপি যদ্রাজন্ মঙ্গলানি সমিহসে ।।৯২।।

কৃষ্ণ এব রক্ষক ইতি বিশ্বাসঃ। দেবাঃ ভগবন্তম্ [১০।২।৩৩]

তথা ন তে মাধব তাবকাঃ কৃচিদ্
ভ্রশ্যন্তি মার্গাৎ ত্বয়ি বদ্ধসৌহৃদাঃ।
ত্বয়াভিগুপ্তা বিচরন্তি নির্ভয়া
বিনায়কানীকপমূর্দ্ধসু প্রভো ।।৯৩।।

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

জীবন যে অনিত্য, তাহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। বসুদেব বলিলেন, হে ভ্রাতঃ! যিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার দেহের সহিত মৃত্যুও জন্মিয়াছে। অদ্য বা শত বৎসরান্তে প্রাণীদিগের মৃত্যু অবশ্যই হইবে ।।৮৮।।

সর্ব্বদা হৃদয়ে দৈন্য থাকা চাই। ব্রহ্মা কহিলেন, হে কৃষ্ণ! যাঁহারা জানেন, তাঁহারা জানুন, অনেক বলিবার প্রয়োজন নাই। তোমার বৈভব আমার মন, শরীর ও বাক্যের কখনই গোচর হয় না ।।৮৯।।

আত্মীয়-বিয়োগে শোক মোহাদি করিলে হৃদয়ে কৃষ্ণ স্থান প্রাপ্ত হন না। তাই বলিতেছেন যে, স্রোত-বেগে বালুকাসকল যেমত চলিয়া যায় এবং সংযুক্ত হয়, তদ্রূপ কাল-বেগ দ্বারা দেহীদিগের সংযোগ বিয়োগ হইয়া থাকে। ইহাতে শোক মোহের প্রয়োজনীয়তা কি? ৯০ ।।

ক্ষমা ভক্তির অনুকূল। চিত্রকেতু দেবীকে প্রতি-

সর্ব্বভূতদয়া। প্রহলাদঃ নৃসিংহম্ [৭।৯।৪৪]

প্রায়েণ দেব মুনয়ঃ স্ববিমুক্তিকামা
মৌনং চরন্তি বিজনে ন পরার্থনিষ্ঠাঃ।
নৈতান্ বিহায় কৃপণান্ বিমুমুক্ষ একো
নান্যং ত্বদস্য শরণং ভ্রমতোঽনুপশ্যে ॥৯৪॥

দৃঢ়পবিত্রজীবনং। ভগবান্ [৭।১০।১৩]

ভোগেন পুণ্যং কুশলেন পাপং
কলেবরং কালজবেন হিত্বা।
কীর্ত্তিং বিশুদ্ধাং সুরলোকগীতাং
বিতায় মামেষ্যসি মুক্তবন্ধঃ ॥৯৫॥

ব্রহ্মা কৃষ্ণম্ [১০।১৪।৩৬]

তাবদ্রাগাদয়ঃ স্তেনাস্তাবৎ কারাগৃহং গৃহম্।
তাবন্মোহাঙ্ঘ্রিনিগড়ো যাবৎ কৃষ্ণ ন তে জনাঃ ॥৯৬

[১০।১৪।৮]

তত্তেঽনুকম্পাং সুসমীক্ষমাণো
ভুঞ্জান এবাত্মকৃতং বিপাকম্।
হৃদ্বাগ্বপুর্ভির্বিদধন্নমস্তে
জীবেত যো মুক্তিপদে স দায়ভাক্ ॥৯৭॥

পরার্থে উৎসাহঃ। শুকঃ [১০।২২।৩৫]

এতাবজ্জন্মসাফল্যং দেহিনামিহ দেহিষু।
প্রাণৈরর্থৈর্ধিয়া বাচা শ্রেয় আচরণং সদা ॥৯৮॥

দরিদ্রতা ন দুঃখকারণং। ভগবান্ [১০।৮৮ ৮]

যস্যাহমনুগৃহ্ণামি হরিষ্যে তদ্ধনং শনৈঃ।
স্বত এনং ত্যজন্তস্য স্বজনা দুঃখদুঃখিতম্ ॥৯৯॥

আনুকূল্যসমাহারঃ। শুকঃ [১০।৪১।৫১]

সোঽভিবব্রেঽচলাং ভক্তিং তস্মিন্নেবাখিলাত্মনি।
তদ্ভক্তেষু চ সৌহার্দং ভূতেষু চ দয়াং পরাম্ ॥১০০

শাপ দিতে যথেষ্ট ক্ষমতাবান্ ছিলেন, তথাপি বৈষ্ণবতা-প্রযুক্ত তিনি দেবীর শাপকে মস্তকে গ্রহণ করিয়া ক্ষমা করিলেন। ইহাই সাধু-লক্ষণ ॥৯১॥

হে রাজন্! অদ্য আমি অনন্তদাসদিগের মহত্ত্ব দেখিলাম। অপরাধী ব্যক্তির মঙ্গলও বৈষ্ণবজন কামনা করেন ॥৯২॥

ভগবানই বৈষ্ণবের একমাত্র রক্ষক, এই বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য। হে মাধব! তোমার ভক্তগণ তোমাতে বদ্ধসৌহৃদ। তাঁহারা কখনই ভ্রষ্ট হন না। তোমা-কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া তাঁহারা বিঘ্নকারকদিগের মস্তকে পদক্ষেপ করিয়া নির্ভয়ে বিচরণ করেন ॥৯৩॥

সর্ব্বভূতে দয়া করা আবশ্যক। হে দেব! মুনিগণ নিজমুক্তি কামনায় বিজনস্থানে মৌনভাবে দিনযাপন করেন। অন্যজীবের মঙ্গলচেষ্টা করেন না। কিন্তু আমি তোমার দাসানুদাস, এই সকল অসুর বালককে স্বয়ং মুমুক্ষু হইয়া ত্যাগ করিতে পারি না। তুমি ব্যতীত সংসার-লোকের অন্য শরণ নাই। জীবে কৃষ্ণভক্তি উৎপাদন করাই চরম উপকার। ভোজন, আচ্ছাদন ও ঔষধাদি দানকে উপকার বলা যায় বটে, কিন্তু তাহা ক্ষুদ্র উপকার। কখন তাহাতে অপকার হইয়া পড়ে। জীবাভয় প্রদানের ন্যায় উপকার নাই, তাহাই বাস্তবিক উপকার ॥৯৪॥

অনাসক্তরূপে বিষয়-ভোগ উপদিষ্ট হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত জীবিত থাক, পূর্ব্ব পুণ্যসকল ভোগদ্বারা এবং পূর্ব্ব পাপসকল কুশলকর্ম্ম-দ্বারা ক্ষয় করত কালবেগের সাহায্যে এই অনিত্য কলেবর ত্যাগ করিয়া এবং ভক্তি সম্বন্ধীয় সুরলোক-গীত বিশুদ্ধা কীর্ত্তি বিস্তারপূর্ব্বক মুক্তবন্ধ হইয়া আমাকে পাইবে ॥ ৯৫ ॥

রাগাদি সেই পর্য্যন্ত তস্কর, গৃহ সেই পর্য্যন্ত কারাগৃহ এবং মোহ সেই পর্য্যন্ত পদনিগড় অর্থাৎ বেড়ি যে পর্য্যন্ত হে কৃষ্ণ! জীবসকল তোমার দাস না হয় ॥৯৬॥

অতএব তোমার অনুকম্পার আশা করিয়া আত্মকৃত বিপাকসকল ভোগ করিতে করিতে, হৃদয়, বাক্য ও শরীর দ্বারা তোমাকে যে নিরন্তর নমস্কার বিধান করে, সেই ব্যক্তিই মুক্তিপদরূপ তোমাতে দায়ভাক্ হয় ॥৯৭॥

অন্য দেহীর প্রতি প্রাণ, অর্থ, বুদ্ধি ও বাক্য দ্বারা দেহিগণের যে শ্রেয় আচরণ, তাহাই জন্মের সাফল্য। ইহার নামই উৎসাহের সহিত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করা ॥৯৮

দরিদ্রতাকে দুঃখ মনে করা উচিত নয়। ভগবান্ কহিলেন যে, যাহাকে আমি অনুগ্রহ করি. তাহার ধন আমি ক্রমে ক্রমে হরণ করি। কেননা তাহা হইলে কাযে কাযেই তাহার কপট বান্ধবগণ তাহাকে দুঃখদুঃখিত মনে করিয়া ত্যাগ করিবে। তাহার অসৎসঙ্গ ঘুচিয়া যাইবে ॥৯৯॥

বৈষ্ণবকর্ত্তব্যতার সংক্ষেপ। তিনি সেই অখিলাত্মা

শুদ্ধভক্তেষু সর্ব্বে সদ্‌গুণাঃ স্বভাবতঃ সন্তি। ভদ্রশ্রবা [৫।১৮।১২]

যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা
সর্বৈগুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্‌গুণা
মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ ॥১০১॥

ধৈর্য্যং। মৈত্রেয়ঃ বিদুরম্ [৩।২২।৩৭]

শারীরা মানসা দিব্যা বৈয়াসে যে চ মানুষাঃ।
ভৌতিকাশ্চ কথং ক্লেশা বাধেরন্ হরিসংশ্রয়ম্ ॥১০২

মনসঃ স্থৈর্য্যোপায়ঃ। কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্ [১১।২০।১৯]

ধার্য্যমাণং মনো যর্হি ভ্রাম্যদাশ্বনবস্থিতম্।
অতন্দ্রিতোহনুরোধেন মার্গেণাত্মবশং নয়েৎ ॥১০৩

কর্ম্মজ্ঞানাদিশূন্যভক্তিচেষ্টয়া সর্ব্বার্থলাভো ভবতি [১১।১৪।১৮]

বাধ্যমানোহপি মদ্ভক্তো বিষয়ৈরজিতেন্দ্রিয়ঃ।
প্রায়ঃ প্রগল্‌ভয়া ভক্ত্যা বিষয়ৈর্নাভিভূয়তে ॥১০৪॥

[১১।১৪।১৯]

যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবৈনাংসি কৃৎস্নশঃ ॥১০৫॥

[১১।১৪।২১-২৩]

ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুণাতি মন্নিষ্ঠা স্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥১০৬॥
ধর্ম্মঃ সত্যাদয়োপেতো বিদ্যা বা তপসান্বিতা।
মদ্ভক্ত্যাপেতমাত্মানং ন চ সম্যক্ পুনাতি হি ॥১০৭
কথং বিনা রোমহর্ষং দ্রবতা চেতসা বিনা।
বিনানন্দাশ্রুকলয়া শুদ্ধেদ্ভক্ত্যা বিনাশয়ঃ ॥১০৮॥

কৃষ্ণে অচলা ভক্তি, কৃষ্ণভক্তে সৌহার্দ এবং সর্ব্বভূতে শ্রেষ্ঠা দয়া পাইবার বর যাচঞা করিলেন ॥১০০॥

পৃথক্ পৃথক্ সদ্‌গুণ-শিক্ষার চেষ্টার প্রয়োজন নাই। শুদ্ধভক্তি হইলেই অন্য সকল তটস্থ সদ্‌গুণ উদিত হয়। প্রহলাদ কহিলেন, যাঁহার কৃষ্ণে অকিঞ্চনা ভক্তি হয়, সকল সদ্‌গুণ ও দেববর্গ তাঁহার শরীরকে শোভা করেন। মনোরথের সহিত যাহারা বহির্বিষয়ে ধাবমান, তাহাদের বহু চেষ্টা করিলেও সদ্‌গুণসকল কিরূপে হইবে ॥১০১॥

ধৈর্য্য বৈষ্ণবের একটী প্রধান গুণ, শারীর, মানস ও দিব্য এবং মনুষ্যদিগের ভৌতিক যে সকল ক্লেশ হয়, তাঁহার হরিসংশ্রিত ব্যক্তিকে কখনই বাধা দিতে পারে না ॥১০২॥

মনকে স্থির করিলে ভক্তি দৃঢ় হয়। ধার্য্যমান মন আশুভ্রামিত হইয়া স্থির হয় না। সাবধানে অনুরোধ মার্গে তাহাকে আত্মবশ করিবে। অশ্বারোহী ব্যক্তি অশ্বের ইচ্ছানুরোধে কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইয়া যেরূপ তাহাকে কৌশলে ফিরাইয়া লয়, সেইরূপ কামধাবিত মনকে একটু ধর্ম্মসম্মত প্রশ্রয় দিয়া ক্রমে কৃষ্ণভক্তিতে প্রতিনিবৃত্ত করিতে হয়, এই কৌশলটী সর্ব্বদা মনে রাখা আবশ্যক ॥১০৩॥

ভক্ত্যাশ্রিত ব্যক্তির পূর্ব্বাভ্যস্ত অজিতেন্দ্রিয় মন কিছুদিন বিষয়ে থাকিতে বাধ্য হয়। ভক্তি অনুশীলন করিতে করিতে ভক্তি প্রাগল্‌ভ্য যত বৃদ্ধি হয়, ততই অজিতেন্দ্রিয় ব্যক্তি ভক্তিপ্রবলতাক্রমে বিষয়ে অভিভূত হন না। তবে যে কেহ কেহ পতন হয়, সে কেবল কপটতার ফল ॥১০৪॥

সুসমৃদ্ধ অগ্নি যেরূপ কাষ্ঠসকলকে ভস্মসাৎ করে, সেইরূপ মদ্বিষয়া ভক্তি সমস্ত পাপকে মূলের সহিত দগ্ধ করিয়া ফেলে ॥১০৫॥

ভক্তি অনন্য হইলে সাধুদিগের প্রিয় আমি লব্ধ হই। মন্নিষ্ঠা ভক্তি চণ্ডালগণকে জাতিদোষ হইতে পবিত্র করেন ॥১০৬॥

আমাতে ভক্তিহীন ব্যক্তির আত্মাকে ধর্ম্ম, সত্যাদি বা তপস্যান্বিত বিদ্যা সম্যক্ পবিত্র করিতে পারে না ॥১০৭॥

দ্রবচ্চিত্ত আনন্দাশ্রুকলাযুক্তা শুদ্ধাভক্তি বিনা আশয় কিরূপে শুদ্ধ হইবে ॥১০৮॥

(ক্রমশঃ)

◆

শ্রীহরিনামই 'সাধ্য-সাধন'-তত্ত্বাববোধক

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

পরম করুণাময় কলিযুগপাবনাবতারী শ্রীভগবান্ গৌরহরি কলিপ্রপীড়িত মায়াবদ্ধ জীব আমাদের কলিভয়—কলিকলুষবিনাশের সকল উপায়ই বলিয়া দিয়া গিয়াছেন, শুধু মুখে বলা নয়, নিজ আদর্শ আচরণদ্বারা শিক্ষা দিয়াও গিয়াছেন। স্বয়ং ভগবান্—ব্রজের ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ—মূল বিষয়বিগ্রহ—আজ নিজ আশ্রয়বিগ্রহ-শিরোমণি—স্বরূপশক্তি হ্লাদিনী—শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনীর ভাবে বিভাবিত হইয়া নিজনাম নিজেই কীর্ত্তন করিয়া চোখের জলে বুক ভাসাইয়াছেন। তাঁহার সেই অপূর্ব্ব ভজনাদর্শ তাঁহারই নিজজনগণ গ্রন্থাদির মাধ্যমে আমাদিগকে জানাইতেছেন। তাঁহারই অভিন্নপ্রকাশবিগ্রহ—শ্রীশ্রীবলদেব-নিত্যানন্দপ্রভুর 'শেষভৃত্য' বলিয়া আত্মপরিচয়প্রদানকারী—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবত গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"শ্রীমন্মহাপ্রভু যে সময়ে বিদ্যাবিলাসচ্ছলে পূর্ব্ববঙ্গে শুভবিজয় করতঃ পদ্মানদী ও তত্তটবর্ত্তী গ্রামসমূহ স্বীয় পদাঙ্কপূত করিয়া পশ্চিমবঙ্গস্থ স্বীয় আবির্ভাবক্ষেত্র শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়াপুরে প্রত্যাবর্ত্তনের সঙ্কল্প করিয়াছেন, সেই সময়ে শ্রীল তপনমিশ্র নামক একজন পরমসুকৃতিসম্পন্ন—অতি সারগ্রাহী ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর পাদপদ্মে আসিয়া শরণাপন্ন হইলেন। ব্রাহ্মণ প্রকৃত সাধ্য ও সাধন-তত্ত্ব নিরূপণ করিতে পারিতেছেন না, তদঞ্চলে এমন কোন উপযুক্ত ব্যক্তি পাইতেছেন না, যিনি সাত্বতশাস্ত্রসিদ্ধান্তসম্মত যথোপযুক্ত তত্ত্ব নির্দ্দেশ করতঃ তাঁহার সংশয় নিরাকরণ করিতে পারেন। তিনি দিবারাত্র নিজ ইষ্টমন্ত্র জপ করেন বটে, কিন্তু সাধনাঙ্গ-জ্ঞান ব্যতীত চিত্তে কোন মতেই স্বস্তিলাভ করিতে পারিতেছেন না।

"নিজইষ্টমন্ত্র সদা জপে রাত্রিদিনে।
সোয়াস্তি নাহিক চিত্তে সাধনাঙ্গ বিনে॥"
—চৈঃ ভাঃ আ ১৪।১১৮

ব্রাহ্মণ এইপ্রকার অস্থিরচিত্তে কালাতিপাত করিতেছেন, এমন সময় একদিন রাত্রিশেষে নিজসৌভাগ্যবশতঃ একটি সুস্বপ্ন দেখিলেন যে—এক দিব্যপুরুষ মূর্ত্তিমান্ হইয়া তাঁহার সম্মুখে আগমনপূর্ব্বক এই গূঢ় রহস্য জ্ঞাপন করিলেন—

"শুন শুন ওহে দ্বিজ পরম সুধীর।
চিন্তা না করিহ আর, মন কর স্থির॥
নিমাই-পণ্ডিতপাশ করহ গমন।
তেঁহো কহিবেন তোমা সাধ্য-সাধন॥
মনুষ্য নহেন তেঁহো—নর-নারায়ণ।
নররূপে লীলা তাঁর জগৎকারণ॥
বেদ-গোপ্য এসকল না কহিবে কা'রে।
কহিলে পাইবে দুঃখ জন্ম-জন্মান্তরে॥"
—চৈঃ ভাঃ আ ১৪।১২১-১২৪

মিশ্রবর অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া ভগবৎপাদপদ্মে তাঁহার মনোহভীষ্ট জ্ঞাপন করিয়াছেন, তাই ভক্তবৎসল বাঞ্ছাকল্পতরু শ্রীভগবান্ বিপ্রের মনোবাঞ্ছা পূরণ করিবার জন্য স্বপ্নে এক দিব্যপুরুষরূপে দর্শন দিয়া মহাপ্রভুকেই তাঁহার সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব নিরূপক বলিয়া জানাইলেন। সাধারণ মনুষ্যজ্ঞানে পাছে তাঁহাতে মর্ত্ত্যবুদ্ধি আসিয়া না যায় এবং তাঁহার বাক্য নিঃসংশয়িতভাবে সচ্ছাস্ত্র-প্রমাণসম্মত বলিয়া প্রতীতি না হয়, তজ্জন্য তাঁহার তত্ত্বও জানাইয়া দিলেন—তিনি নরাকৃতি পরংব্রহ্ম পরাৎপর তত্ত্ব, কেবল জগদুদ্ধারার্থ তাঁহার নরলীলা প্রকটন। বিশেষতঃ কলিযুগে ত' তিনি 'ছন্ন'—শ্রীরাধার ভাবকান্তি লইয়া নিজকৃষ্ণবর্ণ গোপন করিয়াছেন—নিজেকে সাধক বলিয়া প্রচার করিয়াছেন। বস্তুতঃ তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট তিনি আর আত্মগোপন করিতে পারেন নাই, তাঁহারা তাঁহার 'অন্তঃকৃষ্ণঃ, বহির্গৌরঃ' স্বরূপ ধরিয়া ফেলিয়াছেন।

দিব্যপুরুষ স্বপ্ন দিয়া অন্তর্হিত হইলে মিশ্রবর চেতন পাইয়া সুস্বপ্নের বৃত্তান্ত স্মরণ করিতে করিতে শ্রীভগবানের অহৈতুকী কৃপা-স্মরণে সহর্ষে অশ্রুবিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন এবং স্বীয় অসামান্য সৌভাগ্য স্মরণ করিয়া করুণাময় মহাপ্রভুর পাদপদ্ম ধ্যান করিতে করিতে তখনই মহাপ্রভুর চরণান্তিকে ছুটিয়া চলিলেন। গঙ্গাতটে যেখানে মহাপ্রভু নিজ-

শিষ্যগণ পরিবৃত হইয়া পরমমনোহর মূর্ত্তিতে বসিয়া আছেন, সেখানে মহাপ্রভুর শ্রীপাদপদ্মে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইয়া বিপ্রবর সর্ব্বসমক্ষে করযোড়ে দণ্ডায়মান হইলেন এবং 'আমি অতি দীনহীনজন। কৃপাদৃষ্ট্যে কর মোর সংসার-মোচন ॥ সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব কিছুই না জানি। কৃপা করি' আমা প্রতি কহিবা আপনি ॥ বিষয়াদি সুখ মোর চিত্তে নাহি ভায়। কিসে জুড়াইবে প্রাণ কহ দয়াময় ॥' বলিয়া কাকুক্তি ও কৃপাভিক্ষা করিতে লাগিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু মিশ্রবরের কৃষ্ণভজনেচ্ছারূপ সৌভাগ্যের প্রচুর প্রশংসা করিয়া কহিতে লাগিলেন—

'বিপ্রবর, ভগবদ্ভজন বড়ই দুর্গম ব্যাপার। স্বয়ং ভগবান্ই দুষ্টের দলন, শিষ্টের পালন এবং যুগধর্ম্ম সংস্থাপনার্থ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন (গীঃ ৪।৮) এবং সত্যে তিনি শুক্লবর্ণ, ধ্যানদ্বারা তাঁহার আরাধনা; ত্রেতায় রক্তবর্ণ, যজ্ঞদ্বারা তাঁহার আরাধনা, দ্বাপরে কৃষ্ণবর্ণ, অর্চ্চন-দ্বারা তাঁহার আরাধনা এবং কলিযুগে তিনি পীতবর্ণ, সঙ্কীর্ত্তন-যজ্ঞদ্বারা তাঁহার আরাধনা হইয়া থাকে (ভাঃ ১০।৮।১৩ ও ১২।৩।৫-৬)। এইরূপে চারিযুগে তাঁহার চারিভাবে (ধ্যান, যজ্ঞ, অর্চ্চন ও নামসংকীর্ত্তন) আরাধনার ব্যবস্থা জীবের যোগ্যতানুসারে শাস্ত্রে ব্যবস্থিত হইয়াছে। সত্যে তপঃ, শৌচ, দয়া ও সত্য—এই চতুষ্পাদধর্ম্ম পরিপূর্ণরূপে ছিল, তজ্জন্য অচঞ্চল চিত্তে ধ্যান সম্ভব হইত। ত্রেতায় তপস্যা কমিয়া গেলে যজ্ঞদ্বারা তাঁহার আরাধনা হইতে লাগিল। তখন যজ্ঞকর্ম্মনিপুণ শুদ্ধ পবিত্রচিত্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া যাইত, দুগ্ধঘৃতাদি যজ্ঞীয় দ্রব্যও শুদ্ধভাবে মিলিত, যজমানও সস্ত্রীক পবিত্রচিত্ত ছিলেন, এজন্য তৎকালে যজ্ঞাদি কর্ম্মও সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠিত হইত। দ্বাপরে তপঃ শৌচ—এই দ্বিপাদধর্ম্ম কমিয়া গেলে অর্চ্চনমার্গে ভগবানের আরাধনা হইত। শ্রীভগবানের অর্চ্চনীয় মূর্ত্তিতে সচ্চিদানন্দবিগ্রহবুদ্ধি, দ্রব্যশুদ্ধি ও অর্চ্চকের ভূতশুদ্ধ্যাদি বিচার সুষ্ঠু থাকায় অর্চ্চনমার্গের আরাধনাও সুফলপ্রদ হইত। কিন্তু কলিতে সত্য নামক একপাদধর্ম্ম অবস্থিত, তাহাও সর্ব্বদা কলিদ্বারা আক্রান্ত। তথাপি সর্ব্বশাস্ত্রসার শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—কলি নানা দোষের আকর হইলেও ইহার একটি মহৎ গুণ আছে যে, জীব কৃষ্ণকীর্ত্তনপ্রভাবে অর্থাৎ কৃষ্ণ ও কার্ষ্ণের বা তদীয়ের অর্থাৎ তন্নিজজনের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির অনুশীলন-প্রভাবে অন্যাভিলাষবর্জ্জিত এবং জ্ঞান-কর্ম্মযোগাদি অনাবৃত হইয়া অর্থাৎ জ্ঞানের মুমুক্ষা, কর্ম্মের বুভুক্ষা ও যোগের সিদ্ধ্যাদি লাভেচ্ছা রূপ আবরণ মুক্ত হইয়া পরমপুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেম লাভের সৌভাগ্য প্রাপ্ত হন। [এই শ্লোকের 'মুক্তবন্ধঃ পরং ব্রজেৎ' বাক্যের অর্থ শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার 'অনুভাষ্যে' এইরূপ করিয়াছেন—'মুক্তসঙ্গঃ' অর্থাৎ অন্যাভিলাষবর্জ্জিতঃ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতঃ চ সন্ 'পরং' পরমপুরুষার্থং কৃষ্ণপ্রেম, 'ব্রজেৎ' লভেৎ।' মুক্তবন্ধঃ শব্দের পাঠান্তর 'মুক্তসঙ্গঃ'।]" (ভাঃ ১২।৩।৫১) ইহার পরবর্ত্তী ৫২তম শ্লোকেও কথিত হইয়াছে—"সত্যযুগে বিষ্ণুকে ধ্যান করিয়া, ত্রেতাযুগে যজ্ঞদ্বারা যজন করিয়া এবং দ্বাপরযুগে অর্চ্চনাদি করিয়া যে ফল লাভ হইত, কলিকালে হরিকীর্ত্তন হইতে সে সব ফলই লাভ হয়।"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও (৬।২।১৭ শ্লোকে) ঐরূপই কথিত হইয়াছে।

অবশ্য 'পরং ব্রজেৎ' শব্দে 'পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন', এইরূপ অর্থও হয়। শ্রীল চক্রবর্ত্তী ঠাকুর উক্ত ১২।৩।৫১ শ্লোকের টীকায় লিখিতেছেন—ইদানীং কলির সর্ব্বযুগশ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইতেছে। কলি সর্ব্বদোষের আকর হইলেও একজন রাজা যেমন সমস্ত দস্যু হত্যা করিয়া রাজ্যে শান্তি স্থাপন করেন, তদ্রূপ সর্ব্বযুগের রাজা এই কলি কৃষ্ণকীর্ত্তনপ্রভাবে সর্ব্বদোষকে বিনাশ করিয়া পরং অর্থাৎ ধ্যানাদির প্রাপ্য সমস্ত বস্তু হইতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট পুরুষার্থ—অত্যন্ত দুর্লভ পঞ্চম পুরুষার্থ কৃষ্ণপ্রেমফল পর্য্যন্ত প্রদান করিয়া থাকেন। ইহাই এই কলির মহান্ গুণ। এইজন্যই এই কলিকে 'ধন্যকলি' বলা হয়। তাই শ্রীমন্মহাপ্রভু মিশ্রবরকে লক্ষ্য করিয়া কহিলেন—

"কলিযুগধর্ম্ম হয় নামসংকীর্ত্তন।
চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ ॥
'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥'
(ভাঃ ১২।৩।৫২)

অতএব কলিযুগে 'নামযজ্ঞ' সার ।
আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার ॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে ।
তাঁহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে ॥
শুন বিপ্র, কলিযুগে নাহি তপ-যজ্ঞ ।
যেই জন ভজে কৃষ্ণ, তাঁর মহাভাগ্য ॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ' গিয়া ।
কুটিনাটি পরিহরি' একান্ত হইয়া ॥
'সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল ।
হরিনাম-সংকীর্ত্তনে মিলিবে সকল ॥'
'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা ॥'
'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥'
এই শ্লোক নাম বলি' লয় মহামন্ত্র ।
ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র ॥
'সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে ।
সাধ্যসাধন-তত্ত্ব বুঝিবা সে তবে ॥'

—চৈঃ ভাঃ আ ১৪।১৩৭-১৪৭

শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়পার্ষদ "শ্রীরূপ-সনাতন-ভট্ট-রঘুনাথ-শ্রীজীব-গোপালভট্ট-দাস রঘুনাথ"—এই ষড়্ গোস্বামীর অন্যতম শ্রীমদ্ রঘুনাথ ভট্টগোস্বামিপাদের পরম ভাগ্যবান্ ভক্তপ্রবর পিতৃদেবই এই শ্রীল তপন মিশ্র গোস্বামিপাদ । ইঁহাকেই উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক ষোড়শ-সংখ্যক সম্বোধনান্ত 'হরি', 'কৃষ্ণ' ও 'রাম' নামকে 'মহামন্ত্র' বলিয়া প্রকাশপূর্ব্বক তাঁহাকেই সাধ্য-সাধন-তত্ত্বাববোধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন । কলিযুগে কৃষ্ণনামসংকীর্ত্তনই সাত্বতশাস্ত্রবিহিত যুগধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়ায় কৃষ্ণকীর্ত্তনবিহীন ধর্ম্মযাজনদ্বারা জীবের উদ্ধার লাভের কোন সম্ভাবনা নাই । মহাজননির্দ্দিষ্ট পথই অনুসরণীয় পথ । ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-কামী বুভুক্ষু কর্ম্মী, ব্রহ্মসাযুজ্যরূপ মুক্তিকামী মুমুক্ষু জ্ঞানী এবং পরমাত্মসাযুজ্যকামী সিদ্ধিলাভেচ্ছু যোগী প্রভৃতি সকলকেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী কৈতব বা কপটতাযুক্ত বলিয়াছেন । বিশেষতঃ নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্যকামী জ্ঞানী অপেক্ষাও সবিশেষ ঈশ্বর বা পরমাত্মসাযুজ্যরূপ মুক্তিকামী যোগীকে অত্যন্ত ধিক্কার দিয়াছেন—

'ব্রহ্মে, ঈশ্বরে সাযুজ্য দুই ত' প্রকার ।
ব্রহ্মসাযুজ্য হৈতে ঈশ্বর-সাযুজ্য ধিক্কার ॥'

—চৈঃ চঃ ম ৬।২৬৯

'সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধ মুক্তিমধ্যে ঐশ্বর্য্যমার্গীয় বিষ্ণূপাসক ভক্তের প্রথম চারিটী বৈকুণ্ঠপ্রাপিকা মুক্তি তত নিন্দনীয় নহে, যেহেতু তাহারা ভগবৎসেবার দ্বারস্বরূপ । তথাপি কৃষ্ণভক্ত এই মুক্তিচতুষ্টয়ও স্বীকার করেন না । কেননা তাঁহারা জন্মে জন্মে কৃষ্ণভক্তিকেই বাসনা করিয়া থাকেন । কিন্তু 'সাযুজ্য' শব্দ শুনিবামাত্র ভক্তের তাহাকে তুচ্ছ বলিয়া ঘৃণা ও ভক্তিবিরোধকারী অপরাধ বলিয়া ভয় হয় ।' (অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য) এইজন্য শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে কথিত হইয়াছে—

'সাযুজ্য শুনিতে ভক্তের হয় ঘৃণা-ভয় ।
নরক বাঞ্ছয়ে, তবু সাযুজ্য না লয় ॥'

(চৈঃ চঃ ম ৬।২৬৮)

ঈশ্বর-সাযুজ্য মুক্তিবাঞ্ছাকে ধিক্কার প্রদানের কারণ সম্বন্ধে ঠাকুর ভক্তিবিনোদ তাঁহার অমৃতপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—

'সাযুজ্য দুইপ্রকার—ব্রহ্মসাযুজ্য ও ঈশ্বর-সাযুজ্য । মায়াবাদি-বৈদান্তিকের মতে জীবের চরম ফল—ব্রহ্মসাযুজ্য ; পাতঞ্জল মতে—কৈবল্য-অবস্থায় ঈশ্বর-সাযুজ্য । এই দুই সাযুজ্যের মধ্যে ঈশ্বর-সাযুজ্যই অধিকতর ঘৃণার্হ । ব্রহ্মসাযুজ্যে নির্ব্বিশেষ জ্ঞানদ্বারা নির্ব্বিশেষ গতি-লাভ ; কিন্তু সবিশেষ ঈশ্বরকেই ধ্যান করিয়া যে কৈবল্যরূপ ঈশ্বর-সাযুজ্য লাভ হয়, তাহাই বাসনা-দোষে অতিরিক্ত পতনরূপ ফল । * * * ।'

শ্রীমন্মহাপ্রভু মিশ্রবরকে ঐসকল ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিবাঞ্ছাদি 'কুটিনাটি'—কাপট্য-নাট্য বা নিষিদ্ধাচার পরিত্যাগপূর্ব্বক ঐকান্তিকতার সহিত কৃষ্ণভজন করিতে বলিলেন । "হরিনাম মহামন্ত্র কীর্ত্তনরূপ অভিধেয় বা সাধনাঙ্গের অনুশীলন-দ্বারাই রতি বা ভাব ও প্রেমরূপ প্রয়োজনসিদ্ধির উদয় হইবে ।" মহাপ্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত শিক্ষামৃতপানে কৃতকৃতার্থ হইয়া মিশ্রবর বারংবার মহাপ্রভুর পাদপদ্মে প্রণতি জ্ঞাপন করিয়া তাঁহার সহিত শ্রীধাম নবদ্বীপ-মায়া-

পুরে গমন করিতে চাহিলে মহাপ্রভু তাঁহাকে শীঘ্র বারাণসী গমন করিতে বলিয়া কহিলেন—তথায় তাঁহার সহিত তাঁহার মিলন হইবে এবং তৎকালে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব আরও বিস্তারিতভাবে শুনিবার অবকাশ পাইবেন। ইহা বলিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে আলিঙ্গন করিলেন, ব্রাহ্মণ মহাপ্রভুর আলিঙ্গনলাভে প্রেমে পুলকিতাঙ্গ হইয়া নিজেকে অত্যন্ত কৃতকৃতার্থ জ্ঞান করিতে লাগিলেন। বিদায়কালে ব্রাহ্মণ তাঁহার পূর্ব্বদৃষ্ট স্বপ্নবৃত্তান্ত মহাপ্রভুকে নিভৃতে কহিলেন। মহাপ্রভু তাঁহার স্বপ্নবৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে বিশেষভাবে নিষেধ করিয়া শুভক্ষণে নবদ্বীপে যাত্রা করিলেন।

পূর্ব্বোক্ত ১৪৫-১৪৬ সংখ্যক পয়ারের বিবৃতিতে পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ লিখিয়াছেন—

“এই শ্লোকের বিষয় যে বত্রিশ অক্ষরাত্মক ষোলটি নাম, তাহা সমস্তই সম্বোধনের পদ,—ইহাই মহামন্ত্র। পাঞ্চরাত্রিক বিধানমতে এই মহামন্ত্রের উচ্চকীর্ত্তন এবং জপ, উভয়বিধ অনুশীলনই বিহিত। যিনি এই মহামন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করেন, তাঁহারই হৃদয়ে উচ্চকীর্ত্তনপ্রভাবে কৃষ্ণপ্রীতি-বাসনাঙ্কুর উদ্গত হয় এবং ক্রমশঃ শ্রীনামপ্রভুর কৃপায় তিনি অচিরেই সাধ্য-সাধন-তত্ত্বে পারদর্শী হন।”

শ্রীমন্মহাপ্রভু মিশ্রবরকে তাৎকালিক তত্ত্ববিরোধপূর্ণ কাশীধামে পাঠাইবার গূঢ় উদ্দেশ্য সম্বন্ধে শ্রীল প্রভুপাদ জানাইয়াছেন—

“বারাণসীতে জ্ঞানকাণ্ডাশ্রিত ভগবন্নামকীর্ত্তন-বিরোধী বহুসংখ্যক মায়াবাদীর বাস ছিল। তপন মিশ্র তথায় গিয়া পরবর্ত্তিকালে প্রভুর নিকট নিত্য সাধ্যসাধনতত্ত্বশ্রবণার্থ জিজ্ঞাসা করিলে তাঁহার সেই প্রশ্নজিজ্ঞাসার ফলে প্রভুর শ্রীমুখনিঃসৃত সাধ্যসাধন-তত্ত্ববিষয়ক সুসিদ্ধান্তপূর্ণ মীমাংসা-বাণীর শ্রবণ-প্রভাবে মুমুক্ষুগণের মুমুক্ষা হইতে পরিত্রাণ ও নিষ্কপট ভগবদ্ভজনে সুযোগ লাভ ঘটিবে জানিয়াই নিজভক্ত তপন মিশ্রকে কাশীবাসের নিমিত্ত প্রভুর এইরূপ আজ্ঞা প্রদান।” —চৈঃ ভাঃ আ ১৫।১৪৯

শ্রীমন্মহাপ্রভু পরবর্ত্তিকালে কাশীধামে শ্রীল চন্দ্রশেখর বৈদ্যভবনে অবস্থিতি ও শ্রীল তপন মিশ্রগৃহে ভিক্ষা নির্ব্বাহকালে শ্রীল সনাতন গোস্বামিপ্রভু মহাপ্রভুর পদান্তিকে মিলিত হন। তাঁহাকে উপলক্ষ্য করিয়া মহাপ্রভু যে কাশীদশাশ্বমেধঘাটে এবং শ্রীল রূপ গোস্বামিপাদকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রয়াগদশাশ্বমেধ ঘাটে যে সম্বন্ধাভিধেয়-প্রয়োজনতত্ত্বাত্মক সাধ্যসাধনতত্ত্ব উপদেশ করেন, ইহা শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে মধ্য ১৯শ হইতে ২৫শ পরিচ্ছেদে বর্ণিত হইয়াছে। আবার ঐ চরিতামৃত মধ্য ৮ম পরিচ্ছেদে গোদাবরীতটে নিজে শ্রোতা সাজিয়া শ্রীল রায় রামানন্দ-মুখমাধ্যমে সাধ্য-সাধনতত্ত্বের পরমগূঢ় রহস্য ব্যক্ত করিয়াছেন। এই সকল তত্ত্বকেই শ্রীমন্মহাপ্রভু নামসংকীর্ত্তনসাধ্য বলিয়াছেন। নামকৃপা ব্যতীত ঐসকল গূঢ়তত্ত্বে কখনও কাহারও প্রবেশাধিকার লাভ হয় না। সাধ্য-সাধনতত্ত্বের ‘নাম’ই সাধন এবং ‘নাম’ই সাধ্যবস্তুর নিগূঢ় স্বরূপপ্রকাশক।

যজুর্ব্বেদীয় ‘কলিসন্তরণ’ উপনিষদে মহামন্ত্রের মাহাত্ম্য এইরূপ কথিত হইয়াছে—

‘হরিঃ ওঁ ॥ দ্বাপরান্তে নারদো ব্রহ্মাণং জগাম। কথং ভগবন্ গাং পর্য্যটন্ কলিং সন্তরেয়মিতি। স হোবাচ ব্রহ্মন্ সাধু পৃষ্টোহস্মি সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যংতচ্ছৃণু যেন কলিসংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণমাত্রেণ নির্দ্ধূত-কলির্ভবতি। নারদঃ পুনঃ পপ্রচ্ছ। তন্নাম কিমিতি? স হোবাচ হিরণ্যগর্ভঃ—‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ॥’ ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥ ইতি ষোড়শকলাবৃতস্য জীবস্য আবরণবিনাশনম্। ততঃ প্রকাশতে পরব্রহ্ম মেঘাপায়ে রবিরশ্মিমণ্ডলো বেতি। পুনর্নারদঃ পপ্রচ্ছ। ভগবন্! কোহস্য বিধিরিতি? স হোবাচ নাস্য বিধিরিতি। সর্ব্বদা শুচিরশুচির্বা পঠন্ ব্রহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং সরূপতাং সাযুজ্যতামেতি।”

হরিঃ ওঁ। দ্বাপরযুগের শেষভাগে (শ্রীভগবানের ভক্ত-অবতার) নারদ (পিতা) ব্রহ্মার নিকট গিয়া (তাঁহাকে প্রণাম করতঃ) কহিলেন—‘হে ভগবন্! পৃথিবীপর্য্যটনকারী আমি, কলি সন্তরণে কি প্রকারে সমর্থ হইব?’ (পুত্রের বাক্য শ্রবণ করিয়া) ব্রহ্মা কহিলেন—হে পুত্র! তুমি অতি উত্তম প্রশ্ন করিয়াছ। সমগ্র বেদের যে গুপ্ত রহস্য, যদ্দ্বারা তুমি কলিরূপ

সংসার হইতে অনায়াসে উত্তীর্ণ হইতে পারিবে, আমি তাহা তোমাকে বলিতেছি, তুমি শ্রবণ কর। আদিপুরুষ শ্রীভগবান্ নারায়ণের (কৃষ্ণের) নামোচ্চারণমাত্রেই কলি নির্ধূত (দূরীকৃত বা বিকম্পিত) হইবে। নারদজী পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রভো ! সে নাম কিপ্রকার ? তদুত্তরে ব্রহ্মা কহিলেন—‘হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ৷৷’—এই প্রকার ষোলটি নামাত্মক মহামন্ত্রই কলিকলুষবিনাশক। সমগ্র বেদে ইহা ব্যতীত অন্য কোন শ্রেষ্ঠ উপায় দৃষ্ট হয় না। এই মহামন্ত্রই ষোড়শকলাবৃত অর্থাৎ পঞ্চমহাভূত ও একাদশ ইন্দ্রিয়াবরণে আবৃত জীবের আবরণ বিনষ্ট করিয়া দেন অর্থাৎ জীব শুদ্ধস্বরূপ সংপ্রাপ্ত হন। তখন পরব্রহ্ম মেঘমুক্ত রবিরশ্মিমণ্ডলের ন্যায় জীবের নিকট প্রতিভাত হন। শ্রীনারদ পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—হে ভগবন্ ! এই মহামন্ত্র জপের বিধি কিপ্রকার ? তচ্ছ্রবণে ব্রহ্মা কহিলেন—ইহার কোনই বিধি নাই। এই মহামন্ত্র শুচি বা অশুচি যে কোন অবস্থায় স্পষ্ট উচ্চারণকারি ব্যক্তির ব্রহ্মের সহিত সার্ষ্টি, সালোক্য, সামীপ্য, সারূপ্য, সাযুজ্য মুক্তি আনুষঙ্গিকভাবে অনায়াসলভ্য হইয়া থাকে। [অবশ্য কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণপ্রেম ব্যতীত ঐসকল মুক্তির কোনটিকেও স্বীকার করেন না। সাযুজ্যকে ত’ কৃষ্ণভক্ত ঘৃণাই করেন, পরন্তু ঐশ্বর্য্যমার্গীয় নারায়ণভক্তও অন্যান্য মুক্তিচতুষ্টয় স্বীকার করিলেও সাযুজ্যমুক্তি কখনই স্বীকার করেন না।]

আমাদের শ্রীধাম বৃন্দাবনবাসী সতীর্থ শ্রীল পুরুষোত্তমদাস প্রভু শ্রীগোপীনাথঘেরা হইতে ‘শ্রীস্তবরত্ননিধি’ নামক একখানি গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। উহার শেষভাগে ‘জ্ঞানামৃতসার’ ও ‘রাধাতন্ত্র’ প্রভৃতি গ্রন্থের বচন উদ্ধার করিয়া দেখাইয়াছেন—অগ্রে মহামন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত শ্রীগোপালমন্ত্রাদির দীক্ষা নিষ্ফল হইয়া যায়। সদ্গুরুচরণে দীক্ষার্থী ব্যক্তি প্রথমে শ্রীগুরুমুখে মহামন্ত্র শ্রবণ করিয়া পরে শ্রীগোপালমন্ত্রাদি দীক্ষা গ্রহণ করিবেন।

‘জ্ঞানামৃতসার’ গ্রন্থে কথিত হইয়াছে—

‘শিষ্যাস্যোদঙ্মুখস্থস্য হরের্নামানি ষোড়শ।
সংশ্রাব্যৈব ততো দদ্যান্মন্ত্রং ত্রৈলোক্যমঙ্গলম্ ৷৷’

অর্থাৎ ‘শ্রীগুরুদেব উত্তরাভিমুখে উপবিষ্ট শিষ্যের দক্ষিণ কর্ণে অগ্রে শ্রীহরির বত্রিশাক্ষরাত্মক ষোড়শনাম শ্রবণ করাইয়া পরে ত্রৈলোক্যমঙ্গলকারক শ্রীগোপালমন্ত্রদীক্ষা প্রদান করিবেন।’

শ্রীরাধাতন্ত্র-বাক্য এইরূপ—

“শৃণু মাতর্মহামায়ে বিশ্ববীজস্বরূপিণি !।
হরিনাম্নো মহামায়ে ! ক্রমং বদ সুরেশ্বরি ! ৷৷
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে ৷৷
দ্বাত্রিংশদক্ষরাণ্যেব কলৌ নামানি সর্ব্বদম্।
এতন্মন্ত্রং সুতশ্রেষ্ঠ ! প্রথমং শৃণুয়ান্নরঃ ৷৷
হরিনাম্না বিনা পুত্র দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ।
গুরুদেবমুখাচ্ছ্রুত্বা হরিনাম পরাক্ষরম্ ৷৷
ব্রাহ্মণ-ক্ষত্র-বিট্-শূদ্রাঃ শ্রুত্বা নাম পরাক্ষরম্।
দীক্ষাং কুর্য্যুঃ সুতশ্রেষ্ঠ ! মহাবিদ্যাসু সুন্দর !।”

শ্রীরাধাতন্ত্রে ভক্ত দেবীর নিকট জিজ্ঞাসা করিতেছেন—হে বিশ্ববীজস্বরূপিণি ! সুরেশ্বরি ! মহামায়ে ! মাতঃ ! আমার প্রার্থনা শ্রবণ করুন। কৃপাপূর্ব্বক আমাকে মহামন্ত্রের ক্রম বলিয়া দিউন।

তচ্ছ্রবণে দেবী কহিলেন—হে পুত্রশ্রেষ্ঠ তুমি মহাবিদ্যালব্ধজ্ঞানে মনোহর, ‘হরে কৃষ্ণ’ ইত্যাদি দ্বাত্রিংশদক্ষরাত্মক ষোল নামই কলিযুগে সর্ব্বসিদ্ধিপ্রদ মহামন্ত্র বলিয়া কথিত। প্রত্যেক নিঃশ্রেয়সার্থী মানব সর্ব্বপ্রথম শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখনিঃসৃত এই মহামন্ত্র নাম শ্রবণ করিবেন। ‘হরে কৃষ্ণ’ ইত্যাদি শ্রীহরিনামাত্মক মহামন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ ব্যতীত শ্রীগোপালমন্ত্রাদি দীক্ষা নিষ্ফলা হইয়া যায়। তজ্জন্য ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র—এই চারিবর্ণের ব্যক্তিগণকে সর্ব্বপ্রথমে শ্রীগুরুদেবের শ্রীমুখ হইতে এই পরাক্ষর মহামন্ত্র শ্রবণ করিয়া অর্থাৎ মহামন্ত্র দীক্ষালাভ করিয়া পরে শ্রীগোপালমন্ত্রাদির দীক্ষা গ্রহণ করিতে হইবে।”

পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ প্রভৃতি বহু শাস্ত্রে শ্রীহরিনামের মাহাত্ম্য প্রচুর পরিমাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

* * *

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ৯ম সংখ্যা ১৮৬ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে মাঘী শুক্লা-ত্রয়োদশীতে রাঢ়দেশে একচক্রাধামে শ্রীহাড়াইপণ্ডিত ও পদ্মাবতীদেবীকে বাৎসল্যরসের সেবা প্রদান করতঃ শ্রীবলদেবাভিন্ন শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু অবতীর্ণ হইলেন। নবদ্বীপে শ্রীমায়াপুরে শ্রীশচী-শ্রীজগন্নাথ মিশ্রের আটটী কন্যা পরপর অন্তর্ধান লীলা প্রকট করিলে শ্রীনিত্যানন্দাভিন্নস্বরূপ শ্রীবিশ্বরূপের আবির্ভাব হইল। তৎপরে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় চন্দ্রগ্রহণচ্ছলে নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে শ্রীকৃষ্ণ-সংকীর্ত্তনের সহিত সঙ্কীর্ত্তনপিতা অবতারী শ্রীগৌরচন্দ্র উদিত হইলেন। শ্রীগৌরচন্দ্রের আবির্ভাবের পর শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর অনুমতি লইয়া তাঁহার ভার্য্যা শ্রীসীতাদেবী শান্তিপুর হইতে নবদ্বীপ-শ্রীমায়াপুরে উপহার লইয়া বালক-শিরোমণি গৌর-গোপালকে দর্শনের জন্য আসেন এবং ধান্য-দূর্ব্বাদি শিরে দিয়া আশীর্ব্বাদ করেন।

অদ্বৈত-আচার্য্য-ভার্য্যা, জগৎপূজিতা আর্য্যা,
নাম তাঁর 'সীতাঠাকুরাণী'।
আচার্য্যের আজ্ঞা পাঞা, গেলা উপহার লঞা,
দেখিতে বালক শিরোমণি ॥

—চৈঃ চঃ আ ১৩।১১১

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নবদ্বীপ শ্রীমায়াপুরে সংস্কৃত টোল সংস্থাপন করিয়া শাস্ত্রানুশীলন লীলা প্রকট করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীবিশ্বরূপ প্রত্যহ প্রাতে গঙ্গাস্নান করিয়া অদ্বৈতসভায় শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিতে যাইতেন। তথায় শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভুর স্বাভীষ্ট দেবতার পূজাকালে শ্রীবিশ্বরূপ সভায় উপস্থিত ভক্তবৃন্দকে সর্ব্বশাস্ত্রের তাৎপর্য্য যে কৃষ্ণভক্তি, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। তাঁহার শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণে অত্যন্ত প্রীত হইয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তাঁহার ইষ্টদেবতার পূজা ছাড়িয়া আসিয়া তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতেন। 'সংসার অনিত্য এবং মনুষ্যজন্মের একমাত্র কৃত্য কৃষ্ণভজন',—এইরূপ বিচার করিয়া বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগের সঙ্কল্প গ্রহণ করিলেন। বালক নিমাই মাতার দ্বারা প্রেরিত হইয়া প্রত্যহ অগ্রজ বিশ্বরূপকে ভোজনের জন্য লইতে আসিতেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নিমাইয়ের অপূর্ব্ব রূপ দর্শন করিয়া মোহিত হইতেন, কিন্তু বুঝিতে পারিতেন না যে, ইনিই তাঁহার আরাধ্য পরতমতত্ত্ব ইষ্টদেব। পিতামাতা বিবাহের আয়োজন করিতেছেন দেখিয়া বিশ্বরূপ সংসার ত্যাগ করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলেন এবং শ্রীশঙ্করারণ্য নামে খ্যাত হইলেন। শ্রীশচী-জগন্নাথ এবং ভক্তগণ বিশ্বরূপের বিরহে ক্রন্দন করিতে থাকিলে শ্রীঅদ্বৈতপ্রভুও বিরহে কাতর হইলেও 'শীঘ্রই কৃষ্ণচন্দ্র প্রকটিত হইবেন এবং ভক্তগণের দুঃখ দূর করিবেন'—এই কথা বলিয়া সকলকে সান্ত্বনা প্রদান করিতেন।

শ্রীবিশ্বরূপ গৃহ ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শ্রীশচী-জগন্নাথ ভীত হইয়া নিমাইয়ের পাঠ বন্ধ করিয়া দিলেন। পরে নিমাইর দত্তাত্রেয়ভাবে কথিত মধুর বাণী শ্রবণ ও শিক্ষা লাভ করিয়া পুনরায় নিমাইকে তাঁহারা পাঠে নিযুক্ত করিলেন। উপনয়ন সংস্কারের পর নিমাই বিদ্যারসে নিমগ্ন হইলে শ্রীজগন্নাথ মিশ্র অন্তর্ধান করিলেন। ক্রমশঃ শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু তীর্থ পর্য্যটনান্তে নবদ্বীপে আসিয়া গৌরসুন্দরের সহিত মিলিত হইলেন। বিদ্যাবিলাসী শ্রীগৌরসুন্দরের সহিত বল্লভতনয়া শ্রীলক্ষ্মীদেবীর শুভবিবাহলীলা সম্পাদিত হইল। তৎকালে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য নবদ্বীপে মায়াপুর নিজভবনে শাস্ত্রালোচনা ও কৃষ্ণকথা কীর্ত্তন করিতেন। বৈষ্ণবগণের প্রিয় সুকণ্ঠ কীর্ত্তনীয়া শ্রীমুকুন্দের কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রবণ করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য এবং বৈষ্ণবগণ সকলেই পরমোল্লসিত

শ্রীঅদ্বৈতবট— শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রভু তীর্থ পর্য্যটনকালে বৃন্দাবনে 'শ্রীমদনগোপালের' সেবা প্রাপ্ত হন। বৃন্দাবনে যে বটবৃক্ষের নিম্নে অদ্বৈতপ্রভু অবস্থান করিয়াছিলেন, তাহা 'অদ্বৈতবট' নামে প্রসিদ্ধ হয়। শ্রীমদনমোহন মন্দির—দ্বাদশাদিত্যটিলার নিকটবর্ত্তী অদ্বৈতবট।

"যে বটবৃক্ষের তলে অদ্বৈতের স্থিতি।
সর্ব্বত্র হইল সে 'অদ্বৈতবট' খ্যাতি ॥"

— ভক্তিরত্নাকর ৫।২০৯১

হইতেন। ইতোমধ্যে একদিন শ্রীল ঈশ্বরপুরীপাদ নবদ্বীপে আসিয়া অদ্বৈতভবনে উপস্থিত হইলেন। অদ্বৈতাচার্য্য ঈশ্বরপুরীর অপূর্ব্ব তেজ দেখিয়া তাঁহাকে বৈষ্ণব সন্ন্যাসী বলিয়া জানিতে পারিলেন। পরে অবশ্য ঈশ্বরপুরীপাদের সহিত গৌরাঙ্গ মহাপ্রভুর মিলন হইল।

হেনকালে নবদ্বীপে শ্রীঈশ্বরপুরী।
আইলেন অতি অলক্ষিত-বেশ ধরি' ॥
কৃষ্ণরসে পরম বিহ্বল মহাশয়।
একান্ত কৃষ্ণের প্রিয় অতি দয়াময় ॥
তান বেশে তানে কেহ চিনিতে না পারে।
দৈবে গিয়া উঠিলেন অদ্বৈত-মন্দিরে ॥
—চৈঃ ভাঃ আ ১১।৭০-৭২

নামাচার্য্য শ্রীল হরিদাস ঠাকুর যশোহরে বূঢ়ন গ্রামে যবনকুলে আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ গঙ্গাতীরে বাসের জন্য ফুলিয়া শান্তিপুরে আসিয়া অদ্বৈতাচার্য্যের সঙ্গ লাভ করিলেন। গয়া হইতে প্রত্যাগমনের পর শ্রীগৌরসুন্দরের কৃষ্ণবিরহজনিত উৎকণ্ঠা ও প্রেমবিকারের কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য ও শ্রীবাসাদি ভক্তগণের পরমানন্দ হইল। একদিন মহাপ্রভু শ্রীবাসভবনে নিত্যানন্দকে ব্যাসপূজা করিবার জন্য ইঙ্গিত করিলে নিত্যানন্দের ইচ্ছাক্রমে শ্রীব্যাসপূজার আয়োজন হইল। শ্রীব্যাসপূজার অধিবাসদিবসে মহাপ্রভু নিত্যানন্দের বলদেবস্বরূপ দেখাইলেন এবং 'নাড়া' 'নাড়া' বলিয়া অদ্বৈতকে আহ্বানচ্ছলে নিজ অবতারমর্ম্ম প্রকাশ করিলেন।

'অদ্বৈতের লাগি' মোর এই অবতার।
মোর কর্ণে বাজে আসি' নাড়ার হুঙ্কার ॥
শয়নে আছিনু মুঞি ক্ষীরোদ-সাগরে।
জাগাই' আনিল মোরে নাড়ার হুঙ্কারে ॥'
—চৈঃ ভাঃ অ ৯।২৯৭-৯৮

শ্রীবাস-অঙ্গনে শ্রীব্যাসপূজা সমাপ্তির পর শ্রীমন্মহাপ্রভু ঈশ্বরাবেশে শ্রীবাস পণ্ডিতের ছোট ভাই শ্রীরামাই পণ্ডিতকে (শ্রীরাম পণ্ডিত) অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিলেন নিজপ্রকাশবার্ত্তা জানাইবার জন্য। 'অদ্বৈতাচার্য্য যে গোলোকপতি শ্রীহরিকে ধরাধামে অবতীর্ণ করাইবার জন্য গঙ্গাজল ও তুলসী দিয়া পূজা করতঃ সকাতরে আহ্বান করিতেছিলেন, তিনি প্রকটিত হইয়াছেন ; শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুও নবদ্বীপে শুভাগমন করিয়াছেন ; সুতরাং অদ্বৈতাচার্য্য যেন সস্ত্রীক সমস্ত পূজোপকরণসহ শ্রীবাস-অঙ্গনে মহাপ্রভুর নিকট সত্বর আসিয়া উপস্থিত হন।' মহাপ্রভুর নির্দ্দেশক্রমে রামাই পণ্ডিত অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট পৌঁছিয়া সকল কথা নিবেদন করিলেন। শ্রীঅদ্বৈত প্রভু রামাইর নিকট মহাপ্রভুর প্রকাশবার্ত্তা শুনিয়া পত্নী সীতাদেবী, পুত্র শ্রীঅচ্যুতানন্দ এবং অন্যান্য অনুচরবর্গসহ মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হওয়ার জন্য যাত্রা করিয়াও মহাপ্রভুকে পরীক্ষা করিতে পথিমধ্যে শ্রীনন্দনাচার্য্য-ভবনে সঙ্গোপনে থাকিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের নন্দনাচার্য্যভবনে সঙ্গোপনে থাকার কথা মহাপ্রভুকে জানাইতে রামাইকে নিষেধ করিয়া দিলেও সর্ব্বান্তর্য্যামী বিশ্বম্ভর মহাপ্রভু সবই জানিতে পারিলেন। মহাপ্রভু সর্ব্বসমক্ষে বিষ্ণুখট্টায় নিজ-ঐশ্বররূপ প্রকট করিলেন, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু ছত্র ধারণ করিলেন, গদাধর আদি ভক্তবৃন্দ নানাবিধ সেবায় নিয়োজিত হইলেন। মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে শীঘ্র আনিবার জন্য রামাইকে নন্দনাচার্য্য-ভবনে প্রেরণ করিলেন। মহাপ্রভু সবই জানিতে পারিয়াছেন বুঝিয়া মহাপ্রভুর আদেশে অদ্বৈতাচার্য্য প্রভু মহানন্দে সস্ত্রীক মহাপ্রভুর পাদপদ্মে উপনীত হইয়া দণ্ডবৎ প্রণতি জ্ঞাপন করিলেন। মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব মহৈশ্বর্য্য দর্শন করিয়া অদ্বৈতাচার্য্য স্তম্ভিত হইলেন। তিনি মহাপ্রভুর পাদপ্রক্ষালন পূর্ব্বক পঞ্চোপচারে পূজা করিয়া এইমন্ত্রে প্রণাম করিলেন—'নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ। জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥' মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে নৃত্য করিতে আদেশ করিলে অদ্বৈতাচার্য্য উদ্দণ্ড নৃত্যকীর্ত্তনে প্রমত্ত হইলে ভক্তগণ দেখিয়া চমৎকৃত হইলেন।

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—'এক মহাপ্রভু, আর প্রভু দুইজন। দুই প্রভু সেবে মহাপ্রভুর চরণ ॥'

''এই তিন তত্ত্ব—'সর্ব্বারাধ্য' করি' মানি।
চতুর্থ যে ভক্ততত্ত্ব—'আরাধক' করি' জানি ॥
শ্রীবাসাদি যত কোটি কোটি ভক্তগণ।
'শুদ্ধভক্ত' তত্ত্বমধ্যে তাঁ-সবার গণন ॥

গদাধর পণ্ডিতাদি প্রভুর 'শক্তি'-অবতার ।
'অন্তরঙ্গ ভক্ত' করি' গণন যাঁহার ॥"

—চৈঃ চঃ আ ৭।১৪-১৭

পঞ্চতত্ত্বের অন্তর্গত শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভু—ভক্তরূপ, শ্রীনিত্যানন্দ প্রভু—ভক্তস্বরূপ ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য—ভক্তাবতার—প্রভুতত্ত্ব বা বিষ্ণুতত্ত্ব। মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য বিষ্ণুতত্ত্ব হইয়াও ভক্তভাব অঙ্গীকার করায় 'ভক্তাবতার'। শ্রীগৌরাঙ্গ, শ্রীনিত্যানন্দ ও অদ্বৈতাচার্য্যের ঈশ্বরত্ব হেতু তাঁহাদের চরণে তুলসী অর্পিত হয়। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের কৃপা ব্যতীত শ্রীচৈতন্য-নিত্যানন্দের সেবা লাভ হয় না। 'দয়া কর সীতাপতি অদ্বৈত গোসাঞি। তব কৃপাবলে পাই চৈতন্য-নিতাই ॥' —শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর মহাশয়।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের মহিমা ও লীলা শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী লিখিত শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে, শ্রীল বৃন্দাবন দাস ঠাকুরের শ্রীচৈতন্যভাগবতে, শ্রীনরহরি চক্রবর্ত্তী রচিত শ্রীভক্তিরত্নাকর গ্রন্থে এবং শ্রীঅদ্বৈত-বিলাসাদি বিভিন্ন গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যাঁহারা বিস্তৃতভাবে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের চরিত্র ও মহিমা জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদিগকে উক্ত গ্রন্থসমূহ বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতে হইবে। অত্র পত্রে সংক্ষিপ্ত চরিতামৃতে উহা বিস্তারিতভাবে আলোচনা সম্ভব নহে। এতন্নিবন্ধন প্রধান প্রধান লীলাবৈশিষ্ট্য-সমূহ আমরা মাত্র স্মরণ করিতে উদ্যোগী হইতেছি।

বৈষ্ণব যে কোন কুলে আবির্ভূত হইলেও তিনি যে, সকলের বন্দনীয় ও পূজ্য তাহা শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের লীলাবৈশিষ্ট্যে খ্যাপিত হইয়াছে। নামাচার্য্য হরিদাস ঠাকুর রঘুনাথদাস গোস্বামীর পিতা—জেঠা গোবর্দ্ধন মজুমদার ও হিরণ্য মজুমদারের চাঁদপুরস্থ আলয়ে নামমহিমা কীর্ত্তনান্তে যে সময়ে শান্তিপুরের নিকটবর্ত্তী ফুলিয়াগ্রামে গোফাতে নির্জ্জনে হরিনাম করিতেন, সেই সময় অদ্বৈতাচার্য্যের ইচ্ছায় তিনি তাঁহার গৃহে আসিয়া ভিক্ষা নির্ব্বাহ করিতেন। হরিদাস ঠাকুর অদ্বৈতাচার্য্যের প্রদত্ত অন্ন গ্রহণে সঙ্কুচিত হইতেন। লোকশিক্ষক অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহার আচরণ সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রসম্মত এবং হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় বৈষ্ণবের ভোজন কোটী ব্রাহ্মণভোজনতুল্য, তাহা প্রখ্যাপনের জন্য কেবলমাত্র বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণের ভোজ্য 'শ্রাদ্ধপাত্র'* হরিদাস ঠাকুরকে অর্পণ করিলেন।

'আচার্য্য কহেন তুমি না করিহ ভয়।
সেই আচরিব যেই শাস্ত্রমত হয় ॥
তুমি খাইলে হয় কোটী ব্রাহ্মণভোজন।
এত বলি' শ্রাদ্ধপাত্র করাইলা ভোজন ॥'

—চৈঃ চঃ অ ৩।২১৯-২২০

'হরিদাস ঠাকুর-শাখার অদ্ভুত চরিত।
তিনলক্ষ নাম তিঁহো লয়েন অপতিত ॥
তাঁহার অনন্ত গুণ,—কহি দিঙমাত্র।
আচার্য্য গোঁসাঞি যাঁরে ভুঞ্জায় শ্রাদ্ধপাত্র ॥'

—চৈঃ চঃ আ ১০।৪৩-৪৪

মহাবিষ্ণুর অবতার অদ্বৈতাচার্য্যকে অবলম্বন করিয়া ছয়টি পুত্রের জন্ম হইলেও তিনি তাঁহার পুত্রগণকে সারগ্রাহী ও অসারবাহী দুই প্রকারে নির্দ্দেশ করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের অনুগত অভিমানী, কিন্তু শ্রীগৌরহরির বিমুখ পুত্রগণ অসারবাহী এবং শ্রীগৌরাঙ্গ মহাপ্রভুতে আসক্ত অনন্যপ্রীতিযুক্ত পুত্রগণ সারগ্রাহী। অদ্বৈতাচার্য্যের সারগ্রাহী পুত্রগণ—শ্রীঅচ্যুতানন্দ, শ্রীকৃষ্ণ মিশ্র ও শ্রীগোপাল মিশ্র; অসারবাহী পুত্রগণ—বলরাম, স্বরূপ ও শ্রীজগদীশ। সারগ্রাহী শ্রীঅচ্যুতানন্দই সর্ব্বজ্যেষ্ঠ, তাঁহার অনুজ কৃষ্ণ মিশ্র ও গোপাল শ্রীঅচ্যুতানন্দেরই মতানুগামী। সারগ্রাহী পুত্রগণকে শস্যবিশিষ্ট ধান্য এবং অসারবাহী পুত্রগণকে শস্যশূন্য পাতনা বা চিটার সহিত তুলনা করা হইয়াছে। —চৈঃ চঃ আ ১২শ পঃ ১২শ সংখ্যা দ্রষ্টব্য।

'শ্রীঅদ্বৈত প্রভুকে যিনি বৈষ্ণবের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-জ্ঞানে সেবা করেন, তাঁহাকেই বৈষ্ণব বলা যাইবে, আর যাঁহারা অদ্বৈতপ্রভুকে বিষয়জাতীয় কৃষ্ণবুদ্ধি করিয়া শ্রীগৌরসুন্দরকে আশ্রয়জাতীয় ভক্ত জ্ঞান করিবেন, তাঁহারা কোনদিনই কৃষ্ণপাদপদ্ম লাভ করিতে পারিবেন না।' —চৈঃ ভাঃ ম ১০।১৬২

---

* শ্রাদ্ধপাত্র—শ্রাদ্ধদিবসে গৃহস্থবৈষ্ণবদিগের ভগবন্নিবেদন-পূর্ব্বক সর্ব্বপ্রকার খাদ্য বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইবার বিধান আছে। অদ্বৈতপ্রভুর সংসারে সেইরূপ শ্রাদ্ধদিবস উপস্থিত হইলে হরিদাসকে শ্রাদ্ধপাত্র (অপ্রাকৃত ব্রাহ্মণ-গুরু-জ্ঞানে) খাওয়াইলেন।

—অঃ প্রঃ ভাঃ চৈঃ চঃ অ ৩।২২০

গৌড়ীয়ভাষ্য দ্রষ্টব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু অদ্বৈতাচার্য্যকে গীতার তাৎপর্য্য শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন।

"অদ্বৈতেরে বলিয়া গীতার সত্যপাঠ।
বিশ্বম্ভর লুকাইল ভক্তির কপাট।"
—চৈঃ ভাঃ ম ১০।১৬৬

ভগবানের, গুরুবর্গের ও বৈষ্ণবের শাসনলাভ জীবের পক্ষে যে অতিশয় মঙ্গলকর ও সৌভাগ্যের বিষয়, তাহা শিক্ষা দিবার জন্য অদ্বৈতাচার্য্য একটি অদ্ভুতলীলার অবতারণা করিলেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত আদি-লীলা ১৭শ পরিচ্ছেদে ইহা বর্ণিত হইয়াছে। উক্ত চরিতামৃতের অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এইরূপ লিখিয়াছেন—"অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর গুরু ঈশ্বরপুরীর গুরুভাই, তন্নিবন্ধন প্রভু স্বীয় দাস হইলেও তাঁহাকে গুরুবৎ ভক্তি করেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুর সেইরূপ গৌরব প্রদানকার্য্যে দুঃখিত হইয়া মহাপ্রভুর দণ্ডপ্রসাদ লইবার জন্য শান্তিপুরে গিয়া কতকগুলি দুর্ভাগা ব্যক্তির নিকট জ্ঞানমার্গ ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন। তচ্ছ্রবণে প্রভু ক্রোধাবিষ্ট হইয়া শান্তিপুরে গিয়া অদ্বৈত প্রভুকে উত্তমরূপে প্রহার করিলেন। সেই প্রহার লাভ করিয়া অদ্বৈত প্রভু এই বলিয়া নাচিতে লাগিলেন—'দেখ, আজ আমার বাঞ্ছা সফল হইল। মহাপ্রভু কৃপণতাপূর্ব্বক আমাকে গুরু জ্ঞান করিতেন, অদ্য নিজদাস ও শিষ্য জ্ঞানে আমাকে মায়াবাদরূপ দুর্ম্মতি হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিলেন।' অদ্বৈতাচার্য্যের এই ভঙ্গী দেখিয়া প্রভু লজ্জিত হইয়া তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইলেন।"

'আচার্য্য গোঁসাঞিরে প্রভু করে গুরুভক্তি।
তাহাতে আচার্য্য বড় হয় দুঃখমতি॥
ভঙ্গী করি জ্ঞানমার্গ করিল ব্যাখ্যান।
ক্রোধাবেশে প্রভু তারে কৈল অবজ্ঞান॥
তবে আচার্য্য গোঁসাঞির আনন্দ হইল।
লজ্জিত হইয়া প্রভু প্রসাদ করিল॥'
—চৈঃ চঃ আ ১৭।৬৬-৬৮

'পূর্ব্বে মহাপ্রভু মোরে করেন সম্মান।
দুঃখ পাই' মনে আমি কৈলুঁ অনুমান॥
মুক্তি-শ্রেষ্ঠ করি কৈনু বাশিষ্ঠ ব্যাখ্যান।
ক্রুদ্ধ হঞা প্রভু মোরে কৈল অপমান॥'
—চৈঃ চঃ আ ১২।৩৯-৪০

সর্ব্বজীবের প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের প্রতি শচীমাতার কটাক্ষকেও মহাপ্রভু ক্ষমা না করিবার লীলা প্রদর্শন করতঃ বৈষ্ণবাপরাধ হইতে সাবধান করিয়াছেন। বাৎসল্যরসের সেবিকা সাক্ষাৎ যশোদাদেবীর অভিন্নস্বরূপ শ্রীশচীমাতার অপরাধ যেখানে ক্ষমার্হ হইতেছে না, সেখানে অন্যের কা কথা। উক্ত লীলাতে বৈষ্ণবচরণে ক্ষমাভিক্ষার দ্বারাই বৈষ্ণবাপরাধ হইতে নিষ্কৃতি হয়, উহাও প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীবিশ্বরূপ অদ্বৈতাচার্য্য-টোলে শাস্ত্রাধ্যয়ন করিয়া সংসার অনিত্য, মনুষ্যজন্মের একমাত্র কৃত্য হরিভজন, ইহা নিশ্চয় করতঃ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে শচীমাতা বিরহসন্তপ্ত হইলেও বৈষ্ণবাপরাধ আশঙ্কায় নিমাইকে দেখিয়া সান্ত্বনা লাভকরতঃ অদ্বৈতাচার্য্যকে কিছু না বলিয়া উহা প্রথমে সহ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে যখন শ্রীমন্মহাপ্রভু, নিজশক্তি লক্ষ্মীপ্রিয়ার সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সর্ব্বক্ষণ অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন, তখন ভীতা হইয়া মনে মনে 'অদ্বৈত' অদ্বৈত নহেন, তিনি 'দ্বৈত' এইরূপ কটাক্ষ করিয়াছিলেন। 'কে বলে 'অদ্বৈত'—দ্বৈত এ বড় গোঁসাঞি॥ চন্দ্রসম একপুত্র করিয়া বাহির। এহো পুত্র না দিলেন করিবারে স্থির॥ অনাথিনী মোরে ত' কাহারো নাহি দয়া। জগতে 'অদ্বৈত', মোহে সে দ্বৈত মায়া॥' (চৈঃ ভাঃ ম ২২। ১১৪-১১৬) শচীমাতা অদ্বৈতাচার্য্যের প্রতি পুত্র-বাৎসল্যবশতঃ মনে মনে কটাক্ষ করিলেও, কেহ না জানিতে পারিলেও সর্ব্বান্তর্যামী গৌরহরি উহা জানিতে পারিয়াছিলেন। শ্রীবাস অঙ্গনে মহাপ্রভু যে সময় সাতপ্রহর পর্য্যন্ত নিজ ভগবৎস্বরূপ প্রকাশ করতঃ অমায়ায় সকল ভক্তগণকে দর্শনদানে কৃতার্থ করিয়াছিলেন, সেই সময় শ্রীবাস পণ্ডিত শ্রীমন্মহাপ্রভুকে তাঁহার অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্যস্বরূপ শচীমাতাকেও প্রদর্শনের জন্য প্রার্থনা জানাইলে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—'জননীর অদ্বৈতাচার্য্যচরণে অপরাধ আছে, সেইহেতু তাঁহাকে এই রূপ দেখাইব না।' ভক্তগণের নিকট শচীমাতা উহা জানিতে পারিয়া সঙ্গে সঙ্গে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট যাইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরমেশ্বর গৌরহরিকে যিনি গর্ভে ধারণ করিয়াছেন, সেই শচীমাতার অপরাধের কথা শুনিয়া শ্রীঅদ্বৈতা-

চার্য্য শচীমাতার গুণগান করিতে করিতে প্রেমাবিষ্ট হইয়া বাহ্যজ্ঞানশূন্য হইলে শচীমাতা অদ্বৈতাচার্য্যের চরণধূলি মস্তকে ধারণ করিলেন। করুণাময় গৌরহরি প্রসন্ন হইয়া শচীমাতাকে নিজ ঐশ্বররূপ দেখাইলেন। এখানে আরও একটি বিষয় শিক্ষণীয় যে, বৈষ্ণবের কখনও অভিমান হয় না। স্বয়ং ভগবান্ গৌরহরিকে গর্ভে ধারণ করিয়াও শচীমাতার কোন অভিমান ছিল না। নিজকৃত অপরাধের কথা জানার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বিনা দ্বিধায় অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট যাইয়া ক্ষমা চাহিলেন।

শ্রীবাসভবনে ও ভাগীরথী-তীরে নগরসংকীর্ত্তনে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সংকীর্ত্তনের সঙ্গী হইলেন শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য।

'কৃষ্ণ রাম মুকুন্দ মুরারি বনমালী।
সবে মিলি গায় হই' মহাকুতূহলী ॥
নিত্যানন্দ-গদাধর ধরিয়া বেড়ায়।
আনন্দে অদ্বৈতসিংহ চারিদিকে ধায় ॥'
—চৈঃ ভাঃ ম ২৩।২৯-৩০

'ভাগীরথী তীরে প্রভু নৃত্য করি যায়।
আগে পিছে 'হরি' বলি সর্ব্বলোকে গায় ॥
আচার্য্য গোসাঞি আগে জন কত লঞা।
নৃত্য করি চলিলেন পরমানন্দ হঞা ॥'
—চৈঃ ভাঃ ম ২৩।২০২-৩

কাটোয়াতে কেশবভারতীর নিকট সন্ন্যাস গ্রহণের পর শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণপ্রেমে বিহ্বল হইয়া বৃন্দাবনাভিমুখে ধাবিত হইলে শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু শ্রীমন্মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব সন্ন্যাসমূর্ত্তি নবদ্বীপবাসী ভক্তগণকে প্রদর্শনের জন্য বালকগণের মাধ্যমে বৃন্দাবনের পরিবর্তে গঙ্গাতীরে শান্তিপুরের দিকে মহাপ্রভুকে চাতুরীক্রমে লইয়া আসিলেন। মহাপ্রভু গঙ্গাকে দর্শন করিয়া যমুনাভ্রমে উৎফুল্ল হইলেন। নিত্যানন্দ প্রভুর মারফৎ মহাপ্রভু গঙ্গাতীরে আসিতেছেন সংবাদ পাইয়া অদ্বৈতাচার্য্য নৌকাযোগে বস্ত্রাদিসহ উপস্থিত ছিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যকে দেখিয়া মহাপ্রভু আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, তিনি বৃন্দাবনে, ইহা অদ্বৈতাচার্য্য কি করিয়া জানিলেন? 'মহাপ্রভুর যেখানে স্থিতি তাহাই বৃন্দাবন এবং গঙ্গার পশ্চিম প্রবাহ যমুনা' অদ্বৈতাচার্য্যের এইরূপ উক্তিতে মহাপ্রভু বুঝিতে পারিলেন তাঁহাকে চাতুরীক্রমে শান্তিপুরের পশ্চিমপারস্থ গঙ্গায় লইয়া আসা হইয়াছে। অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুকে স্নান ও বস্ত্রাদি পরিধান করাইয়া শান্তিপুরে নিজগৃহে লইয়া আসিলেন। শান্তিপুরে মহাপ্রভুর আগমন-সংবাদ জানিতে পারিয়া শচীমাতা এবং নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ অদ্বৈতাচার্য্যের গৃহে আসিয়া সমবেত হইলেন। তাঁহারা সকলেই শ্রীমন্ মহাপ্রভুর অপূর্ব্ব সন্ন্যাসমূর্ত্তি দর্শন করিয়া বিরহব্যঞ্জিত সুখ লাভ করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতশক্তি শ্রীসীতাঠাকুরাণীর পাচিত ও বত্রিশ-আঠিয়া কলার অখণ্ড কলাপাতে পরিবেশিত অন্নব্যঞ্জনাদি মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু ভোজন করিতে থাকিলে নিত্যানন্দ প্রভুর সহিত অদ্বৈতাচার্য্যের বহুপ্রকার রহস্যালাপ হয়। প্রসঙ্গটি চৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা তৃতীয় পরিচ্ছেদে বিস্তৃতভাবে সুন্দররূপে বর্ণিত হইয়াছে। পরে পুত্রবিরহকাতরা শচীদেবীর দুঃখ অপনোদনের জন্য মহাপ্রভু শচীদেবীর পাচিতদ্রব্যও তথায় ভোজন করিয়াছিলেন। ভক্তগণের সমাবেশে ও মহোৎসবে শান্তিপুরস্থ অদ্বৈতভবন বৈকুণ্ঠপুরীতে পরিণত হইল। 'আনন্দে নাচয়ে সবে বলি' হরি হরি। আচার্য্য-মন্দির হৈল শ্রীবৈকুণ্ঠপুরী ॥'—চৈঃ চঃ ম ৩।১৫৬

(ক্রমশঃ)

* * *

জম্মু ও পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য এবং শ্রীমঠের প্রচারকবৃন্দ

জম্মুনিবাসী ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রচার-পার্টিসহ বিগত ২১ ভাদ্র (১৩৯৭), ৭ সেপ্টেম্বর (১৯৯০) শুক্রবার কলিকাতা হইতে হিমগিরি এক্সপ্রেসে যাত্রা করতঃ ২৩ ভাদ্র, ৯ সেপ্টেম্বর রবিবার অপরাহ্ন ৩ ঘটিকায় জম্মু রেলষ্টেশনে শুভ

পদার্পণ করিলে স্থানীয় নরনারীগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। প্রচারপার্টিতে ছিলেন শ্রীমঠের সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। পথে লুধিয়ানা ও জলন্ধর ষ্টেশনে বহু ভক্ত শ্রীল আচার্য্যদেবকে ও সাধুগণকে পুষ্পমাল্য ও দ্রব্যাদিসহ সম্বর্দ্ধনার জন্য আসিয়াছিলেন। শ্রীমঠের অন্যতম সহ-সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ কিছু পূর্ব্বে বৃন্দাবনধাম হইতে শ্রীফুলেশ্বর ব্রহ্মচারী ও শ্রীভগবানদাস ব্রহ্মচারিসহ জম্মু ষ্টেশনে পৌঁছিয়াছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব এবং সাধুগণ মোটরকার ও ম্যাটাডোরযোগে গান্ধীনগরস্থ নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরের দ্বিতল অতিথিভবনে আসিয়া উপনীত হইলেন। পরবর্ত্তিকালে নিউদিল্লী মঠ হইতে শ্রীরামকুমার ব্রহ্মচারী ও শ্রীবৈকুণ্ঠ ব্রহ্মচারী পার্টিতে আসিয়া যোগ দেন।

গান্ধীনগর শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভার পক্ষ হইতে এবং জম্মু শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তগণের উদ্যোগে ১০ সেপ্টেম্বর সোমবার হইতে ১৮ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত নয়দিনব্যাপী শ্রীহরিনাম-সংকীর্ত্তন সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। গান্ধীনগরস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে এবং ১৩ সেপ্টেম্বর হইতে ১৮ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে, গ্রীণবেল্টস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে (শ্রীমঙ্গলেশ্বর মন্দিরে) ১০ সেপ্টেম্বর হইতে ১২ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে এবং পুরাতন সহরে পঞ্চতীর্থস্থ শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে ১১, ১২ ও ১৪ সেপ্টেম্বর প্রত্যহ অপরাহ্নে বিশেষ ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল। ১৩ সেপ্টেম্বর জম্মু বন্ধ থাকায় সেদিন অপরাহ্নকালীন সভা হইতে পারে নাই। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের প্রাত্যহিক অভিভাষণ ব্যতীত বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে ভাষণ প্রদান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ। প্রত্যহ বিভিন্ন সময়ে ভজন-কীর্ত্তন ও শ্রীনামসংকীর্ত্তনের দ্বারা শ্রোতৃবৃন্দের সেবোন্মুখ কর্ণের তৃপ্তি বিধান করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। প্রত্যহ সভায় বিপুলসংখ্যক নরনারীর সমাবেশ হয়।

১৫ সেপ্টেম্বর শনিবার শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির হইতে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইয়া গান্ধীনগরের বিভিন্ন রাস্তা পরিভ্রমণান্তে উক্ত মন্দিরে আসিয়া সমাপ্ত হয়। ১৭ সেপ্টেম্বর সোমবার সাধুগণের নিবাসস্থান গান্ধীনগরস্থ অতিথিভবনে অনুষ্ঠিত মহোৎসবে বহুশত ভক্ত বিচিত্র মহাপ্রসাদ সেবা করেন।

এতদ্ব্যতীত ভক্তগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে বিভিন্ন দিনে শাস্ত্রীনগরস্থ শ্রীমদনমোহন মিশ্রের গৃহে, মস্তগরস্থ শ্রীহংসরাজ ভাটিয়ার বাসভবনে, স্থানীয় প্রসিদ্ধ ব্যক্তি মস্তগরস্থ ডাক্তার মেণ্ডার গৃহে বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সমাবেশে, রাণীতালাবস্থ শ্রীমদনলাল গুপ্তের বাসভবনে, গান্ধীনগরস্থ শ্রীযোগেন্দ্র পাল গুপ্তের আলয়ে এবং রেলওয়ে রোড নিউ ইউনিভার্সিটী ক্যাম্পাস্থ শ্রীসুদর্শন দাসাধিকারীর (শ্রীস্বদেশ কুমার শর্ম্মার) গৃহে শুভপদার্পণ করতঃ হরিকথামৃত পরিবেশন করেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত বিশুদ্ধ প্রেমধর্ম্মে আকৃষ্ট হইয়া কতিপয় শ্রদ্ধালু ব্যক্তি ভক্তিসদাচার গ্রহণ করতঃ গৌরবিহিত ভজনে ব্রতী হইয়াছেন।

শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া, শ্রীস্বদেশ কুমার শর্ম্মা, শ্রীমদনলাল গুপ্ত, শ্রীরাসবিহারী দাস (শ্রীরাজেন্দ্র মিশ্র), শ্রীনন্দকিশোর রায়ণা, শ্রীরবি শর্ম্মা, শ্রীশশী শর্ম্মা, শ্রীসতীশ গুপ্ত প্রভৃতি মঠাশ্রিত ভক্তগণের হার্দ্দী প্রচেষ্টায় জম্মুতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার বিপুলভাবে সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

রাজপুরা (পাঞ্জাব) ঃ—মঠাশ্রিত গৃহস্থ শিষ্য শ্রীরঘুনাথ সালড়ি মহোদয় পাঞ্জাব প্রদেশস্থ রাজ-

পুরায় ৫।৬ বৎসর বাদে ৫ আশ্বিন, ২২ সেপ্টেম্বর শনিবার হইতে ৮ আশ্বিন. ২৫ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার পর্য্যন্ত চারিদিনব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠানের আয়োজন করিয়াছিলেন। শ্রীমঠের আচার্য্য উক্ত অনুষ্ঠানে চণ্ডীগড় মঠ হইয়া যোগদান করিবেন বলিয়া বাক্য দিয়াছিলেন। তদনুসারে শ্রীমঠের আচার্য্য জম্মু হইতে সদলবলে ১৯ সেপ্টেম্বর সুপারফাষ্ট ট্রেনে যাত্রা করতঃ উক্তদিবস সন্ধ্যায় আম্বালা ক্যাণ্ট ষ্টেশনে আসিয়া পৌঁছেন। পথে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও শ্রীফুলেশ্বর ব্রহ্মচারী বৃন্দাবন মঠের জরুরী সেবাকার্য্যের জন্য জলন্ধর ষ্টেশনে নামেন। চণ্ডীগড় মঠ হইতে মঠবাসী ও গৃহস্থ ভক্তগণ দুইটী মোটরকার ও ম্যাটাডোরসহ আম্বালা ষ্টেশনে উপস্থিত ছিলেন। উক্ত কারে ও ম্যাটাডোরে সকলে রাত্রি ৮ ঘটিকায় চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া উপনীত হন। দৈববশতঃ কেন্দ্রীয় সরকারের মণ্ডল কমিশনের আরক্ষণ সম্বন্ধীয় আদেশ জারি হইলে তাহার বিরুদ্ধে চণ্ডীগড়ে ভীষণ আন্দোলনের সৃষ্টি হয়। সহরে সান্ধ্য-আইন জারি হইলে রাজপুরার প্রচার প্রোগ্রামে যাওয়া স্থগিত হইয়া যায়। সান্ধ্য আইন জারি অবস্থাকালে শ্রীরঘুনাথ সাল্‌ডি মহোদয় অনেক দুর্ভোগ ভোগ করিয়া চণ্ডীগড় মঠে আসেন সাধুগণকে রাজপুরায় লইবার জন্য। চণ্ডীগড় হইতে রাজপুরায় যাইবার কোন গাড়ীর ব্যবস্থা না হওয়ায় শ্রীরঘুনাথ সাল্‌ডি মহোদয় অত্যন্ত হতাশ হইয়া ২৩ সেপ্টেম্বর প্রাতে রাজপুরায় ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলে ভাটিণ্ডার শ্রীদামোদর দাস রাজপুরা হইতে ম্যাটাডোর লইয়া প্রাতঃ ৬-৩০ ঘটিকায় চণ্ডীগড় মঠে আসিয়া পৌঁছেন। দামোদর দাসের নিকট জ্ঞাত হওয়া গেল পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থানের বহু ভক্ত ইতোমধ্যে রাজপুরায় পৌঁছিয়াছেন আমন্ত্রিত হইয়া এবং তাঁহারা শ্রীল আচার্য্যদেবের এবং সাধুগণের শুভাগমনের প্রতীক্ষায় আছেন। উক্ত দিবস প্রাতে ২ ঘণ্টার জন্য সান্ধ্য-আইন শিথিল হইয়াছিল। সঙ্গে সঙ্গে শ্রীল আচার্য্যদেব এবং সাধুগণ বিছানাপত্র বান্ধিয়া ম্যাটাডোরে উঠিয়া চণ্ডীগড় হইতে রওনা হইয়া প্রাতঃ প্রায় ৮-৩০ ঘটিকায় রাজপুরাস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে শুভপদার্পণ করেন। উক্ত সনাতন ধর্ম্মমন্দিরেই সাধুগণের থাকিবার ব্যবস্থা হইয়াছিল। শ্রীমঠের আচার্য্য ও সাধুগণ রাজপুরায় আসিয়া পৌঁছিলে অধীর আকাঙ্ক্ষায় অপেক্ষমান ভক্তগণ পরমোল্লসিত হন। সেইদিনই তথায় মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরবর্ত্তিকালে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ দাস ব্রহ্মচারী, দেরাদুনের শ্রীললিতাপ্রসাদ দাসাধিকারী (শ্রীছজ্জুলালজী) মোটরকারে ও মোটরসাইকেলে চণ্ডীগড় হইতে রাজপুরার ধর্ম্মানুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আসেন। ২২ সেপ্টেম্বর হইতে ২৫ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত বিজ্ঞাপিত সূচীর পরিবর্ত্তে ২৩ সেপ্টেম্বর হইতে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীসনাতন ধর্ম্মমন্দিরে; ২৪ সেপ্টেম্বর হইতে ২৬ সেপ্টেম্বর পর্য্যন্ত প্রত্যহ প্রাতে শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ প্রত্যহ ধর্ম্মসম্মেলনে 'শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর শিক্ষা' সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন। বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে বক্তৃতা করেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ। এতদ্ব্যতীত স্থানীয় ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীল আচার্য্যদেব প্রচারকবৃন্দসহ দেশমেশ কলোনীস্থিত শ্রীরঘুনাথ সাল্‌ডির গৃহে, শ্রীওমপ্রকাশজীর আলয়ে, সহরের প্রান্তদেশে শ্রীশীতলা মন্দিরে, শ্রীকিষণলাল উতরেজাজীর বাসভবনে, নুর পূর্ব্বওয়ালী পঞ্চায়তস্থিত শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে, শ্রীহীরানন্দজীর গৃহে. শ্রীঠাকুরদাস বার্মার গৃহে শুভপদার্পণ করেন। প্রতিটী গৃহে শ্রীহরিকথা পরিবেশিত হয়। উপরি উক্ত মহারাজগণ ব্যতীত ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজও হরিকথা বলেন।

সপরিবার শ্রীরঘুনাথ সাল্‌ডি প্রভু, শ্রীকিষণলাল উতরেজা, শ্রীঠাকুরদাস বার্মা, শ্রীওমপ্রকাশজী প্রভৃতি মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে অক্লান্ত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন।

তৎকালীন দেশের অশান্ত পরিস্থিতিতে ট্রেন ও বাসচলাচল স্বাভাবিক না থাকায় শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমায় যোগদানের জন্য রাজপুরা হইতে বৃন্দাবনে

কিভাবে সাধুগণ পৌঁছিবেন, তদ্বিষয়ে চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। আম্বালা ক্যাণ্ট ষ্টেশন হইতে নিউদিল্লী হইয়া বৃন্দাবনে পৌঁছিবার পরিকল্পনা লইয়া শ্রীল আচার্য্যদেব সাধুগণ সমভিব্যাহারে ২৬ সেপ্টেম্বর রাত্রির ধর্ম্মসম্মেলনের পরে রাত্রি ১১-৩০টার পর রাজপুরা হইতে কার ও ম্যাটাডোরযোগে শুভযাত্রা করেন।

* * *

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা

[১৩ আশ্বিন (১৩৯৭), ৩০ সেপ্টেম্বর (১৯৯০) হইতে ১৫ কার্ত্তিক, ২ নভেম্বর শুক্রবার পর্য্যন্ত]

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাপ্রার্থনামুখে শ্রীমঠের বর্ত্তমান আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজের অধ্যক্ষতায় এবং মঠের গভর্ণিং বডির পরিচালনায় এই বৎসর শ্রীমাথুরমণ্ডলে শ্রীদামোদরব্রত, শ্রীউর্জ্জব্রত, কার্ত্তিকব্রত বা নিয়মসেবা পালন এবং মধুবন-তালবন-কুমুদবন-বহুলাবন-খদিরবন-কাম্যবন-বৃন্দাবন যমুনার পশ্চিমতীরস্থ এই সাতটী, পূর্ব্বতীরস্থ ভদ্রবন-ভাণ্ডীরবন-বিল্ববন-লৌহবন-গোকুলমহাবন এই পাঁচটী—দ্বাদশবনাত্মক শ্রীব্রজমণ্ডলের মাসাধিকব্যাপী পরিক্রমা এবং শ্রীবৃন্দাবন মঠে ১২ কার্ত্তিক (১৩৯৭), ৩০ অক্টোবর (১৯৯০) মঙ্গলবার শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে শ্রীমঠের প্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা বিপুল সমারোহে নির্ব্বিঘ্নে সুচারুরূপে সম্পন্ন হইয়াছে। পরিক্রমাকারী ভক্তগণ আটটী নিবাসস্থানে অবস্থান করিয়া পরিক্রমা করিয়াছিলেন, যথা—

১। মথুরা (ভিউয়ানি ধর্ম্মশালা, বাঙ্গালীঘাট)
মথুরা ক্যাম্প হইতে মধুবন-তালবন-কুমুদবন বহুলাবন পরিক্রমা। নিবাস—১৩ আশ্বিন, ৩০ সেপ্টেম্বর হইতে ১৭ আশ্বিন, ৪ অক্টোবর

২। শ্রীগোবর্দ্ধন (মেনা ধর্ম্মশালা)। শ্রীগোবর্দ্ধন পরিক্রমা। নিবাস—১৮ আশ্বিন, ৫ অক্টোবর হইতে ২০ আশ্বিন, ৭ অক্টোবর

৩। কাম্যবন (বিমলাকুণ্ড)। শ্রীকাম্যবন পরিক্রমা। নিবাস—২১ আশ্বিন, ৮ অক্টোবর হইতে ২৪ আশ্বিন, ১১ অক্টোবর

৪। বর্ষাণা (ধাতরিয়া ও বেরিলি ধর্ম্মশালা)। শ্রীবর্ষাণা পরিক্রমা। নিবাস—২৫ আশ্বিন, ১২ অক্টোবর হইতে ২৭ আশ্বিন, ১৪ অক্টোবর

৫। নন্দগ্রাম (পাঁবন সরোবর ইণ্টার কলেজ)
নন্দগ্রাম ও খদিরবন পরিক্রমা। নিবাস—২৮ আশ্বিন, ১৫ অক্টোবর হইতে ৩০ আশ্বিন, ১৭ অক্টোবর

৬। কোশী (লালা গয়ালাল আগরওয়াল স্মৃতিভবন)
চরণপাহাড়ী পরিক্রমা। নিবাস—৩১ আশ্বিন, ১৮ অক্টোবর হইতে ২ কার্ত্তিক, ২০ অক্টোবর। ১৯ অক্টোবর গোবর্দ্ধনপূজা।

৭। গোকুলমহাবন (শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ)
গোকুলমহাবন-ভাণ্ডীরবন-ভদ্রবন-লৌহবন পরিক্রমা। নিবাস—৩ কার্ত্তিক, ২১ অক্টোবর হইতে ৮ কার্ত্তিক, ২৬ অক্টোবর

৮। বৃন্দাবন (শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ)
বৃন্দাবন ও বিল্ববন পরিক্রমা। নিবাস—৯ কার্ত্তিক, ২৭ অক্টোবর হইতে ১৫ কার্ত্তিক, ২ নভেম্বর। ৩০ অক্টোবর ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের শুভাবির্ভাব-তিথিপূজা

আরক্ষণ-বিরোধ ও শ্রীরামজন্মভূমি-সম্পর্কিত আন্দোলনে সমগ্র উত্তর ভারতে বাস-ট্রেন যানবাহন চলাচলের বিপর্য্যয়, বহু স্থানে সান্ধ্য আইন জারি হেতু তৎকালীন গুরুতর অশান্ত পরিবেশ ও বহুপ্রকার বাধার মধ্যেও একমাত্র করুণাময় শ্রীল গুরুদেব, শ্রীগৌরহরি ও শ্রীরাধাগোবিন্দের কৃপাতেই মাসাধিক-

ব্যাপী পরিক্রমা নির্ব্বিঘ্নে সুসম্পন্ন হইতে পারিয়াছে। ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণের প্রতি অপরিসীম বাৎসল্য জাজ্বল্যমানরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। শরণাগত ভক্তের রক্ষক পালক ভগবান্।

শ্রীমঠের আচার্য্যের প্রচার-পার্টীসহ জম্মু প্রচারান্তে জম্মু হইতে চণ্ডীগড়, চণ্ডীগড় হইতে সান্ধ্য আইনের মধ্যে রাজপুরায় পৌঁছিয়া প্রচার, রাজপুরা হইতে রাত্রিতে আম্বালাক্যাণ্ট রেলষ্টেশন, তথা হইতে ম্যাটাডোরযোগে নিউদিল্লী, নিউদিল্লী হইতে ট্রেনের একজন গার্ডের অযাচিত সাহায্যে আলীগড়, আলীগড় হইতে ট্যাক্সিযোগে শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার পূর্ব্বে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বৃন্দাবন মঠে আগমন এক অভাবনীয় ব্যাপার। শ্রীকৃষ্ণের কৃপা ব্যতীত ইহা কখনও সম্ভব নহে। শ্রীমঠের আচার্য্য বৃন্দাবনে পরিক্রমার পূর্ব্বে পৌঁছিতে পারিবেন কিনা এবং তিনি না পৌঁছিলে পরিক্রমা কিভাবে হইবে, এই চিন্তায় সকলে অস্থির ছিলেন। বৃন্দাবনের ভক্তগণ শ্রীল আচার্য্যদেবের উপস্থিতির জন্য অধীর আকাঙ্ক্ষায় প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব সদলবলে—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ, শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীশচীনন্দন ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীভগবান্দাস ব্রহ্মচারী ও দেরাদুনের শ্রীললিতাপ্রসাদজী (শ্রীছজ্জুলালজী) সমভিব্যাহারে —১১ আশ্বিন ২৮ সেপ্টেম্বর শুক্রবার রাত্রিতে আলীগড় হইতে দুইটী ট্যাক্সিযোগে শ্রীবৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পৌঁছিলে সকলে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন এবং পরমোল্লসিত হইলেন। পরিক্রমার প্রারম্ভিক ব্যবস্থার জন্য কলিকাতা হইতে অগ্রিম পার্টিরূপে আগত শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী প্রবল উৎসাহে রন্ধনের বাসন ও দ্রব্যাদিসহ ভক্তগণকে লইয়া ট্রাকযোগে মথুরা যাওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। প্রচারপার্টীর শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী নিউদিল্লী হইতে পূর্ব্বেই বৃন্দাবনে পৌঁছিয়াছিলেন শ্রীল আচার্য্যদেবের শুভাগমন সংবাদ দিবার জন্য। কিন্তু শ্রীল আচার্য্যদেব পার্টিসহ যে ট্রেনে মথুরায় পৌঁছিবেন বলিয়া খবর দিয়াছিলেন, সেই ট্রেন মথুরায় না আসায় এবং অন্য কোনও ট্রেন মথুরায় না পৌঁছায় সকলে উদ্বিগ্ন হইয়া বার বার মথুরা ষ্টেশনে গমনাগমন করিতেছিলেন। শ্রীল আচার্য্যদেব আলীগড় হইয়া পার্টীসহ পৌঁছিলে সকলেই নিশ্চিন্ত হইলেন।

কলিকাতার, পশ্চিমবঙ্গের এবং আগরতলার (ত্রিপুরার) ভক্তগণ তুফান এক্সপ্রেসযোগে কলিকাতা-হাওড়া ষ্টেশন হইতে ২৯শে সেপ্টেম্বর রওনা হইয়া ১৪ ঘণ্টা বিলম্বে ১লা অক্টোবর পূর্ব্বাহ্নে আগ্রা ষ্টেশনে এবং তথা হইতে দুইটী রিজার্ভ বাসে মধ্যাহ্নে মথুরায় ভিউওয়ানি ধর্ম্মশালায় আসিয়া পৌঁছেন। ১লা অক্টোবর প্রাতঃকাল হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হইবার কথা ছিল, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গ ও আগরতলার ভক্তগণ বিলম্বে পৌঁছায় উক্ত দিবস বৈকাল হইতে পরিক্রমা আরম্ভ হয়। উত্তরপ্রদেশের বিভিন্ন স্থান হইতে, পাঞ্জাব, দিল্লী, জম্মু, হায়দরাবাদ ও আসামের ভক্তগণ পূর্ব্বে এবং পরে আসিয়া উপনীত হইলেন। মোট পৌনে তিনশত মত ভক্ত পরিক্রমা আরম্ভ করেন, পরে গোকুলমহাবনে সংখ্যা তিনশতাধিক, বৃন্দাবনে সংখ্যা আরও অধিক হয়। এক ক্যাম্প হইতে অপর ক্যাম্পে ভক্তগণকে বিছানাপত্রাদিসহ লইয়া যাইবার জন্য চারিটী রিজার্ভ বাসের, রন্ধনের দ্রব্যাদি লইবার জন্য ট্রাকের এবং নন্দগ্রাম হইতে কোশী যাইবার দিন বাস, ট্রাক, ট্র্যাক্টরাদির ব্যবস্থা হইয়াছিল। চণ্ডীগড়ের ভক্তগণ রিজার্ভ বাসে কোশীতে পৌঁছিয়া পরে গোকুল মহাবনে পরিক্রমা-পার্টীর সহিত যোগ দেন। শ্রীমঠের আচার্য্য দ্বাদশবন পরিক্রমাকালে প্রত্যেক স্থানের মহিমা 'শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা গ্রন্থ' পাঠ করিয়া বাংলা ও হিন্দী ভাষায় বুঝাইয়া দেন। সর্ব্বত্র সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা সহযোগে পরিক্রমা হয়। রন্ধনাদি সেবার ব্যবস্থায় মুখ্য দায়িত্বে ছিলেন শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী। পরিক্রমার খরচা ও যাত্রিগণের জন্য টাঙ্গা ও রিক্সা আদির ব্যবস্থার মুখ্য দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ অন্যান্য ব্রহ্মচারিগণের সহিত নিয়মসেবার কীর্ত্তনের দায়িত্বে ছিলেন। নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় শ্রীল আচার্য্যদেব প্রারম্ভে

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গের জয়গানমুখে নৃত্যকীর্ত্তন করিয়া অগ্রসর হওয়ার পরে মুখ্যভাবে কীর্ত্তনসেবা করিয়াছেন শ্রীসচ্চিদানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীননীগোপাল বনচারী, শ্রীরাম ব্রহ্মচারী, শ্রীঅনন্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীশ্রীকান্ত ব্রহ্মচারী, শ্রীফুলেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবকীসুত ব্রহ্মচারী ও শ্রীঅনন্তরাম ব্রহ্মচারী। নিয়মসেবা-কীর্ত্তনে কখনও কখনও শ্রীকৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী যোগ দিয়াছেন। শ্রীদীনতারণ ব্রহ্মচারী পরিক্রমাকালে সুষ্ঠুভাবে শ্রীবিগ্রহের সেবা সম্পাদন করিয়াছে। পরিক্রমার পশ্চাতে যাত্রিগণকে লইয়া আসিবার জন্য প্রথম দিকে পাঞ্জাবের ভাটিণ্ডার শ্রীদামোদর দাসের এবং পরে রোপরের শ্রীরামসিংজীর সেবা-প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসনীয়।

শ্রীমায়াপুর মঠ হইতে ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিশরণ ত্রিবিক্রম মহারাজ এবং বেহালা শ্রীচৈতন্য আশ্রমের ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিগৌরব ভাগবত মহারাজ পরিক্রমায় যোগ দিয়াছিলেন। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজের ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজের শেষের দিকে গোকুলমহাবন ও বৃন্দাবন পরিক্রমায় যোগদানের সুযোগ হইয়াছিল। শ্রীমঠের অন্যতম সহকারী সম্পাদক ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ বহুবিধভাবে পরিক্রমার সেবা-ব্যবস্থায় সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীপ্রেমময় ব্রহ্মচারী, শ্রীচিদ্‌ঘনানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীঅজিতমুকুন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীসনৎকুমার দাস ব্রহ্মচারী বিভিন্ন নিবাসস্থানে ভক্তগণের থাকিবার সুষ্ঠু ব্যবস্থার দায়িত্বে ছিলেন।

পরমপূজ্যপাদ পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ বৃদ্ধত্বহেতু এইবার গোকুলমহাবন মঠে অবস্থান করিয়া ব্রত পালন করিয়াছেন। গোকুলমহাবন মঠে এবং বৃন্দাবন মঠে সভায় তাঁহার শ্রীমুখপদ্মনিঃসৃত উপদেশামৃত শ্রবণ করিয়া সেবকগণ প্রোৎসাহিত হইয়াছিলেন।

শ্রীব্রজমণ্ডলের বিভিন্ন বনের শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলীসমূহের মহিমা—যাহা পরিক্রমাকালে বর্ণিত হইয়াছে—তাহা যাঁহারা জানিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শ্রীমঠ হইতে প্রকাশিত 'শ্রীব্রজমণ্ডলপরিক্রমা' গ্রন্থ পাঠ করিবেন।

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে নিম্নলিখিত ভক্তগণ বিভিন্ন দিনে মহোৎসবের আনুকূল্য করিয়া সাধুগণের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছেন—

(১) মথুরায়
৩ অক্টোবর বুধবার—শ্রীমধুসূদন শীল, আগরতলা

(২) গোবর্দ্ধনে
৬ অক্টোবর শনিবার—শ্রীমতী অনিতা পাল
৭ অক্টোবর রবিবার—গোবর্দ্ধনস্থ শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রমের ভক্তবৃন্দ

(৩) কাম্যবনে
১০ অক্টোবর বুধবার—গৌহাটীর শ্রীমতী কমলা পুরকায়স্থ ও শ্রীমতী হাসিরাণী দে
১১ অক্টোবর বৃহস্পতিবার বহুলাষ্টমী—কলিকাতার শ্রীমতী করুণা বোস, শ্রীমতী অরুণা কর

(৪) বর্ষাণায়
১৩ অক্টোবর শনিবার—বাঁকুড়ার শ্রীধীরেন দত্ত শাস্ত্রী, শ্রীমতী রাধারাণী কর, শ্রীমতী আদরীবালা দত্ত, শ্রীমতী মোহিনীবালা কুণ্ডু, শ্রীমতী সত্যভামা রক্ষিত, শ্রীমতী অনিতা চৌধুরী, শ্রীমতী রেণুকা খাঁ

(৫) নন্দগ্রামে
১৬ অক্টোবর মঙ্গলবার—পশ্চিমবঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার ফলাকাটার ভক্তবৃন্দ
১৭ অক্টোবর বুধবার—আগরতলার ভক্তবৃন্দ

(৬) কোশীতে (কোসিতে)
১৯ অক্টোবর শুক্রবার অন্নকূট উৎসব—কোশীনিবাসী শ্রীগোপালদাসজী
২০ অক্টোবর শনিবার—জম্মুর ভক্তবৃন্দ

(৭) গোকুলমহাবনে
২২ অক্টোবর সোমবার—শ্রীপরেশ পাল, আগরতলা
২৩ অক্টোবর মঙ্গলবার—আগরতলার ভক্তবৃন্দ
২৪ অক্টোবর বুধবার—কলিকাতার ভক্তবৃন্দ
২৫ অক্টোবর বৃহস্পতিবার—আসামের ভক্তবৃন্দ
২৬ অক্টোবর শুক্রবার—গোকুলমহাবন মঠের বার্ষিক উৎসব—
মুখ্যআনুকূল্যকারী শ্রীরেবতীরঞ্জন চৌধুরী, কলি-

কাতা ; শ্রীমতী কমলা রায়, কলিকাতা ; শ্রীযোতীশ পাল, আগরতলা

পূর্ব্বাহ্নে ধর্ম্মসভার অধিবেশন

(৮) বৃন্দাবনে

২৯ অক্টোবর সোমবার—শ্রীঅরবিন্দলোচন দাস ব্রহ্মচারী আদি কালিয়দহস্থিত শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠের সেবকবৃন্দ

৩০ অক্টোবর শ্রীউত্থানৈকাদশী-তিথি (শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা)—শ্রীকৃষ্ণকুমার বসাক, আগরতলা। রাত্রিতে ধর্ম্মসভা

৩১ অক্টোবর—শ্রীল গুরুদেবের আবির্ভাব উপলক্ষে মহোৎসব—শ্রীমদনলাল গুপ্ত, জম্মু

রাত্রিতে ধর্ম্মসভা

১ নভেম্বর বৃহস্পতিবার—আচার্য্য শ্রীমদ্ কৃষ্ণবল্লভ গোস্বামীর শিষ্যবর্গ

শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে প্রত্যহ রাত্রিতে শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে শ্রীগজেন্দ্রমোক্ষণলীলা প্রসঙ্গ পাঠ করেন। গোকুলমহাবন মঠে ২৬ অক্টোবর পূর্ব্বাহ্নকালীন বার্ষিক ধর্ম্মসভার অধিবেশনে এবং বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ৩০ অক্টোবর শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিতে শ্রীল গুরুদেবের শুভাবির্ভাব তিথিপূজা দিবসে এবং তদুপলক্ষে পরদিবস সান্ধ্যধর্ম্মসম্মেলনে ভাষণ প্রদান করেন পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ, শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমঠের সহকারী সম্পাদকদ্বয়—ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ ও ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুন্দর নারসিংহ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসর্ব্বস্ব নিষ্কিঞ্চন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবান্ধব জনার্দ্দন মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ ও শ্রীবাবুলাল পাঠক। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রেমিক সাধু মহারাজাদি গোকুলমহাবন মঠের সেবকগণের এবং ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত নিরীহ মহারাজাদি বৃন্দাবন মঠের সেবকগণের হার্দ্দী সেবাপ্রচেষ্টায় উভয় মঠের উৎসব সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে।

বৃন্দাবনে শ্রীউত্থানৈকাদশী তিথিবাসরে সংকীর্ত্তনভবনে শ্রীল গুরুদেবের আলেখ্যার্চ্চার যথাবিহিত অর্চ্চন ও আরতির পর শ্রীমঠের আচার্য্য সমুপস্থিত পূজনীয় ত্রিদণ্ডিযতিগণকে, ত্যক্তাশ্রমী বাবাজী, বানপ্রস্থী ও ব্রহ্মচারিগণকে এবং ব্রজবাসিপাণ্ডাগণকে ক্রমানুযায়ী বস্ত্রার্পণ করতঃ পূজা করেন। ত্রিদণ্ডিযতি, বাবাজী, বানপ্রস্থী, ব্রহ্মচারী এবং পাণ্ডাগণকে বস্ত্র প্রদানের পূর্ণানুকূল্য বিধান করতঃ জম্মুর শ্রীমদনলাল গুপ্ত এবং ত্রিদণ্ডিযতিগণের সেবার জন্য বস্ত্রের আনুকূল্য করিয়া শ্রীমতী কমলা ঘোষ সাধুগণের প্রচুর আশীর্ব্বাদভাজন/ভাজনীয়া হইয়াছেন।

অযোধ্যায় শ্রীরামজন্মভূমির আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া মথুরাতেও হওয়ায় বহুদিন মথুরা সহরে সান্ধ্য আইন জারি ছিল। সেই সময় বৃন্দাবন হইতে যথারীতি বাস চলাচল হইত না। পশ্চিমবঙ্গ, কলিকাতা ও ত্রিপুরার যাত্রিগণের ৪ঠা নভেম্বর নিউদিল্লী ষ্টেশন হইতে হাওড়া পর্য্যন্ত পূর্ব্ব হইতেই টিকেট ও বার্থ রিজার্ভ করা ছিল। বাস চলাচল নিয়মিতভাবে না হওয়ায় এবং সান্ধ্য-আইন জারি থাকায় মথুরা সহরের ভিতর দিয়া গাড়ী লইয়া যাইবার অসুবিধাহেতু যাত্রিগণকে কিভাবে নিউদিল্লীতে পৌঁছান যায় তদ্বিষয়ে খুবই চিন্তার বিষয় হইয়াছিল। কিন্তু শ্রীভগবদিচ্ছাক্রমে অধিক ভাড়ায় প্রাইভেট বাস কোম্পানীর দুইটি বাস বৃন্দাবন হইতে নিউদিল্লী যাইতে ৩রা নভেম্বর পাওয়া যায়। অধিকাংশ যাত্রিগণ এবং মঠের সেবকগণ উক্ত দুইটী রিজার্ভ বাসে পৌনে আটটায় রওনা হইয়া অনেক ঘুরিয়া অপরাহ্ন ৪ ঘটিকায় নিউদিল্লীতে পৌঁছেন। কিছু যাত্রী ও ব্রহ্মচারী সেবকগণ ট্রেনযোগে নিউদিল্লীতে আসেন। তাঁহাদের থাকিবার ব্যবস্থা করা হয় নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জস্থ মঠে, তন্নিকটবর্ত্তী ধর্ম্মশালাসমূহে ও গৃহস্থ ভক্তের বাড়ীতে। আগরওয়াল পঞ্চায়তি ধর্ম্মশালায় ভক্তগণ মহাপ্রসাদ সেবা করেন। পরদিন নিউদিল্লী ষ্টেশন হইতে যাত্রিগণ Air conditioned Express-এ যথাসময়ে কলিকাতা যাত্রা করেন। ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত ভক্তগণ বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন সময়ে নিজ নিজ গন্তব্যস্থানে রওনা হইয়া যান।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১০ম সংখ্যা ২১৬ পৃষ্ঠার পর]

লালা শ্রীধরমচাঁদ আর্য্যের বিশেষ প্রার্থনায় শ্রীল গুরুদেব শিষ্যগণসহ তাঁহার ধানবাদস্থ গৃহে অবস্থান করিয়াছিলেন। শ্রীধরমচাঁদ আর্য্য আর্য্যসমাজী হইলেও শ্রীগুরুদেবের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধাযুক্ত ছিলেন। তাহার একটি বিশেষ কারণ তাঁহার জননীদেবী শ্রীমতী উত্তমাদেবী শ্রীল গুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিতা শিষ্যা ছিলেন। শ্রীউত্তমাদেবী ভক্তিমতী ও সেবাপরায়ণা ছিলেন। পুত্র গুরুদেবের সেবা করেন, এইরূপ উত্তমাদেবীর হৃদয়ের ইচ্ছা ছিল। শ্রীধরমচাঁদজী তাঁহার জননীর ইচ্ছা পূর্ত্তির জন্য সাধ্যমত মঠের সেবা করিতেন। স্থানীয় নাগরিকগণ ধানবাদে, ধানসারে, ঝরিয়ায় বিশেষ ধর্ম্মসভার আয়োজন করিয়াছিলেন। মাননীয় জেলা-জজ পাণ্ডে সাহেবের বাসভবনে, ধানবাদ রোটারী ক্লাবে, ধানবাদ পি-কে মেমোরিয়াল কলেজে, ঝরিয়াস্থ রাজা শিবপ্রসাদ কলেজে, ধানসারস্থ শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণ মন্দিরে, গোবিন্দপুরে কস্তুরী বাই সর্ব্বোদয় আশ্রমে, হীরাপুরস্থ শ্রীহরিমন্দিরে ও লিণ্ডসে ক্লাবে শ্রীল গুরুদেবের শ্রীমুখপদ্মনিঃসৃত বাণী শ্রবণের জন্য বিশিষ্ট নাগরিকগণের বিপুল সমাবেশ হয়। শ্রীল গুরুদেবের সারগর্ভ ও হৃদয়গ্রাহী ভাষণ শিক্ষিত ব্যক্তিগণকে বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত করে। জেলা-জজ শ্রীকৃষ্ণশরণ পাণ্ডে মহোদয়ের শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষার প্রতি অনুরাগ দর্শন করিয়া শ্রীল গুরুদেব খুবই সন্তুষ্ট হন। স্থানীয় বিশিষ্ট ধনাঢ্য ও ধাম্মিক ব্যক্তি শ্রীহরিপ্রসাদ আগরওয়াল গুরুদেবকে দর্শন করিয়া এবং শ্রীল গুরুদেবের বীর্য্যবতী বাণী শ্রবণ করিয়া এতদূর আকৃষ্ট হন যে পরবর্ত্তিকালে শ্রীল গুরুদেবকে তাঁহার গৃহে শুভপদার্পণের জন্য পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন। শ্রীমদ্ সনাতন দাসাধিকারী (এডভোকেট সুরেশ চন্দ্র সিংহ) এবং লালা শ্রীধরমচাঁদজীর শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আন্তরিক উদ্যম ও প্রচেষ্টা খুবই প্রশংসার্হ। শ্রীমঠের সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী ২।৩ মূর্ত্তি সতীর্থসহ ধানবাদে পূর্ব্বেই পৌঁছিয়াছিলেন প্রচার-প্রোগ্রামের প্রাক্ ব্যবস্থাদির জন্য।

২৮ মার্চ্চ ১৯৬২ খৃষ্টাব্দ, ১৪ চৈত্র ১৩৬৮ বঙ্গাব্দ কলিকাতা হইতে শ্রীল গুরুদেব দেরাদুন এক্সপ্রেসযোগে রওনা হইয়া ৩০ মার্চ্চ প্রাতে হরিদ্বারে শুভপদার্পণ করতঃ পূর্ণকুম্ভযোগ উপলক্ষে সংস্থাপিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ-শিবিরে সপ্তাহাধিককাল অবস্থান করিয়াছিলেন। বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি ও ভক্তগণ কর্ত্তৃক হরিদ্বার রেলষ্টেশনে শ্রীল গুরুদেব বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে প্রত্যহ প্রভাতে মঠশিবির হইতে ভক্তগণ নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ বাহির হইয়া ব্রহ্মকুণ্ড ও হরিদ্বার সহর পরিক্রমা করিয়া ফিরিয়া আসিতেন। ২৪ চৈত্র, ৭ এপ্রিল শনিবার শ্রীসনাতন ধর্ম্ম প্রতিনিধি সভার উদ্যোগে হরিদ্বারে একটি বিরাট ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। শ্রীকরপাত্রীজি মহারাজ উক্ত সভার সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। সভায় দেড় শতাধিক একদণ্ডী সন্ন্যাসী উপস্থিত ছিলেন এবং অগণিত নরনারীর সমাবেশ হইয়াছিল। শ্রীল গুরুদেব উক্ত সভায় আহূত হইয়া ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের আচার্য্যরূপে শ্রীল গুরুদেবই একমাত্র উপস্থিত ছিলেন। শ্রীল গুরুদেব **তাঁহার অভিভাষণে বলেন**—'দেহ ও মনোধর্ম্মাতীত আত্মধর্ম্মেরই অপর নাম 'সনাতন ধর্ম্ম'। বদ্ধ জীবকুলের সনাতন ধর্ম্ম পালনে শিথিলতার আশঙ্কায় করুণাময় শ্রীভগবান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করতঃ শ্রেয়ার্থী জীবগণকে নিয়মিত করিয়াছেন মাত্র। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম জীবের গুণ ও কর্ম্মানুসারে ক্রমমার্গে আত্মধর্ম্ম বা সনাতন ধর্ম্মে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ থাকায় সাধারণতঃ উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বলা হয়। কিন্তু বর্ণ বা আশ্রম ধর্ম্ম পরিবর্ত্তনশীল হওয়ায় স্বরূপতঃ উহাকে সনাতন ধর্ম্ম বা জীবের নিত্য ধর্ম্ম বলা যায় না। সনাতন ধর্ম্ম বলিতে কেবল হিন্দু-ধর্ম্মকে বুঝায় না, উহার ব্যাপক আয়তনের মধ্যে চরাচর যাবতীয় জীবনিচয়, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কৃমি, কীট, বৃক্ষ, প্রস্তরাদিরও আশ্রয় আছে। ইসাইধর্ম্ম ও ইস্‌লাম্ ধর্ম্মের ভারতভূমিতে সাময়িক প্রচার বা প্রসার নিজ নিজ বিচারবৈশিষ্ট্য প্রদর্শনমূলে হয় নাই,

পরন্তু বদ্ধজীবের স্বাভাবিক ইন্দ্রিয়সৌখ্য—কনক, কামিনী ও প্রতিষ্ঠা প্রদানমূলে হইয়াছে, যদ্দ্বারা তাঁহারা নিজ নিজ কলেবর কিছু বর্দ্ধন করিয়াছেন বা করিতেছেন মাত্র। কিন্তু শ্রীসনাতন ধর্ম্ম বা বেদপ্রতিপাদ্য ধর্ম্ম নিজবিচারের উৎকর্ষতা বলেই আবহমান কাল হইতে ভারতভূমিতে, তথা সারা বিশ্বে পূজিত হইয়া আসিতেছেন।'

পরদিবস রবিবার ধর্ম্মসংঘের পক্ষ হইতে হরিদ্বারে ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হয়। উক্ত সম্মেলনে সভাপতিপদে বৃত হইয়াছিলেন শ্রীজ্যোতির্পীঠাধীশ শ্রীশঙ্করাচার্য্য মহারাজ। শ্রীল গুরুদেব উক্ত সভাতেও আহূত হইয়া যোগ দিয়াছিলেন। **তিনি তাঁহার অভিভাষণে বলেন**—'পরমতসহিষ্ণুতাই সনাতন ধর্ম্মের একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। পরমতসহিষ্ণু না হইলে স্ব স্ব অধিকার ও নিষ্ঠানুযায়ী বেদের বিভিন্ন শাখাধ্যায়ীগণের একত্র মিলন সম্ভব হয় না। কি বদ্ধাবস্থায়, কি মুক্তাবস্থায়, কি সিদ্ধাবস্থায় বিচার তারতম্য অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু আমরা যদি মিলনপ্রয়াসী হই, তবে তাহারই মধ্যে যে যোগসূত্র পরস্পরের বিচারের মূলে অন্তর্নিহিতরূপে সতত বিরাজিত আছে, তাহাই দর্শনের প্রচেষ্টা করিতে হইবে। আত্মভূমিকায় যে মিলন, যে দৃষ্টি সম্ভব তাহা যদিও ভৌতিক পরিসীমায় একান্ত অসম্ভব, তথাপি আত্মদর্শীগণ পরমতসহিষ্ণু হইয়া যদি অপরাপর সকলকে ধীরে ধীরে আকর্ষণ করেন, তবে সময়ান্তরে জৈবজগৎ ভৌতিকবাদের সীমা অতিক্রম করতঃ আত্ম-প্রগতি লাভ করিতে পারেন। অদ্বয়জ্ঞানের ব্রহ্মানুভূতি, পরমাত্মানুভূতি ও শ্রীভগবনুভূতিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ সকলেই সনাতন-ধর্ম্মেরই অনুশীলনকারী। শ্রীসনাতন-ধর্ম্মের মর্য্যাদাসংরক্ষণে তাঁহাদের একত্র মিলন একান্ত কাম্য।'

২৯ চৈত্র, ১২ এপ্রিল বৃহস্পতিবার ভারত সাধুসমাজের পক্ষ হইতে হরিদ্বারে আরও একটী ধর্ম্মসভার বিশেষ অধিবেশন হয়। উক্ত সভায় বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত ছিলেন। উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভারত সরকারের কেন্দ্রীয় সংযোজক-মন্ত্রী শ্রীগুলজারিলাল নন্দ এবং বিহারের মাননীয় রাজ্যপাল। **শ্রীল গুরুদেব এ সভাতেও আমন্ত্রিত হইয়া অভিভাষণে বলেন**—'আমরা যাঁহারা ভারত সাধুসমাজের নামে ঐক্যবদ্ধ হইতে প্রয়াসী, তাঁহাদের প্রারম্ভিক দুই একটি কথা অবশ্যই স্মরণ রাখিতে হইবে। সাধু কাহাকে বলে, সাধুসমাজ বলিতে কি বুঝায় এবং সাধুসমাজ ও ত্যাগীসমাজের মধ্যে কিছু বৈশিষ্ট্য আছে কি না? একমাত্র অনাবৃত স্বরূপ, নিত্য প্রকাশমান্ অদ্বয়জ্ঞান শ্রীহরির আরাধনায় রত ব্যক্তিগণই সাধু। যাঁহারা শ্রীহরির অস্তিত্বের আস্থা রাখেন না এবং বেদের অসমোর্দ্ধত্বে বিশ্বাসী নহেন, পরন্তু ভৌতিকবাদে আচ্ছন্ন, তাঁহাদের সমাজকে আমি সাধুসমাজ বলিতে পারি না। ত্যাগীর সমাজ কখনও সাধুসমাজ নহে। ত্যাগী হইলেই সাধু হয় না। সাধু গৃহস্থও নহেন, ত্যাগীও নহেন। সদ্বস্তু বিষ্ণুতে প্রীতি না থাকিলে গৃহস্থ, ত্যাগী কেহই সাধুপদবাচ্য নন। অবশ্য সাধু যে কোন আশ্রমকে অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারেন। কাজেই সাধুসমাজের নামে কেবল মামুলী কিছু ত্যাগের আদর্শই যেন প্রচার না হয়, পরন্তু চরাচরের একমাত্র আশ্রয়, একমাত্র আরাধ্য সর্ব্বকারণকারণ শ্রীহরির অসমোর্দ্ধ মহিমা যাহাতে জগতে প্রচারিত হয়, তদ্বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা সাধুসমাজের কর্ত্তব্য হইবে। ইন্দ্রিয়দমন ও বৈরাগ্যাদির দ্বারা সাময়িক চিত্ত শুদ্ধি হইলেও শ্রীভগবদ্গুণগান শ্রবণ-কীর্ত্তন ব্যতীত চিত্তমালিন্য সম্পূর্ণরূপে বিদূরিত হয় না। শুদ্ধিতার ইহাই মৌলিক দিক।'

৯ বৈশাখ, ২২ এপ্রিল রবিবার শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে হরিদ্বার হইতে দেরাদুন ষ্টেশনে শুভপদার্পণ করিলে শতাধিক ভক্তগণ কর্ত্তৃক বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হইলেন। ভক্তগণ বিরাট সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রাসহ শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে নির্দ্দিষ্ট নিবাসস্থান পিপ্পলমণ্ডীস্থ গীতাভবনে আসিয়া পৌঁছিলেন। স্থানীয় টাউনহলে ২৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবার হইতে ২৮ এপ্রিল শনিবার পর্য্যন্ত সন্ধ্যায় তিনটি জনসভা হয়। জনসভায় সভাপতিত্ব করেন যথাক্রমে দেরাদুন সহরের পৌরপ্রধান শ্রীরামস্বরূপজী, ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীকে-এস্ পাঠক এবং স্বামী শ্রীসন্তোষ নন্দজী। শ্রীল গুরুদেবের সারগর্ভ অভিভাষণ শ্রবণ করিয়া শ্রোতৃবৃন্দ

বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হন। শ্রীল গুরুদেব দেরাদুন বার এসোসিয়েসনে, বাঙ্গালী দূর্গাবাড়ীতে, গীতাভবনে, শ্রীরামনবমী-তিথি উপলক্ষে ২২ এপ্রিল রাত্রির বিশেষ ধর্ম্মসভায় ভাষণ প্রদান করেন। বিশিষ্ট ধনাঢ্যব্যক্তি গীতাভবনের সভাপতি শ্রীসর্দ্দারিলাল ওবরায়ের ও সম্পাদক শ্রীবিশ্বনাথ সর্ব্বরওয়ালের ধর্ম্মপ্রচারে প্রচেষ্টা বিশেষভাবে প্রশংসনীয়।

দিল্লীর ভক্তগণের আহ্বানে শ্রীল গুরুদেব দেরাদুন হইতে ২৪ বৈশাখ, ৭ মে সোমবার সদলবলে নিউদিল্লীতে আসিয়া শুভপদার্পণ করিলে দিল্লীর নাগরিকগণ বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপন করেন। নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জস্থিত শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে সাধুগণের বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। শ্রীল গুরুদেব ৪ জ্যৈষ্ঠ, ১৮ মে শুক্রবার পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া প্রত্যহ প্রাতে সনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে এবং বিভিন্ন সময়ে কেরলবাগস্থ শ্রীসন্তরাম পুরীজীর ভবনে, শ্রীগঙ্গেশ্বরানন্দধামে, বাঙ্গালী কালীবাড়ীতে, নর্থ এভিনিউস্থ এম্-পি ক্লাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষা সম্বন্ধে অভিভাষণ প্রদান করেন। এম্-পি ক্লাবে ডক্টর শেঠ গোবিন্দদাসজী সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন। শ্রীগৌড়ীয় সংঘের ভক্তবৃন্দের আহ্বানে শ্রীল গুরুদেব ১১ মে শুক্রবার পূর্ব্বাহ্নে তাঁহাদের কেরলবাগস্থ মঠে শুভপদার্পণ করিয়াছিলেন। ১৩ মে রবিবার সন্ধ্যা ৫ ঘটিকায় নিউদিল্লী পাহাড়গঞ্জে চৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তবৃন্দের উদ্যোগে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়।

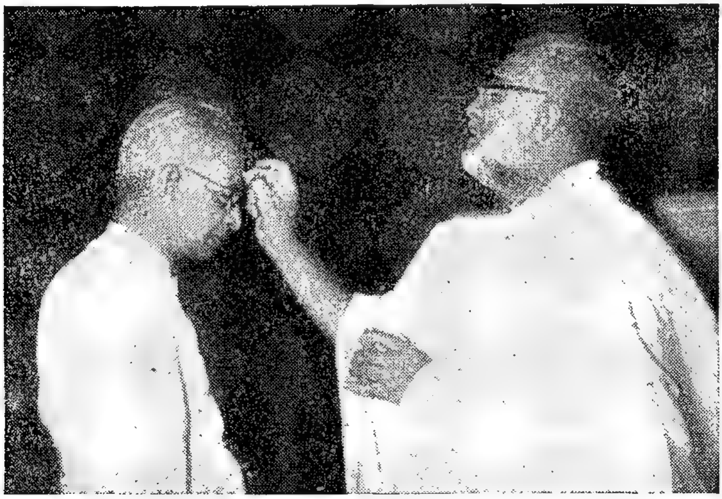

শ্রীল গুরুদেব রাষ্ট্রপতিকে প্রসাদী মাল্য-চন্দনের দ্বারা শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিতেছেন

ধাম্মিকপ্রবর ডক্টর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণজী ভারতের রাষ্ট্রপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইলে শ্রীল গুরুদেব উল্লসিত হইয়া ১৭ মে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা ৬ ঘটিকায় রাষ্ট্রপতিভবনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পক্ষ হইতে শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদীমালা ও চন্দনের দ্বারা তাঁহাকে শুভাশীর্ব্বাদ প্রদান করিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে ছিলেন শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী ও শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী। ডক্টর রাধাকৃষ্ণণ বৈরাগ্যসূচক সুন্দর শ্লোকের দ্বারা অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করিলে শ্রীল গুরুদেব তচ্ছ্রবণে পরিতুষ্ট হইয়া বৈরাগ্যের দুইপ্রকার অর্থ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন—'বৈরাগ্য শব্দের একটি অর্থ বিগত 'রাগ' অর্থাৎ অনাসক্তি এবং দ্বিতীয় অর্থ বিশিষ্টে পরম পুরুষে 'রাগ'। বস্তুতঃ পরম পুরুষে 'রাগ' যে পরিমাণে বর্দ্ধিত হয়, সেই পরিমাণে

ভগবদিতর বস্তুতে অনাসক্তি স্বাভাবিকরূপে হইয়া থাকে। শ্রীভগবদ্‌রতি ব্যতীত যে অনাসক্তি, উহা কষ্টকল্পনা মাত্র, স্বাভাবিক বৈরাগ্য নহে।' রাষ্ট্রপতির সহিত শ্রীল গুরুদেবের ধর্ম্মবিষয়ক বহু কথা আলোচনা হইয়াছিল। সনাতন ধর্ম্মসভার সভাপতি চৌধুরী শ্রীতীর্থরাম দত্ত, সম্পাদক শ্রীজ্যোতিপ্রসাদজী, এম্-পি শ্রীশম্ভুনাথ চতুর্ব্বেদী এবং শ্রীমদনমোহন চতুর্ব্বেদী শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারসেবায় যত্ন করিয়া শ্রীল গুরুদেবের প্রীতির ভাজন হইয়াছিলেন।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে ২৬ চৈত্র (১৩৭০), ৯ এপ্রিল (১৯৬৪) বৃহস্পতিবার হইতে ২৯ চৈত্র, ১২ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত জলন্ধরে মাইহীরা গেটে শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দিরে দিবস চতুষ্টয়ব্যাপী বিরাট ধর্ম্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। শ্রীল গুরুদেব সংকীর্ত্তনসহযোগে উক্ত সভার উদ্‌ঘাটন অনুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। কার্টারপুরের গোপাল সংকীর্ত্তনমণ্ডল, গুরুদাসপুরের শ্রীরামনাথজীর কীর্ত্তনপার্টি, নূরপুরের শ্রীচক্রধরজীর পার্টি, হোসিয়ারপুরের শ্রীগোপালকৃষ্ণ সেবক-শ্রীখুসিরামজী-শ্রীগঙ্গারামজীর কীত্তনপার্টি, দিল্লীর তুলসীদাসজীর, লুধিয়ানার শ্রীলালচাঁদজী, উনাওর শ্রীমেহেরচাঁদজী, তলোয়ার টাউনশীপের শ্রীচিমনলালজী, জলন্ধরের শ্রীগণেশ দাসজীর-শ্রীরামলালজীর-মাষ্টার শ্রীহরবংশলালজীর-শ্রীনানকচাঁদজীর পাঞ্জাবের বিভিন্ন স্থান হইতে আগত সংকীর্ত্তন-পার্টিসমূহ সম্মেলনে যোগ দিয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসম্মেলনে শুদ্ধাভক্তি ও শ্রীনামসংকীর্ত্তনের মহিমা সম্বন্ধে জ্ঞানগর্ভ ভাষণ প্রদান করেন। ১২ এপ্রিল রবিবার প্রাতে মাইহীরাগেটস্থিত শ্রীসনাতনধর্ম্ম মন্দির হইতে বিরাট সগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হয়। গুরুদেব সমভিব্যাহারে তৎকালে ছিলেন

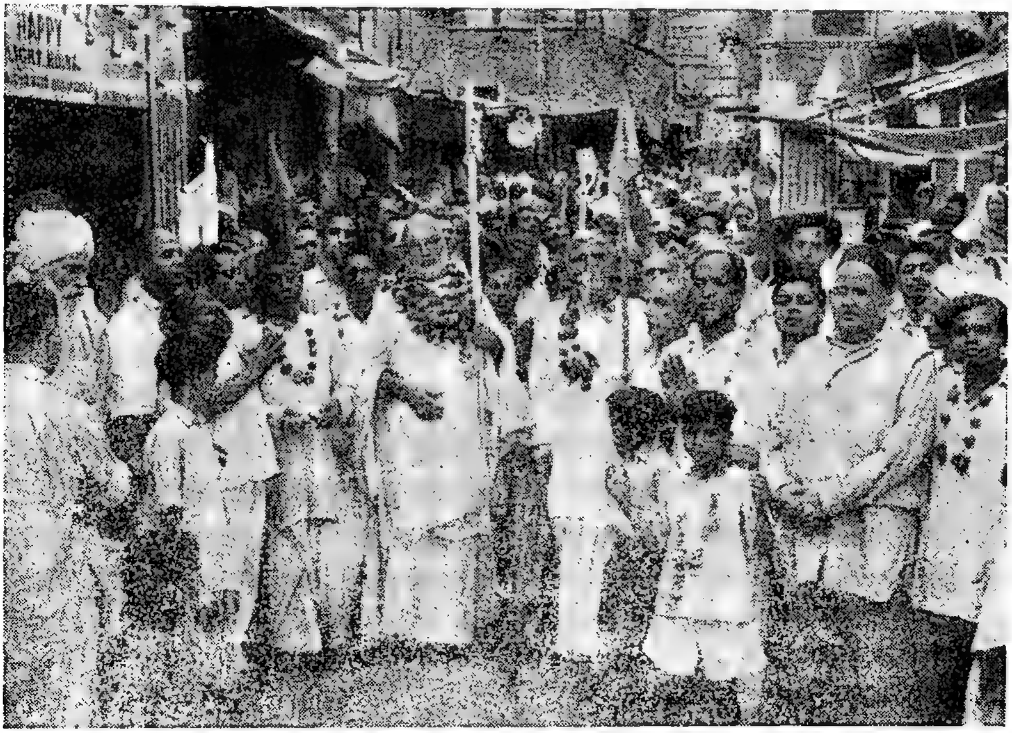

জলন্ধর সনাতনধর্ম্ম মন্দির হইতে শ্রীল গুরুদেবের অনুগমনে সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা

(ক্রমশঃ)

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু " " "
(৪) গীতাবলী " " "
(৫) গীতমালা " " "
(৬) জৈবধর্ম্ম " " "
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত " " "
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি " " "
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য " " "
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা " " " "
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..
Vill..
P. O...
Dist...
Pin...

নিয়মাবলী

১। “শ্রীচৈতন্য-বাণী” প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী
শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদ প্রবর্ত্তিত
একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রিংশ বর্ষ—১২শ সংখ্যা

মাঘ, ১৩৯৭

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

সহকারী সম্পাদক-সঙ্ঘ ঃ—

১। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিসুহৃদ্ দামোদর মহারাজ। ২। ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবিজ্ঞান ভারতী মহারাজ।

কার্য্যাধ্যক্ষ ঃ—

ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ

প্রকাশক ও মুদ্রাকর ঃ—

মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন, বি, এস্-সি

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, তৎশাখা মঠ ও প্রচারকেন্দ্রসমূহ ঃ—

মূল মঠ ঃ—১। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ঈশোদ্যান, পোঃ শ্রীমায়াপুর-৭৪১৩১৩ (নদীয়া)

প্রচারকেন্দ্র ও শাখামঠ ঃ—

২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬। ফোন ঃ ৪৬-৫৯০০
৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোয়াড়ী বাজার, পোঃ কৃষ্ণনগর-৭৪১১০১ (নদীয়া)
৪। শ্রীশ্যামানন্দ গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জেঃ মেদিনীপুর-৭২১১০১
৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মথুরা রোড, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৬। শ্রীবিনোদবাণী গৌড়ীয় মঠ, ৩২, কালিয়দহ, পোঃ বৃন্দাবন-২৮১১২১ (মথুরা)
৭। শ্রীগৌড়ীয় সেবাশ্রম, মধুবন মহোলি, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেঃ মথুরা
৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, দেওয়ান দেউড়ী, হায়দ্রাবাদ-৫০০০০২ (অঃ প্রঃ) ফোন ঃ ৫২২০০১
৯। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পল্টন বাজার, পোঃ গৌহাটী-৭৮১০০৮ (আসাম) ফোন ঃ ২৭১৭০
১০। শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ তেজপুর-৭৮৪০০১ (আসাম)
১১। শ্রীল জগদীশ পণ্ডিতের শ্রীপাট, পোঃ যশড়া, ভায়া চাকদহ-৭৪১২২২ (নদীয়া)
১২। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, পোঃ ও জিলা গোয়ালপাড়া-৭৮৩১০১ (আসাম)
১৩। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, সেক্টর—২০বি, পোঃ চণ্ডীগড়-১৬০০২০ (পাঞ্জাব) ফোন ঃ ২৩৭৮৮
১৪। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গ্র্যাণ্ড রোড্, পোঃ পুরী-৭৫২০০১ (ওড়িষ্যা) ফোন ঃ ২২৭৪
১৫। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, শ্রীজগন্নাথমন্দির, পোঃ আগরতলা-৭৯৯০০১ (ত্রিপুরা) ফোন ঃ ৪৪৯৭
১৬। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, গোকুল মহাবন, পোঃ মহাবন-২৮১৩০৫ জিলা—মথুরা
১৭। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ১৮৭, ডি, এল রোড্, পোঃ দেরাদুন-২৪৮০০১ (ইউ, পি)
১৮। শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ কার্য্যালয়, ৩৩৯৯, হরিমন্দির গলি, প.হাড়গঞ্জ, নিউদিল্লী-১১০০৫৫

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠের পরিচালনাধীন ঃ—

১৯। সরভোগ শ্রীগৌড়ীয় মঠ, পোঃ চক্চকাবাজার-৭৮১৩২০ জেঃ বরপেটা (আসাম)
২০। শ্রীগদাই গৌরাঙ্গ মঠ, পোঃ বালিয়াটী, জেঃ ঢাকা (বাংলাদেশ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীচৈতন্য বাণী

"চেতোদর্পণমার্জ্জনং ভবমহাদাবাগ্নি-নির্ব্বাপণং
শ্রেয়ঃকৈরবচন্দ্রিকাবিতরণং বিদ্যাবধূজীবনং।
আনন্দাম্বুধিবর্দ্ধনং প্রতিপদং পূর্ণামৃতাস্বাদনং
সর্ব্বাত্মস্নপনং পরং বিজয়তে শ্রীকৃষ্ণসংকীর্ত্তনম্ ॥"

৩০শ বর্ষ } শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, মাঘ ১৩৯৭
২৯ মাধব, ৫০৪ শ্রীগৌরাব্দ ; ১৫ মাঘ, মঙ্গলবার, ২৯ জানুয়ারী ১৯৯১ { ১২শ সংখ্যা

শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

শ্রীগৌড়ীয় মঠ, কলিকাতা
১৮ই চৈত্র ১৩৩২, ১লা এপ্রিল ১৯২৬

বিহিত সম্ভাষণ-পূর্ব্বিকেয়ম্—

'অতিবাড়ী' নামক একটি রূপকবিরাজী অপসম্প্রদায়ের দূষিত বীজ কালক্রমে আপনাদের মধ্যে যে সঞ্চারিত হইবে এবং আপনাদের হৃদয়তরু-কোটরকে ভক্তিদংশক সর্পাদি হিংস্রজন্তুর আবাসস্থলী করিয়া ফেলিবে শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয় স্বয়ং ১৩২১ সালের বৈশাখ মাসের প্রথমভাগে সন্ধ্যাকালে "ভক্তিভবনে" সেই ভবিষ্যদ্‌বাণী আমার নিকট সুস্পষ্টভাষায় বলিয়াছিলেন। দুর্ভাগা আমি, সে-সময় তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলাম—"তাহারা আপনার অনুগতাভিমানী। কোন দিনই আপনার হরিসেবার আদর্শের প্রতিকূলে প্রকাশ্যে দল বাঁধিবে না; বাঁধিতে গেলে আমি তাহাতে প্রাণপণে বাধা দিব।" আপনারা মনে দুঃখ পাইবেন বলিয়া আমার ঐরূপ প্রতিশ্রুতির কথা একাল পর্য্যন্ত আপনাদিগকে বলি নাই। প্রতীপ * * প্রভৃতির দ্বারা আপনারা সে-সকল কার্য্য পূর্ব্বেই আরম্ভ করাইয়াছিলেন। ঠাকুর শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদের অপ্রাকৃত মনোঽভীষ্টসাধনের বাধা আপনারা একাল পর্য্যন্ত পদে পদেই দিয়া আসিতেছেন; সুতরাং আপনাদের ন্যায় অপসম্প্রদায়ের সহিত শুদ্ধভক্তির বা শ্রীঠাকুর মহাশয়ের কোন সম্বন্ধ কোন দিনই নাই, আমি চিরদিনই তারস্বরে ইহা বলিয়া আসিতেছি। আপনারা সেই কথা না শুনিয়া বিপথগামী হইয়াছেন। শ্রীমদ্ভক্তিবিনোদ ঠাকুর মহাশয়ের মনোঽভীষ্টের কতিপয় নিজ-কথা তাঁহারই ভাষায় আমি নিম্নে লিখিতেছি—

১। জাগতিক আভিজাত্য গৌরব-বাদিগণ নিজেরা প্রকৃত আভিজাত্য লাভ করিতে না পারিয়া

প্রকৃত বৈষ্ণবগণ পাপফলে নীচ যোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন,—এরূপ বলিয়া থাকেন ; ইহাতে পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তিগণের অপরাধ হয়। সম্প্রতি ইহার প্রতিকার-স্বরূপ বৃত্তদৈব-বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-সংস্থাপন-কার্য্য—যাহা তুমি আরম্ভ করিয়াছ, উহাই প্রকৃত বৈষ্ণব-সেবা বলিয়া জানিবে।

২। শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচারের অভাব হইতেই মেয়োলি কুসংস্কার ও কুশিক্ষাগুলি সহজিয়া, অতিবাড়ী প্রভৃতি সম্প্রদায়ে স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে ভক্তি বলিয়া সম্বর্দ্ধিত হইতেছে। তুমি ভক্তিসিদ্ধান্ত প্রচার ও প্রকৃত আচার দ্বারা সেই সকল বিরুদ্ধ সিদ্ধান্ত সর্ব্বদা দলন করিও।

৩। শ্রীধাম-নবদ্বীপ পরিক্রমা যত শীঘ্র পার আরম্ভ করিবার যত্ন করিবে। এই কার্য্যেই জগতের সকলের কৃষ্ণভক্তি লাভ হইবে। শ্রীমায়াপুরের সেবাটি যাহাতে স্থায়ী হয়, দিন দিন উজ্জ্বল হয়, তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে। মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন, ভক্তি-গ্রন্থের প্রচার ও নাম হট্টের প্রচার দ্বারাই শ্রীমায়াপুরের প্রকৃত সেবা হইবে। তুমি নিজের জন্য নির্জ্জন ভজন করিতে গিয়া প্রচারের বা শ্রীমায়াপুরের সেবার ক্ষতি করিও না।

৪। আমি না থাকাকালে তোমার * * বড় আদরের শ্রীমায়াপুরের সেবা। তজ্জন্য বিশেষ যত্ন করিবে, ইহা তোমার প্রতি আমার বিশেষ আদেশ। বনমানুষ, * * মানুষ প্রভৃতির কোন দিন ভক্তি হইতে পারে না ; কখনও তাহাদের পরামর্শ গ্রহণ করিবে না, অথচ তাহাদিগকে একথা জানিতে বা জানাইয়া দিবে না।

৫। 'শ্রীমদ্ভাগবত", "ষট্সন্দর্ভ", বেদান্তদর্শন" প্রভৃতি গ্রন্থের শুদ্ধভক্তি তাৎপর্য্যময়তা দেখাইবার আমার আন্তরিক যত্ন ছিল। সেই কার্য্যের ভার তুমি গ্রহণ করিবে। শ্রীমায়াপুরে বিদ্যাপীঠ স্থাপন করিলে শ্রীমায়াপুরের উন্নতি হইবে।

৬। নিজ-ভোগের উদ্দেশ্যে বিদ্যাসংগ্রহ বা অর্থ-সংগ্রহের জন্য কোনদিন যত্ন করিও না ; কেবল ভগবৎসেবার জন্যই ঐ সকল সংগ্রহ করিবে ; অর্থের বা স্বার্থের জন্য কখনও দুঃসঙ্গ করিবে না।

আজ এই পর্য্যন্ত। আমি বৈষ্ণব-সেবার জন্য স্থানান্তরে যাইতেছি। ফিরিয়া আসিয়া আপনার পত্রের বাকী উত্তর ক্রমশঃ দিব।

আপনার দুঃখে দুঃখী
শ্রীসিদ্ধান্তসরস্বতী

* * *

শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২২০ পৃষ্ঠার পর]

ভক্ত্যানুকূলধর্ম্মাঃ। প্রবুদ্ধঃ নিমিম্ [১১।৩।২৩-২৭]

সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু।
দয়াং মৈত্রীং প্রশয়ঞ্চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্ ॥১০৯
শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জবম্।
ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দ্বসংজ্ঞয়োঃ ॥১১০॥
সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্।
বিবিক্ত চীরবসনং সন্তোষং যেন কেনচিৎ ॥১১১
মনো-বাক্কায়-দণ্ডঞ্চ সত্যং শমদমাবপি।
শ্রবণং কীর্ত্তনং ধ্যানং হরেরদ্ভুতকর্ম্মণঃ ॥১১২॥

[১১।৩।২৭-২৮]

জন্মকর্ম্মগুণানাঞ্চ তদর্থেঽখিলচেষ্টিতম্।
ইষ্টং দত্তং তপো জপ্তং বৃত্তং যচ্চাত্মনঃ প্রিয়ম্।
দারান গৃহান্ সুতান্ প্রাণান্ যৎ পরস্মৈ নিবেদনম্॥

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর-কৃত "মরীচিপ্রভা"-নাম্নী ব্যাখ্যা

যে সকল ধর্ম্মকে ভক্তির অনুকূল বলিয়া আশ্রয় করা উচিত তাহা বলিতেছেন। সকল বিষয় হইতে মনকে অসঙ্গ করা, শীঘ্র সাধুসঙ্গ করা, দয়া, মৈত্রী, সর্ব্বভূতে প্রশ্রয় দেওয়া, শৌচ, তপ, তিতিক্ষা, মৌন,

অকিঞ্চনভক্তানাং কৃষ্ণপূজাপদ্ধতিঃ। ভগবান্ [১০।৮১।৪]

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥১১৪॥

লোকশিক্ষা। ভগবান্ দেবান্ [৬।৯।৪৯]

স্বয়ং নিঃশ্রেয়সং বিদ্বান্ ন বক্ত্যজ্ঞায় কর্ম্ম হি।
ন রাতি রোগিনোঽপথ্যং বাঞ্ছতোঽপিভিষক্তম্॥

সাধাকানাং প্রার্থনা। বৃত্রঃ ভগবন্তং [৬।১১।২৭]

মমোত্তমঃশ্লোকজনেষু সখ্যং
সংসারচক্রে ভ্রমতঃ স্বকর্ম্মভিঃ।
ত্বন্মায়য়াত্মাত্মজদার গেহে-
ষ্বাসক্তচিত্তস্য ন নাথ ভূয়াৎ ॥১১৬॥

কবিঃ নিমিম্ [১১।২।৪২]

ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তি-
রন্যত্র চৈষত্রিক এককালঃ।
প্রপদ্যমানস্য যথাশ্নতঃ স্যু-
স্তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্ ॥১১৭॥

ভগবৎ কৃপয়া সর্ব্বকামক্ষয়ঃ। দেবাঃ গায়ন্তি। [৫।১৯।২৫]

সত্যং দিশত্যর্থিতমর্থিতো নৃণাং
নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতা
মিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥১১৮॥

ভক্তিশাস্ত্রাধ্যয়ন, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, মান-অপমান প্রভৃতি দ্বন্দ্ববিষয়ে সমতা, সর্ব্বত্র আত্মারূপ ঈশ্বরদর্শন, কৈবল্য (জড় হইতে আত্মাকে পৃথক্ দৃষ্টি), অনিকেততা (গৃহারম্ভাদি প্রয়াসশূন্যতা) নির্জ্জনবাস. সামান্য চিরবসন, যাহাতে তাহাতে সন্তোষ, প্রয়োজন স্থলে মন, বাক্য ও শরীরের নিগ্রহ, সত্য, শম, দম, হরিকথা শ্রবণ, কীর্ত্তন, ধ্যান, ভগবৎ-জন্ম-কর্ম্ম-গুণাদির কথা, কৃষ্ণের জন্য অখিল চেষ্টা, ইষ্ট, দান, তপ, জপ এবং নিজ প্রিয় সাত্ত্বিক বস্তু ও বৃত্ত অর্পণ; স্ত্রী, গৃহ, পুত্র, প্রাণ কৃষ্ণে নিবেদন করা। এই সকল ভক্তির উদ্দেশে কৃত হইলে ভক্তির অনুকূল হয় ॥১০৯-১১৩॥

অকিঞ্চন ব্যক্তির পূজা-বিধি। পত্র, পুষ্প, ফল ও জল (যাহা বিনা ব্যয়ে সংগ্রহ হয়) যত্নবান্ পুরুষ ভক্তির সহিত আমাকে দিলে আমি ঐ ভক্তিদত্ত বস্তু স্বীকার করি ॥১১৪॥

রোগী ইচ্ছা করিলেও উত্তম চিকিৎসক তাহাকে কুপথ্য দেন না, সেইরূপ বিদ্বান্ পুরুষ অজ্ঞ লোককেও কর্ম্ম-ত্যাগরূপ নিঃশ্রেয় তত্ত্ব বলেন না, কেননা অজ্ঞ লোকের পক্ষে তাহা ফলদায়ক নয়। অজ্ঞলোক কর্ম্মপ্রিয়, তাহাদিগকে ভক্তির অনুকূল কর্ম্মের উপদেশ দেন। অধিকার বিচারে উপদেশ-ভেদ। অশ্রদ্দধান ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে নামাপরাধ হয় ॥১১৫॥

হে নাথ! স্বকর্ম্মদ্বারা সংসারচক্রে ভ্রমণকারী আমার কৃষ্ণভক্তজনে সখ্য হউক। তোমার মায়া-মোহিত হইয়া আসক্ত চিত্ত যে আমি, আমার যেন স্ত্রী-পুত্র ও গৃহাদিতে সখ্য বা আসক্তি না হয়, আমার এই প্রার্থনা। ১১৬॥

সুপথ্য অন্নভোজনকারীর প্রতিগ্রাসে তুষ্টি, পুষ্টি ও ক্ষুন্নিবৃত্তি ক্রমশঃ হইয়া থাকে, সেইরূপ প্রসন্নব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তি, পরেশানুভবরূপ সম্বন্ধজ্ঞান এবং অনিত্য বস্তু ও ব্যক্তিতে বিরক্তি এককালে হয়। তাৎপর্য্য এই যে, যিনি শুদ্ধভক্তি আশ্রয় করেন, তাঁহার হৃদয়ে কৃষ্ণভক্তি, কৃষ্ণসম্বন্ধ জ্ঞান এবং ইতর বস্তুতে বিরক্তি একই কালে হয়। জ্ঞান বৈরাগ্য পৃথক্ তত্ত্ব নয়, অতএব তাহাদের চেষ্টা পৃথক্ হইলে তাহারা বহির্ম্মুখ হয়। বহির্ম্মুখ জ্ঞান ও শুষ্ক-বৈরাগ্য অতিশয় মন্দ। ভক্তিজনিত সম্বন্ধজ্ঞান ও ইতর বৈরাগ্য স্বয়ং উৎপন্ন হইয়া থাকে। যে স্থলে উহারা উৎপন্ন হয় না, সে স্থলে ভক্তির অভাব। সুতরাং তাহাকে কপট ভক্তি বলিতে হইবে। বৈরাগ্যে আত্মার তুষ্টি, সম্বন্ধ-জ্ঞানে আত্মার পুষ্টি এবং ভক্তিক্রিয়ায় ক্ষুন্নিবৃত্তি এইরূপ তিনটী উপমা প্রদর্শিত হইল ॥১১৭॥

ভগবান্ প্রার্থিত হইয়া অর্থিত বিষয় দেন সত্য, কিন্তু তাহাতে পরমার্থ হয় না, কেননা আবার পুনরায় যাচ্ঞার কারণ উপস্থিত হয়। এইজন্য কোন সামান্য কামের সহিত ভজনা করিলেও তিনি ভক্তের ইচ্ছার অভাবসত্ত্বেও ইচ্ছানিবারক নিজ পাদপল্লব স্বয়ং বিধান করেন, তখন আর কোনপ্রকার কাম থাকে না। কামের জন্য যাঁহারা অন্য দেবতাকে

বহ্বায়াসাপ্রয়োজনতা। প্রহলাদঃ দৈত্যবালকান্ [৭।৬।১৯]

ন হ্যচ্যুতং প্রীণয়তো বহ্বায়াসোঽসুরাত্মজাঃ।
আত্মত্বাৎ সর্ব্বভূতানাং সিদ্ধত্বাদিহ সর্ব্বতঃ ॥১১৯

ভজনে কালবিলম্বো ন কর্ত্তব্যঃ [৭।৬।১]

কৌমার আচরেৎ প্রাজ্ঞো ধর্ম্মান্ ভাগবতানিহ।
দুর্ল্লভং মানুষং জন্ম তদপ্যধ্রুবমর্থদম্ ॥১২০॥

[৭।৬।৪-৫]

তৎ প্রয়াসো ন কর্ত্তব্যো যত আয়ুর্ব্যয়ঃ পরম্।
ন তথা বিন্দতে ক্ষেমং মুকুন্দচরণাম্বুজাম্ ॥১২১॥
ততো যতেত কুশলঃ ক্ষেমায় ভবমাশ্রিতঃ।
শরীরং পুরুষং যাবন্নবিপদ্যেত পুষ্কলম্ ॥১২২॥

বাসস্থানভোজনাদের্নির্গুণত্বং প্রয়োজনম্। কৃষ্ণঃ উদ্ধবম্। [১১।২৫।২৫, ২৭-২৮]

বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রামো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যুতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্ ॥১২৩॥
সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা ॥১২৪॥
পথ্যং পূতমনায়স্তমাহার্য্যং সাত্ত্বিকং স্মৃতম্।
রাজসঞ্চেন্দ্রিয়প্রেষ্ঠং তামসঞ্চার্ত্তিদাশুচি ॥১২৫

নিষ্কপটবিষয়ীজনং প্রতি কৃপা। চমসঃ নিমিম্ [১১।৫।৪]

দূরে হরিকথা কেচিৎ দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ।
স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্ ॥১২৬

শুকঃ পরীক্ষিতম্ [১০।১৪।৫৮]

সমাশ্রিতা যে পদপল্লবপ্লবং
মহৎপদং পুণ্যযশো মুরারেঃ।
ভবাম্বুধির্বৎসপদং পরং পদং
পদং পদং যদ্বিপদাং ন তেষাম্ ॥১২৭॥

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়ামভিধেয়তত্ত্ব-
প্রকরণে ভক্ত্যানুকূল্যবিচারবিষয়ে সাধনভক্তি-
নিরূপণং নাম পঞ্চদশঃ কিরণঃ।

উপাসনা করেন, তাঁহারা কামিত বিষয় মাত্র পাইয়া তাঁহাদের কাম বৃদ্ধি হয়। অতএব কাম থাকিলেও কৃষ্ণভজন করিলে অচিরে নিষ্কামফল পাওয়া যায় ॥১১৮॥

কৃষ্ণভজনে বহ্বায়াসের আবশ্যকতা নাই। কৃষ্ণ সর্ব্বভূতের আত্মা। সর্ব্বপ্রকারে তিনি সিদ্ধতত্ত্ব। হে অসুর-বালকগণ! বহু আয়াসদ্বারা অচ্যুত প্রীত হন না। সহজভক্তিতেই তাঁহাকে পাওয়া যায় ॥১১৯

মানুষজন্ম দুর্ল্লভ ও অধ্রুব। তথাপি এই জন্মেই পরমার্থ লাভ হয়। অতএব প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কৌমার-বয়স হইতেই ভাগবতধর্ম্ম আচরণ করিবেন ॥১২০॥

যাহাতে আয়ু বৃথা ক্ষয় হয়, সে বিষয়ে প্রয়াস করিবেন না। তাহাতে মুকুন্দ-চরণাম্বুজরূপ ক্ষেম পাওয়া যায় না ॥১২১॥

এই পুষ্কল শরীরে যে পর্য্যন্ত বিপন্ন না হয়, ভবাশ্রিত ব্যক্তি ক্ষেমপ্রাপ্তির জন্য যত্ন করিবেন। বিপন্ন হইলে আর কি করিয়া ভজন হইবে ॥১২২॥

নির্গুণভক্তি লাভ করিতে হইলে শ্রদ্ধা, বাস, আহার ইত্যাদি সকল ব্যবহারিক বস্তুকে নির্গুণ করা চাই। সাত্ত্বিকভাবাপন্ন বস্তুতে কৃষ্ণভাব যোজিত হইলে নির্গুণ হয়। বনবাস সাত্ত্বিক, গ্রামবাস রাজসিক, ক্রীড়াদি স্থান তামসিক, আমার নিকেতন নির্গুণ ॥১২৩॥

আধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী। কর্ম্মশ্রদ্ধা রাজসী। অধর্ম্মে যে শ্রদ্ধা তাহা তামসী। মৎসেবায় যে শ্রদ্ধা, তাহা নির্গুণ ॥১২৪॥

সুপথ্য অর্থাৎ সুপাচ্য, হৃদ্য, স্নিগ্ধ, পূত অর্থাৎ পবিত্র এবং অল্পায়াস সাধ্য আহার্য্য বস্তু সাত্ত্বিক। ইন্দ্রিয়প্রিয় খাদ্যদ্রব্য রাজস, আর্ত্তিদ অর্থাৎ অপাচ্য ও অমেধ্য দ্রব্য তামস খাদ্য। কৃষ্ণনিবেদিত সাত্ত্বিক আহার্য্যই নির্গুণ ॥১২৫॥

নিষ্কপট বিষয়ীজনের প্রতি কৃপা করা উচিত। স্ত্রী শূদ্রাদি বিষয়ে আবিষ্ট থাকিয়া হরিকথা ও অচ্যুত কীর্ত্তন হইতে দূরে থাকে। সেই সকল যদি নিষ্কপট হয়, তাহারা আপনাদের কৃপা পাত্র ॥১২৬॥

যাহারা কৃষ্ণের মহৎ পুণ্যযশ পদরূপ পদ-পল্লবাত্মক প্লব আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারা ভবাম্বুধিকে বৎসপদ জ্ঞান করেন। পরং পদ অনায়াসে লভ্য হয়। তাঁহাদের বিপদের কোন ভয় থাকে না ॥১২৭

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালায়াম্ অভিধেয়তত্ত্ব-
প্রকরণে ভক্ত্যানুকূল্যবিচারবিষয়ে পঞ্চদশ-
কিরণে মরীচিপ্রভা-নাম গৌড়ীয়-
ব্যাখ্যা সমাপ্তা।

সাময়িক প্রসঙ্গ

শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী

[পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ]

শ্রীভগবান তাঁহার শ্রীমুখনিঃসৃতা গীতার চতুর্থ অধ্যায়ে সখা অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন —আমি পূর্ব্বে সূর্য্যকে এই নিষ্কাম-কর্ম্মসাধ্য জ্ঞানযোগের কথা বলিয়াছিলাম। সূর্য্য তাহা মনুকে এবং মনু উহা ইক্ষ্বাকুকে বলিয়াছিলেন। 'হে পরন্তপ অর্জ্জুন, এই প্রকার পরম্পরাপ্রাপ্ত জ্ঞান কালপ্রভাবে লুপ্তপ্রায় হইয়াছে। তুমি আমার ভক্ত—প্রিয়সখা বলিয়া তোমার নিকট আজ সেই পরমগুহ্য অতি পুরাতন জ্ঞানযোগের কথা ব্যক্ত করিলাম।' কৃষ্ণের এই কথা শ্রবণ করিয়া অর্জ্জুন সবিস্ময়ে কহিতে লাগিলেন, সখে, সূর্য্য কত পুরাতন, আর তুমি কত পরে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, তুমি সেই পরমগুহ্য জ্ঞানের কথা পূর্ব্বে সূর্য্যকে বলিয়াছ, ইহা কি করিয়া সম্ভব হইতে পারে ? তখন কৃষ্ণ কহিলেন—সখে, তোমার আমার ইতঃপূর্ব্বে বহু জন্ম গত হইয়া গিয়াছে, তুমি তাহা সমস্তই ভুলিয়া গিয়াছ, কিন্তু আমি উহা ভুলি নাই। অক্ষয় অব্যয় স্বরূপ আমি জন্মরহিত এবং স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জীবের ঈশ্বর হইয়াও নিজ স্বরূপশক্তি যোগমায়াকে অবলম্বনপূর্ব্বক নিজস্বরূপগত অপ্রাকৃত—সচ্চিদানন্দস্বরূপ বা স্বভাবকে লইয়া প্রকটলীলা আবিষ্কার করিয়া থাকি, যখন যখনই আমার সেই স্বরূপগত ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয় অর্থাৎ প্রকৃত সদ্ধর্ম্মমর্ম্মের বিকৃতার্থ প্রকাশিত হইতে থাকে, নানা অধর্ম্মের অভ্যুত্থান বা প্রাদুর্ভাব হয়, তখন তখনই আমি আত্মপ্রকাশ করতঃ আমার বিরহকাতর পরমপ্রিয় ভক্তগণের মর্ম্মবেদনা দূর করি এবং সদ্ধর্ম্মের প্রকৃত স্বরূপ প্রকাশ করতঃ তাঁহাদিগকে সুখদান পূর্ব্বক অধর্ম্মাক্রান্ত জগজ্জীবের মঙ্গল বিধান করি। দুষ্টের দলন ও শিষ্টের পালনার্থ শ্রীভগবান্ এইরূপ যুগে যুগে আবির্ভূত হন। বস্তুতঃ তাঁহার জন্ম ও কর্ম্ম বা লীলা সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত। প্রাকৃতের ন্যায় দৃষ্ট হইলেও তাহা সম্পূর্ণরূপে সত্ত্বরজস্তমোগুণময়ী প্রকৃতির অতীত তত্ত্ব। দিবাগমে সূর্য্যের পূর্ব্বদিক্ চক্রবাল-রেখার উপরে অবস্থিতিকে যেমন আমরা সূর্য্যোদয় বলি এবং দিবাবসানে সূর্য্যদেবের পশ্চিমদিক্চক্রবালের নিম্নে অবস্থিতিকে সূর্য্যাস্ত বলি, বস্তুতঃ সূর্য্যের যেমন উদয়াস্ত বলিয়া কোন অবস্থা নাই, সূর্য্যের বাল্য-পৌগণ্ড-কৈশোর-যৌবন-বার্দ্ধক্য বা অস্তমিত অবস্থা যেমন আমাদের বাহ্যপ্রতীতিপ্রসূত ব্যাপার মাত্র, সূর্য্য যেমন স্বতঃপ্রকাশ বস্তু, চিন্ময়সূর্য্যস্বরূপ কৃষ্ণও তদ্রূপ নিত্যপ্রকাশমান বস্তু, কৃষ্ণসূর্য্য কখনও নিম্লোচিত বা অস্তমিত হন না। তিনি নবকিশোর নটবর। জন্ম স্বীকারপূর্ব্বক বাল্যপৌগণ্ডাদি অবস্থা স্বীকার তাঁহার লীলামাত্র। এইজন্যই কৃষ্ণ বলিয়াছেন—তাঁহার জন্মাদি লীলাকে যাঁহারা সম্পূর্ণ অপ্রাকৃত চিন্ময়ীলীলা বলিয়া অনুভব করিতে পারেন, তাঁহারা চিদানন্দময় কৃষ্ণের নিত্যসেবাসংরত হইয়া কৃষ্ণের বিভিন্ন লীলারসাস্বাদনে নিত্যনবনবায়মান রসমাধুর্য্য অনুভব করতঃ চিদানন্দে ভরপূর হইয়া থাকেন। তাঁহাদিগকে আর ত্রিতাপজ্বালাময়ী মর্ত্ত্যগতি লাভ করিতে হয় না। তাঁহারা শ্রীভগবানের নিত্যসিদ্ধ পার্ষদরূপে—তাঁহার নিত্যলীলার পরিকররূপে নিত্য নব নব রসমাধুর্য্য আস্বাদন করেন। অর্জ্জুনাদি সিদ্ধভক্ত, শ্রীভগবানের লীলাপুষ্টির জন্য তাঁহার সহিত জন্মগ্রহণ করেন। ভগবৎ কর্ত্তৃক লীলাসিদ্ধির জন্য তাঁহাদের জ্ঞান আবৃত হয়, এজন্য তাঁহারা মোহমুগ্ধের লীলা করিয়া থাকেন।

ভক্তিই প্রত্যেক জীবাত্মার পরমধর্ম্ম, সেই ভক্তি শ্রীভগবানের নামরূপগুণলীলা শ্রবণকীর্ত্তনপরিচর্য্যাদিময়ী। কেবল অভক্তগণ উহাতে নানাপ্রকার ছলচাতুরীপূর্ণ অধর্ম্ম প্রবেশ করাইয়া প্রকৃত ভক্তসাধুগণের প্রাণে দুঃখ দেয়, সেই সমস্ত অভক্ত অসাধুগণকৃত দৌরাত্ম্য হইতে ভক্তসাধুগণকে পরিত্রাণের জন্য শ্রীভগবান্ যুগে যুগে অবতীর্ণ হন। সুতরাং কলিযুগেও তাঁহার অবতার আছে। কিন্তু তিনি কলিতে প্রচ্ছন্ন বলিয়া তাঁহাকে 'ত্রিযুগ' বলা হয়। ভক্তরাজ প্রহলাদ শ্রীভগবান্ নৃসিংহদেবের স্তুতি-

প্রসঙ্গে বলিতেছেন—

“ইত্থং নৃ-তির্য্যক্-ঋষি দেব-ঝষাবতারৈ-
লোকান্ বিভাবয়সি হংসি জগৎপ্রতীপান্ ।
ধর্ম্মং মহাপুরুষ পাসি যুগানুবৃত্তং
ছন্নঃ কলৌ যদভবস্ত্রিযুগোঽথ স ত্বম্ ॥”
—ভাঃ ৭।৯।৩৮

অর্থাৎ হে ভগবন্ ! “আপনি এইভাবে নৃ (রাম, কৃষ্ণ), তির্য্যক্ (বরাহ), ঋষি (পরশুরাম), দেবতা (বামনদেব), ঝষ (মৎস্য, কুর্ম্ম) প্রভৃতি অবতার কর্ত্তৃক ত্রিভুবন পালন করেন এবং জগদ্দ্রোহীদিগকে বিনাশ করিয়া থাকেন। হে মহাপুরুষ, আপনি যুগক্রমাগত ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া থাকেন। আর কলিযুগে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া আপনি 'ত্রিযুগ' নামে অভিহিত।”

শ্রীগৌরানুগত টীকাকার মহাজনগণ শ্রীনন্দালয়ে শ্রীমদ্ গর্গঋষির শ্রীশ্রীরাম-কৃষ্ণের নামকরণ প্রসঙ্গে 'আসন্ বর্ণাস্ত্রয়ো' (ভাঃ ১০।৮।১৩) শ্লোকে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কলিতে শ্রীকৃষ্ণের পীত বা গৌরবর্ণ ধারণের কথা এবং একাদশ স্কন্ধে নিমি-নবযোগেন্দ্র-সংবাদে নানাতন্ত্রবিধানানুসারে কলিযুগের আরাধনার বিষয় বর্ণন-প্রসঙ্গে 'কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং' (ভাঃ ১১।৫।৩২) ইত্যাদি শ্লোকে ['কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তনপর কৃষ্ণোপদেষ্টা অথবা 'কৃষ্ণ' এই বর্ণদ্বয় কীর্ত্তনদ্বারা কৃষ্ণানুসন্ধানতৎপর, অঙ্গ (শ্রীনিত্যানন্দ ও শ্রীঅদ্বৈতপ্রভু), উপাঙ্গ (শ্রীবাসাদি ভক্তবৃন্দ), অস্ত্র (মহাপ্রভাবশালী সর্ব্বশক্তিমান্ শ্রীনামব্রহ্ম) এবং পার্ষদ (শ্রীগদাধর পণ্ডিত-শ্রীদামোদরস্বরূপ-শ্রীরায়রামানন্দ-শ্রীসনাতন-শ্রীরূপাদি অন্তরঙ্গ নিজজন)-সমন্বিত, যিনি কান্তিতে অকৃষ্ণ অর্থাৎ পীত বা গৌরবর্ণ, সেই অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর রাধাভাবকান্তি সুবলিত শ্রীভগবান্ গৌরসুন্দরকে কলিযুগে সুমেধা অর্থাৎ উত্তমবুদ্ধিমান্ জনগণ সঙ্কীর্ত্তনপ্রধান যজ্ঞের দ্বারা আরাধনা করিয়া থাকেন।'] শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রের সংকীর্ত্তন-যজ্ঞেশ্বর গৌরসুন্দররূপে আবির্ভূত হইয়া নিজ-আচরণদ্বারা সংকীর্ত্তনযজ্ঞ প্রবর্ত্তনের কথা সুস্পষ্টভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামিপ্রভুও যদ্দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, সেই দ্বাপরের অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিযুগারম্ভে কৃষ্ণেরই গৌরাবতার-প্রাকট্যের কথা সর্ব্বশাস্ত্রস্বায়স্যরূপে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। কৃষ্ণ ও গৌরাবতার নিত্য। ইহার কখনও ব্যতিক্রম হয় না। (চৈঃ চঃ আ ৩।৫১ অঃ প্রঃ ভাঃ দ্রষ্টব্য)

আমরা 'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার ১ম বর্ষ ৭ম সংখ্যায় ১৫৩-১৬৪ পৃষ্ঠাব্যাপী 'শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা' নামক যে বিস্তৃত প্রবন্ধটি প্রকাশ করিয়াছিলাম, তাহাতে শ্রীমদ্ভাগবত দশম স্কন্ধের ১ম হইতে ৫ম অধ্যায় পর্য্যন্ত বর্ণিত কৃষ্ণজন্মলীলার প্রায় সকল কথাই সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইয়াছে। ঐ পত্রিকার ৩০শ বর্ষ ১০ম সংখ্যায় যে 'শ্রীশ্রীবলদেব-আবির্ভাব-পৌর্ণমাসী' প্রবন্ধ প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহাতেও মূর্ত্তিমতী শুদ্ধভক্তিস্বরূপিণী দেবকী মাতার সপ্তমগর্ভ শ্রীবলদেবকে সাক্ষাৎ 'প্রবৃদ্ধপ্রেমভক্তিস্বরূপ' বলা হইয়াছে। সপ্তমগর্ভ প্রেমভক্তির আবির্ভাবের পরই অষ্টমগর্ভ ভগবৎসাক্ষাৎকার-লাভ হয়। শ্রী'হরিবংশ' গ্রন্থে লিখিত আছে—কংসবঞ্চনাদি নিমিত্ত অসম্পূর্ণ গর্ভকালে অষ্টমমাসে কংসকারাগারে দেবকীমাতা ও শ্রীনন্দালয়ে যশোদামাতা একই সময়ে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্রকে প্রসব করেন। বৈশিষ্ট্য এই যে, শ্রীভগবান্ প্রথমে শঙ্খচক্রগদাপদ্মহস্ত চতুর্ভুজরূপে প্রকাশিত হন, পরে দেবকী-বসুদেব-প্রার্থনায় দ্বিভুজাকৃতি ধারণ করেন। বসুদেব তাঁহাকে লইয়া নন্দগোকুলে নন্দভবনে গমন করেন। সেখানে সকলের অলক্ষ্যে বাসুদেব কৃষ্ণ নন্দনন্দন কৃষ্ণে প্রবিষ্ট হইলেন। অনন্ত অচিন্ত্যশক্তি শ্রীভগবানের সম্বন্ধে ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও সংশয়ের কারণ থাকিতে পারে না।

খমাণিক্য-নামক জ্যোতিষশাস্ত্রে শ্রীকৃষ্ণের জন্মপত্রী লিখিত আছে। নিশীথকালে অষ্টমী তিথি বুধবারে রোহিণীনক্ষত্রে শুভক্ষণে শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ প্রকটলীলা আবিষ্কার করেন।

'কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ং'—এই শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্যে আমরা জানিতে পাই যে, অদ্বয়জ্ঞান ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই সর্ব্বেশ্বরেশ্বর—সর্ব্বঅবতারের অবতারী—সর্ব্ব অংশের অংশী। কলির ৪৩২০০০ বৎসর, কলির দ্বিগুণ দ্বাপরের ৮৬৪০০০ বৎসর, কলির ত্রিগুণ ত্রেতার ১২৯৬০০০ বৎসর এবং কলির চতুর্গুণ সত্যের ১৭২৮০০০ বৎসর—একত্রে চারি-

যুগের বর্ষসমষ্টি—৪৩২0000 বৎসর। চতুর্যুগকেই এক মহাযুগ বলে, ৭১ মহাযুগ —এক মনুর রাজত্বকাল বা ভোগকাল। স্বায়ম্ভুব, স্বারোচিষ, উত্তম, তামস, রৈবত, চাক্ষুষ, বৈবস্বত সাবর্ণি, দক্ষসাবর্ণি, ব্রহ্মসাবর্ণি, ধর্ম্মসাবর্ণি, রুদ্রপুত্র (সাবর্ণি), রৌচ্য (দেবসাবর্ণি) ও ভৌত্যক (ইন্দ্রসাবর্ণি)—এই চতুর্দ্দশমনুর প্রত্যেক মনুর ভোগকাল ৭১ মহাযুগ। পরমারাধ্য শ্রীল প্রভুপাদ সূর্য্যসিদ্ধান্তের বিচারাবলম্বনে লিখিয়াছেন—

"৭১ মহাযুগে এক মন্বন্তর। চতুর্দ্দশ মন্বন্তর ও তদন্তর্গত ১৫টি সত্যযুগকালপরিমিত সন্ধিসহ সহস্রযুগে ব্রহ্মার একদিবস বা কল্প।" —(চৈঃ চঃ আ ৩।৭-৮ 'অনুভাষ্য' দ্রষ্টব্য।)

শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"পূর্ণভগবান্ কৃষ্ণ ব্রজেন্দ্রকুমার।
গোলোকে ব্রজের সহ নিত্য বিহার ॥
ব্রহ্মার একদিনে তিঁহো একবার।
অবতীর্ণ হঞা করেন প্রকটবিহার ॥
সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি—চারিযুগ জানি।
সেই চারিযুগে দিব্য একযুগ মানি ॥
একাত্তর চতুর্যুগে এক মন্বন্তর।
চৌদ্দ মন্বন্তর ব্রহ্মার দিবসভিতর ॥
'বৈবস্বত' নাম এই সপ্তম মন্বন্তর।
সাতাইশ চতুর্যুগ গেলে তাহার অন্তর ॥
অষ্টাবিংশ চতুর্যুগে দ্বাপরের শেষে।
ব্রজের সহিতে হয় কৃষ্ণের প্রকাশে ॥"
—চৈঃ চঃ আ ৩।৫-১০

শ্রীশ্রীল ঠাকুর ভক্তিবিনোদ লিখিয়াছেন—

"(পূর্ণভগবান্ কৃষ্ণ) গোকুলের বৈভবরূপ গোলোকে ব্রজরসের সমস্ত উপকরণসহ নিত্য বিহার করেন। ইহারই নাম অপ্রকটবিহার। জগতে অবতীর্ণ হইয়া প্রতিকল্পে অর্থাৎ ব্রহ্মার এক এক দিনে তিনি একবার প্রকটবিহার করেন। বৈবস্বত মন্বন্তরের অষ্টাবিংশ চতুর্যুগের দ্বাপরের শেষভাগে কৃষ্ণ নিজের ব্রজতত্ত্বের সমস্ত উপকরণ লইয়া প্রকাশ পান।"—চৈঃ চঃ আ ৩।৫-৬, ১০ অঃ প্রঃ ভাঃ

নিজ নিত্য গোলোকধামের নিত্যব্রজলীলা ভৌমব্রজে প্রকট করিয়া প্রেমের খেলা খেলিবার নিরঙ্কুশ ইচ্ছা হইতেই স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণের অপ্রপঞ্চ হইতে প্রপঞ্চে অবতরণলীলা। ভারহরণ—অসুরমারণাদি কৃষ্ণলীলার আনুষঙ্গিক কৃত্যমাত্র, উহা তাঁহার প্রকটপ্রকাশের মূল স্বরূপগত উদ্দেশ্য নহে। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩য় অধ্যায়ে অনর্পিতচরীংচিরাৎ শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের গৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইবার যে সারার্থ প্রকাশ করিয়াছেন এবং ঐ চৈঃ চঃ ৪র্থ অধ্যায়ের ৭ম হইতে ১৯শ পয়ারের যে মর্ম্মার্থ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণাবতারেরও গূঢ় রহস্য প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে সেই অমৃতপ্রবাহভাষ্যটি প্রকাশ করিতেছি—

(চৈঃ চঃ আদি) তৃতীয় পরিচ্ছেদে ৪র্থ শ্লোকের সারার্থ এইরূপ নিরূপিত করা হইয়াছে—প্রেম অর্থাৎ প্রেমভক্তি ও কৃষ্ণনাম প্রচার করিবার জন্য—গৌরাঙ্গের অবতার। * *

যে সময় স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন জগতের ভারহরণের কালও উপস্থিত হইয়াছিল। স্থিতিকর্ত্তা বিষ্ণু জগতের ভারহরণের ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তা; ভারহরণ স্বয়ংভগবানের কার্য্য নয়। কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইবার সময় ভারহরণের কাল উপস্থিত হইলে পূর্ণভগবান্ কৃষ্ণে সুতরাং নারায়ণ, চতুর্ব্ব্যূহ অর্থাৎ বাসুদেব-সঙ্কর্ষণ-প্রদ্যুম্ন-অনিরুদ্ধ, মৎস্যাদি অংশাবতারসকল, যুগাবতার ও মন্বন্তরাবতার—সকলেই কৃষ্ণের অঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। পূর্ণভগবানে তাঁহার অঙ্গ ও অংশাদি-খণ্ডরূপ ভগবদবতারসকল অবশ্যই আশ্রয় করিয়া থাকেন, তন্নিবন্ধন পালনকর্ত্তা রিষ্ণু কৃষ্ণের স্বরূপে ছিলেন; বিষ্ণুদ্বারাই কৃষ্ণ অসুরসকল সংহার করেন। অসুরমারণ কেবল কৃষ্ণাবতারের আনুষঙ্গ কর্ম্ম মাত্র; কিন্তু কৃষ্ণাবতারের মূল কারণ এই যে, প্রেমরসের নির্য্যাস আস্বাদন করিবার জন্য এবং রাগ ও ভক্তিকে জগতে প্রচার করিবার জন্য পরমরসিক ও পরমকারুণিক কৃষ্ণ অবতীর্ণ হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের মনের ভাব এই যে, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে জগৎ পরিপূরিত। সেই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে যে শিথিল প্রেম উদিত হয়, তাহাতে আমার প্রীতি নাই; যে ভক্ত আপনাকে হীন জানিয়া আমাকে ঈশ্বর বলিয়া মনে করে, তাহার প্রেম ঐশ্বর্য্যগত, আমি কখনই সে প্রেমের অধীন হই না।

আমাকে যে যেভাবে ভজন করে, আমিও তাহাকে সেইভাবে ভজন করি, ইহাই আমার স্বভাব। * * * যিনি 'কৃষ্ণ আমার পুত্র' এইরূপ বাৎসল্য, 'কৃষ্ণ আমার সখা' এইরূপ সখ্য, 'কৃষ্ণ আমার প্রাণপতি' এইরূপ মধুরভাবে শুদ্ধভক্তি করেন, রসভেদে আমাকে হীন জানিয়া, আপনাকে বড় মনে করেন, সেইভাবে আমি তাঁর অধীন হই। শুদ্ধভক্তি— জ্ঞান-কর্ম্ম-আবরণহীন, অন্যাভিলাষিতাশূন্য, আনুকূল্য-সংকল্পযুক্ত কৃষ্ণানুশীলনরূপ ভক্তি। (ভাঃ ১০।৮২।৪৪ শ্লোকেও কথিত হইয়াছে—) 'আমার প্রতি ভক্তিই জীবের পক্ষে অমৃত। হে গোপীগণ, আমার প্রতি তোমাদের যে স্নেহ (প্রীতি), তাহাই একমাত্র তোমাদের পক্ষে মৎপ্রাপ্তির হেতু।' বৈকুণ্ঠাদ্যে অর্থাৎ বৈকুণ্ঠ-গোলোকাদিতে যে যে লীলার প্রচার নাই, সেই সেই লীলা এই কৃষ্ণাবতারে আমি প্রচার করিব। সেই লীলাতে আমিও স্বয়ং চমৎকৃত হইব। আমার যোগমায়া স্বরূপশক্তি অবিচিন্ত্যপ্রভাবক্রমে আমার ইচ্ছায় আমার নিত্যপ্রিয়া গোপীদিগের হৃদয়ে উপপতির ভাব সঞ্চার করিবেন। আমি তখন রসপুষ্টির জন্য তাহা জানিতে পারিব না অর্থাৎ আমার অবিচিন্ত্যশক্তি আমাকে সর্ব্বতোভাবে গোপন করিয়া তাহাতে একপ্রকার অদ্ভুতরস উৎপন্ন করিবে এবং সেই স্বরূপশক্তিস্বরূপ হইয়াও গোপীগণও তাহা জানিতে পারিবেন না। আমার ও আমার গোপীগণের অদ্ভুত রূপগুণে পরস্পরের মন হরণ করিলে সামান্য ধর্ম্মপথ পরিত্যাগ করিয়া শুদ্ধরাগমার্গে আমাদের পরস্পরের মিলনসুখ উদিত হইবে; কখনও মিলন, কখনও বিচ্ছেদ দৈবঘটনার ন্যায় উদিত হইবে। এই সমস্ত রসের নির্য্যাস আমি আস্বাদন করিব এবং ভক্তগণকে প্রসন্ন হইয়া দান করিব। সর্ব্বভক্তকে সেই রস দান করিবার প্রক্রিয়া এই যে, আমি ব্রজে যে নির্ম্মল রাগ প্রকট করিব, তাহা শ্রবণ করিয়া ভক্তগণ ধর্ম্মকর্ম্ম ত্যাগ করতঃ আমাকে রাগমার্গে ভজন করিবে। (এস্থলে ভাঃ ১০।৩৩।৩৬ শ্লোকটি উদ্ধার করিয়া বলা হইয়াছে—) ভক্তদিগের অনুগ্রহের জন্য ভগবান্ নরদেহ প্রকট পূর্ব্বক যে রাসলীলা প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়া তদধিকারী ভক্তজন সেই লীলাপর হইয়া সেই ক্রীড়া ভজন করিবেন। 'তৎপর হইবেন' ইহার অর্থ পরমারাধ্য শ্রীশ্রীল প্রভুপাদ তাঁহার অনুভাষ্যে এইরূপ করিয়াছেন—

"রাজা পরীক্ষিৎ শ্রীশুকদেবের নিকট কৃষ্ণের পারকীয় বিহারের যাথার্থ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তদুত্তরে শুকদেবের উক্তি—

ভক্তানাং (রসভেদাবস্থিতানাং হরিজনানাং) অনুগ্রহায় (কৃপা-বিতরণায়) মানষং দেহং (নরোচিতং পরমপ্রাকৃতশরীরং) আশ্রিতঃ (দধৎ) তাদৃশীঃক্রীড়াঃ ভজতে (করোতি) যাঃ (ক্রীড়াঃ লীলাঃ) শ্রুত্বা (অন্যোঽপি জনঃ ভগবতি শ্রদ্ধান্বিতো ভূত্বা) তৎপরঃ (কৃষ্ণসেবাপরায়ণঃ) ভবেৎ।"

অর্থাৎ রসভেদাবস্থিত হরিজনগণকে বা ভক্তগণকে কৃপা বিতরণার্থ (শ্রীভগবান্ কৃষ্ণচন্দ্র) নরোচিত পরম অপ্রাকৃতশরীর ধারণ করিয়া সেইপ্রকার লীলা করেন, যাহা শ্রবণ করতঃ অন্য ব্যক্তিও শ্রীভগবানে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া কৃষ্ণসেবাপরায়ণ হন।

'শ্রীভগবান্ কৃষ্ণ ভক্তগণকে অনুগ্রহ করিবার জন্য যে গোলোকগত রাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকট করিয়াছেন, তচ্ছ্রবণে মনুষ্যদেহধারী প্রাণীমাত্রই ভগবৎসেবাপর হইবেন'—এই ভাগবত বাক্যে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, শ্রীভগবানের এই গোলোকগত রাসলীলা প্রপঞ্চে প্রকট করিবার উদ্দেশ্য—মনুষ্যদেহধারী প্রাণিগণ তাঁহার সেবাপরায়ণ হইয়া অপ্রাকৃত ব্রজপ্রেমরস আস্বাদনের সৌভাগ্য লাভ করুন। রাসপঞ্চাধ্যায়ের শেষ শ্লোকেও উক্ত হইয়াছে—

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ
শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং
হৃদ্রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥"

—ভাঃ ১০।৩৩।৩৯

অর্থাৎ "ব্রজবধূদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের রাসক্রীড়া যে ধীরব্যক্তি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া গুরুমুখে শ্রবণপূর্ব্বক অনুক্ষণ কীর্ত্তন করেন, তিনি অচিরে ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগ কাম অনতিবিলম্বে দূর করিতে সমর্থ হন।"

শ্রীল চক্রবর্ত্তীঠাকুরও তাঁহার টীকায় লিখিতেছেন —সর্ব্বলীলাচূড়ামণি রাসলীলার শ্রবণ-কীর্ত্তন-ফলও

সর্ব্বফলচূড়ামণিস্বরূপ। যদ্যপি শাস্ত্রবাক্যে অবিশ্বাসী নামাপরাধী ব্যক্তিকে প্রেম কখনও অঙ্গীকার করেন না, কিন্তু স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীরও দুরধিগম্য এই ব্রজপ্রেম শাস্ত্রবুদ্ধিবিবেকবিশিষ্ট ব্যক্তির পক্ষেও দুর্গম, একমাত্র ব্রজগোপিকাগণের প্রদর্শিত রসবর্ত্মানুসরণকারী পরম ভাগ্যবান্ জনই সেইরূপ অপ্রাকৃত বৃন্দাবনীয় রাসস্থলীর অপ্রাকৃত প্রেমরস লাভ করিয়া তাহার আনুষঙ্গিকফলে জড়হৃদ্‌রোগ কামকে সম্পূর্ণরূপে জয় করিতে সমর্থ হন। ব্রজগোপিকাশিরোমণি শ্রীমতী বৃষভানুরাজনন্দিনী রাধারাণীর একান্ত নিজজন সদ্‌গুরুকৃপালাভের সৌভাগ্য লাভ হইলেই তাঁহারই কৃপায় ঐ দুর্গম রসবর্ত্ম বা রাগবর্ত্মানুগমনের সৌভাগ্য উদিত হয়। 'বিধিমার্গে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি।' কেবল কৃষ্ণবিরহকাতরা রাধারাণীর জপ্য মহামন্ত্র অনুশীলন ব্যতীত ঐ রাগপথ-প্রদর্শিনী ব্রজগোপীর আনুগত্য পাওয়া যাইবে না, তাহা না পাইলে ঐ ব্রজভাবও দুরধিগম্য হইবে। এইজন্যই মহাজনবাক্য—'(নাম) ঈষৎ বিকশি' পুন, দেখায় নিজ রূপ গুণ, চিত্ত হরি' লয় কৃষ্ণপাশ। পূর্ণবিকশিত হঞা ব্রজে মোরে যায় লঞা দেখায় নিজস্বরূপবিলাস॥' নামী কৃষ্ণ হইতেও নাম-কৃষ্ণের করুণা অধিক। এই নামে কৃষ্ণের সর্ব্বশক্তি আহিত। "নাম, বিগ্রহ, স্বরূপ—তিন একরূপ। তিনে ভেদ নাই, তিন চিদানন্দরূপ॥" শ্রীমন্মহাপ্রভুরও শ্রীমুখোক্তি—ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম, কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি। তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসংকীর্ত্তন। নিরপরাধে নাম লৈলে পায় প্রেমধন॥' নিজপ্রিয়তম পার্ষদ স্বরূপরামরায়ের কণ্ঠ ধারণ করিয়া শ্রীপুরুষোত্তমধামে গম্ভীরায়ও মহাপ্রভু পরমানন্দভরে বলিয়া গিয়াছেন—'নামসংকীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়।" সাক্ষাৎ নামীকৃষ্ণাভিন্ন এই নাম-কৃষ্ণের নিষ্কপট আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলেই লীলাপুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব—কৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণ-লীলার অত্যুত্তম অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য উপলব্ধির সৌভাগ্য হইবে। দয়াময় কৃষ্ণ নামরূপে নিত্য আবির্ভূত। আবার সেই কৃষ্ণই রাধাভাবদ্যুতিসুবলিত গৌররূপে আবির্ভূত হইয়া নিজেই নিজনাম গ্রহণাদর্শ প্রদর্শনপূর্ব্বক কৃষ্ণভজনচাতুর্য্য শিক্ষা দিয়াছেন এবং শ্রীরাধার কৃষ্ণপ্রেমমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া নিজপার্ষদ রায় রামানন্দমুখে শ্রীরাধাপ্রেমের অধিরূঢ় ভাবগত 'প্রেমবিলাসবিবর্ত্ত' (বিপ্রলম্ভাবস্থায় সম্ভোগাভাবেও সম্ভোগস্ফূর্ত্তিরূপ) নামক একটি অত্যদ্ভুত রসমাধুর্য্যাস্বাদনাদর্শ প্রকট করিয়া গেলেন। শ্রীনামব্রহ্মই সাধন-স্বরূপ হইয়া এই পরম মধুর সাধ্যশিরোমণির আস্বাদনসৌভাগ্য দান করেন।

শ্রীকৃষ্ণ ভৌমব্রজে প্রকটলীলা আবিষ্কার পূর্ব্বক তাঁহার নিজ স্বরূপশক্তির সহিত যে রসমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়াছেন, তাহাই তাঁহার মাধুর্য্যপ্রধান ঔদার্য্যলীলা, আবার সেই রাধাভাবে কৃষ্ণই গৌররূপে নবদ্বীপে-মায়াপুরে আবির্ভূত হইয়া নীলাচলে ব্রজমাধুর্য্যরসাস্বাদন আরম্ভ করতঃ 'হ্যৎকলে পুরুষোত্তমাৎ' ন্যায়ে উৎকল হইতে সমগ্র ভারতে সেই প্রেমমাধুর্য্য আস্বাদনসুখে প্রচার দ্বারা ঔদার্য্যপ্রধান মাধুর্য্যলীলা প্রকট করিলেন। এজন্য শ্রীরূপ গোস্বামী তাঁহাকে "নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে। কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্য নাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ॥" বলিয়া প্রণাম করিলেন। সুতরাং কৃষ্ণের গৌরলীলার আনুগত্য ব্যতীত তাঁহার কৃষ্ণলীলার প্রকৃতমাধুর্য্য উপলব্ধির বিষয় হয় না। শ্রীল শ্রীজীব গোস্বামী তাই বলিয়াছেন—

"যদ্দ্বাপরে কৃষ্ণোঽবতরতি তদৈব কলৌ শ্রীগৌরোঽপ্যবতরতীতি স্বারস্যলব্ধেঃ শ্রীকৃষ্ণাবির্ভাববিশেষ এবায়ং গৌর ইত্যায়াতি, তদব্যভিচারাৎ।"

অর্থাৎ যে দ্বাপরে কৃষ্ণ অবতীর্ণ হন, তদব্যবহিত পরবর্ত্তী কলির প্রথমসন্ধ্যায় শ্রীগৌরসুন্দরও অবতীর্ণ হন—এই স্বারস্যলব্ধ হওয়ায় এই শ্রীগৌরসুন্দরও যে শ্রীকৃষ্ণেরই আবির্ভাববিশেষ, ইহা সিদ্ধান্তিত হইতেছে। ইহার কখনও ব্যভিচার লক্ষিত হয় না।

সুতরাং কৃষ্ণ ও গৌরসুন্দর যে কেবল গত দ্বাপরে ও তৎপরবর্ত্তী বর্ত্তমান কলিতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ইতঃপূর্ব্বে ছিলেন না, তাহা নহে, তাঁহাদের এই কৃষ্ণ ও গৌরলীলা নিত্যকাল চলিতেছে। অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে কোন না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে এই লীলা এখনও প্রকটিত হইতেছেন।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্য ২৪শ অধ্যায়ে (৮০-৮১ শ্লোকে) লিখিত আছে—

"রাগভক্তি, বিধিভক্তি - হয় দুইরূপ ।
'স্বয়ংভগবান্', 'ভগবান্'—দুইত' স্বরূপ ।।
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ংভগবান্ পায় ।
বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠকে যায় ।।"

অর্থাৎ রাগময়ী ও বৈধী—এই দ্বিবিধ ভক্তিদ্বারা স্বয়ংকৃষ্ণ ও তৎপ্রকাশ—এই দ্বিবিধ ভগবৎস্বরূপের প্রাপ্তি হয়। ইষ্টবস্তু কৃষ্ণে যে পরমাবিষ্টতাময়ী 'স্বারসিকী' বা স্বাভাবিকী রতি বা সেবাপ্রবৃত্তি, তাহারই নাম 'রাগ', কৃষ্ণভক্তি তন্ময়ী অর্থাৎ তদ্রূপ রাগময়ী হইলেই তাহা রাগাত্মিকা অর্থাৎ রাগস্বরূপা নামে উক্ত হয়। কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ ব্রজবাসীই এই রাগাত্মিকা বা রাগস্বরূপা ভক্তির অধিকারী, এই ভক্তির আনুগত্যে যে ভক্তি লাভ হয়, তাহাই রাগানুগা ভক্তি। ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণাই রাগের স্বরূপলক্ষণ এবং ইষ্টে আবিষ্টতাই রাগের তটস্থ লক্ষণ। ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা থাকিলেই আবিষ্টতা আসিবে। ব্রজবাসীর এই পরমাবিষ্টতাময়ী রাগাত্মিকা ভক্তির কথা শুনিয়া যদি কোন ভাগ্যবান্ ব্যক্তির তাহাতে নিষ্কপট লোভের উদয় হয়, তবে তিনিই সেই রাগভক্তির অধিকারী হইতে পারেন, এইপ্রকার নিষ্কপট লৌল্যলব্ধ রাগানুগা ভক্তির সিদ্ধিতেই ব্রজে ব্রজেন্দ্রনন্দন স্বয়ংভগবান্ কৃষ্ণকে লাভ করা যায়। আর বৈধীভক্তির সিদ্ধিতে বৈকুণ্ঠপতি নারায়ণের পার্ষদদেহ লাভ করিয়া সাধকের বৈকুণ্ঠগতি লাভ হয়। কোন কৃত্রিমপন্থা বা ভাব অবলম্বন করিয়া ব্রজভাব বা ব্রজগতি পাইবার অধিকার হয় না। এইজন্য আমাদের পতিতপাবন গুরুপাদপদ্ম সম্পূর্ণ নিষ্কপটভাবে পরমদয়াল নাম-কৃষ্ণের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিয়াছেন। 'ব্রজভাব' পাইবার বাঞ্ছা-মূলে বাঞ্ছাকল্পতরু নামপ্রভুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে পারিলে সেই নিষ্কপট নামাশ্রিত ভক্তকে নামপ্রভু অবশ্যই কৃপাপরবশ হইয়া অপ্রাকৃত ব্রজভাব-প্রাপ্তির অধিকারী করিবেন। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—'শব্দব্রহ্ম পরংব্রহ্ম মমোভে শাশ্বতীতনূ।' অর্থাৎ শব্দব্রহ্ম ও পরব্রহ্ম—এই উভয়ই আমার নিত্যসত্য সনাতনীতনু। এজন্য পরমকৃপাময় শব্দব্রহ্ম নামানুগত্য ব্যতীত পরব্রহ্ম ভগবৎসাক্ষাৎকার লাভের আর কোন উপায় নাই। শব্দব্রহ্ম—নাম-বিগ্রহই পরব্রহ্ম 'নামী'বিগ্রহ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ-সাক্ষাৎকার, কৃষ্ণসেবা ও কৃষ্ণপ্রেম প্রদান করিতে পারেন।

শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত

শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২৩০ পৃষ্ঠার পর]

শ্রীমন্মহাপ্রভু শান্তিপুরে ভক্তগণের নিকট হইতে বিদায় গ্রহণকালে শচীমাতাকে প্রবোধ দিয়া তাঁহারই ইচ্ছাক্রমে নীলাচলে অবস্থানের জন্য যাত্রা করিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য এবং নবদ্বীপবাসী ভক্তগণ মহাপ্রভুর অদর্শনে বিরহ সন্তপ্ত হইলেন। ১৪৩১ শকাব্দে মহাপ্রভু নীলাদ্রি যাত্রা করিলেন। ভক্তগণ আনুমানিক তিনবৎসর বাদে পুরীতে রথযাত্রার সময় চাতুর্ম্মাস্যকালে মহাপ্রভুর দর্শনাকাঙ্ক্ষায় গৌড়দেশ হইতে প্রথম নীলাচলে গিয়াছিলেন।

প্রথম বৎসরে অদ্বৈতাদি ভক্তগণ ।
প্রভুরে দেখিতে কৈলা নীলাদ্রিগমন ।।
রথযাত্রা দেখি, তাঁহা রহিলা চারিমাস ।
প্রভুসঙ্গে নৃত্যগীত পরম উল্লাস ।
বিদায় সময় প্রভু কহিলা সবারে !
প্রত্যব্দ আসিবে সবে গুণ্ডিচা দেখিবারে ।।
প্রভু-আজ্ঞায় ভক্তগণ প্রত্যব্দ আসিয়া ।
গুণ্ডিচা দেখিয়া যান প্রভুরে মিলিয়া ।।'
(চৈঃ চঃ মঃ ১।৪৫-৪৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু শেষ ২৪ বৎসরের মধ্যে প্রথম ছয় বৎসর পুরুষোত্তমধাম গমনাগমনে এবং শেষের আঠার বৎসর তথায় একাদিক্রমে অবস্থান করিয়াছিলেন। ছয় বৎসর গমনাগমনকালে রথযাত্রার

সময় পুরুষোত্তমধামে মহাপ্রভুর উপস্থিতির সংবাদ লইয়া মহাপ্রভুর সহিত মিলিত হইবার জন্য গৌড়-দেশ হইতে ভক্তগণ যাইতেন। আঠার বৎসর মহাপ্রভুর পুরীতে একাদিক্রমে অবস্থিতিকালে ভক্তগণ চাতুর্ম্মাস্যে প্রতিবৎসরই পুরীতে আসিয়া চারিমাস-কাল অবস্থান করিতেন।

'বৃন্দাবন হৈতে যদি নীলাচলে আইলা।
আঠার বৎসর তাঁহা বাস, কাঁহা নাহি গেলা॥
প্রতি বর্ষ আইসেন তাঁহা গৌড়ের ভক্তগণ।
চারিমাস রহে প্রভুর সঙ্গে সম্মিলন॥'
(চৈঃ চঃ ম ১।২৪৯-২৫০)

'অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, মুকুন্দ, শ্রীবাস।
বিদ্যানিধি, বাসুদেব, মুরারি, যতদাস॥
প্রতিবর্ষে আইসে সঙ্গে, রহে চারিমাস।
তাঁ-সবা লঞা প্রভুর বিবিধ বিলাস॥
(চৈঃ চঃ ম ১।২৫৫-৫৬)

'শ্রীরথযাত্রার আসি' হইল সময়।
নীলাচলে ভক্ত-গোষ্ঠী হইল বিজয়॥
ঈশ্বর আজ্ঞায় প্রতি বৎসরে বৎসরে।
সবে আইসেন রথযাত্রা দেখিবারে॥
আচার্য্যগোসাঞী অগ্রে করি' ভক্তগণ।
সবে নীলাচল প্রতি করিলা গমন॥
(চৈঃ ভাঃ অ ৮।৪-৬)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রতি বৎসর চাতুর্ম্মাস্যকালে নীলাচলে ভক্তগণসহ আসিয়া শ্রীনরেন্দ্রসরোবরে জলকেলি-লীলায়, শ্রীগুণ্ডিচামন্দির-মার্জ্জনসেবায় এবং শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উৎসবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গী হইয়াছিলেন। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সহিত তাঁহার সারগ্রাহী পুত্রগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গৌরগতপ্রাণ শ্রীঅচ্যুতানন্দ থাকিতেন, তাহা রথাগ্রে সাত সম্প্রদায়ের কীর্তনের মধ্যে ৬ষ্ঠ সম্প্রদায়ের শান্তিপুরের আচার্য্যের সম্প্রদায়ের প্রধান অচ্যুতানন্দের উপস্থিতি হইতে পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। রথাগ্রে প্রথম সম্প্রদায়ের নর্ত্তক শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য, মূল কীর্ত্তনীয়া শ্রীস্বরূপ দামোদর। শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের সারগ্রাহী পুত্রগণের মধ্যে শ্রীগোপাল মিশ্রের নামও উল্লিখিত হইয়াছে। তৃতীয় বৎসরে গৌড়দেশ হইতে ভক্তগণের সহিত তাঁহাদের গৃহিণীগণও মহাপ্রভুর সেবার জন্য দ্রব্যাদি লইয়া আসিয়াছিলেন।

'আই-স্থানে ভক্তি করি' বিদায় হইয়া।
চলিলা অদ্বৈতসিংহ ভক্ত-গোষ্ঠী লৈয়া॥
যে যে দ্রব্যে জানেন প্রভুর পূর্ব্ব প্রীত।
সব লৈলা সবে প্রভুর ভিক্ষার নিমিত্ত॥
সর্ব্বপথে সংকীর্ত্তন করিতে করিতে।
আইলেন পবিত্র করিয়া সর্ব্বপথে॥
উল্লাসে যে হরিধ্বনি করে ভক্তগণ।
শুনিয়া পবিত্র হইল ত্রিভুবন-জন॥
পত্নী-পুত্র-দাস-দাসীগণের সহিতে।
আইলেন পরানন্দে চৈতন্য দেখিতে॥'
(চৈঃ ভাঃ অ ৮।৩৯-৪৩)

'তৃতীয় বৎসরে সব গৌড়ের ভক্তগণ।
নীলাচলে চলিতে সবার হৈল মন।
সবে মেলি' গেলা অদ্বৈত-আচার্য্যের পাশে।
প্রভু দেখিতে আচার্য্য চলিলা উল্লাসে॥
সে বৎসর প্রভু দেখিতে সব ঠাকুরাণী।
চলিলা আচার্য্য-সঙ্গে অচ্যুত-জননী॥'
(চৈঃ চ মধ্য ১৬।১২-১৩, ২১)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের পুত্র শ্রীগোপাল মিশ্রের অলৌকিক চরিত্র শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে আদিলীলা দ্বাদশ পরিচ্ছেদে কবিরাজ গোস্বামী বর্ণন করিয়াছেন। শ্রীগোপাল মিশ্র শ্রীগুণ্ডিচা মন্দিরে মহাপ্রভুর সম্মুখে নৃত্য কীর্ত্তন করিতে থাকিলে তাঁহার অদ্ভুত নর্ত্তন ও ভাব দেখিয়া মহাপ্রভু ও শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য প্রসন্ন হইলেন। গোপাল নৃত্য করিতে করিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলে, তাঁহার দেহে সংজ্ঞা নাই দেখিয়া অদ্বৈতাচার্য্য বেদনাহত হইয়া পুত্রকে ক্রোড়ে করিয়া নৃসিংহ মন্ত্র জপ করিতে লাগিলেন। নানা মন্ত্র পাঠ করিয়াও গোপালের সংজ্ঞা ফিরিয়া না আসিলে বৈষ্ণবগণ দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে থাকিলে ভক্তার্ত্তিহর মহাপ্রভু 'উঠহ গোপাল, বল হরিহরি' এইরূপ বলিয়া গোপালের হৃদয় স্পর্শ করিলে গোপাল সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞালাভ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ভক্তগণ মুহুর্মুহু হরিধ্বনি সহ-যোগে আনন্দ প্রকাশ করিলেন।

শ্রীঅদ্বৈতাচার্যের কিঙ্কর শ্রীকমলাকান্ত বিশ্বাসের আচার্য্যকে ঈশ্বররূপে স্থাপন করিয়া পুনঃ তাহার জন্য রাজা প্রতাপরুদ্রের নিকট অর্থ যাচ্ঞা করায়

শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহাকে ভর্ৎসনা করিয়াছিলেন। শাসনলাভ করিয়া কমলাকান্ত দুঃখিত হইলে অদ্বৈতাচার্য্য তাঁহাকে বুঝাইলেন প্রভুর নিকট দণ্ড লাভ বিশেষ সৌভাগ্যের কথা। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত-আদিলীলার দ্বাদশ পরিচ্ছেদে বর্ণিত এই প্রসঙ্গে অমৃতপ্রবাহ ভাষ্যে এইরূপ লিখিয়াছেন—'কমলাকান্ত অদ্বৈত আচার্য্যকে 'ঈশ্বর' বলিয়া স্থাপন্য করতঃ রাজার নিকট অর্থ যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। এরূপ কার্য্যে মহাপ্রভু অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হন। আচার্য্য 'ঈশ্বর' হইলেও তাঁহার জগৎ শিক্ষকতারূপ মানবলীলা প্রসিদ্ধ। ঋণগ্রস্ত হইয়া রাজার নিকট অর্থ যাচ্ঞা করা আচার্য্যদিগের পক্ষে নির্লজ্জ ব্যবহার। অর্থলালসা সর্ব্বতোভাবে পরিহার্য্য, তাহাতে আবার বিদেশীয় রাজার নিকট ঋণ-পরিশোধের জন্য অর্থলালসা প্রকাশ করিলে ধর্ম্মের হানি হয়। রাজা স্বভাবতঃ বিষয়ী লোক। বিষয়ীর অন্ন খাইলে চিত্ত দুষ্ট হয়; চিত্ত দুষ্ট হইলে কৃষ্ণস্মৃতি-অভাবে জীবন নিষ্ফল হয়। সকল লোকের পক্ষেই ইহা নিষিদ্ধ; বিশেষতঃ ধর্ম্মাচার্য্যদিগের পক্ষে ইহা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। নামোপদেশ,—আচার্য্যের কর্ত্তব্য, কিন্তু অর্থ লইয়া যাঁহারা নামোপদেশ করেন, তাঁহারা 'নামোপদেষ্টা' পদের যোগ্য নন, বরং নামাপরাধী। এরূপ পক্ষে ইহা বিশেষরূপে নিষিদ্ধ। নামোপদেশক আচার্য্য প্রতিগ্রহ করিলে তাহাতে লোক-লজ্জা ও ধর্ম্ম-কীর্ত্তির অত্যন্ত হানি হয়।'

তৃতীয় বৎসরে গৌড়দেশ হইতে মহাপ্রভুর ভক্তগণ—মহাপ্রভু শৈশবকালে যে সকলদ্রব্য ভোজন করিতে ভালবাসিতেন সেইসকল দ্রব্য সম্ভার লইয়া গৃহিণীগণসহ পুরীতে পৌঁছিলে ভক্তবৎসল মহাপ্রভু তাঁহাদের প্রদত্ত-দ্রব্যসমূহ প্রীতির সহিত ভোজন করিয়াছিলেন। একদিন অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু কর্ত্তৃক বিশেষভাবে আমন্ত্রিত হইয়া মহাপ্রভু ভিক্ষার্থ তাঁহার গৃহে গিয়াছিলেন। অদ্বৈত-গৃহিণী পাককার্য্যের দ্রব্যাদি সজ্জিত করিয়া দিলে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য স্বয়ং রন্ধন করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা তিনি মহাপ্রভুকে একাকী মনের সাধে খাওয়াইবেন। দৈববশতঃ সেইদিন দুর্য্যোগপূর্ণ আবহাওয়া এবং ঝড় বৃষ্টি হওয়ায় মহাপ্রভুর সহিত যে সকল সন্ন্যাসী ভিক্ষা করিতে আসিতেন, তাঁহারা কেহই আসিতে পারেন নাই। মহাপ্রভু একাকী উপস্থিত হইলে অদ্বৈতাচার্য্য মনের আনন্দে মহাপ্রভুকে বহুবিধ ব্যঞ্জনাদি ভোজন করাইলেন। ইন্দ্রদেব অদ্বৈতাচার্য্যের ইচ্ছা পূর্ত্তি করায় তাঁহাকে কৃষ্ণের সেবকরূপে অদ্বৈতাচার্য্য স্তব করিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর অদ্বৈতাচার্য্যের মনোগত ভাব বুঝিয়া তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে করিতে বলিলেন—যাহার ইচ্ছা স্বয়ং কৃষ্ণ পূর্ণ করেন, ইন্দ্র তাহার আজ্ঞা পালন করিবেন, ইহাতে আশ্চর্য্য কি? (চৈঃ ভাঃ অন্ত্য ৯।৬৯-৭২)

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ং অদ্বৈতাচার্য্যের গুণ মহিমা কীর্ত্তনমুখে তাহার তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন—

'অদ্বৈতাচার্য্য গোসাঞি সাক্ষাৎ ঈশ্বর।
তাঁর সঙ্গে আমার মন হইল নির্ম্মল॥
সর্ব্বশাস্ত্রে কৃষ্ণভক্ত্যে নাহি যাঁর সম।
অতএব অদ্বৈত-আচার্য্য তাঁর নাম॥
যাঁহার কৃপাতে ম্লেচ্ছের হয় কৃষ্ণভক্তি।
কে কহিতে পারে তাঁর বৈষ্ণবতা শক্তি॥'

(চৈঃ চঃ অ ৭।১৭-১৯)

শ্রীমন্মহাপ্রভু পুরীতে শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য-শ্রীনিত্যানন্দ প্রভুর সহিত শ্রীরূপ গোস্বামী ও শ্রীসনাতন গোস্বামীর মিলন করাইয়া তাঁহাদের দ্বারা আশীর্ব্বাদ করাইয়াছিলেন। শ্রীরঘুনাথ দাস গোস্বামী অদ্বৈতাচার্য্যের কৃপায় মহাপ্রভুর উচ্ছিষ্ট পাত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রঘুনাথ দাস গোস্বামীর পিতা শ্রীগোবর্দ্ধন মজুমদার নিষ্কপটভাবে অদ্বৈতাচার্য্যের সেবা করায় তৎসম্বন্ধে রঘুনাথ দাস গোস্বামী অদ্বৈতাচার্য্যের কৃপার ভাজন হইলেন।

'তাঁর পিতা সদা করে আচার্য্য-সেবন।
অতএব আচার্য্য তাঁরে হৈলা পরসন্ন॥
আচার্য্য প্রসাদে পাইল প্রভুর উচ্ছিষ্ট-পাত্র।
প্রভুর চরণ দেখে দিন পাঁচ সাত॥

(চৈঃ চঃ ম ১৬।২২৫-২৬)

পুরী হইতে বিদায়কালে অদ্বৈতাচার্য্য-প্রতি মহাপ্রভুর যে উক্তি, তাহাতে জানা যায় অদ্বৈতাচার্য্য মহাপ্রভুর কত প্রিয়।

'আইলেন আচার্য্য-গোসাঞি মোরে কৃপা করি।
প্রেম-ঋণে বদ্ধ আমি, শোধিতে না পারি॥

মোর লাগি স্ত্রী-পুত্র-গৃহাদি ছাড়িয়া।
নানা দুর্গম পথ লঙ্ঘি আইসেন ধাঞা ॥
আমি এই নীলাচলে রহি যে বসিয়া।
পরিশ্রম নাহি মোর সবার লাগিয়া ॥
সন্ন্যাসী মানুষ মোর নাহি কোন ধন।
কি দিয়া তোমার ঋণ করিমু শোধন ॥
দেহ মাত্র ধন তোমায় কৈলুঁ সমর্পণ ॥
তাঁহা বিকাই, যাঁহা বেচিতে তোমার মন ॥
(চৈঃ চঃ অ ১২।৭০-৭৪)

শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্য পুরুষোত্তমধাম হইতে নদীয়ায় শান্তিপুরে ফিরিয়া আসিলে মহাপ্রভু কর্ত্তৃক পূর্ব্বে প্রেরিত শ্রীজগদানন্দের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎকার হয়। জগদানন্দকে পাইয়া অদ্বৈতাচার্য্য পরম উল্লসিত হইলেন। জগদানন্দ নদীয়া হইতে পুরুষোত্তমধামে প্রত্যাবর্ত্তনকালে অদ্বৈতাচার্য্যের নিকট অনুমতি প্রার্থনা করিতে গেলে অদ্বৈতাচার্য্য পণ্ডিতের দ্বারা প্রহেলীকা বচন প্রেরণ করিলেন। অদ্বৈতাচার্য্যের তর্জ্জা-প্রহেলীর অর্থ মহাপ্রভু ছাড়া কেহই বুঝিতে পারেন নাই। তর্জ্জা-প্রহেলী—

'প্রভুরে কহিহ আমার কোটি নমস্কার।
এই নিবেদন তাঁর চরণে আমার ॥
বাউলকে কহিহ—লোক হইল বাউল।
বাউলকে কহিহ—হাটে না বিকায় চাউল ॥
বাউলকে কহিহ—কাযে নাহিক আউল।
বাউলকে কহিহ—ইহা কহিয়াছে বাউল ॥'
(চৈঃ চ অ ১৯।১৯-২১)

শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর তরজার তাৎপর্য্য অমৃহপ্রবাহভাষ্যে লিখিয়াছেন—'মহাপ্রভুকে কহিও যে, লোক প্রেমে উন্মত্ত হইয়াছে, আর প্রেমের হাটে প্রেমরূপ চাউল বিক্রয়ের স্থল নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, আউল অর্থাৎ প্রেমোন্মত্ত বাউল আর সাংসারিক কার্য্যে নাই। মহাপ্রভুকে কহিও যে, প্রেমোন্মত্ত হইয়াই অদ্বৈত একথা কহিয়াছে। তাৎপর্য্য এই যে, প্রভুর আবির্ভাব হইবার যে তাৎপর্য্য ছিল, তাহা সম্পূর্ণ হইল, এখন প্রভুর যাহা ইচ্ছা, তাহাই হউক।'

শ্রীবাসুদেব সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য তাঁহার রচিত 'শ্রীঅদ্বৈত-দ্বাদশ-নামস্তোত্র' 'শ্রীঅদ্বৈতাষ্টকম্' ও 'শ্রীঅদ্বৈতাষ্টোত্তরশতনামস্তোত্রে' শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের মহিমা বর্ণন করিয়াছেন।

মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে সপ্তমী তিথিকে (যাহা শ্রীঅদ্বৈতসপ্তমী তিথিরূপে প্রসিদ্ধ) অবলম্বন করিয়া মহাবিষ্ণুর অবতার শ্রীঅদ্বৈতাচার্য্যের শুভাবির্ভাবলীলা হয়।

* * *

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার গ্রাহকগণের প্রতি বিনীত নিবেদন

'শ্রীচৈতন্যবাণী' পত্রিকার সহৃদয়/সহৃদয়া গ্রাহক/গ্রাহিকাগণের প্রতি আমাদিগের বিনয়নম্র নিবেদন এই যে,—বর্ত্তমানে কাগজের মূল্য ও মুদ্রণব্যয় অভাবনীয়রূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও শ্রীপত্রিকার ফাল্গুন মাস হইতে অর্থাৎ ৩১শ বর্ষ ১ম সংখ্যা হইতে বার্ষিক ভিক্ষার হার ১৫·০০ টাকার পরিবর্ত্তে ১৮·০০ টাকা করিয়া ধার্য্য করিতে বাধ্য হইতেছি। বার্ষিক ভিক্ষা অগ্রিম দেওয়ার বিহিত থাকা সত্ত্বেও কোন কোন গ্রাহকের নিকট ২ বৎসর, কাহার কাহারও ৩ বৎসর পর্য্যন্ত ভিক্ষা বাকী পড়িয়া আছে। অতএব গ্রাহক সজ্জনগণের নিকট নিবেদন, তাঁহারা কৃপাপূর্ব্বক ৩০শ বর্ষ পর্য্যন্ত বার্ষিক ভিক্ষা ১৫·০০ টাকা হারে এবং বর্ত্তমানে ৩১শ বর্ষের জন্য ১৮·০০ টাকা হারে যথাসম্ভব সত্বর ভিক্ষা প্রেরণ পূর্ব্বক শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আমাদিগকে সহায়তা করিলে সুখী হইব।

বিনীত নিবেদক,—
ত্রিদণ্ডিভিক্ষু শ্রীভক্তিললিত গিরি, কার্য্যাধ্যক্ষ

বর্ষশেষে

অনন্তকল্যাণগুণবারিধি শ্রীশ্রীহরিগুরুবৈষ্ণবের অশেষ কৃপায় আমাদের 'শ্রীচৈতন্যবাণী' মাসিক পত্রিকার কীর্ত্তনসেবায় নানা বিঘ্নবিপদের মধ্য দিয়া ত্রিংশদ্ বর্ষ অতিক্রান্ত হইল। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রিয়-পার্ষদ শ্রীল প্রবোধানন্দ সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—'শ্রীভক্তিমার্গ ইহ কোটিকণ্টককরুদ্ধঃ'। অহঙ্কার-বিমূঢ়াত্মা (অর্থাৎ দেহাদিতে অহংবুদ্ধিদ্বারা বিমূঢ়-চিত্ত) ব্যক্তি নিজেদের তুচ্ছাতিতুচ্ছ বিদ্যাবত্তা জ্ঞানবত্তাকে বহুমানন করিয়া ভগবৎকৃপা হইতে চিরবঞ্চিত হয়। এজন্য তাহাদের ভ্রম-প্রমাদ করণাপাটব-বিপ্রলিপ্সা দোষচতুষ্টয়দুষ্ট লেখনীপ্রসূত প্রবন্ধনিবন্ধাদি শুদ্ধভক্তসমাজে কখনই সমাদৃত হয় না। যেহেতু তাহাতে সিদ্ধান্তবিরোধ ও রসাভাসাদি দোষ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়ে। বঙ্গদেশীয় বিপ্র-কবিকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীল দামোদর স্বরূপ বলিয়াছিলেন—

'যাহ ভাগবত পড় বৈষ্ণবের স্থানে।
একান্ত আশ্রয় কর চৈতন্যচরণে ॥
চৈতন্যের ভক্তগণের নিত্য কর সঙ্গ।
তবে ত' জানিবা সিদ্ধান্ত সমুদ্রতরঙ্গ ॥
তবে পাণ্ডিত্য তোমার হইবে সফল।
কৃষ্ণের স্বরূপলীলা বর্ণিবা নির্ম্মল ॥"

—চৈঃ চঃ অ ৫।১৩১-১৩৩

শ্রীল দেবানন্দ পণ্ডিতকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

মহাচিন্ত্য ভাগবত সর্ব্বশাস্ত্রে গায়।
ইহা না বুঝিয়ে বিদ্যা, তপ, প্রতিষ্ঠায় ॥
'ভাগবত বুঝি' হেন যার আছে জ্ঞান।
সে না জানে কভু ভাগবতের প্রমাণ ॥
ভাগবতে অচিন্ত্য ঈশ্বরবুদ্ধি যা'র।
সে জানয়ে ভাগবত-অর্থ ভক্তিসার ॥

—চৈঃ ভাঃ ম ২১।২৩-২৫

এজন্য শ্রীশ্রীগৌরনিজজন গুরু-বৈষ্ণবচরণে আমরা গললগ্নীকৃতবাসে সর্ব্বক্ষণ সকাতরে ইহাই নিষ্কপটে প্রার্থনা জানাই যে, তাঁহাদের শ্রীচরণানুগত্য হইতে আমরা যেন কখনও কোন অবস্থায়ই বিচলিত না হই।

দুর্গমে পথি মেহন্ধস্য স্খলৎপাদগতে র্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥

অর্থাৎ দুর্গমপথের পথিক অন্ধ আমি, মুহুর্মুহুঃ স্খলিতপদ হইয়া পড়িতেছি, এ সঙ্কটে পরমদয়াল শুদ্ধভক্ত সাধুবৈষ্ণবগণ নিজ নিজ কৃপাযষ্টি প্রদানদ্বারা সর্ব্বক্ষণ আমার অবলম্বন হউন—আমাকে রক্ষা করুন।

শ্রীশ্রীগুরুবৈষ্ণবের কৃপায় আমরা শ্রীপত্রিকার ৩১শ বর্ষারম্ভ হইতে আবার যেন পূর্ণ উদ্যমে সপার্ষদ শ্রীচৈতন্যচন্দ্রের শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্তবাণীর আচার-প্রচার-সেবায় নিযুক্ত হইতে পারি। আমরা আমাদের শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার সহৃদয় সহৃদয়া গ্রাহক-গ্রাহিকা ও পাঠক-পাঠিকাবর্গকে অন্তর্হৃদয়ের হার্দ্দ অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছি। তাঁহারা আমাদের সকল ত্রুটীবিচ্যুতি নিজগুণে সংশোধন করিয়া লইয়া আমাদিগকে শ্রীহরি-গুরু বৈষ্ণবগুণগাথা কীর্ত্তনে ক্রমবর্দ্ধমান উৎসাহ প্রদান করুন।

* * *

বিরহ-সংবাদ

শ্রীভক্তিবিজয় পুরুষোত্তম তীর্থ মহারাজ, বিশাখাপটনম ঃ—অন্ধ্রপ্রদেশান্তর্গত বিশাখাপটনমস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশনের প্রধান সচিব ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবিজয় পুরুষোত্তম তীর্থ মহারাজ বিগত ২ কার্ত্তিক (১৩৯৭), ২০ অক্টোবর ১৯৯০ শনিবার শুক্লা দ্বিতীয়া তিথিবাসরে রাত্রি ৯ ঘটিকায় উপরি উক্ত আশ্রমে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমাকালে তাঁহার অকস্মাৎ প্রয়াণ-সংবাদ পাইয়া শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। তিনি বিষ্ণু-বৈষ্ণব সেবা-পরায়ণ নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার অমায়িক ব্যবহারে তাঁহার সান্নিধ্যে যাঁহারা আসিয়াছিলেন তাঁহারাই আকৃষ্ট হইয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মিশনের প্রতিষ্ঠাতা পূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবৈভব পুরী মহারাজের মিশন পরিচালনে তিনি দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন। তাঁহার স্বধামপ্রাপ্তিতে বিশেষভাবে শ্রীকৃষ্ণ-চৈতন্য মিশনের আশ্রিত ভক্তগণ এবং তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট শ্রীগৌড়ীয় মঠাশ্রিত ও শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রই বিরহসন্তপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিরহোৎসব বিশাখাপটনমস্থিত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য আশ্রমে ১ নভেম্বর এবং পুরুষোত্তমধামস্থ শ্রীচৈতন্য চন্দ্রাশ্রমে ২ নভেম্বর সুসম্পন্ন হইয়াছে।

শ্রীমতী অপর্ণা সরকার, কলিকাতা ঃ—নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের অনুকম্পিতা দীক্ষিতা শিষ্যা শ্রীমতী অপর্ণা সরকার গত ১৪ পৌষ (১৩৯৭), ৩০ ডিসেম্বর (১৯৯০) রবিবার শুক্লাচতুর্দ্দশী তিথিতে অপরাহ্ন ৩-৪৫ মিঃ-এ হরিস্মরণ করিতে করিতে প্রায় ৬৫ বৎসর বয়সে স্বধামপ্রাপ্তা হইয়াছেন। স্বধামপ্রাপ্তির পর তাঁহার পরিজনবর্গ তাঁহাকে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে লইয়া আসিলে মঠের সেবকগণ ঠাকুরের প্রসাদী মালা অর্পণ করেন। তিনি অতীব নিষ্ঠার সহিত ভক্তিসদাচারসম্পন্না হইয়া ভজন করিয়াছিলেন। তিনি শ্রীমঠের পরিচালিত শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা, শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা ও পুরুষোত্তমধামে রথযাত্রা উৎসবাদিতে যোগ দিয়াছিলেন। তাঁহার জননীদেবী, যিনি 'কিরণদি' নামে মঠের সকলের নিকট পরিচিতা, পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের প্রাচীন-শিষ্যা এখনও জীবিতা আছেন. তাঁহার বয়স ৯০ বৎসর। শ্রীমতী অপর্ণা সরকার প্রায় ২০ বৎসর পূর্ব্বে মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণবংশোদ্ভূতা ছিলেন। তাঁহার পতি শ্রীপরেশ চন্দ্র সরকার স্ত্রীর পারলৌকিক মঙ্গল কামনায় কলিকাতা মঠে ২৪ পৌষ, ৯ জানুয়ারী বুধবার বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কালীঘাট ৫৭এ, নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্ষ্ট লেনস্থ গৃহে তাঁহার শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন হয়। তাঁহার আত্যন্তিক মঙ্গলবিধানের জন্য শ্রীগৌরহরির শ্রীপাদপদ্মে প্রার্থনা জানাইতেছি।

* * *

স্বধামে শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়

নিখিল ভারত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট ওঁ ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তি-দয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের কৃপাভি-ষিক্ত দীক্ষিত শিষ্য নিষ্ঠাবান্ গৃহস্থভক্ত শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায় গত ২৪ অগ্রহায়ণ (১৩৯৭), ১১ ডিসেম্বর (১৯৯০) মঙ্গলবার কৃষ্ণা-দশমী তিথিবাসরে প্রাতঃ ৭ ঘটিকায় নিজ কলিকাতা ৩৩সি, নেপাল ভট্টাচার্য্য ফার্ষ্ট লেনস্থিত বাসগৃহে শ্রীহরিস্মরণ করিতে করিতে স্বধামপ্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহার ভক্তিমতী সহধর্ম্মিণী শোকার্ত্তা হইয়া মঠে আসিয়া উক্ত দুঃসংবাদ দিলে শ্রীমঠের আচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ এবং মঠের সকল বৈষ্ণবগণই মর্ম্মান্তিকরূপে ব্যথিত হন। এমন কি শ্রীমঠপ্রতিষ্ঠাতা পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেবের জ্যেষ্ঠ সতীর্থ পরমপূজ্যপাদ ত্রিদণ্ডিযতি শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজ বৃদ্ধকালে অকস্মাৎ কৃষ্ণপদ প্রভুর স্বধামপ্রাপ্তির সংবাদ শুনিয়া অস্থির হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বধামপ্রাপ্তিকালে কৃষ্ণপদ প্রভুর বয়স মাত্র ৫৯ বৎসর হইয়াছিল। তাঁহার পিতা স্বধামগত শ্রীবীরেন্দ্রবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং মাতা স্বধামগতা শ্রীমতী কমলাদেবী। তাঁহাদের পাঁচ পুত্রের মধ্যে কৃষ্ণপদ প্রভু কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন। অপর বয়োজ্যেষ্ঠ তিন ভ্রাতা—শ্রীনারায়ণ বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীগোবিন্দপদ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় এখনও

জীবিত আছেন। কনিষ্ঠ পুত্রের স্বধামপ্রাপ্তিতে বৃদ্ধা শাশুড়ী গুরুতররূপে শোকাহতা হইলে তাঁহাদের পরিজনবর্গ তাঁহাকে লইয়া উদ্বিগ্ন হইয়া পড়িয়াছিলেন। শ্রীবীরেন্দ্রবিনোদ বন্দ্যোপাধ্যায় যখন সস্ত্রীক বর্ত্তমান কলিকাতা মঠের সংলগ্ন নকুলেশ্বর ভট্টাচার্য্য লেনে নিবাস করিতেছিলেন, সেই সময় কৃষ্ণপদ প্রভুর (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ, ১৯৩১ খৃষ্টাব্দ শনিবার শুক্লা পঞ্চমী তিথিতে) জন্ম হয়। শ্রীগৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের সহিত তাঁহাদের বহুদিনের সম্বন্ধ ছিল। কৃষ্ণপদ প্রভুর জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সহিত শ্রীল ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী গোস্বামী প্রভুপাদের শিষ্য শ্রীকৃষ্ণানন্দ ভক্তিশাস্ত্রী প্রভুর বিবাহ হইয়াছিল।

পরমারাধ্য শ্রীল গুরুদেব কলিকাতায় মঠ সংস্থাপন করিলে শ্রীল গুরুদেবের ব্যক্তিত্বে আকৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণপদ প্রভু সস্ত্রীক মঠের অনুষ্ঠানাদিতে যোগদান করিতে লাগিলেন। ১৯৭২ খৃষ্টাব্দে শ্রীল গুরুদেব কার্ত্তিকব্রতকালে ৮৪ ক্রোশ শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। পরিক্রমা মথুরায় প্রারম্ভ হইয়া বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে আসিয়া সমাপ্ত হয়। শ্রীগুরুদেবের শুভাবির্ভাব তিথি শ্রীউত্থানৈকাদশীতে শ্রীগুরুপূজা অনুষ্ঠানের পর দ্বাদশীতে বৃন্দাবন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। পরদিবস ত্রয়োদশী-তিথি শুভবাসরে কৃষ্ণপদ প্রভু সস্ত্রীক শ্রীল গুরুদেবের নিকট নাম ও মন্ত্র দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষা গ্রহণের পর শুদ্ধভক্তিসদাচারের সহিত হরিভজন করিয়া তিনি আদর্শ গৃহস্থ ভক্তরূপে পরিগণিত হইলেন। তাঁহার শ্রীল গুরুদেবেতে প্রগাঢ় ভক্তিনিষ্ঠা ছিল এবং তিনি ও তাঁহার সহধর্ম্মিণী উভয়েই নিয়মিত মঠে আসিয়া হরিকথা শ্রবণ করিতেন। আদর্শ চরিত্র ভক্তসঙ্গ হইতে বঞ্চিত হওয়া খুবই দুর্ভাগ্যের বিষয়। 'দুঃখ হইতে কোন দুঃখ হয় গুরুতর? কৃষ্ণভক্তবিরহ বিনা দুঃখ নাহি দেখি পর॥' 'কৃপা করি কৃষ্ণ মোরে দিয়াছিলা সঙ্গ। স্বতন্ত্র কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল সঙ্গ ভঙ্গ॥' কৃষ্ণপদ প্রভুর অকস্মাৎ স্বধামপ্রাপ্তিতে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাশ্রিত ভক্তমাত্রেই বিরহসন্তপ্ত।

৫ পৌষ, ২১ ডিসেম্বর শুক্রবার একাদশাহে কলিকাতা ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে পরমপূজ্যপাদ শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী গোস্বামী মহারাজের পৌরোহিত্যে তাঁহার পারলৌকিক কৃত্য বৈষ্ণববিধানমতে হরিসংকীর্ত্তন-সহযোগে সুসম্পন্ন হইয়াছে। শ্রীমদ্ভক্তিসৌরভ আচার্য্য মহারাজ বৈষ্ণবহোম করেন। মধ্যাহ্নে বিশেষ বৈষ্ণবসেবার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের

পূতচরিতামৃত

[পূর্ব্বপ্রকাশিত ১১শ সংখ্যা ২৪০ পৃষ্ঠার পর]

পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, বৃন্দাবন মঠের মঠরক্ষক শ্রীমদ্ নারায়ণদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী ও শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী। শ্রীসুরেন্দ্র কুমার আগরওয়াল ও শ্রীরামভজন পাণ্ডের মুখ্যসেবাপ্রচেষ্টায় ধর্ম্মসম্মেলন সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছে। লুধিয়ানার মঠাশ্রিত গৃহস্থ ভক্ত শ্রীনরেন্দ্র কাপুরের নিষ্কপট সেবাপ্রচেষ্টাও এতৎপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। এতদ্ব্যতীত শ্রীল গুরুদেব জলন্ধর মডেল টাউনস্থ শ্রীগীতামন্দিরে এবং লাডোয়ালি রোডস্থিত আশ্রমে সদলবলে শুভপদার্পণ করতঃ ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। লাডোয়াল রোডস্থিত আশ্রমের পরিচালক সর্দ্দার শ্রীভগবন্ত সিংজী এবং তত্রস্থ ভক্তগণ ব্যাণ্ডপার্টি সহযোগে শ্রীল গুরুদেবকে সম্বর্দ্ধনা জানাইয়াছিলেন। শ্রীল গুরুদেব ভক্তবৃন্দসহ সভামণ্ডপে উপনীত হইলে স্বনামধন্য শ্রীহরিবাবাজী মঞ্চ হইতে অবতীর্ণ হইয়া শ্রীল গুরুদেবকে স্বাগত অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। শ্রীহরিবাবার দ্বারা প্রার্থিত হইয়া শ্রীল গুরুদেব 'গোপী-কৈঙ্কর্য্যের বৈশিষ্ট্য' সম্বন্ধে হৃদয়গ্রাহী ভাষণ প্রদান করিলে সভাস্থ সকলেই চমৎকৃত হন।

হোসিয়ারপুর (পাঞ্জাব)—২৪ চৈত্র (১৩৭১), ৭ এপ্রিল (১৯৬৫) বুধবার হইতে ২ বৈশাখ, ১৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত অবস্থিতি। উক্ত বৎসর শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে প্রচারপার্টিতে ছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিললিত গিরি মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, শ্রীমদ্ নারায়ণদাস ব্রহ্মচারী (কাপুর), শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণ ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতকৃষ্ণ বনচারী, শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীমথুরেশ ব্রহ্মচারী, শ্রীরামচন্দ্র চৌবেজী ও শ্রীবৃন্দাবনদাসজী। স্থানীয় কৃষ্ণনগরস্থ হরিবাবার শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমে সকলে অবস্থান করিয়াছিলেন। উক্ত আশ্রমের নাট্যমন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে ও রাত্রিতে ধর্ম্মসভার অধিবেশনে হিন্দীভাষায় এবং ১৫ এপ্রিল বৃহস্পতিবার স্থানীয় লালা রাজপত রায়ের শতবার্ষিকী সমিতি কর্ত্তৃক আহূত সান্ধ্যধর্ম্মসভায় বিশিষ্ট নাগরিকগণের সমাবেশে শ্রীল গুরুদেব ইংরাজীতে অভিভাষণ প্রদান করেন। শ্রীল গুরুদেবের নির্দ্দেশক্রমে মঠের সম্পাদক শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজও বক্তৃতা করেন। ২৮ চৈত্র, ১১ এপ্রিল রবিবার প্রাতে আশ্রম হইতে বিরাট নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা বাহির হইলে স্থানীয় নরনারীগণের মধ্যে বিপুল উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। ১৬ এপ্রিল শুক্রবার হোসিয়ারপুর হইতে অমৃতসর প্রস্থানকালে নরনারীগণের বিরহব্যাকুলতা ও আকুল ক্রন্দনে শ্রীল গুরুদেব অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

অমৃতসর (পাঞ্জাব)—৩ বৈশাখ ১৬ এপ্রিল শুক্রবার হইতে ১১ বৈশাখ ২৪ এপ্রিল শনিবার পর্য্যন্ত অমৃতসর লরেন্স রোডস্থ লালা সাইনদাসজীর (বিজলী পালোয়ানের) শ্রীমন্দিরের সংলগ্নস্থ অতিথি ভবনে অবস্থিতি। শ্রীবিজলী পালোয়ানজী বৃন্দাবনে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে যে নবচূড়াবিশিষ্ট সুরম্য শ্রীমন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন, ঠিক তদ্রূপ তিনি অমৃতসরেও লরেন্স রোডে নবচূড়াবিশিষ্ট বিশাল শ্রীমন্দির তৈরী করেন। লালা সাইনদাসজীর ইচ্ছাক্রমে প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে শ্রীরাধাকৃষ্ণ শ্রীমন্দিরের সম্মুখে শ্রীল গুরুদেব শ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনার সর্ব্বোত্তমতা সম্বন্ধে শাস্ত্র-যুক্তিমূলে উপদেশ প্রদান করিলে সমুপস্থিত শ্রোতৃবৃন্দ সুখী হইয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত লাহোড়িয়া গেটে শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে, দূর্গিয়ানায় শ্রীতুলসীদাসজীর মন্দিরে, পণ্ডিত শ্রীচিমন্‌লালজীর আয়োজিত ধর্ম্ম-সম্মেলনে শ্রীল গুরুদেব শ্রীমন্মহাপ্রভুর শিক্ষাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করেন।

২৫ এপ্রিল লালা সাইনদাসজীর নিকট বিদায় লইয়া শ্রীল গুরুদেবের কলিকাতা যাত্রাকালে লালাজী বিরহ ব্যথিত হৃদয়ে অশ্রু বিসর্জ্জন করিতে করিতে বলিলেন, তাঁহার শরীর যে প্রকার তাহাতে, তিনি

পুনরায় শ্রীল গুরুদেবের দর্শন সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিবেন কিনা সন্দেহ। শ্রীল গুরুদেব তাঁহার সেবাপ্রবৃত্তির ভূয়সী প্রশংসা করতঃ তাঁহাকে প্রচুররূপে আশির্ব্বাদ করিলেন। যাঁহারা শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে বিশেষভাবে সহায়তা করিয়াছিলেন তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য লালা সাইনদাসজী, ডাক্তার হেতরাম আগরওয়াল, শ্রীহংসরাজ ভাটিয়া, শ্রীমুরারি লাল বাসুদেব, শ্রীতিলকরাজ অরোরা ও ডাক্তার পাকরাশি।

শ্রীল গুরুদেব অমৃতসরে ১৯৫৪ সালে সপার্ষদে প্রথমবার শুভ পদার্পণ করতঃ স্থানীয় নিমকমণ্ডীস্থ বাবা পুরুষোত্তমদাসজীর মন্দিরে মাসাধিককাল অবস্থান করতঃ বিপুলভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময় নিমকমণ্ডী হইতে দুগিয়ানা পর্য্যন্ত বিরাট নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল। তৎপরেও তিনি কয়েকবার অমৃতসরে গিয়া বিপুলভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। প্রতিবারই তত্রস্থ নরনারীগণ ধর্ম্মসভায় ও নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রায় বিপুল সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন। তৎকালে শ্রীল গুরুদেবের সঙ্গে থাকিতেন শ্রীমদ্ কৃষ্ণকেশব ব্রহ্মচারী, শ্রীললিতাচরণ ব্রহ্মচারী, শ্রীকৃষ্ণবল্লভ ব্রহ্মচারী শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীউপনন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ব্রহ্মচারী ও শ্রীঘনশ্যাম ব্রহ্মচারী।

অমৃতসরে নগর-সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রায় সংকীর্ত্তনরত শ্রীল গুরুদেব

জলন্ধর, হোসিয়ারপুর, লুধিয়ানা, জগদ্ধ্রী, আম্বালা, দিল্লী, দেরাদুনে ১৩৭৩-৭৪ বঙ্গাব্দে ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে শুভ পদার্পণ করতঃ বিপুলভাবে প্রচার করিয়াছিলেন। সেই সময় শ্রীল গুরুদেবের প্রচার পার্টিতে ছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, শ্রীনরোত্তম ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণ দাস ব্রহ্মচারী (কাপুর), শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীগোকুলানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীযজ্ঞেশ্বর ব্রহ্মচারী, শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী, শ্রীচিন্ময়ানন্দ ব্রহ্মচারী, শ্রীরাধারমণ দাস ব্রহ্মচারী, শ্রীরণজিৎ দাসাধিকারী ও শ্রীদ্বিজেন্দ্র লাল ভৌমিক। জলন্ধরে—১২ এপ্রিল বুধবার হইতে ১৭ এপ্রিল সোমবার পর্য্যন্ত; হোসিয়ারপুরে—১৮ এপ্রিল মঙ্গলবার হইতে ২৩ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত; লুধিয়ানায়—২৪ এপ্রিল সোমবার হইতে ৬ মে

শনিবার পর্য্যন্ত ; জগদ্ধ্রী—৭ মে রবিবার হইতে ১০ মে বুধবার পর্য্যন্ত ; আম্বালা—১১ মে বৃহস্পতিবার হইতে ১৫ মে সোমবার পর্য্যন্ত ; দিল্লী—১৬ মে মঙ্গলবার হইতে ৩০ মে মঙ্গলবার পর্য্যন্ত ; দেরাদুন—৩১ মে বুধবার হইতে ৮ জুন বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত প্রচার পোগ্রাম হয় । জলন্ধরে, লুধিয়ানায়, দিল্লী, দেরাদুনে নগরসংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল ।

হোসিয়ারপুরে শ্রীসচ্চিদানন্দ আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীমৎ হরিবাবাজীর স্নিগ্ধ সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহারে শ্রীল গুরুদেব খুবই প্রসন্ন হইয়াছিলেন । আশ্রমের পরিবেশ রমণীয় । শ্রীল গুরুদেব প্রত্যহ প্রাতে, অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন । শ্রীমৎ হরিবাবা কোন কোন দিন কিছু সময়ের জন্য বলেন । স্থানীয় টাউনহলে শিক্ষিত নাগরিকগণের সমাবেশে শ্রীল গুরুদেবের তত্ত্বজ্ঞানগর্ভ ইংরাজী ভাষায় প্রদত্ত ভাষণ শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন ।

লুধিয়ানায় প্রচারে থাকাকালে শ্রীল গুরুদেব সাধুগণসহ এলাইচীগির মন্দিরে অবস্থান করিয়াছিলেন ! প্রত্যহ প্রাতে ও রাত্রিতে শ্রীমন্দিরে সভা হয় । স্থানীয় সিভিল লাইনস্থিত প্রসিদ্ধ দত্তীস্বামীজীর আশ্রমের সদস্যগণ কর্ত্তৃক আহূত হইয়া শ্রীল গুরুদেব একদিন (৩০ এপ্রিল রবিবার) সহস্র সহস্র নরনারীর বিরাট সমাবেশে কৃষ্ণপ্রেম ধর্ম্মের সর্ব্বোৎকর্ষতা প্রতিপাদনমুখে অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন । শ্রীচৈতন্যবাণী-প্রচার সেবায় মুখ্যভাবে যত্ন করিয়াছিলেন শ্রীনরেন্দ্র নাথ কাপুর ভক্তিবিলাস ও শ্রীকৃষ্ণলাল বাজাজ ।

জগদ্ধ্রীতে শ্রীসত্যনারায়ণ মন্দিরে ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয় ' জগদ্ধ্রী হইতে ২৫ মাইল দূরে যমুনার তটবর্ত্তী হাতনিকুণ্ডে একটি বিরাট সন্ত-মহাসম্মেলনের অধিবেশন হইয়াছিল । উক্ত মহাসম্মেলনে উদ্বোধনের জন্য শ্রীল গুরুদেব আহূত হইয়া সপার্ষদে তথায় শুভবিজয় করিয়াছিলেন । উক্ত সভায় সভাপতিরূপে বৃত হইয়াছিলেন হৃষীকেশের শ্রীব্যাসজী । উপস্থিত ছিলেন হরিদ্বার নিরঞ্জনী আখড়ার শ্রীপ্রকাশানন্দজী, যোশী মঠের শ্রীশঙ্করাচার্য্য ও স্বামী শ্রীভবানন্দজী । শ্রীল গুরুদেব তাঁহার অভিভাষণে মায়াবাদ খণ্ডন করতঃ শুদ্ধভক্তিসিদ্ধান্ত স্থাপন করেন । সভাপতি মহোদয় শ্রীল গুরুদেবের ভাষণের খুবই প্রশংসা করিয়াছিলেন ।

আম্বালায় শ্রীল গুরুদেব পার্ষদবৃন্দসহ সন্তনিবাসে অবস্থান করিয়াছিলেন । সনাতন-ধর্ম্মসভার শ্রীগীতাভবনে ধর্ম্মসভা অনুষ্ঠিত হয় । এতদ্ব্যতীত সন্তনিবাসের সুধাব্যাস মন্দিরে, উচ্চ মাধ্যমিক বালক বিদ্যালয়ে ও উচ্চ মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ে শ্রীল গুরুদেব বক্তৃতা করেন । মেজর জেনারেল শ্রীসামসের সিংজী, হর্গুলাল এণ্ড সন্স ইঞ্জিনিয়ায়ারিং কোম্পানীর মালিক শ্রীনন্দকিশোর সি-ই, ডাক্তার কাপুর প্রভৃতি বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি প্রত্যহ হরিকথা শ্রবণ করিতে আসিতেন । শ্রীনন্দকীশোরজী শ্রীল গুরুদেবের সুযুক্তিপূর্ণ জ্ঞানগর্ভ ভাষণ শ্রবণ করিয়া সকলের সমক্ষেই উচ্ছ্বসিত আবেগে বলিলেন—'এরূপ মূল্যবান কথা আমার জীবনে আমি প্রথম শুনিলাম । আমার মস্তক কোনদিনই কাহারও নিকট নত হয় নাই । এই প্রথম সাধুর চরণে আমার মাথা নত হইল ।'

দিল্লী—৩০ ডি কমলানগরস্থ অতিথিভবনে শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে অবস্থান করেন । দিল্লী ও নিউদিল্লীর বিভিন্নস্থানে শ্রীল গুরুদেবের প্রচার প্রোগ্রাম হয় । কমলানগরস্থ শ্রীরাধাকৃষ্ণ মন্দিরে ২৬ মে হইতে ২৮ মে পয্যন্ত দিবসত্রয়ব্যাপী বিরাট ধর্ম্মসম্মেলনের আয়োজন হইয়াছিল । উক্ত ধর্ম্মসম্মেলনে বিভিন্ন মঠের আচার্য্যগণ ও স্বামীজীগণ যোগদান করিয়াছিলেন । শ্রীল গুরুদেব তাঁহার প্রাত্যহিক অভিভাষণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অসমোর্দ্ধ অবদান-বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে প্রচুর আলোকসম্পাত করেন । শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে মুখ্যভাবে যত্ন করিয়া শ্রীপ্রহলাদ রায় গোয়েল শ্রীল গুরুদেবের আশীর্ব্বাদভাজন হইয়াছিলেন ।

দেরাদুন—অবস্থান পিপলমণ্ডীস্থ গীতাভবনে । স্থানীয় শ্রীগোপীনাথ মন্দির, শ্রীপঞ্চায়তি মন্দিরে.

Tagore Cultural Socicty তে এবং অবসরপ্রাপ্ত C. O. P. S. মিঃ জি-এস্-মাথুরের বাসভবনে—সহরের বিভিন্নস্থানে শুভ পদার্পণ করতঃ শ্রীল গুরুদেব ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন।

১৯৬৮ খৃষ্টাব্দে, ১৩৭৪-৭৫ বঙ্গাব্দে পাঞ্জাবে জলন্ধর, অমৃতসর, গুরুদাসপুর, বাটালা ও লুধিয়ানায় শ্রীল গুরুদেব সপার্ষদে শুভ পদার্পণ করতঃ বিপুলভাবে প্রচার করেন। তৎকালে শ্রীলগুরুদেবের সঙ্গে প্রচারে ছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী, শ্রীনারায়ণদাস ব্রহ্মচারী (কাপুর), শ্রীঅচিন্ত্যগোবিন্দ ব্রহ্মচারী. শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী ও শ্রীদেবপ্রসাদ ব্রহ্মচারী।

জলন্ধর—অবস্থিতি ১৯ চৈত্র (১৩৭৪) ২ এপ্রিল (১৯৬৮) মঙ্গলবার হইতে ১লা বৈশাখ (১৩৭৫) ১৪ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত। সহরের বিভিন্নস্থানে যে প্রচার প্রোগ্রাম হয় তন্মধ্যে স্থানীয় দেশভক্ত মেমোরিয়াল হলে এবং সিভিল লাইনস্থ টেগুন-হলে বিপুল সংখ্যক উচ্চ শিক্ষিত জনসমাবেশে পাঁচটী ধর্ম্মসভায় শ্রীল গুরুদেব শ্রীভগবত্তত্ত্ব, শ্রীহরিনাম-মাহাত্ম্য ও শ্রীবিগ্রহসেবার তাৎপর্য্য সম্বন্ধে ভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন। দেশভক্ত মেমোরিয়াল হলে সভাপতির আসনে বৃত হন পাঞ্জাবের খাদ্য ও স্বাস্থ্য মন্ত্রী মহন্ত শ্রীরামপ্রকাশজী। ৭ এপ্রিল রবিবার জলন্ধর সহরে বিশাল নগর সংকীর্ত্তন শোভাযাত্রা বাহির হইয়াছিল।

অমৃতসর—২ বৈশাখ, ১৫ এপ্রিল সোমবার হইতে ৮ বৈশাখ, ২১ এপ্রিল রবিবার পর্যন্ত অবস্থিতি। শ্রীল গুরুদেব লরেন্স রোডস্থ লালা সাইনদাসজীর (বিজলি পালোয়ানের) মন্দিরে প্রত্যহ রাত্রিতে, নিমক-মণ্ডীস্থ বাবা শ্রীপুরুষোত্তম দাসজীর মন্দিরে প্রত্যহ প্রাতে এবং দুর্গিয়ানায় শ্রীতুলসীদাসজীর মন্দিরে বিপুল সংখ্যক নরনারীর সমাবেশে হরিকথামৃত পরিবেশন করিয়াছিলেন।

গুরুদাসপুর—৯ বৈশাখ ২২ এপ্রিল সোমবার হইতে ১৫ বৈশাখ, ২৮ এপ্রিল রবিবার পর্য্যন্ত। শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচারে আনুকূল্য বিধান করিয়া শ্রীলগুরুদেবের শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য শ্রীমনমোহন আগরওয়াল, এম্-এ, আই-পি-এস্ এবং তাঁহার পিতা শ্রীহংসরাজ আগরওয়াল শ্রীল গুরুদেবের প্রচুর আশীর্ব্বাদ-ভাজন হইয়াছিলেন।

বাটালা—১৬ বৈশাখ, ২৯ এপ্রিল সোমবার হইতে ১৯ বৈশাখ ২ মে বৃহস্পতিবার পর্য্যন্ত্য এবং লুধিয়ানায় ২০ বৈশাখ, ৩মে শুক্রবার হইতে ২২ বৈশাখ, ৫মে রবিবার পর্য্যন্ত অবস্থান করিয়া শ্রীল গুরুদেব বিপুলভাবে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার করেন।

পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লী, চণ্ডীগড়ে শ্রীল গুরুদেব

১৩৭৫ বঙ্গাব্দ ২৬ ফাল্গুন, ইং ১৯৬৯ খৃষ্টাব্দ ১০ মার্চ্চ সোমবার কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে দীর্ঘদিনের জন্য পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তরপ্রদেশে প্রচার-ভ্রমণে বাহির হইয়াছিলেন। তৎকালে প্রচারানুকূল্যের জন্য শ্রীল গুরুদেব সমভিব্যাহারে ছিলেন পূজ্যপাদ শ্রীমদ্ ঠাকুরদাস ব্রহ্মচারী কীর্ত্তন-বিনোদ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদভক্তিপ্রসাদ আশ্রম মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ, ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীপাদ ভক্তিপ্রসাদ পুরী মহারাজ, শ্রীমদনগোপাল ব্রহ্মচারী, শ্রীপরেশানুভব ব্রহ্মচারী। শ্রীধাম বৃন্দাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীললিতকৃষ্ণ বনচারী ও শ্রীকৃষ্ণপ্রেম ব্রহ্মচারী, দেরাদুন হইতে পেস্কার শ্রীনবীন চন্দ্র শর্ম্মা ও হোসিয়ারপুর হইতে শ্রীরামবিনোদ ব্রহ্মচারী প্রচারপার্টিতে যোগ দিয়াছিলেন। ১২ মার্চ্চ শ্রীল গুরুদেব অমৃতসর মেলযোগে জলন্ধর সিটি ষ্টেশনে শুভ পদার্পণ করিলে স্থানীয় নাগরিকগণ কর্ত্তৃক সংকীর্ত্তন সহযোগে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধিত হন। ১৩ মার্চ্চ বৃহস্পতিবার হইতে ১৬ মার্চ্চ রবিবার পর্য্যন্ত স্থানীয় মাইহীরা গেটস্থ শ্রীসনাতন ধর্ম্মসভা মন্দিরে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গণে সভামণ্ডপে

(ক্রমশঃ)

শ্রীশ্রীগুরুগৌরাঙ্গৌ জয়তঃ

Regd. No. WB/SC-258

শ্রীচৈতন্য-বাণী

একমাত্র-পারমার্থিক মাসিক পত্রিকা

ত্রিংশ বর্ষ

[১৩৯৬ ফাল্গুন হইতে ১৩৯৭ মাঘ পর্য্যন্ত]

১ম—১২শ সংখ্যা

ব্রহ্ম-মাধ্ব-গৌড়ীয়াচার্য্যভাস্কর নিত্যলীলাপ্রবিষ্ট পরমারাধ্য ১০৮শ্রী শ্রীমদ্ভক্তিসিদ্ধান্ত সরস্বতী
গোস্বামী প্রভুপাদের অধস্তন শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতা নিত্যলীলা-
প্রবিষ্ট ওঁ শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী বিষ্ণুপাদ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত

সম্পাদক-সঙ্ঘপতি

পরিব্রাজকাচার্য্য ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিপ্রমোদ পুরী মহারাজ

সম্পাদক

রেজিষ্টার্ড শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ প্রতিষ্ঠানের বর্ত্তমান আচার্য্য ও সভাপতি
ত্রিদণ্ডিস্বামী শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ

কলিকাতা, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোডস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেসে
মহোপদেশক শ্রীমঙ্গলনিলয় ব্রহ্মচারী বি, এস্-সি, ভক্তিশাস্ত্রী, বিদ্যারত্ন
কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত

শ্রীগৌরাব্দ—৫০৪

শ্রীচৈতন্য-বাণীর প্রবন্ধ-সূচী

ত্রিংশ বর্ষ

[১ম—১২শ সংখ্যা]

প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীল প্রভুপাদের পত্রাবলী	১।১, ২।২৫, ৩।৪৯, ৪।৬৯, ৫।৮৯, ৬।১০৯, ৭।১২৯, ৮।১৫৩, ৯।১৭৩, ১০।১৯৩, ১১।২১৭, ১২।২৪১
শ্রীশ্রীমদ্ভাগবতার্কমরীচিমালা	১।২, ২।২৬, ৩।৫০, ৪।৭০, ৫।৯১, ৬।১১০, ৭।১৩০, ৮।১৫৪, ৯।১৭৬, ১০।১৯৩, ১১।২১৮, ১২।২৪২
বর্ষারম্ভে	১।৫
বৈষ্ণবাপরাধ	১।৭
শ্রীগৌরপার্ষদ ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত	
শ্রীশ্রীল সচ্চিদানন্দ ভক্তিবিনোদ ঠাকুর	১।১৩, ২।৩৪, ৩।৫৭, ৪।৮০
শ্রীবংশীবদনানন্দ ঠাকুর	৫।৯৬
শ্রীনন্দন আচার্য্য	৬।১১৮
শ্রীজাহ্নবা দেবী	৮।১৬৩
শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য	৯।১৮৩, ১১।২২৬, ১২।২৫০
শ্রীগোকুলমহাবনস্থ শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক মহোৎসব	১।১৬
নিউদিল্লী, ভাটিণ্ডায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার	১।১৭
বিরহ-সংবাদ	
শ্রীহরিপদ পাত্র	১।২০
শ্রীমতী কান্তাদেবী	৩।৬৪
শ্রীমদ্ প্রণতপাল দাসাধিকারী	৫।১০২
শ্রীমতী কমলা রায়	৫।১০৩
শ্রীডি-জগ্গা রেড্ডী	৫।১০৩
শ্রীরাধেশ্যাম শর্ম্মা	৭।১৪৬
শ্রীশ্যামসুন্দরলাল কনোড়িয়া	৭।১৪৬
শ্রীমাখন চন্দ্র পাল	৭।১৪৬
শ্রীরাধামোহন দাসাধিকারী	১০।২১১
শ্রীনিবারণ দাসাধিকারী	১০।২১১

প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীরামগোবিন্দ বিদ্যানন্দ প্রভু	১০।২১২
শ্রীভক্তিবিজয় পুরুষোত্তম তীর্থ মহারাজ	১২।২৫৪
শ্রীমতী অপর্ণা সরকার	১২।২৫৫
শ্রীকৃষ্ণপদ বন্দ্যোপাধ্যায়	১২।২৫৫
শ্রীচৈতন্যবাণী পত্রিকার গ্রাহকগণের প্রতি নিবেদন	১।২০, ১২।২৫৩
শ্রীশ্রীমদ্ভক্তিদয়িত মাধব গোস্বামী মহারাজ বিষ্ণুপাদের পূতচরিতামৃত	১।২১, ২।৪৫, ৩।৬৫, ৪।৮৫, ৫।১০৫, ৬।১২৫, ৭।১৪৯, ৮।১৬৯. ১০।২১৩, ১১।২৩৭, ১২।২৫৭
শ্রীশ্রীব্যাসপূজা	২।২৯, ৩।৫৩
শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য	২।৩৭
Statement about ownership and other particulars about newspaper 'Sree Chaitanya Bani'	২।৪১
জম্মুতে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার	২।৪১
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিক উৎসব	২।৪২
আগরতলায় শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য	২।৪৩, ৩।৬০
আসামে চারিটী মঠে বার্ষিক উৎসব	৩।৬১
ভক্তিশাস্ত্রী পরীক্ষার ফল	৩।৬৪
ভগবদ্ভজন	৪।৭২
বোলপুরে শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার	৪।৮৩
কৃষ্ণনগর শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে ধর্ম্মসম্মেলন	৪।৮৪
অভিধেয়-তত্ত্ব	৫।৯৩, ৬।১১৩
শ্রীনবদ্বীপধাম পরিক্রমা ও শ্রীগৌরজন্মোৎসব	৫।৯৮
শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব উপলক্ষে আনন্দপুরে ধর্ম্মসম্মেলন	৫।১০০
শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমার বিপুল আয়োজন	৫।১০৪

প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
পশ্চিমাঞ্চল কার্য্যালয় চণ্ডীগঢ়স্থ শ্রীমঠে বার্ষিক উৎসব	৬।১২১
যশড়া শ্রীপাটস্থ শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা মহোৎসব	৬।১২৩
শ্রীবলদেব-কৃপায়ই কৃষ্ণকৃপালাভ	৭।১৩২
পুরীমন্দিরের দুর্ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীজগন্নাথদেবের অপূর্ব্ব কৃপা-নিদর্শন	৭।১৩৬
দেরাদুন, লুধিয়ানা, জলন্ধর ও শিমলায় শ্রীচৈতন্যবাণী প্রচার	৭।১৩৮
শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে পুরী-ধামস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে বার্ষিকোৎসব	৭।১৪৪

সাময়িক প্রসঙ্গ

প্রবন্ধ পরিচয়	সংখ্যা ও পত্রাঙ্ক
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা	৮।১৫৭
শ্রীবলদেবাবির্ভাব-পৌর্ণমাসী	৯।১৭৮, ১০।১৯৯
শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী	১২।২৪৫
শ্রীগৌড়ীয় সংস্কৃত বিদ্যাপীঠের পরীক্ষার ফল	৮।১৬৬
আগরতলাস্থিত শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে— শ্রীজগন্নাথ মন্দিরে শ্রীজগন্নাথদেবের রথযাত্রা উপলক্ষে বার্ষিক উৎসব	৮।১৬৭
শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের ঝুলনযাত্রা ও শ্রীকৃষ্ণজন্মাষ্টমী উৎসব	৯।১৮৬
কলিকাতা শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠে শ্রীজন্মাষ্টমী উৎসব—দিবসপঞ্চকব্যাপী ধর্ম্মানুষ্ঠান ও সংকীর্ত্তন-শোভাযাত্রা	৯।১৮৮
ভক্তিযোগই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধন	১০।২০৬
শ্রীহরিনামই সাধ্য-সাধন-তত্ত্বাববোধক	১১।২২০
জম্মু ও পাঞ্জাবে শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠাচার্য্য এবং শ্রীমঠের প্রচারকবৃন্দ	১১।২৩০
শ্রীব্রজমণ্ডল পরিক্রমা	১১।২৩৩
বর্ষশেষে	১২।২৫৪

* * *

শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ হইতে প্রকাশিত গ্রন্থাবলী

(১) প্রার্থনা ও প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা—শ্রীল নরোত্তম ঠাকুর রচিত
(২) শরণাগতি—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত
(৩) কল্যাণকল্পতরু ,, ,, ,,
(৪) গীতাবলী ,, ,, ,,
(৫) গীতমালা ,, ,, ,,
(৬) জৈবধর্ম্ম ,, ,, ,,
(৭) শ্রীচৈতন্য-শিক্ষামৃত ,, ,, ,,
(৮) শ্রীহরিনাম-চিন্তামণি ,, ,, ,,
(৯) শ্রীশ্রীভজনরহস্য ,, ,, ,,
(১০) মহাজন-গীতাবলী (১ম ভাগ)—শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর রচিত ও বিভিন্ন মহাজনগণের রচিত গীতিগ্রন্থসমূহ হইতে সংগৃহীত গীতাবলী
(১১) মহাজন-গীতাবলী (২য় ভাগ) ঐ
(১২) শ্রীশিক্ষাষ্টক—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভুর স্বরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৩) উপদেশামৃত—শ্রীল শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত (টীকা ও ব্যাখ্যা সম্বলিত)
(১৪) SREE CHAITANYA MAHAPRABHU, HIS LIFE AND PRECEPTS ; by Thakur Bhaktivinode
(১৫) ভক্ত-ধ্রুব—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(১৬) শ্রীবলদেবতত্ত্ব ও শ্রীমন্মহাপ্রভুর স্বরূপ ও অবতার—ডাঃ এস্ এন্ ঘোষ প্রণীত
(১৭) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা [শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা, শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মর্ম্মানুবাদ, অন্বয় সম্বলিত]
(১৮) প্রভুপাদ শ্রীশ্রীল সরস্বতী ঠাকুর (সংক্ষিপ্ত চরিতামৃত)
(১৯) গোস্বামী শ্রীরঘুনাথ দাস—শ্রীশান্তি মুখোপাধ্যায় প্রণীত
(২০) শ্রীশ্রীগৌরহরি ও শ্রীগৌরধাম-মাহাত্ম্য
(২১) শ্রীধাম ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা—দেবপ্রসাদ মিত্র
(২২) শ্রীশ্রীপ্রেমবিবর্ত্ত—শ্রীগৌর-পার্ষদ শ্রীল জগদানন্দ পণ্ডিত বিরচিত
(২৩) শ্রীভগবদর্চ্চনবিধি—শ্রীমদ্ভক্তিবল্লভ তীর্থ মহারাজ সঙ্কলিত
(২৪) শ্রীব্রজমণ্ডল-পরিক্রমা ,, ,, ,, ,,
(২৫) শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত—শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী-কৃত
(২৬) শ্রীচৈতন্যভাগবত—শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর রচিত
(২৭) শ্রীশ্রীকৃষ্ণবিজয়—গুণরাজ খাঁন বিরচিত
শ্রীমন্মহাপ্রভুর শ্রীমুখে উচ্চ প্রশংসিত বাংলা ভাষার আদিকাব্যগ্রন্থ
(২৮) একাদশীমাহাত্ম্য—শ্রীমদ্ভক্তিবিজয় বামন মহারাজ কর্ত্তৃক সঙ্কলিত

Regd. No. WB/SC-258

Sree Chaitanya Bani
35, Satish Mukherjee Road
Calcutta-26

BOOK POST

Serial No.
To
Name..
Vill..
P. O..
Dist..
Pin..

নিয়মাবলী

১। "শ্রীচৈতন্য-বাণী" প্রতি বাঙ্গালা মাসের ১৫ তারিখে প্রকাশিত হইয়া দ্বাদশ মাসে দ্বাদশ সংখ্যা প্রকাশিত হইয়া থাকেন। ফাল্গুন মাস হইতে মাঘ মাস পর্য্যন্ত ইহার বর্ষ গণনা করা হয়।

২। বার্ষিক ভিক্ষা ১৫.০০ টাকা, ষাণ্মাসিক ৮.০০ টাকা, প্রতি সংখ্যা ১.৫০ টাকা। ভিক্ষা ভারতীয় মুদ্রায় অগ্রিম দেয়।

৩। জ্ঞাতব্য বিষয়াদি অবগতির জন্য রিপ্লাই কার্ডে কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র ব্যবহার করিয়া জানিয়া লইতে হইবে।

৪। শ্রীমন্মহাপ্রভুর আচরিত ও প্রচারিত শুদ্ধভক্তিমূলক প্রবন্ধাদি সাদরে গৃহীত হইবে। প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হওয়া সম্পাদক-সঙ্ঘের অনুমোদন সাপেক্ষ। অপ্রকাশিত প্রবন্ধাদি ফেরৎ পাঠান হয় না। প্রবন্ধ কালিতে স্পষ্টাক্ষরে একপৃষ্ঠায় লিখিত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৫। পত্রাদি ব্যবহারে গ্রাহকগণ গ্রাহক নম্বর উল্লেখ করিয়া পরিষ্কারভাবে ঠিকানা লিখিবেন। ঠিকানা পরিবর্ত্তিত হইলে এবং কোন সংখ্যা ঐ মাসের শেষ তারিখের মধ্যে না পাইলে কার্য্যাধ্যক্ষকে জানাইতে হইবে। তদন্যথায় কোনও কারণেই পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষ দায়ী হইবেন না। পত্রোত্তর পাইতে হইলে রিপ্লাই কার্ডে লিখিতে হইবে।

৬। ভিক্ষা, পত্র ও প্রবন্ধাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নিকট নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

কার্য্যালয় ও প্রকাশস্থান :—
শ্রীচৈতন্য গৌড়ীয় মঠ, ৩৫, সতীশ মুখার্জ্জী রোড, কলিকাতা-৭০০০২৬ ফোন : ৪৬-৫৯০০

মুদ্রণালয় :—শ্রীচৈতন্যবাণী প্রেস, ৩৪।১এ, মহিম হালদার ষ্ট্রীট, কালীঘাট, কলিকাতা-৭০০০২৬